

গ্রন্থাবলী সিরিজ

ঈশ্বরগুপ্তের গ্রন্থাবলী

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত



শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, 'বঙ্গভাষা-সাহিত্য-মন্দির' প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[মূল্য ১১০ টাকা।]

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পারমার্থিক ও নৈতিক		আমি	১৬
ঐশ্বর্য তোষায়	১	স্বয়ং নির্দেশ	১৭
প্রার্থনা (১)	২	সব ভয়পূর	১৮
প্রার্থনা (২)	৩	সব হার ফাঁক	১৯
নাশ	৪	কিছু কিছু নয়	২০
নাশ	৫	ভয়	২১
স্বাভাবিক মনুষ্য বিশ্বদর্শন	৬	গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা	২২
সংসার-জাতি	৭	মেহ-ঘর	২৩
সংসার-সমুদ্র	৮	জয়া অপেক্ষা মরণ ভাল	২৪
সংসার-কানন	৯	আর কিছু চাইনে	২৫
সংসার-সাজঘর	১০	মাহুত কে	২৬
আত্মপূরণ	১১	পাপপথে ঘেরো না	২৭
সংসার	১২	কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অবেষণ	২৮
গুরু	১৩	অকারাত্ম ইন্দ্রিয়ভক্তি	২৯
গুণী	১৪	আকারাত্ম ইন্দ্রিয়ভক্তি	৩০
শাস্ত্রপাঠ	১৫	নিজাকালে শঠ উপকারী	৩১
রূপ ও গুণ	১৬	বাক্য অপেক্ষা কার্য ভাল	৩২
জানী	১৭	জীবের প্রতি	৩৩
গ্রন্থপাঠ	১৮	ঈশ্বরের করুণা	৩৪
সাধু	১৯	মনের প্রতি উপদেশ	৩৫
কাল	২০	তত্ত্বজ্ঞান	৩৬
শরীর অনিত্য	২১	প্রভাত	৩৭
রোজসই	২২	উৎস্রবরণ	৩৮
কে আমি	২৩	সার উপদেশ	৩৯
কে তুমি	২৪	মনের প্রবৃত্তি-সন্তোষ	৪০
মনের মাহুত	২৫	নিবেদন	৪১
নিষ্ঠুর ইন্দ্রিয়	২৬	নিত্যাধন-অবেষণ	৪২
শ্রীমদ্ভাগবত	২৭	গিতা ও পুত্র	৪৩
পরমার্থ	২৮	কাল	৪৪
বহুত্ব পূজা	২৯	ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা	৪৫
জ্ঞানী	৩০	হিতহান	৪৬
		আত্ম-বিল্যপ	৪৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
স্বপ্ন-রূপ	৭৬	বিবাহ-বিবাহ আইন	১১৭
কব-বোধ	৭৭	ছন্দ-মিশ্রমরি	১১৮
নিযুক্তি-আশ্রয়	"	শাটী	"
কাল-ধর্ম	৭৮	বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের জীৱনস্মৃতি	১২০
কবের প্রতি	৭৯	কৌলীন্য	"
কবের প্রতি	৮১	মান-বাক্য	১২১
পরবাহু	৮৩	এণ্ডাওয়ারা তপ্যামাহ	১২২
নকলি অমিত্য	৮৪	বড়দিন	১২৪
ললিত	৮৫	আনারস	১২৬
মল্লমহের প্রতি করুণা-কুমুদ	৮৬	নৌলকর	১২৭
বিকর স্বপ্ন নাই	"	ছতিক	১৩৩
ব্রহ্মজ্ঞান	৮৮	আচার-ভ্রংশ	১৩৬
বিশ্বমরি	"	হেমন্তে বিবিধ খাজ	"
প্রার্থনা	৮৯	শোষণার গীত	১৪৪
কি দিব ভোমার	৯০	বর্ষবিদ্যায়	১৪৬
পৃথিবী-শিক্ষা	৯১	চৌটকাটা	১৪৮
অগ্নি-শিক্ষা	৯২	কানকাটা	"
বন-শিক্ষা	"	ভোবাসুদে	১৪৯
বন-শিক্ষা	"	বুদ্ধশিবের স্ততি	"
বন্যপদ-শিক্ষা	৯৩	অনাচার	১৬১
বন্য-শিক্ষা	"		
বন্য-শিক্ষা	"		
বন্য-শিক্ষা	৯৪		
বন্য-শিক্ষা-শিক্ষা	"		
বন্য-শিক্ষা	৯৫		
হিতবাদী	১০১		
কব-বোধ	১০৪		
কবাকালীর ভব	১০৬		
নিযুক্তি-কাল	১০৮		
কালজ্ঞান	১০৯		
কালের উক্তি	১১০		
কি	১১১		
অলৌকিক বর্ষা	১১২		
অলসিত			
সামাজিক ও ব্যঙ্গ		রসাত্মক কবিতা	
হংসালী নববর্ষ	১১৩	শ্রোম-নৈবাস্ত	১৬২
শ্রোম-পার্বণ	১১৪	শ্রোম	"
শ্রোম-বিবাহ	১১৬	শ্রোমের প্রথম চূষন	"
		শ্রোম	১৬৩
		শ্রোমের আশা	১৬৪
		যৌবন	"
		শ্রীকৃষ্ণের বপনধর্ম	১৬৫
		কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা	১৬৬
		সখীর প্রতি রাধিকা	"
		মানভজন	১৬৭
		ভালবাসা	১৬৮
		প্রীতি বিবরক প্রমোত্তর	১৭৭
		শ্রোমগর্ভ মান	১৭৮
		হালি হালি স্বপ্ন	১৭৯
		নাটকের উত্তর	১৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যুদ্ধ-বিষয়ক		বিবিধ	
শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়	১৮৫	ছুটী	২৪০
দ্বিতীয় যুদ্ধ	১৮৬	ক্রোধ	২৪১
যুদ্ধকির যুদ্ধ	"	অহঙ্কার	"
শিখযুদ্ধ	"	হিংসা	২৪৩
ফিরোজপুর যুদ্ধে জয়	১৮৭	লোভ	"
নানাসাহেব	১৮৯	চার্য্যাকের মত	২৪৫
কানপুরের যুদ্ধে জয়	"	বিচ্ছিন্ন-হাস্ত	২৪৭
দিল্লীর যুদ্ধ	১৯১	সতীত্ব-দীপ	২৪৮
এলাহাবাদের যুদ্ধ	১৯২	সতীত্ব-বিদ্ভা	২৪৯
কাবুলের যুদ্ধ	"	রূপণ	"
ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম	১৯৩	ভারতভূমির দুর্দশা	২৫২
আগরার যুদ্ধ	১৯৪	রজনীতে ভাগীরথী	২৫৩
যুদ্ধ-শান্তি	"	সেতার	"
ব্যক্ত-বর্ণন		প্রভাতে পদ্মা	"
ব্যক্ত	১৯৬	ফুল	২৫৪
ঐশ্বর্য	"	কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে	"
বর্ধার অধিকারে ঐশ্বরের প্রাক্তর্ভাব	১৯৯	শাস্ত্র এবং শিক্কা-বিদ্ভাট	"
বর্ধা	২০০	ধন	২৫৫
বর্ধার বিক্রম-বিদ্ভার	২০৫	সাধ	"
বর্ধার স্বাক্ষ্যভিত্তিক	"	বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ	২৫৬
বর্ধার ধর্মধাম	২০৬	গগন-গুরু	২৫৭
স্বপ্ন	"	মন-পথিক	২৫৭
বর্ধার আবির্ভাব	২০৭	শকুন্তলা ।	
বর্ধার অভিব্যক্তি	২০৮	রাজা হুমন্তের যুগ্মগমন	২৫৮
বর্ধা-বর্ণন	"	রাজার তপোবনে প্রবেশ	২৫৯
বর্ধার বড়বুড়ি	২১০	রাজার শকুন্তলা-বর্ণন	২৬০
শরৎবর্ণন	"	সবীর্ণের সহিত শকুন্তলার	"
শরৎগমে লোকের অবস্থা	২১৭	কথোপকথন	২৬১
শারদীয়-প্রভাত	২১৮	শকুন্তলার যুদ্ধে অঙ্গসেচন	২৬১
শারদীয়-পূর্ণ	২১৯	শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত	২৬৩
হিমবাত্ত-বর্ণন	২২০	প্রিয়ংবদার সহিত রাজার	"
শীত	২২৬	কথোপকথন	২৬৪
বলন্তকর্তৃক শীতের পরাক্রম এবং	"	শকুন্তলার তাবদ্বর্ণনে রাজার বিতর্ক	২৬৫
বর্ধার সাহায্যে শীতের	"	রাজার তপোবন-সমীপে শিবির সন্নিবেশ	২৬৬
মুদরার স্বাক্ষ্যভিত্তিক	২২৭	সারদা-মঙ্গল	
শব্দ-বর্ণন	২২৯	উদা প্রসঙ্গে শিরিরাজের প্রতি	"
		মেনকার খেদোক্তি	২৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাচীন দ্বিতীয় খণ্ড	২৬৮	ভাব ও প্রণয়	৩০৭
মেনকার ক্রিষ্ণ জ্ঞানোদয়	২৭০	প্রভাত	৩০৮
অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি	"	মধ্যাহ্ন	"
অথ মেনকার উক্তি	২৭২	সন্ধ্যা	"
অথ কৈলাসবাস	২৭৩	বিরহ	৩০৯
অথ জনক-জননী প্রসঙ্গে শিবের প্রতি	"	প্রণয়	"
উদার কল্পনা ঘটন	"	ঈশ্বর ও মৃত্যু	৩১০
অথ উদার প্রতি শিবের উক্তি	২৭৪	দুর্গাপূজা	"
অথ কৈলাসপর্বত হইতে	"	ভাবা	৩১১
হিমালয়ে হরণার্কভীর ততাসমন	২৭৫	ডুয়েল যুদ্ধ	"
অথ ততগণের আনন্দোৎসব	২৮৪	রজনী	"
হরণ্যানি ভঙ্গ	২৮৭	লুটি	৩১২
কাব্য-কানন		দয়্যা	"
প্রার্থনা	২৮৯	মাতৃভাবা	৩১৩
শিবজ্ঞান	২৯১	ব্রহ্মেশ	"
পরমার্থ-তত্ত্ব	"	কবি	৩১৪
মানস-পূজা	"	ভারত-সম্রাটের প্রতি	"
ঈশ্বরকালের প্রভাতে	"	ভারতের অবস্থা	"
শ্রুতিনী ভারিকার মানভঙ্গ	২৯২	ভারতের ভাগ্যবিধি	৩১৫
নারকের উক্তি	২৯৩	রস-লহরী	
ললিত	২৯৫	খল ও নিন্দুক	৩১৬
কব্জ	২৯৬	বসন্ত-বিরহ	"
বর্ষাক সন্ধ্যা	২৯৭	বাবু হারকানাথ * * * মৃত্যু	"
মহাবীরের উক্তি	"	বিলাতের টোয়ি ও হাইগ	৩১৭
রামায়ণ	"	বিশ্ব-কৌতুক	৩১৮
প্রবাস	২৯৮	মার্কভৌমিক ব্রাহ্মভাষ	৩১৯
ব্রাহ্মণ	২৯৯	মৌকি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত	"
যুদ্ধ	"	ইংরাজ সম্প্রদায়	"
মৃত্যু	"	বাকী	৩২০
মানস-মোহন		ব্যোম-বান	৩২১
মহাশয়-উত্তরণে	৩০১	যুদ্ধ	৩২২
কবিতা	"	কবিতা-গুচ্ছ	
ভাব ও চিন্তা	৩০২	বন্দ-কবিতা	৩২৩
বাস	"	নিমন্ত্রণ	"
শিবের	৩০৩	উপদেশ	"
ভিক্টোরের পর বিদল	৩০৪	মদ	"
নিদ্রা	৩০৬	নীতি	"
ব্রহ্মের লিপ্যঙ্গ	"	লাহোর ও গর	"
অশ্রু ও মন	"	মহানীর মেঘ	৩২৪

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

জীবনচরিত ও কবিত্ব

উপক্রমণিকা।

—:~:—

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর বাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিজ্ঞাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে, বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশিভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিথয় বিশ্রিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকণ্ঠে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ “কেলা কা ফুল” রাগে মর্দাঙ্গ জলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ফুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বসুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রশুটিত স্রাবালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মুহূ পর্বনহিলোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ লক্ষ কণকর মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বাণীর বসিয়াছিলাম, তাহার নোচে দিয়া বর্ষার তীব্রী বারিরাশি মুড়ুরব করিয়া ফুটিতেছিল। আশ নক্স, নবীবক্ষে নৌকার আলো, তরঙ্গে চন্দ্র। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে কবি, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-সাধন

করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাসভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কাণ্ডাতেও তৃপ্তি হইল না। চূপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাঝিতেছে—

“সুখদো আছে মা মনে।

দুর্গা ব’লে প্রাণ তাজিব,

জাহ্নবী জীবনে।”

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের স্রব মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ, জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ তাজিবারই বটে, তাহা বুলিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বসিয়া বোধ হইতেছিল।

সেই রূপ, আজিকার দিনের অভিনব এক উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালী সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বৃষ্টি পরের—আমাদের নহে। ষাটি বাঙ্গালী কথায়, ষাটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত বুঝিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব ষাটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর ষাটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না। গেলে ষাটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারেন না, আমরা “বৃজসংহার” পতিভ্যাগ করিয়া “পৌষপার্বণ” চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্বণে যে

একটা স্তম্ভ আছে—বৃক্ষসংহারে তাহা নাই। পিঠা-
খুলিতে যে একটা স্তম্ভ আছে, শতীর বিধাধরপ্রতি-
নিবিত্ত স্তম্ভের তাহা নাই। - দেনী জিনিসটা একে-
বারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশগুহ
জোনস, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে
চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে।
জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। বাহা
মার প্রসাদ, তাহা বহু করিয়া তুলিয়া রাখিতে
হইবে। এই দেনী জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই
খাটি বাঙ্গালীটি, এই খাটি দেনী কথাগুলি মার
প্রসাদ; মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী
বাঙ্গার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার
প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার
প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখো-
পাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার
উদ্যোগ, পরিশ্রম ও বড়েই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে।
ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক, তাহা আমাকে
করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

একপে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী
উপহার দিতেছি, তাহার জন্তও ধন্যবাদ গোপাল
বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া
গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছি-
লেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া
এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু
নিজে সুলেখক এবং বাঙ্গালী সাহিত্যসংসারে
স্বপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটি
যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই,
কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে পীথিয়া
দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি বিশেষতঃ এই প্রণা-
লীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল
বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর
কিছুই পাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের
জন্ত আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে,
গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনীর জন্ত আমার ও
সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ

—:—

বাল্য ও শিক্ষা।

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধাতুক্ষেত্রমধ্যে
যুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা
যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে
এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিমপারস্থ গ্রামে
নাম “ত্রিবেণী”—পূর্বপারস্থিত গ্রামের নাম কাকন
পল্লী বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহাট, কুমারহাটে
দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনে-
ক বৈষ্ণব বাস। এই বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেক
বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। পরিফা
গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণ
বিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহাটে
গৌরব, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়া
একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। *

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈষ্ণব
বংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্র
নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র;—

(১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডি
বলিয়াখ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার
অধিকার ছিল। সেই জন্ত তিনি

উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার একটি

ভাষায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য ৩১

কাব্য, অলঙ্কার প্রকৃতি তাঁহ ৩২

করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় ক ৩৩

প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকা ৩৪

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্বেদ ৩৫

বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ৩৬

কবিত্বষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। ৩৭

তিনটি পুত্র জন্মে;—(১) বৈষ্ণবনাথ, (২) ৩৮

নাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র

নারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর

(১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র

(৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করেন ৩৯

* এই প্রদেশের বৈষ্ণবগণ রাজকা-
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম ক
অনেকের নাম করা লাইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালী ১২১৮ সালে) ২৫এ কাশান শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা ভাঙ্গুণ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধাক্কেজ, পুষ্করিণী, উদ্যান এবং রাইরতি দ্বারীর আশে এই একান্তভুক্ত পরিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজমধ্যে এই গৃহস্থেরা মাত্র-গণ্য ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামের নিকট দেয়ালদহের কুঠীতে মাসিক আট টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোর ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা-মহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর গৃহিত কাঁচরাপাড়া এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে, চানপুরে বিষয়কর্ষ করিতেন। মাতামহের অবস্থা ঠা্ড ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা মনে থাকে, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুঃস্থ ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর যেনে কালীপূজার দিন, অমাবস্তার রাতে একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, এক জন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে মারি অন্ধকারে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া কহিল, —“কে রে?—কে যায়?”

সে মারি ঈশ্বর।
একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্তার রাত্রিতে কাঁচার বাইতেছিল?”

“তাঁহুর মহাশয়ের বাড়ী লুচি আনিতে।”
দশকালওণে এ সাহসের পরিণাম—হোগল-হুঁড়িয়ার বসিয়া কবিতা লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম বৎসর ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

ত্রিবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া খণ্ডরায় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নববধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে গাছা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপ-যোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই বহু গুণ ছিল যে, তিনি ষাট দ্বিগুণ বড় ভালবাসিতেন, মেকির বড়

শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠ্য দেখিতে পাইবেন যে, কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালিবর্ষণ করিতে ছেন—গভর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুদ্রা পর্য্যন্ত কাহারও মাক নাই। এই বিমাতার আশ্রম মনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সন্মুখ-সাক্ষাৎ। ষাট মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, একগাছা কুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিধম বেগে তিনি নিক্ষেপ করেন। কবিগুরু কুল পৌতাগ্য-ক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলাগাছে বিধিয়া গেল।

অন্য ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন ঘার রক্ত করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাক-হস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জোঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জোঠামহাশয় ঘার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাছকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশপত অন্য সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সজার মেকি চলিবার ঠাই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, বখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জালাবিশিষ্ট বক্তোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ-সমাজ ব্যবস-পক্ষে প্রণীড়িত করিয়াছিল—ব্যবসয় ডন জুবানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সাংঘর্ষ্য করিয়া বলেন, “তোদের মা নাই, মা হইল, তোদের ই ভাল। তোদের দেখিবে তনিবে।”

আবার মেকি! জোঠামহাশয় বা হোক—ষাট রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্বেচ্ছের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—“হাঁ! তুমি আর একটা বিরে ক’রে যেমন বাবাকে দেখেছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখবেন।”

দুঃস্থ ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা-পড়ার বড় মনে দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কবিত্ব আছে, ঈশ্বরচন্দ্রের বখন জিন বৎসর বয়স, তখন

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাথমিক জীবন।

কলিকাতার কলিকাতার বাঙালীরা আদিম
জাতিদের। সেই পীড়ার ভীতকে শয়ান
করা থাকতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিত্য
আগ্নিকান্ড ছিল এবং নশা-মাহির বড়ই উপদ্রব
ছিল। প্রবাস আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয়ানত থাকিয়া
সেই নশা-মাহির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি
করিতে থাকেন—

“রেতে মশা দিনে মাছি,
এই ভাড়ুরে কলকাতার আছি।”

I lisped in numbers, for the numbers
came !

তাই নাকি? অনেকে কথাতা না বিশ্বাস
করিতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না,
জানি না। তবে যখন জন ষ্ট্রাট মিলের তিন
বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাতা সাহিত্যজগতে
চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই
তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালী, কবি প্রভৃ-
তিতে যোগদান এবং সঙ্গীত রচনা করিতে পারি-
তেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সঙ্গীত-
রচনা-শক্তি ছিল। বীজগুণে নাকি অনেক আশ্চর্য
ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা-পড়া শিখিতে
ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠ-
শালায় বাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া
খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময়ে মুখে মুখে কবিতা-
রচনা তৎপর ছিলেন। পাঠশালায় উচ্চশ্রেণীর
ছাত্রেরা পারস্ত ভাষার যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া
পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল
অবলম্বন পূর্বক বাঙালা ভাষায় কবিতা রচনা
করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা-পড়া শিক্ষার অনমনোযোগী
দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্থ
এবং অপরের গল্পগ্রহ হইবে। চারজীবন অল্পবয়সের
জন্ত কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে লক্ষ্যপ্রতিষ্ট হইয়া-
ছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথা-
মারে লেখা-পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল, স্থির
করা যায়। কিন্তু রাইব বালককালে কেবল পরের
বল টুর করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেডিক বাপের

অবাধ্য বধাটে ছেলে ছিলেন এবং আর জ-
অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, বহু
কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্থ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা
আদিয়া মাতৃশালায় অবস্থান করিতে থাকেন।
কলিকাতার আদিয়া সামাজ্য প্রকার শিক্ষা লাভ
করিয়াছিলেন। স্বভাববিন্দু কবিতা-রচনার বিশেষ
মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ-
কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে
দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি
পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনা করুন। রাতা-
রাতি বশবী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলের
দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার
অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রসূ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে
পড়া-শুনার অনমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু
শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গল্প-রচনার তাহার বিল-
ক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে
সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই
বিষয়। তিনি অশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা
ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবি
কার্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী
হইত। আমার বিশ্বাস যে, তিনি যদি তাঁহার
সমসাময়িক লেখক রূক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা
পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগরের জায় অশিক্ষিত
হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙালা
সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙালার
উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার
রচনার দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জিত
রচনার অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেক-
টাষ্ট ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের
ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহা-
আর ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের
সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

‘কহিতে না পার কথা,—কি রাগিব নাম।
তুমি হে আমার বাবা হাবা আআরাম।’

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা
রাজি নই। বাঙালা সাহিত্যে উহা আছে
বাঙালা সাহিত্যে একটা দুলভ সামগ্রী
অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিস্তৃত এক
বিস্তারের আকাজক বা পরের প্রতি দি

ব
ত
অ
চ
ক

জীবনচরিত ও কবিতা।

স্রুতি পাইয়া হারাইতে আশ্রয় রাখি নাই, কিন্তু
যে এই যে—একটা প্রতিভা ইহারকিতেই ফরা-
ল।

একজন দেউলেপড়া তৃতী মতি মীলের গল্প
নিয়া ছঃখ করিয়া বলিয়াছিল, “কত লোকে খালি
বোতল বেচিয়া বড়মানুষ হইল,—আনি তরা
বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না?”
সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়া-
ছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি
—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড়
পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিতের সমালো-
চনার অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি।
ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনার আমরা এই
মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন
পূর্ণ ফলপ্রসূ হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্বতিশক্তি বালাকাল হইতে অত্যন্ত
প্রখর ছিল। একবার বাহা শুনিতে, তাহা আর
ভুলিতে ন। কঠিন সংস্কৃত ভাষার চুর্কোষ শ্রোক-
সমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল
কবিতার রচনা করিতে পারিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যুভার পর তাঁহার এক জন বালা-
সখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভা-
করে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

“ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধি-
শালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন
পাঠশালার প্রথম শিক্ষার অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত
হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বাল-
কেরা পায়স্ত-শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই
একটি পায়স্ত-শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ প্রতি-
ষাড়েই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সং-
যোজনা করিয়া, উত্তর ভাষার মিলিত অর্থ
বিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।
১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অল্পমাত্র অত্যন্ত পরিশ্রমে
ঈদৃশ মনোহর বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ
হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা পুরে থাকুক,
উক্ত কাকুনপরীতে বারোয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে
যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের
সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর-গান স্বরার প্রস্তুত
করিতে অক্ষম হওয়াতে, ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি
শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণা-
লীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।”

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু
অপ্রাপ্তবয়স্ক হইয়াই ইংরাজি বিদ্যাত্মক এবং

জীবিকাধেয় অল্প কলিকাতায় আসিয়াই কলিকাতা
আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রবয়স্ক বয়সে তাহার
সহিত প্রণয়-সংসার হয়, তখন আমায় তাহার
তিনি বদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিকবয়স্ক
ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেহ
বিদ্যাত্ম্যসেই আগন্ত ছিল। আমি সে সময়
সর্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে আর
প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ
হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিবরে অবলীলাক্রমে
অপূর্ণ কবিতা রচনা করিয়া সহচর স্নতঃসমূহের
সম্পূর্ণ সন্তোষ-বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি
কোন কঠিন সমস্যা প্রণয় করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ
তাহা যাদুশ মাধুশব্দে সম্পূর্ণ করিতেন, তদ্রূপ
পূর্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।”

উক্ত বালাসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর
বাবু যৎকালীন ১৮১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা-
রাত্রি একজ সহবাস থাকিতে, আমার নিকট দুগ্ধ-
বোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন।
অল্পমান হয়, একমাস কি দেড়মাসমধ্যেই মিশ্র
পর্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ
করিয়াছিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিগের প্রশংসা অনেক
প্রতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বিতা
সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা
তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অগ্রকৃতই হউক, একবার
রচনা এবং সমক্ষে পাঠমাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একে-
বারে চিত্রপটে চিত্রিতের স্থায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন
সমান স্মরণ থাকিত।”

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশের সঙ্গে ঈশ্বর
গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে
ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুরবাড়ীতে
পরিচিত হইলেন। পাথুরিয়াবাড়ীর গোপীমোহন
ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ
সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থান
পূর্বক কবিতা রচনা করিয়া সম্ব্যবস্থা করিতেন।
যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন।
লেখা-পড়া শিক্ষা এবং ভাষাশীলনে তাঁহার অদ্ভু-
তরূপ ও বহু ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার
রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বর-
চন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং বশঃকর্ত্তির সোপান-
স্বরূপ।

ঠাকুরবাড়ীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক
আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাথমিক জীবন।

কল্পনা করিতে পারিতেন। মহেশ্বের কিকিং বাতি-
কের ছিট থাকার লোকে তাঁহাকে “মহেশা পাগলা”
বলিত। এই মহেশ্বের সহিত ঠাকুরবাটীতে ঈশ্বর-
চন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের ১৫ বৎসর বয়স, তৎকালে
শ্রীপাড়া গৌরহরি মন্দিরের কস্তা দুর্গামণি
দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে স্বপ্ন হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র
দেখিলেন, আবার মেকি। দুর্গামণি দেখিতে কুৎ-
সিত। হাবা! বোবার মত। এ ত জী নহে, প্রতিভা-
শালী কবির অর্জুন নহে—কবির সহধর্মিণী নহে।
ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে
কথা कहিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romances আছে। শুনা
যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচাপাড়ার এক জন ধনবানের
একটি পুত্রকে কস্তাকে বিবাহ করিতে অভি-
প্রায়ী করেন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে
সম্মত হইয়া না হইয়া, শ্রীপাড়ার উক্ত গৌরহরি
মন্দিরের উক্ত কস্তার সহিত বিবাহ দেন। গৌর-
হরি, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এক জন প্রধান কুলীন
ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান
করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাড়ীর সহিতই
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র
পিতার আজ্ঞার নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন।
কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি
আর সংসারত্যাগ করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বর-
চন্দ্রের আত্মীয়-নিজগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ
করিতে অصرোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই
সতীনের স্বর্গভার মধ্যে পড়িয়া মারা বাওরা অপেক্ষা
বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর
একটি মহতী নীতি শিখা করি। তরসা করি, আত্ম-
নিক বর-কস্তাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ
কথাটা স্মরণ করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, দ্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চির-
কাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিয়া
মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ
রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সজরিতা ছিলেন।
সরসকরণ্যর হইল, দুর্গামণি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

এরূপ আমরা দুর্গামণির জন্য বেণী ছুঁধ করিব,
না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেণী ছুঁধ করিব? দুর্গামণির
ছুঁধ ছিল কি না, তাহা জানি না। যে আগুনে
জ্বলিত হইতে শরীর পুড়ে, সে আগুন তাঁহার স্বপ্নে

ছিল কি না, জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কি-
তার দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়া
দেখিতে পাই। যে দিকাটু জীলোকের নিক
পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় নাই। যে উদ্ভূ-
জীলোকের সংসর্গে হয়, জীলোকের প্রতি যেহ-
ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই।
দ্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈ-
শ্বর তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন,
ভেজান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পুষ্টি
পানের আকর, তাহা নানা প্রকার অঙ্গুলতার
সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের স্বধর্মী, রসধর্মী,
পুণ্যধর্মী করিতে পারেন না। এক একবার
দ্রীলোককে উক্ত আগুনে বসাইয়া কবি বাজার সাধ
মিটাইতে বান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার
উচ্চাঙ্গনবিতা নারিকা বানরীতে পরিণত হয়।
তাঁহার শ্রীতি “রামভঙ্গন” নারিক বিখ্যাত কাব্যের
নারিকা একরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে
উদ্ধৃত করি নাই। দ্রীলোক-সদৃশ কথা বড়
অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত
দ্রীলোক-সদৃশ প্রাচীন ঋষিদিগের জ্ঞান মূলকর্ত্ত—
অতি কথ্য ভাষার ব্যবহার না করিলে গালি পূরা
হইল বনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে
পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য ছুঁধ করিব, না ঈশ্বর
গুপ্তের জন্য? তরসা করি, পাঠক বন্ধুরা, ঈশ্বর
গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কাঠিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা
হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা
আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুরবাটীতে
প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থো-
পাঞ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র
এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পুর্বেই মরিয়াছিলেন।
রামচন্দ্রের লালন-পালনভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই
অর্পিত হয়।

ষষ্ঠীয় পরিচ্ছেদ

—:—

কথ্য ।

প্রবাহ আছে, লক্ষী-সরস্বতীতে চিরকাল বিবাহ । সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষীছাড়া, লক্ষীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিবনয়নে পতিত । কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষীর বড় অপরাধ নাই । বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্যন্ত দেখিতে পাই, লক্ষীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায় । লক্ষী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন, নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রার নিমগ্ন হইতেন—ভাঁহার পালিত গর্ভভগ্নি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না । এখন হয় ত সে তাবটা ভেমন নাই । এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী ; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় বজ্রার বিতেছেন দেখিতে পাই, হয় ত দেখিতে পাই, ভুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখস্বচ্ছন্দে কাল-ধাপন করিতেছেন—সত্যেনের মত কোমল-বগড়া নাক-কাটাটি কিছু নাই । অনেক সময় দেখি, সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষী আসিয়া উপস্থিত হন । কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনার প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই । লক্ষীর এক জন বরপুত্র ভাঁহার সহায় হইলেন । লক্ষী, সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন ।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়, অর্থাৎ ১২০৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন । ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল ।

(১) “বাঙ্গালা গেজেট” ১২২২ সালে গজাধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয় । ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র । (২) “সমাচার দর্পণ” ১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের দ্বারা প্রকাশ হয় । (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উত্তোগে “সংবাদ-কৌমুদী” প্রকাশ হয় । (৪) ১২২৮ সালে “সমাচার চন্দ্রিকা” । (৫) “সংবাদ ডিমিরমাশক” এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্তৃক “বন্ধুত্ব” প্রকাশ হয় ।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে

এবং উত্তোগে সাহসী হইয়া, সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে “সংবাদ প্রভাকর” প্রচারারম্ভ করেন । তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবারমাত্র প্রকাশ হইত ।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের অন্য-বিবরণ সত্বে লিখিয়া সিদ্ধা-ছেন, “৮ বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয় । তখন আমাদিগের দ্বালায় ছিল না, চোরবাগানে এক মৃত্যবস্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত । ৩৮ সালের শ্রাবণমাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাসিতে স্বাধীনরূপে দ্বালায় স্থাপিত করা যায় । তাহাতে ৩৯ সাল পর্যন্ত সেই স্বাধীন বস্ত্রে অতি সম্বনের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল ।”

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষব্যস্ত নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্পদিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় । কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া সিদ্ধা-ছেন,—

শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৮ বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৮ বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৮ বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৮ বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৮ হলিরাম চৌকিরাল চন্দ্রন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালকার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৮ কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু শ্রীমাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্ত্যস্ত । শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন । ভাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় * অতাবধি প্রভাকরের

* সত্যঃ মনস্তামসপ্রভাকরঃ

সদৈব সর্কেয়ু সমপ্রভাকরঃ ।

উদেতি ভাষ্যংসকলাপ্রভাকরঃ

সমর্ধসংবাদ-নবপ্রভাকরঃ ॥

নক্তঃ চন্দ্রকরেণ ভিন্নমূল্যেনিধীবরেষু

কচিদ্ভ্রমঃ ভ্রামনতঃস্রোতঃসমুদ্রঃ শীঘ্রা স্ফূটাকান্তরাঃ ।

অতোহাভিমল-প্রভাকরকরপ্রৌড়িরশ্লোদরে

স্বচ্ছন্দঃ বিবসে পিবন্ত চতুর্থা স্বাভিধিরেকা রসম্ ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাবলী।

শিখো কৃষ্ণ রহিয়াছে। অরগোপাল তর্কালকার মহা-
শয়র অনেক উত্তম উত্তম গুণ-গুণ লিখিয়া প্রভা-
করের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।”

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অধিত্যক কীর্ত্তি।
যেহে একবার প্রভাকর মেঘে ঢাকা পড়িয়াছিলেন
বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অতাপি কর
বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভা-
করের নিকট বিশেষ শ্রুণী। মহাজন মরিয়্য গেলে
প্রভাকর আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত
গিয়াছেন, আমরা আর সে ধরের কথা বড় একটা
মুখে আনি না। কিন্তু একদিন প্রভাকর বাঙ্গালা
সাহিত্যের হর্তা কর্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর
বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্তন করিয়া
যান। ভারতচন্দ্রী ধরণী তাঁহার অনেক ছিল বটে
—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অঙ্গগামী যাত্রা;
কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, বাহা কখন বাঙ্গালা
ভাষায় ছিল না, বাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালা ভাষা
ভেজবিনী হইয়াছে। নিত্যনৈমিত্তিকের ব্যাপার,
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যের-
ময়ী রচনার বিবরণ হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই
প্রথম দেখায়। আজ শিবের মুকুট, কাল পৌষ-
পার্কণ, আজ মিশনরী, কাল উমেদারি, এ সকল
যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা
প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের
নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবীশদিগের
একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেক লিঙ্গ-
প্রতি লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবীশ ছিলেন।
বাবু রতনাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক জন। বাবু দীনবন্ধু
মিত্র আর এক জন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন
বসু আর এক জন। ইহার জন্তও বাঙ্গালার
সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট শ্রুণী। আমি নিজে
প্রভাকরের নিকটে বিশেষ শ্রুণী। আমার প্রথম
রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাদের বিশেষ উৎসাহ দান
করেন।

—১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়,
সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫০
সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়া-
ছেন, “এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমা-
দিগের কর্ণ এবং উৎসাহের শিরে বিবম বজ্র
নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী
বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর
মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া

কৃতান্তের দ্বন্দ্ব পতিত হইলেন। স্মরণ্য ঐ মহা-
শয়র শোকান্তরগমনে আমরা অপরাধী শোক-
সাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অশ্রু-
রাগগুণ হইলাম। তাহাতে প্রভাকর-করের অনা-
দররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্ত এই প্রভাকর-কর
প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।”

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণে
খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনা-
শক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগদ্বাণপ্রসাদ
মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ই আশ্বিনে “সংবাদ-রত্না-
বলী” প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পা-
দক হইলেন।

১২৫০ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বর-
চন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ
করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়া-
ছেন, “বাবু জগদ্বাণপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আশ্রু-
ক্লো মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার
গুলিতে ‘সংবাদরত্নাবলী’ আবিস্কৃত হইল। মহে-
শ্চন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন।
তাঁহার কিছুমাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে
ইহার লিপিকাণ্ড আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্না-
বলী সাধারণসমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল।
আমরা তৎকর্ত্তে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী
সভার পূর্বতন সম্পাদক ৮ রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।”

ঈশ্বরচন্দ্রের অহঙ্ক রামচন্দ্র ১২৬৬ সালের ১লা
বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন “কলতঃ
গুণাকর প্রভাকর-কর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদ-
কীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না। তাহা পরিত্যাগ
করিয়া দক্ষিণপ্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থদর্শনে গমন
করিয়া, কটকে পরমপুত্রনীর শ্রীযুক্ত শ্রীমামোহান
রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান
করিয়া একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট মহাদি
অধ্যয়ন করেন এবং তাহার কিয়দংশ বক্তব্য
সুশিষ্ট কবিতায় অহংবাদও করিয়াছিলেন।”

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক
হইতে কলিকাতার প্রত্যাগমন করেন। তিনি
কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্ত
চেষ্টিত করেন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়।
১২৫০ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র
প্রভাকরের পূর্ববৃত্তান্ত প্রকাশস্থানে লিখিয়া গিয়া-
ছেন, “১২৪৩ সালের ২৭এ আশ্বিন বুধবার দিবসে
এই প্রভাকরকে পুনরুদিত বাবুদয়িকরূপে প্রকাশ

করি। তখন এই গুরুতর কর্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমিদিগের একমত সম্ভাবনা ছিল না। ভগলীশ্বরকে চিত্তা করিয়া এতৎ অসমসাহসিক কর্মে প্রবৃত্ত হইলে, পাত্রেঘাটনিবাসী সাধারণ-মজলান্তিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর এবং তদনুসৃত বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় বর্ধার হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে বরোপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন এবং অতাবধি আমিদিগের আবশ্যকক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ক্রটি করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত প্রাত্যহিকের পরোপকারিতা গুণের গুণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িকাল পর্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য প্রদেশের সমস্ত জমিদার এবং কৃতবিত্তগণ এই সময়ে ঈশ্বর-চন্দ্রকে বেষ্টে সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এতদূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারত-বর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি-সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৭ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহা-দিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন :—

“প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্ন-ভাগে প্রকাশ করিলাম,—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরো-মণি, গোবীন্দচন্দ্র তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্মলাল পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশঙ্করচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিন্দোহন সেন, ভগবানপ্রসাদ মল্লিক।”

“নীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদব-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, ভীমাচরণ বসু, উমানাথ চট্টো-পাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল এবং শঙ্করনাথ পণ্ডিত, ইঁহারা

কেহ তিন চারি বৎসর পর্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।”

“শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভারতীয় উচ্চাচার্য মহাশয়, আমি-দিগের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু, ভীমা-চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের দ্বারা তাবৎ-কর্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরিক্তমাত্র। বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম সম-পূর্ণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।”

“রমলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সঙ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব? এই সময়ে আমিদিগের পরম স্নেহাধিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেলস্বরূপ; ইঁহারা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু, ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা-নর্ভকীয় জ্ঞান অতি-প্রায়ের বাগ্মতালে ইঁহার মানসরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গভ কি গভ উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।”

“ঠাকুরবাংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাচ্য মাত্র, যেহেতু, প্রভাকরের উন্নতি, সৌভাগ্য, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু, তাহা কেবল ঐ ঠাকুর-বাংশের অগ্রগৃহ দ্বারা হইয়াছে। মৃত বাবু ঘোষণ-মোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইঁহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, ৩চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৬নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টো-পাধ্যায়, বাবু অম্বুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমিদিগের আশার অতীত রূপা বিতরণ করিয়াছেন এবং ইঁহাদিগের দ্বারা অত্যাধিক অনেক মহাশয় আমিদিগের প্রতি বশো-চিত স্নেহ করিয়া থাকেন।”

“এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহা-শয়ের অত্যন্ত অগ্রগৃহ ভক্ত আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিতাত্তংপর মহাশয় বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহকরতঃ ইঁহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশী-প্রসাদ ঘোষ, বাবু বাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত,

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী।

বাঁবু ইশ্বরচন্দ্র লাহিড়ী, বাঁবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদের পক্ষে সমাদর করিয়া উন্নতিকল্পে বিলকণ যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্ষ-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমিদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান্ এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৪৪ শত হইবে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীর প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদভাণ্ডা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন, প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীন অধিকার করিয়া লয়।

১২৫০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাণ্ডু-পীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫২ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্তমধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫০ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাণ্ডু পীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে কেবল সর্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট গ্রন্থপুঞ্জ প্রকটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাণ্ডু পীড়ন করিয়া, আপ-নিই পাণ্ডু-হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃত্তয় ব্যক্তি, বাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অর্থাত্মিক ঘোষ বিপকের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাণ্ডুপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদের পক্ষে বন্ধুগণ ও প্রকাশে বঞ্চিত লইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাঙরের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

সংবাদ ভাঙর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই নিম্নতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫০ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "স্ববিখ্যাত পণ্ডিত ভাঙর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন। এক্ষণে সমধাতাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাঙর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইকালে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রত্যক্ষ লিপি দ্বারা অম্ব্যংপত্রের আত্মকৃত্য্য করিতে পারেন? তিনি ভাঙর পত্রকে অতি প্রশংসিতরূপে নিশ্চয় করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ যন্ত্রের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাণ্ডু-পীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতা-যুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অসীলতা, মানি এবং কুৎসার্পূর্ণ কবিতার পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্বসাধারণেই সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রেরই জয় হয়।

কিন্তু দেশের কটিকে বারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুদ্ধি উত্তীয়ার সন্তাবনা নাই। বৈশাখীণ আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ এ দিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী পড়া গেল না। মহাভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানেন না। দেশের লোক এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি চি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অন্তিম তার জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অসীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান্ ও কৃতকার্য্য হইলেন। সেই দিন হইতে অসীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদসম্মুখে উভয়ের মধ্যে বিবদ শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশও গুরুতর পীড়ার শ্যাগত হইলে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যা পতিত হন, তর্কবাগীশ সে সময়ে কয় শয্যা পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই কয় শয্যা শয়ন করিয়া ভাঙরে বাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল।

"প্রম। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায়?"

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলে ন?

উ। গত শনিবারে গঙ্গাবাতা করিয়ছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘট। কালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাবাতা ও মৃত্যু শোকের বিষয়, শনিবাসরীর ভাষ্যে প্রকাশ হয় নাই কেন?

উ। কে লিখিবে? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনাদের পীড়ার বিষয়ে ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক বহুস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অহুগমন করিতে হয়, তবে উত্তর সম্পাদকের জীবন-বিবরণ ও মৃত্যু-শোক প্রকাশ জগতে অপ্ৰকাশ রহিল।”

তর্কবাণীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৬ সালের ২৪এ মাস প্রাণ-ত্যাগ করেন।

পাণ্ডুলিপি উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “সাদুরঞ্জন” নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। “সাদুরঞ্জন” ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্পবয়স্ক হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফ-স্বলের অনেকগুলি সভার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিভরঙ্গিনী সভা, দক্ষি-পাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভাপনে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার শোভাগ্রামে তিনি আঙ্গিকার দিনে বাচিয়া নাই, তাহা হইলে সভার আলায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিনী, শ্রামভরঙ্গিনী, নব-বাহিনী, তববাহিনী প্রভৃতি সভার আলায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই; কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিনী সভা, বাটে হাট-ভঙ্গিনী, মাঠে মাঠসঙ্কারিণী, বাটে বাটসানধনী, জলে জলভরঙ্গিনী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানার নিধাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভা সকল সভা সংগ্রহের জন্ত আহ্বান হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর একালের সন্ধিস্থানের ঈশ্বরগুপ্তের প্রাদুর্ভাব। একালের মত তিনি নানা সভার সভ্য, নানা স্থান কামটির মেধার ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিকে করিব দলে, হাক আখড়াইয়ের দলে পান বাধিতেন। নগর এবং উপনগরের স্বেচ্ছা কবি এবং হাক আখড়াই দল সমূহের সঙ্গীতসংগ্রামের সমস্ত তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ার তাঁহারই জয় হইত। স্বেচ্ছা দলসমূহ সর্বত্রই তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অস্ত্র কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি মৃতন অস্থাপন করেন; নববর্ষে অর্থাৎ প্রতিবর্ষে ১লা বৈশাখে তিনি ধীর বস্ত্রাঙ্গের একটি মহতী সভা সমাহৃত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভার নগর, উপনগর এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান্ ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাঙ্গারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভার উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির দ্বারা মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভার মনো-রম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগর অর্থ পুরস্কারস্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পাইতেন না। সেই জন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা বৈশাখ তারিখ হইতে এক একখানি স্থলকার প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে মানাবিধ খণ্ডকবিতা ব্যতীত গল্পপত্ৰপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের বিতরণবার আত্মদানের কয়েক বর্ষ

পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাতকর সম্পাদনে কাস্ত হইলেন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্রীমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থার ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপথ্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উচ্চানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ববাঙ্গালী ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীৰ্ত্তিনামা দর্শনে কবিতা প্রণয়ন পূর্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। ষাঁহার তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাবিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে বঙ্গদেশের সকল প্রান্তের সম্রাস্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ-পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মঞ্চস্থলের ধনবান্ জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অধাচিত হইয়া পাথেরস্বরূপ পৰ্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিতেন। ষাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাবিতা এবং সরলতা দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের দ্রুত আলাপ করিয়া তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন কল-মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনি-তেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অতিভাবকর্ণশ্রবণে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, বখাসাধ্য সমাদর করিতে ক্রটি

করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পরসা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলାষী হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষ কাল নানা স্থান পর্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষে সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ে প্রথম উজ্জ্বল। সর্ব্বাঙ্গী ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকাণ্ডে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত “কালীকীর্তন” ও “কৃষ্ণকীর্তন” প্রভৃতি বিষয়ক অনেক-গুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রাম-নিধি সেন (নিধু বাবু), হরঠাকুর, রাম বন্দ্য, নিতাই-দাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েক জন খ্যাতনামা কবির জীবনী চরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহু-পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে “প্রবোধ প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন স্ত্রীরত্ন সেই পুস্তক প্রণয়নকালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে “প্রবোধ প্রভাকর” স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতিমাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমা-বধে “হিতপ্রভাকর” এবং “বোধেন্দুবিকাশ” প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজের তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অল্প বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে “হিতপ্রভাকর” ও “বোধেন্দুবিকাশের” প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি কৃত্ত কৃত্ত উপভাস এবং নীতিবিদ্যক

অনেকগুলি কবিতা “নীতিহার” নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন ।

১২৬২ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর দৈনন্দিন ত্রিমুখগবতের বাক্যলা কবিতায় অমুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন । মজলা-চরণ এবং পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকের অমুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন ।

অবিশ্রান্ত মন্তকচালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে দৈনন্দিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইত । সেই জন্তই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন । ১২৬০ সাল হইতে দৈনন্দিনের প্রমবৃদ্ধি হয়, মাসিক-পত্র সম্পাদন এবং উপযুক্ত পরি কথ্যানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন । কিন্তু এই সময়টিই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল ।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই দৈনন্দিনের জররোগে আক্রান্ত হইলেন । শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয় । উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিভে নিম্ন-লিখিত কথা প্রকাশ হয় ।

“অজ্ঞ কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু দৈনন্দিন গুপ্ত মহাশয় জরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন । শারীরিক মানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সহপুত্র গুণযুক্ত এতদংশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেছেন । তদ্বারা শারীরিক মানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে । ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই ।”

দৈনন্দিনের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন । কলিকাতার সম্রাট লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতাত্ত্বকরণে দৈনন্দিনকে দেখিতে যান । অনেকে বহুক্ষণ পর্যন্ত দৈনন্দিনের নিকটে অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন ।

দৈনন্দিনের পীড়ার সাধারণকে নিত্য উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনে অর্থাৎ ১১ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থা ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয় ।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ই মাঘের প্রভাকরে তাহ । পরবৃত্তান্ত লিখিত হয় । পীড়ায় সকল মহোদয় হৃৎসহ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক । অতএব সে

সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না ।

১০ই মাঘ শনিবার দৈনন্দিনের জীবনাশা কাণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথাযুক্ত তাঁহাকে গাঢ়াঘাত্য করান হয় । ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে দৈনন্দিনের অমুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৬দৈনন্দিন গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অস্থান হই প্রহর এক ঘটিকাকালে শ্রীভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয় ভীষণদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্বক এতদ্বারাশয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পরমেশ্বরদাক্ষ্যকারে গমন করিয়াছেন ।”

এক্ষণে দৈনন্দিনের চরিত্র দৃষ্টে হই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব । দৈনন্দিনের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত ।

তিনি কলিকাতার আগমন করিয়া অমুজ রামচন্দ্রের সহিত পরায়ে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন । একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “তাই, আমাদিগের মাসিক ৪০ টাকা আয় হইলে উত্তমরূপ চলিবে । শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিনের দৈনন্দিন বিদূরিত হইয়া, সম্রাট ধনবানের জায় আয় হইতে থাকে । প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত । তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন । একদা অমুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জনে উদ্যোগ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, “আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে ?” বাস্তবিক দৈনন্দিনের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল ।

অর্থের প্রতি দৈনন্দিনের কিছুমাত্র মমতা ছিল না । পাত্ৰাপাত্ৰ ভেদ জান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী-মাত্রকেই দান করিতেন । ভ্রাতৃপণ্ডিতগণ প্রতি-নিয়তই তাঁহার নিকট বাতায়ানত করিতেন, দৈনন্দিনও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বাহির বৃত্তিমান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থদাহায়া করিতেন । পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি ঋণ প্রার্থনা করিলে, তদ-ওই তাহা প্রদান করিতেন । কেহ সে ঋণ পরি-শোধ না করিলে, তাহা আদার জন্ত দৈনন্দিন চোটা করিতেন না । এই স্বত্রে তাঁহার অনেক ঋণ পর-হস্তগত হয় । সর্বাধিক আয় হইতে থাকিলেও তাঁহার

রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া সে সময়ে বত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (১) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদার করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অব্যবহৃত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উঠুন জলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মীয়, মিত্র এবং ধনী লোক-দিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরী বাঁধা থাকিত। একদা এক জন পরিচিত লোক বলিলেন, “শালগুলা ব্যবহার করেন না, পোকার কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন? বিক্রয় করিলে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে বিউন বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।” ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথা বিশ্বাস করিয়া করেক শত টাকার মূল্যের এক গাঁটরী শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরাইয়া দেয় নাই। ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বালাকালে যদিও উদ্ধত, অব্যবহৃত এবং খেচ্ছাখুশ্ব ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হান্তবদন। নিষ্ঠা কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক, বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতার হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। আমান্ন বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলের সহিত মান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। পানদোষ হল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন ক্ষেত্রীয় যে কোন পরিচিত বা পরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তত করিয়া তে অল্পরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত

তাহাদিগের আশঙ্কিত করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আগুন কবিতার স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।

- (১) এক (২) দুই (৩) চারি ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয় ॥
তক ছাড়া পক্ষ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটীর উপরে রাখি পাটি ॥
পাত হরে পাত পেয়ে ঢোলে মাটির কাটি।
ঝোলমাথা মাছ নিরা চাটি দিয়া চাটি ॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতার তাহাদিগের উপর বাল ঝড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আবার পরিচয়, তখন আমি বালক, মূল্যের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার মতিপথে বড় সমুজ্জল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথায় স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গভীরভাবে কথাবার্তা করিতেন। তাঁহার কতকগুলি নন্দীভূষী থাকিত, রসাতলের তার তাহাদের উপর পড়িত। কলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভালবাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদের সঙ্গেও শুনাইতে যুগা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার আবেশিত পরি-মার্জিত ছিল না। বাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ তৎপার দিতেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্ত নীন-বন্ধকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কলকাতার কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনা-প্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সরল বন্ধ—দেখী কথা, দেশীয় ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয়, তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্ত আমি আছি।

- (১) কাম (২) জোষ (৩) লোভ (৪) মোহ (৬) মাৎসর্য (৫) মদ। “রিপু রিপু নয়” অর্থাৎ “মদ” শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

সুরাপান করুন, আর পাটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্য বেশে সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। বখেটে অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্য গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সজ্জা লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া বাইতেন।

—:—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

—:—

কবিত্ব।

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? ভারতবর্ষে পূর্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। বীরবেত্তার। সকলেই “কবি।” ধর্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছে। “কাব্যোন্মুখ্যঃ কবিঃ কালিদাসঃ।” এখানে অর্থটা ইংরেজী poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে “কবির লড়াই” হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম “কবি।”

আবার আজকাল কবি অর্থে poet; তাহাকে পারা যায়, কিন্তু “কবিত্ব” সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজীতে বাহাকে poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না, আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয়, আমাদের কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি ব্যাখ্যাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মহাভারতের কোমল, গভীর, উন্নত, অশ্রুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে আনিতে ন; সৌন্দর্য্যহৃষ্টে তিনি

তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ইহারা সকলেই এ কবিতে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের স্ত্রায় হীরামলিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। কাশীরামের মত হুত্বভাষ্য কি শ্রীবৎসচিত্তা, কুন্তিবাসের মত তরুণীসেন-বধ, মুকুন্দ-রামের মত কুল্লরা গড়িতে পারিতেন না; বৈষ্ণব-কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে স্নান, করুণ, প্রেম, এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার বাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাখা।

দংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। বাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তাঁর অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাহাকেই আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্ত এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈ কি! বাহা আদর্শ, বাহা কমলীয়, বাহা আকাজিক, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু বাহা প্রকৃত, বাহা প্রত্যক, বাহা প্রাপ, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য-দেশের কবি। এই সমাজ এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়, অস্ত্রে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌর-পার্বণে পিঠাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন; অস্ত্রে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কট পান, ঈশ্বর গুপ্ত মকিকাব্য তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অস্ত্রকে উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের স্তম্ভে

তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটি কবির
দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান ; -

‘মনের চেনে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকে।’

তোমরা হৃদয়গণকে পুষ্পোজ্ঞানে বা বাতায়নে
বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহা-
দের রাসাঘরে, উজুন গোড়ায় বসাইয়া, খাণ্ডী-নন-
দের গল্পনার ফেলিয়া, সত্যের সংসারে এক রকম
খাঁটা কাব্যরস বাহির করেন ;—

‘বধুর মধুর খনি, মুখ-শতল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু ছলছল।’

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কীটায়, রাসাঘরের
ধূঁয়ার, নাটুরে মাঝির দরজির ঠেলায়, নীলের
দারনে, হোটেলের খানায়, পাটার অস্থিহৃত
মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্য-
রস পান, তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বিভাব
দেখেন। পাটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দখলিচিৎ
গায়েবর গন্ধ পান। তিনি বলেন, তোমাদের এ
সমাজ বড় রকমভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটি
করিয়া ভূগোঁসব কর, আমি কেবল তোমাদের
রক্ত দেখি। তোমরা এ ওকে ঠাকি দিতেছ, এ
ওর কাছে মেকি চাটাইতেছ। এখানে কাঠ হাসি
হাসি, ওখানে মিছা কান্না কান্না, আমি তা বসিয়া
বসিয়া দেখিয়া ছাটি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর
মেয়ে বড় হুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী,
প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্মের ভাণ্ডার,—
তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি, উহার
বড় রক্তের জিনিস। মাথবে যেমন রূপী বীর
পোবে, আমি বলি, পুরুষে তেমন মেয়েমাথব
পোবে, উভয়কে মুখ ভেঁকাবোতেই মুখ। স্ত্রীলো-
কের রূপ আছে—তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্তও
জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া
মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার
কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে
হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন, মাথ মাসের প্রাভঃস্রাবের
সময় যেখানে অস্ত্র কবি রূপ দেখিবার জন্ত যুধী-
গণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে
তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্ত বান। তোমরা
হয় ত, সেই নীহারনীতল বক্ষসলিলধৌত কনিষ্ঠ-
কান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, ‘দেখ
—রেখি, কেমন ভাষা! বে জাতি স্নানের সময়

পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাহাদের
পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।’ তোমরা মহিলাগণের
গৃহকর্মে আঁরা ও যত দেখিয়া বলিবে, ‘ধন্য আমি
পুষ্প-সেবাত্রিত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য।’
ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাড়িশালে গিয়া দেখিবেন,
রক্তনের চাল চর্চণেই গেল, পিটুলির জন্ত কোমল
বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে খাণ্ডী-
ননদের মুণ্ড-ভোজন হইল এবং কুটুম-ভোজনের
সময় লজ্জার মুণ্ড-ভোজন হইল। স্মৃল কথা, ঈশ্বর
গুপ্ত realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত satirist ইহা তাহার
সাক্ষ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে
অধিত্য।

ব্যঙ্গ অনেক সময়ে বিবেচ্যপ্রসূত। ইউরোপে
অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন, তাহাদের
রচনা অনেক সময় হিংসা, অসুখ, অকোশল, নিরা-
নন্দ এবং পরত্রীকাতরতাপরিপূর্ণ; পড়িয়া বোধ
হয়, ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক
মার পেটে জন্মিয়াছে—ছয়ের কাজ মাথবকে চুপে
দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে
প্রবেশ করিতেছে—এই নরপাতিনী রসিকতাও এ
দেশে প্রবেশ কবিয়াছে। হতোম পেঁচার নক্সা
বিষমপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কিছুমাত্র বিবেচ
নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন
না, কাহারও অনিষ্ট কা করিয়া কাহাকেও
গালি দেন না। মেকির উঁ রাগ আছে বটে,
তা ছাড়া সবটাই রক্ত, সবটা আনন্দ। কেবল বোর
ইয়ারকি! গোঁরীশঙ্করকে গালি দিবার সময় স্ত্রীরাগ
করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—
ব্রাহ্মণকে কুভাষার পরাজয় করিতে হইবে, এই
জিদ। কবির লড়াই ঐ রকম শত্রুতাসূত্র গালা-
গালি। ঈশ্বর গুপ্ত ‘কবির লড়াইই’ শিক্ত—সে
ধরণটা তাঁহার ছিল।

অজ্ঞাতাও না—কেবল আনন্দ! যে যেখানে
সম্মুখে পড়ে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহারই গালে এক চড়,
নহে একটা কামমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ
আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্ত।
কেহই চড়চাপড় হইতে নিস্তার পাইতেন না। গব-
বর্গর জেনরল, লেপ্টেনান্ট গববর্গ, কোমিলের
মেঘর হইতে মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারী কেহ
ছাড়া নাই। এক একটি চড়-চাপড় এক একটি বজ্র
—বে মারে, তাহার রাগ নাই; কিন্তু যে খায়,
তার হাতে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাড়া-
পাত্র-বিচার নাই। বে সাহসে তিনি বলিয়াছেন—

“বিভাগালী বিধুবনী, মুখে গন্ধ ছুটে”

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের
উপর নৌচের লিখিত ছই চরণে আমাদের ঢেগা সহ
রহিল—

“সিন্দুরের বিন্দুগহ কপালেতে উকি।
নদী বশী কেনী বামী রানী ভ্রামী গুল্কী ॥”

মহাপ্রাণিকে জ্ঞতি করিতে করিতে দেখি Agitator-
বের কান ধরিয়া টানাটানি—

“তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু;
শিখিনি শিং ঝাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেমন রাখা আমলা তুলে মাংসা
গাম্ভীরা ভাজে না,
আমরা তুসি পেলেই খুশী হব,
‘তুঁসি খেলে ঝাঁচ না।’”

সাহেব বাবুৱা কবির কাছে অনেক কানদলা খাই-
রাছেন—একটা নমুনা—

“বখন আসবে শমন করবে রমন
কি বোলে তার বুঝাইবে।
বুঝি হুট বোলে, বুট পাবে দিবে
চুট হুঁকে স্বর্গে বাবে?”

এক কথায় সাহেবদের দৃত্য-গীত—

“গুরু গুরু গুরু গুরু লাকে লাকে তাল।
তারার তারার তারার লাল লাল লাল ॥”

সখের বাবু বিনা সমলে—

“ভেড়া হয়ে ডুড়ি মেয়ে, টপ্পানীত গেয়ে।
গোচে গোচে বাবু হন, গচা শাল চেয়ে ॥
কোনরূপে পিড়ি রন্ধা, এঁটোকাটা খেয়ে।
গুহ হন খেনো গালে, বেনো জলে মেয়ে ॥”

কিন্তু অনেক স্থানেই জীবর গুপ্তের ঐ ধরণ নাই।
অনেক স্থানেই কেবল রদরদ, কেবল আঁকন। তপসে-
বাছ লইয়া আনন্দে—

“কবিত্ব কলক-কান্তি কমনীর কার।
শালিতরা পৌষবাড়ী জন্মখীর প্রায় ॥

মাহবের দৃষ্ট নও বাস কর নৌরে।
মৌহন মণির প্রভা নবীন শরীরে ॥”

অথবা আনারসে—

“শূণ মেখে নেবুরদ রসে যুক্ত করি।
চিরমী চৈতন্তরূপা চিনি তার ভরি ॥”

অথবা পাঠা—

“গাধ্য কার একমুখে মহিমা প্রকাশে।
আগনি করেন বাজ আপনার নাশে ॥
কাড়কাটে ফেলে দিই ধরে ছট ঠাণ্ডা।
সে সময় বাজ করে ছাড়াছাড়া ছাড়া ॥
এমন পাঠায় নাশ, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় আঁড়ে বংশে বোকা ॥”

তবে ইহা স্বাকার করিতে হয় যে, জীবর গুপ্ত
যেকির উপর গালিগালাফ করিতেন। যেকির উপর
বর্খাৰ্শ্ব রাগ ছিল। যেকি বাবুৱা তাঁহার কাছে গালি
খাইতেন, যেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, যেকি
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা “নস্ত-লোনা ধমিকোয়ার” বল গালি
খাইতেন। হিন্দুর ছেলে যেকি খ্রীষ্টিয়ান হইতে চলিল
দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ হইত না। মিশনারিদিগের
ধর্মের যেকির উপর বড় রাগ। যেকি পলিটিক্সের উপর
রাগ। যথাহানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাই-
বেন, এ ক্ষত এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময় জীবর গুপ্তের অঙ্গীলতা এই ক্রোধ-
সম্বৃত। অঙ্গীলতা জীবর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান
দোষ। উহা বাহ্যিতে গিয়া, জীবর গুপ্তকে Bow-
dlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে
নিভেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্যরসে বর্খাৰ্শ্ব
রসিক, তিনি আমাদিগকে শিক্ষা করিবেন। কিন্তু
এখনকার বাঙ্গালী লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা,
তাহাতে কোনরূপেই অঙ্গীলতার বিন্দুবাছ রাখিতে
পারি না। ইহাও জানি যে, জীবর গুপ্তের অঙ্গীলতা
প্রকৃত অঙ্গীলতা নহে। বাহা ইজিরাদির উদ্বোধনার্থ
বা গ্রন্থকারের দ্বারস্থিত করণ্যভাবে অতিব্যক্তিগত ভা-
বিত হইয়া, তাহাই অঙ্গীলতা। তাহা পবিত্র নৃত্য-
ভাবার লিখিত হইলেও অঙ্গীল। আর বাহ্যর উদ্বেগ
সেবন নহে, কেবল পাণ্ডকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা
বাহ্যর উদ্বেগ, তাহার তাঁকা কটি এবং নৃত্যভার

দিক্‌ই হইলেও অঙ্গীল নহে। আশিয়াও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। লোকলের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাববিস্ত ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ ধর্ম্মাশ্রা, আজয় সংবৎস্রের, সত্য, হুস্মিল, সম্মান, এমন সকল লোকও কুতাব দেখিয়াই জাগিলেই “বন্ধোবান” আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ-প্রকাশের ভাবাই অঙ্গীল ছিল। কলে সে সময় ধর্ম্মাশ্রা এবং অধর্ম্মাশ্রা উভয়কেই অঙ্গীলভায় মৃগটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অঙ্গীল, তিনি ধর্ম্মাশ্রা। যিনি ইস্ত্রিয়াস্ত্রের বশে অঙ্গীল, তিনি পাণাশ্রা। সোভাগ্যক্রমে সেজন্য সমাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাশ্রা, কিন্তু সেকলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অঙ্গীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বালাকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটী সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্তে এক পিত্তলের সামগ্রী দিয়া সেল—মার বপলে বিঘাটা। তার পর যৌবনের যে অমূল্য রত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রেমিকবল্লভের, বার্ত্তিক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভাৰ্গ্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। বাহা প্রেমীর নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না। কিন্তু দাগা-ধাক্কির জন্ত সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অন্নবললে পিতৃহীন, মহাশয় হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকটে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকার শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর, সর, পায়সার ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া হুণ্ডলে আসিয়া, শাকারের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত ছুঁই বা দর্কট বন্ধবে জুটী জুটিয়া তাঁহার গারে কাণা হুটাইয়া যায়, আর তিনি জ্বরে বাগেদী ব্যর্থণ করি-
-তে গালি পাবে বর্ষার কাণা ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্বল মহাব্য হইলে এক অত্যাচারের হারি মানিয়া, রূপে জন্ম দিয়া পলায়ন করিয়া, হৃৎথের গহ্বরে হুটাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই লবান।

ঈশ্বর গুপ্ত সংসারকে, সমাজকে স্বীয় বাহবল্লভে জড় করিয়া তাহার নিকট হইতে বন, বশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত বে-
-ক্রোধ, তাহা নিটিল না। কোষ্ঠী মৃগাশয়ের জন্ত তিনি

সমাজের জন্ত তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজে পদভলে পাইয়া গিলজক উভয়-মধ্যম দিতে লাগিলেন সেকলে বাঙ্গালীরা কদম্বের উপর কদম্বা ভাষা ভেই অভিভাক হইত। যৌব হয়, ইহাদিগের মনে হইত, বিত্তম পবিত্র কথা, দেখিছাদি প্রতিভা বিত্তম ও পবিত্র, তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—
-হুমাশ্রা, তাহার জন্ত এই কদম্বা ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতার অঙ্গীলতা আশিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্য বিধের অঙ্গীলতাও তাঁহার কবিতার আছে। কেবল রক্তবায়ুর জন্ত, শুধু ইয়ারকির জন্ত এক আধটু অঙ্গীলতাও আছে। কিন্তু দেশ-কাল বিবেচনা করিলে তাহার জন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের অপরোধ করা যায়। কালে অঙ্গীলতা ভিন্ন কথার আবেদন ছিল না। কালে অঙ্গীল নহে, তাহা সময় বলিয়া গণ্য হইত না যে গালি অঙ্গীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অঙ্গীল। চোর কবি, চোরপকাশে ছই পক্ষে অর্ধ খাটাইয়া লিখিলেন—বিত্তাপক্ষে এবং কালোপক্ষে—ছই পক্ষে সমান অঙ্গীল। তখন পূর্বা-পার্বণ অঙ্গীল, উৎসবগুণ্টি অঙ্গীল—হুগোংসবের নবমীর রাতি বিখ্যাত ব্যাপার। ব্যাভার সন্ত অঙ্গীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালী, হাক-আকড়াই অঙ্গীলতার জন্তই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন-প্রাপ্ত ও বর্ধিত। অত-
-এব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অঙ্গীলতা সকল সমাজ-
-সমাজেই চুলি। তবে, যেমন লোকের কচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও কচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, বাহা ইংরাজেরা অঙ্গীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আমরা এমন অনেক কথা আছে, বাহা আমরা অঙ্গীল বিবেচনা করি, ইংরাজেরা করেন না। ইংরাজের কাছে প্যান্টাশুন বা উক্কেশের নাম অঙ্গীল—ইংরাজের বেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উর লম্বগলিক অঙ্গীল মনে করি না; না, তিনি বা কড়া কাহারও সমুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজা নাই। পক্ষান্তরে, জীপুসকে মুখ-চুপনটা আমাদের সমাজে অতি অসৌখ্যাপায়—কিন্তু ইংরাজের চক উহা পবিত্র কার্য। বাহুনিহনকেই

উহা নির্বাহ হইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যেসকল জিনিস সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিস সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী মুকুট ছাড়িয়া আমরা বিদেশী মুকুট গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন যে, তাঁহাদের পরজীব মুখচূষনে আপত্তি নাই, কিন্তু পরজীব অনাবৃত চরণ, আলতাপরা মলপরা পা নর্শনে বিশেষ আপত্তি। ইহাতে আমরা কেবলই যে জিতিয়াছি, এমত নহে, একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। সেযন্তের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পুরুষ-পুংকে ধরবার তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচি-বিরুদ্ধ; তন বিলাতী রুচি অল্পাধারে অঙ্গীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অঙ্গীল। নব্য বাস্তব হইতে ইহা তুমিরা কানে অঙ্গুল দিয়া পরজীব-মুখচূষন ও করম্পর্শের মহিমা-কৌতুকে মনোযোগ দিবে। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। আমি এ উপমার অর্থ এটো বুঝি যে, পৃথিবী আমাদেরই জমিনী। তাই তাঁকে তক্তভাবে, দেহ করিয়া “মাতা বহুমতী” বলি; আমরা তাঁহার সন্তান; সন্তানের চক্ষে মাতৃত্বের অপেক্ষা মুগ্ধ, পবিত্র অগ্রে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অঙ্গীলতা দেখে, আমার বিবেচনার তাহার চিত্তে পাণ্ডিত্য ভিন্ন কোন বিভ্রম ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অঙ্গীল নহে—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরাজি রুচি বিস্তৃত নহে, দেশী রুচিই বিস্তৃত।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতি রুচির আইনে খরা পড়িয়া বিনাপরাধে অঙ্গীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাঙ্গালী কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মজুর জোলায় নলনের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিস্তৃত, আর বাহ্যিক রামায়ণ, কুমার-সম্বৎসর লিখিয়াছেন, সীতা-শুভ্রলার স্তুতি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অঙ্গীল। এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা। তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প, শেখ। আর সব দেশের কাছে শেখ।

অন্তের ভার ঈশ্বর শুণ্ডে হাল আইনে অনেক স্থানে খরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বে-কসুর খালাস দিতে রাজি; কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে, আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কথবা, যথার্থ অঙ্গীল এবং বিরক্তিকর, তাঁহার মার্জনা নাই।

ঈশ্বর শুণ্ডের যে অঙ্গীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়ামুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অঙ্গীলতা দোষ জন্মাই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে, এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর শুণ্ডের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ শুণ্ড হই বুঝাইতে হয়। শুণ্ড তাহাই নহে। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠকের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর শুণ্ড নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবি কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, নশ্বের নাই; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও ভরসার লাভ। কবিতা নর্শন মাত্র—তাঁহার ভিতর করির অধিকল ছায়া আছে। নর্শন বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে বাহ্যের ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির স্বীকৃতি—তাঁহা ও আমাদের কাছেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই স্বীকৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি শুণ্ডে, কি প্রকারে এই স্বীকৃতি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বলিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাসত্ত্ব প্রধান শিক্ষা, জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরশুণ্ডের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন বুঝা কলিকাতার আদিয়া, সাহিত্যে ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিভেদে তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভাভঞ্জে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভাভব্যাবহার কল কলো নাই, প্রত্যেকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিস্তৃত রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম যে, প্রতিভা ও মুকুট পরস্পর নথী—প্রতিভার অল্পপানী মুকুট। ঈশ্বর শুণ্ডের

বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের কচি বুঝাইলাম, কালের কচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের কচিও বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের কচির অভাবের কারণ (১) পুস্তকমত সুশিক্ষার অভাব, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিণী অর্থাৎ বাঁহীর সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাহার পবিত্র সংসর্গের অভাব (৪) সমাজের উপর অত্যাচার এবং ভজ্ঞনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যেম্বে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জয়। হুগ তাৎপর্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অঙ্গীল, তখন কুচুরি বন্দীভূত হইয়াই অঙ্গীল, তারতন্ত্র্যাদির ভায় কোথাও কুপ্রভুতির বন্দীভূত হইয়া অঙ্গীল নহেন। তাই বর্ণপত্রস্থ প্রতি-
 বিধের সাহায্যে প্রতিবিধারী সত্যকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অঙ্গীলতা দোষ এত সযত্নে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা কুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়াই ছই কথার সাহায্য বাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জনা করিবেন।

মামুষটা কে, আর একটু ভাল করিয়া বুঝা বাড়িক—কবিতা না হয় এখন থাক। বিচার পরিলক্ষ্যে আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক-পাটক কিছুই নাই। অঙ্গীলতার ঘোর আয়োজ, ইয়ারকি ভরা—পাঁটার ভোজ লেখেন, তপলে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভুক্ত, সুরাপান ও লম্বক মুক্তকণ্ঠ—আমার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা বাড়িক।

এই সমগ্রের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে এইগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি ফরমায়সি কবিতা নহে।

• সুরাপানের মার্জনা নাই। মার্জনার আমিও কোন কারণ দেখাইতে ইচ্ছা করি না। কেবল সে লম্বকে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিট মনে করিতে বলি—“একো হি দোষো গুণসরিপাতে
 মন্দভীষাঃ কিরণেদিববাঃ।”

কবির আত্মরিক কথা তাহাতে আছে, অনেক মধ্যে ঐ কয়েকটি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উইয়া বলিলেও ক্ষমত হইবে যে, পরমার্থবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত পক্ষে যৎসামান্য ছিলেন, এত আর কোন বিবোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ পড়মাগ্রহ ব আমরা তাহার সে গল্প কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, সে গল্প পড়িয়া বোধ হয় যে, পাত্র অপেক্ষাও বৃদ্ধি তাহার মনের ভাব আরও সুশৃঙ্খল। এই সকল ও পক্ষে প্রণয়ন করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝি পারিব যে, ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম তান না। ঈশ্বরে তাঁর আত্মরিক তত্ত্ব ছিল। তিনি ম ইউন, বিলাসী ইউন, কোন ছবিবাসী নানাবলীপারী সঙ্গরূপ আত্মরিক ঈশ্বরের তত্ত্ব দেখিতে পাই না সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরতত্ত্বের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরতত্ত্ব ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরে নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যে মুখাবুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথায় ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনায় সাক্ষাৎ মুক্তিমান পিতা বলিয়া সূচু বিশ্বাস করিতেন। মুখাবুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আশ্রয় পাইবার জন্য কোলে বলিতে বাইতেন, আপনি বাপকে বড় আশ্রয় করিতেন, উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাহার ঈশ্বরে পুত্র পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চকের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, মুক্তিমান ঈশ্বর সমুখে পাই-
 তেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া তাহার অসহ্য বয়স হইতেছে, বাপকে বকিয়া কাটাইয়া দিতে-
 ছেন। বাপ নিরাকার নিশ্চর চেতন মাজ, সাক্ষাৎ মুক্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।

“কাতর বিহ্বল আশ্রি, তোমার সন্তান।
 আমার জনক তুমি, সবার প্রধান।
 বায় বায় ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
 একবার তাহে তুমি, নাহি মাত কান।
 সর্গদিকে সর্গলোকে কত কথা কর।
 প্রবেশ সে সব রব, প্রবেশ সিঁহর।
 হায় হায় কব কার, বটল কি আশা।
 মগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কাশা।”

জীবনচরিত ও কবিত্ব ।

মনে লাগে কথা কই নিকটে আনিরা ।

অদীর্ঘ হলেন তেবে, বধির জানিরা ॥”

এ ভক্তের ভক্তি নহে—এ বাণের উপর যেটার ভিত্তিমান । ধন্ত ঈশ্বরচন্দ্র ! তুমি পিতৃপুত্র লাভ করিছ সন্দেহ নাই । আমরা কেহই তোমার সমালোচনা হইবার যোগ্য নহি ।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অল্পভূত রিতে চান, ভরসা করি, তিনি এই সংগ্রহের উপর ভর করিবেন না । এই সংগ্রহ সাধারণের আরম্ভ পাঠ্য ক্রিয়ার জন্য ইহা নানাবিধে সঙ্গীর্ণ করিতে বিবাধ্য হইরাছি । ঈশ্বর সখ্যীর কতকগুলি পঞ্চ শ্রেয়স্কামনিক প্রত্যাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি ঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝে পারিবেন । সেগুলি বাহাতে পুনরুক্তি হয়, যত্ন পাইব ।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্ততাবে, শ্রীমাধাদি যত্নাবে, নন্দ-যশোদা পুত্রতাবে এবং গোপীগণ কাশ্যবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন । কিন্তু গোরালাক ব্যাপার সকল আমাদের হইতে এত দূর সংস্থিত যে, তদালোচনায় আমাদের বাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না । যদি হনুমান, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীমাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক দফল হইত । বালালার ছইজন সাধক আমাদের বড় নিকট । ছই জনই চৈত, ছইজনেই কবি । এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ইহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, লখা, পুত্র বা কান্ততাবে দেখেন নাই । রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে লাক্ষ্য মাতৃত্বাবে দেখিয়া ভক্তি সান্বিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃত্বাবে । রামপ্রসাদের মাতৃ-প্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় নয় ।

“তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত জিহংগার ।

আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার ॥

শিক্ত নামে নাম পেয়ে উপাধি পেয়েছি ।

জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি ॥

তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় ।

তবে কেন গুপ্ততাবে, তাব গুপ্ত হয় ॥”

পুনশ্চ—আমিও নিকটে—

“তোমার বদনে যদি না সরে বসল ।

কেননে হইবে তব, কথশ্যকখন ॥

আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিশ্রয় ।

ইসেয়ার বাত নেড়ে, সার দিও তার ॥”

যার এই ঈশ্বর-ভক্তি, যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদা নিঃশেষে ভক্তি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গভূমির বাহার হৃদয় এইরূপে দম্ব—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হটক । আমরা এরূপ বিলাসী ছাতিয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না ।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাসী বা অভোক্তা ছিলেন না, পাটা, তপসেমাছ বা আনারদের গুণ গাচিত্তে ও রসাযাঘনে উভয়েই সমর্থ ছিলেন । যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন । তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—

“এন্দ্রীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে ।

কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষী নিয়ে ॥

বতকণ থাকে ধন তোমার আগারে ।

নিজে খাও, খেতে দাও, মাধ্য অল্পসারে ॥

ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে ।

প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, রূপের ঘরে ॥”

শাকারমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসিনীয়ে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না । শীতায় তপস্বীভূক্তি এই—

“আর্যসম্বলারোগ্যব্রতপ্রীতিবিবর্জনা ।

দিব্য রত্নাঃ হিরা রত্না আহারাঃ সার্বিকপ্রিয়াঃ ॥”

সুখকথা এই, বাহা আগে বলিয়াছি, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু । মেকি মাগুঘের শত্রু, এবং মেকি ধর্মের শত্রু । লোভী, পরষেবী অথচ হবিষ্যাসী ভগ্নের ধর্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই । ভগ্নের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না । তিনি জানিতেন, ধর্ম ঈশ্বরভূমির, আহারত্যাগে নহে । যে ধর্ম ঈশ্বরভূমির ছাতিয়া পানাহারত্যাগকে ধর্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু । সেই ধর্মের প্রতি বিশেষবশতঃ পাটার ত্রোত্র, আনারদের গুণগানে এবং তপসের দরিদ্রা বর্ণনার কবির এত সুখ হইত । মাগুঘটা বুঝিলাম, নিজে ধার্মিক, ধর্ম খাটি, মেকির উপর খড়গহস্ত । ধার্মিকের কবিতায় অসীলতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা বুঝিরাছি । বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয়, তাহা এখন বুঝিলাম ।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথা, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অসীলতার

কল্পিত, অসীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার
কথার আশ্রয় পড়িয়াছিল। এখন কিরিতা বাইতে
হইতেছে ।

অসীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান বোম্ব,
শব্দাঙ্কুরপ্রসারিতা তেমনি আর এক প্রধান বোম্ব । শব্দ-
ছটায়, অহুপ্রাণ-বমকের ঘটার তাঁহার ভাবার্থ অনেক
সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায় । অহুপ্রাণ-বমকের
অহুযোগে অর্থের ভিতর কি ছাই-তর ধাক্কিয়া যায়,
কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অহুধাবন করিতেছেন
না দেখিয়া, অনেক সময় রাগ হয়, হঃ হঃ হয়, হাসি পায়,
হুয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না । যে কারণে তাঁহার
অসীলতা, সেই কারণে এই বমকাত্মপ্রাণে অহুধা, দেশ,
কাল, পাত্র । সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে
বমকাত্মপ্রাণের বড় বাড়বাড়ি । ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই
—কবিরামাচার কবিতায়, পাঁচালীওয়ারাল পাঁচা-
লীতে ইহার বেশী বাড়বাড়ি । দাশরথি রায় অহুপ্রাণ-
বমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয়
ছিল । দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমনত নহে ।
কিন্তু অহুপ্রাণ-বমকের দোহাশ্রোতা তাহা প্রায় একেবারে
চাক। পড়িয়া গিয়াছে, পাঁচালীওয়ারাল ছাড়িয়া তিনি
কবির প্রেয়সীতে উঠিতে পান নাট । এই অহুপ্রাণ-
প্রায়োগের পটুতার ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—
এত অহুপ্রাণ-বমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার
করে নাই । এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্ম বড়
হঃ হঃ হয় ।

অহুপ্রাণ-বমক যে সর্বত্রই দৃশ্য, এমনত কথা আমি
বলি না । ইংরাজীতে ইহা বড় কদর্য্য স্তন্য বটে, কিন্তু
সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড়
মধুর । কিছুমাত্র বাহুল্য ভাল নহে—অহুপ্রাণ-বমকের
বাহুল্য বড় কষ্টকর । রাখিয়া চাকিয়া পরিমিতভাবে
ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিষ্ট, বাঙ্গালীতেও তাই ।
মধুসূদন নজ মধ্যে মধ্যে পড়ে অহুপ্রাণের ব্যবহার
করেন,—বড় বুঝিয়া ছুঝিয়া, রাখিয়া চাকিয়া, ব্যবহার
করেন—মধুর হয় । শ্রীমান অক্ষরচন্দ্র সরকার গভে
কখন কখন হুই এক বৃন্দ অহুপ্রাণ ছাড়িয়া দেন, রস
উঠিয়া উঠে । ঈশ্বর গুপ্তের এক একটি অহুপ্রাণ বড়
মিষ্ট—

“বিবিজ্ঞান চ’লে বান লবেজ্ঞান ক’রে ॥”

ইহার ভুলনা নাই । কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসমর্থ

নাই, বিধর অবিধর নাই, দীনা পরহা নাই—এক
অহুপ্রাণ-বমকের কোয়ারা গুলিলে আর রক্ত হয় :
আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না, কেবল পক্ষের দিকে
এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অস্বীকার্য্য । তিনি শব্দ
প্রতিবোধগ্ৰস্ত অধিপতি । এই বোম্বগুপ্তের উদাহর
বঙ্গপ হুইটি নীত বোধেদুবিধান হইতে উদ্-
করিয়াম,—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতাল ।

কে রে, বামা, বারিধবরী,
তরুণী, তালে, ধ’রেছে তরুণী,
কাহার বরুণী, আগিরে বরুণী,
করিছ মধু-জর ।
হের হে ভূপ, কি অপজ্ঞ,
অহুধম রূপ, নাহি বঙ্গপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥
বামা, হাসিছে তাসিছে, লাজ না বাসিছে,
হৃদহারবে বিপক নাশিছে, গ্রাসিছে বারুণ, হয় ।
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য গলিছে,
লবনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোণেতে জলিছে, মজ্জা চলিছে,
ছলিছে ভুবনময় ॥
কে রে, ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিরে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হরে লবাননা, বামা বিবসনা,
আসবে মগনা ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতাল ।

কে রে বামা, বোড়লী রূপসী,
হুরেণী, এ যে, নহে হাহুণী,
তালে শিশু শনী, করে শোভে অনি,
রূপসী চাক ভাস,
দেখ, বাজিছে রূপ, দিজেছে রূপ,
মারিছে লক্ষ, হ’তেছে লক্ষ,
গেল রে পৃথী, করে কি কীর্তি,
চরণে কুস্তিগাল ॥
কে রে, করাল-কামিনী, করালগামিনী,
কাহার আমিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করিছে দামিনী,
দামিনীভূত চান ॥

কে যে, দেশপ্রেম, কবিতা-রস,
কবিতা-রস, কবিতা-রস,
কবিতা-রস, কবিতা-রস,
কবিতা-রস, কবিতা-রস,

আহা, যে যেখান পূর্ণ, যে ছিল পূর্ণ,
হইল পূর্ণ, সেল সে পূর্ণ,
চরণপদে, পড়িয়ে পূর্ণ, করিছে সর্বনাশ।
যেখি, নিকট মরণ, কত সে মরণ,
মরণমরণ, মরণমরণ,
নিবৃত্ত নবীন নীরদরণ, বানসে কর প্রকাশ ॥

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ণ শব্দকোশলী বলিয়া তাঁহার যেমন
এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ণ শব্দকোশলী
বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন
অল্পপ্রাণ-যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা
ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অজুল। যে ভাষার তিনি পত্ত
লিখিয়াছিলেন, এমন ষাঁটি বাঙ্গালীর এমন বাঙ্গালীর
এমন প্রাণের ভাষার, আর কেহ পত্ত কি গত কিছুই
লেখেন নাই। তাহাতে সাক্ষ্যতকনিত কোন বিকার
নাই—ইংরাজীভাষীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের
অভিধান নাই—বিশুদ্ধি বড়াই নাই। ভাষা হেলে না,
টলে না, ঝাঁকে না—সরল, সোজা গথ উল্লিখা গিয়া
পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গা-
লীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—
আর লিখিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল ভাষা নহে—
ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা, দেশী ভাব
প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতার কেলাস জুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের মত আমরা যে
উজ্জ্বল—তাঁহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই
গুণ। ষাঁটি বাঙ্গালা আমাদের বড় ঘিঠে লাগে—
ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই
না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার
কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে
ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা বাহাতে জাতি হারা-
ইয়া ভিন্ন ভাষার অধিকরণমাত্রে পরিণত হইয়া পরা-
ধীনতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা
ভাষা বড় সোটাঁনার মধ্যে পড়িয়াছে। জিৎখামিনী
এই দ্রোতভীর জিৎখামিনী মধ্যে আকর্ষণে পড়িয়া আমরা
কত লোকেরা অনেক দুর্ভাগ্যক খাইতেছি। একদিকে
সংস্কৃতের দ্রোতে মরাগালে উজান বহিতেছে—কত
“দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত বিপাক” বলিতে “গুণ” যথিরা লোকের

বোঝাই দৌড়া-মুকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না
—আর একদিকে ইংরাজীর ভাষাভাষক বোঝা
ছাপাইয়া বেশ ছাড়াবার করিয়া তুলিয়াছে—বাণেশ্বরকণ,
বন্ধারজান, ইংলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি আবার
পিনে পিনে কুলেপকের আলার বেশ উৎপীড়িত, মাঝে
ঝুজলিয়া গুণাতোরা ভাষা এই বাঙ্গালা ভাষার
প্রোত বড় কণি বহিতেছে। জিৎখামিনী আকর্ষণে পড়িয়া
লেখক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের
রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামা-
জিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি
যে সকল রীতি-নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক
বিশুণ হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের
নিকট বিশেষ আদরীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের বক্তব্য-বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ
প্রকারে প্রাণশ্রিত হইয়াছে। আমরা ভতটা প্রাণশ্রা
করি না। ফলে, তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল, তাহার
সম্পদ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক
মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। “বর্ধাকালের নদী”
“প্রভাতের পদ” প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁহার পরি-
চয় পাইবেন।

হুল কথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক
বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতার
নাই। বাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায়
আপন আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বর গুপ্তও আপন
সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা হই একটা উদা-
হরণ দিই।

প্রথম, দেশবাংসল্য। বাংসল্য পরমার্থ; কিন্তু
এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না।
কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা
সাধারণ হইতেছে দেখিবা আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর
গুপ্তের সময়ে ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার
লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি,
বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাং-
সল্যের জায় নহে—অনেক নিকট। মহাত্মা রামনাথ
রায়ের কথা জাতির দ্বারা রামনাথাল বোধ ও হরিকৃষ্ণ
মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাংসল্যের প্রবন
নেতা বলা বাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য
উদাহরণেরও কিংবা পূর্ণগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-
বাংসল্য উদাহরণের মত কলপ্রবাহ হইয়াও তাঁহার

অপেক্ষাও জীৱ ও বিতৰ্জ। নির কৰ ভৱ পত ভৱনা
কৰি, সকল পাঠকই মুগ্ধ কৰিবেন,—

“মাতৃভাষা ভাবি যেন, বেধ দেশবাদিগণে,
শ্ৰেয়স্পূৰ্ণ নয়ন বেলিয়া।
কত রূপ বৈধ কৰি, দেশের কুসুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর কেলিয়া।”

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার
করজন লোক ইহা বুঝে? এখনকার করজন লোক
এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের কথার
বা, কাজেও তাই ছিল। তিনি বিবেশের ঠাকুরদিগের
প্রতি কিরিয়াত চাহিতেন না, দেশের কুসুর লইয়াও
আধর করিতেন। মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি
আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। “মাতৃসম
মাতৃভাষা” সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন,
কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা
বলে? “বালালা বুঝিতে পারি” এ কথা স্বীকার
করিতে অনেকের লজ্জা হইত! আজিও না কি কলি-
কাত্যায় এমন অনেক কৃতবিস্ত নরায়ণ আছে, বাহার
মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অমুখীলন করে,
তাহাকেও ঘৃণা করে এবং আপনাকে মাতৃভাষা অমু-
খীলনে পরাজুখ ইংরাজীভবীণ বলিয়া পরিচয় দিয়া
আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এ মহাত্মার
লম্বাচ্ছে আনুত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ
হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

বিতার, ধর্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মেরও সমকালিক
লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন,
কিন্তু তখনকার লোকদিগের জ্ঞান উপধর্মকে হিন্দুধর্ম
বলিতেন না। এখন বাহা বিস্তৃত হিন্দু-ধর্ম বলিয়া
শিক্ষিত সম্প্রদায়ভূক্ত অনেকের গ্রহণ করিতেছেন,
ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিস্তৃত পরমমঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের বার্থ মর্ম কি, তাহা
সরস্বত-ভাইবাবু জ্ঞাত, তিনি সংস্কৃত অনতিজ্ঞ হইয়াও
অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি বর্ণন-শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাথবা বেত্ত সে
মতলসে যে তাহার বেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহার
প্রতি পণ্ডিতের তাহা বিপের জ্ঞান যার। এক সময়ে
ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মসমাজভূক্ত ছিলেন

এক অধ্যাপকি ব্রাহ্মসমাজে ছিলেন। ব্রাহ্মি
করে ব্রাহ্মের হইয়া ব্রাহ্ম, তিনি ব্রাহ্মী করিতেন।
কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ ভীতুত যার, দেশের কুসুর লইয়া
তিনি পরিচিত ছিলেন এক আনুত হইতেন।

তৃতীয়, ঈশ্বর গুপ্তের স্বাধীনতা বাক উদার ছি
তাহাতেও যে তিনি সকলের অগ্রবর্তী ছিলেন, সে ব
বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নি
হইলাম।

একদে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলি
আনি আস্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত বর্ত পত লিখিয়াছে
এত আর কোন বালালী লেখে নাই। গোপালবাবু
অম্বান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার রূপ পত লিখিয়া
ছেন। এখন বাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাই
তেছে, তাহা উহার কুরাংশ। যদি তাহার প্রবি
বালালী পাঠক-সমাজের অম্বরূপ দেখা যায়, তবে
ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম
খণ্ড মাত্র। বাহিরা বাহিরা সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে
ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমত নহে। যদি সকল
ভাল কবিতাগুলি প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অসঙ্গত খণ্ড
কি থাকিবে?

নির্দাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল যে, ঈশ্বর
গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, তাহাতে পাঠক বুঝিতে
পারেন, তাহাই করিব। এ লক্ষ্য কেবল আমার পছন্দ-
মত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু
কিছু তুলিয়াছি অর্থাৎ কবির স্বতন্ত্রকল্পিতনা প্রথা ছিল,
সকল রকমের কিছু কিছু উপাধরণ দিয়াছি। কেবল
যাহা অপঠ্য, তাহারই উপাধরণ দিই নাই। আর
“হিতপ্রসারক,” “বোধেন্দুবিশ্বাস,” “প্রবোধপ্রসারক”
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না,
সেই গ্রন্থগুলি অধিকল পুনরুজ্জিত হইবার সম্ভাবনা
আছে। তরনা করি, তাহার স্বতন্ত্র একখণ্ড প্রকা-
শিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, জনবকাশ—বিশেষে বাস
প্রভৃতি কারণে আমি ব্রহ্মাকরণকার্যের কোন তদ্ব্য-
বধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি যৌন হইয়া
থাকে, তবে পাঠক সার্জন করিবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

পারমাথিক ও নৈতিক

প্রণাম তোমায়

প্রভাকর প্রভাতে, প্রভাতে মনোলোভা ।
দেখিতে স্তম্ভর অতি, জগতের শোভা ॥
আকাশের অকস্মাৎ, আর এক ভাব ।
হয় দৃষ্ট নব সৃষ্ট, স্তম্ভর স্বভাব ॥
ভরুণ ভগ্নন হয়ে, তরণ তামস ।
লোহিত লাবণ্য হেরি, মোহিত মানস ॥
ক্রমে ক্রমে সে ভাবের, হয় ভাবান্তর ।
ধরতর-কর-কর, হন দিবাকর ॥
ক্রমেতে ক্রমের হাস, পশ্চিমেতে গতি ।
দিন বত গত ভত, দীন দিনপতি ॥
পরিণেবে পুনরীর, বোর অন্ধকার ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।
তোমার অনন্ত গীতা, বুঝে সাধ্য কার ॥
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
প্রকৃষ্টিত কত ফুল, বন উপবনে ।
শত শত শতফল, শোভা করে বনে ॥
কুহুমের বাস ছেড়ে, কুহুমের বাস ।
বাগুড়ের এসে করে, নাসিকার বাস ॥
মধুজের টলটল, ঢলঢল রূপ ।
আততরা হাত তার, দুষ্ট অপরূপ ॥
মাঝে মাঝে বত ঝিল, নিজ নিজ দলে ।
রস খায় বল গার, বোঁসে পুশদলে ॥
শরীর পতন করে, ধস্ত তার ক্রিয়া ।
বাঁটার অসংখ্য জীব, মকরন্য দিয়া ।
ক্ষণপরে সেই শোভা, নাহি থাকে তার ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥

এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।
তোমার অনন্ত গীতা, বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
নয়নেতে হেরি এই, বিরূপ আভাস ।
শ্বেতময় সমুদয়, অমল আকাশ ॥
পুন দেখি নব নব, অসম্ভব সব ।
শ্বেত, পীত, নীল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ নভ ॥
আরবার দেখি তার, নাহি সেই রূপ ।
সজল জলনকালে, জগৎ বিরূপ ॥
নয়নেতে লজ্জা দেয়, অন্ধকাররাশি ।
তাই দেখে মাঝে মাঝে, চপলার হাসি ॥
সে সময় মনে মনে, ভাবি এই ভাব ।
স্বভাবের সেই ভাব, হবে না অভাব ॥
ক্ষণপরে চেয়ে দেখি, সকলি বিকার ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এখনি সৃজন করি, এখনি সংহার ।
তোমার অনন্ত গীতা বুঝে সাধ্য কার ?
এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।
প্রণাম তোমায় প্রভু, প্রণাম আমার ॥
এই আমি, এই আমি, এই অবয়ব ।
এই রূপ, এই রস, এই আছে রব ॥
এই হস্ত, এই পদ, এই আছে সব ।
এই এই, আর নেই, পরে এই শব ॥
এই ব্রাতা, এই পুত্র, এই পরিবার ।
এই হাত, এই স্রব, এই হাটাকার ॥
এই ভাব, এই তক্তি, এই বিদোকন ।
এই চিত্তা, এই শক্তি, এই বুদ্ধি মন ॥
এই মেধা, এই বস্তু, এই অহুমান ।
এই তুমি, এই আমি, এই অভিমান ॥

কণপরে আমি কোথা, কেবা আর কার ?
 প্রণাম তোমার প্রভু, প্রণাম আমার ॥
 এখনি স্থলন করি, এখনি সংহার ।
 তোমার অনন্ত লীলা, বুঝে নাথ্য কার ?
 এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ।
 প্রণাম তোমার প্রভু, প্রণাম আমার ॥

প্রার্থনা (১)

এক দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপার ।
 হই হই করিতেছি, ভবের সত্যর ।
 যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি ।
 যেদূর বলাও তুমি, সেইদূর বলি ॥
 আমি বলি আমি চলি, নাথ্য কিন্তু নাই ।
 চলাও বলাও তুমি, চলি বলি তাই ॥
 বল বল তব বল, সেই বলে বলি ।
 বল বল তব বল, সেই বলে বলী ॥
 সবলে এ বল তুমি, বধন হরিবে ।
 আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে ?
 আছি আমি, আর আমি, রহিব না মোলে ।
 যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চলে ॥
 কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি ।
 মিশাবে জলবিজলে, জলধির বারি ॥
 আছে সব হলে সব, বাবে সব চুকে ।
 আমি এসে আমি আর, বলিব না মুখে ॥
 ভ্রমেতে ঘুরিবে সব, করি হাহাকার ।
 মুটিল নখর দেহ, ঈশ্বর তোমার ॥
 নখর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কার ।
 ঈশ্বর বাবার নয়, ঈশ্বর কি বার ?
 ছিল গুপ্ত হলো গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে ।
 লকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে ॥
 তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও ।
 কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও ?
 থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি কল ।
 কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল ॥
 তত দিন আছি আমি, বত দিন থাকি ।
 আমার আনিয়া তুমি, তোমায়েই ডাকি ॥
 তোমার করুণা বিনা, হুথ কিসে হবে ?
 তুমি যদি স্মৃতি কর, হুথ পাব তবে ॥

সন্তোষের ধন তারা, ভবের তাওরে ।
 তুমি যদি নাহি দেও, কে লইতে পারে ?
 হুথতে করেছি কত হুতোগ-সন্তোগ ।
 মিরেহ, হয়েহে তার, হুথের সংযোগ ॥
 যোগ ভোগ হই ইচ্ছা, লকলের মনে ।
 ভোগ ভোগ, যোগ যোগ হইবে কেমনে ॥
 ভোগ যেন কর্ণভোগ, তুমিতে না হয় ।
 যোগে যেন অহুযোগ, কখন না হয় ॥
 কিরূপে মনের তাব, করিব প্রকট ।
 করিবার কিছু নাই, তোমার-শ্রীকট ॥
 চলিবার বলিবার, শেষ হলো সব ।
 ব'লে ক'রে একেবারে, হলেন নীরব ॥

প্রার্থনা (২)

ধ'য়ে মাহুয়ের দেহ, মাহুয়ে করিবে যে
 মিছা কাল করিলাম বই ।
 বরূপ মাহুয় কই, এমন মাহুয় কই
 আমি তো মাহুয় মিজ নই ॥
 কোথা বিভূ বিশ্বকর, আমার করিয়া নয়
 বেদনা দিতেছ কেন আর ?
 কর দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ যে
 কেন দিলে নষ্ট অহঙ্কার ?
 তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর বাহা ইচ্ছা হয়,
 ইচ্ছায় চালাছ, এ সংসার ।
 যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
 সন্তাবনা কি আছে আমার ?
 বা হোক তা হোক নাথ, আজ কিবা হুপ্রভাত,
 প্রাণিপাত চরণে তোমার ।
 মধুর মধুর তাব, তুমি তার আদিত্যাব,
 লকলেতে করিছ বিহার ॥
 কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতিশীত শুভুকান্ত,
 মরি কিবা কান্ত মসোহর ।
 যার বলে বলাক্রান্ত, নাশিরা নিশির জ্বাত,
 নিশাকান্ত কান্ত করে কর ॥
 বিগত বিশেষ দার, প্রত্যাকর প্রত্য পায়,
 ক্রমে তার বাড়িছে প্রত্যাব ।
 প্রত্যাকরকর-করে প্রত্যাকর কর করে,
 প্রত্যাকর করের কি ভাব ॥

একে প্রভাকর-কর,

ওহে প্রভাকর-কর,

মনোহর হও দয়াকর ।

হে নাহি জানে গুণ,

বসু যে দিবর গুণ,

ভূমি ব্যাক চরাচরবর ।

মায়ী

বিবৰ্জিত নাক্ষত্রাণা দুষ্ট মনোহর ।
 পোড়িত গুচাক-আলো স্বর্ষ্য শশধর ।
 স্বভাব স্বভাবে গয়ে ন-সংগদনভার ।
 করিছে নকল স্বভা হয়ে স্বভাধার ।
 জলধর বাস্তবকর বাস্তব করে কত ।
 সমীরণ সন্নিহিত করিছে অবিরত ॥
 হয় কালে হয় কাল হয় ছয় রূপ ।
 চলভূমে রল করে তাঁড়ের স্বরূপ ॥
 অধিকারী একমাত্র অখিলপালক ।
 আমরা সকলে তাঁর বাজার বালক ॥
 প্রকৃতি-প্রকৃত সাজ শরীরেতে গয়ে ।
 বহুরূপ সত্ত্ব সাজি বহুরূপী হয়ে ॥
 শিতকালে একরূপ সহজে সরল ।
 অখল অপূর্ণ তাব অবল অচল ॥
 হুকোমল কলেবর অতি সুললিত ।
 নব নবনীত নব লাবণ্য গলিত ॥
 কণী, জল, অনলেতে কিছু নাহি তর ।
 নাহি জানে ভাল মন্দ লবানস্বমর ॥
 আইলে যৌবনকাল আর একরূপ ।
 সুবক স্বর্ষ্যের সম দীপ্ত হয় রূপ ॥
 দিন দিন বৃদ্ধি হয় শারীরিক বল ।
 নানারূপ চিন্তা হেতু মানস চঞ্চল ॥
 ইন্দ্রিয়ের স্থখ হেতু কত প্রকরণ ।
 বহুবিধ অসুখান অর্থের কারণ ॥
 পরিশেষে দুঃখকাল কালের অধীন ।
 ক্রমপক্ষে নশী প্রায় দিন দিন কীণ ॥
 আছে চকু কিন্তু তার দেখা নাহি যায় ।
 আছে কর্ণ কিন্তু তার শব্দ নাহি যায় ॥
 আছে কব কিন্তু তাহা না হয় বিস্তার ।
 আছে পদ কিন্তু নাই গতিশক্তি তার ॥
 গলিত কুন্তলজাল গলিত মনন ।
 গোলিত গায়ত্রের বাণে অগলিত বচন ॥

ছিল আগে এই দেহ সবল সচল ।
 এখন ঘরিল গিরি স্বভাবে অচল ॥
 ওহে জীব ভাল ভূমি রঙ করিয়াছ ।
 তিন কালে তিন রূপ সত্ত্ব সাক্ষিয়াছ ॥
 কেবল কুহকে তুলে কৌতুক দেখাও ।
 আগনি কৌতুক কিছু দেখিতে না পাও ॥
 ভাল কোরে বাজা কর বুঝে অভিশ্রায ।
 কর তাই অধিকারী ভূট্ট হন বায় ॥
 বাজা কোরে ভূমি বাণে আমি বাব চলে ।
 এ বাজার শেষ হবে গজাবাজা হইলে ॥
 হিরণ্যবে এক খেলা খেল চিরকাল ।
 ভাল ভাল ভাল বাজী অঙ্গদিল্লজাল ॥
 ছায়াবাজী মায়াবাজী কত বাজী জোর ।
 তাবিলে ভবের বাজী, বাজী হয় ভোর ॥
 হার এ কি অঙ্গরূপ দৈবের খেলা ।
 এক ভূতে রক্ষা নাই পাঁচ ভূতে বেলা ॥
 ভূতে ভূতে যোগাযোগ ভূতে করে যব ।
 দেখিয়া ভূতের কাণ্ড ব্যতিভূত সব ॥
 ভূতের আকার নাই বলে কেহ কেহ ।
 দেখিলাম এ ভূতের মনোহর দেহ ॥
 কবে ভূত ছিল ভূত আবিভূত কবে ।
 পুনরায় এই ভূত-কবে ভূত হবে ॥
 ভূতের বাণায় থাকো দেখ নাকো চেয়ে ।
 নিবানিশি তোমারে হে ভূত আছে পেয়ে ॥
 ভূতের সহিত লড়া করিছ বিহার ।
 অঞ্চল জান না কিছু ভূতের ব্যাপার ॥
 কখনো নিগ্রহ করে কভু করে দয়া ।
 নাহি জানে রাম নাম নাহি জানে গদা ॥
 এই ভূত করিয়াছে রামের ধর্মন ।
 এই ভূত করিয়াছে পরার স্বজন ॥
 এই ভূতে রহিয়াছে বিশ্ব জরীভূত ।
 হোলিঘোটে ছাড়া নন এই পাঁচ ভূত ॥
 ভূতনাথ ভগবান্ ভূতের আধার ।
 সর্বভূত সমভাবে আবির্ভাব ধার ॥
 ভূত হবে কলেবর ভূতের সদন ।
 অতএব ভূতনাথে লড়া তাব মন ॥
 আদিরাছ ভগবতের মেলা দরশনে ।
 দেখে দেখে দেখে জীব বত নাথ মনে ॥
 কিন্তু এক উপদেশ কর অবধান ।
 চাঁটের হাটের মাঝে হও সাবধান ॥

দেখো যেন মনে কর্তু নাহি হয় তুল।
কোয়ো না কাচের সহ কনকের তুল।
উঁরে বেশ একবার ধীর এই মেলা।
মেলায় আশোদে মেতে দেখো নাক মেলা।

সাম্য

সকলেরে জ্ঞান কর আপনার সম।
তাহাতেই দিও হবে ধন আর শম।
পরিমাণ করি মান মান রাখ মানে।
স্বমানে সমানে সব তবে লোক মানে।
নিজ মান চাই শুধু কায়ে নাহি মানি।
সে মানে কে মানে ভাই কিসে হব মানী ?
সরলতা কর যদি সবার সহিত।
তবেই সন্তোষ পাও সহজে সহিত।
লইতেছ পরধন বিস্তারিয়া কর।
মরণ নিকট অতি অরণ না কর।
আগে জ্ঞান অহং কার অহংকার পরে।
পরে পরে পরজ্ঞান না চলিলে পরে।

স্বায়ম্ভুব মনুর বিশ্বদর্শন

কোথা হতে আসিয়াছি, কেন জন্ম পাইয়াছি,
কেন বা জীবিত আছি, না হয় নির্ণয়।
এই ছিল অন্ধকার, নাহি ছিল এ প্রকার,
অকস্মাৎ কি আবার, হেরি আলোময়।
মরি মরি আঁহা আঁহা, স্রুপূর্ণে ছিল বাঁহা,
এখনি ভাবিল তাহা, মনে হর তর।
মোহজালে জড়ীভূত, কণে কণে অভিভূত,
বে কাল হয়েছে ভূত, অহভূত নয়।
এ কি দেখি অপক্লপ, আকাশের চারুক্লপ,
মুহুর্ৎ নানারূপ হয় আর লয়।
শোভিত বিনোদ বন, সুসমিত তরুণ,
কোথা হতে সমীরণ, শব্দ তার বর।
স্বভাবের ভাবভরে, মোহনীর মিষ্টধরে,
নানা রাগে গান করে, বিহঙ্গমচরে।
কিবা শোভা হায় হায়, নয়ন যে নিকে চার,
কেবল দেখিতে পার, সুখের আলয়।

নানাপথে ভ্রাম্য চলে, পঞ্চ ধায় প্রসি
রসনা কাহার বলে, আশ্বাসন লয়।
বদনে বচন-বৃষ্টি, কটাক্ষে ভ্রম
দেখিয়া একদণ্ড স্থিতি, হতেছে বিশ্বয়।
বিকল মনের কল, এইমাত্র কোরে
উঠেছিল কুখানল, অ'লে অতিশয়।
স্বিক্ষণারি সহকারে, সুমধুর কলার
কুড়াইল একবারে, অঠর-নিলয়।
কে করিল এই ভ্রক, কে করিল এই
কে দিয়াছে বুদ্ধি মন, কে দিয়াছে ছয় ?
কে দিলে আবার জহ, কে দিলে আবার
করিলেন এই মন, কোন্ মহাশয় ?
এক ঘরে বহু ঘর, কারিগুরি বহু
যোগাযোগ পরস্পর, ধার আছে নয়।
এই কাণ্ড অনিবার্য, কেমনে হইল যা
ভাবিয়া ভবের কার্য, মোহিত জনয়।
হিতকারী কেবা আছে, বাই আমি কার কা
পাই আমি কার কাছে, তার পরিচয় ?
এই সব চরাচর, পাইয়াছে কলের
জিজ্ঞাসা করিলে শব, কথা নাহি কর।
শুন ওহে দিবাকর, তিমির-বিনাশ-ক
জগতের শোভাকর, তুমি জ্যোতির্ময়।
প্রতাকর-প্রিয়তম, মানস-গগনে য
ঘোরতর ভ্রমতম, কর দেখি ক্ষয়।
নদী নদ অগণন, ওহে বন উপবন
ওহে তাই জীবগণ, আহ সবুরয়।
হয়েছি কাতর অতি, স্বভাবে চকলমতি,
করি হে সবার প্রতি বিহিত বিনয়।
আমি তো বরষু নই, অবশ্যই কৃত হই,
কর্তা কই, কর্তা বই, কিয়া নাহি হয়।
মনেতে জেনেছি এই, তোমাদের কর্তা যেই,
আমার নির্মাতা সেই, বিহু বিশ্বময়।
মহোহর এ সংসার, ইচ্ছায় হয়েছ ধীর,
সেই সর্বমূল্যধার, কোন্‌খানে রয় ?
প্রকাশ করিয়া তাই, লক্ষিয়ে বল তাই,
কেমনেতে আমি পাই, তাহার আশ্রয় ?
আকার-প্রকার তাঁর, হয় বল কি প্রকার,
কিরূপে পাইব তাঁর, পরম প্রশয় ?
বল তাই কি প্রকারে, পূজা করি আমি তাঁরে,
এই মনে বারে বারে হতেছে সংশয়।

দাখিলের অধীশ্বর, শুণাতীত শুণাকর, চক্রে আর কেন রও, আহ জীব শিব হও,
কোথা তুমি পরাংপর, নিত্য নিরায়র। সুখে লও দণ্ডীর আশ্রয়।
কলে পাব বরশন, প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষণ, স্থিরভাবে এই দণ্ড, দাঁত কর এই দণ্ড,
জেবে মন উচাটন, স্থির নাহি রয়। নাহি রবে কালবণ্ড-ভয়।

ভবারণ্যে জমি একা, দুখের না হয় লেখা,
দয়া করি দাঁও দেখা, দীন-দয়াময়।
তোমার সজিত হই, তোমা বই কারে কই,
ওহে কিছু তোমা বই, কিছু কিছু নয়।

নাম ধর কৃপাকর, আশ্রয় কৃতার্থ কর,
নিজ জ্ঞান দান কর, হইরে নয়র।
তোমার স্বরূপ-জ্ঞান, তোমার স্বরূপ-জ্ঞান,
স্থিরভাবে হয় যেন, অস্তরে উদয়।
প্রপণে পরিভ্রম কর, পরিতাপ পরিহর,
“প্রপণ” প্রদান কর, হয়ে মনোময়।
তব প্রেমে হয়ে শ্রীত, মুখে গাই এই গীত,
জয় জয় জগদীশ, জগদীশ জয়।

সংসার-সমুদ্রে

যেমন ধীরগণ, করি কর প্রদান,
কেলে জাল সরোবর-জলে।
যত মীন দিয়া অল্প, তার মাঝে মাঝে লভ,
তারো সব বড় হয় কলে।
ধীর তারে ধরি, তখনি বিনাশ করি,
পূর্ণ করে আপনার আশা।
ছিল মৃগী মনোহর, জল ছেড়ে জলচর,
পেটের ভিতরে পায় বাসা।
যে মীন সমুদ্র দিয়া, নতভাবে লয় গিয়া,
জালিকের চরণ শরণ।

যুক্ত হয় আনারাসে, যুক্ত নয় জালকাঁসে,
আর তার না হয় মরণ।
সেইরূপ বিশ্বপাল, পেতেছেন মারাজাল,
তীর ভব-জলনিধি-জলে।
পরভব-পরিহৃত, প্রমত্ত মানব বড়,
তার মাঝে নৃত্য করে বলে।
সেই জীব সমুদ্র, জালপাশে দৃঢ় হয়,
স্থিত নয় কর্ণকাল সুখে।

দুখে সর অভিশর, জমে করি কালক্ষয়,
নীত হয় মরণের মুখে।
যে জন স্রজন হয়, বিহ্বল শরণ লয়,
বড় তার নাহি হয় জালে।
কদম্ব-কুসুম-অণু, পুঙ্খক পুণ্ডিত তর,
সুখী সেই ইহ পরকালে।
অতএব তন জীব, প্রাপ্ত হইবে নিজ শিব,
হইবে অশিব সব গড়।
মারাজাল-যুক্ত হও, নত্যের আশ্রয় লও,
জীবনের হও পদানত।

সংসার-জাঁতা

চপকাহি শক্তচর, জাঁতার পতিত হয়,
বক্রভাবে চক্রে ঘুরে তার।
ঘন ঘন ঘন ঘর্ষে, পৃথক পৃথক স্পর্শে,
চূর্ণ হয় দেহ সবাঁকার।
কিন্তু যেই সেই দণ্ডে, ধরে গিয়া সেই দণ্ডে,
সেই দণ্ডে দণ্ড নাহি আর।
মূলের আশ্রয় লয়, পূর্ববৎ ফুল রয়,
তার দেহে না হয় প্রহার।
সেইরূপ বিশ্বপাতা, হুচাক সংসার-জাঁতা,
ঝিনা করে করিয়া ধারণ।
নয় আদি অন্তর, সমভাবে সমুদয়,
দণ্ডযোগে করেন পেষণ।
যে জন স্রজন হয়, চক্রভাবে নাহি রয়,
দণ্ডের নিকটে করে বাস।
দণ্ডী সেই কড় নয়, সুখী হয় অভিশর,
দণ্ডী তার দণ্ড করে নাশ।
তন জীব সবিশেষ, লয়ে কার উপদেশ,
ত্যাগিয়াহ আশ-অঙ্করোধ।
সংসার জাঁতার ঘর, বাতনার প্রাণ ঘর,
নাহি তার কিছুমাত্র বোধ।

সংসার-কানন

মেঘ রে অবাধ জীব, কাল বহে যায় ।
 সংসার-অরণ্যে আসি, কি-করিলে হায় ।
 কি দেখিলে কি শুনিলে, কি ভাবিলে লায় ।
 কি ফল পাইলে বল, ভ্রমিয়া সংসার ?
 বনের প্রথম ভাগ, দেখিতে সুন্দর ।
 নৈশব-সময় নায়ে, খ্যাত চরাচর ॥
 নাহিক জঞ্জালজাল, কণ্টক-কামনা ।
 পশিক না পার তাহে, বিশেষ দাতনা ॥
 নব নব তরু চাক, পূর্ণ ফুল-কলে ।
 মন-মধুকর শুভ্রে, প্রতি দলে দলে ॥
 পরিকৃত প্রেমোদিত, স্বভাব-নন্দন ।
 মধুমল্লিকার বেড়া, মোহনীর বন ॥
 যোগ বিধা পরিমিত, ভূমির অন্তরে ।
 শৌভনীর যৌবনের, বন শোভা করে ॥
 মল্ল মল্ল বহে গজ, মকরমুত্তরা ।
 সৌরভে মাতিয়া যায়, মানস-ভ্রমরা ॥
 উড়ে গিয়া বলে কাম-কণ্টক-কাননে ।
 হুটিছে কেতকী বধা, হুহাত আননে ॥
 মরে মত্ত মধুকর, না জানি বিশেষ ।
 সুকু হেতু সুকু হয়ে, পায় বহু ক্রেশ ॥
 কলক-কণ্টকশ্রেণী, অতি ত্রীকুত্তর ।
 বুধ মধুচোর-অন্ধ করে জরজর ॥
 তথাপি অশক্ত আলি, ছুটে ক্ষুধাতরে ।
 সরস ভরম ভয়, সব তুচ্ছ করে ॥
 কাল গতে হলে কিছু, প্রবেশ-সফার ।
 ক্রমে ভুল পরিহারে, কেতকী-বিহার ॥
 অন্ধ ফুলে ফুলবধু, তব্ব করে রস ।
 অজ্ঞেতে ক্রমশ বাড়ি, অব্রত অলস ॥
 ধনাশা-লিপাশা-শান্তি, করিবার তরে ।
 প্রবেশে পাতক-পদ্মে, লোভসরোবরে ॥
 কালকূট সম রস, পান করি তার ।
 কিঞ্চিৎপ্রায় অলিয়ায়, ইতস্তত ধার ॥
 ক্রোধ কুহক কলহ কার্পণ্য কদাচার ।
 চাপল্য চাতুর্য পরপীড়া পরদার ॥
 লালসা লাম্পট্য শাঠ্য চৌর্য বিধাকথা ।
 অব্রত-অচার অবিচার নিষ্ঠুরতা ॥
 ইত্যাদি বিবিধ বুক-বলী-নাথাবলে ।
 জমিছে রামক ভুল, মধু-আশা ছলে ॥

কিছু সেই মধুকর, হৃদয় এ সংসারে ।
 নিবৃত্তি-কাননে গিয়া, পরিচিন্তা-পারে ॥
 যে বলে বিলাসে জ্ঞানবানী মরামৃত ।
 মধুর বলিল তাহে, মত্ত মধুকর ॥
 তরল তরল জাহ্নবী, তরল বনম ॥
 সন্তোষ স্বস্তির মারে, বিজিত শিরশ ॥
 সেই তামসপূর্ণ, হৃদয়-প্রাণে ।
 বিবেকী মানসজ্ঞ, কুহক নিরলসে ॥
 চল গুরে মন বম, সেই রমা বনে ।
 কাজ নাই বিবতরা, বিষয়-কাননে ॥
 ছেরে যে নিষিদ্ধতর, দুর্গম পহন ।
 মোহ-অন্ধকারাবৃত, বোঝ-দরশন ॥
 অতঃপর আর আর, মানস আমার ।
 নিবৃত্তি-কাননে বাই, মহানদীপার ॥

সংসার-সাজঘর

বাজীকর হয়ে কত, করিতেছ বাজী ।
 যখন যে সাজ বেণু, সেই সাজে সাজি ॥
 জানিতে না পারি কিছু, কি সাজে কি সাজে ।
 সাজা নয় সাজা চোর, তোমার এ সাজে ॥
 সাজঘরে বোলে তুমি, সাজাইছ কত ।
 আপনি সাজিয়া সাজ, জানে হই হত ॥
 সাজ পেয়ে নেচে উঠি, আপনার ঝাঁক ।
 কি ছিলাম কি হলম, বোধ যাই থাকে ॥
 নীলগিরি-চূড়ার বসিয়া আছি এই ।
 দেখিতে দেখিতে আর, নীলাচল নেই ॥
 বুঝিতে না পারি কিছু, ইহার কারণ ।
 কে জানি খেলাচলে, করিল স্থাপন ॥
 যে সাজে সেজেছি আগে, সেই সাজ কই ?
 এই আছি সবল অবল কেন হই ॥
 ভাল ভাল চন্দ্রকাল, বাজী বটে জোর ।
 দেখাতে দেখাতে বাজী, বাজী কর জোর ॥
 কিছু না দেখিতে পাই, শুণু তনি গোল ।
 কে সাজালে এই সাজ, কে বাজালে চোল ॥
 কেমন কুহক বাজী, না পাই তামিরা ।
 সত্যের লুকাও কোণা, অন্তরে থাকিরা ?
 খেদে খেদে উড়ে বাও, গুহে কিসে রাখি ?
 আমার অন্তরে খেদে, জানায়েই কাকি ॥

যদি ধর পুত্রি কিম্ব, যদিও না থাকি।
জানিবার পোহি নহ, বাসিলে থাকি।
তুমি যদি সোয়াস হয়ে, না থাকিলে পোহি।
আমার কি পোহি আন, তোমার কি মোহি ?
হিরকশে তুমি নাহি, হারি কর হনে।
ভুবিব ভোমার কিলে, পুত্রিবে কেনে ?
ভুরি বিরা বাধি যদি, ঘটে যোর দার।
শিকল কাটিয়া কর, বিকল আমার।

জাতপত্র

নিজ পর ভেম করা, শক্ত অতিশয়।
যারে বলি সহজ, সহজ সে তো নয়।
মনের তনয় মিত্র, মনের ত নয়।
ব্যাধি করি দেহে বাস, দেহ করে অর।
বনবাসী ভুললতা, ঔষধ হইয়া।
জীবের জীবন রাখে, ব্যাধি বিনাশিয়া।

সংস্কৃত

অসতের সহ নয়, বসতের বিধি।
কাচ সহ বাস করি, নীচ হয় নিধি।
বসন্ত-বিধান সধা, সন্তের সহিত।
হয়, তার সন্তদার, অহিত রহিত।
হিতাহিত সদস্য, সন্তের অধীন।
অসতের সন্তগুণে, সাধু হয় হীন।
অতি হীন কীট যদি, ফুলে স্থান পায়।
অনায়াসে স্থান পায়, দেবতার পায়।
পিপীড়ার বাস হলে, বেগের পাতার।
নাচিয়া বেড়ার ঘুরে, শিবের মাথার।
শারী শুক পড়ে যদি, মাছবের স্থলে।
হলনা পবিত্র করি, রাধাকৃষ্ণ বলে।

গুরু

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কর।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়।
গুণে গুরু লবু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লবু, হয় লবু গুরু।

শিবের সঙ্গার হলে, যে করে একব।
শুক ব'লে কিলে ভাবে, করিব বহন।
শিবের সঙ্গার কর, যে করিত পার।
শুকবোধে শুক ব'লে লুকা করি করে।

গুণী

যতাবে অবোধ অতি, গুণ নাহি যার।
তার কাছে কোথা আছে গুণের বিচার।
যে জন আগনি গুণী, গুণ সেই জানে।
দেখিয়া গুণীর গুণ, শুক ব'লে মানে।
বাকারে পড়িয়া থাকে, অমূল্য রতন।
চ'লে যায় চাষা তার, করিয়া হলন।
রত্নব্যবসারী বেই, সেই চিনে হীরে।
যতনে রতন তুলি, রাখে বুক চিরে।
জ্ঞান উপদেশ মাঝে, পাণ নাহি যার।
তবে যার যদি পায়, সার অতিশ্রায়।
করেছ যে সব দোষ, মনে বাঁধা আছে।
সীকার করিবে সব, জীবনের কাছে।
বিমল হইবে তার, হানসের পুর।
পাপ তাপ বত আছে, সব হবে দূর।
যে প্রকার বিলোকনে, বৈভবের বদন।
কখনই নাহি হয়, ব্যাধি বিমোচন।
তবে হয় রোগীর রোগের নিবারণ।
বন্ধ করি যদি করে, ঔষধ সেবন।
অতএব ভাব জীব, কিলে হবে হিত।
ব্যাধির বিনাশ হেতু, বিশেষ বিহিত।
জ্ঞানরূপ ঔষধ করিলে ব্যবহার।
পাপ তাপ রোগ ভোগ, থাকিবে না আর।

শাস্ত্রপাঠ

লও তুমি বত পায়, শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পুণ্ডরীক, পণ্ডিত প্রধান।
জীবনের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রব।
বত পড়, বত তব, কিছু কিছু নয়।

রূপ ও গুণ

জগতে হুনার অতি, যাঁহা যাঁহা হয় ।
 গুণ না থাকিলে তার, কিছু কিছু নয় ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি, চম্পকের ফুল ।
 সুবর্ণ সুবাসে ক'রে, অন্তর আকুল ॥
 কিন্তু এই দোষ বড়, মধু নাই তার ।
 এই হেতু অগ্নি তাহে, করে না বিহার ॥

— — —

জ্ঞানী

আপনারে জ্ঞানী ব'লে, দিতে পরিচয় ।
 সে খড় সহজ নয়, শক্ত অতিশয় ॥
 বধা অগ্নি মাঝে কতু, ধরধার নয় ।
 একাধাতে করে ছেদ তীক্ষ্ণ যদি হয় ॥

— — —

গ্রন্থপাঠ

পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তার মন ।
 কেমনে পাইবে সেই, জ্ঞানরূপ ধন ?
 প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতী যদি আলো ।
 কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো ?

— — —

সামু

রাগ নাই, ঘেব নাই, নাই কোন দোষ ।
 সোনা আর ধূলিলাকে, সম পরিচোষ ॥
 কোনরূপে নাহি রাখে, কিছু অভিমান ।
 সমভাবে দেখে সব, আপন সমান ॥
 অন্তরে ঈশ্বর-চিত্তা, মুখে প্রেমরস ।
 সাধু সাধু সাধু সেই, পাই তার বশ ॥
 সাধু সাধু সাধু রব, অনেকই কম ।
 কলে সে সরল সাধু, অনেকই নয় ॥
 যেমন পোস্তের ফুল, সাঁঝা সরবর ।
 কদাচিত্ হই এক রক্তবর্ণ হয় ॥

— — —

কাল

অপরূপ এক পক্ষী,
 হুই পক্ষী হুই পক্ষ বার ।
 জয় লাভ প্রতিপদে,
 পায় পদ প্রতিপদে
 লোকে পক্ষ নাই তার ॥
 বহরুপী বিহঙ্গম,
 কপে কপে নানা ক্রম
 বিনা অঙ্গে ধরে অবরব ॥
 এলো এই গেল এই,
 সেই এই, এই সেই
 এই এই নেই নেই রব ॥
 শূভে শূভে উড়ে যায়,
 শূভে শূন্যে চোরে ধায়,
 শূন্যে শূন্যে আয় করে শেব ।
 দেখা যায়, ওই বার,
 আর নাহি কিরে চায়,
 ছিল মৌন, এই হলো মেঘ ॥
 এই ভেড়া হয় বাঁড়,
 বুকে চড়ে নেড়ে বাঁড়,
 বাসে করিবে চরণ ।
 মিথুন ধবন প্রায়,
 বিনাশ করিতে চায়,
 অনার্য্যে রাবে তরুণ ॥
 দেখে তার মল্ল মত,
 দস্তাধাতে দশরথ,
 একেবারে ক'রে নিধন ।
 করি-অরি নাম ধরি,
 ধরিতে করে করি,
 উদয়েতে ক'রে গ্রহণ ॥
 পরে এক গুণবৃত্তা,
 বক্তাবে প্রহতা বৃত্তা,
 সিংহপ্রাণ হইল হরণ ।
 একজন দম্ভা আসি,
 মারিয়া তুলার রাশি,
 বধিবেক কন্যার জীবন ॥
 তার দর্প হবে মিছা,
 দংশন করিবে বিছা,
 বিছা বাঘে ধরকের হাতে ।
 ধহর ধরিয়া ছিলে,
 মকর কেলিবে গিলে,
 মকর ধরিবে কুস্তাধাতে ॥
 হুস্ত জল জলে লীন,
 পরিশেষে এই মৌন,
 এই দিন হবে পুনর্জায় ।
 স্বভাবের এই শোভা,
 এইরূপ মনোলাভা,
 এই তাবে হইবে সকার ॥
 প্রকৃতির কার্য্য মত,
 কতু নয় অন্য মত,
 এই তাব এইরূপ সব ।
 এই রবে এই ভুদি,
 এই আমি এই ভুদি,
 রব কিংবা রবে এক রব ॥
 তাই বলি অভ নিশা,
 তোমায়ে দেখিয়া-রূপা,
 অধির হয়েছ মম মম ।

কি হুখ কি হবে আর, এ অঁকার সবাঁকার, বদবধি থাকে কারা,
আর কি পাইব দরশন ? জ্ঞাননেত্র-দেখ দারা,
সদুন্ন বিচ্ছেদ হবে, তুমি নাহি আর হবে, তাজিরা তাহার হারা, ছাড় অমর।
রবি লহ এলে পরে অহ, জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
অতএব বলি তাই, এই এক ভিত্তি চাই, আমি মুখে আমি কই, ফলিতার্থ আমি কই,
ছিন্ন তাবে রহ রহ রহ ॥ আমি যদি আমি নই, মিথ্যা সদুন্ন।

দারা পুত্র পরিবার, বল তবে কেবা কার,
মোহবৃত্ত এ সংসার, কত্ভিকারময়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
যেব হিংসা পরিহার, বিবেকের লজ ধর,
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।
রসনায়ে কর বশ, বিতুষণামৃত-রস,
পান করি লভ বশ, হয়ে কালজয়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
দরা ধর্ম উপকার, কর নিজ অলঙ্কার,
পলে পর-চার হার বিশেষ বিনয়।
মিছা ধন উপার্জন, তবে তাব নিত্যধন,
স্বরণ করহ মন, মরণ নিশ্চয়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
এক ভিন্ন নাহি আর, তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাঁকার, হৃদয়ে উদয়।
অনিত্য বিষয় বিভ, নিত্যরূপে তাব নিত্য,
ভক্তিতরে তজ চিত্ত, নিত্য নিয়াময়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥

শরীর অনিত্য

জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয়।
নিখাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥
পাতিয়া বিবদ আল, বুধা স্নেহে হয় কাল,
শরীর পেয়েছ ভাল ব্যাধির আলয়।
অনিত্য যোহের আশা, কেবল ভুতের বাসা,
যে আশায় তবে আসা, তাহে হও লয়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয়।
সহ-গেহ নবদার, তিন স্থান শূন্য তার,
বাতে তব অধিকার, পুত্রদার নয়।
জিজ্ঞাসা নিগূঢ় মর্দ, নীতিমত কর কর্দ,
পরে আছে ধর্মার্থ পরীকার ভর।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
দামি আমি অহঙ্কার, ফলিতার্থ আমি কার,
কহ দেখি আপনার, সত্য পরিচয় ?
দিলে হুগল আশি, সকল হইবে ফাঁকি,
তুমি আমি এই বাক্য, কেবা আর কর।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
তামার যে কলেবর, কেবল কলের ঘর,
বুড় বটে মনোহর পক্ষভূতময়।
ধন টুটিবে কল, ছুটিবে সকল বল,
স্বখদল হতবল, হৃদয়ের উদয়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
নয়ত তোমার ঘরে, গোপনেতে বাস করে,
বিষম বিক্রম করে, পাপ রিপু ছয়।
সম-নিজা পরিহার, জ্ঞান-অজ্ঞ করে বর,
রিপুহলে বশ কর, মন ব্রহ্মাশয়।
জীবন জীবনবিধ হারী কতু নয় ॥
নিত্য ভৌতিক দেহ, কার প্রতি কর দেহ,
এক ভিন্ন আর কেহ আপনার নয়।

রোজসই

অহরহ অহরহ, কত গত হয়
এই অহ এট রহ, লোকে এই কর ॥
রাজি দিন বৃত্ত ভুক্ত, কাল সদুন্ন।
দিন রাত্রি আছি আমি মুখে পরিচয় ॥
দেখি বটে এই কাল, কলত অসুট।
স্বখ-হৃদ-ভেদে বলি, আপন অসুট ॥
প্রশঙ্ক-শরীর পেয়ে, বতদিন রই।
এই কাল এই আমি, এই রাজি কই ॥
নাহি জানি কেবা, কেবা, আমি কেবা হই।
কতু তাবি আমি আমি, কতু আমি নই ॥
বই করি হিতি কাল, খুলে দেহ-বই।
তবের খাতার শুধু, করি চোরা নই ॥

বাজিল ছুটার বড়ী, হ'ল রোজসই।
 আর কেন ওহে তাই, কর হই হই ?
 বোঝা গেল সবিশেষ, মিছে বোঝা করি।
 কার প্রতি তার দিই, কার আর বই ?
 আমি বলি এই এই, তুমি বল ভই।
 দেখা যাবে এই ভই, কলকাল বই।
 ফুলে থেকে জল লহ, বলি পই পই।
 ডুবিলে মায়ার হ্রদে, পায়ে নাক খই।

কে আমি ?

হে নাথ ! আমি আমি, কেন কই হে।
 জেনেছি জেনেছি সখা, আমি আমি নই হে ॥
 আমি কতু নই আমি, এ আমার তুমি স্বামী,
 তবে কেন মিছে আমি আমি হয়ে রই হে ?
 আমি আমি এই ভাব, এ যে আমি চিরাতাস,
 ভাসেতে মিশাল তাস, আমি তবে কই হে ?
 না জেনে পড়েছি ফানে, ছাছিয়াছ বোর ছানে,
 যাতনার প্রাণ কাঁদে, কিসে মুক্ত হই হে ?
 হয়ে মেল বা হবার, উপায় ছিল না তার,
 বার বার কেন আর, করি হই হই হে ?
 সেগেছে বিবন ফাল, নিজ অঙ্গে কাট পাশ,
 আশাবাস কর নাশ, বলি পই পই হে।
 এমন আর কে আছে, বলিব কাহার কাছে,
 আপনি তুলিয়া গাছে, কেড়ে নিলে মই হে ॥
 তরল প্রথম অতি, বেগবতী স্রোতবতী,
 জিবেগীতে তিন ধার, জল তই তই হে।
 হও হও অমুকুল, দেও দেও দেও কুল,
 অকুল পাথারে পোড়ে, পাবো নাক খই হে ॥
 সকলি তো গেছে বুঝা, থাকিতে স্থগণ সোঝা,
 এ পাণ ভুতের বোঝা, কেন আর বই হে ?
 এ মিকে হয়েছি দীন, খেটেছি অনেক দিন,
 এখনই দিন দিন, হ'ল দিন সই হে ॥
 মিটে গেল আশা-বাই, থেকে আর কাজ নাই,
 আপনার দেশে বাই, হয়ে রিপূজরী হে।
 সমুদ্রের বিষ বাধা, সমুদ্রের বস্ত তাহা,
 মাটির নিশ্চিত বট, নরক মাটী বই হে।
 মাথিবে না আমি নাশ, ছেড়ে এই পকপ্রাণ,
 আবার বে নিজ ধাম, তাই আমি লই হে।

তুমি বিশ্ব প্রাকৃতিক,
 তোমার তোমারক নাথ, লক আমি হই হে ॥

কে তুমি ?

তুমি কেবা আমি কেবা, না পাই সন্ধান।
 তোমা ছাড়া 'আমি' হয়ে, আমি অভিমান ॥
 এই তুমি এই আমি, এক বরি হয়।
 তুমি তুমি আমি আমি, ভেদ নাহি রয় ॥
 আমার জানিলে আমি, আর নাহি দায়।
 অহং কার বোধ হলে অহংকার বার ॥
 বল বল তত্ত্বকথা, শুনি সবিশেষ।
 দেহ দেহ দেহ নাথ, দেহ উপবেশ ॥
 তুমি আমি এই যদি, হ'ল নিরূপণ।
 তুমি আমি হই ছাড়া, কারে বলি মন ?
 কে মন ?—কেমন সেই, সে মন কিরণ ?
 কেমনে জানিব সেই, মনের স্বরূপ ?
 হার হার করে আমি, সুধাইব আর ?
 বুঝিতে না পারি কিছু, মনের ব্যাপার ॥
 তুমি আমি এক ঘরে, থাকি হই জন।
 কোথা হতে এ আবার আসিয়াছে মন ?
 এক ঘরে বাস বটে, কিন্তু একা একা।
 গুপ্তভাবে থাক তুমি, নাহি দেও দেখা ॥
 তোমার না দেখে একে, বিবন ব্যাকুল।
 তাহাতে আবার মন, করিল আকুল ॥
 না দেখি না দেখি নাথ, না দেখি তোমার।
 মনের না দেখা পেরে, ঘটিয়াছে দার ॥
 কোন মতে নাহি হয়, বাধা সে আবার।
 এই দেখি এই আছে, এই নাই আর ॥
 বায়ুবৎ গতি করি, কোথা বার উড়ে।
 কার সাধ্য ধরে তারে, জিতুবন চুড়ে ?
 কবে বা এ মন হবে, মনের মডন।
 কেমনে মনের বেগ, করিব বাহন ?
 বত দিন এই মন, না হইবে বশ ॥
 গুত দিন পাইব না, তত্ত্ব-সুধায়ন ॥
 মন যদি বশে আসে, তবে কারে ভয় ?
 একেবারে করি আমি, সমুদ্র কর ॥
 তখন এরূপ ভেদ, আর নাহি হবে।
 দয়াময় নিজে তুমি, মনোময় হবে ॥

কর কর কর ঐক্য, কল্যাণ আমার ।
হর হর হর নম, মনের বিকার ।
মনের দুঃখের মোগ, ভোগ হবে শেষ ।
রহিবে না কাঁচি কোম, মোহ নর শেষ ।
হর হবে অহংকার, আশ্র-অভিমান ।
বিশেক বৈরাগ্য পৌছে, মনে পায়ে হারি ।
ব্রহ্মতম নারী কর, তপন হইয়া ।
লেখো না আশ্রম ভাব, গোপন করিয়া ॥

মনের মাহুস

মনের মাহুস কোথা পাই ?
মাহুস বড়পি হবে তাই ।
বাঁহা বলি কর তবে তাই ।

বিপদ হয়েছে বার্য, বিপদের হেতু তার্য,
জগতে মাহুস কেহ নাই ।
মনের মাহুস কোথা পাই ?
মাহুস মাহুস করে সব,
মাহুস মাহুস শুধু রব,
কল আনি দেখি সব,
মাহুস মাহুস করে সব ।
নর সব দেখি একাকার,
কিন্তু নাহি মানে একাকার ।
একাকারে সবার বিকার ।

একাকার মিছে হয়ে, একাকার নাহি করে,
মনে নাহি ভাবে একাকার ।
নর সব দেখি একাকার ॥
ছাড় ছাড় ছাড় মিছা ভেক,
করিয়া জানের অভিবেক,
অন্তর বাহির কর এক,

স্বপ্নে পরম ধন, কর মন দরশন,
হরো না কমলবনে ভেক ।
ছাড় ছাড় ছাড় মিছে ভেক ॥
তুমি ত চকোর বট মন,
হয়েছে চাঁদের (আশ্রয়) দরশন,
পুখে কর পীড়ন ভোগন ।

এখনি সূর্য্যও কৃধা, প্রভাতে (ব্রহ্ম) চাঁদের পুখা,
চকোর কি পেয়েছে কখন ?
তুমি ত চকোর বট মন ॥

কল দেখি কেন এলে ভবে ?
এ ভবেতে কত মিল হবে ?
কি ছিল কি পেবে তুমি হবে ?

আনিয়া জনতুমি, তোমারি কেন না তুমি,
আমার চিনিবে তবে কবে ?
কল দেখি কেন এলে ভবে ?
কালে আর রহিবে না কেহ,
পেরেছ যে মনোহর বেহ,
দেহ নয় ভূতের সে গেহ ।

বিকল প্রাণের আশা, ভালিয়ে ভূতের বাল্য,
মিছামিছি কেন কর মেহ ?
কালে আর রহিবে না কেহ ॥
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?
করি বা কি আর নাহি বাকি ?
প্রাণেরে কেমনে আর রাখি ?
হয়েছি মরণগামী, কোথা তুমি কোথা আমি,
যখন সুখি আমি আশি ।
এখনো দিতেছ কেন ফাঁকি ?

নিগুণ ঈশ্বর

কাতর কিঙ্কর আমি তোমার সন্তান ।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥
বার বার ভাকিতেছি, কোথা জগদান ।
এক বার তাহে তুমি, নাহি বাও কান ॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কর ।
শ্রবণে সে সব রব, শ্রবণ না হয় ॥
হায় হায় কব কার, বটিল কি জালা ॥
অগতের পিতা হয়ে, তুমি হলে কালা ॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া ।
অখার হলেন জেবে, বখির আনিয়া ॥
সে ভাবেতে ডাকি আমি, মনে লয় মেটা ।
কান হলে কানু কর, তাগ নয় মেটা ॥
কার কাছে হুং আর, করিব প্রকাশ ।
কে আর তুলিবে সব, মনের আদর্শ ?
রহিল তোমার এক, কালা পরিবাদ ।
কেবল ঈশ্বর মোমে, হইল প্রমাণ ॥
ঈশ্বর হইলে মোম, যুতি কোথা রয় ।
বর্ণনে কি হবে আর, কিছু ভাগ নয় ॥

আবার কি কথা শুনি, প্রকৃতির কাছে ।
 তোমার নয়নে না কি, দোষ ধরিয়েছে ?
 লোচনের দ্বার আর, না হয় ঘোচেন ।
 অন্ধ হয়ে প'ড়ে আছ, করিয়া শয়ন ॥
 চারিদিকে আপনায় পরিবার ব্যাধা ।
 অনিবার হাছাংকার, করিতেছে তারা ॥
 তুমি যদি অন্ধ হয়ে, চক্ষু বুজে রবে ।
 আমাদের দশায় কি, হবে বল তবে ?
 দৃষ্টিহীন যদি হয়, পিতার নয়ন ।
 স্রুতের সস্তাপ তবে, কে করে হরণ ?
 জিলোকের নেত্র যিনি, নেত্র নাই তাঁর ।
 কে আছে কাহার কাছে, দাঁড়াইবে আর ?
 উঠ উঠ মিছে কেন, বলি বায়ে বায়ে ।
 ভেঙ্গে যে বুঝায় তারে, কে জাগাতে পারে ?
 অহতবে বুকিলাম, কান্না তুমি বটে ।
 নতুবা কি আমাদের, দুখ এত বটে ?
 দর্শনেতে এত যদি, না হইত দোষ ।
 নিরন্ত থাকিত পূর্ণ, সন্তোষের কোষ ॥
 আবার কি সর্বনাশ, হয়েছে অঙ্গল ।
 শুনিয়া আমার শিরে, পড়িছে মঙ্গল ॥
 হয় বৃদ্ধ এই বিশ্ব, যাহার সম্পদ ।
 এমন পদের পতি, হারালেন পদ ॥
 চলিবার শক্তি না কি, কিছু নাই আর ?
 বিপদ হইলে তুমি বিপদ আমার ॥
 আপনাই যদি তুমি, পড়েছ বিপদে ।
 তবে আর সন্তানেরে, কে রাখিবে পদে ?
 পদে পদে তব পদে, মন যদি রয় ।
 আপদ বিপদ তবে, এত কেন হয় ?
 গোপনেতে পদ রাখা, তোমার-কি পদ ।
 তা হইলে কিসে আমি, পাব বল পদ ?
 পিতা হয়ে যদি নাহি, পদে বেহ পদ ।
 তবে আর নাহি দেখি, উদ্ধারের পদ ॥
 তোমার যে পদ তাহা, আমায়িত পদ ।
 তবে কেন নাহি দেখি, পদের সে পদ ॥
 পদ-দান-ভরে যদি, না শুনিবে পর ।
 তবে কেন ব'কে মরি, মিছে ছাড়ি পদ ॥
 কিন্তু পিতা যে সময়ে, বাটবে বিপদ ।
 সে সময়ে পাই যেন বিপদের পদ ॥
 শুনিলাম আর এক, কথা ভয়ঙ্কর ।
 মিছে তুমি ভবকর, কিন্তু নাট কর ॥

এই বিশ্ব ব্যর্থ করে, বিশ্ব করে বেই ।
 বিশ্বকর বিতু হয়ে, করহীন সেই ॥
 যে শুনিছে সে হাসিছে, কারে আর কব ।
 কেমনে বুঝাব আমি, কর নাই তব ॥
 বল শুনি সবিশেষ, ওহে ভণ্ডা কর ।
 অকর বচপি তুমি, নাহি ধর কর ॥
 দিবাকর নিশাকর, ছই করকর ।
 নিরন্ত নিয়মে দেয়, কার করে কর ?
 বিচার করিলে ফলে, হির এই ঘটে ।
 বভাবেই করহীন, কর নাই বটে ॥
 যখন এ বেহ তুমি, করনি নিকর ।
 তখনি কোনেছি তুমি, আপনি নিকর ॥
 বুঝিতে না পারি পিতা, তোমার এ লীলে ।
 নিকর হইয়া কেন, নিকর না দিলে ?
 পাটা নিয়া যে তুমি, দিয়াছ তুমি নাথ !
 পরিমাণ মাত্র তার, লাড়ে তিন হাত ॥
 তাহাতে অগার মাটি, কাঁটা বনয় ।
 কেমনে স্রুপ্ত হবে, উর্ঝরা তো নয় ॥
 কেবল বাড়িছে বন, চাষ হবে কিসে ?
 অস্রুপ্ত হলে তদ্র, কাটে কাম-কীর্ষে ॥
 স্রুবিচার নাহি কর, হয়ে তুমি রাজা ।
 কিল্লপে বাঁজিবে শ্রেণা, সদা শুকোহাজা ॥
 বিপদ আমার পক্ষে, রক্ষে কিসে হয় ।
 প্রান্ত কাল, এপে কাল, করে কর লয় ॥
 কোনরূপে তার কাছে, নাহি চলে বাকি ।
 জমা-জমি কড়া কমি, নাহি চলে বাকি ॥
 করি বা কি তার বাকি, রাখি কোন ভাবে ।
 আখির নিমিষে থ'রে, বেঁধে নিলে যাবে ॥
 পাইয়া তোমার তুমি, এই ভোগ তার ।
 না হলো স্রুখের যোগ, কর্তৃত্বোগ সার ॥
 তার হাতে বদ্ধ আছি, হাত নাই ব্যার ।
 দেখি শেষ কপালেতে, কি হয় আবার ॥
 পড়েছি তোমার হাতে, তুমি হও পর ।
 মনে ঠিক আনিয়াছি, তুমি নও পর ॥
 দয়াকর দয়া কর, পাতিয়াছি কর ।
 কর পাত একবার, আমি দিই কর ॥
 না কর উপদ্রব, ভট্টাইয়া রাখো ।
 পেতে কর, পেতে কর, কিছু কাল থাকো ॥
 আমার দিয়াছ কর, কর তার লও ।
 করে গিবি তব গুণ, অহঙ্কর হও ॥

শ্রেয়-তুলি তুলি তাহে, তজ্জি-রক্ত দিরা ।
 দ্বিষ্ট-তব রূপ, রাখিব লিখিরা ॥
 মনোময় রূপ ধরি, ধরশন বেহ ।
 তুলি ধরি চিত্র করি, পূর্ণ করি দেহ ॥
 মনে, হাতে, বাতে পারি, তোমার বিভাস ।
 অন্তর বাহিরে আমি, করিব প্রকাশ ॥
 তবিল্যে অঙ্গরূপ, নাক নাই তব ।
 সুবাস কুবাস নাহি, হয় অহুতব ॥
 গন্ধবহে, গন্ধ বহে, কাছে অহরহ ।
 তুমি তার গন্ধভার, কিছু নাহি লহ ॥
 তোমার শরীর না কি, এমন অবশ ।
 নিরন্তর করাগত, করিছে অবশ ॥
 অবশেষে দণ্ড খাও, অবশ হইরা ।
 বাবুর বাতনা সদা, রয়েছ সহিরা ॥
 করী ধরী বজ্র বারি, করিছে প্রহার ।
 শিশির নিরত যারে, শিশির নৌতার ॥
 সহজে কোমলকার, সর সুন্দর ।
 এ সকল বাতনার, বাতনা না হয় ॥
 পরম মঙ্গলময়, তুমি নিজে শিব ।
 শিবের অশিব শুনে, কীদে বড় জীব ॥
 খেলিরা ভবের খেলা, তুমি হলে কীদি ॥
 দেখিরা তোমার নাট, হাসি আর কীদি ॥
 অভিধান অভিধান, রাখিরাছে মুখ ।
 কিন্তু এ কি অশুদ্ধ, নাহি তব মুখ ॥
 মুখ হয়ে মুখ নাই, বিমুখ হয়েছ ।
 মুক হয়ে একেবারে, নীরব রয়েছ ॥
 অজ গজ চারিহুও, পাঁচহুও যারা ।
 নাহি বুঝি বাণা হুও, কি বলেছে তারা ॥
 শীত সব মুখ বোলে, তাক কোন শুণে ।
 হুওপাত হইতেছে, হুও নাই শুনে ॥
 কহিতে না পার কথা, কি রাখিব নাম ।
 তুমি হে আমার বাণা "হাণা-আজ্ঞাধাম" ॥
 তোমার বদনে বদি, না স্বরে বচন ।
 কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ?
 আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায় ।
 ইনারার বাত নেড়ে, সার দিও তার ॥
 তুমি তো আপন ভাবে, হইলে বিমুখ ।
 এই ভিকে দীন হুতে, হরো না বিমুখ ॥
 চরমে পরম পদ, বদি বাই তুলে ।
 সে সময় একবার, চেরো মুখ তুলে ॥

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যাপ্ত ক্রিস্ণোয় ।
 আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, কুমার ভোমায় ॥
 গুপ্ত হয়ে গুপ্ত হুতে, ছল কেন কর ?
 গুপ্ত কার ব্যক্ত করি, গুপ্ততার হয় ॥
 পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি ধরেছি ।
 জন্মভূমি জননীর, কোলেতে বসেছি ॥
 তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয় ।
 তবে কেন গুপ্তভাবে, তাব গুপ্ত রয় ?
 গুপ্তভাবে চিত্রগুপ্ত, চিত্র করি যবে ।
 গুপ্ত হুতে গুপ্ত করি, গুপ্তগৃহে লবে ॥
 আছি গুপ্ত পরিশেষে, গুপ্ত হবে ভেবে ।
 বল দেখি সে সময়ে, গুপ্ত কোথা রবে ?
 গুপ্ত হয়ে বখন সুদিব, আমি আঁধি ॥
 তখন এ গুপ্ত হুতে, কিসে দিবে ফাঁকি ?

শ্রীমদ্ভাগবত

"প্রকাশিত পরিপূর্ণ বিব চয়চর ।"
 সমভাবে সদা কাল, সর্বস্বগোচর ॥
 এই অগতের "স্থিতি" "স্থিতি" আর "অন্য" ।
 নিরূপিত নিরূপিত, বাহা হতে হয় ॥
 স্থজিত পদার্থে সবে, "তিনি" বর্তমান ।
 সংক্ষেপে হয় তাই, সত্যের প্রমাণ ॥
 বিস্তারিত না থাকিলে, বিস্তার বিভাস ।
 "অসং জগৎ" কত, হতো না প্রকাশ ॥
 "অবজ্ঞতে" নাহি হয়, বস্তুর বিস্তার ।
 কেমনে করিব তার, সত্যের স্বীকার ?
 "ব্যক্তার সত্যান" আর "আকাশের তুল" ।
 কেবল অলোকমাত্র নাহি তার মূল ॥
 জগতের জগাদির হেতুমাত্র যিনি ।
 "সিদ্ধজ্ঞান" "বতঃ" "সত্য" "সর্বগত" তিনি ॥
 তিনিই "সর্ববধন" "সর্বমুখধার" ।
 "নিরাধার" "নিরঞ্জন" "সিত্য" "নির্জিকার" ॥
 বিমোহিত যে "বেদে," বিবিধ বৃথগণ ।
 যে "বেদের মহিমা" না, হয় নিরূপণ ॥
 "আদি কবি" "বিধাতার" স্বর-আকাশে ।
 বাহার কল্পাধলে সে "বেদ" প্রকাশে ॥
 "ভেদ" "জল" "কাচ" এই, ভিনে পরস্পরে ।
 "অপভ্রম সত্যের তাণ," যে প্রকার করে ॥

“বিকার-বিশিষ্ট বোধে,” “জগজ্ঞান” হয় ।
 বাস্তবিক ‘মনতা’ সে, সত্য নয় নয় ॥
 জিগ্মষের সৃষ্টি হেতু, সেক্ষণ প্রকার ।
 ‘সত্যরূপে’ বোধ হয়, অখিল সংসার ॥
 কলত ‘মলাক’ এই, মিথ্যা সমুদয় ॥
 একমাত্র ‘তিনি’ বিনা, ‘সত্য’ কিছু নয় ॥
 ‘যিনি’ হন আপনার, প্রভাবে প্রচার ।
 ‘যাতে’ নাই কোনরূপ, উপাধি সঞ্চার ॥
 সেই ‘সত্য’ ‘স্বরূপ’ বিকার নাই যার ।
 ‘পরম-পুরুষ’ তিনি, ধ্যান করি তার ॥

পরমার্থ

প্রীতি যদি রাখ তুমি, জগতের প্রতি ।
 করিবে তোমার প্রীতি, জগতের পতি ॥
 জগতের প্রিয় হও, ব্যবহার-গুণে ।
 জগৎ বন্ধন কর ব্যবহার-গুণে ॥
 যেভাবে জগতে তুমি, দেখিবে যেক্ষণ ।
 জগৎ সে তাবে তোরে, দেখিবে সেক্ষণ ॥
 প্রেমথলে জগতের, প্রিয় হয় যেই ।
 জগদীশ পুরুষের, প্রিয় হয় সেই ॥
 প্রণয় শিথিতে বার, মন সাধ আছে ।
 এখনি শিশুক গিয়া, পতকের কাছে ।
 দেখ তার কি প্রকার, প্রণয়ের ধারা ।
 অনায়াসে অনলে, পুড়িয়া হয় সারা ॥
 লাক মেরে কাঁপ দিয়া, প্রাণ দেয় স্বখে ।
 একবার আঁহা উছ, করে নাকো সুখে ॥
 সহজে কি প্রেম কোরে, তারে পাবি বোকা ।
 চিরকাল একভাবে বুড়া হয়ে থোকা ॥
 জানাশুনে কাঁপ দে রে, ঘরে থাক থোকা ।
 এখনি পুড়িয়া মর, হয়ে প্রেম-পোকা ॥
 ঘরে ঘরে কের যদি, ঘরছাড়া হয়ে ।
 ঘর ছেড়ে কিবা কাল, থাক ঘর লয়ে ॥
 পেট নিয়ে ঘারে ঘারে, যদি শুণ হাপু ।
 এমন সময়ালে তোর, ফল কি রে বাপু ?
 ঘর ছেড়ে ঘরে বসে, না কিরিতে হয় ।
 তবে বাপু ঘর ছাড়া, অহুচিত নয় ॥
 কসে থাক এক ঠাই, নীরব হইয়া ।
 টেঁচায়ো না কারো কাছে, পেটে হাত দিয়া ॥

ঠক ঠক শব্দ করি, দুঃখভর মালা ।
 তারিয়ার বশের বশের সুখি মালা ॥
 চাল নাই, খুঁটি নাই, নাই তপসেন ।
 কেমনে হইবে মালা বল না বিশেষ ॥
 ঠক ঠক তৌকে বাবে, আঁহু হুয়াইলে ।
 কি হইবে মিছামিছি, মাথা ঘুয়াইলে ॥
 দ্বন্দ্ব পবিত্র নহে, কিসে হবে সুখে ।
 না সুখি পরিণাম, হইনাম সুখে ॥
 কেরে কেরে কেরাভেহ, জঁপে কের কের ।
 জান না কি এই কেরে, কত আছে কের ॥
 পড়ুক কাঠের মালা, হাত থেকে খঁসে ।
 অপ রে মনের মালা, স্থির হয়ে বঁসে ॥
 কদিন বাঁচিবে আর, কদিন বাঁচিবে ।
 এ তাবে কদিন আর, জীবন যাণিবে ?
 কদিন ধরিবে আর, দেহের এ বল ?
 কদিন চণিবে আর, দেহের এ কল ?
 কদিন ইঞ্জিরগণ, হবে আর বল ।
 কদিন করিবে ভোগ, বিষয়ের রস ?
 জীবন জীবনবিধ, হায়ী কত নয় ।
 নিখাসে বিশ্বাস নাই, কখন কি হয় ॥
 শতবর্ষ পরমায়ু, লিপি বিধাতার ।
 রজনী হরণ করে, অর্দ্ধভাগ তার ॥
 বালা, রোগ, জরা, দুঃখ, বিষম অজ্ঞান ।
 বিকলে বিনাশ হয়, তার অর্দ্ধকাল ॥
 তথাপিও অবশিষ্ট, অন্নকাল তাহা ।
 কলহ মস্পতি-সুখে, নষ্ট হয় তাহা ॥
 তথাপি কিঞ্চিৎকাল, বাকী যাহা রয় ।
 মলাদলি নিন্দাবাদে, করে তাহা অন্ন ॥
 অহরহ পাণ-পথে, চলে দেহ-রথ ।
 জন্মেও তাবে না জীব, পরমার্থ-পদ ॥
 গত কাল পুন কিছু, আসিবে না আর ।
 আসিছে যে কাল তাহা, হিত থাকে কার ?
 বর্তমান কাল শুধু, হিতকর হয় ।
 করিতে উচিত বাহা, কর এ সময় ॥
 কেন আর কাল কাট, হেলার হেলার ।
 জীবন করিছ পেঁচ, খেলার খেলার ।
 আর কত ঘুরিবে হে, খেলার খেলার ।
 এই বেলা পথ দেখ, খেলার খেলার ॥
 জুতে করে হাড় ভাঙা, টেলার টেলার ।
 জান না কি বাবে প্রাণ, কালের টেলার ?

মুক্তি মুক্তি করি নন, কর নাই আর ।
কথার বন্ধনে হাট, কেহ-বোঝে করে ।
কেহ কেহে কেহ বেবে, কেহ করে দান ।
সকলেই ভুলিতেছে, কারো নাই কান ।
সকলেই দেখিতেছে, চক্ষু কার নাই ।
কোথা মুক্তি কোথা মুক্তি, তাবি আমি তাই ।
প্রকৃতি প্রকৃতি গেলে, আকৃতির নাথ ।
পাঁচ পাঁচ মিশাইরা, হয় অপ্রকাশ ।
অবিনাশী আত্মা এক, বতাবেই রয় ।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ?

বিভূর পূজা

জয় জয় জগদীশ জগতের সার ।
সকল অসার আর সকল অসার ।
ইচ্ছায় করিয়া সৃষ্টি বিবিধ প্রকার ।
ইচ্ছায় করিছ পুন সকল সংহার ।
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তব কে বলিতে পারে ।
বর্ণ হারে বর্ণিবারে সধা বর্ণ হারে ।
দেখে তব অসম্ভব এ ভব-বিতব ।
বেগ্নপে যে ব্যাখ্যা করে সকলি সম্ভব ।
শিবরূপ সর্বজীব সর্বমূল্যধার ।
আত্মরূপে বিসর্জিত দেহে সবাংকার ।
কত ভ্রমে ভ্রমে জীব তোমার উদ্দেশে ।
নিছে চেষ্টা ভ্রমভ্রম প্রাণ যায় শেষে ।
সিদ্ধভরা আছে অধা বিন্দু নাহি চার ।
বিষ খেতে বিষধরী ধরিবারে যার ।
অমূল্য রতন ভরে না করে বতন ।
কাচের কারণে করে শরীরপতন ।
দোর বন্দ ভ্রমে অন্ধ অন্ধকার তার ।
নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পায় ।
মনোময় তুমি কিন্তু তোমার তুলিয়া ।
কত ভাবে কত ভাবে কল্পনা তুলিয়া ।
করুক ধরুক শিলা যদি থাকে প্রেম ।
তব জানে মাটি ধোরে প্রাপ্ত হবে ছেম ।
কি দিয়ে পুজিতে হয় কেহ নাহি জানে ।
গজাজল বিধমল গন্ধ-পুষ্প আনে ।
অরুণ সরুণ তুমি কত রূপ বলে ।
তুমি কি জলের বশ তুমি তুমি কলে ?

যোগ বাণ ভোগ বাণ ভোগে করি নন্দ ।
আগে ভোগে পূর্ণ করে আশ্রয় উদয় ।
যার থাকে বত পায়ে আর কল কল ।
তোমাতে থাকিলে মন তবে পাবে ফল ।
হে নাথ । অনাথনাথ দীন-দয়াময় ।
আমি দীন বোধহীন কীণ অভিযয় ।
কি ভাবে ভাবিব তাব না পাই তাবির ।
কৃপাকর কৃপা কর নিজ জ্ঞান দিয়া ।
জগতে যে কিছু দেখি সকলি তোমার ।
কি দিয়া করিব পূজা কি আছে আমার ?
তুমি প্রভু আমি দাস তোমারি হয়েছি ।
দিয়াছ পেয়েছি দেহ রেখেছ রয়েছি ।
আমারে করেছ দান এই দেহ-ভূমি ।
তাহাতে দিয়াছ প্রাণ প্রাণনাথ তুমি ।
আমার না জেনে আমি 'আমি আমি' কই ।
তুমি যদি স্বামী হও 'আমি আমি' কই ।
আমি 'আমি' নই ফলে, আর কেহ নই ।
জগদাত্মা পরমাত্মা তব সত্তা হই ।
মাটির নির্মিত ঘট নহে মাটি বই ।
সলিলের বিধ আমি সলিলেই রই ।
যে সময়ে নিজ প্রভা করিবে হরণ ।
পাঁচ পাঁচ মিশাইবে হইবে মরণ ।
আকাশ রয়েছে এট ঘটের আগাধে ।
এই ঘট হ'লে নাশ নৃত্য বলে তারে ।
শূন্য হতে পুণ্য পাণ গব্য করি লয় ।
অখণ্ড জানে না কেহ মরিলে কি হয় ।
যে হয় সে হয় ম'লে বিকল বিচার ।
প্রভু হে তোমার প্রতি প্রণতি আমার ।
দাতার প্রধান তুমি দয়ার নিধান ।
দত্তহারী কেহ নাই তোমার সমান ।
দিয়ে প্রাণ পুন লই করিয়া হরণ ।
তখাচ করুণাময় পতিতশায়ন ।
উপকারী দত্তহারী দেহ কত শিব ।
এ তব-বন্ধন-দার মুক্ত হয় জীব ।
বতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন ।
ততকাল তোমাতেই থাকে বেন মন ।
করিতে তোমার পূজা কোথার কি পাই ।
চারিদিকে চরে দেখি কোন জব্য নাই ।
প্রেমপুষ্প প্রদানীর ভাব-বিষমল ।
সবে মাজ আছে এই পূজার নবল ।

শরীর নৈবেদ্য মম উপচার সহ ।
সাক্ষারে রেখেছি এই লহ লহ লহ ॥
ছয়রিপু দান শেষ অতি বলবান্ ।
তোমার নিকটে বিতু দিব বলিদান ॥

ভক্তাধীন

যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও ।
ভক্তাধীন ভগবান্ তত্ত্ব ছাড়া নও ॥
ভাবময় ভাবরূপে অন্তরেই রও ।
অন্তর অন্তর তুমি কদাচ না হও ॥
বাক্যরূপে রসনার তুমি কথা কও ।
সর্বসংস্কারে তুমি সমুদয় সও ॥
ভারী হলে ভবভার মন্তকেতে বও ।
আমি হে কি দিব তার বুকে তার লও ॥
যে হও সে হও তুমি যে হও সে হও ।
ভক্তাধীন ভগবান্ তত্ত্ব ছাড়া নও ॥

আমি

সকলি অসার আর সকলি অসার ।
চিদানন্দ সনানন্দ একমাত্র সার ॥
স্ব-রূপে বিশ্বরূপে তুমি বিশ্বসার ।
এ অগতে কেবা জানে মহিমা তোমার ॥
চিদায় চৈতন্যরূপে সর্বমুলাধার ।
আত্মরূপে বিরাজিত দেহে সবাঁকার ॥
স্বভাবে তিমিরময় অখিল সংসার ।
আলোকরূপে তব রূপ হতেছে প্রচার ॥
যদি না প্রকাশ পায় প্রতিভা তোমার ।
জগৎ কি হতে পারে শোভার ভাণ্ডার ॥
আমি যে হে 'আমি' বলি সে 'আমিটি' কার ।
আমির 'আমি' তুমি সে নহে আমার ॥
তুমিই বলাও 'আমি' বলি বার বার ।
তুমি না বলালে 'আমি' বলে সাধ্য কার ॥
এ আমি বাহার 'আমি' পুন হ'লে তার ।
বলিতে বলিতে 'আমি' 'আমি' নাই আর ॥
'আমি' যদি 'আমি' নই, কে হইবে কার ।
অতএব এ সংসার সব কলিকার ॥
সকলি অসার আর সকলি অসার ।
চিদানন্দ সনানন্দ একমাত্র সার ॥

সম্বন্ধ নির্দেশ

অম্বলে তরা ধরা কারো হৃৎ নাই ।
আহি আহি আহি আহি করিছে সবাই ॥
শোক তাপ বিলাপের বেদনা কেমন ?
কাতরে ডাকিছে সব করিয়া রোমন ॥
তাদের সে রবে তুমি নাহি দাও কান ।
তন নাক কোন কথা হয়েছ পাষণ ॥
তোমাতে ডাকিছে তবু অ'লে পু'ড়ে মরে ।
অভিমান হুখে তাই নাই নাই করে ॥
নাস্তিক নাস্তিক আছে নাহি মানে বেদ ।
আস্তিক নাস্তিক হয় এই বড় খেদ ॥
কর না কুলদান দান বিহিত বিচারে ।
তুমিই নাস্তিক ক'রে তুলেছ সবারে ॥
নাস্তিকেরা মেয়ে কেলে বলে নাই নাই ।
আহ আহ আহ ব'লে আমরা বাঁচাই ॥
'নাই' হ'লে মর তুমি 'আহ' হ'লে বাঁচো ।
বার বার বলি তাই আছে আছে আছে ॥
কিছুই ত হইত না তুমি নাহি হ'লে ।
আমরা সবাই আছি তুমি আহ ব'লে ॥
মনেতে না দেখা পাই নাহি পাই 'পাঁচে' ।
পাঁচের অতীত মনে দেখি পাঁচে পাঁচে ॥
পাঁচ ছাড়া পাঁচ ছাড়া এমন যে ধন ।
সহজে কি হয় তার তত্ত্ব-নিরূপণ ?
অস্থিরপক্ষে পোড়ে স্থির জাতি পাই ॥
মনে যদি তর্ক করি, নাই স্থিতি নাই ॥
শরীর আড়ষ্ট হয় নাহি স্থিরে ধনি ।
কোঁপাইরা কেঁপে উঠি তখন অমনি ॥
জরুর সেই ভাব না হয় গোচর ।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥
সে সময়ে 'কেটা' যেন ভিতরে ঢুকিয়া ।
ঘোরতর অন্ধকারে আলো প্রকাশিয়া ॥
বলে ওরে দেখ্ দেখ্ কেন হোল জড় ।
ঠাসু কোরে মনের গালেতে মারে চড় ॥
চড় মেয়ে নাহি থাকে কোথা চলে যায় ।
সে চড়ে চেতন পেয়ে করি হায় হায় ॥
বাহিরে ভিতরে আর নাহি দেখি তায়ে ।
কেমনে সে এলোহিল গেল কি প্রকারে ?
যখন প্রকাশ পায় সে জ্যোতির ছটা ।
তখন ভিতরে আর থাকে নাক ছটা ॥

সদাগরা নদীয়া তব অধিকার ।
 ছর জেতে শৈবীপে কয়েক বিহার ।
 গরম পানীয় তথা কলিতক পান ।
 আগনি আগুন হয়ে ধরিতক পান ।
 ছর বীপে ছর থাকে সবা বার দেখা ।
 তোমার সে নববীপে তুমি থাক একা ।
 সেখানেতে নাহি হয় ছরের গমন ।
 কাজেই সহজে তাই না হয় মিলন ।
 অগ্নি জল বায়ু আছে আছে ঢাকা কল ।
 চালাতে জানিনে আমি হয়েছে অচল ।
 অকরে অকরে যোগ সন্ধান না হয় ।
 কলের কুলুপ খোলা শব্দ অতিশয় ।
 শেখালে না শিখি নাই কে শিখাবে আর ।
 মিহিমিছি ডাক ছাড়া হলো যা হবার ।
 অধিক ভাবিতে গেলে বেড়ে যায় বাই ।
 এখানেও 'তুমি' 'আমি' সেখানেও তাই ।
 পিতা বলি মাতা বলি বন্ধু আর তাই ।
 যখন যা বোলে ডাকি তুমি নাথ তাই ।
 ভাবের অভ্রাণ ঘেন কিছুতে না হয় ।
 যে ভাবে সে ভাবে তুমি আছেই সদয় ।
 তুমি, আমি, উত্তরেতে যে সুপাণ্ডব হয় ।
 সে সুপাণ্ডব কখনই বুঢ়িবার নয় ।
 কান পেতে শুন শুন মোহাই মোহাই ।
 নুতন সম্পর্ক এক ঘটাইতে চাই ।
 নাতিকেরা "নাত্তি" বোলে করিছে নিধন ।
 'অন্তি' বলে আমি করি তোমার স্থাপন ।
 তোমার 'অন্তি'বাদ করেছি যখন ।
 পাঁকাপাকি একখানা করিব তখন ।
 জন্ম দিয়া 'বাগ' তুমি হয়েছে আমার ।
 জন্ম দিয়া আমি ভবে কে হব তোমার ?
 বস্ত্রপ আদর কর মনেতে বিচারি ।
 এ সুপাণ্ডবে তোমার তো বাবা হতে পারি ।
 বার বার 'বাবা' বলে ডেকেছি তোমার ।
 একবার 'বাবা' বলে ডাক না আমার ।
 ছেলের এ আবহাৱে আদর তো চাই ।
 বাপ বোলে ডাকিলে তো লজ্জা কিছু নাই ।
 অধম বলিতে বাপ লজ্জা বহি হয় ।
 যা বলিবে তাই বল বলিবে না নয় ।
 ছেলে বল দাদ বল বলা কিছু চাই ।
 না বলিলে কোন মতে ছাড়াছাড়ি নাই ।

হুটে না বগিতে পার তবী ক'রে কত ।
 'ওরে বাবা আশ্চর্য' হার্য কেন কত ।
 বেকশে জানাতে হব সেকশে জানাত ।
 বেকশে জানাতে হব সেকশে জানাত ।

সব ভ্রমপুর

হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর
 বাবা সব ভ্রমপুর ।
 পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর
 বাবা গৌরব প্রচুর ।
 পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগপথে মন দেহ,
 গতিহরি মোহ দেহ চল ভ্রমপুর ।
 যোগযুক্ত অহংকার, করি তার অলঙ্কার,
 করহ শুকার সার গর্ভ হবে চুর ।
 হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর ।
 নিরাস হইলে যোধ, পরিজন হীনবোধ,
 কাঁদিয়ে জনম শোধ আছা উহ হয় ।
 দুদিলে নয়ন-পদ্ম, মন-মধুকর সত্ত,
 কৈবল্য কমল-সদ্য পাইবে মধুর ।
 হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর ।
 অথ কতু মিথ্যা নয়, বস্তু অসুগত-চর,
 শীলতার বশ হয় শুন হে চতুর ।
 বিধাতার স্থনির্বাণ, অথন সন্তোষ তান,
 ভোগ যোগে রাখ মান হুঃখ হবে দূর ।
 হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর ।
 অথ কতু নহে হের, সুরজন-উপাসের,
 রমণীতে সেই পের, পান কর শুর ।
 তাহে প্রজাবৃত্তি হয়, প্রজাপতি প্রথা রয়,
 পিতৃ-নাম নহে কর বৃত্তি হয় দূর ।
 হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর ।
 পরিজন-দেহনিধি, বস্তুনে মিলারি বিধি,
 এত নহে মনবিধি প্রথের অধুর ।
 ধনধাত্তে লক্ষ্যলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাত,
 মনোগত এই তাব, আদেশ মধুর ।
 হুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভ্রমপুর ।
 আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম হয় কনোবোণ,
 এ ভো নহে পাণ যোধ আরাধ্য নাহুর ।

হৃদয়ের এ কর্ণভূমি,

পুলকিত মনে উমি,

রাখিয়াছে বাণ বাণী,

বপ বপ বপ শাণী

এ সব ভাবিয়া তুমি হইবে কতুর।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর।

শারি শারি জোড়া বাঁধা, স্নোতে থাকে থাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হার ফাঁক।

কুন্তধারী নট নত,

হর কাল অবিরত,

হইয়া আশার বণ,

ভ্রমে চাহ মিছা বণ,

গৃহকার্যে থাকি রত থিরাও ঠাকুর।

বিবর-বিবের রল, মনে পরিপাক।

চরম সময় ভব,

ঐত মাত্র হরি রব,

তুমি কেবা কেবা পুত্র,

আপনার নাহি হুত,

পায় হয়ে ভবান্বিত বাবে শান্তিপূর।

মিছামিছা মায়ামুত্র, শেষ কুন্তীশাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হার ফাঁক।

চিন্তা কর পরকাল,

নিকট বিকট কাল,

উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভাল, শমনের ঢাক।

জীবন ছাড়িয়ে কোল,

না রহিবে কোন বোল,

হরেক্ষণ হরিবোল, এই মাত্র ভাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হার ফাঁক।

সব হ্যায় ফাঁক

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,

বাবা সব হ্যায় ফাঁক।

ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক,

বাবা মিছা কর জাঁক।

পেয়েছে বে কলেশ্বর,

দৃশ্য বটে মনোহর,

মরণ হইলে পর পুড়ে হবে থাক।

আমি আমি অহঙ্কার,

আমার এ পরিবার,

কোথায় রহিবে আর, আমি আমি থাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক।

নিখাস হইলে রুদ্ধ,

বৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,

চারিদিকে হবে শুদ্ধ রোমনের হাঁক।

মুগ্ধিলে মুগল আঁখি,

সকল হইবে ফাঁকি,

কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙ্গে বাবে চাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক।

মিথ্যা স্তবে লগ্ন রত,

শত শত অহুগত,

গৌরব করিয়া কত গোঁকে দেও শাক।

পোষাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে তেড়ি গুটা,

কপালে জুড়িয়া ফোটা শোভা করে নাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক।

নারীর কোমল গাভ,

মদনের সুরা-পাত্র,

তাহার উপর মাত্র নরনের তাক।

বলনে বিচিরা লাজ,

কাবার রতিন কাজ,

শিয়ে দিয়ে বঁকা ভাজ, ঢেকে রাখ টাক।

হৃদয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক।

মেহ করে পরিজন,

লদাই লদই মন,

জুয়ে জুয়ে থাকে ঘন, কত লাক লাক।

কিছু কিছু নয়

হৃদয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়,

বাবা কিছু কিছু নয়।

মনন মুগ্ধিলে সব অহঙ্কারময়,

বাবা অহঙ্কারময়।

ধন বল জন বল,

সহায় সম্পদ বল,

পদ্মবল-গত জল চিহ্ন নাহি রয়।

কারে বলি আমি আমি,

আমি যে মরণগামী,

মিছামিছা দিই আমি আমি পরিচয়।

হৃদয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

আগে হও পরিচিত,

পরিশেষে পরিমিত,

না হইলে নিজ হিত পরিহিত নয়।

কার বস্ত্র কেবা হয়ে,

কার বস্ত্র কার করে,

কেবা কাগে দান করে কেবা দান লয়।

হৃদয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

যোগে লগ্ন অহুযোগ,

ভোগে লগ্ন কর্মভোগ,

ভবু পাণ-আশা যোগ লগ্ন নাহি হয়।

জলে নাহি তেল মিশে,

তবাচ না ভালে মিশে,

বিবদ বিবদ-বিবে কিসে জ্বলোয় ?

হৃদয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

কি হেতু লসোরহত,

কোথা পিতা কোথা পুত্র,

কোথা ছিলে বাবে কুজ বল মহাশয়।

না ভাবিয়া পরকাল,

আপনার কর কাল,

বুধা স্তবে হর কাল নাহি কাল জয়।

হৃদয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।

পারিতোষি বহুভব,
কলে বহু কলেবর দেহ বায়ে কর।
ন কল বিকল হবে,
তুমি নাহি তুমি হবে,
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচর।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
[মণী-বচন-মদ,
পানমাঝে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মশব্দ প্রফুল্ল হৃদয়।
দবশেষে বোধশূন্য,
বভাবে বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য পাশে হয় লয়।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
দারে বল স্তম্ভভুর,
তুমি বটে বাহ্যহর,
বত দেখে তরপুর, তরপুর নয়।
স্থলাস্ত করিবার,
বস্ত্র নর পরিবার,
দুখে কাল হরিবার হেতু সমুদয়।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
ইসাবের পথ সোজা,
ঠিকে কেন দেহ গোজা,
সহজেই যার বোঝা তার বোঝা নয়।
দব-ব্রহ্ম পরিহারি,
মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্ত-কৃতান্ত হরি, হরি দয়াময়।
ছনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নরন বুদ্ধিলে সব অন্ধকারময়।

তত্ত্ব

ম'লে কি হে সকলি হুয়ার ?
বল বল বল নাথ ম'লে কি সকলি হুয়ার ?
এই জীব আর নাহি আসে পুনরার ?
এই দেহ এ প্রকারে,
নাহি হয় বায়ে বায়ে,
কর্মভোগ একেবারে সব ফুটে বার।
এই দেখি এই এই,
দেখিতে দেখিতে নেই,
এই এই সেই সেই স্তনি পরস্পার।
এই সব এই শব,
এইরূপ এই ভব,
কে মরে কে বেঁচে থাকে বোঝা বড় দার।
পায় হাত বটাকাশ,
এই জীব চিড়াভাস,
ঘটের হইলে নাশ, পাতে পাঁচ পায়।
দবিনাশী চিড়াভাস,
তার কত নাহি নাশ,
দেহ-নাশে কেন লোক করে হার হার ?
ক মরে কে পায় মুক্তি,
মুখিতে না পারি মুক্তি,
নাশা জনে নানা উক্তি শুনে হানি পায়।

এই বলে হলো হলো,
কেবা হলো কেবা হলো মুখাইব কার ?
বত-বরে পরস্পরে,
টিক বেন সস্তাবণ কালার কালার।
কেহ কর এই হর,
কেহ কর নয় নয়,
রূপের প্রসঙ্গ যেন কাণার কাণার।
সার কথা বলি যায়ে,
সেই গালে চড় যায়ে,
বিচারেতে নাহি হারে হানিয়া উড়ার।
ডাক ছাড়ে চোটে চোটে,
মুখে বেন খই ফোটে,
কার মাধ্য এটে ওঠে কথার ছটার ?
কত ছাঁদে করি ছাঁদ,
বারী হয়ে তুলে বাদ
বুদ্ধিহীন ভর্তুকি কতই ঘটায়।
উপাসক এক দল,
প্রকাশিয়া বুদ্ধিবল,
ম'লে পরে জন্ম নাই, বলিয়া বেড়ায়।
এই কথা ব্যক্ত করে,
নরলোক বত মরে,
ভানের সকল আশা, ভোগ নাহি পায়।
আগে ভোলা গাছে ঝোলা,
বাতাসে খেতেছে ঝোলা,
গগনে ঘুরিয়া সব এখন খেলায়।
অবিদ্যতে একদিন,
হবে তারা ভোগাধীন,
বিচার হইবে শেষ, বিভূর সত্যার।
পুণ্যবান লোক যায়,
চিরমর্গ পায়ে তারা,
পাপী রবে চিরকাল নরক বাসার।
জন্ম এই হলো সব,
পরে নাহি জন্ম হবে,
এই কথাটি স্থির ক'রে, কে এসে শুনার ?
কবে কোন্ নরলোক,
গিয়ে সেই পরলোক,
কিরে আসিয়াছে পুন পুরাতন কার ?
পূর্বজন্মে ছিল বাহা,
প্রকাশ করিয়া তাহা,
কেবা সব জন্মের সংশয় কাটার ?
স্থির বার আছে মন,
সেই করে নিরূপণ,
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহি জিজ্ঞাসার।
জন্ম আর স্থিতি নাশ,
বভাবেতে হুপ্রকাশ,
বার বার লাক্য দিয়ে প্রেমান বোধার।
ভুতের না হয় ধবংস,
ভুতে ভুত ভুত অংশ,
সমবেত হয়ে ভুত শরীর গড়ায়।
জড় দেহ ভূতময়,
ভুতে হয় ভুতে লয়,
সকলেই অতিকৃত ভুতের খেলায়।
যদি বলি দেহ জড়,
চার্কাবতে মারে "চড়,"
তখনি চেতন বোলে লাগি নিরে যায়।
ভক্তি-রথ টানে নাকো,
পরকাশ মানে নাকো,
তব তত্ত্ব জানে নাকো আসিয়া ধরায়।

তব তবী বার্য্য হয়, ভাসে পানিল কর, কর্য্য বার্য্য বে একবার, তব ইচ্ছা সহ্য
 জনল নিবাতে চায় তুণের শাখায়।
 তুণ নর তদ্বৎসে, রত সব্য অপমণে
 নাস্তিক বলিয়া বসে গায়ের আশায় ॥
 আশ্রয় শরীর ধরা, বস্ত্র ছেড়ে বস্ত্রশরা,
 জেঁক সব তুণে তুণে যেমন বেড়ায়।
 প্রবৃত্তির বশ হয়ে, প্রাকনের ক্রিয়া লয়ে,
 দেহ ঘরে চোকে জীব তোমার ইচ্ছায় ॥
 ঘেহ-ঘটে আশ্রয় রন, কিন্তু তিনি দেহ নন,
 সচেতন অচেতন মায়ার মায়ার।
 হিতি নাশ নাশ হিতি, সংসারের এই রীতি,
 কেমনে কহিব তবে মলেই ফুরায় ?
 কেমনে ঘুচিবে রোগ, না হয় সুযোগে যোগ,
 নানিতে কর্মের ভোগ সন্তোগ বাড়ায়।
 ভোগেতে কি ভোগ ছাড়ে, কর্মেতেই কর্ম বাড়়ে,
 দুচাতে গায়ের মলা মলা মাখে গায় ॥
 ঔষধ না খেলে পরে, শরীরে কি রোগ মরে,
 কুপথ্যে রোগের নাশ হয়েছে কোথায় ?
 বিনা আলোকের ভাগ, কিসে হবে তমোনাশ,
 অন্ধকার অন্ধকার কেমনে বুড়ায় ?
 কাটতে হাড়ীর কাঁস, অস্ত্রের না করে আশ,
 হুতা দিয়ে সেই গেরো কেবল জড়ায়।
 মিছে করি পরিশ্রম, কিছুই হলো না ক্রম,
 ঘোচে না মনের ভ্রম অজ্ঞাত দশায় ॥
 মিথ্যায় সত্যের ভাণ, মনে নাহি পায় স্থান,
 তত্ত্বনিরূপণ হয় জ্ঞান-অবহার।
 'আমি' যদি "তুমি" হই, আমার বিনাশ কই,
 এ কথাটি কারে কই কে বলে আমার ?
 ছল শিব হলো জীব, আছি জীব হব শিব,
 এইরূপ জীব শিব আমার তোমার।
 পিশুভূক্ত হলে জীব, পান্ডুভূক্ত হলে শিব,
 জীব ঘুচে শিব হব কোথা সন্ধান ॥
 খল কাটিব ভোর, ঘুচে যাবে কর্ম ঘোর,
 জীব ঘুচে শিব হব সন্দেহ কি তার।
 জীবোত্তে দরামদ, তোমার না দর্য্য হয়,
 সেই জীব জীব রয় শিবও না পার ॥
 মিঃ রূপা কর বায়ে, ত্রিতাপে তরাও তারে,
 সেই জীব একবারে শিব হয়ে যায়।
 গুত তোমার তাত, কিছুমাত্র নাহি হাত,
 নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে লজ্জার ॥

সে একবার ভোগ তার দর্য্য দর্য্য।
 কলকাতা সন্যাস
 অথচ নিঃসঙ্গ ভূমি আকাশের প্রায় ॥
 নিজ কর্ম উপলব্ধ,
 তাহাতে নরক য
 পূণ্যপাশে সুখ হুখে ভোগার ভোগার।
 তব তত্ত্বহত বত,
 প্রবৃত্তির পথে র
 হুখে হুখে অবিরত যোব গুণ গায় ॥
 মরি মরি আহা আহা, তোমার বিচারে বাহা
 কেহই জানে না তাহা হার হার হার !
 কিন্তু নাথ । হির জিনি, ঘোরতর অভিমানী,
 কেবল অধর্ম করে মানব-সত্যার ॥
 রিপু পিশাচের মতে, পাপাচার নানামতে,
 তোমার পবিত্র পথে ভ্রমে নাহি ধার।
 এমন যে মুঢ় জন, যদি হির করি মন,
 অশকাল চোখ বুজে তোমা পানে চায় ॥
 মনে সুখে এই কর, হয় মন পাণ্ডুর,
 নীনদরাময় তুমি রয়েছ কোথায় ?
 কটাক্ষেতে একবার, সে পাপ থাকে না আর,
 কর্মপাশ কাটে তার তোমার কুপার ॥
 কিন্তু ওহে দরাময়, এ বড় সহজ নয়,
 অকস্মাৎ এ প্রবৃত্তি কেবা দেয় তার ?
 ভিতরের ভাব তার, সাধ্য কার বুঝিবার,
 জবই বুঝিতে পারি বুঝলে আমার ॥
 এ বোঝা ত সোজা নয়, বন্ধা হয়ে কেবা কর,
 কে বোঝাবে কে বুঝিবে তব আত্মপ্রায়।
 বুঝিবার নাহি পুজি, কাজ নাই বোঝা বুঝি,
 এই বুঝি সোজা হুজি স্থান দেহ গায় ॥
 তুমি প্রভু আমি দাস, পদমাত্র অভিল্যপ,
 কিরি নাক আর কোন পদের আশায়।
 এই করে ঢুকাইয়া, আহ তুমি লুকাইয়া,
 দেখা যদি নাহি দেও কি কাজ দেখার ?
 এখন রয়েছি একা, পাইব পাইব দেখা,
 চাতকের জলধর কদিন তাঁড়ায় ?
 পূর্ণিয়ার শিখা হ'লে, আপনি টান্দিবে কোলে,
 চকার চামের স্তম্ভ প্রভাতে কি পার ?
 বধন সময় হবে, আপনিই কোলে লবে,
 আপনিই দেখাইবে বিহিত উপায়।
 অস্তুর হয়েছ লবে, সমরে লুকল হুপে,
 অস্তুরে কলের আপা বুঝার বুঝার ॥

দেহে মন স্থল, হও হও অস্থল, নিজ ভাবে নিজে গলে, নিজে বোধপথে চলে,
 সেন নাহি হয় কুল রক্ষণ লম্বার। সেহ হাত পেহ তার বাস করে বার।
 ৮। ভাতো হব মেলা, এখন ক'র না হেলা, তেহাতে কিছু নাই, সবজাণ মন হই
 বার বার যায় বেলা খেলা হলো সার। সন্ত সমান হুখ ধ্যায় তথার ॥
 বেন হই অমে, আর বেন কোন কমে, বিকারবিহীন মন, তুণ বেখে কিছু মন,
 যারার মাতালে গলে নাহি পাড়ি সার। কোটি কোটি ইন্দ্রে এলে কিরে নাহি চার।
 হোম অণ ময়, নাহি আনি বেদ ময়, বৃতি নাই গুতি নাই, তুলা বেখে সোনা ছাই,
 বতর বতর পুথি প্রকৃতি পড়ার ॥ ব্রহ্মণ তুচ্ছ করে পড়িয়া ধূলার ॥
 ৯। পড়িনি ঐতি, পেরেছি বৃগল ঐতি, সে সময়ে তুমি তার, দেহ কর অবিকার,
 ঐতি অধীন স্থতি স্থতি কেবা চার? রাজা হয়ে বসে গিরে মনের সতার।
 আচার্য্য হয়, ঐতিমূলে সদা কর, অন্তরে বিরাক কর, বীরেন্দ্রের ধর্ম বর,
 "জয় জগদীশ জয়" মধুর ভাবার ॥ বত সব ছুই চোর ভয়েতে পলার ॥
 বনি ঐতিক্ষণ, ধনিধনে ধনী মন, অতেমে হইয়া এক, কর আশ্র-অভিষেক,
 আপনি আপন ভাবে হানার কাঁদার। উপদর্গ আদি তেদ আগিতে না পার।
 হ দর্শন ছয়, নয়ন দর্শনছয়, বিঘন বিপক্ষ বার, কেমনে আসিবে তার,
 সমুদ্র ব্রহ্মময় নিরত দেখার ॥ প্রবোধ প্রহরী হয়ে বসে প্রহার ॥
 নাই দরশন, বাহা করি দরশন, তুমি খাতা তুমি পাতা, ফলদাতা তুমি জাতা,
 তাতেই বোধিত মন ভব মহিমার। তুমি নাথ সর্বমুগ্ধাধার।
 ল বহি বাত, দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাত, হজিরাছ শত শত, অচল মচল বত,
 সকলই প্রতিভাত তোমার প্রভার ॥ চলচল অখিল সংসার ॥
 'ছ রমণীয়, বত কিছু কমণীয়, তুণ আদি ধরাধর, এই সব চরাচর,
 সকলেই শোভনীয় তোমার শোভার। অপরূপ শোভার তাভার।
 ১০। প্রভা-কর, তুমি তার প্রভাকর, আহা কিবা মরি মরি, বতাব বতাব ধরি,
 নতুবা এ রবি-ছবি কোথায় লুকাই। দেখাতেছে মহিমা তোমার ॥
 ব চরাচর, বটে বটে মনোহর, জলে স্থলে শূভোপরে, পরম্পরে হুখে চরে,
 কিন্তু নহে স্থিরতর রচিত মায়ায়। সকলেরি সয়ন অন্তর ॥
 ১১। বিবেক কর, নিত্য নয় নিত্য নয়, অহঙ্কার-হরণানে, মেতে ঘোর অভিমানে,
 সমুদ্র তুতমর তুতের বেলায় ॥ কেবল অস্থধী বত নয় ॥
 ১২। নিরঞ্জন, তুমি মাত্র নিত্যধন, বাসনায় হয়ে বশ, খেতেছে বিবর-রস,
 এ ধনের মদে মত কর হে আবার। পেতেছে তাহাতে কত হুখ ॥
 ১৩। চিনেছে যেই, তোমার কিনেছে সেই, আশা নাহি হয় নাশ, ক্রমে বাড়ে অভিসার,
 না চায় কিছুই আর তোমার না চায় ॥ কেহ নাহি পায় সত্যস্থ ॥
 ১৪। হির হয়, কোন কথা নাহি কর, বত ভোগ বাড়ে বার, ভত ভোগ বাড়ে তার,
 সে কি আর ভবঘোর ঘুরিয়া বেড়ার? কিছুতেই শেষ নাহি হয় ॥
 যার নাহি চায়, কোনখানে নাহি যায়, কিবা দীন কিবা তুণ, সকলেরি একরূপ,
 বসে থাকে ভব ভব-ভঙ্কর হারায় ॥ সন করে হাহাকারময় ॥
 ১৫। সর্বোবরে, যর হয়ে বান করে, যার বত বাড়ে পদ, তার ভত বাড়ে মন,
 নাহি থাকে তুলা সূখা শান্তিহুখা ধার। মনে পদ স্থির রাখা যায় ॥
 ১৬। ভাব ধরে, নিত্য স্থখে কাল ধরে, শত লক্ষ কোটিধর, সম্রাট তুণভীবর,
 কর্ণপাত নাহি করে কারোরা কথার ॥ তার পর ব্রহ্মপথ চার ॥

কতই কলনা জানে, ইজ্র চন্দ্র বেঁধে আনে, 'বতাবে' বন্দী হয়, সে 'বতাব' অস্ত্র না
 শমনের করে ছত্রধারী। সে 'বতাব' ভুমিই তো হও।
 স্বর্গ মর্ত্য আমি স্থল, সব দেয় রসাতল, বতাবে বতাব, খাতা পাঁতা এতাই হবে
 তোমায়ে করিয়া আত্মাকারী ॥ কারণরূপেতে সদা রও ॥
 কখনো এ ভাব ধরে, তোমার ভূমিও হয়ে, আমারে এ সব লোক, আন্তিক নাস্তিক কোঁ,
 একেবারে মানে না তোমার। যে প্রকার ইচ্ছা যায় হয়।
 যে বলে ঈশ্বরো নাস্তি, কেবা তার দেয় শাস্তি, আন্তি নাস্তি নাহি জানি, কেবল তোমার মানি
 ভূমি কিছু বল না তো তার ॥ তোমাতেই মন যেন রয় ॥
 এখন না বল বল, পরে দিবে প্রতিফল, আশাধিক প্রিয়তম, হয় হয় হয় নয়
 এ কথাটি বুঝাইব কারে ? কর কর কৃপা-বিতরণ।
 এই দেখ-অন্তে তার, দণ্ড হবে কি প্রকার, গুরু বোলে কারে ধরি, কার কাছে শিকা করি,
 তথ্য তার কে করিতে পারে ? মানবের বর্ষ আচরণ ?
 দুরাচার বলি যত, পরের পীড়নে রত, অনেকের কাছে গুরু না দেখিতে পাই,
 প্রকাশিয়া প্রবল প্রতাপ। মিছা এটি তর্কবাদ করা।
 নির্দোষ অধীন দ্বারা, তাদের করিছে সারা, সর্বশাস্ত্রে সুশীলিত, কিন্তু এ কি বিপরীত,
 পদে পদে দিয়ে পরিতাপ ॥ ভিতরেতে অতিমানসত্ব ॥
 এমন নিদয় নয়, তাদের উন্নত কর, বিভার যে সার মর্ম, নাহি দেখি তার কর,
 দণ্ড কিছু দেখিতে না পাই। কর্ণে নাই ধর্মের সন্ধান।
 মনোহুখে তাই কই, দণ্ডমাতা বিত্ব কই, আমি 'বায়ী' বড় কত, চলিবে আমার মত,
 নাই নাই নাই "ভূমি" নাই ॥ বিশ্বাসের এই অহঙ্কার ॥
 কণ পরে পুনর্বার, করি এই সুবিচার, পৃথিবীর সব 'ঠাই', সমান দেখিতে পাই,
 তোমার কৃপার উপদেশে। অতিমানে মানি আছে কিরা।
 হুক্তি আছে হির করা, প্রবল পাপের তরা, দেখ দেখ দেখ শিঙে, ধর্মমত চানাইতে,
 ডোবেই ডোবেই ডোবে শেষে ॥ দলানলি কে তামা নিয়া ॥
 ঘোষহীন দীনচর, পীড়া পেয়ে এই কর, কত মতে চলিতেছে, কত কথা বলিতেছে,
 'স্বথ হুটে কিছু কব নাকো। কত মতে চলিতেছে কত।
 ব্যথা পাই যে প্রকার, কর তার প্রতীকার, এইরূপ ঘেঘেঘে, পরস্পর দেশে দেশে,
 হে ঈশ্বর ! যদি ভূমি থাকো ॥ মতগর্বে সবে অহুরত ॥
 আর্জনার স্তনে তার, না করিয়া সুবিচার, একের সন্তান হয়ে, একের দোহাই করে,
 ভূমি আর কিক্রপেতে বাচো ? বিচারেতে বিবাদ বাড়ার।
 সোরে সোরে যারে যারে, দণ্ড দাও একেবারে, ভব তব হোঁধে নাকো, ভিতরেতে ডোবে নাকো,
 আহ আহ আহ ভূমি আছে ॥ তেনে তেনে কেবল বেড়ার ॥
 দণ্ডমাতা নাম ধর, দোষী জনে দণ্ড কর, ধর্মযুক্ত বুদ্ধ করি, পরস্পর অস্ত্র ধরি,
 হয় হয় হয় পাপভার। কাটাকাটি এতে ওতে তাতে।
 ক্রিয়াসাকী দয়াময়, বিচারে যেমন হয়, প্রকৃতিয়ে বাসাতেছে, পৃথিবীয়ে ভাসাতেছে,
 সায়ুজনে দেও পুরকার ॥ স্বভাবের পোণিতের ঘোঁতে ॥
 কর্তা নাই কেহ আত্ম, এইরূপ এ সংসার, 'ধর্মের' আচার্য্য যার, এই তো ধার্মিক তারা,
 নিজ হয় নিজ পায় নান। সুখিলায় ধর্ম-আচরণে।
 এ কথা তো শুনিব না, হুক্তি বোলে শুনিব না, মেখে স্তনে সায়ু বত, বিরলে হাসিছে কত,
 এখনি করিব উপহাস ॥ ভূমিও হাসিছ মনে মনে ॥

কখন ছাড়ে বেই, তোমারেই পায় সেই, কত উপাসনা করি, কতরূপ ভেক ধরি,
 অহুকুল তুমি হও তার। মর প্রভু না হন সার।
 সত্বার অভিমান, বতকণ বলবান, সে সময়ে চাই টাকা, তুমি নি বদন বীকা,
 ততক্ষণ তোমার কি পায় ? আর নাহি হোসে বণিক কর ॥
 শিখে "বিভা অর্থকরী," গৃহদেহ ধর্ম ধরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করি, যতশি উন্নয় তরি,
 অর্থ এনে চালিব সংসার। বিদ্য কহে পণ্ডিতসে নর।
 কল্পণেতে অর্থ পাই, বল বল কোথা যাই, তেবে কলিযুগেই, কোন দত্তে সংসারীর,
 সে তো নয় সহজ ব্যাপার ॥ কলিযুগেই অর্থ নাহি হয় ॥
 জানে উপার্জনধারা, বিবরী পুরুষ ধারা, পাইতে রাজ্যের দ্রিতি, যদি শিখি রাজনীতি,
 অর্থকরী বিভা শিখিয়াছে। রাজনীতি অতি সুকঠিন !
 বড় বোলে নিজেকে জানে, নিজেকে থাকে নিজমানে, রাজা রন রাজপাটে, ক্রিয়তেছি হাটে-ঘাটে,
 কারে নাহি বেতে দেয় কাছে ॥ আমি নিজে দীন দীন আশ ॥
 সত্য অভিমানী যারা, মরি কিবা সত্য তারা, তুমি অতি অপরাধ, সকল ভূপের অধঃ,
 সত্যতার কি কব ব্যাভার। দেখিতেছ রাজ-আচরণ।
 কার্য করে দেখিয়াছি, পরীক্ষার আনিয়াছি, রাজাদের রাজ্য-পাট, যেন নটরার নাট,
 সত্যতাই পাপের ভাণ্ডার ॥ ব্যবহার বেস্তার মতন ॥
 কত কাণ্ড ঘরে ঘরে, ভিতরে সকল করে, ভূপতির শুভদৃষ্টি, কাণ্ডক্ষেপে যেন ভ্রুটি,
 গোপন পাপের নাহি ভয়। কটি ভুটি পারিলে বৃদ্ধিতে।
 চুপি চুপি ব্যবধান, সাবধান সাবধান, তোমারে কত পোরে আপ, যোবে হয় সর্বনাশ,
 দেখো যেন প্রকাশ না হয় ॥ নাহি দেয় দেখিতে শুনিতে ॥
 যারা কিছু সত্য হন, অন্যসেই এই কন, লোচন বঁহার কাণ, চোখে না দেখিতে পান,
 উহ উহ বাপ্ বাপ্ বাপ্ ॥ শুনে শুধু করেন বিচার।
 'আড়ালে বা কর ভাই, তাহে কোন পাপ নাই, ইথে বত হতে পারে, সে কথা কহিব কারে,
 প্রকাশ হলেই বড় পাপ ॥' মরীর চরণে নমস্কার ॥
 কোথা নাথ দয়াময়, দেখ দেখ সমুদয়, ঘটনেতে কার্য নাই, রাজদ্বারে অর্থ চাই,
 মজিল মজিল সব দেশ। কিসে হয় সংঘটনা তার ?
 পরস্পর পরস্পরে, পাপাচারে রত করে, "মান" আর "অপমান," যারী ভই বলবান,
 করিয়া মিথ্যার উপদেশ ॥ রক্ষা করে ভূপতির দ্বার ॥
 দেখিতেছি এই ধরা, হলনা-চাতুরীতরা, এই কথা কহে "মান," থাকে মান পাবে মান,
 জ্ঞান-পথে ধন নাহি আসে। এসো এসো, খোলা আছে পুর।
 জায়েতে যে ধন হয়, সে কিছু অধিক নয়, "অপমান" ডেকে কহ, অপমানে থাকে ভয়,
 নির্জাহ না হয় অন্যমানে ॥ এসো না যে ঘর দূর দূর ॥
 বিনা ধনে কি প্রকারে, উন্নয় চলিতে পারে, মানবের অভিমান, কত তার পরিমাণ,
 পরিবার কিসে থাকে বশ ? অহুমান কিছুতে না হয়।
 যাই আমি যার বাসে, দুখী বোলে সেই হালে, কিসেই বা বাড়ে মান, কিসে হয় অপমান,
 কয় কত ঘটন কর্কশ ॥ ব্যবহারে মনে করি ভয় ॥
 কিঞ্চিৎ ধনের পতি, তারা নয় শাস্তমতি, ধনী আর রাজপণ, কি বলিলে ভুট্ট হব,
 মানমদে মেতে লগা রয়। নিরূপণ করিতেছি তাই।
 নম্র হয়ে প্রতিজন, যতই যোগাই যন, মানময় লভাবণ, বহিমায় লবোদন,
 তথাপিও ভুট্ট নাহি হয় ॥ বিশেষ বুঝে নাহি পাই ॥

মানবীর মানসীর,

শক্তি অতি রমণীয়,

কৃপা কর কৃপাকর,

মানবে মানব কর,

হয় তার অভাব মোচন ।

হয় হয় মনের বিকার ।

নানারূপ বৃত্তি ধরি,

নানাবিধ গ্রন্থ করি,

আমিও মানব নই,

মানব কই,

বস্তুতঃ করে নিরূপণ ॥

ধরি মানুষ্যের ব্যবহার ।

ব্যাকরণ অলঙ্কার,

জ্যোতিষাদি কাব্য আর,

আত্মকোষ নীতি-উপদেশ ।

অক আদি শত শত,

বিষয়ের বিজ্ঞা বহু,

জ্ঞান আর বিজ্ঞান বিশেষ ॥

জ্ঞানেতে তোমায় জানে,

তজ্জি করি তাই মানে,

জ্ঞানে করে গ্রন্থের রচনা ।

রাশি, পক্ষ, গ্রহ, বার,

স্থির করি বার বার,

গ্রন্থাদি করিছে গণনা ॥

কৃষিকার্য্যে দেয় ভোগ,

চিকিৎসায় হয়ে যোগ,

শিল্পকার্য্যে হয় কত ক্রিয়া ।

পরম্পর সহকারে,

পরম্পর উপকারে,

বার সব অভাব শুচিত্য ॥

মানুষ্যের বুদ্ধিবলে,

কলে জলে ভরী চলে,

স্থলে কলে চলে বাশ্পরথ ।

তাহাতে কল্যাণ কত,

সুখী লোক শত শত,

দূর নহে ছমাসের পথ ॥

বিলাতে হতেছে বাহা,

এখনি এখানে তাহা,

তারে তার আসে সমাচার ।

ঘটকাহি ছাপা কল,

সকলি বৃত্তির কল,

বিশেষ কহিব কত আর ?

স্বভাবে শোভিত হবে,

স্বভাবেই সুখে হবে,

অভাব না হবে কোন দিন ।

আমায় এ কলেবর,

অভাবে পূরিত বর,

আমি নর চিরদিন দীন ॥

এত জ্ঞান শুধী নয়,

হয়ে এত কার্য্যকর,

এত সব করি প্রকরণ ।

যেব দত্ত কার্য্যসোবে,

নাহি থাকে পরিতোবে,

না পায় সুখের আশ্বাসন ॥

তবসিদ্ধ-পার হেতু,

জ্ঞানরূপ এক সেতু,

মানবে করেছ তুমি দান ।

সংসার-সাগর-পার,

কেহ নাহি হয় আর,

অকুলে পড়িয়া বার প্রাণ,

হায় হায় হাহাকার,

সুখে সব লবাকার,

জীবিকার লকার-কারণ ।

সন্তোষের সমাচার,

কেহ নাহি লয় আর,

স্থখ করে জীবনযাপন ॥

গৌরব অভাবে সকলি মিথ্যা

সেই তরু তরু নয় নাহি বার কল ।

সেই লতা লতা নয় নাহি বার দল ॥

সেই নদী নদী নয় নাহি বার জল ।

সেই সেনা সেনা নয় নাহি বার বল ॥

সেই অসি অসি নয় নাহি বার ধার ।

সেই ফল ফল নয় নাহি বার তার ॥

সেই দেহ দেহ নয় নাহি বার রূপ ।

সেই বেশ বেশ নয় নাহি বার ভূপ ॥

সেই ফুল ফুল নয় নাহি বার মধু ।

সেই নারী নারী নয় নাহি বার বধু ॥

সেই যোগী যোগী নয় নাহি বার ধোগ ।

সেই ভোগী ভোগী নয় নাহি বার ভোগ ॥

সেই মণি মণি নয় নাহি বার প্রভা ।

সেই রূপ রূপ নয় নাহি বার শৌভা ॥

সেই চাষা চাষা নয় নাহি বার চাষ ।

সেই প্রভু প্রভু নয় নাহি বার দাম ॥

সেই লেখা লেখা নয় নাহি বার রস ।

সেই কবি কবি নয় নাহি বার বশ ॥

সেই নেড়া নেড়া নয় নাহি বার ছাব ।

সেই গীত গীত নয় নাহি বার ভাব ॥

সেই ভূমি ভূমি নয় নাহি বার কর ।

সেই গলা গলা নয় নাহি বার স্বর ॥

সেই মাঠ মাঠ নয় নাহি বার বাস ।

সেই ছাগ ছাগ নয় নাহি বার দান ॥

সেই চুলী চুলী নয় নাহি বার কাঁসী ।

সেই মুখ মুখ নয় নাহি বার হাসি ॥

সেই রিপু রিপু নয় নাহি বার কোষ ।

সেই বুধ বুধ নয় নাহি বার বোধ ॥

সেই পাক পাক নয় নাহি বার খেলা ।

সেই শুক শুক নয় নাহি বার চেলা ॥

সেই নট নট নয় নাহি বার নাট ।

সেই পোড়ো পোড়ো নয় নাহি বার পাঠ ॥

সেই ভারী ভারী নয় নাহি বার ভার ।
 সেই ভারী ভারী নয় নাহি বার ভার ।
 সেই গৃহী গৃহী নয় নাহি বার দার ।
 সেই মেঘ মেঘ নয় নাহি বার ধার ।
 সেই পথ পথ নয় নাহি বার পথী ।
 সেই রথ রথ নয় নাহি বার রথী ।
 সেই মত মত নয় নাহি বার মতি ।
 সেই পথ পথ নয় নাহি বার গতি ।
 সেই শিশু শিশু নয় নাহি বার মাতা ।
 সেই ডাল ডাল নয় নাহি বার পাতা ।
 সেই কণী কণী নয় নাহি বার মণি ।
 সেই শিক শিক নয় নাহি বার ধনি ।
 সেই গাভী গাভী নয় নাহি বার ক্ষীর ।
 সেই মন মন নয় নাহি বার স্থির ।
 সেই নয় নয় নয় নাহি বার ময়া ।
 সেই ভূত ভূত নয় নাহি বার গয়া ।
 সেই ধনী ধনী নয় নাহি বার ধান ।
 সেই জ্ঞানী জ্ঞানী নয় নাহি বার জ্ঞান ।
 সেই মানী মানী নয় নাহি বার মান ।
 সেই ধ্যানী ধ্যানী নয় নাহি বার ধ্যান ।

দেহ-ঘর

পাঁচের বাঁধুনী এই নবদ্বার বাস ।
 এক দিন বাহে আনি করিলাম বাস ।
 পড় পড় হইয়াছে নাহি রয় আর ।
 এক এক ভেঙ্গে চূরে হ'ল চুরমার ।
 কালের বরষা ইথে তরলা কি আছে ।
 বুঁচি থনা কাঁচা ঘর কেননেতে বাচে ?
 বাঁধন গিয়াছে থলে ছাঁদন ছাড়িয়া ।
 কাঁছনি বাঁধুনি বুধা নাড়িয়া নাড়িয়া ।
 কাঁধে মন ঘন ঘন শুনে ঘন ডাক ।
 যে দিকে চাহিয়া দেখি সে দিকেই কাক ।
 উড়িয়া চালের খড় হয়ে গেল কাঁক ।
 বুঁচি দিয়া কত দিন যাবে আর রাখা ?
 পশম গেছন থেকে বাহিরেছে ঢেঁকা ।
 বংশ-বারা হতে হল থাকে নাকো ঢেঁকা ।
 যে বয়সের ঘর এই সে বংশ কি রয় ?
 দুখ হয়ে এক এক করে গেল ঘর ।

হংসবেদী ভেঙ্গে গেলে ধ্বংস সব হয়ে ।
 অংশে গেলে অংশ মিশে বংশ কোথা যবে ?
 বখন বরাবী এসে ঘর গেল গড়ে ।
 প্রকৃতি বলিয়াছিল এই যায় গড়ে ।
 না বুঝে তখন ঘরে ঢুকিলাম একা ।
 এখন সে বরাবীর কোথা পাই দেখা ?
 বরাবীর ঘর কোথা জানিনে যে ভাই ।
 মিছামিছি এখা সেখা বুঁজিয়া বেড়াই ।
 কেত যদি দেখা পাও বলো তার কাছে ।
 এ ঘর বজার রাখে মাধ্য কার আছে ।
 এ কারণ মাড়াবে না আমার এ ভূমি ।
 তর আছে বলি পাছে কি করেছ ভূমি ।
 এই হেতু মজুরীর কড়ি নাহি লয় ।
 সেরে দিতে হেরে যাবে মনে আছে তর ।
 ঘর গোড়ে মজুরী না নিতে আসে আর ।
 মিছামিছি খেটে গেল ভূতের ব্যাগার ।
 বল নাই বলিবার বলি আর কারে ।
 যে গড়েছে সে তালিলে কে রাখিতে পারে ?
 যায় যাঁবে থাক ঘর না রয় না রয় ।
 আর যেন এই ঘরে ঢুকিতে না হয় ।

জরা অপেক্ষা মরণ ভাল

জরা এসে শরীর করেছে অবিকার ।
 বল করি বাড়িভেঁজে বিবন বিকার ।
 রাখে না রাখে না আর বলের সঞ্চার ।
 থাকে না থাকে না দেহ থাকে নাকো আর ।
 ছুরায়েছে সবদ্বার কিছু নাহি বাকি ।
 কেবল অপেক্ষা আছে বুদিতে হু' আঁখি ।
 তুলিতে না হবে বুখ তুলিতে নয়ন ।
 আর না উঠিতে হবে করিলে শয়ন ।
 কলসী হইল শুষ্ক বেথে পাই তর ।
 গড়াতে গড়াতে জল কত দিন রয় ?
 কলেবর-সরোবর করিয়া পোষণ ।
 কালক্রম নিদায়েতে খেতেছে জীবন ।
 অহরহ বাঁহ করে আলিয়া অনল ।
 জরা হতে মরা ভাল বেঁচে কিবা কল ?
 কি ছিল কি হলে এসে অবয়ব ভবনে ।
 আর বা কি হতে হব জীব না কি মনে ?

হ'ল শেষ ধ'রে কেশ টানিছে শমন ।
 উপায় না পাবে আর করিলে গমন ॥
 এমন অমর আর তখন কি লাগে ।
 শমন দমন কর গমনের আগে ॥
 হবে না বিহিত কিছু অজ্ঞানেতে মলে ।
 হারাবে পরম নিধি জ্ঞানহার্য হলে ॥
 নড়ী দিয়া ষাধিরাছে ভাঙ্কিরাছে রথ ।
 পরিজ্ঞান কিলে পাবে দেখ তার পথ ॥
 হেলা ক'রে বেলাটুকু কাটায়ে না আর ।
 ভাঙ্কিয়া অসার খেলা সত্য কর সার ॥
 তব-যোগ ঘোর ভোগ নাশ নাই তার ।
 সত্যরূপ পথ্য হ'লে হয় প্রতীকার ॥
 অতএব জীব ভাই আর কেন মজ ।
 ভাবজরে তক্তিরসে তপস্বানে ভজ ॥
 কালকরী-অরি হরি হরি হরি বল ।
 হরিনাম বল আর পথের সঞ্চল ॥
 পরিণামে পরিণামে না থাকিবে তর ।
 শমন দমন হবে গমন-সময় ॥

আর কিছু চাইনে

দয়াময় তোমা বিনা আর কিছু চাইনে
 আর কিছু চাইনে ।
 তব নাম স্মৃধা বিনা আর কিছু খাইনে
 আর কিছু খাইনে ॥
 তব গুণ-গীত বিনা অস্ত গীত গাইনে
 অস্ত গীত গাইনে ।
 তব প্রেম-পথ বিনা অস্ত পথে যাইনে
 অস্ত পথে যাইনে ॥
 তব শ্রদ্ধা-জল বিনা অস্ত জলে মাইনে
 অস্ত জলে মাইনে ।
 তব স্নেহে স্নেহ বিনা কিছু স্নেহ পাইনে
 কিছু স্নেহ পাইনে ॥
 তব তাব দিক ছেড়ে অস্ত দিকে যাইনে
 অস্ত দিকে যাইনে ।
 ওহে হরি তোমা ছাড়া কোন দিকে চাইনে
 কোন দিকে চাইনে ॥
 চিরকাল খেটে মরি নাছি পাই মাইনে
 নাছি পাই মাইনে ।

বিনা হলে কিলে লবে লিখেছ কি আইনে
 লিখেছ কি আইনে ॥

মাহুষ কে ?

নিরত মানসধামে একরূপ ভাব ।
 জগতের স্নেহ-হৃদে স্নেহ-হৃদে গাত ॥
 পরপীড়া পরিহারি, পূর্ণ পরিতোষ ।
 সন্দানন্দে পরিপূর্ণ স্বভাবের কোষ ॥
 নাহি চার আপনার পরিবার স্নেহ ।
 রাজ্যের কুশলকার্ষ্যে সদা হাতমুখ ॥
 কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার ।
 মাহুষ তারেই বলি মাহুষ কে আর ?
 নাহি চার রাজ্যপন নাহি চার ধন ।
 স্বর্গের সমান মেখে বন উপবন ॥
 পৃথিবীর সমুদয় নিজ পরিজন ।
 সন্তোষের সিংহাসনে বাস করে মন ॥
 আশ্চর্য সহিত সব সমভূগ্য গণে ।
 মাতা পিতা জ্ঞাতি ভাই তেন নাহি মনে ॥
 সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই বার ।
 মাহুষ তারেই বলি মাহুষ কে আর ?
 অহঙ্কার-মদে কতু নহে অভিমানী ।
 সর্বদা রসনারাজ্যে বাস করে বাণী ॥
 ভুবন ভূষিত সদা বক্তৃতার বশে ।
 পর্ত্ত সলিল হয় রসনার রসে ॥
 মিথ্যার কাননে কতু ভ্রমে নাহি ভ্রমে ।
 অসীকার অসীকার নাহি কোন ভ্রমে ॥
 অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে বার ।
 মাহুষ তারেই বলি মাহুষ কে আর ?
 মঙ্গলের প্রতি তত্ত্ব প্রেম অভিধার ।
 কষাচ না করে তাহে জীবনের তার ॥
 পরিবার পরিহৃত আপা পরিভ্রমে ।
 জীবের কল্যাণ হেঁচু নানা স্থানে ভ্রমে ॥
 স্বর্গম স্নগম স্থল বিবেচনা নাই ।
 চিন্তার সহিত নিজা থাকে এক ঠাই ॥
 সত্য গলায় পরে করুণায় বার ।
 মাহুষ তারেই বলি মাহুষ কে আর ?
 চোঁটা বর অহরহাগ মনের বান্ধব ।
 আপজ তাদের কাছে রূপে পরাভব ॥

ইন্দিতে কুশলগণে আর আর থাকে ।
পরিশ্রম প্রতিকার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ॥
চেঁটার হৃদিত করে সরসর আশা ।
বহনে হৃদয়েতে বাসনার বাসা ।
স্বরণ স্বরণ মাঝে আঁজাকারী ধাঁর ।
মাছব তায়েই বলি মাছব কে আর ?

পাপপথে যেয়ো না

মন তুমি অনুরোধে, চল নিজ ভাব-রথে,
অভাবীর ভাবপথে যেয়ো না হে যেয়ো না ।
মকুতজ জন যেই, পরম পামর সেই,
তবু তার অপবন গেলো না হে গেলো না ॥
স্ববহীন কর দেশ, লোকের যে করে ধেব,
তার কাছে উপদেশ চেয়ো না হে চেয়ো না ।
নিরাশারে সঙ্গে লও, স্বভাবে সন্তোষ হও,
অসন্তোষ-কাননেতে যেয়ো না হে যেয়ো না ॥
ধন-ধন-চক্র কালে, নাশ কর রিপু-দলে,
ডুব দিয়া পাপ-জলে নেয়ো না হে নেয়ো না ।
বিষম বিষের জল, কতু নয় সুশীতল,
অধর্ষ বৃক্ষের কল খেয়ো না হে খেয়ো না ॥
সেই নহে আপনার, মোহ কর পরিহার,
মায়ার খাতনা আর পেয়ো না হে পেয়ো না ।
রসনা পবিত্র করি, অপ কর হরি হরি,
আশা-নদে পাপতরী বেয়ো না হে বেয়ো না ॥

কামনা-ত্যাগে পরমার্থ অন্বেষণ

ওহে মন-মুকর এ কি দেখি ভ্রম ।
কার ক্রমে ব্যতিক্রম ভ্রমে তুমি ভ্রম ॥
ব্রহ্মবিদ্য বিষয়-বনে যেম মত্ত করী ।
সঙ্গে করি নিজ বন্ধু-ভ্রান্তি-মধুকরী ॥
কামনা-কেতকীমূলে সৌরভে ডুগিয়া ।
কণ্ঠ-কণ্ঠ করিতেছ গুণ বিভারিয়া ॥
তুমি কুল অনন্তর বলি আমি তাই ।
কণ্টকীয় পক্ষ হলে পক্ষ বাঁবে তাই ॥
অভ্যর্থন মন-অগ্নি উপদেশ ধর ।
পরমার্থ-পদমূলে স্থাপন কর ॥

সে ফুলের সবিশেষ গুণ কেবা জানে ।
বাঁবে ধন্য মহানন্দ মকরম্ব পানে ॥

অকারাগ্র ঈশ্বরজ্ঞতি

অনাদি অনন্ত অজ অজর অকর ।
অকর অভর অতি অজর অমর ॥
অনির্কচনীর অবয়বে অবতার ।
অখিল অনাখনাথ অতি চমৎকার ॥
অপরাধ অবয়ব নানা অবতারে ।
অদ্বুত অবস্থা অবলম্ব বায়ে বায়ে ॥
অত্যন্ত অভাব্য ভাব হেরি অবিরত ।
অখিলের অধিপতি অতি অতিমত ॥
অবিত্তক অভিবৃত্ত অতত্ত প্রকৃতি ।
অবগত আছে তব অদ্বুত প্রকৃতি ॥
অত্যন্ত অযোগ্য আমি অবশ্র অধম ।
অপার মহিমা-সীমা করিতে অক্ষম ॥
অবনীতে অবনীত করা ভবভাব ।
অধীন হইতে নাহি হই অমুভাব ॥
অনাথের নাথ ওহে অধমতা রণ ।
অবশ্র অন্তর্য্য ভাব অলক্ষ্যাকারণ ॥
অবনীলাক্রেমে বহ অবনীর তার ।
অনিমাদি অষ্টসিদ্ধি সমুদ্ভি তোমার ॥
অপূর্ব্ব অদ্বুতপূর্ব্ব অতি মনোহর ।
অতুল্য অমূল্য অর্থ অতি অগোচর ॥
অমুরূপ অপরাধ অরূপ বরূপ ।
অবনতজনে অবগত কত রূপ ॥
অতীন্দ্রিয় অতিশ্রিয় অনন্তে কুতলে ।
অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত অতল হৃৎকলে ॥
অবিকার অবগুণিত অধিকার তব ।
অগুণের অবলম্ব অবনীপত্তব ॥
অধিকার অতিথোর অমর প্রবাস ।
অতল-বিতল অধিতা অমরান ॥
অনন্ত সৃষ্টির কর্তা অন্ত কেবা পায় ।
অমরাদি অতিকৃত তোমারি মায়ার ॥
অজান অকৃতী প্রভু আমি অতি নীন ।
অবেত অবেত ভাব ভাদি অহমিন ॥
অকিঞ্চন হয়ে তব অসংহিত জপে ।
অধিক কি দিব অবতর যে'খে জপে ॥

নিজাকালে শঠ উপকারী

পরের অহিতকারী নীচ বেই খল ।
নিজলাভ বিনা শুধু খুঁজে মরে ডল ॥
চখন জানে না মনে হিত বলে কারে ।
উপকার লাভ করে পর-অপকারে ॥
গদা ভাবে কার কবে কিসে মন্দ হবে ।
ঘুরলের সাজা পায় কুশলের রবে ॥
নিরতই মনে পায় অভিলষ হুখ ।
শরনে ভোলনে নাই কিছুতেই হুখ ॥
মিছে আখি বুদে থাকে ঘুম যায় চড়ে ।
ছটকট করে রেতে বিছানার প'ড়ে ॥
দৈবাবধীনে চখে যদি ঘুম এসে তার ।
তবেই সে খল করে পর-উপকার ॥
জোগে থেকে কেবল অধর্মে কাটে কাল ।
যতক্ষণ নিজা যায় ততক্ষণ ভাল ॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য ভাল

জায়ে যদি করা হয় কর তবে তাই ।
ছািমিছি মুখে বলে কোন ফল নাই ॥
রতের মিছা মেঘ ডাকডোক সার ।
হটে-ফোটা নাহি তার জলের সকার ॥
ইরূপ মিছা ভব মুখে আড়ম্বর ।
লে যদি না হইলে কার্য হিতকর ॥
খনি করিবে তাহা যখন যা হয় ।
বল-বিধান তার কোনমতে নয় ॥
ফলনায় কর যদি আলস্ত এখন ।
ধন হবে না আর অকল-নাথন ॥
মতএব কর তাই সাধ্য হয় যত ।
চলনা না হয় যেন রাবণের মত ॥

জীবের প্রতি

কে তুমি, কে তুমি, জীব ! কে তুমি তা কও ।
য তুমি বাহার তুমি তার তুমি হও ॥
যেহ কর আমি বোধ "দেহ" তুমি নও ।
অংশরূপে হংসরূপে দেহে তুমি রও ॥

কে তোমার বহে তার কার তার বও ।
আমার আমার করি কার তার সও ॥
কিরূপে সৃষ্টিত হয় এই কলেশ্বর ।
মনে কর কিরূপেতে হলে তুমি নর ॥
করিছ যে দেহ পেয়ে এত অহকার ।
মিছে দেহ, এই দেহ মনে কর কার ॥
মনে কর, কোথা তুমি করিতেছ বাস ।
মনে কর কিরূপে এ দেহ হবে নাশ ॥
মনে কর, কে তোমার তুমিই বা কেবা ।
আমার বলিয়া তুমি কর কার সেবা ॥
দেহেতে অভিন্ন ভাব এ কি অপরাধ ।
একবার তাবিলে না আপন স্বরূপ ॥
কেবল ভ্রমেতে কর আমার আমার ।
অজ্ঞাবধি আত্মবোধ হলো না তোমার ॥
মায়ায় কুহকে ভুলে কিছু নও জ্ঞাত ।
ভুলিয়াছ প্রাক্তন সখা "অবিজ্ঞাত" ॥
কেবল দেখিছ মূল দৃষ্টি নাই মূলে ।
পেলে নাম "পরজন" নিরজন ফুলে ॥
মূহুরে নিরখি মুখ হুখ কতরূপ ।
মনে মনে অভিমান হয়েছি হরণ ॥
গলদেশে হুত্র দিয়া হুত্র তার ভারী ।
'ব্রাহ্মণ' হয়েছি বলে কর কত জারী ॥
বেদপাঠে পুজা পাও পণ্ডিত হইরা ।
সবে করে সমাদর কুলীন বলিরা ॥
আপনিই তবে প'ড়ে না পাও পাখার ।
অখণ্ড লোকেরে কর ভবনদী পার ॥
তিন খাঁই "বড়া" বেঁধে আপনার গলে ।
ত্রিলোক বেঁধেছ তুমি কুহকের বলে ॥
একে তো মায়ায় হুত্রে পড়িয়াছ বাঁধা ।
আবার এ হুত্র বেঁধে লাগিয়াছে বাঁধা ॥
কোথায় হুত্রের গোড়া নিরূপণ নাই ।
এক খেরে উঠিতেছে কত খেই খেই ॥
করিয়াছ আয়োজন অভিমান-রথে ।
কেবল করিছ গতি প্রবৃত্তির পথে ॥
ছেড়ে ভব মদে মত্ত কিসে পাবে পদ ।
হারাইলে পূর্বকার মহার সম্পদ ॥
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চতুষ্টয় ।
অভিমান মার মাঝ কিছুই ত নয় ॥
"তুমি" কোন বর্ণ নও জাতি ভব নাই ।
দেহধর্মে অহকার কেন কর তাই ॥

নর নও নারী নও তুমি নও কেউ ।
 ত্রিশূলধারীর কেন অশিত্তেছ তেউ ।
 তুমি আমি আমি তুমি জেন এই নার ।
 তুমি আমি এক হলে কেনা আর কার ?
 সেবেতে অভয় জ্ঞান কর পরিহার ।
 আমার এ দেহ বলে ছাড় অহকার ॥
 বিচারে তোমার তত্ত্ব কখন তো নয় ।
 ভূতের ভবন এই ভূতে হবে নয় ॥
 অড়ে কেনা জড়ীভূত করিল তোমারে,
 কেন হও অতিভূত ভূতের ব্যাণারে ?
 ভূতের কুহকে যদি হয়েছ হে ভূত ।
 আর কেন মিছামিছি কাল কর ভূত ?
 সকলি ভূতের হাট ভূতের তবন ।
 ভূতাতীত ভূতনাথ কর রে স্মরণ ॥

সাহসে বাঁধিবা বুক, প্রকৃতির মেখে মুখ,
 ঘুরে ঘাবে সব ছুখ, বিষয়ে বিশেষ স্মৃখ,
 হয় হয়, হলো হলো, না হয় না হয়, হলো,
 হয় হয়, নয় নয়, মিছে ধের করো না ॥
 চিরকালী নহে কেহ, পতন হবে যেহ,
 পেরেছ ভূতের গেহ, মিছে কেন এত মেহ,
 থাকে থাকে ধাক ধাক, বার যাবে বাক বাক,
 থাকে থাক বাক বাক, ভেবে আর মরো না ॥
 হবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
 নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
 এই কাল, সেই কাল, কালেই আসিছে কাল,
 পায়ে কাল, বত কাল, বুখা কাল হরো না ॥
 তুমিরাহ তব ভাব, ভাবিতেছে ভব-ভাব,
 স্বভাবে স্বভাবে ভাব, কর নিজ অস্বভাবে,
 কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
 তাবে ভাব আবির্ভাব, অতাবেই ধরো না ॥
 মানসবিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
 মেহিক্রমে অবতল, নাহিক তোমার ধল,
 মানসের সরোবর, পরিহরি নিরন্তর,
 কর কিরে, গুণনীরে আর তুমি চ'রো না ॥
 ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
 কাল হাস ভাল বাস, গেয়ে বাস কর বাস,
 কত আশ অভিলাষ, কত হাস-পরিহাস,
 তন ভাব বর ভাব, ব্রহ্মবান পন্নো না ॥
 আমি হে হিলাখ একা, গেয়েছি তোমার মেখা,
 নাহিক সুখের লেখা, আমি কেন হুও তেজ,

চেনিয়া হলো না মেখা, বিজ্ঞান রসের মেখা,
 মেখা শেষ ভুলে বেশ আর কেহ সন্ধ্যা না ।
 অশিষের বন নও, অহ জীব বিশ্ব-ভক্ত,
 শিবের মুখে কত, শিবের নামে বক্ত,
 কেন হে অশিষ লও, অশিষের আর কত,
 বার বার মেহে আর পাণ্ডতার জরো না ॥

ঈশ্বরের করুণা

অখিল নগসার, রচনা বাঁহার,
 সে জন কি গুণ ধরে ।
 নিয়মে পূজন, নিয়মে পালন,
 নিয়মে নিধন করে ॥
 এ তব-বিষয়, সব শিবর,
 শিবের লাগর তব ।
 শুন ওহে জীব, ভোগ কর শিব,
 অশিষ কি আছে তব ॥
 অনাগি কারণ, সুখের কারণ,
 বিধান করেন কত ।
 নীতিমত যোগে, যহ সুখভোগে,
 মনের বাগনা বত ॥
 সুসীত কলাপ, কুসহ আলাপ,
 বিষম বিলাপ হয় ।
 করি অবধান, হয়ে সাবধান,
 বিধান পালন কর ॥
 ভোগের কারণ, বাহা চাহ জন,
 সকলি ব'য়েছে কাছে ।
 ধরিয়া স্বভাবে, বিদ্যাকে স্বভাবে,
 কিসের স্বভাবে আছে ?
 যে নিমি চাহিবে, তাহাই পাইবে,
 ভবের ভাঙার তরা ।
 নানা কুল কল, জীবীতল কল,
 ধারণ ক'য়েছ ধরা ॥
 আহা বিহার, অশেষ প্রকার,
 সকলি বিধি বিধি ।
 অবিধি হরিয়া, হুবিধি হরিয়া,
 পাইবে পরম নিধি ॥
 রাখ সেই ক্রম, বেদেপ বিদ্য,
 অমিলন হ'লে পদ্য ॥

শরীর-রতন, অকালে পতন,
বতন কেহ না করে ॥
হইলে অতীত, তখনি পতিত,
কবিত নিগূঢ় কথা ॥
নিয়ম বে রাখি, সাধু বলি তাকে,
সুখী সেই যথা তথা ॥
অভিব্যক্ত-মত, কার্যে হ'রে রত,
অবিরত চাল দেখ ॥
অজ্ঞান হবে না, অনিশ হবে না,
কুকথা ক'বে না কেহ ॥
গাণের গরল, নাম হলাহল,
ব্যাকারে অন্ত হর ॥
ব্যবহার-দোষে, সকলেই যোষে,
সুখা হয় বিষময় ॥
কর পরিহার, অহিত আচার,
বিহিত বিচার ধর ॥
করিতে সহিত, সজ্ঞান-সহিত,
সত্যত্ব সুপথে চর ॥
যে কোন সময়, যে কোন বিষয়,
হয় তব হৃৎ-হেতু ॥
সার কথা এই, হৃৎ নয় সেই,
সব্ব স্থখের সেতু ॥
জবে ভগবান, করুণানিধান,
বিধান করেন বাহা ॥
সেই সন্ময়, অতি সুখময়,
কুশলপূরিত তাহা ॥
শরীর-ধারণ, সুখের কারণে,
যদি ষটে কিছু হৃৎ ॥
তাহে রহে সুখে, এক গুণ হৃৎ,
কোটি গুণে পাবে সুখ ॥
যদি কোন ক্রমে, আপনায় জনে,
অহৃৎ-সাগরে পণি ॥
ওরে সূচমতি, জগতের পতি,
তাহে করু নয় মোখী ॥
এই ধর্মাত্মে, নিম্ন কর্মকলে,
সকলে করিছে ভোগ ॥
বর্জ্য জুগিয়া, ঈশ্বরে দুষ্টিয়া
মিছা করে অভিমোগ ॥
আধিহীন নর, প্রজ্ঞাকর-কর,
দেখিতে করু না পার ॥

নিম্নে তাপভরে, তাপ ন'রে মজ্জা,
অধঃ অবশ পায় ॥
রূপের আভালে, তিমির বিনাশে,
ভুবন প্রকাশে দেখে ॥
সেই প্রত্যাকরে, দোষারোপ করে,
মনে বড় খেদ এই ॥
এসে এই ভবে, জ্ঞানহীন নবে,
জন্ম-পথে সদা ভ্রমে ॥
হৃৎ পায় বত, যেম করে তত,
নাহি বুঝে কোন ক্রমে ॥
হার হার হার, এ কি বোর দায়,
এ কথা বুঝাব কা'রে ॥
বিনি নিয়ন্ত্রণ, অধিল-রঞ্জন,
গঞ্জন করিছে তাঁরে ॥
সুখের সময়, মোহিত হৃদয়,
নাহি কর তাঁর নাম ॥
মনে কত ভয়, কহে ক'রে হর,
বড়া বাহাহর হাম্ ॥
দেখ শত শত, দাগ-দাগী কত,
সত্যত করিছে সেবা ॥
রূপে গুণে মানে, ধন-পরিমাণে,
আবার সমান কেবা ॥
দারা স্তত তাই, হুহিতা জামাই,
পরিবার দেখে বত ॥
জাতিগণ বারা, অজ্ঞপত তারা,
কুলীন কুইন কত ॥
টাকা দিয়া পালি, কত দিই পালি,
কখন করে না রাগ ॥
সুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কৈচো হ'রে থাকে নাগ ॥
ঘটে বাণ্ দাদা, ছিল নামজাদা,
ভূষিত ভুবন-ধার ॥
কেমন সুকৃতি, আনি হয়ে কৃতি,
চেকিছি তাদের নাম ॥
কত হলে বলি, কত হলে ছলি,
কত হলে আমি থাকি ॥
যথায় তথায়, কথায় কথায়,
কত জনে দিই ঠাকি ॥
যেহ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আবারে কেবা না আসে ॥

আমি সব নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
 আমারে কেবা না মানে ॥
 সকলেই বশ, ভব-ভরা বশ,
 মশ দিকে আছে গাঁথা ।
 হকুমে হাজির, উজীর নাজীর,
 বাদশায় কাটি মাথা ॥
 ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কুল-পুরোহিত,
 আর যত ছিল আছে ।
 ডাম্ ডাম্ সব, মুখে নাই রব,
 ভয়েতে আসে না কাছে ॥
 "হুট" বোল উঠি, "বুট" পায়ে ছুটি,
 কেমন আমার ভাব ।
 কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
 দিতেছে গোরুর জাব ॥
 নিজ বল বল, নিজ দল দল,
 আপনা আপনি জানি ।
 কোথায় ঈশ্বর, নহে স্তম্ভকর,
 তাঁরে আমি নাচি মানি ॥
 স্রব্ধের সময়, স্রব্ধের উদয়,
 আমি হ'তে হয় সব ।
 নিজেকে আমি বড়, সব দিকে দড়,
 কিসে হব পরাভব ।
 টলে যদি রতি, মননের রতি,
 আমি এইখানে ব'সে ।
 আমার প্রতাপে, ত্রিভুবন কাঁপে,
 রবি শশী পড়ে খ'সে ॥
 কোথা সুররাজ, কোথা তাঁর বাজ,
 গোপে যদি দিই চাঁড়া ।
 সহিত অমর, করি ঘোড়কর,
 এখন হইবে খাড়া ॥
 অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
 সকলি করিতে পারি ।
 থেকে এই পুরে, থাই সাধ পুরে,
 ক্ষীরোদসাগর-বারি ॥
 দেবতার স্থল, দিই রসাতল,
 ধরা জ্ঞান করি সরা ।
 দেখ দিরা কর, আমার উদর,
 চারি পোরা শুণে ভরা ॥
 গুণ আছে বাই, প্রকাশিয়া তাই,
 হরেছি প্রধান ধনী ।

সকলেই কর, সব দিকে জয়,
 সদা জয় জয় ধ্বনি ॥
 এই দেখ নাম, এই দেখ খাম,
 এই দেখ বালাখানা ।
 এই দেখ পাখা, মথ মলে ঢাকা,
 কারিগুরি তার নানা ॥
 এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
 এই দেখ গাড়ী ঘোড়া ।
 এই দেখ তাজ, এই দেখ সাজ,
 এই দেখ জামাজোড়া ॥
 এই দেখ ছানি, এই দেখ ছাতী,
 এই দেখ সপ-মোড়া ।
 এই দেখ তেজ, এই দেখ সেজ,
 মেজ দেখ ঘরজোড়া ॥
 কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
 কেমন হাতের কোড়া ।
 কেমন এ বাড়ি, কেমন এ ছড়ি,
 কেমন ফুলের তোড়া ॥
 দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
 জাহাজে এসেছে সবে ।
 রাজা আমি বাই, তাই সিন্ পাই,
 আর কি এমন হ'বে ॥
 কেমন বিছানা, এ কথা মিছা না,
 এসেছে বিলাত থেকে ।
 মোঘেনি জনেকে, মোহিত অনেকে,
 আমার এ ঝাড় দেখে ॥
 আঁধি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
 ঘোষ দিতে পারে কেটা ।
 কবি কহে ভাল, ঝাড়ে নাই আলো,
 ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥
 নাহি জেনে সার, একপ প্রকার,
 কত অহঙ্কার করে ।
 নাহি পার হিত, হিতে বিপরীত,
 পাপানলে পুড়ে মরে ॥
 তন বে পামর, বোধহীন নয়,
 সকলি তোজের বাজী ।
 মিছে তোর ধন, মিছে তোর জন,
 যন যদি হয় পাণী ॥
 মিছে বাড়াবাড়ি, মিছে তোর বাড়ী,
 মিছে তোর পাড়ী ঘোড়া ।

করো না অমন, হইবে বমন,
শমন মারিবে কোঁড়া ॥
তোয় টাকা কড়ি, তোয় ছড়ি বড়ি,
তোয় গদি আলোঁবালা ॥
নাতিরাছ মদে, উত্তিরাছ পদে,
বাড়িরাছে বোলোঁবালা ॥

মনের প্রতি উপদেশ

পরের পাইলে দোষ কোনমতে ছাড় না ।
আপন কুনীতি প্রতি নাহি মাত্র ত্যাগ না ॥
আত্মছিন্নে যাও নিজে শাস্তিকথা পাড় না ।
বিবেক-ঐষধ কভু চিন্তা-থলে মাড় না ॥
শরীরে কুশল-খুলা কি কারণ ছাড় না ।
কল্পনা-কুঠারে কেন ক্রোধ-কাষ্ঠ ফাড় না ॥
ললিত লালস স্নেহে স্নত সম লালনা ।
চিত্তপথে চঞ্চলতা হয় তাহে চালনা ॥
অলৌক আশোদভোগে কখন ত আল না ।
প্রবোধ-প্রদীপ কভু হ্রস্বেরেতে জাল না ॥
ইচ্ছায় পাতকপুঞ্জ সদা কর পালনা ।
একপ কুরীতি তব কদাপিও ভাল না ॥
স্বীয় স্নেহে প্রিয়ভাব পর প্রতি ছলনা ।
নিজ স্নেহে দ্রব হও পরস্নেহে গল না ॥
আপনার ভাব সদা স্মৃতিবেতে কলনা ।
কপটতা হয় তব প্রাণপ্রিয় ললনা ॥
পর-উপকার-পথে ভ্রমেতেও চল না ।
হার তব তান্ দেখে লজ্জা পায় কলনা ॥
কর্ণ-স্তরে ভীত নও ধর্ম-স্তর জান না ।
ইহ স্নেহে শর্ম-লাভ পর-স্নেহ মান না ॥
চরম পরম তত্ত্ব অন্তরেতে আন না ।
তত্ত্বমসি-তীরে যেতে তত্ত্বগুণ টান না ॥
ভূতগত কার্যে পুন দৃষ্টি-বাণ চাল না ।
ভাবী ভয়ঙ্কর বলি ভ্রমেতেও ভাব না ॥
দীনের দীনতা দেখি দয়াদান কর না ।
কপাদানে কপণতা কি কারণ হয় না ॥
চিন্তা-জরে জর পর-চিন্তা-জরে জর না ।
বিনয় বিনোদ-বস্ত্র মানসেতে পর না ॥
কি হেতু এসেছ তব মনে কেন স্মর না ।
উড়ে যায় কাল' পক্ষী ধর ধর ধর না ॥

সন্তোষ-কীরোদ-তীরে বাবে কি না বাবে না ।
অজলি পুরিয়া সুধা বাবে কি না খাবে না ॥
আহা হেন দ্বন্দ্বনীরে নাবে না হে নাবে না ।
এমন দীতল জল পাবে না হে পাবে না ॥
কীরোদ-শারীর গুণ গাবে না হে গাবে না ।
যে গায় সে আর ভবে ভাবে না হে ভাবে না ॥
কাম-কুঞ্জে পাপ-পুষ্প ভুলো না হে ভুলো না ।
কোপের কু-বাতাসেতে ফুলো না হে ফুলো না ॥
মোহে মজি মারা-বার খুলো না হে খুলো না ।
মদরূপ মদ্যালে ঢুলো না হে ঢুলো না ॥
দাস্তিকতা দৌলমঞ্চে ছলো না হে ছলো না ।
শিয়রে ভুজঙ্গ কাল ভুলো না হে ভুলো না ॥
কদাশা-কুণ্ডলে পড়ি পাইতেছ বস্ত্রণা ।
যারে স্নেহবস্ত্র ভাব সে ত স্নেহবস্ত্র না ॥
পুনঃ পুনঃ শুনিতেছ মহামোহমন্ত্রণা ।
পরস্নেহ-প্রাণপণের এ মন্ত্রণা মন্ত্র না ॥
লবল কুন্তল তব অন্তরে স্মৃত্তর না ।
নির্দীপের তত্ত্ব পড় অন্ত তত্ত্ব তত্ত্ব না ॥
ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মহামতি মন ।
হও হও হও তুমি স্মৃজন রাজন ॥
তুমি এই জগতের ঈশ্বর হইরা ।
কার কাছে হাত পেতে ভিক্ষা কর গিরা ॥
কারে তুমি প্রভু বল কার তুমি দাস !
কার কাছে কর তুমি প্রসাদ প্রদাস ॥
মিছে মিছি কেন তুমি এত পাও হুখ ।
তোমারি তো কাছে আছে নিত্যানন্দ-স্নেহ ॥
মন হয়ে তুমি কার বোণাতেছ মন ।
হার হার এ কি দায় ব্যাপার কেমন ॥
তুমি যদি হও মন মনের মতন ।
কারে ভয়, করি অয় এ তিন ভুবন ॥
ওরে বাপ হির তুমি হও একবার ।
সমুদয় মনোরথ পূরিবে তোমার ॥
কপমাত্র কিছু আর কষ্ট নাহি পাবে ।
আপনিই গোলে যাবে আপনার ভাবে ॥
সংসারের সর্বজীবে সমভাব হবে ।
ছোট বড় কিছু মাত্র ভেদ নাহি রবে ॥
অবিরত স্নেহামিত যাবে যথা তথা ।
মুখ কুটে কার সহ কহিবে না কথা ॥
পেয়ে এক চিরন্তন মহারস নিধি ।
না মানিবে কোন বাধা না মানিবে বিধি ॥

বড় বড় রাজা বত তোমার দেখিয়া ।
 করযোড়ে মত হবে নিকটে আসিয়া ॥
 অতএব এই তাব কর পরিহার ।
 স্বতাব ধরিলে কিবা অভাব তোমার ॥
 মহামতি মহারাজ মহাশয় মন ।
 কেন তুমি করিতেছ কৃণায় ভ্রমণ ॥
 মনোমত স্থান এক করি নিরূপণ ।
 স্মৃথিতে বিশ্রাম কর হয়ে মহাজন ॥
 সাধক সাধুর ধর্ম করিয়া ধারণ ।
 সাধু কর্মে কর লভা সময় হরণ ॥
 সময়ে আপনি এসে বটে সমুদয় ।
 কখনই তার আর অভাব না হয় ॥
 যে কিছু হতেছে গত করা না দ্রবণ ।
 ভবিষ্যৎ করনার মজ না রে মন ॥
 একেবারে দূর কর করনার যোগ ।
 উপস্থিত যাহা হয় তাই কর ভোগ ॥
 সংসারেতে বিষয়ের স্থিতি আর নাশ ।
 কোনমতে অগ্রে তাহা না হয় নির্ভাস ॥
 যা হয় তা হয় হবে কে করে বায়ণ ।
 তুমি কেন ভেবে মর ভোগেয় কারণ ॥

তুমি যার সে তোমার নিকটেই আছে ।
 ছিছি ছিছি তুমি মন যাও কার কাছে ॥
 স্তন স্তন স্তন এক বচন আমার ।
 যাহাতে হইবে মন মজল তোমার ॥
 ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য বস্ত্র সব বর্থা ।
 থেক না থেক না আর থেক না রে ভর্থা ॥
 আশ্র কর আশ্রানের স্থান পরিহার ।
 এখন উচিত হয় বিরলে বিহার ॥
 নিজবোধ-অস্ত্র দিয়া খরতর ধার ।
 পাশের পাশের পথ কর পরিহার ॥
 পিজরে কি বন্ধ থাকি শোভা আর পার ।
 এখন দেখিতে হবে মুক্তির উপার ॥
 আপনিই জ্ঞাত হও আপন বরূপ ।
 কিরূপে বরূপে এত হয়েছ বিরূপ ॥
 বরূপ কিরূপ তাহা বরূপেই রয় ।
 আপনি বিরূপ হ'লে বিরূপ কি হয় ॥
 বরূপে বিরূপ হয় বিরূপ করিলে ।
 বরূপ বরূপ হয় বরূপ ধরিলে ॥
 মুক্তির বিচলগতি করিয়া বিনাশ ।
 সমাগ সত্যাবে কর স্বতাব প্রকাশ ॥

সহজে সহজলাভ হইবে তোমার ।
 স্বভাবে অভাব তবে ঘটিবে না আর ॥
 হীনভাবে আর কেন পরবর্ষণ রও ।
 হও হও হও মন অনুকূল হও ॥
 কর কর এই কর মন মহাশয় ।
 বিষয়ের বিষ যেন খেতে নাহি হয় ॥
 ছুটি পায়ে ধরি মন সজ্জতে লইয়া ।
 কোথায় নিযুক্তি-পথ দেহ দেখাইয়া ॥
 নিযুক্তির পথে গিয়া সদানন্দে রই ।
 আর যেন সংসারেতে আসক্ত না হই ॥
 সবিনয়ে নিবেদন মানস আমার ।
 মায়ী-ভারী-কারী-ছারী মাড়ায়ো না আর ॥
 ভয়ঙ্করী নিশাচরী ছলিয়া মায়ার ।
 পরম পদার্থহীন করিছে তোমার ॥
 সর্বসার মূল্যধার যিনি সর্বগত ।
 অমুরাগে তাঁর প্রেমে হও অমুরত ॥
 সুপবিত্র পুণ্যধাম মূনি মনোনিীত ।
 জাহ্নবীর তটে বটে বাস সুবিস্তৃত ॥
 পাঁপময় স্থান নয় সুখের সুবাস ।
 দেখিয়া পবিত্র তুমি কর অবিবাস ॥
 নদীর তরঙ্গ-কলি বেল্লপ প্রকার ।
 এই দেখি খরতর পরে নাই আর ॥

জলমাঝে জলবিষ নাহমাত্র লার ।
 বু'দি বু'দি এই হয় তখনি সংহার ॥
 আকাশে চপলাধেলা অতি চমৎকার ।
 কণে কণে কণপ্রতা কণে অন্ধকার ॥
 এই দেখি সম্পদের হয়েছ লোকাশ ।
 পরে দেখি বিপদ হয়েছ তারে নাশ ॥
 এই দেখি অগ্নিশিখা অতি বলবান্ ।
 আধির পলকে দেখি হয়েছ নির্বাণ ॥
 এই সব কণধবংস বেল্লপ প্রকার ।
 সেরূপ আনিবে মন অখিল সংসার ॥
 বাপ্ বাপ্ কালদাপ মুখে দ্বিধ ধরে ।
 নদীরে বিশ্বাস নাই কখন কি করে ॥
 অতএব ওরে মন জেনো এই ধরা ।
 সন্নিহি অনিত্য আর অবিশ্বাসে ডরা ॥
 বল বল বল মন কিসে পাবে হিত ।
 সংসারে আসক্তি করা অতি অন্তর্চিত ॥
 তুণালের জুতদ্বারা যোর তরুর ।
 কোনরূপে নহে তাহা সুখের আকর ॥

কুটিল-কটাকল্পণ কুটীর-কলাশ ।
বেতাক্লেশে ধন বধা করে প্রেমালোশ ॥
সে ধন চকল অতি চপলের ঐশ ।
হিবরূপে কতু ভারে রাখা নাহি বাস ॥
তাই বলি তেবে যেথ এ ধন কি ধন ।
ধনলোভে কেন কর বুঝার বতন ॥
নিশাবোগে শব্যাকোপে ঘুমায়ে বধন ।
স্বপনেও ধনচিন্তা কোরো না তখন ॥
কাঁথার চাকিয়া দেহ কালীধামে যাবো ।
পথে পথে ঘারে ঘারে তিকা মেগে থাকো ॥
কুকাজ সম্পদ স্থখ নিত্য সে ত নয় ।
কেবল আমার আমি জেনেছি নিশ্চয় ॥

এক পাশে হুমধুর গীত আলাপন ।
আর পাশে হুরসজ মহাকবিগণ ॥
শস্তাতে চামর করে কিরীয়া রমণী ।
মনোহর রত্নবুহু বস্ত্রপের ধনি ॥
আর আর মনোমত বস্তু কিছু আছে ।
অবিচ্ছেদে নিরন্তর যদি থাকে কাছে ॥
সংসারের স্থখে তবে মুগ্ধ হও মন ।
করিনে করিনে আমি করিনে বারণ ॥
না হয় এমন যদি না হয় এমন ।
বিষয়-বিষয়ের কুপে ডুব না রে মন ॥
মজ মজ পরমার্থ স্রবারসে মজ ।
একমনে একধ্যানে ভগবানে ভজ ॥

ভিক্ষা নিরা আমি করি উদর ভরণ ।
সদা থাকি বিগমর পরিণে বনন ॥
নাহি চাই শয্যা, করি ধূলার শয়ন ।
ধনীর নিকটে নাহি কোন প্রয়োজন ॥

সকল কামনা যাঁহে নিদ্ধ করা হয় ।
এমন সম্পদ যদি সম্ভাবিত হয় ॥
হই হই তাগ্যবর অতুল বিভব ।
কি হবে হবে তার কি হবে কি হবে ॥
সম্ভাবিত যদি হয় এ প্রকার বল ।
শত্রুপিরে লাগি ঘেরে দিই রসাতল ॥
হয় হয় হলো হলো বল অভিযন ।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয় ॥
কুটুংব আত্মীয় আর জাতি-বন্ধুগণে ।
প্রমোদিত যদি করি ধন-বিতরণে ॥
পুরাণেই অকাতরে ধানের আশ্রয় ।
তাতেই কি হয় বল তাতেই কি হয় ॥

একভাবে শোভা করি চিরকাল রয় ।
জীবের শরীর যদি নাহি পায় ক্ষয় ॥
যোক্ যোক্ রয় দেহ চিরকাল রবে ।
তাতেই কি হবে বল তাতেই কি হবে ॥
এ সকল কিছুতেই নিত্যস্থখ নাই ।
কিছু নয় কিছু নয় তাই বলি তাই ॥
অবিনাশী নিত্যরূপ জুথের ভাণ্ডার ।
কর কর কর মন কর অধিকার ॥

ঈশ্বরে অচলা ভক্তি যদি মন রয় ।
মনে হয় অন্য আর মরণের ভয় ॥
যজনে না থাকে যদি মমতা-সঞ্চার ।
মনেতে বিকাশ পায় কামের বিকার ॥
পাপময় সঙ্গদোষ করি পরিহার ।
বিমল-বিসিনে হয় সদ্যপি বিহার ॥
বিষয়ে বৈরাগ্য হবে অতি বলবান্ ।
এই সব যদি মন থাকে বর্তমান ॥
কিসের অভাব তবে কিছুই না চাই ।
যেখানে সেখানে থাকি ব্রহ্মানন্দ পাই ॥

জন্ম নাই জরা নাই নাশ নাই ধার ।
এমন যে সর্বময় সর্বস্বসাধার ॥
জুগেতে সঞ্চয় কর তার তত্ত্বজ্ঞান ।
কর কর একমনে কর তাঁর ধ্যান ॥
যে কিছু দেখিছ তুমি ভৌতিক কেবল ।
অনর্থক কলনাত্তে কিছু নাই ফল ॥
আমি দেখি অতি ক্ষুদ্র ধনী বস জলা ।
কেন কেন কেন মন কর উপাসনা ॥
তারি যদি রোষ করে তাতেই কি লোষ ।
তারের তোষেতে বল কি তোমার তোষ ॥
জগতের আধিপত্য সম্পদ সম্ভোগ ।
তাতেই তোমার কৃতি এ মে ঘোর যোগ ॥
এই তব এই ভোগ হয় বীর ক্রিয়া ।
সমুদ্র আছে তাঁর অধীন হইয়া ॥
ধন ধন ক'রে কেন মত্ত আর হও ।
ওরে বাপু চিন্তন । নিত্যধন লও ॥

ধরেছ যে ঘোরতর চপলবৃত্তাব ।
কত দিনে বল তার হইবে অভাব ॥
আপনি হতেছ নষ্ট স্বভাবের দোষে ।
অগম্য রহিলে না নিজ পরিতোষে ॥
কখন বা রসাতলে করিছ প্রবেশ ।
কখন লভন কর গুণ-প্রবেশ ॥

এক্ষণে অস্থির হয়ে একা তুমি মন ।
 চক্রবৎ চতুর্দিকে করিছ ভ্রমণ ॥
 নিকটে নির্মল নিধি পরমাশ্রয়ন ।
 তুলে নাহি একবার কর দরশন ॥
 যন যদি মনে তুমি না করিবে তাঁরে ।
 তবে আর স্থায় হবে কিরণ প্রকারে ॥
 স্রুতি পড় স্রুতি পড় পড় ইতিহাস ।
 বেদ আদি শাস্ত্র পড় বখা অভিলাষ ॥
 জিন্সাকাণ্ড বা করিবে তাহে আছে কল ।
 ক্ষুদ্র এক বর্গরূপ গ্রামে পাবে স্থল ॥
 তাতেই কি হবে বল নিত্য সে তো নয় ।
 জিন্সাকাণ্ড ভ্রম-ভাও ভেঙে পায় ক্ষয় ॥
 এ সকল বণিকের ব্যবসার প্রায় ।
 মিছেমিছি যাতায়াত কত কষ্ট তার ॥
 লংগার দুগ্ধের তার করিতে মোচন ।
 একমাত্র সেই নিত্য সত্য সনাতন ॥
 এই তার নাশিবার ইচ্ছা যদি হয় ।
 লহ লহ লহ তবে তাঁহার আশ্রয় ॥
 সে বিনে এ পাপ মুক্ত কে করে তোমায় !
 নাই নাই নাই আর বিধির উপায় ॥
 শুঁড়ি শুঁড়ি মেরে দেক শুখাতেছে রস ।
 ক্রমেই ইন্দ্ৰিয় সব হ'তেছে অবশ ॥
 কে যেন মুগুর মেরে হাড় করে শুঁড়ো ।
 মরণের কাছাকাছি হইলাম বুড়ো ।
 চলিতে না পারি আর গতিশক্তি নাই ।
 নয়নেতে অন্ধকার দেখি শুখু ভাই ॥
 নড় বড় কোরে সব পোড়ে গেল দাঁত ।
 কানেতে না যায় ধ্বনি হোলে বজ্রবাণ ॥
 কালের স্বভাবে গেল তুপুড়িয়া গাল ।
 মুখ হোতে টুং টুং ব্যরিতেছে লাল ॥
 বাক্যে করে অনাদর বন্ধুগণ যারা ।
 স্বামী ব'লে সেবা আর নাহি করে দারা ॥
 হার হার বুড়ো হ'লে কি হৃদিশা হয় ।
 তনয় তখন তার তনয় ত নয় ॥
 বুড়ার মাথায় চুল শুভ্ররূপ ধরে ।
 শোনের হুড়ির স্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ॥
 যুবতী দেখিয়া তারে কিকৃ কিকৃ হাসে ।
 ঘুরে হ'তে চোলে যায় নিকটে না আসে ॥
 দাস-দাসী আদি করি কষ্ট সমুদর ।
 লম্বাঘরে কেহ আর কথা নাহি কর ॥

বৃদ্ধকালে পুত্রবের বেঁচে কিবা স্থখ ।
 হার হার এর চেয়ে কিছু নাই দুখ ॥
 যাবৎ শরীর সুস্থ যাবৎ নোতোগ ।
 যাবৎ প্রাচীনকাল না হয় সজোগ ॥
 যাবৎ ইন্দ্ৰিয়বল নাহি পায় ক্ষয় ।
 যাবৎ এ দেহঘটে পরমাত্ম রয় ॥
 তাবৎ করিবে শুণু মঙ্গল-সাধন ।
 বুঝা যেন নাহি হয় শরীর-পতন ॥
 এখন না হয় যদি সুকৃতি-সঞ্চার ।
 বল মন বল তবে কবে হবে আর ॥
 গৃহেতে অনল লেগে পুড়ে হ'লে ছাই ।
 তখন ঝুঁজিলে কুণ কি হইবে তাই ॥
 সময়তে কর শ্রম ভ্রম পরিহার ।
 শেষের উচিত বাহা আগে তাহা কর ॥
 কি করি কি করি কিছু না হয় নির্ণয় ।
 বোরতব গোলযোগে পুরিল হৃদয় ॥
 অরুণী গঙ্গার পবিত্র তটে গিয়া ।
 নিয়ত তপস্তা করি তাপস হইয়া ॥
 অথবা রূপসী-রামা ভোগ করি স্থখে ।
 মিছে কেন কষ্ট পাব তপস্তার দ্বখে ॥
 অথবা শাস্ত্রের গুণ নিত্য করি গান ।
 অথবা কি কাব্যস্থখ-রস করি পান ॥
 সব মাত্র অল্পকাল পেরেছি জীবন ।
 কি করিব কিছু নাহি হয় নিরূপণ ॥
 কোনরূপে দুইদিক রক্ষা নাহি হয় ।
 এদিক রাখিতে গেলে ওদিক না রয় ॥
 হার হার আয়ু আর না রয় সঞ্চিত ।
 যোগে ভোগে ছুরেতেই হলেম বঞ্চিত ॥
 প্রভুর সাধন করা বিষম ব্যাপার ।
 কত তার কষ্ট ভোগ আশেষ প্রকার ॥
 বড় বড় ধনবান্ নরশক্তি বত ।
 তাঁদের চঞ্চল মন ঘোটকের মত ॥
 আমাদেবো উচ্চপদে আশা অভিলাষ ।
 কিছুতেই মনোরথ ক্ষুদ্র নাহি হয় ॥
 এদিকে বার্ক্য কবে শরীরে চরণ ।
 যম করে প্রিয়তম জীবন হরণ ॥
 ওরে তাই বল তাই ননি সুবিহিত ।
 কি তবে উচিত হয় কি তবে উচিত ॥
 যত কিছু কৰ্ম্ম দেখ চারিদিকে চেয়ে ।
 কি আছে কুললকর তপস্তার চেয়ে ॥

মনোহর কেলিধর স্তম্ভ কি নয় ।
 সঙ্গীতে কি নাহি হয় সোহিত ক্ষয় ॥
 প্রণয়িনী-প্রণয় কি নয় প্রেমকর ।
 যে প্রেমে প্রমত্ত সদা করি আর হয় ॥
 কে কহিবে এই সব প্রেমকর নয় ।
 কলে সে কবিক মাজ নিত্য নাহি হয় ॥
 পতঙ্গের পাল করি পাখার বিস্তার ।
 অগ্নির উড়িতে থাকে যেক্রপ প্রকার ॥
 সেই পাখা পবনের প্রহার পাইয়া ।
 দীপ-শিখা কাঁপে যথা ব্যাকুল হইয়া ॥
 সন্তোষ সেরূপ জানি যত সাধুগণ ।
 লোকালয় ছেড়ে করে গহনে গমন ॥
 সৃষ্টির প্রাথমাবধি শরীর-ধারণ ।
 কত বার ত্রিভুবন করেছে ভ্রমণ ॥
 যথা যথা সবারি ত, দরশন করি ।
 কামনা-কারিণী-ভোগে মত মন-করী ॥
 দেব যক্ষ আদি করি দেখিলাম সব ।
 এ বারণ কে বারণ করিয়াছে কবে ॥
 মন-করী বল করি জ্ঞানাত্মক দিয়া ।
 বৈষ্ণবরূপ কৌলকেতে রেখেছে বাঁধিয়া ॥
 কেবা হেন পুণ্যবান্ কেবা তাঁরে জানে ।
 চোখে কভু দেখি নাই শুনি নাই কানে ॥
 সমুদয় মনোরথ হয়েছে বিস্মৃত ।
 স্তম্ভের ঘোঁষন কাল হয়ে গেল গত ॥
 এত করি শিখিলাম গুণ যে সকল ।
 গুণগ্রাহী বিনা সব হইল বিফল ।
 সকলি বুঝায় হ'লো সকলি বুঝায় ।
 এখন কি করি বল হার হার হার ॥
 হরন্ত কৃতান্ত-কাল নিতান্ত নিকট ।
 ভয়েতে দেহের তলী হতেছে বিকট ॥
 চরণে প্রণত হয়ে পুজি নাই শিব ।
 হার হার কোথা বাব কোথা পাব শিব ॥
 সব মাত্র সেই এক মুক্তির সোপান ।
 সে সোপানে উঠিবার হ'লো না সোপান ॥
 জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন ।
 জগতের অন্তরাশ্রয় নিজে নারায়ণ ॥
 উত্তরে অতের তাঁরা শায়ে শুনি তাই ।
 বাস্তবিক আশাতে সে দেবজ্ঞান নাই ॥
 তথাপিও শশিধর ভূষণ বাঁহার ।
 সদাই অচলা তকি তাঁতেই আহার ॥

মহাবোগী জ্যোতির্পর যোগে অম্লরত ।
 কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত ॥
 শরতের দিগন্তক সব স্তম্ভর ।
 শরীরী শোভা চারু চন্দ্রিকা উত্তর ॥
 সুরভরঙ্গিনী-ভটে নিশীথ-সমর ।
 বখন নীরব হয় চরাচরমর ॥
 তখন সেখানে বসে হরষিত-মনে ।
 ডাক ছেড়ে শিব শিব বলি বদনে ॥
 বম্ বম্ হয় হর তোলা মহেশ্বর ।
 এই ব'লে নেচে গেয়ে জুড়াব অন্তর ॥
 হার হার হার আমি কত দিনে আর ।
 শিবপ্রেমে মৃগ হব এক্রপ প্রকার ॥
 আমার সর্ব্ব ধন যে কিছু সম্ভব ।
 ধন দাতা যেহু ধাম বিধর বিভব ॥
 কত দিনে হয়ে আমি ককশানিধান ।
 অকাতরে সে সকল করিব হে দান ॥
 পরিণামে নীরস যে সংসারের সুখ ।
 একেবারে সেই সুখে হইয়া বিমুগ্ধ ॥
 শারদীয় পূর্ণমাসী, পবিত্র কাননে ।
 'হর' 'হর' এই সব বলি আননে ॥
 কবে আমি কাশীধামে গঙ্গাতীরে গিয়া ।
 ধরিয়া সন্ন্যাস-বেশ কোপীন্দ্র পরিয়া ॥
 মন্তকে অঞ্জলি ধরি শ্রুঙ্গ অন্তরে ।
 কেবল বলি মুখে হয়ে হয়ে হয়ে ॥
 হে ভব ! প্রসন্নো তব মনোভাব-অরি ।
 শিব শিব বম্ বম্ হর হর হরি ॥
 শিব শিব কালি কালি কালের যন্ত্রণী ।
 প্রসাদ প্রসাদ মা গো ব্রহ্মনাতনি ॥
 এইভাবে কণকাল যদি করি ক্ষয় ।
 একেবারে সর্বাঙ্গে হয়ে যাব লয় ॥
 হে নাথ অনাথনাথ । কোথা দরাস ।
 দয়া কর দীন-দীনে হইয়ে সদর ॥
 বল বল বল নাথ কত দিনে আর ।
 এক্রপ সৌভাগ্য-ভোগ হইবে আমার ॥
 গিরি-গুণ-গহ্বরেতে পাবাণ-আসনে ।
 লোমাকীর্ণ পলকিত হরষিত-মনে ॥
 শ্রদ্ধা-জলে ডুব দিয়া শুদ্ধ করি মন ।
 পুণ্ড্রিক তাবের স্তলে তোবার চরণ ॥
 বাহুতাব রবে নাকো রবে না দ্বন্দ্বন ।
 তোমাকেই দেহ আশ করিব অর্পণ ॥

হুংখাড়া নগরী পুত্র আছ বত ।
 জাহের সেবার আর হইব না বত ॥
 তোমার করপাষণ্ড গুরু-আজ্ঞা ধরি ।
 সুখেতে কাটিব কাল কলাহার করি ॥
 পরমাত্মা-রতিরসে অহুরত হয়ে ।
 নীরবেই রব এক অহুরাগ লয়ে ॥
 পৃথিবী হৃদয় শয্যা শরনের স্থান ।
 মনোহর বাহুলতা তাহে উপাধান ॥
 সুশোভিত চন্দ্রাতপ আকাশ-মণ্ডল ।
 নিশামণি, গ্রহমণি, প্রদীপ উজ্জ্বল ॥
 অহুকুল পবন ব্যজন সদা করে ।
 প্রফুল্লিত ফুলের আশোনে মন হয়ে ॥
 শাস্তমতি মূনি যত ভেবে এই সার ।
 “বিরজি-বনিতা” সহ করেন বিহার ॥
 সকল কিত্তির পতি রাজা যারে কহ ।
 রত্নখাটে বিরাজিত মহিমার সহ ॥
 ভোগপথ যোগপথ দুই দেখ চেয়ে ।
 তিনি কি অধিক সুখী যোগীদের চেয়ে ॥
 টুকুরো টুকুরো ছেড়া পরিয়া বসন ।
 পড়া গলা কাঁথা গায়ে শীত-নিবারণ ॥
 কোন চিন্তা থাকিবে না মনের তিতর ।
 অবাচক ভিক্ষাভোগে তরিব উদর ॥
 নিজ বশে যথা তথা করিয়া ভ্রমণ ।
 বনে আর অশ্বপানেতে করিব শরণ ॥
 সাধুতার সহ সদা রহিব ধীরতা ।
 যোগরূপ মহোৎসবে মনের দ্বিরতা ॥
 এ সব বিত্তব যদি হয় সংঘটন ।
 জিলোকের রাজ্য তবে কিবা প্রয়োজন ?
 সব আশা পরিহারি তিথারী যে জন ।
 ধূলিশয্যে শুয়ে থাকে রাজার মতন ॥
 অবনী আপনি তারে স্থান দেন বুকে ।
 নিজকর-বাগিসেতে নিজা বার সুখে ॥
 প্রয়োজন নাহি তার গৃহ মনোহর ।
 তরুলল সুশীতল সুবিদল ঘর ॥
 নিশিকালে শশী করে আলো প্রকটন ।
 প্রদীপের কিছু তার নাহি প্রয়োজন ॥
 বনিতা-বিলাসে তার বাসনা কি হয় ।
 “বিরতির” রতিরসে বিরত সে নয় ॥
 প্রতিজন গুরুপদী দিগদারণ ।
 করিতেছে বায়ুরূপ চারিদিক ॥

এ ভব “বঙল” মায় আর কিছু নয় ।
 পণ্ডিতের কেন হ'বে গোড়ের উদর ॥
 নকরীর ‘কনকরি’ পুটি যারে কর ।
 গভীর জলধি তার ঢকল কি হয় ?
 ছিলাম কামান্দ হ'য়ে অজান যখন ।
 দেখিরাছি নারীময় সকল কুবন ॥
 সেই ত আমার তাই রয়েছি এখন ।
 সেরূপ ত আর নাহি হয় দরশন ॥
 বিবেক কালজল প'রে দৃষ্টি অভিনব ।
 বোধ হয় ব্রহ্মরয় সমুদর তব ॥

তত্ত্বজ্ঞান ।

বল দেখি তাই, তনি আমি তাই,
 কি তোমার আছে পুঁজি ।
 এসে এই তবে, চিরদিন হবে,
 মনেতে ভেবেছ বুঝি ॥
 আমার আমার, সুখে বার বার,
 মিছে কেন আর কহ ।
 পেরে কলেবর, হলে তুমি নয়,
 কখন অমর নহ ॥
 তাব নিজ তাব, হবে সুখলাভ,
 সরল স্বভাব ধর ।
 সকলে সমান, প্রেম কর দান,
 অতিমান পরিহর ॥
 আমার এ সব, আমার বিত্তব,
 স্তূত স্তূত সহোদর ।
 তোমার ভনয়, তোমার ত নয়,
 মমতা সমতা কর ॥
 পথ ছেড়ে সোজা, ব'য়ে কার বোঝা,
 ক্রমতে ক্রমতে চর ।
 বল তুমি কার, কেবাই তোমার,
 কার তার ব'য়ে নয় ॥
 অসং সহিত, বলত বিহিত,
 এ তাব কতু না ধর ।
 অহিত রহিত, হৃদয় সহিত,
 সত্যত বলত কর ॥
 পরবাসে রয়ে, পরবশ হয়ে,
 মিছে কেন কাল হয় ।

ভাব কি ভাবনা, কেই যে ভাবনা,
পদম পদম পদ ॥
কলম পদম, কেঁখে লিখ পদ,
নাহি জানে লিখ পদ ।
সকলেই পদ, শুধু সেই পদ,
পদ নাহি তার পদ ।
লিখ পরিবারে, লিখ ভাব বারে,
লিখ নহে সেই পদ ॥
তোমার যে জন, হইবে আপন,
কেমনে সে হবে পদ ॥
অবের ভিতরে, যেবা তোর অরে,
অশেষ সুখের নিধি ।
তাঁহারে ভজ না, সে রসে মজ না,
এ কি রে বিহিত বিধি ॥
তাঁহার পীরিতে, গিরিতে কিরিতে,
কিছুই না করি ভরি ।
অনলে অনিলে, পাতালে ললিলে,
সব ঠাই পাষ ভরি ॥
জয় গুণধাম, জয় দাতারাম,
রাম রাম নাম লহ ।
রাম নাম নিরা, হানিয়া খেলিয়া,
বেড়াও নবার লহ ॥
তাই হে বধন, খুলিয়া নয়ন,
আঁটলে জনম-ভূমি ।
যে তোরে দেখিল, সকলে হাসিল,
কেবলি কাঁদিলে ভূমি ॥
শেষেতে বধন, হুনিয়া নয়ন,
বাইবে আপন বাসে ।
তোমার পদমে, বেন কোন জনে,
সে লম্বেরে নাহি হাসে ॥
সদা সনাতার, হইলে প্রচার,
দশ দিকে বশ ছুটে ।
যেহ হ'লে শব, কাঁদে বেল লব,
হাওয়ার বেল উঠে ॥
বত দিন আছ, বত দিন বাঁচ,
বত দিন রবে ভবে ।
যেসেতে বাঁধাও, কাঁদিয়া কাঁধাও,
হানিয়া হাসাও নবে ॥
সাঁধু যদি হও, সাঁধু পথে হও,
মাথিক সুখের লেখা ।

নশের আচার, হইলে আচার,
বেদন কলমের মেধা ।
কলমে লবাই, হই তাই কলি,
আপনা দেখ না একা ।
দেখাবে বেরপ, দেখিবে দেবপ,
হুকুরে বদন দেখা ॥
ভালবান বাহা, যদি চাও তাহা,
ভালবাস তবে লবে ।
পায়ে হুখদার, ভুলোকে নবার,
ভালবাসা ভূমি হবে ॥
সময় পাইয়া, সুখের লাগিয়া,
করিলে না কিছু বদ ।
আগিয়া যেলায়, মারার খেলায়,
হেলায় হারালে রজ ॥
করিয়া যতন, পরিয়া ভূষণ,
দেহ ঢাক ঢাক বাসে ।
আঁচড়িয়া কেশ, যত কর বেশ,
ততই শমন হাসে ॥
জারজ কুমার, ভেবে আপনার,
যে জন আদর করে ।
ভ্রম শুধু তার, ভ্রমর আদর,
মনে কত সাধ ধরে ॥
তাঁহার জননী, এমিকে অমনি,
আপনারি মান মানে ।
বলে এ কি পাপ, ভূমি কার বাপ,
বার বাপ সে জানে ॥
নাহি জেনে মূল, হুলে হয়ে কুল,
বিষয়-আসবে রত ।
ভাবিয়া প্রধান, বত অভিমান,
অপমান হয় তত ॥
এই যে আমার, ধরা অধিকার,
আমি হই কিতাপতি ।
ভনে তার ভাব, করি পরিহাস,
হাসেন ধরনী সতী ॥
অবনী আমার, বাবী আমি তার,
এ কথা শুনিবে কেই ।
লাজ না বাগিবে, কুতাব তাকিবে,
কুতাব হাসিবে সেই ।
গেয়েছ রসনা, পূয়াও বাসনা,
মোষণা করহ মুখে ।

স্বামীর পিতার, অখিল লগ্নের,
ভোগ করি আমি সুখে ॥
শৈলক বিভব, বড়াবে সম্বব,
ভোগ কর তবে থেকে ।
কেহ না দুখিবে, সকলে দুখিবে,
পুখিবে কদরে রেখে ॥
তাই আছ বড়, হয়ে একমত,
এক তাব সবে ধর ।
করি এক মন, করি এক পথ,
সমনে স্তোত্রাঙ্গ কর ॥
কেহ নহে পর, সব সহোদর,
পরস্পর কর দেখে ।
এক রূপে সব, কর এক রূপ,
একের দোহাই দেহ ॥
একের বাক্য, একের হাক্য,
একে হয় কত শত ।
এক টেনে নিলে, কিছু নাহি মিলে,
সমুদয় হয় হত ॥
তাই বলি তাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর ।
সদা এক-জ্ঞানে, থেকে এক-ধ্যানে,
জীবন সকল কর ॥

প্রভাত

হবে জীব বাক্য ধর, ব্রহ্ম-নিদ্রা পরিহর,
পূর্বদিকে কর দরশন ।
বিদ্য কি কব বটী, রবির আরক্ত ছটা,
কবির প্রভুর করে মন ॥
রিদা গুচাক ভূবা, হাতবুখী হলো উবা,
মেঘ তার অগরুণ শোভা ।
বজাকর-করে বিভা, প্রকাশ হতেছে দিবা,
আহা কিবা নিত্য মনোমোহা ॥
নশা সহ ছিল তার, কোথায় এখন তার,
কোথায় গিয়েছে অন্ধকার ।
যে উর্দ্ধে করি দৃষ্টি, হইতেছে রূপা-বৃষ্টি,
যেন এই দৃষ্টির সকার ॥
পিতার পুত্রিল ভব, দেখি সব অভিনব,
কত কব, রব নাহি সরে ।

ভাবে তার পরাভব, দেখে সব অসুখ
যেন সব নর খব পরে ॥
লোহিত লাবণ্য ধরি, মোহিত করেছ হরি
সহিত আপন প্রিয় জারি ।
পতি-প্রেম-রসে গলে, টল টল তরু টলে
হলে জলে জলে জলে জারি ॥
ধরবার উর্দ্ধে রয়ে, তরঙ্গী বরণী ল'য়ে
হইয়াছে কলি-রসে রুত ।
কণে কণে কত শোভা, মরি কিবা মনোমোহা,
হেরিলে বিষয় জয়ে কত ॥
কণে কণে কোলে টানে, কণে কেলে অথপানে,
দৃষ্টি মাঝে তব হয় শিলা ।
ছায়াভায়া সঙ্গে করি, মায়ামুগ্ধ নিজে হরি,
আহা মরি কি আশ্চর্য লীলা ॥
ধস্ত ধস্ত ভাব-রস, দিক্ দশ প্রেমে বশ,
জিহ্বন যার বশ ঘোষে ।
একাকী নারক মিত্র, কত নারিকার মিত্র,
সমভাবে সকলেই তোষে ॥
তমোহর হীনকর, অতিশয় শুভকর,
জগতের জীবন-স্বরূপ ।
সহস্র করের করে, কিবা শোভা সন্মোহনে,
সে রূপের নাহি অস্বরূপ ॥
মলিনা কেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ ক'রেছে নিজ রূপ ।
নাহি রূপের তুলনা, যেন কোন মনোরমা,
প্রকাশিছে ছটীর স্বরূপ ॥
মাথায় আঁচল খুলে, প্রিয়-পানে সুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায় ।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিবা কর,
মেঘে তার বদন সুহার ॥
নেচে নেচে কণে কণে, হেঁটুখে পড়ে কবে,
মনে এই ভাবের আভাব ।
কমল-বনের তলে, রবি ছবি কণে জলে,
বিদূষিত হ'তেছে বিলাস ॥
লতাগুলি উঠো উঠো, সুখধানি কোটো কোটো,
ছোটছোট কমলের কলি ।
মধুকর গলে গলে, সেই কলি গলে হ'লে,
কেলিগলে বনৌ বটে অলি ॥
মোহিত মদুর রসে, উড়ে গিরে হৃৎক-রসে,
এক ছেড়ে যে পিলা আর ।

মল্লোত্তী মধুরক, গাইবারে গরজিত,
 সুরিয়ারে নরু ভাণ্ডার ।
 দেখি তার অক্ষর, বনে বনে কত ফুল,
 মধুরেরে প্রসূর বনন ।
 তারের সুধাস লভে, পবন চকল হয়ে,
 শূভপথে করিছে গমন ।
 বাজা গেরে বাহুরূপে, উড়ে ছুটে গিরে হুখে,
 বিহব পতক অগণন ।
 পান করে ফুলরস, গান করে বিকু-বন,
 শুনিয়া অবশ হয় মন ॥
 গুন ওহে প্রতাকর, মনাকাশে প্রতাকর,
 প্রতাকর তোমার রচিত ।
 পালিতেছ প্রতাকরে, পাল এই প্রতাকরে,
 তোমাতোই করেছি অর্পিত ॥
 লগা হুহ রাধ দেহ, রচনার শক্তি দেহ,
 নষ্ট কর কষ্ট সনুদর ।
 নাতি চাই হীরা হেম, তোমার পবিজ প্রেম,
 অন্তরে উদয় যেন হয় ॥

তত্ত্ব-প্রাকরণ

প্রতাকর নিজকরে কত প্রতাকরে ।
 লগতের সনুদর অঙ্ককার হয়ে ।
 গগনে হইলে সেই নাথের উদয় ।
 কমল অমল তাবে প্রকটিত হয় ।
 হেরি কিবা সরোবর-শোভা মনোহর ।
 বহু লব মধু খায় বহু মধুকর ।
 অভ্যাগলে কেনে পর, সেই বিধাকর ।
 আকাশ আসনে আসি বলে পশধর ।
 যামিনী কামিনী তার প্রেমভাব ধরে ।
 লগা যায় তারা তার, চাক শোভা করে ।
 কুসুম প্রবোধ হেতু, প্রবোধের আশে ।
 আমোদ-প্রবোধ-ভরে, প্রেম জলে তাসে ॥
 চকোর-নিকর তাবে, হর করে সুখা ।
 হেলায় খেলায় হুখে, পান করি সুখা ।
 এইরূপে শশী স্বর্ঘ্য উদয়-অখান ।
 বিন পড়ে রাতি হয়, রাতি পড়ে বিন ॥
 রাতি বিন বিন রাতি, প্রভাত প্রবোধ ।
 ক্রমে ক্রমে পূত করে, আনন্দ কলস ॥

এহরানি সনুদর, তিথি পরিচয় ।
 বার বার আসে বার, বাহার নিয়ম ॥
 রীতিমত হান-বুড়ি হুজ মদ্যকার ।
 নিয়ম লম্বন করে সাধ্য আছে কার ॥
 মূলহুজ বোধ হেতু সার প্রণিধান ।
 মন বুড়ি অহকার যে করিল দান ।
 বাহাতে মীমাংসা করে, জানের উদয় ।
 হুজির কোশল সব অহুতব হয় ॥
 বোধ-রূপ অনশেষে ভ্রান্তি-বন রহে ।
 আমি আমি আমি বুড়ি, আর নাহি রহে ॥
 জলবিষ সমতা, আমি জলগারী ।
 আমি কিন্তু আমি সেই, ভিন্ন নই আমি ॥
 এ ভাবের কণ্ঠা বেই, কণ্ঠা নাই যায় ।
 সেই প্রভু তাঁর পদে, প্রণাম আমার ॥

সার উপদেশ

হার হার কি আশ্চর্য্য মহাব্যের মন ।
 কিছুই নিশ্চিত নাই কখন কেমন ॥
 দৃঢ়জ্ঞানে এক বস্তু নাহি তাবে সার ।
 এই তাবে একরূপ কপে তাবে আর ॥
 হুখে বুদ্ধ হয়ে করে অর্থার্থ বীকার ।
 বিখ্যাসের প্রতি শেব বিপেষ বিকার ॥
 তত্ত্বনিষ্ঠ দৃঢ়জ্ঞানী যেমন গুণীর ।
 একমনে এক বস্তু সেই তাবে স্থির ॥
 ভ্রমশীল অজ্ঞানের ছাং নানারূপে ।
 দৃষ্ট করি নিজ গৃহ গ্রাস করে রূপে ॥
 বীর পথ ব্রহ্ম কার মিথ্যা উপদেশে ।
 কলু-কটকে পড়ি খজ হয় পেবে ॥
 অবোধ কুরব-কুল নিজ নিজ ভ্রমে ।
 স্বর্ঘ্য-কর লগবোধে নানাহানে ভ্রমে ॥
 ভ্রমে ভ্রমে গ্রাণ বার পিপাসার বার ।
 সর্বব্যাপী প্রতাকর দোহা নন তার ॥
 আহাতির লোভ হেতু ক্রীণ মীনরাশি ।
 লোহার কটক-কলে বিদ্ধ হয় আসি ॥
 হুখ-লোভে সেরূপ অবোধ লোক বত ।
 পাশের কটকে পড়ে আর করে হত ॥
 পরমপিতার পথে কিছু নাহি খেদ ।
 জাতি, বর্ণ, বর্ণ, কণ্ঠ, প্রভেদ প্রভেদ ॥

ধর্মভেদে মহাব্যার ভিন্ন ভিন্ন ভেদে ।
 উদ্ধারের কর্তা সেই সারমাজ এক ।
 ঈশ্বরের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করি ।
 তবসিদ্ধ-পার হেতু নিজ ধর্মভরি ॥
 বীর পথ পরিহারি পরপথে যায় ।
 চরমে পরম বস্ত্র কতু নাহি পায় ॥
 জলবস্ত্র ছেড়ে জীব ভুলপথ ধরে ।
 জলে থেকে নীন যথা পিপাসার মরে ॥
 লোভে ক্ষোভে বৃদ্ধি হত অগ্নি অগ্নিবধু ।
 নলিনী ব্যতীত নাহি কাঠে হয় মধু ।
 স্বকণ্ঠে অমূল্যহার দেখিতে না পায় ।
 কাঁচতুণ্ডা, অশ্রবণে দূরদেশে যায় ॥
 তুফার বস্ত্রপি যায় চাতকের প্রাণ ।
 তখাচ নহীর নীর নাহি করে পান ॥
 চকোরের যদি হয় অতিশয় ক্ষুধা ।
 চিত্ত-ব্রুথে খায় শুধু চাকচক্ষু-রুধা ॥
 স্বভাবব্রহ্মসিদ্ধ যার তার এক তাব ।
 স্বভাবে সঙ্কট মন সার বস্ত্র লাভ ॥
 অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নিমধ্যে রাখে ।
 সলিলের সিক্তগুণ সলিলেই থাকে ॥
 বাতাসের গুণ বাহা বাতাসেই স্থিতি ।
 ক্রিতির ধারণাশক্তি ধরে সেই ক্রিতি ॥
 ফলের স্রবাহ বাহা কলমধ্যে হয় ।
 কুহুমের গন্ধগুণ কুহুমেই রয় ॥
 আকাশের গুণ কিছু বাতাসেতে নহে ।
 নিজ নিজ কর্মগুণ নিজ ধর্ম্মে রহে ॥

মনের প্রবৃত্তি-সত্তোগ

তামসী বায়িনীযোগে, প্রবৃত্তি-প্রশম-ভোগে
 ব্রুখে হুণ্ড মহাবতি যন ।
 রজনী বিপদ হয়, তরুণ অক্ষণেশ্বর,
 এখন রহিল অচেতন ।
 সুগল চরণ ধরি, বিবেক বিনতি করি,
 বলে ভাগ্যে জনক আদার ।
 কাল যায় ব্যাক্য বর, জগদীশ নাম স্বর,
 আনন্দ কহ পরিহার ॥
 জনি হুত হুতেন, কোথো পরিপূর্ণ মন,
 হুত হুতেন ॥

আরে রে অবোধ পুত্র, দুই দুই ছুখ-ছুখ,
 কিবে লাভ এ তার প্রকাশি ॥
 দুই হুও হুয়াচার, এস না'ক পুনর্জার,
 নিকপম নিমগ্নে আদার ।
 যদি পুন দেখা হয়, তখনি করিব ক্ষয়,
 মনে রাখ এ বচন সার ॥
 জনি জনকের ভাষা, তব হ'লো ভাবি আশা,
 বিবেকের অস্থির বিবেক ।
 পুরী, পরিজনচয়, ভাগ্য করি মনোর,
 অরণ্য-আশ্রমে অভিব্যেক ॥
 তববধি এ সংসারে, প্রবৃত্তি পরিবারে,
 অভ্যাচার করিছে প্রচার ।
 কামিনী-অনল আলি, কাম করে ঠাহুরালি,
 হাহনেতে দগ্ধ জিহবার ॥
 প্রধান অনিষ্টকর, ক্রোধ নামে মহোদর,
 রক্তারক্তি করে অহরহ ।
 অহুরোধ উপদ্রাধ, কিছুই মানে না ক্রোধ,
 অহুরে কোন্‌কল কলহ ॥
 অহুরা তাহার শ্রিয়া, বিক্রম বাহার জিয়া,
 বিরাগ বৈরক্তি হুত হুতা ।
 রক্তিম লোচন-মণ্ডে, মের দণ্ড প্রতি দণ্ডে,
 দণ্ড দণ্ডে দয়া ছুখহুতা ॥
 তৃতীয় লোদর মোক, যার শ্রিয় কথা মোক,
 প্রলোভ পরম প্রিয়াজল ।
 মহাতৃফা নামে দার, দীর্ঘাকারা মৈত্র্যহার,
 দৈর্ঘ্যহীন নমন-দীর্ঘ ॥
 হুহিতা পাশা বাবা, অদীর্ঘ অদ্বিহা বাবা,
 জনকের মন-পুতলি ।
 বোরতর সুখাধর, মন্ত হুয়ে কলপার,
 যার শুধু খাই খাই বলি ॥
 অতঃপর বোধবীর, যাকক অস্থির কির,
 চল চল চকম পরীরে ।
 জানপথ করি দহ, আতক দেখাং তহ,
 পুণ্যপীল পথিক হুবারে ॥
 প্রিয় দার বিখ্যাদুটি, মোহিত করিছে দ্বিটি,
 হুনিপূর্ণা রাকসী দয়ার ।
 বায়ে যবে একবার, দলা নাহি থাকে জার,
 ইহ, পর, বিকাশ দারার ।
 পকম সোণর মন, অভিনয় উত্তম,
 বিলাস দটার পদে পদে ॥

আমি আমি রব মান, গরিব-পুৰ্বিত গাছ,
 দিবা-রাত্রি যত মানমসে ।
 জন্মায়িকা প্রিয়া সহ, বিহরিত অহরহ,
 নাই তাহে বিলাস বিচল ।
 জীবের অশ্রুতকর, সৌরবের গালগর,
 অন্ন নহে জন্মনার জল ॥
 সর্বাঙ্গক মাংসার্থ্য, সকল সুখবর্জ,
 জনিবার্য্য অনিষ্ট-তৎপর ।
 বয়সে কনিষ্ঠ বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ গুণ অটে,
 জ্যেষ্ঠ নামে খ্যাত চরাচর ।
 এই ছর মহাবর, প্রচুর প্রদানকর,
 প্রমুদিত প্রমোদ বাড়ায় ।
 বসীভূত কর মনে, বিরাজে বিষয় বনে,
 নিমুদিতের নিবাস ছাড়ায় ॥

নিবেদন

কর কর জগজ্জিহ্বা জগতের নার ।
 একমাত্র তুমি কিছু অস্ত নাহি আর ।
 অপজ্ঞপ ভূতবর অধিল সংসার ।
 তোমার প্রজ্ঞাবে নাথ হয়েছে প্রচার ।
 ভূতাতীত ভূতমাতৃ তুমি নীরাম্বার ।
 সর্বভূতে আবির্ভূত সর্বকলাধার ।
 অনিত্য ভূতের বেহে নিরাক্ষ আহার ।
 ভূত সেকে কোকোতেছি ভূতের মেলার ।
 সুকিতে না পারি কিছু ভূতের ব্যাপার ।
 ভূতে ভূতে অতিভূত কত হ'ব আর ।
 এ ভূত অমৃত অতি বচাবে সত্ত্ব ।
 ভিতরে বাহিরে ভূত ভূতময় সব ।
 একজন্মবে মানা ভাব ভাবে সমজাব ।
 কে করিয়ে অজ্ঞান বচাব বচাব ।
 ভানিতে ভানিতে হু ভাবের অজ্ঞাব ।
 অজ্ঞাবে অজ্ঞান কত ভাবের প্রজ্ঞাব ।
 অজ্ঞাব বচাব ভাব ভাবিবার নয় ।
 বত ভাবি বত জ্ঞাবে ভাবের উদয় ।
 ভেবে জ্ঞেব হির ভাব না পাই বিশেষ ।
 জ্ঞেবের ভাবনা করি আনু হল শেষ ।
 নিজে কেন ভাবি ভাবি ভবের ব্যাপারে ।
 ভবজ্ঞানি কত ভাবি কে হইতে পারে ॥

তাবের অতীত ভাবি তুমি ভাবনর ।
 ব-ভাবে বচাব হোক ভোমাত্রেই নয় ।
 একভাবে এক ভাব অস্তরেই নয় ।
 আর যেন কোন ভাব ভাবিতে না হয় ।
 ভাবহীনে কৃপা কর করপানিধান ।
 ভাবের ভেদক হয়ে ভাব কর দান ।
 জানিতে না পারি কিছু কি আছে কপালে ।
 মোহিত হয়েছে মন জগদিত্রকালে ।
 মোহিনী মায়ার খেলা মহা মোহকর ।
 কিছু তা'র নাহি হয় জ্ঞানের গোচর ।
 কেমন কোতুকে এঁটে কুহক-কপাট ।
 ভব-হাটে কত ঠাটে করিতেছে নাট ।
 বাহিরের নাট শুধু দেখিয়া বেড়াই ।
 ভিতরে কি আছে তার দেখিতে না পাই ।
 বিনা খিলে কি কোশলে রাখিয়াছে এঁটে ।
 সাধ্য নাই ধরে বাই সে কপাট কেটে ।
 অসারে ভাবিয়া মার মিছে করি শোর ।
 দেখিতে দেখিতে বাজী বাজী হ'ল জোর ।
 বশুবাগে রিপু চোর হইয়া প্রবল ।
 হরণ করিল সব যে ছিল সখল ।
 একে একে সমুদার হয়ে গেল ক্ষর ।
 পরমার্থ পুরুষার্থ আর নাহি রয় ।
 দীনহীনে বস কর দীনমহাবস ।
 আর যেন পাণ ভাগ ভূমিতে না হয় ।
 কৃপা-অস্ত্রে ভ্রমপাশ করিয়া জেল ।
 মোচন করিয়া বেহে মায়ার বন্দন ।
 বিনা দণ্ডে দণ্ড পাই বিনা দ্বন্দ্রে দ্বন্দ্ব ।
 দেখিতে না পাই কিছু লাগিয়াছে বঁাধা ।
 বঁাধা পড়ে বঁাধা ভোগ কেন করি আর ।
 মোচন করিয়া বেহে মোচনের দার ।
 আপনি আপন বেধে করি নিজ হিত ।
 রিপুতাব বৃত্তে বাক রিপুর সহিত ।
 দেহে যেন আত্মতাব নাহি থাকে আর ।
 আর যেন নাহি করি আত্মার আত্মার ।
 এ দেহ আত্মার নয় আদমি নই কেহ ।
 ভ্রমপাশে বদ্ধ হয়ে মিছে করি বেহে ।
 আমি কা'র কা'র সেক মিটার না করি ।
 মোহ-ময় পাণ ক'রে অভিমান করি ।
 ভূতের ভবন বেহে যেন এই জ্ঞান ।
 মনতা শব্দা কতি, করি ভব ধ্যান ॥

দেহের গরবে করি মিছে অহঙ্কার ।
 শরীর আমার কই আমি কই তার ॥
 আমি কই, 'আমি' কই নাহি হয় স্থির ।
 কিরূপে হইবে তবে আমার শরীর ॥
 না চিনিয়া আপনারে করি অভিমান ।
 আপনি আপন বোধে হ'তেছি প্রাধান ॥
 আমি শুচি আমি জানী ধর্মশীল আমি ।
 ধনে মানে বড় আমি অনেকের বাসী ॥
 এইরূপে ভবহীন, মত্ত হয়ে মরে ।
 টলেছে মনের পদ, কিসে রব পদে ॥
 জাতি ধর্ম বড় ছোট ভেদাভেদ নাট ।
 তোমার নিকটে নাথ সমান সবাই ॥
 আত্মবোধ না হইলে কিছু নাহি হয় ।
 অজ্ঞানে কিরূপে পাব আত্মপরিতর ॥
 একে আমি অন্ধ তাহে বোর অন্ধকার ।
 কেমনে নেত্রের জ্যোতি হইবে প্রচার ॥
 স্বাধীকাশে রবিরূপে উদয় হইয়া ।
 বঙ্গনা-রজনী বেধে প্রভাত করিয়া ॥
 অবিজ্ঞার অন্ধকার দূর হবে তার ।
 মনের মন্দিরে আমি দেখিব তোমার ॥
 তুমি আমি ছই পাখী এক গাছে বাস ।
 তোমার গোপন ভাব না হয় প্রকাশ ॥
 খিচিমিচি করি আমি ডাকিয়া ডাকিয়া ।
 তুমি আছ লম্বাভাবে নীরব হইয়া ॥
 এ প্রকার চমৎকার কব কীর কাছে ।
 এমন আশ্চর্য নাকি আর কোথা আছে ॥
 বলহান হইতেছি আমি খেয়ে ফল ।
 কলভোগ না করিয়া তুমি পাও বল ॥
 কলাহার করি আমি তখাচ অস্থির ।
 কিরূপেত অন্যাহারে আছ তুমি স্থির ॥
 প্রাণেশ্বর বিহীন লবিশেষ বল ।
 বিকশের কলভোগে কি হইবে ফল ॥
 এই ভাবে কত কাল হারাষ্টব বল ।
 কত কাল ভোগ হবে এ গাছের ফল ॥
 বীনের সকল দিন যায় কণে কণে ।
 দিন দিন বীননাথ, বীন বীন জনে ॥
 কত দিন রব আর কত দিন রব ।
 কত দিন করিব হে আমি আমি রব ॥
 চরণ করিয়া বেধে হরণ আশায় ।
 বরণ বরণ করি ডাকিছে আমার ॥

কখন নয়ন বুঝে করিব শয়ন ।
 এখন তখন নাই কি হয় কখন ॥
 শরীরে বসন করি রতন ভাবিয়া ।
 পতন হইলে যাব কোথায় চলিয়া ॥
 তখন এ ভাবে তুমি আমার কি পাবে ।
 দেখিতে দেখিতে সব শেষ হয়ে যাবে ॥
 পাইলে আপন কাল কালে লবে হ'রে ।
 মিছে কেন মরি আর হাহাকার ক'রে ॥
 এমনি মায়ার মোহে মোহিত হুদয় ।
 মরণ নিকট অতি স্মরণ নী হয় ॥
 তোমার না ভেবে করি মিছে পরাক্রম ।
 অজ্ঞর অমর আমি মনে এই ভ্রম ॥
 সম্পদ সঙ্কোচ হুখ স্বপনের প্রায় ।
 না বুঝিয়া মিছামিছি করি হায় হায় ॥
 বিকসিত ফুল লম দেহের আকার ।
 ক্ষণমাত্র দৃষ্ট লোভা পয়ে নাই আর ॥
 জীবন জীবন-বিষ স্থায়ী কতু নয় ।
 নিখালে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥
 আকাশে চপলা-খেলা যেরূপ প্রকার ।
 সেইরূপ এই দেহে আত্মর সঞ্চার ॥
 এই দেহ এই প্রাণ তোমারি তো সখ ।
 মরণ বারণ করা সাধ্য নাহি তব ॥
 সকলি স্থলন কর, নাশ কর তুমি ।
 লাগর শোষণ করি জল কর তুমি ॥
 গঙ্গা আচ্ছন্ন করে যেই ধরাধর ।
 সে ভুবর কালে হয় প্লাবন ধূসর ॥
 ধরাধর নাম তার আর নাহি রয় ।
 ধরাধরে ধরা ধরে পাতিয়া হুদয় ॥
 কোথা বিধি, কোথা বিস্ম, কোথা কৃত্তিবাস ।
 সমুদ্র বেবাহর করিয়াছ নাশ ॥
 কে সুবিধে তোমার এ ভাঙ্গা গড়া ক্রিয়া ।
 গহন বহন কর দাবানল দিয়া ॥
 এক ভাঙ্গো আর গড়া কত যোগে যোগ ।
 গেল না তোমার এই ভাঙ্গা-গড়া রোগ ॥
 ভাঙ্গ ভাঙ্গ গড় গড় ইচ্ছা বাহা হয় ।
 সকলি তোমার ইচ্ছা তুমি ইচ্ছাময় ॥
 ম'রে যদি বেঁচে আমি থাকে জ্ঞানযোগ ।
 তবে তো জানিতে পারি ভাঙ্গা-গড়া রোগ ॥
 বাহা গড় তাহা ভাঙ্গ পুন কর তাই ।
 ভাঙ্গা-গড়া দেখে হ'ল ভাঙ্গা-গড়া বাই ॥

এইরূপে একরূপ কার নয় হির ।
 কেহ বা তোমার গড়ে প্রণব-শরীর ॥
 বাহার মনের তাব বৈরাগ্য প্রকার ।
 সেইরূপে গড়ে সেই তোমার আকার ॥
 আকার তোমার নাই তুমি নিরাকার ।
 কল্পনার করে জীব আকার স্বীকার ॥
 অস্তিত্বচিন্ত কত মজ্জ তার পড়ে ।
 পুজিয়া তোমার সবে তাকে আর গড়ে ॥
 ধরাধামে এইরূপ উপাসক যত ।
 কল্পনার অপরূপ রূপ করে কত ।
 বৈরাগ্যে যে ভাবে বেই করে উপাসনা ।
 সে ভাবেতে তুমি তার পুরাও বাসনা ॥
 তোমাতে রাখিয়া মন পূজুক পুতুল ।
 সাধনায় সিদ্ধ হবে কিছু নাহি তুল ॥
 কার মনে স্তম্ভ তাব, কার মনে স্থল ।
 তত্ত্ব আর শ্রদ্ধা হয় সকলের মূল ॥
 নানা শাস্ত্রে উক্তি আছে হুক্তি-কথা এই ।
 তোমায়ে যে তত্ত্ব করে হুক্তি পায় সেই ॥
 তুমি হে ভক্তের ধন ভক্তাবধীন নাম ।
 কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে রাম ॥
 স্বরূপ কিরূপ তুমি নাহি যায় জানা ।
 দেশে দেশে মতে মতে নাম তাই নানা ॥
 কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা ।
 কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা ॥
 মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও ।
 কলে তুমি একমাত্র তুমি ছাড়া নও ॥
 তব খাট শয্যা আদি অশেষ প্রকার ।
 পৃথিবী একাকী হন সবার আধার ॥
 কত কত নদী নদ দেখি কত স্থলে ।
 সকলি মিশেছে গিয়া জলধির জলে ॥
 সেইরূপ বীকা সোজা নানা পথ আছে ।
 সকলেই কাছে যাব আগে আর পাছে ॥
 নানারূপ মত বটে, তুমি এক হির ।
 বহু বর্ষ খেচু বখা শাদা হয় কীর ॥
 কিছু নাহি জানে সেই তোমার যে-জানে ।
 কিছু নাহি জানে সেই তোমার যে-জানে ॥
 রতনার স্বতের আবাদ বেই ধরে ।
 লে' ত আর গোল খেরে গোল নাহি করে ॥
 কল্পনের মনু খেরে মন যায় ফুলে ।
 সে কি আদ্য উক্ত্যে বার শিরসের ফুলে ॥

আনন্দ-কাননে বার মন-পাখী চরে ।
 কানন-ব্রহ্মণে সে কি আশা আর করে ॥
 পরম গীত-রস হুখে বেই ধার ।
 বিষয়-বাসনা-বিষ সে কি আর চার ॥
 মন বার স্তোত্রোত্তম প্রেম-হেম-হারে ।
 সুখেয়ের মনে নাহি মুগ্ধ করে তারে ॥
 শান্তির সলিলে বার শীতল শরীর ।
 সে কি আর খেতে চায় নীরদের নীর ॥
 সন্তোষের সমীরণ লাগে বসি গার ।
 প্রয়োজন কিছু নাই তালের পাখার ॥
 সাধু সহ বাস বার হয় একবার ।
 বসন্ত অসংপূরে সে করে না আর ॥
 প্রত্যয় পরম ধন সর্বমুলাধার ।
 মনের মন্দিরে যেন বাস হয় তার ॥
 কিরূপ আকারে আমি পড়িব তোমার ।
 কি বচনে মন্ত্র পড়ি ফুল দিব পার ॥
 গুঢ় ভাব নাহি পাই আমি মুঢ়মতি ।
 প্রকাশ করহ নিজ পুজার পদ্ধতি ॥
 মনোময় রূপ তুমি করহ ধারণ ।
 নয়ন বুদিয়া আমি করি নয়ন ॥
 তাহাতে বৈরাগ্য হবে রূপের সঞ্চার ।
 স্বরূপ সেরূপ রূপ জানিব তোমার ॥
 তাহাতে যে ভাবে হবে তাবের সঞ্চার ।
 সেই ভাবে পূজা আমি করিব তোমার ॥
 কোথায় বসাব নাহি ভেবে পাই মনে ।
 বল বল মম হৃদয়-আসনে ॥
 বনফুলে বিধি নয় তোমার অর্চন ।
 মন খুলে মন-ফুলে পূজিব চরণ ॥
 কেমনে পূজিব আমি দিগে নন্দাজল ।
 তত্ত্ব-জলে পূজা করি চরণ-কমল ॥
 শ্রদ্ধারূপ চন্দ্রনেতে চর্চিত করিয়া ।
 মানসে পড়িব মন্ত্র নীরব হইয়া ॥
 শীত ঘটা কীসর প্রভৃতি দিয়া কৈলে ।
 আরতি তোমার করি জ্ঞানবীণ জ্বলে ॥
 ছয় রিপু বলি দিই লহ লহ ভোগ ।
 অভ্যাগের ভোগ এই দূর কর ভোগ ॥
 প্রেমের আশ্রয় ভব বিস্তার কি তার ।
 জীবন আহুতি দিলে পূজা হবে তার ॥
 আজ মরি কাল মরি কিংবা মরি হবে ।
 নিশ্চয় মরিতে হবে থাকিব না তবে ॥

এ অবধি বলবধি মরণ না হয়।
 তবধি মল বেন তোমাতেই রয়।
 কখন যেন্নপে আমি বোনাতে রই।
 তিল আখো তোমা ছাড়া বেন নাহি হই।
 বজ্রপি ঘুমায়ে রই মুখিয়া নয়ন।
 স্বপনে তোমার বেন করি মরশন।
 ঘুমায়ে ঘুমায়ে বেন জপি তব নাম।
 কণমাত্র নাহি হয় অশের বিশ্রাম।
 দিনে রোতে আগরপে যতক্ষণ যায়।
 অন্তর বাহিরে শুধু হেরিব তোমার।
 অন্ত আগাপন বেন না করিতে হয়।
 করিব তোমার ধ্যান সকল সময়।
 যে সময়ে বেবে প্রাণে হইবে বিচ্ছেদ।
 সে সময়ে মনে বেন নাহি থাকে বেদ।
 জানেতে ত্যজিব প্রাণ আনন্দিত হ'য়ে।
 হাসিতে হাসিতে যাব তব নাম লয়ে।
 আমার সমল মল করিয়া অমল।
 মরণ-সময়ে দিও চরণ-কমল।
 পতিতপাবন নাম করেছ ধারণ।
 পতিত পবিত্র কর পতিতপাধন।
 অতীত হতেছে কাল না পাই তাবিয়া।
 কতদিন রব আর পতিত হইয়া।
 পতিত বলিয়া যদি যুগা করা হয়।
 বল তবে কিসে এই পাণ হবে ক্ষয়।
 রাখ রাখ ঠেলে রাখ তাহে নাই খেদ।
 কিসে পাণ কিসে পুণ্য কিসে পাণ তেদ।
 ঠেলা বেন নাহি হই মানব-সত্যার।
 যজপি ঠেলিতে হয় তুমি ঠেলো পায়।
 তুমি যদি পায়ের কোরে ঠেলো একবার।
 তবে সব পাণ তাপ ঘুচিবে আমার।
 পরিজ্ঞাপ পতিত না কর যদি তবে।
 পতিতপাবন নাম, কেহ নাহি লবে।
 রাখ রাখ রাখ রাখ নামের গৌরব।
 হুটুক করুণা-ফুল হুটুক সৌরভ।
 অপরাধ-তরু বেন নাহি কলে আর।
 কর কর কর তাঁরে লম্বল সংহার।
 পাণ-কাটাধন তরা কলেশ্বর-ভূমি।
 ভিজরের বত কিছু সব জান ভূমি।
 বেন আর পাণ-পথে নাহি হই রক্ত।
 স্নান কর কণা কর অপরাধ বত।

তব নাম-অনল উঠুক নৃপ হৃদে।
 পাণরূপ ত্বরণাশি ছাই হোক পুতে।
 আমি-ব্যাধি-বিমোচন সত্য সনাতন।
 মনের সকল লীড়া কর নিবারণ।
 লোভ-জরে জর-জর মানস আমার।
 সমভাবে সদা তার ভোগের সকার।
 আপনার পূর্ণতা বসিতে না পারে।
 একেবারে অতিভূত মায়ার বিকারে।
 ঘোর অহঙ্কার দাহ দহিছে ক্ষয়।
 ধনাগম আশাত্বা কুশা নাহি হয়।
 কামনা কুপথ্য আরো বাড়িছে বিলাপ।
 কণমাত্র ছাড়া নয় প্রবৃত্তি-প্রলাপ।
 মমতা-মোহের ঘোরে অচেতন হয়।
 থেকে থেকে প্রলাপেতে ভুল কথা কর।
 এই জ্বরে লজনের কথা শুনে হাসে।
 গুরুবাণ্য 'লজনে' সে করে অনারাসে।
 সত্যের স্রুণ্ডে তার রুচি নাহি যায়।
 কেবল কুপথ্য করি যাতনা বাড়ায়।
 পীড়ায় কাতর হয়ে জানহীন মন।
 বিষয়-বাসনা-বিস করিছে ভোজন।
 ছটফট করে বত বিবের জ্বালায়।
 ততই পিপাসা বাড়ে বটে ঘোর দার।
 প্রপিপাত করি নাথ চরণে তোমার।
 মনের এ রোগ ভোগ কত সহ আর।
 তুমি ত দেখিছ সব অন্তরেতে র'য়ে।
 মনোরোগ দূর কর বৈভবাজ হয়ে।
 শান্তি-জল দেও তাহে তৃপ্ত হয়ে থাকে।
 ধনাগম আশা-ত্বা কুশা হয়ে যাবে।
 শান্তি-রসামৃত যদি খায় একবার।
 বাসনা-বিষের জ্বালা রহিবে না আর।
 আশ্রবোধ-বটিকায় অরত্যাগ হবে।
 মমতা-মোহের ঘোর আর নাহি হবে।
 তখনি কাটা বাবে মায়ার বিকার।
 অভিমান-দাহ তবে কোথায় রবে আর।
 বিবেক-বটিকা-রস করিলে সেবন।
 কামনা-কুপথ্য তার হবে নিবারণ।
 নিবৃত্তির রসে বাবে প্রবৃত্তি-প্রলাপ।
 সত্যের স্রুণ্ডে বাবে সকল বিলাপ।
 মনের এই মহারোগ নাশ যদি হয়।
 তবেই করিব আমি অমৃতবন জয়।

এই মন যদি হয় মনের মতন ।
মনের মতন তবে পাইব রতন ॥
নিত্য পাব নিত্য সুখ ভাবনা কি আর ।
আনন্দে আনন্দপুরে করিব বিহার ॥
গদগদভাবে ভরে পড়িব হে চোলে ।
তব নামান্বত-রলে মন যাবে প'লে ॥
অন্তর-অন্তর তুমি হইবে না আর ।
নিরন্তর হবে নাথ অন্তরে আমার ॥
কিছুই না চাই আর কিছুই না চাই ।
হৃদি দোলমুখে তুলে তোমার নাচাই ॥
ভাবময় হয়ে ধর মনোময় কার ।
নাচিতে নাচিতে তুমি নাচাও আমার ॥
জীবে করি শিব-দান বাঁচাও বাঁচাও ।
না চাও নাচিতে যদি আমার নাচাও ॥
বাহুতাব গ্রাহ যেন নাহি হয় মনে ।
নৃত্য করি নিত্য সুখে নিত্য নিকেতনে ॥
অভিলাষ-মগরেতে নাহি আর আশ ।
ষেবহীন-দেশে গিয়া সুখে করি বাস ॥
রোগ শোক পাপ ভাপ কিছু নাই তথা ।
প্রকাশিত কিছু নাই, নাই কোন কথা ॥
সত্যের সদন সেই অহিত রহিত ।
সুখের সাক্ষাৎ হবে তোমার সহিত ॥
অসন্তের বসন্তের নহে সেই বাস ।
কোন কালে নাহি বহে দুখের বাতাস ॥
ভেদাত্মক নাই তথা বিচার আচার ।
সর্বজীবে সমভাবে সবা সবাচার ॥
একাকার নাই তথা সব একাকার ।
একাকারে এক হয়ে করিব বিহার ॥
নাহি হবে আমি আমি আমার আমার ।
তোমার তোমার দিয়া হইব তোমার ॥

নিত্যধন-অন্বেষণ

বৃত্ত্য আছে গ্রাস করি জীবের জীবন ।
পত্তিত জরার গ্রাসে সুখের যৌবন ॥
সন্তোষ, শোভনের ভরে ছেড়ে মিজ ঠাই ।
কোন দেশে পলায়েছে অবশেষ নাই ।
পরিপূর্ণ-যৌবন বুঝতাজন বত ।
হাব-ভাব ভরি ঠাট করিতেছে কত ॥

পৃথিবী পুরিল আদি পাপ অনাচার ।
শাস্তির সুখের এক ক্রান্তি নাহি আর ॥
সেই সুখ কোথা আছে না হয় নির্ণয় ।
ভ্রান্তির নিকটে কোথা শাস্তির উদয় ॥
অহঙ্কারী জনে করি বদন বিস্তার ।
শুণীয় গুণের গ্রাম করিছে আহার ॥
ভয়ঙ্কর হিংস্রজন্তু অশেষ প্রকার ।
বাগদেব কাছে নাই নরের নিস্তার ॥
তারি সব মানবের বাসস্থান হরে ।
র'য়েছে সকল বন অধিকার ক'রে ॥
অতিশয় দুরাশয় দুষ্টলোক ধারা ।
রাজার উপরে করে অত্যাচার তারা ॥
একপ চেষ্ঠায় রত বত দুরাচার ।
কিরূপে হরিয়া লবে তুপের ভাণ্ডার ॥
তাহাতে আপদ নানা থাকে না সম্পদ ।
রাজার বিপদ হয় প্রজার বিপদ ॥
ধন বত সবা হয় নাশের অধীন ।
হিরণ্যে কখন না থাকে এক দিন ॥
সকলি নাশের গ্রাসে হতেছে পতন ।
কে না এসে কোন বস্তু করিছে হরণ ॥
সকলেরি এক দশা ভবের তিতরে ।
কিছুই না হির হয়ে অবস্থান করে ॥
সকলি চঞ্চল আর অনিত্য সকল ।
একমাত্র নিত্যধন ঈশ্বর কেবল ॥
অতএব বলি স্তন গুরে বাপধন ।
অনর্থক করিতেছ কি ধন সাধন ॥
সংসারের বত ধন অনিত্য জানিয়া ।
এক-ধ্যানে থাক সেই নিত্যধন নিয়া ॥
এখন বস্ত্রপি যাও এ ধন তুলিয়া ।
কি ধন পাইবে শেষ নিধন হঠরা ॥
কর কর এখনিই কর অধিকার ।
হাত ছাড়া হ'লে পরে পাইবে না আর ॥
উপায় এখন' আছে রয়েছে সময় ।
শেষ যেন হাহাকার করিতে না হয় ॥

পারীৱিক মানসিক গীড়া শত শত ।
মানবের আরোগ্যের আয়ু করে হত ॥
আদি-ব্যাধি উভয়েই হবে বলবান্ ।
দেহ মনে বাহ্য-সুখ করে না প্রদান ॥
মানব কখন' নাহি পায় সুখপথ ।
যেখানে সম্পদ জেনো সেখানে বিপদ ॥

সম্পদে কেমনে হবে সুখের সঞ্চার ।
 বিপদ রেখেছে খুলে দ্বারের তাগার ॥
 ভয় নিয়া জীবরূপে আসিছে যে জন ।
 ভাহারি মাথার কেশ ধরিছে মরণ ॥
 সাধ্য কার তার হাত বায় ছাড়াইয়া ।
 আগনার বশে রাখে আরক্ত করিয়া ॥
 বিধিছ সৃজিত বত ভাবের বিতব ।
 এই আছে এই নাই এইরূপ সব ॥
 সকলি খেতেছে কাল কিছু নাহি বাছে ।
 চিরস্থায়ী কা'রে বলি, এমন কি আছে ॥
 বিশ্বের ভোগ বাহা স্বভাবে চপল ।
 অস্থির তরলবৎ সদাই চকল ॥
 জীবন জীবনবিধি চিরধন নয় ।
 নিখালে বিশ্বাস নাই কখন কি হয় ॥
 যৌবন সুহৃদ সম শোভার অধীন ।
 দেখিতে দেখিতে হয় অমনি মলিন ॥
 যে যৌবন বতক্ষণ করে অবস্থান ।
 কুশলের কার্য নাহি করে সমাধান ॥
 অভাব বুধগণ কি কহিব আর ।
 মনেতে জানিছ এই সংসার অসার ॥
 দোহাই দোহাই ভাই বিনয় আমার ।
 কৃপা করি সকলের কর উপকার ॥
 বাহার সহিত দেখা হইবে যথনি ।
 এই কথা বলি তারে বুঝাবে তথনি ॥
 ওরে ভাই ধন জন কেহ নয় কা'র ।
 একা এলে একা যাবে সদা নাই আর ॥
 এই গেহ, এই দেহ, এই সমুদয় ।
 এখন তখন নাই কখন কি হয় ॥
 মিছে কেন হও তবে মায়ার মোহিত ।
 নিজ নিজ বোধে কর নিজ নিজ হিত ॥
 বল বল ডেকে বল যত সব হবে ।
 ভ্রান্ত হয়ে কেন আর কণ্ঠভোগ করে ॥
 মেঘেতে দামিনী-খেলা যেরূপ প্রকার ।
 অবিকল সেইরূপ ভোগের ব্যাপার ॥
 রাত্রেতে বিচলিত মেঘের জীবন ।
 দেহ-মেঘে সেইরূপ জীবের জীবন ॥
 এমন জীবন যদি হইল নশ্বর ।
 যৌবনের অভিমান কেন করে নয় ॥
 ভাই বলি ভাই সব নিকট মরণ ।
 ভ্রম হয় ধৈর্য ধর স্থির কর মন ॥

নিরন্তর হার ধ্যান করে যোগিগণে ।
 একেবারে নত হও তাঁহার চরণে ॥
 জীবের জীবিত কাল ক'বে বর্তমান ।
 আবুর হতেছে গতি বায়ুর সমান ॥
 যৌবনের অহঙ্কার কত দিন রয় ।
 মনের কলিত-ধন নিত্য কভু নয় ॥
 ভোগ ভোগ কণ্ঠভোগ ভোগ করে বলে ।
 ভোগার ভোগের গাছে, কিবা ফল ফলে ॥
 প্রণয়িনী প্রেমোদাসি প্রেমালোপ লুপ ।
 সে সুখ ত সুখ নয়, ঘোরতর দুখ ॥
 বতক্ষণ ততক্ষণ পারে নাই আর ॥
 অমৃতের বিনিময়ে বিশ্বের সঞ্চার ॥
 অতএব পরিত্রাণে করি কর্ণধার ।
 ভয়ানক ভবসিদ্ধি সুখে হও পার ॥
 বিষম বিষম-বিষে কষ্ট পদে পদে ॥
 ডুব না ডুব না আর নরকের নদে ॥

পিতা ও পুত্র

পুত্র ।

প্রশিপাত করি পিতা চরণে তোমার ।
 কমা কর অপরাধ সকল আমার ॥
 আপনি করেন প্রভু একরূপ জন্ম ।
 ভাল মন্দ বত কিছু মনের কল্পনা ॥
 স্বভাবেতে সুশোভিত বস্ত্র সমুদয় ।
 প্রিয়প্রিয় ঈশ্বরের নিরূপিত নয় ॥
 কাম ক্রোধ মোহ আদি বৃত্তিপাশ দিয়া ॥
 রাখেন না কভু তিনি বন্ধন করিয়া ॥
 আপনার কণ্ঠপাশে বদ্ধ আছে জীব ।
 কণ্ঠপাশ হ'লে নাগ জীব হয় শিব ॥
 নিকটেই ব্রহ্মানন্দ বিস্তারিত আছে ।
 তাপ নাহি যেতে পারে কভু তার কাছে ॥
 সমুচিত সাধন সজ্জিত হ'লে তার ।
 অনাসেই সেই সুখে হয় অধিকার ॥
 আপনার বাক্য যদি না থাকে সংশয় ।
 একরূপ নিশ্চয় যদি একরূপ নিশ্চয় ॥
 বল পিতা এ অগতে কেন জীব হবে ।
 অণিক সুখের লোভে ব্যস্ত হয় তবে ॥

যে স্রুথ কেবলি হয় হৃথের আধার ।
 আদি অস্ত্র হুথকেই কষ্টভোগ মার ॥
 তাতেই ব্যাকুল হয়ে কেন জীব মরে ।
 কর্মভোগ ক'রে কেন কর্মভোগ করে ॥
 স্রুথের সে নয় যদি স্রুথের সে নয় ।
 দেহে আর মনে কেন এত কষ্ট লয় ॥
 হুথ আছে তার যদি হুথ আছে তার ।
 মিছে কেন করিতেছে অশেষ উপার ॥
 কি কারণ অকারণ হুথের কাল হয়ে ।
 বারেক তারিলা তাহা নাহি দেখে নরে ॥
 যে উপায়ে একেবারে হুথ পায় লয় ।
 সে উপায়ে কেন সবে ঐক্য নাহি হয় ॥
 একেবারে পূরে যায় চির মনোরথ ।
 কেন তারা ছাড়ে সেই প্রবৃত্তির পথ ॥
 এমন পরমপথ করি পরিহার ॥
 কুপ্রবৃত্তি-পথে কেন বহে পাপভার ॥
 এমন বিশ্বাস আছে এমন বিশ্বাস ।
 প্রাণিনাজে ক'রে থাকে স্রুথের আশাস ॥
 একান্তেই সাথে সবে স্রুথের উপায় ।
 কিছুতেই কেহ আর হুথ নাহি চায় ॥
 এমন নির্মল স্রুথে করিয়া নিবৃত্তি ।
 বার বার কেন হয় তাপেতে প্রবৃত্তি ।
 তাবতেই আশা-রপে হইয়াছে রথী ।
 প্রায় ত দেখিলে কারে এ পথের পথী ॥
 সংসার-স্রুথেরে রত সব লেরি মন ।
 বিষমার্থা-স্রুথ করে সবাই ভোজন ॥
 ইথেই সংশয়ে কই আপনার কাছে ।
 এ বিষয়ে গুরুতর বাধা কিছু আছে ॥
 অবশ্যই আছে কোন দৈব-বিড়ম্বনা ।
 নতুবা হইবে কেন এমন ঘটনা ।
 ঘটনায় নয় তাহা, প্রকাশিত নয় ।
 পুনঃ পুনঃ নহে কেন হেন দশা হয় ॥
 যদিও আশার মনে হতেছে নিশ্চয় ।
 ঈশ্বরের অভিপ্রেত কখন এ নয় ॥
 কেন না আপনি যিনি করুণানিধান ।
 তিনি কি করেন কত হৃথের বিধান ॥
 কিছুতে না হয় ভবে হৃথের সকার ।
 জীব সব স্রুথী হোক ইচ্ছা এই তাঁর ॥
 আমরা অজ্ঞান তাই না জেনে বিশেষ ।
 স্বভাবের দোষে পাই অনর্থক ক্লেশ ॥

তথাপি না দূর হয় মনের সন্দেহ ।
 অকারণে কোন কিছু করে না ত কেহ ॥
 কেনই সে নিত্য স্রুথে হইয়া বিরত ।
 ইচ্ছায় অনিত্য স্রুথে সদা হই রত ॥
 বহিতে হৃথের কথা বিদরে লবয় ।
 মনের প্রতিজ্ঞা কতু স্থির নাহি রয় ॥
 নিয়তই যে বিষয়ে ভোগ করি হুথ ।
 কোন অংশে কিছুমাত্র নাহি পাই স্রুথ ॥
 তখন প্রতিজ্ঞা হয় এমন প্রকার ।
 প্রাণান্তেও এই কর্ম করিব না আর ॥
 জোর ক'রে গলা টিপে কে যেন আসিয়া ।
 তখনি তখনি সেয় প্রবর্ত্ত করিয়া ॥
 এই আছি ক্ষান্ত হয়ে প্রতিজ্ঞা আসনে ।
 কোথা হ'তে আবার প্রবৃত্তি আসে মনে ॥
 কখন বা আপনার ইচ্ছাপথে রই ।
 পরইচ্ছা-পরতন্ত্র কখন বা হই ॥
 হিতবোধ কতু করি অহিত আচার ।
 অহিত ভাবিয়া করি হিত পরিহার ॥
 ইহাতে কারণ এক আছেই নিশ্চয় ।
 সে কারণ আমার ত জ্ঞানগম্য নয় ॥
 অতএব কৃপা করি কর উপদেশ ।
 শুনিব বিশেষ আমি শুনিব বিশেষ ॥

পিতা

প্রাণাধিক প্রিয়তম হও তুমি সোকা ।
 সোকা হ'লে বোকা যায় এতো নহে বোকা ॥
 ক্রমে ক্রমে উপদেশ করিতেছি যাহা ।
 স্বীকার করিয়া তুমি মানিতেছ তাহা ॥
 এইরূপে সুখাইলে সংশয় না হবে ।
 এখন শেরেছি হাতে পথে এসো তবে ॥
 ইচ্ছা আর অনিচ্ছায় পয়ের ইচ্ছায় ।
 জীব যত কর্ম করে সন্দেহ কি তাঁর ॥
 এ যে বাপু বিশ্বাসের বিষয় তো নয় ।
 কেন তাঁর এত ভবে হতেছে বিশ্বাস ॥
 যতদিন না বুঝিবে নিগূঢ় তাৎপর্য ।
 ততদিন যুগ্ম হবে এ নহে আশ্চর্য্য ॥
 পূর্ব্বতন শুদ্ধজানী মাষ্টায়া যে সব ।
 কয়েছেন এ বিদ্যে কত অমূল্য ॥

নিরন্তর যুক্তিবোধে তব-নিরুপণে ।
 সকল সংশয় ছেদ করিলেন মনে ॥
 প্রাণি-প্রবৃত্তির হেতু করিয়া উদ্দেশ ।
 করেছেন নানাবিধ হেতুর নির্দেশ ॥
 শাস্ত্রমতে যুক্তিমতে হয়েছ সন্ধান ।
 প্রবৃত্তির হেতু ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান ॥
 হৃদয়ের বিনাশ হয়ে স্রুত যাতে পায় ।
 জীবের প্রবৃত্তি যেন সে দিকেই যায় ॥
 বধন করিবে কোন ক্রিয়ার সাধন ।
 আগে তার এ প্রকার ক'রে আলোচন ॥
 যদি করি এই কর্ম পাব তার স্রুত ।
 ইথে আর বাটবে না কোনরূপ দ্বন্দ্ব ॥
 যদবধি এ জ্ঞানের না হয় উদয় ।
 তদবধি কিছুতে কি প্রবৃত্ত সে হয় ॥
 লাভের স্থিরতা-বোধ হইলে অন্তরে
 কর্মমাত্র তাহে আর বিলম্ব কি করে ॥
 শিব-সাধনতা মাত্র হেতু জেনো তার ।
 সন্দেহ কি আর তাহে সন্দেহ কি আর ॥
 কোন কোন মহাশয় কহেন এমন ।
 ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান যদিও কারণ ॥
 কিন্তু তাহা কোন মতে না হয় প্রধান ।
 সাধারণ ব'লে তার দিই অভিধান ॥
 কোন জীব কোন কর্মে করিয়া প্রবেশ ।
 বৃত্তমূল নাহি পায় কল তার শেষ ॥
 বৃত্তমূল শুভাশুভ না হয় নিশ্চয় ।
 কিসে হবে ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞানোদয় ॥
 নয় যে পরের ক্রিয়া করে দরশন ।
 শ্রবণে পরের ক্রিয়া করিছে শ্রবণ ॥
 নহে কার' উপদেশ করিয়া গ্রহণ ।
 বিষয়ে প্রবৃত্তি পায় বস জীবগণ ॥
 স্থিররূপে উপকার না জেনে নিশ্চয় ।
 ইষ্ট-লাভ হবে ইহা করিয়া প্রত্যয় ॥
 প্রবেশের আগে করে এমত বিচার ।
 অবশ্যই এই কর্ম উচিত আমার ॥
 যাহাতে সহজে হয় দোষের সাধন ।
 প্রাণি-প্রবৃত্তির সে কি প্রধান কারণ ॥
 এ প্রমাণ কত নয় প্রমাণের মত ।
 অভাবন্তু দেখা যায় দোষ ইথে কত ॥
 এরূপ সিদ্ধান্ত যদি হইত নির্ধ্যাস ।
 রোগীর কুণ্ঠা কত হ'ত না প্রায়শ ॥

যে জন কুণ্ঠা করে ইচ্ছা অহুসারে ।
 ভাল মন্দ আগে তার জানিতে না পারে ॥
 তখন কি থাকে তার ফলের বিচার ।
 সেরূপ কুণ্ঠা করে কচি বাহে বার ॥
 কুণ্ঠার উপদেশ কেহ নাহি করে ।
 আপন লোভের দোষে আপনি সে মরে ॥
 কুণ্ঠার দোষ নয় অগোচর তার ।
 দেখিতেছে শুনিতেছে অশেষ প্রকার ॥
 যে করে অপথ্যভোগ ভোগে সেই দ্বন্দ্ব ।
 কখন কি পায় সেই স্বাস্থ্যতার স্রুত ॥
 অপথ্য-সেবনে করে সবাই বারণ ।
 তথ্যচ করে না সেই নিষেধ শ্রবণ ॥
 এখানে রোগীর দেখ রোগের সময় ।
 ইষ্ট-সাধনতা-জ্ঞান কখন কি হয় ॥
 আমার বিচারে এই স্থির নিরূপণ ।
 লোভ হয় কুণ্ঠার প্রধান কারণ ॥
 লোভ হ'লে বলবান্ বুদ্ধি করি নাশ ।
 অপথ্য-সেবনে দেয় পুনঃ পুনঃ আশ ॥
 তবুও প্রভৃতি দেখ কুজন সকল ।
 বার বার ভুগিতেছে কুকর্মের ফল ॥
 "ধনঞ্জয় মন্ত্রে" রাজা অভিষেক করে ।
 বেড়ী পায় কারাগারে খেটে খেটে মরে ॥
 কারায়ুক্ত হয়ে নিজ গৃহেতে আসিয়া ।
 তখনি তখনি পুনঃ চুরি করে গিয়া ॥
 ভালরূপে সে তো জানে কুকর্মের ফল ।
 তথ্যচ তাহার লোভ ক্রমেই প্রবল ॥
 কিছুতেই নাহি যায় সে প্রবৃত্তি তার ।
 কাজেই কহিতে হবে লোভ মূলধার ॥
 গো, মেঘ, ছাগল আদি ভুগভোজী বারা ।
 কৃষকের ক্ষেত্রে গিয়া শত খায় তারা ॥
 বার বার ধরিয়া প্রহার করে চাবা ।
 তথ্যচ না ছাড়ে সেই শতভোজ-আশা ॥
 ইহাতে লোভের কার্য্য করিব স্বীকার ।
 লোভেই প্রবৃত্তি দেয় এরূপ প্রকার ॥
 পর-প্রিয়ভোগে রত পুরুষ বধন ।
 সে সময়ে কাম হয় প্রবৃত্তি-কারণ ॥
 তাহাতে অশেষ পাপ সে ত জানে মনে ।
 জানে ত পাইবে নও রাজার শাসনে ॥
 তবু যে তাহার মনে ধৈর্য্য নাহি থাকে ।
 কামের প্রবৃত্তি তারে অন্ধ ক'রে রাখে ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

অবিকল এইরূপ ক্রোধের অভাব ।
 ক্রোধের লালসা করে বোধের অভাব ॥
 বখিলে পরের প্রাণ নিজ প্রাণ বাবে ।
 কখন কখন সে ত মনেতে না ভাবে ॥
 তবু যে ক্রোধের কার্য সাথে খেচ্ছাচারে ।
 দশায় পেয়েছে তারে কি করিতে পারে ।
 অপর অপর হেতু থাকে ইথে থাক ।
 সে বিষয়ে মিছে কেন ব্যয় করি বাক ॥
 লোভ কাম ক্রোধ হবে মূল হেতু তার ।
 নিশ্চিত জানিবে ইথে অজ্ঞা কি আর ॥
 বহু বিবেচনা করি কোন কোন ধীর ।
 বিচারেতে করেছেন এত মত স্থির ॥
 কাম আদি প্রবৃত্তির হেতু যদি হয় ।
 হয় হোক কলে তারা মুখ্য হেতু নয় ॥
 যে কারণ অগোচর হতেছে প্রত্যক্ষ ।
 অবশ্য প্রবল হবে প্রমাণে সে পক্ষ ॥
 সকলের অবস্থা ত না হয় সমান ।
 সহজে অবল কেহ কেহ বলবান ॥
 তারাই ত প্রভু হয় ধনশালী যারা ।
 যাদের না থাকে ধন দাস হয় তারা ॥
 পরাধীন যারা তারা আজ্ঞাধীন হয় ।
 দীন ভাবে আজ্ঞা ব'য়ে দিন করে ক্ষয় ॥
 কামাতুর প্রভু তার হারা হয়ে জ্ঞান ।
 পর-নারী-হরণেতে আজ্ঞা করে দান ॥
 কামাধীন না হয়ে সে প্রভু আজ্ঞা মান ।
 বল করি পর-বধু ধ'রে ধ'রে আনে ॥
 ক্রোধী প্রভু যে সময়ে আজ্ঞা করে দান ।
 অমুকের মাথা কেটে এখনিই আন ॥
 নিজের নয় ক্রোধাবীনে তথাচ সে জন ।
 অনারসেই পরমুগ্ন করিছে ছেদন ॥
 যে সময়ে লোভী প্রভু আজ্ঞা দেন তার ।
 অমুকের ঘর-বাড়ী লুটে নিয়ে আর ॥
 নিজের নহে লোভনীর কিন্তু সেই জন ।
 পরের সর্বস্ব করে তখনি হরণ ॥
 অতএব স্থিররূপে হয় অল্পদাম ।
 কামাদি কখন নয় কারণ প্রধান ॥
 প্রাণি-পশুদির হেতু যে জন বা কয় ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা তার মূল হেতু হয় ॥
 জগতের অধিপতি পরমেশ যিনি ।
 সকল জীবের হয় নিয়ন্তাই তিনি ॥

সকলের ক্রিয়াক্রমে করিয়া বিহার ।
 বর্ধন প্রবৃত্তি দেন যেরূপ প্রকার ॥
 তখনি সে জীব করে সেরূপ প্রকার ।
 করিতে অজ্ঞা তার সাধ্য আছে কার ॥
 কোন কোন পণ্ডিতের উক্তি এই হয় ।
 তা নয় তা নয় নয় নয় নয় নয় ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা কভু হেতু নয় তার ।
 তা হইলে ঈশ্বরেতে ঘটে ব্যাভিচার ॥
 যদিও ঈশ্বর হন সর্ব-মুলাধার ।
 জনক পালক প্রভু নিয়ন্তা সবার ॥
 এখানেতে হবে এই করিতে বিচার ।
 সামান্য প্রভুর মত কার্য্য নয় তাঁর ॥
 কাম ক্রোধ লোভের অধীন যিনি নন ।
 তিনি কি জীবের কতু প্রবর্তক হন ॥
 কোনমতে কিছুতেই হবার বা নয় ।
 মিছে মিছি যত শোক কেনই তা কয় ॥
 হস্তপি হতেন তিনি প্রবৃত্তির মূল ।
 তবে ত জীবের মনে হইত না ভুল ॥
 হইত শিবের আশা সকলের মনে ।
 পেত না প্রবৃত্তি কেহ অশিব-সাধনে ॥
 সকলে করিত তবে স্মৃতেতে সফার ।
 কার' ভাগ্যে দুঃখভোগ হইত না আর ॥
 কখনই কার' ক্রিয়া হ'ত না বিকল ।
 সকলেই প্রাপ্ত হ'ত অভিমত ফল ॥
 কৃপাময় পিতা হন সেই ভগবান্ ।
 সমুদয় জীব হয় তাঁহার সন্তান ॥
 অপার কৃপার নিমি সত্য সনাতন ।
 অস্বার্থে করেন যিনি লাগন-পালন ॥
 এমন সদয় যিনি এমন সদয় ।
 তিনি কি কখন হন হৃদয়-নিদয় ॥
 কদাচই নহে তাঁর এমন বিধান ।
 বিনা স্বার্থে কুপ্রবৃত্তি করেন প্রদান ॥
 কিছুতে সম্ভবে এ কি কিছুতে সম্ভবে ।
 অকলঙ্ক নামে তাঁর কলঙ্ক যে হবে ।
 বিচিত্র বিনোদ বিশ্ব বিরচনা ধীর ॥
 এরূপ অবিবেচনা হ'তে পারে তাঁর ॥
 ও কথা বলে না যেন ও কথা বলে না ।
 তা হ'লে ত কিছু আর কথাই চল না ॥
 নিরূপণে কর যদি এরূপ বিচার ।
 তা হ'লে ত কাণ্ডজ্ঞান কিছু নাই তাঁর ॥

এমন অজান সে কি এমন অজান ।
 জেনে শুনে সন্তানেরে হুখ করে দান ॥
 সকলের অন্তর্যামী আত্মা যেই হয় ।
 কিবা মাধ্য কি অসাধ্য জ্ঞাত সেই নয় ॥
 সকল সমান যার সকল সমান ।
 এরে হুখ ওতে চুখ সে করে না দান ॥
 নিরপেক্ষ হন যিনি নিরপেক্ষ হন ।
 প্রবৃত্তির হেতু তিনি নন কভু নন ॥
 আপি প্রবৃত্তির প্রতি "বতাবই" মূল ।
 কিছু নাই ভুল তার কিছু নাই ভুল ॥
 বতাবের বশ জীব বতাবেই চরে ।
 বৈরাগ্য বতাব যার বৈরাগ্য সে করে ॥
 বৈরাগ্য বতাব লয়ে যে এসেছে ভবে ।
 সেক্ষেপেতে দেহযাত্রা সাক্ষ তার হবে ॥
 কোন জ্ঞানী করেছেন এমন নির্ণয় ।
 বতাবের শক্তি কোথা, বতঃশুদ্ধ নয় ॥
 বতাবের ভাব দেখ বিশেষ বিশেষ ।
 একরূপে কখনো সে না হয় নির্দেশ ॥
 কেহ কর ঈশ্বরীয় নিয়ম যা হয় ।
 বতাব তারেই বলি জানিবে নিশ্চয় ॥
 কেহ কর পুরুষত্ব কর্ম যাহা হয় ।
 বতাব নামেতে দিই তার পরিচয় ॥
 কেহ কর ক্রিয়া অস্ত্র সংস্কার যাহা ।
 তারেই "বতাব" বলি অস্ত্র নয় তাহা ॥
 কেহ কর এ বতাব বস্তুর স্বরূপ ।
 কেহ কর তাহা নয় আর এক রূপ ॥
 বতাব ত এককালে একরূপ নহে ।
 সময়ে সময়ে তারে নানারূপ কহে ॥
 ত্রিগুণা প্রকৃতি আদি জীবের স্বরূপ ।
 ঈশ্বরের নিয়মাদি যত যত রূপ ॥
 বস্তুগুণ "কারণ অবস্থা" আদি করি ।
 সকলেই রহিয়াছে একরূপ ধরি ॥
 প্রবৃত্তি ত কখনই একরূপ নয় ।
 প্রচুর প্রবৃত্তিপূর প্রাণী সমুদয় ॥
 বতাবের এক ভাব তেবে দেখ মনে ।
 প্রবৃত্তির হেতু তেবে সে হবে কেমনে ।
 স্বরূপ যে, সক্ষপেই স্বরূপ প্রকাশে ।
 বিচুমাড় শক্তি নাই পরভাস ভালে ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণ যাহা সুবর্ণেই রয় ।
 খেত ভান নীল আদি বিবর্ণ না হয় ॥

চিত্তের বিচিত্র ভাব চিত্তেই নির্ণীত ।
 একবর্ণে নানা বর্ণ না হয় চিত্তিত ॥
 জীবের "প্রাক্তন কর্ম" কিবা সংস্কার ।
 প্রবৃত্তির মূল হেতু এই জেনো সাব ॥
 এই ভাব নিরূপিত বিশেষ বিচারে ।
 ইহাতে সংশয় আর কি হইতে পারে ॥
 পূর্বেতে করেছে কর্ম বৈরাগ্য প্রকার ।
 সেই কর্মে ভয়োগে বৈরাগ্য সংস্কার ॥
 তাহারি হইয়া বশ জীব শত শত ।
 অনুষ্ঠের অনুষ্ঠানে কর্ম করে যত ॥
 আগে আগে কর্ম করে বৈরাগ্য প্রমাণে ।
 প্রবৃত্তি প্রবলা পরে সেই পরিমাণে ॥
 প্রাণাধিক প্রিয়তম অধিক কি কব ।
 অতিশয় সুকঠিন এই অনুভব ॥
 এ সব সর্বজ্ঞ সম মহা জ্ঞানবান্ ।
 করেছেন নানারূপে নানা অনুমান ॥
 জ্ঞান শক্তি প্রভাবেতে যত বড় যিনি ।
 তত দূর নিরূপণ করিলেন তিনি ॥
 তাহারাই হয়েছেন যখন বিশ্বয় ।
 অজ্ঞানে আশ্চর্য্য হবে বিচিত্র সে নয় ॥
 কিন্তু বাপু যনে কর কথা পূর্বকার ।
 ইহমাধনাদি করি যত কিছু আর ॥
 জীব-প্রবৃত্তির হেতু এই সমুদয় ।
 একের অভাবে এর কিছুই না হয় ॥
 পরস্পর যোগে এরা প্রবর্ত্ত করায় ।
 সেই যোগে প্রবৃত্তির পথে প্রাণী ধায় ॥
 এই ভবে যত বস্তু কর মরশন ।
 তার প্রতি আছে কত পূণক্ কারণ ॥
 একই কারণে শুধু এক দ্রব্য হয় ।
 কখনই নয় বাপু কখনই নয় ॥
 গুটিকত কারণের একত্র মিলন ।
 হইলে ত হয় তার কার্যের সাধন ॥
 কুন্তকার একমাত্র ঘটের নিম্মাণে ।
 আগোজন হেতু তার কত দ্রব্য আনে ॥
 কেবল মুক্তিকা লয়ে কি গড়িবে ছাই ।
 দড়ি দণ্ড ঢাকা জল সকলি ত চাই ॥
 যত কিছু বস্তু তুমি দেখিছ সংসারে ।
 সকলই জন্ম পায় এরূপ প্রকারে ॥
 জীবের প্রবৃত্তি জেনো সেরূপ প্রকার ।
 সমুদ্র কারণে তার হতেছে সঞ্চার ॥

যদি তুমি বল বাপু একরূপ ঘটন ।
 পূরুষের বস্তু সৰ্ব জ্ঞান-শূন্যগণ ॥
 সংশয়-জগতি-জালে হয়ে কর্ণধার ।
 এত কেন ব্যাক্য-জাল করিল বিজ্ঞার ॥
 সংক্ষেপে কহিলে পর বুদ্ধি তার বাধে ।
 অধিক ঘটন-বার করিল কি সাধে ॥
 বিস্তারিত ব্যাক্য-জাল নহে অন্তরূপ ।
 বুদ্ধিবৃত্তি-মার্জনের যন্ত্রের স্বরূপ ॥
 ক্রমে ক্রমে যত তার করিবে অবশেষ ।
 ততই জড়তা যাবে হ্রাস পাৰে শেষ ॥
 কত দেখ উপকার এই ব্যাক্য-জালে ।
 কিছুমাত্র কষ্ট নাই বুদ্ধিগার কালে ॥
 এত ক'রে করিলেন কারণ নির্ণয় ।
 তবু তার একেবারে ঘোচে না সংশয় ॥
 উত্তর কারণ যদি থাকে বস্তুমান ।
 কেবা তার অপ্রধান কেবাই প্রধান ॥
 একের প্রাধান্য করি যত্নি স্বীকার ।
 হইবে অপর তবে অন্তর্গত তার ॥
 যখন কহিবে কেহ একরূপ ঘটন ।
 তুণ্ড আছে দুখ-ভাতে করিয়া ভোজন ॥
 যখন চুইয়ের নাম আগেতে করিবে ।
 ভোয়ের প্রধান হেতু চুইই হইবে ॥
 আগেতে অন্নের নাম করিবে যখন ।
 ভোয়ের প্রধান হেতু অন্নই তখন ॥
 কিন্তু দেখ দুখ-ভাত করিয়া আহার ।
 উভয় সংযোগ ঐনা তুণ্ডি হয় কার ॥
 একের অস্তাব হ'লে সে দুখ হবে না ।
 তবে আর দুখ-ভাত কবে না কবে না ॥
 অপ্রধান প্রধান প্রভেদে কিবা করে ।
 পায়স্পর যোগাযোগে এক ভাব ধরে ॥
 প্রবৃত্তির হেতু এরা কারণ সবাই ।
 ছোট বড় ভেদ করি প্রয়োজন নাই ॥
 করিয়াছে যত জীব, কর্ম যে প্রকার ।
 হবেই হবেই শেষ ফলভোগ তার ॥
 প্রাক্তন প্রবল হয়ে ঘটাবে প্রবৃত্তি ।
 হবে না হবে না সেই ভোগের নিবৃত্তি ॥
 প্রযুক্তক হয়ে তার নিজে ভগবান্ ।
 ক'রে দেন শুভাশুভ কলার বিধান ॥
 তখন প্রকৃতি ধরে আপন প্রকৃতি ।
 প্রকৃত কালকে সে ত করে না বিকৃতি ॥

ত্রিগুণের ধর্ম ব্যাখ্যা করিবে প্রকাশ ।
 হিতবোধে তবে তার প্রবৃত্তি-প্রকাশ ॥
 চক্ৰতির দোষ হ'লে অদ্যে না স্কৃতি ।
 স্কৃতি ঘাহার থাকে সে হয় স্কৃতি ॥
 কিছুতে না হয় এই স্কৃতির ছেদন ।
 কারণের বশে করে, কাণ্ডের সাধন ॥
 ভাল মন্দ বাছা করে প্রতি জনে জনে ।
 ইষ্টলাভ-আশা থাকে প্রতি মনে মনে ॥
 জীব-প্রবৃত্তির হেতু না ত'লে একরূপ ।
 সৃষ্টির নিয়ম তবে হইত বিরূপ ॥
 একরূপ কারণের ক্রিয়া একরূপ ।
 কিসে হবে কাঁচা তার বহুবিধ রূপ ॥
 দেখ মন ইন্দ্রিয়াদি সম সবারকার ।
 সম সব অবয়ব আঁকার প্রকার ॥
 অণুচ হতেছে ক্রিয়া পৃথক্ প্রকার ।
 প্রাক্তনের ভোগ তাই করিব স্বীকার ॥
 ইতর প্রকৃতি প্রাণী যত চরাচরে ।
 আগেতে করেছে বাছা শেষে তাই করে ॥
 আগেতে যা করে নাই শেষেতে করিবে ।
 কেমনেতে বল তার প্রমাণ হইবে ॥
 কে করে প্রবর্ত্ত কিসে প্রবৃত্তি বা পায় ।
 অণুটির হাত তারা কিরূপে ছাড়ায় ॥
 প্রাক্তনেরে ঠেলে কেলি দিয়ে রসাতল ।
 ঈশ্বর প্রবৃত্তিদাতা এই যদি বল ॥
 একেবারে ঘোরতর দোষ হবে মুলে ।
 ঈশ্বরের এ কলঙ্ক যাবে নাক' মুলে ॥
 যিনি হন রূপ আর শিবের সম্পদ ।
 তিনি নন পক্ষপাতী যুগার আশ্রয় ॥
 ইহা কি কখন বাপু সম্ভাবনা হয় ।
 যদি হন নিরপেক্ষ শুদ্ধ রূপায়ন ॥
 অদোষে কি তিনি কারে ক'রে অনুরক্ত ।
 দুঃখ দেন অবিরত নিদয়ের মত ॥
 এক জনে সাধু কর্মে ক'রে অনুরাগী ।
 নিয়তই করিবেন আনন্দের ভাগী ॥
 লৌকিক যে সব প্রভু আছে এ সংসারে ।
 যখন এ কর্ম তারা করিতে না পারে ॥
 তখন সে প্রভু যিনি ত্রিলোকের পিতা ।
 তিনি কি এমন কর্ম পায়ন করিতে ॥
 অক্লেশে অসীমাদিক প্রাণের নন্দন ।
 সামান্য দ্বন্দ্বের ধর্ম কর দরশন ॥

শাসনের আসনেতে আজ্ঞা যে তুণ ।
 তাহার অধীনে থাকে ভূতা নানারূপ ॥
 সে সবার মান কিছু একরূপ নয় ।
 যে যেমন পাত্ত তার সেইরূপ হয় ॥
 কার্য অহুগারে হয় মান অপমান ।
 তিরস্কার পূরস্কার বেতন বিধান ॥
 স্বভাবে-পরীক্ষিত হন এইমত ।
 সুবিচার পরায়ণ পক্ষপাত হত ॥
 দুষ্টির দমন আর শিষ্টের পালন ।
 সাধু ভূগতির হয় এই অলক্ষণ ॥
 প্রাক্তনের ক্রিয়া তাঁর করি অগোচর ।
 ভূমতি প্রদান তারে করেন ঈশ্বর ॥
 যদিও প্রাক্তন তাঁর ভাগ্যের ভাগ্যার ।
 অকৃত্তির ফলে হয় সাধু-সংস্কার ॥
 এ কথা অজ্ঞা আমি করিনে করিনে ।
 কিন্তু তারে মূলে ব'লে ধরিনে ধরিনে ॥
 সেই সব প্রাক্তনাদি ক্রিয়া অহুগারে ।
 সাধু পথে প্রবর্ত্ত করেন বিভূ তাঁরে ॥
 জড় তারা হেতু বটে কিন্তু নয় মূল ।
 ঈশ্বর করেন সব কিছু নাই তুল ॥
 রাজ্যেরে রাজ্যের ক্রিয়া করি বিতরণ ।
 আপনি করেন কার্য্য রাজ্যের মতন ॥
 করিয়াছে জীবগণ কর্ম যত যত ।
 ঈশ্বর প্রবৃত্তি দেন সেইমত মত ॥
 যে যেমন যোগ্য তার সেরূপ নিয়োগ ।
 নিজ নিজ ভাগ্যফল তবে করে ভোগ ॥
 ক্রিয়া ফলে কার হুংখ কার হয় তোষ ।
 ইহাতে কিছুই নাই ঈশ্বরের দোষ ॥
 যে যেমন সেইরূপ না করিলে তাকে ।
 ঈশ্বরের কলঙ্কের সীমা নাহি থাকে ॥
 যদি বল প্রবর্ত্তক এরূপ প্রকারে ।
 ঈশ্বরেতে দোষ তবে দিতে কেবা পারে ॥

ঈশ্বর কারণ নয়, কেবল প্রাক্তনে হয়,
 জীব যত ভোগে অহুরত ।
 এ কথা শু কথ্য নয়, কতদূর দোষ হয়,
 দেখ তার গোলযোগ কত ॥
 পূর্বকৃত্ত কর্ম যারা, ভোগের আগেতে তারা,
 একে একে হইয়াছে নাশ ।
 কর্ম দেয় কর্মফল, কেমনে একই বল,
 সকলে করিবে উপহাস

অচেতন তারা হবে, পরিমিত কিণে হবে,
 কে রাখিবে স্থির পরিমাপ ।
 ভাতা যদি না বহিল, ফলে ফল কি হইল,
 কে করিবে রীতিমত দান ।
 চেতন আপনি যিনি, ভিতরের সাক্ষী তিনি,
 সমুদয় করি দরশন ।
 ক্রিয়া যার যে প্রকার, উপযুক্ত ফল তার,
 সেরূপ করেন বিতরণ ॥
 যদি বল এইমত, সর্বসাক্ষী সর্বগত,
 পুরুষের কিবা প্রয়োজন ।
 নিজ নিজ কার্য্য মত, ফলভোগে হয় রত,
 জীব যত সবাই চেতন ॥
 শক্তিহীন কেহ নয়, ক্রিয়া করি ফল লয়,
 সমুদয় তাঁদের গোচর ।
 আপনার! পারে বাহা, পরের উপরে তাহা,
 কেন তবে করিবে নির্ভর ॥
 শুন বাপু তবে কই, চেতন চেতন কই,
 অচেতন অজ্ঞানে সবাই ।
 সাক্ষি-চেতনের সম, থাকিবে না কিছু ভ্রম,
 এমন ত সম্ভাবনা নাই ॥
 এই জীব পরস্পরে, এখনি যে কর্ম করে,
 ক্ষণপরে স্মরণ না রয় ।
 পূর্বজন্মে শত শত, কর্ম করিয়াছে যত,
 কেমনেতে মনে তার হয় ॥
 বিশেষতঃ প্রাণী যত, তোমার কথিত মত,
 ফলভোগে হইলে স্বাধীন ।
 আপনার ক্রটিমত, ফলভোগে হয়ে রত,
 কেহ কার' হতো না অধীন ॥
 কার না থাকিত ভেদ, ছোট বড় ভেদাভেদ,
 দূরে গেলে কে মানিত কার ।
 কারে না দেখিতে হুখী, সকলেই হ'লে সুখী,
 হুংখ তবে দাঁড়াত কোথায় ॥
 অতএব বাপধন, ক্রিয়ালোকী যিনি হন,
 পক্ষপাত কিছু নাই তার ।
 বাহার বেক্ষণ কর্ম, সেরূপ বুঝিা কর্ম,
 তিনি দেন দণ্ড-পুরস্কার ॥
 ঈশ্বরেচ্ছা, বাপু আর, প্রাক্তনাদি সংস্কার,
 প্রবৃত্তির হেতু যথা হয় ।
 জীবের স্বভাব বাহা, সেইরূপে হেতু তাহা,
 অজ্ঞা হবার কিছু নয় ॥

ভাষ্য: প্রাণীচর, স্বভাবের বশে রয়, মানসিক বত যোগে, কামাদি বৃত্তির ভোগে,
 স্বভাবের অঙ্গগত চিত্ত। আত্ম মুখ পাবার কারণ।
 স্বভাব না পেলে পরে, বিষয় ভোগের তরে, ভাবী ভয় না ভাবিয়া, প্রবৃত্তির প্রেম নিরা,
 কেমনেতে হইবে প্রবৃত্ত। করে কত কুকর্ম সাধন।
 তিল আদি বীজচর, স্বভাবত: দেহময়, প্রাক্তনাদি সমুদয়, প্রবৃত্তির হেতু নয়,
 যন্ত্র-মুখে করিয়া অর্পণ। পরস্পর সমান প্রধান।
 পেষণ করিবে যত, তাহার্য করিবে তত, সবাই করার ভোগ, একের না হলে যোগ,
 শরীরের রস বিতরণ। কিছু নাহি হয় সমাধান।
 এ বলিয়া বহি ভূমি, পৃথিবীর যত ভূমি,
 মহাবিশ্ব করহ পেষণ।
 দেহরস কোথা তার, কিসে পাবে উপকার,
 মিছে হবে শরীর-পতন।
 স্বভাব যা নয় যার, ধর্ম কোথা পাবে তার,
 কর্ম তার হবে না সেরূপ।
 প্রকৃতিতে সব টানে, প্রকৃতিতে কর্ম আনে,
 প্রকৃতির ধর্ম এইরূপ।
 ইষ্টসাধনতা যার, তাতেই প্রবৃত্তি পায়,
 অকারণে না হয় প্রবেশ।
 স্বভাব স্বভাবে রয়, স্বভাব হবার নয়,
 স্বভাবেই স্বভাব বিশেষ।
 রোগী জীব যে সময়, কুপথে প্রবৃত্ত হয়,
 একেবারে নাহি যায় জ্ঞান।
 হবে ইথে অপকার, এ বোধ ত থাকে তার,
 তবু যে সে নহে সাবধান।
 কেন না সে ধৈর্য ধরে, কেনই কুপথ্য করে,
 যা করিলে প্রাণে মরে শেষ।
 যদিও না প্রাণ যাবে, পরে ত যাতনা পাবে,
 তখাচ শুনে না উপদেশ।
 যা করিবে বটে তাই, অস্ত কিছু হেতু নাই,
 আত্ম মুখে করে অভিজ্ঞ।
 কাজেই প্রবৃত্তিভরে, কুপথ্য করিলে পরে,
 কৃধা কৃধা দাহ হবে নাশ।
 কৃধা দাহে প্রাণে মরে, মেহ ছট্ কট্ করে,
 হয় হেন ব্যাকুল ক্ষয়।
 মনে এই স্থির জানে, খেলোই বাঁচিবে প্রাণে,
 তখন কি ধৈর্য আর হয়।
 মন্দ হবে ভবিষ্যতে, সে সময়ে কোন মতে,
 পরিণাম থাকে না বিচার।
 'ব্যর্থি' বলে শুধু নয়, আমি যোগে সমুদয়,
 যেটে থাকে এরূপ প্রকার।

পুত্র

পুন পুন চিত্ত, হয়ে সঙ্কুচিত,
 অসুচিত কহি বাহা।
 তাহে যত দোষ, হয়ে আত্মভোষ,
 ক্ষমা কর প্রভু তাহা।
 আপনার সহ, করি অহরহ,
 কলহ আপন হিতে।
 প্রকাশিয়ে দেহ, সমুহ সন্দেহ,
 নাশ করি দেহ পিতে
 করি প্রণিপাত, বদবধি তাত,
 সংশয় আমার রবে।
 করিব প্রস্তাব, যখন বে ভাব,
 অন্তরে উদয় হবে।
 সন্দেহ সংহার, হইলে আমার,
 কিছু আর নাহি কব।
 পেয়ে উপদেশ, জানিয়া বিশেষ,
 তখন নীরবে রব।
 জীবের প্রাক্তন, প্রবৃত্তি কারণ,
 সংস্কার যারে কচে।
 তাহাতে সংশয়, ভেদেছে উদয়,
 সে কভু নিশ্চয় নহে।
 এরূপ বিচারে, অশেষ প্রকারে,
 দোষ হ'তে পারে কত।
 তোমার বচনে, সন্দেহ ভঞ্জে,
 সন্দেহ বাড়িছে যত।
 অস্ত যেই স্তব, হইল প্রস্তুত,
 সংস্কার কোথা পাবে।
 প্রবৃত্তির স্তন, করিয়া গ্রহণ,
 ক্রিয়াক্রমে কীর থাকে।

পড়িলে অবনী, তখনি অমনি,
তাঁহার জননী হুখে ।
কোলে করি নিয়া, বৃকে শোয়াইয়া,
স্তন দেয় তার মুখে ॥
মরি মরি আঁরা, কারে কই তাঁরা,
ভাবিয়া হারাই নিশে ।
বেগ্নপে সে খায়, কে তারে শেখায়,
প্রবৃত্তি সে পায় কিসে ॥
জননী-জঠরে, অনল-কোঠরে,
শীতল রাখেন যিনি ।
তার বার স্তনে, সুধা-বিতরণে,
বালকে বাচান তিনি ॥
কল্পশানিধান, বোধের বিধান,
প্রবৃত্তি-প্রদানকারী ।
তাঁহারি কৃপার, শিশু বেঁচে যায়,
উপদেশ পায় তাঁরি ॥
বিলা সংস্কারে, হৃদ্য খেতে পারে,
বিচারে হতেছে স্থির ।
কি হবে মানিয়া, প্রাক্তনের ক্রিয়া,
নীরজ দলের নীর ॥
শিশুর ব্যাপার, যদি এ প্রকার,
স্বভাবে সম্ভবে হবে ।
শত শত বার, মরা বাঁচা আর,
কে করে স্বীকার তবে ॥
তোমার বচনে, হেতু নিরূপণে,
গোলযোগ কত বটে ।
স্থির করি মন, দেখুন এখন,
বটে কি না ইহা বটে ॥
আপনার মতে, জীব এ অগতে,
আগে যাহা করিয়াছে ।
ক্রিয়াধীন তার, একটি সংস্কার,
আছেই আছেই আছে ॥
যায় যাহা কল, না হয় বিকল,
অদৃষ্ট কড় না মরে ।
প্রথমে বে জন, করেছে যেমন,
শেষেতে তেমনি করে ॥
এখনি যে মৃত, হইল প্রহত,
অমনি খেতেছে মাই ।
পূর্ব-সংস্কার, কারণ তাঁহার,
তাঁহাতে সংশয় নাই ॥

কিসের আভাব, আছেই স্বভাব,
স্ব-ভাব হবেই লবে ।
অদৃষ্টের ভোগ, সেই যোগাযোগ,
হবেই হবেই হবে ॥
আছে জ্ঞান বল, যত কথা বল,
বল করি নিজ পক্ষে ।
কলে কোথা ফল, এ নহে প্রবল,
শেষ কিসে পায় রক্ষে ॥
আদির নির্ণয়, যদি তাহে হয়,
সংশয় কিছু না রয়ে ।
হইয়া সম্ভব, আপনার মত,
মনোমত হবে কহে ॥
আদি জন্ম কবে, আদি মরে কবে,
সবে কবে এই মত ।
তা হ'লে ত আর, বাটে না বিচার,
প্রমাণ করিবে কত ॥
জন্ম-জন্মান্তর, আছে নিরন্তর,
আসে যায় জীব যত ।
তাহে করি ফাঁকি, কত জন্ম থাকি,
কত বা হয়েছে গত ॥
আদি আছে বার, অন্ত চাই তার,
আদি অন্ত ছাড়া কিবা ।
কাল-পরিক্ষেপে, আদি-অন্ত-ভেদে
আসে যায় নিশা দিবা ॥
প্রভাত ধরিয়া, প্রভেদ কি,
দিবা-নিশা সীমা হয় ।
রাশি-পক্ষ যত, হয় সেই মত,
সীমা ছাড়া কেহ নয় ।
অতএব কই, জন্ম যারে কই,
আদি অন্ত চাই তার ।
গোড়া বিনা আগা, কসে থাকে লান্না,
ভোগাতে তুলিলে আর ॥
ধরাধামে যত, যত শত শত,
আগাগোড়া ছাড়া মাই ।
জীবের শরীর, আদি অন্ত স্থির,
শেষ ক'রে বল তাই ॥
কে আগে জন্মিল, কি কর্তৃ করিল,
অদৃষ্ট পাইল কিসে ।
মূল নিরূপিত, হইলে নিশ্চিত,
তবে ত তারিবে নিশে ॥

এক্ষণ প্রকারে, বিশেষ বিচারে,
 প্রথম ধরিলে হবে ॥
 নাহি পূর্বক্লিষ্টা, প্রাক্তন লইয়া,
 গোল কত তার হবে ॥
 প্রথমে যখন, হইল নন্দন,
 আদি জন্ম সেই তার ।
 কিছুই না জানে, তবে হৃষ্ট পানে,
 কোথা পেলো সংস্কার ।
 ইহাতে নিশ্চর, হতেছে নির্ণয়,
 সর্বদয় যায়ে বলে ।
 শিশু হৃত বত, হৃষ্ট-পানে রত,
 তাঁহারই করুণাবলে ॥
 যে হয় উচিত, বৃথিা বিহিত,
 তাহে নিরোজিত করে ।
 তাঁহার ইচ্ছায়, জীব সমুদয়,
 চরাচরে সুখে চরে ।
 কোথা সে অদৃষ্ট, সবানি অদৃষ্ট,
 প্রমাণে অদৃষ্ট নয় ।
 অপূর্ণ স্বীকার, অপূর্ণ বিচার,
 ঘোষ ছাড়া কিসে হয় ॥
 প্রাক্তন উপর, করিলে নির্ভর,
 স্থির নাহি হ'তে পারে ।
 যিনি সর্বগত, পক্ষপাত হত,
 কেমনে করিলে তাঁরে ॥
 আদ্য বচন, করিলে গ্রহণ,
 ঘোষ কিছু নাহি হয় ।
 তব-চরাচরে, পরম-ঈশ্বরে,
 পক্ষপাতী কেবা কর ॥
 ইহ জন্ম বই, জন্ম আর কই,
 প্রসঙ্গ করিলে তার ।
 মিছে ভর্তুকি এনে, পূর্বজন্ম যেনে,
 কেবলি কলহ সাধ ॥
 ঈশ্বরের নিগূঢ় যে সার অতিপ্রায় ।
 যাকবের বুদ্ধি কত সে পথে না ধার ॥
 গোপনীয় কি ভাব রয়েছে তাঁর মনে ।
 অজানি নাহবে তাহা জানিবে কেমনে ॥
 বিনা স্বার্থে সৃজিলেন অখিল সংসার ।
 ইথে কিছু নাহি তাঁর নিজ উপকার ॥
 কেবলি লীলার হেতু যে রচিল তব ।
 পক্ষপাত ঘোষ তার কিরূপে সম্ভব ॥

যে কোন বিষয়ে হ'ক স্বার্থ থাকে তার ।
 সহজেই সেই করে অস্তায় আচার ॥
 নিরপেক্ষ নিত্যধর নিরঞ্জন যিনি ।
 এ তব অনিত্য লীলা করয়েছন তিনি ॥
 সত্বক্শে সন্ধান করি দেখে অনার্যাসে ।
 লীলা বিনা আর কিছু বৃত্তিতে না আসে ॥
 বিভারিত এই বিশ্ব দৃশ্য মনোহর ।
 চরাচরে সুখে চরে জীব বহুতর ॥
 কেহ ছোট কেহ বড় এইরূপ যত ।
 ইতর-বিশেষ তার ভেগাভেগ কত ॥
 এ ভেদ প্রভেদ করে শক্তি আছে কার ।
 কাজেই করিতে হবে লীলার স্বীকার ॥
 অনিত্য-ভবের সৃষ্টি ক্রীড়ার কারণে ।
 আদি মাত্র জন্ম লাভ করে প্রতি জনে ॥
 কেহ স্থখী কেহ দুখী তবের ভিতরে ।
 কেহ ভাল কেহ মন্দ ক্রিয়া কত করে ॥
 এইমত রত বত আদ্য নাহি ।
 পরম্পর অবস্থায় সমান না পাই ॥
 সমান না হলো হলো তার কিবা কতি ।
 সাধ্য কার ঘোষ দেয় ঈশ্বরের প্রতি ॥
 ঈশ্বরীয় লীলা এই, যদি এই রটে ।
 কোন দিকে কিছুতেই ঘোষ নাহি ঘটে ॥
 নাস্টকর সৃজনার বৈরাগ্য প্রকার ।
 ক'রে থাকে নানারূপ বাজার প্রচার ॥
 ভববাজা অধিকল হয় সেইমত ।
 একমাত্র অধিকারী সেই সর্বগত ॥
 সামান্য বাজার পতি ইচ্ছা অহুগারে ।
 সাজাতেছে কত লভ অশেষ প্রকারে ॥
 অজা, তেজা, হাতী, বোড়া, রাজা, প্রজা, কৃষি ।
 বাসী, বাস আদি করি বোগী আর খুশি ॥
 যে সাজে সাজার ব্যারে সে ধরে সে সাজ ।
 ধরিতে ইতর সাজ নাহি করে সাজ ॥
 কার নাই অভিমান কার নাই হুখ ।
 সকলেই সাজে সাজ পেয়ে সম সুখ ॥
 একজন কতবার কত সাজ ধরে ।
 অধিকারী তুষ্ট বাহে তাই মাত্র করে ॥
 বাহারে যেমন বলে সে ধরে সে বেশ ।
 উত্তরবিশেষভেদে নাহি সাজ বেধ ॥
 ঈশ্বরের খেলা হয় সেরূপ এ ভবে ।
 তাঁহাতে ঐক্য আদি ঘোষ কিসে হবে ॥

অতএব পূৰ্ণকৃত কৰ্ম বাহা হয় ।
 প্রবৃত্তির কারণ সে কোনমতে নয় ॥
 ঈশ্বর প্রবৃত্তিকারী আপনই হন ।
 করেন প্রবৃত্তি দান বখন যেমন ॥
 তখন প্রবৃত্তি পাই সেরূপ প্রকার ।
 সেইরূপ কার্য করি ইচ্ছা বাহা তাঁর ॥
 প্রাক্তন প্রবৃত্তি হেতু নয় নয় নয় ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা মূল নিশ্চয় নিশ্চয় ॥

পিতা

তোমার মুখের অমৃত-বাণী ।
 শুনিয়া অন্তরে সন্তোষ মানি ॥
 যতনে যতই করিবে তত্ত্ব ।
 ততই পাইবে নিগূঢ় তত্ত্ব ॥
 লহ উপদেশ হে প্রিয়তম ।
 ক্রমেতে ঘুচিবে মনের ভ্রম ॥
 সংশয় উন্নয় হ'লে হৃদয়ে ।
 প্রকাশ করিবে অকুতোভয়ে ॥
 বোধবিধু তাহে বিকাশ হবে ।
 অজ্ঞান তিমির কিছু না রবে ॥
 যদিবিধি মনে সন্দেহ রহে ।
 নীরবে থাক ত উচিত নহে ॥
 বাপু হে প্রভাব করিবে যত ।
 সন্দেহ-ভঞ্জন করিবে তত ॥
 বল বল বল বলিবে কত ।
 উত্তর করিতে নহি বিরত ॥
 আঁধারে রয়েছ প্রদীপ আলো ।
 তবে ত দেখিবে হইলে আলো ॥
 আলো বিনা আঁধি মিছে কি হবে ।
 আঁধারে রতন কে পায় কবে ॥
 বাপু হে তোমার মনে হতেছে সংশয় ।
 পূৰ্ণ আর পরজন্মে কর না প্রত্যয় ॥
 প্রত্যয়ে ব্যত্যয় করি হতেছ অস্থির ।
 আমি বাহা বলিয়াছি স্থির তাই স্থির ॥
 জীব-প্রবৃত্তির হেতু করিতে নির্ণয় ।
 তুলিতেছ মিছে তর্ক ব্যক্তি বাহা নয় ॥
 জীবের প্রবৃত্তি বাহা দেখিছ সংসারে ।
 স্থির হ'য়ে মৰ্ম লও বিশেষ বিচারে ॥

"প্রাক্তনাবি" হেতু তার হ'তে নাহি পারে ।
 কে বলে তোমারে বাপু কে বলে তোমারে ॥
 পূৰ্ণকৃত কৰ্ম না মানিলে ।
 মিছামিছি মাথাহুণ্ড বিচার করিলে ॥
 কোটিবারে হবে নাক বোধের উদয় ।
 তিমিরে আচ্ছন্ন রবে তোমার জ্বর ॥
 প্রাণ-প্রবৃত্তির প্রতি কারণ বা হয় ।
 অগৃহ্য প্রাক্তন আদি তাহারেই কর ॥
 ইহাতে উন্নয় হ'লে সন্দেহ তোমার ।
 কাজেই করিতে হবে এক্ষণ বিচার ॥
 পূৰ্ণ আর পরজন্ম শাস্ত্র বাহা পাই ।
 আছে কি না আছে তাহা স্থির করা চাই ॥
 উৎপাদন যদি কর আপত্তি এক্ষণ ।
 নির্ণয় করিতে হবে জীবের স্বরূপ ॥
 স্বধ-দ্রব্য ভোগাভোগ কে করে সংসারে ।
 জীব ব'লে বাচ্য তবে কহা যায় কারে ॥
 স্থল স্থল-কারণ-শরীরযুক্ত যিনি ।
 চেতন বা আত্মা নামে উক্ত হন তিনি ॥
 সেই আত্মা যিনি এই শরীর আগারে ।
 জীব ব'লে ব্যবহার করা যায় তাঁরে ॥
 এ কথা অবগত তুমি করিবে স্বীকার ।
 ইহাতে সংশয় মাত্র কিছু নাই আর ॥
 নিজ মনে এই গুলি রাখিয়া স্মরণ ।
 ধীর হয়ে কর দেখি তত্ত্ব নিরূপণ ॥
 এই জীব পূৰ্ণে কতু জন্মে নাই আর ।
 পরেও হবে না আর জন্মগত তার ॥
 তবে মাত্র এলো জীব এই জন্ম লয়ে ।
 ম'রে গেলে একেবারে যাবে শেষ হয়ে ॥
 এমত সিদ্ধান্ত যদি কর সপ্রমাণ ।
 করিতে হইবে তার কারণ সম্ভান ॥
 যাতে না প্রমাণ আছে না আছে কারণ ।
 কেমনে প্রামাণ্য করি সে সব বচন ॥
 অকারণে কহিতেছ কথা যে সকল ।
 কোনমতে নহে তাহা বিশ্বাসের স্থল ॥
 পূৰ্ণাঙ্গের জন্ম বাহা আলোক সে হয় ।
 বল বল কিরূপেতে করিবে নিশ্চয় ॥
 কোথায় প্রমাণ পেলে তত্ত্ব-নিরূপণে ।
 অতাব নির্ণয় তার করিবে কেমনে ॥
 এক্ষণ যতগি বল তুলে এক হল ।
 অসাসিক বিশ্বের সাক্ষীতে কি কল ॥

যদা ঈর্ষা এই হই হতেছে প্রত্যক্ষ ।
 প্রয়োজন নাহি ইথে প্রমাণ পরোক্ষ ॥
 নব জীব একবার জন্মলাভ করে ।
 সেই জীব সমস্তে ক্রমে নব মরে ॥
 সত্যরূপে দেখিতেছি আদ্যমুখি ।
 অপর সাক্ষীর আর আবশ্যক নাই ॥
 পূর্বাঙ্গের জন্মের প্রমাণ নাহি পাই ।
 ম'রে কেহ অভাবধি কিরে আসে নাই ॥
 নিক্র চোখে দৃষ্টি করি গিয়া পরলোকে ।
 কে এসেছে সাক্ষ্য দিতে এই পরলোকে ॥
 অতএব কার বাক্য করিয়া নির্ভ্রাণ ।
 শত শত জন্মে আমি করিব বিশ্বাস ॥
 কিছুতেই সত্যরূপে সাক্ষী নাই যার ।
 কাজেই করিব তার অভাব স্বীকার ॥
 বাশধন, ছি ছি তুমি এমন তনয় ।
 বিচারের ধর্ম কতু এমন ত নয় ॥
 প্রাণিতব-নিরূপণ কর্তন ব্যাপার ।
 সহজে সংশয় ছেদ হতে পারে কার ॥
 পূর্বে আর পরজন্ম নাহি মানে যার ।
 অভাবধি মাতৃ-গর্ভে বাস করে তার ॥
 যোগতর মহামেঘে অ'ধার করিয় ।
 জ্ঞানরূপ রবিকর রেখেছ ঢাকিয় ॥
 দেখিতে না পায় কিছু দেখিতে না পায় ।
 সন্দেহ কি তার বাপু সন্দেহ কি তার ॥
 পূর্বে আর বর্তমান জন্ম পর পর ।
 আছেই আছেই আছে আছে নিরন্তর ॥
 বস দেখ চন্ডালের চরে জীব হবে ।
 আসে ছিল মধ্যে হ'লো পরে পুন হবে ॥
 জন্ম, স্থিতি, ভল, এই জীবের স্বভাব ।
 কিছুতেই যার আর না হয় অভাব ॥
 আপনাদের অস্ত পরে কর দরশন ।
 জন্ম, স্থিতি, বাশ ছাড়া নহে কোন জন ॥
 এই জন্ম এই বাশ সাক্ষ্য করে দান ।
 পূর্বাঙ্গের জন্মে আর কি চাই প্রমাণ ॥
 স্বভাব্যেই সিদ্ধ হয় এক্সণ প্রকার ।
 স্বভাব স্বভাব সেবে সাক্ষ্য করে তার ॥
 ইথেই তোমার মনে সন্দেহ হবে না ।
 প্রমাণের হেতু আর তা'বিতে হবে না ॥
 এখনি সন্দেহ হবে তথ্য-নিরূপণ ।
 এ অপভে বস কিছু কর দরশন ॥

স্বভাবে অভাব তার যেরে না যেরে না ।
 স্বভাবের অতিক্রম করে না করে না ॥
 স্বভাব আপন ভাব হয়ে হয়ে না ।
 অবস্থার ভেবে কতু মরে না মরে না ॥
 বেৎস প্রচুর রূপে প্রবল প্রমাণ ।
 রসরূপে পৃথিবীতে অল বিস্তার ॥
 পরীক্ষার পরিদৃষ্ট সে জলের ভাব ।
 তরল সরল আর শীতল স্বভাব ॥
 তপন আপন প্রভা করি প্রকটন ।
 ক্রমে ক্রমে সেই জল করে আকর্ষণ ॥
 আকাশে আকৃষ্ট হয়ে সেই বারিচর ।
 মেঘাকারে পরিপত হয় যে সময় ॥
 আর এক ভাব ধরে তখন সে জল ।
 নরনে না দৃষ্ট হয় কোমল তরল ।
 ধুম্রাকার অন্ধকার নানারূপ ধরে ।
 খেচর হইয়া ঘন ঘনরূপে চরে ॥
 সেই ঘন ঘন, ঘন পবন-প্রহারে ।
 যখন ভূতলে পড়ে জলের আকারে ॥
 পুনরায় দেখা যায় যে জল সে জল ।
 তরল সরল সেই কোমল শীতল ॥
 পুন হর সমুদ্র পূর্বের মতন ।
 স্বরূপ গুণের তার কে করে পতন ॥
 বেরূপ দেখিলে এই জলের ব্যাপার ।
 সকল নিশ্চয় জেনো সেরূপ প্রকার ॥
 যদি কিছু নাহি হয় দৃষ্টির গোচর ।
 তাহাতে কি হবে তার গুণের অস্তর ॥
 কিছু কাল দৃষ্টিপথে না রয় না রয় ।
 স্বভাবে স্বভাব তার কদাচই নয় ॥
 জ্ঞান-নেত্রে যে দেখিবে বস্তু সমুদ্র ।
 তার কাছে অভাব কি দৃষ্ট কতু হয় ॥
 আবোধে না দেখে বলে অভাব হয়েছে ।
 সে বলিবে বিজ্ঞান সকলি রয়েছে ।
 কার্য্য আর কারণ অবস্থা এই তিন ।
 সকল পদার্থ এই তিনের অধীন ॥
 ঈশ্বরের কৃপায় যে জ্ঞানপ্রাপ্তি পায় ।
 কোনরূপ ভ্রম নাহি স্পর্শ করে তার ॥
 কোন এক জ্ঞানবান করেন যখন ।
 কোন এক বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ ।
 বস্তুর স্বভাব জল হয় যে প্রকার ।
 তখন সেরূপ তিনি করেন বিচার ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী

লৌকিক প্রমাণ সাক্ষী কিছু নাহি চান ।

জ্ঞানেতে করেন শুধু কারণ সম্বন্ধ ॥

যে বিষয় দৃষ্ট হয় জ্ঞানের গোচরে ।

সে বিষয়ে সাক্ষীর কি প্রয়োজন করে ॥

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নাহি হয় ।

তাঁদের অস্তিত্বে যদি না কর প্রত্যয় ॥

অজ্ঞানেতে সবে যদি এইরূপ বলে ।

অগতের কার্য্য যত কিসে তবে চলে ॥

নয়নাগ্নি ইন্দ্রিয় ত সবাবি সমান ।

দৃষ্টি আদি কিয়া যাছে হয় সমাধান ॥

সে সব ইন্দ্রিয় কেহ দেখিতে না পাই ।

এ ব'লে কি বলা যাবে চোক্ষ কান নাই ॥

নিজ চোখে নিজ চোখে দেখিতে না পাই ।

কিছু কতি নাই তার কিছু কতি নাই ॥

ঘট, পট আদি করি হেরি যে সকল ।

ভেজোন্ময় নয়নের জ্যোতির সে বল ॥

নয়নে না হয় কভু প্রতি দর্শন ।

সে প্রবণ করিতেছে বচন শ্রবণ ॥

নাশা আর রসনারে দেখা নাহি যায় ।

রস আর ভ্রাণের প্রত্যক্ষ হয় তার ॥

জ্ঞতি নেত্র নাশা জীব স্ব স্ব গুণ লয়ে ।

নিয়ত দিগ্ভেদে সাক্ষ্য বদনেতে রয়ে ॥

অগত ইন্দ্রিয় নাই যদি কেহ কর ।

পাগল পাগল সেই জানিবে নিশ্চয় ॥

ঋতবর্ষ গত হলো বড়িরাছে যাহা ।

প্রমাণে প্রত্যক্ষ দেখ হইতেছে তাহা ॥

সে সব ঘটনা আগে দেখিরাছে যারা ।

অভাষি অগতে কেহ বেঁচে নাই তারা ॥

রয়েছে সকল কার্য্য দেখিতেছে সবে ।

চাক্ষুস সাক্ষীর বল অপেক্ষা কি তবে ॥

প্রাণাধিক শুন শুন,

অধিক কি কব পুন,

মিছে এক প্রস্তাবনা নিয়া ।

বুধা হ'ল পরিভ্রম,

গেল না তোরার ত্রম,

মানিবে না প্রাক্তনের কিরা ॥

অথেক নীরবে রও,

একমনে তব্ব লও,

তবে যাবে সংশয় কাটিয়া ।

ভ্রাত তুমি যার মতে,

তারে আমি তালমতে,

সেখাইব চোখে হাত দিয়া ॥

কায় বাক্যে তুলিতেছ,

বুধা বাব তুলিতেছ,

উপিতত্ব সংশয়-মাগরে ।

পরল বিতর্ক হয়,

তরল-স্বভাব ধর,

কথা শুন সরল অন্তরে ॥

প্রাক্তনাদি কর্মকলে,

যত জীব ধরাভলে,

যার আসে শত শত বায় ।

ম'রে পুন ধরে দেহ,

বচনে দেখেছে কেহ,

সাক্ষী তুমি নাহি পাও তার ॥

করিলে এক্রূপ উক্তি,

বিচারে চলে না যুক্তি,

সমুদয় মিথ্যা হয়ে যায় ।

যত কিছু এ ভুবনে,

তব্ব তার নিরূপণে,

দেখা-সাক্ষী পাইবে কোথায় ॥

পার্শ্বিক-পদার্থচয়,

পেত নাক পরিচয়,

একবারে একে হ'ত আর ।

তোমাদের মতে চ'লে,

ঈশ্বর আছেন ব'লে,

কেহ না করিত অস্বীকার ॥

ধরে প্রাণী বহু দেহ,

যেক্রপ দেখেনি কেহ,

তর্ক কর এই কথা নিয়া ।

ঈশ্বরের কাছে গিয়া,

ঈশ্বরের বত কিয়া,

সেক্রপ কে এসেছে দেখিয়া ॥

হৃষ্টিকারী যিনি হন,

দৃষ্টিপথে নাহি হন,

অথচ মানিতে হয় তাঁরে ।

কার্য্য যার এ সংসার,

কারণ রূপেতে তাঁর,

ব্যক্ত তিনি বিবিধ ব্যাপারে ॥

এক্রূপ না মানো যদি,

উৎখলিয়া ত্রাস্তি-নদী,

ডুবায়েবে নিয়ম নগর ।

বাইলে অজ্ঞান জল,

বিমল যুক্তির স্থল,

হইবে না জ্ঞানের গোচর ॥

আছে অম পূর্বাপর,

জ্ঞানশূন্য বিজ্ঞবর,

পরস্পর করেন স্বীকার ।

অম স্থিতি নাশ মেনে,

ভূত ভবিষ্যৎ মেনে,

স্থানিয়মে চলিছে সংসার ॥

একমাত্র অম হয়,

বাহারা এ কথা কর,

তাঁদের জিজ্ঞাসা কর গিয়া ।

ম'লেই হুয়ায়ে যার,

না আসে পুনরার,

জানিয়াছে কেমন করিয়া ।

পূর্বের জীব অয়ে লগা,

তাহারা কি গিয়া তথা,

কিবে এসে কহিছে এমন ।

ম'লে আর অম নাই,

গিয়া ভবিষ্যৎ-টাই,

চোখে কি করেছে দর্শন ॥

একবার অয়ে সব,

ম'লেই হ'লেই শব,

ক'পুরের মত উপে যায় ।

কিছু দিন মাত্র রইবে,

অলৌক পদার্থ হবে,

মহাশিল্পী মহেশ্বর,

সর্বশক্তি বিবকর,

একে একে লোপ সব পায় ।

এতই কি হবেন অক্ষয় ।

এ সব প্রত্যক্ষবাদী,

হরে বোর প্রতিবাদী,

কারণ অবস্থা নিরা,

স্বীয় শক্তি স্বপরিচয়,

না মানেন পূর্ব-সংস্কার ।

জীবের গড়িতে বার বার ।

গান-নেত্র নাহি পান,

অন্ধবৎ বঁকে যান,

হরে এই ভবব্যব,

হন তিনি পরাভব,

তাদের বিচারে নমস্কার ।

কিছুই কি শক্তি নাই তাঁর ।

কোঁপের মানিবে না,

কার্য হেতু জানিবে না,

এক জীবের একবার,

রচিতো ক্ষমতা তাঁর,

আনিবে না স্বক্তির বিচার ।

বহু শ্রম করেন স্বীকার ।

শাস্তিক কাহারে বলে,

সে কল কি গাছে ফলে,

সেই জীবের সে প্রকারে,

চুইবার রচিবারে,

নাশ্তিকতা কারে বলি আর ।

হয়ে যায় শক্তির সংস্কার ।

হাদের উপদেশে,

সকলে চলিলে দেশে,

যিনি হন সর্ব-শক্তি,

হরিছ তাঁহার শক্তি,

ধর্ম-কর্ম কিছু নাহি রবে ।

শক্তিহীন কহিছ অনার্যাসে ।

পরিপূর্ণ পাপভরে,

সর্বমতে এ সংসারে,

তুলিলে এরূপ কথা,

উপহাস বধা তথা,

নিয়মের ব্যতিক্রম হবে ।

পাগলে পাগল ব'লে হালে ।

জন্ম নিয়া প্রাচীণর,

স্বভাবে প্রবৃত্ত হয়,

কেন বাপু করিতেছ প্রলাপ মর্শন ।

অদৃষ্টের অপেক্ষা না রাখে ।

তাল নয় তাল নয় এ সব বচন ।

ম'রেই পাইবে লয়,

এরূপ বস্তৃপি হয়,

তোমাদের অভিপ্রায় বেক্রপ প্রকার ।

ঈশ্বরে ঈশ্বর কোথা থাকে ।

ঈশ্বরের কর্মে তাঁর ঘটে ব্যক্তিভার ।

মিছে খেদ করি আঁহা,

কহিলাম আমি বাহা,

প্রাণী সব ম'রে গিয়ে অমনি হুয়ার ।

যদি তাহা না কর প্রমাণ ।

পুনরায় কেহ আর অন্ম নাহি পায় ।

জগতের কতা যেই,

জগতে হইবে সেই,

কাজেই ইহাতে ঘটে দোষ অভিযয় ।

অচেতন অড়ের সমান ।

ঈশ্বরীয় মহিমায় কলঙ্ক যে হয় ।

তোমাদের উক্তি নিরা,

উপদেশ-পথে গিয়া,

আগেতে ছিল না শক্তি জীব গড়িবারে ।

যদি আমি এরূপ বুঝাই ।

পরেও রবে না তাহা সেই অল্পহারে ।

সবে কবে এ প্রকার,

এক বিনা চুইবার,

মাঝে মাঝ কিছু দিন ক্ষমতা পাইয়া ।

রচিবার শক্তি তাঁর নাই ।

করিছেন মিছে সীলা জীব গড়াইয়া ।

চোখে দেখা নহে শোনা,

স্বর্ণকার লয়ে সোনা,

এরূপ অক্ষম যদি সেই ভগবান ।

করে দেখ কেমনে ব্যাপার ।

কেমনে বলি তাঁরে সর্বশক্তিমান ।

স্বর্ণ স্বর্ণ রেখে,

ভেঙে চূরে থেকে থেকে,

শাস্ত্রের নিগূঢ়তাব অর্থ বোধ করে ।

গড়িতেছে কত অলঙ্কার ।

ছলে আর বলে তাঁর বল লও হরে ।

সোনা মাত্র এক খণ্ড,

করি তাহা খণ্ড খণ্ড,

এত কাল মরিলাম এত শাস্ত্র ঘেঁটে ।

করে ভূষা বিবিধ প্রকার ।

উঠিতে পারিলে তবু তোমাদের এঁটে ।

পূম পোড়াইয়া ভাই,

জড় করি এক টাই,

ঈশ্বরীয় তত্ত্ব যদি বলে দেও কেটে ।

পূর্ববৎ গড়ে পুনর্বার ।

“সর্বশক্তিময়” নাম ফেলা তাঁর ছেঁটে ।

এ প্রকারে বারে বার,

একজন স্বর্ণকার,

সর্বশক্তি সঞ্চারিত কতু নাই তাঁর ।

যদি পারে গড়িতে এরূপ ।

এমন অস্তায় কথা বলা নাহি যায় ।

স্বর্ণখণ্ড উপলব্ধ,

তাহে খণ্ড লব্ধ লব্ধ,

বিভিন্ন সকল শক্তি তাঁতেই সম্ভবে ।

নাহি করে স্বরূপে বিরূপ ।

হবেই হবেই ইহা বলিতেই হবে ।

অভাব্য বাপদন,

যিনি হন নিত্যধন,

কুপ-কার্যের কতা বধা স্বর্ণকার ।

নিরূপণ স্বর্ণ-মোহন ।

উপহাস-কাণ্ড স্বর্ণ হয় তাঁর ।

জীব-জন্মের জৈশ কৰ্ত্তা সে প্রকার ।
 পরমাণু—উপাদান—কারণ তাহার ॥
 যে সকল পরমাণু একত্র হইয়া ।
 বিচ্ছিন্ন মনোহর শরীর ধরিয়া ॥
 সৃষ্টিকালাবধি আর অস্ত হয় গত ।
 পরস্পর এই সব পরমাণু যত ॥
 আকর্ষণ যোগাযোগ শক্তি হয়ে হারা ।
 আগেতে কি ছাড়া হয়ে ছিল সব তারা ॥
 আকর্ষণ যোগে হয়ে জড় এক ঠাঁই ।
 এত কাল সমবেত হ'তে পারে নাই ॥
 অধুনা কেবলমাত্র সমবেত হয়ে ।
 প্রকাশিত হইতেছে দেহ নাম লয়ে ॥
 হ'লে পরে এ জীবের জীবন সংহার ।
 তাদের সে শক্তি পুন থাকিবে না আর ॥
 যোগাযোগ গুণ আর রবে না রবে না ।
 পূর্ববৎ সমবেত হবে না হবে না ।
 তা নয় তা নয় বাপু তা নয় তা নয় ।
 কথার মতন কথা এ কথা কি হয় ॥
 পরমাণু-পুঞ্জ সদা বৃদ্ধ পরস্পরে ।
 চিরকাল সমভাবে সমগুণ ধরে ॥
 প'ড়ে সেই সর্বাঙ্গের ঈশ্বরের করে ।
 নুতন নুতন দেহ বিরচনা করে ॥
 এল্পপ যত্নপি তুমি না কর স্বীকার ।
 নিশ্চয় তোমার তবে বুদ্ধির বিকার ॥
 আত্মা হন অবিনাশী মানিতে ত হবে ।
 শরীর-গ্রহণ-শক্তি হলো তাঁর কবে ॥
 আত্মার কি সবে এই নবকলের ।
 আবার হবে না পুনঃ দেহ গেলে পর ॥
 দেহ-ধারণার শক্তি একেবারে যাবে ।
 রবেন কি ভবিষ্যতে নিরাশ্র-ভাবে ॥
 এল্পপ কি সম্ভাবনা হ'তে কতু পারে ।
 কি কব তোমায়ে আর কি কব তোমায়ে ॥
 কার কাছে হেন কথা বলো নাক গিয়া ।
 যে শুনিবে সেই দেবে হেসে উড়াইয়া ॥
 যে আপত্তি পূর্বেতে করেছ উত্থাপন ।
 এখন করিব আমি তাহার খণ্ডন ॥
 কান পেতে শুন যদি মনোযোগ দিয়া ।
 বিদ্যার সার্থক তবে প্রকাশ করিয়া ॥
 বিশ্বাস তোমার কাছে স্থান যদি পায় ।
 কাটিব তোমার কথা তোমারি কথায় ॥

যে সূত প্রসূত হয়ে পড়িল অমনী ।
 স্তনপান করিতেছে তখন অমনি ॥
 তুমি বল স্বভাবেতে দুগ্ধ সেই খায় ।
 ঈশ্বরের করুণার প্রাণে বেঁচে যায় ॥
 প্রথম সে স্তনপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া ।
 মানিবে তা পূর্বকার প্রাক্তনের ক্রিয়া ॥
 সে প্রবৃত্তি-কথা যদি একপেতে কবে ।
 পূর্বাপর জন্ম তবে মানিতেই হবে ॥
 শিশুটি না প্রথমে জন্মিলে একবার ।
 মাই খেতে কখন পেত না সংস্কার ॥
 আগে আগে দুগ্ধপান করিয়াছে যাই ।
 সংস্কারে এক্ষণে খেতেছে তাই মাই ॥
 প্রাক্তনের কলে হয় যেই সংস্কার ।
 যদ্যপি না লয়ে বিতু তাঁর সহকার ॥
 বাগকের আপনি প্রবৃত্তি দিয়া দান ॥
 বাঁচান করুণা করি করুণানিধান ॥
 ইহাতে করুণাময় নাম হ'ল তাঁর ।
 কলঙ্কের পরিসীমা নাহি থাকে আর ॥
 সে প্রবৃত্তি হ'লে পরে ঈশ্বরের ক্রিয়া ।
 তবে আর কোন শিশু যেতো না মরিয়া ॥
 সব ছেলে বেঁচে যেতো আসিয়া অমনী ।
 হাহাকার করিত না কাহার জননী ॥
 দেখ দেখ যত শিশু পড়িয়া ধরায় ।
 অমনি মায়ের কোল শূন্য করি যায় ॥
 ঈশ্বরের বৃকে বাঁশ দিয়েছে কি আগে ।
 প্রাণনাশ করিলেন সেই রাগে রাগে ॥
 ঈশ্বরের সর্বনাশ কি করেছে তারা ।
 দুগ্ধপান না করিয়া প্রাণে যায় মারা ॥
 তোমারি বচনে নাই তাদের ত পাপ ।
 তবে কেন শোকে মরে তাদের মা বাপ ॥
 প্রথমে জন্মে নাই জন্ম এই সবে ।
 বিনা কর্মে আদি জন্মে পাপ কিসে হবে ।
 আপনি নীরব হবে আপন বিচারে ।
 কষ্ট পেয়ে কেন তারা মরে অনাহারে ॥
 অপার রূপার ধন সেই ভগবান্ ।
 তাঁর কাছে একরূপে সকলি সমান ॥
 নিরপেক্ষ নিরাময় নিত্য নিরঞ্জন ।
 সমক্ষেই সকল করেন ধ্বংসন ॥
 প্রবর্তক হ'লে তিনি এমন কি হয় ।
 অনাহারে অকালেতে যায় বয়ালয় ॥

একরে প্রবৃত্তি নিজে রাখেন বাচিয়ে ।
 অপরে নিখর হয়ে কেনেন খারিয়ে ॥
 কতু জানে, কতু হন ভ্রমভেদে আবুল ।
 তার বেলা তুল নাই এর বেলা তুল ॥
 জগতের পালক যে, তোলা যদি হয় ।
 পালনের শক্তি তাঁর কিরূপেতে রয় ॥
 তোলা মহেশ্বর ঘটে কিছু নন তোলা ।
 বিচারীর বস্তু কিছু সব আছে তোলা ॥
 বাহা বাহা ঘটে তাহা তাহারি কপালে ।
 কিছু মাত্র তুল নাই বিচারের কালে ॥
 সদর-সুদর সেই দয়ার নিধান ।
 কখনই নন তিনি নিদয় পাষণ ॥
 সকলই নিজ নিজ ভাগ্য ভোগ করে ।
 কর্মগুণে বাঁচে আর কর্মদোষে মরে ॥
 জীবের প্রাক্তর-কর্ম্যে করিয়া নির্ভর ।
 প্রবৃত্তির দাতা হন যতশি জৈশ্বর ॥
 এরূপ কহিলে কিছু দোষ নাহি রয় ।
 একেবারে ঘুচে যায় সকল সংশয় ॥
 জৈশ্বর অপকৃপাতী হইবে প্রমাণ ।
 তাঁহাতে বৈষম্য-দোষ কে করিবে দান ॥
 আহা আহা মরি বাপু যিনি সর্বসার ।
 প্রণিপাত কর কর চরণে তাঁহার ॥
 করিয়াছ অপরাধ অশেষ প্রকার ।
 তাঁর কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহ একবার ॥
 যে জীবের পূর্বকর শুভাঙ্গ আছে ।
 জৈশ্বের রূপাবলে সেই জীব বাঁচে ॥
 আছেই সোপান তার আছেই সোপান ।
 কাছেই প্রবৃত্তি পেয়ে স্তন করে পান ॥
 যার আছে দ্রুতদৃষ্ট সে করিবে ভোগ ।
 কেমনে করেন প্রভু প্রবৃত্তি প্রদোষ ॥
 দ্রুতদৃষ্ট-দোষে সেই প্রবৃত্তি না পায় ।
 দ্রুতপান না করিয়া কাল-গৃহে যায় ॥
 আর এক কথা বাপু না কহিলে নয় ।
 শুনিলে এখনি হবে বোধের উদয় ॥
 স্বভাব স্বভাব এক ধরিয়াছ বোল ।
 স্বভাবের ক্রিয়া ব'লে করিতেছ পোল ॥
 স্বভাবের কারণ ত নহে বলবান্ ।
 কি উপায়ে তুমি তার করিবে প্রমাণ ॥
 এখনি ভূমিট হ'ল যে ছই নন্দন ।
 তাহারে নিকটে পিরা কর দরশন ॥

হইবে তোমার মনে প্রতীতি উদয় ।
 হ'লনের একরূপ স্বভাব কি হয় ॥
 এখনি পরীক্ষা করি হও অবগত ।
 উভয়ের স্বভাবের তেদাভেদ কত ॥
 এক জন তখন করিয়া দ্রুতপান ।
 অন্যায়সে বাঁচাইবে আপনার প্রাণ ॥
 আর জন প্রবৃত্ত হবে না দ্রুতপানে ।
 তখনই আপনি সে ম'রে যাবে প্রাণে ॥
 স্বভাবের কারণতা করিলে স্বীকার ।
 দেখে তার কত হয় দোষের সঞ্চার ॥
 প্রবৃত্তির মূল যদি হইত স্বভাব ।
 এরূপে কথা তার হতো না অস্বাভ ॥
 উভয়ের ভাব তবে হইত সমান ।
 অকালে কখন কার যেত নাক প্রাণ ॥
 বিশেষতঃ এমন ত বিবেচনা চাই ।
 স্বভাবের প্রধানতা কোথা আমি পাই ॥
 স্বাভাবিক নিয়মের অধীন সবাই ।
 উপদেশ শিখিতে কি প্রয়োজন নাই ॥
 স্বভাবে সকল কার্য সিদ্ধ যদি হবে ।
 উপদেশ নিতে তবে ব্যগ্র কেন হবে ॥
 বাবা তুমি হাবা নও দেখ না বিশেষে ।
 কে কোথা শিক্ষিত হয় বিনা উপদেশে ॥
 যে পেরেছে উপদেশ যেমন যেমন ।
 সে জন করিছে কার্য তেমন তেমন ॥
 শুধুমাত্র স্বাভাবেতে নির্ভর করিয়া ।
 যে জন না কর্ম করে উপদেশ নিয়া ॥
 কখন তাহার ক্রিয়া না হয় সফল ।
 পদে পদে ভাগ্যে কলে বিপরীত ফল ॥
 নানারূপ উপদেশ করিয়া এখণ ।
 কোনরূপ কার্য করি আমরা যথন ॥
 তখন সৌভাগ্য বাপু হইলে উদয় ।
 তবেই ত শুভকর কার্য করা হয় ॥
 নচেৎ হুতাশ-দোষে হিতে বিপরীত ।
 তাতেই প্রবৃত্ত হই যা নয় উচিত ॥
 হিতকার্য করে যেই সে পায় সুখ ।
 যে জন অহিত করে তারি ঘটে দুখ ॥
 সময়ে না হ'লে পরে ভাগ্যের উদয় ।
 উপদেশ শিক্ষা সব তুলে যেতে হয় ॥
 বিন্দুত না হয় যেই কপালের বলে ।
 ক্রিয়াকরণ বুকে তার শুভ ফল কলে ॥

অধিকল সেইরূপ শিশুর ব্যাণার ।
 প্রযুক্তির মূল মাত্র পূৰ্ণ-সংস্কার ॥
 প্রাক্তনের গুণে হ'লে প্রযুক্তি উন্নয় ।
 অনারসে দৃষ্ট থেয়ে বেঁচে তবে রয় ॥
 অদৃষ্ট বিস্তারে যার সেরূপ না ঘটে ।
 থাকে না জীবন আর তার দেহ-বটে ॥
 তৎ-নিরূপণে এই নিগূঢ় সিদ্ধান্ত ।
 হয়ণ করিবে সব ভ্রমরূপ ধ্বান্ত ॥
 এতএব দেখ বাপ দুষণ তোমার ।
 এখন হইল চার-ভূষণ আমার ॥
 তোমার যে বিধা ছিল সব ঘুরিরাছে ।
 বুঝিতে এখন আর অপেক্ষা কি আছে ॥
 কতই বকিব আর এ বড় জ্ঞানী ।
 কবিরাজ পূৰ্ণপক্ষ "আদি সৃষ্টিকাল" ॥
 "বিলিতি ঘটন" এ যে বিলিতি ঘটন ।
 কার কাছে শিকা পেয়ে শিখেছ এমন ॥
 কতই হাসিব আর ভেবে মরি তাই ।
 হিঁহু হিঁহু গন্ধ ইথে কিছুমাত্র নাই ॥
 এমন সিদ্ধান্ত যাঁহা শুনিবার নয় ।
 কেমনে তোমার মনে হইল উদয় ॥
 "আদি সৃষ্টি" অনাসৃষ্টি সৃষ্টি ছাড়া হয় ।
 কে তোমারে কয় বাপু কে তোমারে কয় ॥
 পৃথিবীতে আছে বত আন্তিক নাস্তিক ।
 কখন কহে না কেহ এমন অলৌকিক ॥
 অজ্ঞাবধি যত যত শাস্ত্র হইরাছে ।
 তাঁর মাঝে আদি সৃষ্টি কোন্ শাস্ত্রে আছে ॥
 আমার ত হয়ে গেল বয়সের শেষ ।
 নয়নে পড়েছে জাল শিরে নাই কেশ ॥
 ভ্রমণ করিতে কোন দেশ নাই আর ।
 পড়িরাছি কত শাস্ত্র শেষ নাই তার ॥
 কোন কালে কোনখানে শুনি নাই বাহা ।
 ফাঁকি ভুলে অত তুমি করিতেছ তাহা ॥
 স্নেহ বিনা কোন শাস্ত্রে নাই এ দৃষ্টান্ত ।
 কাজে কাজে তাই বলি "বিলিতি-সিদ্ধান্ত" ॥
 করিতেছ তুমি বাপু এই অসুমান ।
 সকলের আগে যবে জমিল সন্তান ॥
 তখন অদৃষ্ট লাভ হয় নাই তার ।
 দুঃস্থানে কেমনে পাইল সংস্কার ॥
 আদি সৃষ্টিকালে যেই প্রথমজন্মিল ।
 কেমনে প্রযুক্তি পেয়ে প্রাপ্তিতে বাঁচিল ॥

আদি-সৃষ্টি ব'লে যারে করিছ স্বীকার
 তাই হয় পূৰ্ণপক্ষ প্রস্তাব তোমার ॥
 বুঝেছি বুঝেছি আর বোঝাতে হবে ন
 উত্তর শুনিলে এই সন্দেহ রবে না ।
 অগতে কি আছে কোন প্রমাণ এমন ।
 আদি সৃষ্টি-কাল-যাহে নয় নিরূপণ ॥
 সৃষ্টিছাড়া "আদি সৃষ্টি" সৃষ্টিতে বা নাই
 কি প্রমাণে প্রস্তাব করিলে তুমি তাই ।
 'আদি-সৃষ্টিকাল' ব'লে কাহারে ধরিবে
 বিচারে কিরূপে তার নির্দেশ করিবে ॥
 আদি-সৃষ্টি আরম্ভের পূর্বের যে কাল ।
 জ্ঞানের সে গম্য নয় বিষম বিশাল ॥
 ছিলেন কি না ছিলেন ঈশ্বর তখন ।
 আগেই করিতে হবে সেই নিরূপণ ॥
 ছিলেন না এইরূপ স্থির যদি হয় ।
 করে তাঁর সৃষ্টি হ'ল করহ নির্ণয় ॥
 কে ছিল তখন বল কে ছিল তখন ।
 কে আসিয়া সে ঈশ্বরে করিল সৃজন ।
 ছিলেন যত্নপি কর এমন স্বীকার ।
 ঈশ্বরত্ব-শক্তি হ'ল কিরূপেতে তাঁর ॥
 সে কালে কেমনে হন সৰ্ব্বশক্তিমান ।
 কেবা তাঁরে সেই শক্তি করিল প্রদান ॥
 প্রমাদ ঘটবে বাপু প্রমাণ করিতে ।
 কে হয় ছেলের বাপ ছেলে না হইতে ॥
 সংসার-সম্বন্ধ-গন্ধ ছিল না যখন ।
 কেমনে ভবের পতি হবেন তখন ॥
 সৃজন পালন নাশ এই মাত্র ভিন্ন ।
 ইহাই ত ঈশ্বরের শক্তির অধীন ॥
 তাড়াপড়া গড়াতাড়া হয় তাঁর ক্রিয়া ।
 ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব এই ভিন্ন নিরা ॥
 এই সব শক্তি তাঁর করিলে হয়ণ ।
 আদি-সৃষ্টিকাল তবে হয় নিরূপণ ॥
 হেনকাল কবে তার হয়েছে গোচর ।
 ছিলেন না যে কালোতে আপনি ঈশ্বর ॥
 এ কথা কি কার মনে ভাল কতু লাগে ।
 ঈশ্বরের এই সৃষ্টি ঈশ্বরের আগে ॥
 গাভী বিনা দুগ্ধ হয় হাসি পায় শুনে ।
 কারণ অতাবে কার্য্য হবে কার গুণে ॥
 কারক পালক আর তারক যে জন ।
 তারে ছেড়ে কিসে হ'ল সৃষ্টির সৃজন ॥

বিশ্বপতি নাম বাহে করেন ধারণ।
চিরকাল বিভ্রমানে সে সব কারণ।
প্রতিক্ষণ তারা ঘের এই পরিচয়।
ঈশ্বর অনাদি নিত্য সর্বশক্তিময়।
আপনি অনাদি তিনি আদি নাই তাঁর।
কাজেই মানিতে হবে অনাদি সংসার।
যে হয় অনাদি তার অনাদি রচনা।
কোথা হ'তে কর তবে আদির স্মৃতি।
অনাদি প্রণালীক্রমে সৃষ্টির ব্যাপার।
জন্ম-ম্রিত্যু নাশ এই তিন সাক্ষী তার।
মহাপ্রামাণিক-সাক্ষী বর্তমান যাব'র।
সামান্য সাক্ষীর কিবা আবশ্যক তার।
ঈশ্বর আপনি নিজে অনাদি যেমন।
পূর্বাপর জন্ম হয় অনাদি তেমন।
আছেই এরূপ আছে সংশয় কি তার।
এ কথা খণ্ডন করে হেন সাধ্য কার।

প্রাক্তনাদি নাহি মেনে, আর এক তর্ক এনে,
করিতেছ এরূপ বিচার।
“ঐশিক আদেশমত, কার্য করে জীব যত,
ঈশ্বরের লীলা মূল্যধার।
যিনি এই বিশ্বকর, তিনি নন স্বার্থপর,
লীলাকর বাজাকর সম।
কেবলি লীলার তরে, অনিত্য এ চরাচরে,
সৃজিত পুরুষ-পরম।
বাণী হলে দোষ পাই, কিছু বার স্বার্থ নাই,
সে করে না অভ্যাস আচার।
লীলাকারী যেই প্রভু, পক্ষপাতী নন কভু,
পক্ষপাত কিসে হবে তাঁর।
বাজাকরে বাজা করে, বা'রে বাহা আজ্ঞা করে,
সেই করে সেরূপ প্রকার।
ক্লিষ্টে অশেষ লজ্জা, কার মনে নাহি লজ্জা,
সমান আনন্দ সবাচার।
সইরূপ লীলাকারী, তববাজা-অধিকারী,
ইথে তাঁর কিছু নাই দোষ।
নব ইচ্ছা অহমারে, যে সাজে লাজান বারে,
সেই সাজে সে হয় সন্তোষ।”
বাগু হে জিজ্ঞাসা করি কহ সন্নিবেশ।
কোন জ্ঞানী দিরাছেন হেন উপদেশ।
ক্লিষ্টে জ্ঞানের তত্ত্ব দেখিছ এলাপ।
ত্যাগা ত্যাগা ত্যাগা বটে ত্যাগা হোয় বাপ।

বাজার দুটো দিয়া ঈশ্বরের লহ।
জিভুবন ছাড়া বাহা সেই কথা কহ।
অলৌকিক লৌকিক ত তেজ করা চাই।
না কর না কর তাহে কতি কিছু নাই।
বটে বটে বটে সব ঈশ্বরের থেলা।
এ বচনে কেহ আর করিবে না হেলা।
স্বকৃতি হৃকৃতি দুটি করিতেছে মেলা।
তাদের ত পারে ক'রে নাহি যায় তেলা।
চিরকলে বস্ত তারা বিনাশের নয়।
তাদের প্রভাবে বাপু যত কিছু হয়।
প্রাক্তন-কর্মের মাত্র সহকারি নিয়া।
করেন জিলোকপতি সমুদয় ক্রিয়া।
এ কথা কহিলে পরে সব দিক্ রয়।
কিছুতেই তার আর দোষ নাহি হয়।
নতুবা বিচার করি আর বত কবে।
এক এক দোষ তার রয়েছে ত রয়ে।
তবধব ভগবান স্বার্থপর নন।
করিলেন এই সৃষ্টি লীলার কারণ।
স্বথী স্বথী ছোট—বড় দোষ নাই তার।
বল বল বল এটি পোতা কিসে পার।
যিনি হন স্বার্থহীন দীন-দয়াময়।
তাঁর ধর্ম কখন ত এ প্রকার নয়।
স্বার্থপর নন ব'লে পরব্রহ্ম যিনি।
কারে স্বথী কারে স্বথী করিবেন তিনি।
কেহ বা করিবে ভোগ সকল সম্পদ।
কেহ বা করিবে ভোগ বিপুল বিপদ।
বিনা দুখে কেহ কেহ সব সুখ পাবে।
নিরন্তর হাহাকারে কার দিন বাবে।
কেহ বা সুকর্ম করি স্বর্গেতে চড়িবে।
কেহ বা দুকর্ম করি নরকে পড়িবে।
সর্বদোষহীন যিনি সর্বগুণধাম।
এরূপ ইচ্ছার তাঁর ইচ্ছায় নাম।
এ তাহে প্রবৃত্তিকারী তিনি যদি হন।
দয়াময় নন কভু দয়াময় নন।
অতি বড় ভয়ঙ্কর অতিশয় জ্বর।
তার চেয়ে কেহ নাই নিদর মিষ্টর।
ধরাধামে আছে কত পামর পাণ্ডিত।
বিনা স্বার্থে করে বারী পরের অনিষ্ট।
কখন করে না ভুল পর-উপকার।
ইচ্ছাবীন পাণ করে অশেষ প্রকার।

স্বার্থহীন কার্যে যদি দোষ নাহি হবে ।
 তার্য কেন দরাময় নাহি হয় ভবে ॥
 তাদের না দেও কেন কৃপাময় নাম ।
 তাদের চরণে কেন কর না প্রণাম ॥
 স্বার্থহীন করে যদি সেই সৃষ্টিকর ।
 গড়িতে গড়িতে নর গড়েন বানর ॥
 এমন ইন্তর ইচ্ছা মুক্ত করে থাকে ।
 ঈশ্বর নামের তাঁর মর্যাদা কি থাকে ॥
 আপনায় হাতে গড়া সন্তান সকলে ।
 নিবন্ধক ভোবাবেন নরকের জলে ॥
 অসৎ প্রবৃত্তি দিয়া ঘটায়ে অসুখ ।
 ইচ্ছা করি দেখিবেন ইন্তর কৌতুক ॥
 করিবেন নানাবিধ দ্রুত দরশন ।
 শুনিবেন শোক-পূর্ণ রোমন-বচন ॥
 অরে বাপ বড় পাপ কব আর কায় ।
 নিশ্চয় কি এই তাঁর গুচ অভ্যপ্রায় ॥
 ইহান্তেও তাঁর ভাবে যেতে হবে গোলে ।
 সৃষ্টিতে কি পারিষ না দয়্যাহীন বোলে ॥
 স্বেচ্ছায় করেন যত অনিষ্ট-বিধান ।
 অথচ আমার প্রভু করুণানিধান ॥
 স্বেচ্ছাচারী দয়্যায় তব-অধিকারী ।
 এ কথাটি আমি বাপু বলিতে কি পারি-॥
 এ যে বড় ভয়ানক তথ-নিরূপণ ।
 পারে না পারে না কতু হইতে এমন ॥
 লৌকিক-উপমা নিয়া, ঈশ্বরের বিশ্বক্রিয়া,
 যাত্রার যে কথা তুলিয়াছ ।
 নাটকের হুত্বধার, কোরে থাকে স্বেচ্ছাচার,
 এ প্রকার কোথা দেখিয়াছ ॥
 যাত্রার যে অধিকারী, সে নয় অভ্যারকারী,
 কার্য্য সব করে ভ্রায়মত ।
 বাহারা অধীন তাঁর, শুণ যাঁর যে প্রকার,
 সেই হয় সেইরূপে রত ।
 বালকাদি তঁাড় বত, অভ্যাসে হইয়া রত,
 যে করেছে যেমন সাধন ।
 সেক্ষণ সে ধরে লাজ, তাহে তার কিবা লাজ,
 করে কাজ তাহারি মতন ॥
 লজ্জিতে তিথারী কৃষি, মহীপাল যোগী ঋষি,
 বাতে যাঁর আছে অধিকার ।
 তাঁরই সাক্ষর তাই, কিছুই অজ্ঞা নাহি,
 পাপল ত নহে হুত্বধার ।

নীতিজ্ঞ নিপুণ নট, কার্য্য নাহি করে নট,
 বিজ্ঞবৎ বিধি ব্যবহার ॥
 শুনিতে তাহার যাত্রা, সাধু সব করি যাত্রা,
 সাধুরূপে করে পুরস্কার ॥
 অনিপুণ অধিকারী, হ'লে পরে স্বেচ্ছাচারী,
 কাজে কাজে একে করে আর ।
 নাহি বোধ নাহি লজ্জা, তাঁরে দেয় সেই লজ্জা,
 যাঁর বাতে নাই সংস্কার ॥
 অজ্ঞারে সাক্ষর ঋষি, ঋষিরে সাক্ষর কৃষি,
 বিপরীত দোষ কর ভায় ।
 অযাত্রার সেই যাত্রা, বাহে বটে গন্ধাযাত্রা,
 তাঁর যাত্রা কে শুনিতে যায় ॥
 কেলিকিল যত তার, বাধ্য নাহি থাকে আর,
 অভিযয় অভ্যার দেখিয়া ।
 দরশক লোক বত, কাণ্ড দেখে জ্ঞানহত,
 হালে কত বাণীক বলিয়া ॥
 যাত্রার উপমা দিয়া, সংসার-যাত্রার ক্রিয়া,
 যদি চাও প্রমাণ করিতে ।
 শাস্ত্রমতে দিয়া বৃত্তি, করিলাম যত উক্তি,
 সেই মতে হইবে আসিজে ॥
 যে শিখেছে যেইরূপ, তার লজ্জা সেইরূপ,
 যে প্রকার দেয় যাত্রাকর ।
 ভবযাত্রা-অধিকারী, সেক্ষণ প্রবর্তকারী,
 প্রাক্তনের কর্মে করি ভয় ॥
 এক্ষণ কহিলে পর, রক্ষা পায় পক্ষপন্ন,
 ভ্রায়মর হন সর্বগত ।
 যাঁর কথা ক্রিয়াযোগ, মুখ দ্রুত করে ভোগ,
 প্রবৃত্তি সে পায় সেই মত ॥
 সংসার চক্রের মত, বুরিতেছে ক্রমাগত
 আদি অন্ত স্থির নাই তাঁর ।
 এই হয় এই রয়, কণ পরে পায় লয়,
 ক্রমশই স্থলন সংহার ॥
 আগন অপূর্ব সাঙ্গে, সকলে অপূর্ব সাঙ্গে,
 অপূর্ব এ লীলার প্রবাহ ।
 তবে তাঁর আভ্যারী, একমাত্র অধিকারী,
 বিশ্বযাত্রা করেন নির্বাহ ॥
 যাঁর তুরি কর তথ, ধর তাঁর সার ভব,
 মোহে মত হ'ও না'ক আর ।
 হ'লে পরে গন্ধাযাত্রা, এক্ষণ সংসারযাত্রা,
 করিতে হ'বে না পুনর্বার ॥

পুত্র

জনক কনকভূষা মাখার আয়ার ।
 প্রশিগাত করি তাত চরণে তোমার ॥
 আপনার বচনেতে সুধাবৃষ্টি হয় ।
 শীতল হ'জেছে তাহে তাপিত-জ্বর ॥
 কিন্তু পিতা তবু চিত্তে রয়েছে সংশয় ।
 ছেদন করুন প্রভু হইরা সদয় ॥
 মনের ত অধিক ধারণা গুণ নাই ।
 কাজেই সন্দেহ হয় বার বার তাই ॥
 তব-নিরূপণ হেতু কার কাছে বা'ব ।
 এ প্রকার জ্ঞানগুরু কোথা আর পা'ব ॥
 বুঝেছি বুঝেছি মনে বুঝেছি নিশ্চয় ।
 বস্তুর স্বভাব কতু অজ্ঞাব না হয় ॥
 ক্ষিত্তির কাঠিন্ত গুণ ক্ষিত্তিতেই রয় ।
 কিছুতেই তার আর অন্তথা না হয় ॥
 শীতল তরল হয় জলের স্বভাব ।
 কখন না হয় সেই গুণের অভাব ॥
 অনলের দাহকতা অনলে সঞ্চারে ।
 দাহিকা-গুণের সে কি ব্যতিক্রম করে ॥
 বাতাসের শোষকতা স্বভাব স্বভাবে ।
 সদাকাল সেই গুণ থাকে সমভাবে ।
 আকাশের গুণ হয় অবকাশ দান ।
 প্রচুর পরীক্ষা করি পেতেছি প্রমাণ ॥
 স্ব ভাবেই আছে এরা ধরিয়া স্বভাব ।
 কদাচই অভাব না হয় অস্বভাব ॥
 ছিল আছে পরেতেও এ ভাবেই রবে ।
 হবেই হবেই ইহা মানিতেই হবে ॥
 মানিতে হইলে এই ভূতের ব্যাপার ।
 জীবের বিষয়ে তবে সন্দেহ কি আর ॥
 বখাজসে বার বার স্থিতি জন্ম নাপ ।
 ইথেই প্রবলরূপে প্রমাণ প্রকাশ ॥
 একমাত্র জয়লাভ করে জীবগণ ।
 পারিলে পারিলে আর বলিতে এমন ॥
 এই জীব ছিল জীব হবে পুন পরে ।
 চকবৎ ঘুরে ঘুরে চরাচরে চরে ॥
 তব-নিরূপণ-পথে হইলে চলিতে ।
 অবশ্য হইবে ইহা অনাদি বলিতে ॥
 অনাদি যেমন সেই বিশ্বপতি শিব ।
 তেমতি অনাদি এই বিশ্ব আর জীব ॥

বস্তুর আনিলাম মানিলাম তাই ।
 তথাচ বিশ্বাস মনে নাহি পার ঠাই ॥
 ভবধব এই তব আর তবচর ।
 সমানে অনাদি যদি হয় পরস্পর ॥
 অনাদি জীবেরে আর অনাদি ভবনে ।
 ঈশ্বরের কারণ তা মানিব কেমনে ॥
 বৈরূপ অনাদি সিদ্ধ নিত্য সর্বসার ।
 এরাও অনাদি সিদ্ধ নিত্য সে প্রকার ॥
 এখানেতে সে অনাদি নিত্য নিরঞ্জন ।
 কি বলিয়া জগতের হবেন কারণ ॥
 কারণ কারণ আর কার্য যাহা হয় ।
 উভয়েতে সমকালে স্থায়ী কতু নয় ॥
 যে সময়ে কার্যের উদ্ভব হয় নাই ।
 তার আগে কারণের অবস্থিতি চাই ॥
 কার্য আর কারণের সমকালীনতা ।
 কখনই হয় নাই এরূপ স্থিরতা ॥
 প্রত্যাহ প্রত্যাক হয় প্রকৃত প্রমাণ ।
 কারণ আপনি আগে হয় বর্তমান ॥
 পরে পরে করে যত কার্যের সঞ্চার ।
 সন্দেহ কি আর ইথে সন্দেহ কি আর ॥
 কুজকার বজ্রকার আর স্বর্ণকার ।
 যাঁরা হুতা কনক লইয়া সহকার ॥
 পরে করে ঘট পট বসন ভূষণ ।
 ক দরশন প্রভু কর দরশন ॥
 এ সব কারণ যদি আগে না থাকিত ।
 ঘট পট ভূষণাদি কতু না হইত ॥
 কার্যগুণ ঘুরে থাক্ হবে কি প্রকারে ।
 কারণ নির্দেশ কেবা করিত সংসারে ॥
 ঘটাদি কার্যের প্রতি উদ্বার কারণ ।
 ইহাও ত কখন হতো না নিরূপণ ॥
 কার্য আর কারণেতে লাগিয়াছে দিশে ।
 ঈশ্বর জগৎপতি বলি আমি কিসে ॥
 অনাদি ঘটপি হয় তব-চরাচর ।
 ঈশ্বরে কেমনে হন তবের ঈশ্বর ॥
 তাঁদের উপরে তাঁর কারণতা কই ।
 কি কারণে কারণ তাঁহারে তবে কই ॥
 অনাদি চেতন যদি শরীরী সকলে ।
 কি কারণে জগদীশে পিতা তাঁরা বলে ॥
 নিত্যরূপে যদি হয় তাঁহারই প্রদান ।
 পিতা বলে কেন তাঁরে বলে তব মান ॥

নিজ নিজ কন্যার বড় বড়ি হয় ।

কেন তাঁরে স্বাধীনতা করিল বিক্রয় ।

কেন তাঁরে ভয় করে এরূপ প্রকার ।

কেনই বা স্বাধীনতা করিল স্বীকার ।

তা'রা ত পারিত নিজে হইতে ঈশ্বর ।

ঈশ্বরে করিয়া রাজ্য কেন দিলে কর ।

বড়তঃ কি ইহা হয় বিশ্বাসের স্থান ।

ঈশ্বরের সহ জীব সমান প্রধান ।

স্বভাবে সমান হ'লে সেই প্রাণিচর ।

কখন কি স্বাধীনতা করিত বিক্রয় ।

হ'ত না হ'ত না করু হ'ত না স্বাধীন ।

ধাকিত ধাকিত তা'রা ধাকিত স্বাধীন ।

এতক্ষণ দেখিলাম করি প্রাণিধান ।

বড়পি করিতে হয় স্বতাব সন্ধান ।

জীব আর জগৎ যা হয় তাই হয় ।

অনাদি বলিতে হবে, না বলিলে নয় ।

জীব আর জগতের নিত্যতা স্বীকারে ।

কার্য-কারণের তা'র দোষ হ'তে পারে ।

এখন দেখুন মনে করিয়া বিচার ।

আদি সৃষ্টিকাল যদি না করি স্বীকার ।

ঈশ্বর কারণ ব'লে মত যা'রা গড় ।

তাদের সে মতে দোষ পড়ে কি না পড়ে ।

প্রাচু যদি নাহি হয় প্রস্তাব আমার ।

অনবস্থা-দোষ তবে করুন স্বীকার ।

অনবস্থা-বিষয়েতে শাস্ত্রকার যারা ।

গুরুতর দোষ ব'লে লিখেছেন তাঁরা ।

প্রস্তুত হইয়া এই তত্ত্বের বিচারে ।

বিকুর বৈষম্য আদি দোষ নাশিবারে ।

জীবে আর তবে যদি নিত্য ব'ল যায় ।

বলুন বলুন যাহা নিজ অভিপ্রায় ।

অনবস্থা-দোষ কিসে হইবে ওতন ।

তা'হার উপায় তবে করুন এখন ।

এমিক্ ওমিক্ প্রভু যে দিক্ গাইবে ।

এক মিকে দোষ তার হইবে হইবে ।

কার্য-কারণাদি ভাব ইথে যদি পাই ।

এ দোষ স্বীকারে তবে কোন বাধা নাই ।

সে দোষেতে পার পাই হইয়া সন্তোষ ।

বিচারেতে হারিব না এ যে বড় দোষ ।

পড়ে ত পড়ে দোষ ঈশ্বরের বাড়ে ।

অনবস্থা খণ্ডনেতে বিচার কে হাড়ে ।

শিখা

এতদিন মিছে মিছে দাঁলের বকিরা ।

লইলে না শায়বর্ণ মনোবোশ দিরা ।

এক কানে কথাগুলি শ্রবণে করিরা ।

বাহির হইয়া পেল আর কান দিরা ।

সে সকল প্রশিধান হইলে তোমার ।

বার বার প্রস্তাবনা করিতে না আর ।

যা হ'ক তা হ'ক বাপু বলি তবে পুন ।

এক ভাবে হির হ'য়ে মন দিরা গুন ।

অনাদি সংসার এই এরূপ স্বীকারে ।

বল তা'র কি প্রকারে দোষ হ'তে পারে ।

কারণের আগে করু কার্য নাহি হয় ।

নিশ্চয় নিশ্চয় ভাঙে কি আছে সংসার ।

প্রথমতঃ কারণ থাকি'য়া বর্তমান ।

পরেতে করিব বত কার্যের নিশ্চয় ।

কিন্তু বাপু এইরূপ বচনে তোমার ।

"আদিসৃষ্টি-কাল" কেন করিব স্বীকার ।

মানিতেই হবে এক আদিসৃষ্টি নিরা ।

এ কথাটি কে বলেছে মাথা-দিব্য দিরা ।

কিছুতে না হয় যা'র আদির নির্ণয় ।

তারেই 'অনাদি' ব'লে সর্বশাস্ত্রে কর ।

আদি নাহি স্থির হয় করিয়া বিচার ।

'অনাদি' বলিব তাই সজীব-সংসার ।

বিচারে 'অনাদি' বটে বলিতেই হয় ।

কিন্তু বাপু কোনমতে নিত্য তা'রা নয় ।

নিত্য ব'লে 'তারে' শুধু করিব নির্ণয় ।

যাহার কখন নাই জন্ম আর নাশ ।

জগৎ 'অনাদি' বটে প্রমাণেতে পাই ।

যে জগৎ সে 'নিত্য' হ'বে সে গুণ ত নাই ।

তব আর ভগবত নিত্য হ'লে পরে ।

কেন তা'রা বার বার কহে আর মরে ।

বার বার এ প্রকার জন্ম আর নাশ ।

স্বভাবের অনিত্যতা পেতেছে প্রকাশ ।

ঈশ্বরের জন্ম নাই নাহিক সংসার ।

সদাকাল সমভাবে স্থিতির লকার ।

জন্ম আর নাশের স্বাধীন নন যিনি ।

এক মাত্র চিরন্তন নিত্যধন তিনি ।

সেইরূপ বড়পি হ'ত জীবের স্বতাব ।

কখনই হইত না স্থিতির অভাব ।

নিজা ব'লে নির্দেশ অবশ্য হ'ত তবে ।

ঈশ্বরের সমকালি বলিতই হবে ।

ধাক্কিত না ভাবে আর কিছুই সম্ভব ।

ঈশ্বরের কার্যগতা মানিত না কেহ ।

ঈশ্বর যে জগৎ হন ভবের কারণ ।

বলি তবে সে কথাটি করহ শ্রবণ ।

অনাদি সমস্তাবধি অবিল-সংসার ।

পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়ে হতেছে সংসার ।

ঠেথৈ সহজে হর ভক্ত-নিরূপণ ।

জগতের প্রতি হন ঈশ্বর কারণ ।

বিষয়ের প্রায়-লক্ষ্যে ষ্টে যে সময় ।

কিছুই না রয় আর কিছুই না রয় ।

কেবল একাকী মাত্র সেই ভগবান্ ।

স্বরূপ স্বভাব সহ রন বর্তমান ।

কার্যরূপেতে তাঁর প্রভাব প্রচার ।

স্বভাবে করেন তাই সৃষ্ট-পুনর্জার ।

অবিনাশী নিত্যরূপ জেনে সেই ঈশে ।

কার্য্য কার্য্যের ভাবে দোষ দিলে কিসে ।

জগতের 'সত্তা' বাপু নিত্য কভু নয় ।

এখন তোমার মনে হ'ল ত প্রত্যয় ।

উত্তর সময়ে সেই সত্তার সকার ।

সংসার-সময়ে সেই সত্তার সংসার ।

ঈশ্বরের অবিনাশী সত্তার সহিত ।

ইহার তুলনা করা হয় কি উচিত ।

স্বভাবে স্বভাবে বা'র এতই কৌণতা ।

কিসে তার গ্রাহ হবে সমকালীনতা ।

জীবাত্মা অনাদি হয় এ কথা শুনিয়া ।

স্বভাবে নির্দেশ কর ঈশ্বর বলিয়া ।

হইবে তোমার মনে এমন উদয় ।

ইহা কিছু নিতাই অসম্ভব নয় ।

ঈশ্বরের সহ তার স্বভাবে তুলনা ।

রাখ রাখ মনে রাখ তুল না তুল না ।

এ বলে কি জীব তাঁর অধীনে হবে না ।

ঈশ্বরের আভ্যাত্মীন হ'বে না হ'বে না ।

ঈশ্বর কি আপনার শক্তি হারাইয়া ।

রাখিতে অক্ষম হন অধীন করিয়া ।

বাধীন ঈশ্বর লম্ব হয় জীবগণ ।

ব'ল না ব'ল না আর ব'ল না এমন ।

জীবাত্মাটি কারে কর, কাহার স্বরূপ হয়,

হয় নাই কলর-অলম্ব ।

ইথেই তোমার মনে,

দুর্ভাব-নিরূপণে,

বার বার হইতছে ভ্রম ।

বিশেষ করিলে তার,

বহি বলি স্ববিতার,

বড়ই বাহ্যিক হয় তবে ।

শুনিতো শুনিতো শেব,

উপদেশে হবে শেব,

কিছুই ত মনে নাহি রবে ।

তবী হরে বত তব,

যে জন করন তব,

এর চেয়ে কঠিন কি আছে ।

এখন বা আমি কই,

আম্বাতে সন্তব কই,

নিগূঢ় জানিব কার কাছে ।

সংক্ষেপেতে ব'লে যাই,

ধারণা করিতে তাই,

অধিক হবে না পরিশ্রম ।

এখনি সংশয় থাকে,

ভিতরের ভাব পাবে,

প্রাণাধিক প্রাণপ্রিয়তম ।

এ জগতে জীব বত,

নিজবোধ হয়ে হত,

সকলেই জীব জীব কর ।

নিজে জীব কি পদার্থ,

নাহি জানে কলিতার্থ,

সার অর্থ কেহ নাহি লয় ।

ভ্রম সব হয় হয়,

হির ভাব ধর ধর,

কর কর স্বরূপ নির্ণয় ।

ঈশ্বর আপনি বিধ,

জীব তাঁর প্রতিবিম্ব,

এই জীব আর কিছু নয় ।

প্রতিবিম্ব যেনা বার,

সমান স্বভাব তার,

অবশ্র সে করিবে ধারণ ।

প্রতিবিম্ব জীব হবে,

বিষয়ের সমান তবে,

বলিতেই হবে এ বচন ।

কিন্তু প্রতিবিম্ব যারা,

বিষয়ের নিকটে তারা,

এতই অধীন হয়ে রয় ।

পৃথিবীতে সে প্রকার,

অবীনতা কোথা আর,

কভু কার দৃষ্টি নাহি হয় ।

তোমার মনেতে বাপু আছে ত এখন ।

ছেলেবেলা ছেলেবেলা করেছ বঞ্চন ।

কতবার দেখিয়াছ খেলিয়া খেলিয়া ।

রবির ছবির আগে সুক্লর রাখিয়া ।

দর্পণ ভাসুর আগে বসি রাখা যায় ।

তখন আপন আভা দান করে তার ।

সুক্লরই সেই রবি প্রতিবিম্বরূপ ।

স্বভাবতঃ সুম হয় সূর্য্যের স্বরূপ ।

আকাশের রবি বখা ঢেকে দেয় ভাপ ।

দর্পণের রবি ধরে সৌর্য্য স্বভাব ।

তবে বাপ এখন ত হও অবগত ।
 বিধে আর প্রতিবিধে ভেদাত্তম কত ।
 রবি ছবি থেকে সেই দর্পণ তিতরে ।
 সমান দাহিকাশক্তি বস্তুশিও ধরে ।
 তবু সে সূর্য্যের সহ সমান কি হয় ।
 সেই কর রবি-কর আর কিছু নয় ।
 সূর্য্যের অধীন হয়ে রবেই সে রবে ।
 অধীনতা ছেড়ে দিতে সাধ্য নাহি হবে ।
 বরম্ এখনি দেখ দর্পণ ভাসিয়া ।
 যার কর তার করে মিশাইবে গিয়া ।
 কাহার প্রভাবে আর সে ক্ষমতা রয় ।
 তখনই প্রতিবিধি বিধে পায় লয় ।
 এখানে বিশেষ করি কর অমৃত্যব ।
 ঈশ্বরের প্রতিবিধি এই জীব সব ।
 যাহার প্রভাবে জীব জন্ম পায় দান ।
 হয় কিনা হয় তারা তাঁহার সন্তান ।
 জন্ম-স্থিতি পালনের কর্তা হয় যেই ।
 কে কহিবে জগতের পিতা নহে সেই ।
 বিধ হ'তে প্রতিবিধি করিলে স্বীকার ।
 ঈশ্বর হবেন তবে কর্তা সবার ।
 হৃদয় পালক তিনি হলেন নির্ময় ।
 বলিতে ত পারিবে না সংহারক নয় ।
 প্রতিবিধি মাত্র যদি বিধে পায় লয় ।
 সংহারক বলিতে কি থাকিল সংশয় ।
 জীবেরা অনাদি নিত্য অনন্ত চৈতন ।
 বলিতে চাই যদি এক্রূপ বচন ।
 কার্য্যেও ঈশ্বর সম বলা যদি যায় ।
 বিশেষ আপত্তি কিছু করি নাক তার ।
 ঈশ্বরের স্বরূপ এক্রূপ হোক নয় ।
 বলিতে ত পারিব না 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' ।
 দেহেন্দ্রিয় সঙ্গদোষে জীব সমুদয় ।
 স্বরূপে বিরূপ করি হতেছে বিষয় ।
 আশ্রয় ভুলে গিয়ে হয়েছো এমন ।
 কেবলি চৈতন নাম কাজে অচেতন ।
 তুলনার উপমায় কহিলে সমান ।
 ঈশ্বরে করিতে হয় কলঙ্ক প্রদান ।
 মুক্তির মুক্তি হয় স্বরূপ প্রকার ।
 প্রতিবিধি রবি পায় সেরূপ আকার ।
 গগনের রবি তার না হল বিরূপ ।
 স্বভাবে সমান তাই স্বরূপে স্বরূপ ।

প্রচুর প্রভাব হয়ে প্রকাশ প্রকাশ ।
 দাহিকার শক্তি তাঁর হয়ে নাক নাশ ।
 ভগ্ন-বিধের এই স্বরূপ প্রকাশ ।
 ঈশ্বর-বিধের ভাব সেরূপ সমান ।
 দেহাদি-ইন্দ্রিয়-দোষ জীবাশ্রয় ভোগ ।
 পরম-আশ্রয় তার কিছু নাই যোগ ।
 যে কিছু দুর্দশা হক্ জীবাশ্রয় হবে ।
 নিলে প নিষ্ঠুরে তাহা কিরূপে পড়বে ।
 তিনি নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ ।
 স্বরূপেতে কখনই না হয় বিরূপ ।
 যখন দুর্বল এতবৎ জীবগণে ।
 ঈশ্বরের অধীনতা ছাড়িবে কেমনে ।
 কিরূপেই সে ক্ষমতা হবে বল তার ।
 প্রতিবিধি বই সে ত অন্ত নয় আর ।
 এমন কি শক্তি আছে তাই প্রকাশিত ।
 বসিবেক ঈশ্বরের ঈশ্বর হইয়া ।
 নূতন প্রভাব এক করিয়াছ শেষে ।
 উত্তর করিতে তার পেট কাটে ছেলে ।
 জগৎ অনাদি ব'লে করেছি প্রমাণ ।
 অনবস্থা-দোষ তার তুমি কর দান ।
 বিষম বিষম এ যে বড়ই বিষম ।
 এত কেন ভ্রম বাপু এত কেন ভ্রম ।
 অনবস্থা ব'লে যার না হয় প্রমাণ ।
 তাহাতেই দোষ দেন যত জ্ঞানবান্ ।
 প্রামাণিক অনবস্থা-দোষের না হয় ।
 শপথ করিয়া বাপু শাস্ত্রে এই কর ।
 অনবস্থা স্বীকারেতে দোষ নাহি যায় ।
 ঈশ্বরের ছরবস্থা কেন হবে তার ।
 জগতের মূল হেতু অনাদি ঈশ্বর ।
 নিরূপণে হতেছেন জানের গোচর ।
 তখন অনাদি সৃষ্টি অবশ্যই হবে ।
 আদি সৃষ্টি কাল তুমি কোথা পাও তবে ।
 প্রষ্টা আর সৃষ্টি যদি অনাদি হইল ।
 অনবস্থা দোষ তবে কোথায় রহিল ।
 মূল-হেতু যদি সে ঈশ্বর না হইত ।
 ঈশ্বরের কিংবা এক ঈশ্বর থাকিত ।
 তবেই পারিতে তুমি বলিতে এমন ।
 মূলহীন অনবস্থা-দোষের কারণ ।
 অনবস্থা আপনাই তব্ব হয় বুঝা ।
 সেখানে কি আর কার খাটে কোন কথা ।

অনবস্থা এ অবস্থা না করি এঁরা।
হবে না হবে না কত কথা নিরূপণ।
যে প্রকার বীজ আর অল্প দেখি।
একবারে বেতে হয় বিশ্বয় হইয়া।
উত্তরের মধ্যে কারে কারে কহিব।
কার্য ব'লে কারেই বা নির্দেশ করিব।
বীজ না থাকিলে কত গাছ নাহি হয়।
গাছ না থাকিলে বল বীজ কিসে হয়।
উত্তরের মধ্যে এর আদি কেবা হয়।
কিছুতে সিদ্ধান্ত তাঁর হবে না নির্ণয়।
সেইরূপ রথচক্র যে সময়ে ঘোরে।
আদি-অন্ত-নিরূপণে সব গড়ে ঘোরে।
চক্রঘোরে চক্রঘোর ভাঙিবার নয়।
করিতে পারে না কেহ আদির নিশ্চয়।
সেখানেতে অনবস্থা করিব পৌকার।
না করিলে কোনমতে গতি নাই আর।
জগতের অনানিষ্ট যথার্থ যখন।
বিচারেতে এই হলো ভ্রম-নিরূপণ।
তখন এ অনবস্থা কেহই করে না।
দোষ ব'লে গণ্য আর হবে না হবে না।

কাল

(১)

কাল-হতে সমুদ্র, কাল ছাড়া কিছু নয়,
কালে হয় কালে লয়, কালে যায় কাল রে।
কে বুঝে কালের মর্ম, কে বুঝে কালের কর্ম,
এরূপ কালের ধর্ম আছে চিরকাল রে।
একবারে অনিবার্য, সমভাবে হয় পার্য,
এ সব কালের কার্য বিবদ বিশাল রে।
এই এক প্রকাশ, অপ্রকাশ পরকাশ,
মোহিত করেছে বন জগদিত্রিশাল রে।
বৃক্ষ এক অবিরল, মূলে তার নাই স্থল,
অবিরত করে কল, নাহি পাড়া ভাল রে।
আখ্যানেরে হই বশ, ভ্রমে কত করি বশ,
বিশ-মাথা তার রস, সমুদ্র রসাল রে।
কারুণ্য বহুতর, মনোহর শোভাকর,
আকাশে রয়েছে বর, নাহি বুঝি চাল রে।

ভাবতরে ঘেরি তব, ভাবে ভাব পরাক্রম,
ভূতের ব্যাপার সব, ভাল ভাল ভাল রে।
কালে কাল লুপ্ত হয়, পতিবার কত নয়,
কল-কেশ তুল হয়, বৃত্ত হয় বাল রে।
সমুদ্র তকারে বার, বীশের নকার ভাস,
বিনকর কৌণ-ভার, হ'লে সন্ধ্যাকাল রে।
কালের বিভিন্ন গতি, অল্পকাল বহুবলী,
ঘরকার অধিপতি ত্রকের রাখাল রে।
কালে সেই বহুবংশ, এককালে হ'ল ধ্বংস,
ভূতে ভূত ভূত-অংশ, ভূত বহুভাল রে।
দশানন বর্ষধারী, বর্গ-মর্ত্য-অধিকারী,
ইন্দ্র-চন্দ্র আজ্ঞাকারী, নিশাচরশাল রে।
গেল তার জোর ডকা, বন্ধন সিদ্ধুর লকা,
বানরে শোড়ালে লকা, বাজাইয়া গাল রে।
যারা আগে হইতমনে, আহা-বাহা-অধিকশে,
বেড়াইত বনে বনে, পোরে বৃক্ষ ছাল রে।
কালেতে তাহার নব্য, হইয়াছে সভ্য-দব্য,
অসম্ভব ভবিষ্য, প্রায় কপাল রে।
সত্যধর্ম লোপ হয়, বেদ-বিধি নাহি হয়,
প্রকটিত পাপময়, বদন-করাল রে।
হতেছে বনের নর, অবনীর অবিদ্য,
কি হইবে, অতঃপর হার হার কাল রে।

(২)

ভবের ভৌতিক-ভাব ভাবনীর নয়।
ভাবিলে স্বভাব ভাবে ভাবের উদয়।
ভূত ভেবে ভূত সেক্রে বুঝা হই তাবী।
নাহি বুঝি কার ভাবে কেন ভাবি ভাবি।
ভাবের ভবন বটে ভবের ব্যাপার।
বত ভাবে বত ভাব নাহি তার পার।
কত হাত পরিহাস মূখের নকার।
কখন দাক্ষ হুংত জু হাহাকার।
কখন কাহার ভাগ্যে মূখের লুপ্তভাগ।
কেবা করে রাজ্যপাট কেবা করে ভোগ।
মেঘিরা কালের গতি মিছে খেদ করা।
কার পক্ষে চিরকাল ধরা নন ধরা।
কোথাকার লোক এসে কোথা করে বাস।
প্রচুর প্রভাবে করে প্রভু প্রকাশ।
কালেতে ভবন বন জনহীন স্থান।
কালেতে কাননে হয় নগর নির্মাণ।

আকাশে উঠেছে চুড়া অতি উজ্জ্বল ।
 অতি দীর্ঘ কলেবর ধরে ধরাধর ॥
 কালক্রমে হয় তার শরীর-পতন ।
 ভূধর অধরে করে ধরনী চূষন ॥
 ব্যাণার হইল তারি এলে ভব হাটে ।
 ঘোহিত হইল বন নাটুয়ার নাটে ॥
 ঘোহ-মেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার ।
 বোধ-রূপ শশাঙ্কের না হয় সকার ॥

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

কল্পনা কর হে কল্পণাকর ।
 হয় হে সকল বিপদ হর ॥
 প্রণতি করি হে চরণে তব ।
 প্রণত পন্ডিতে প্রসন্নো ভব ॥
 লকলি দেখিছ দুঃস্বপ্নে রয়ে ।
 বিহিত করহ সদয় হয়ে ॥
 তোমারি চরণে স্রবণ করি ।
 তোমারি ভাবনা ধ্যানেন্তে ধরি ॥
 কাতরে তোমারে অন্তরে ডাকি ।
 মনের বিষয় মনেতে রাখি ॥
 ধর হে আপন প্রভাব ধর ।
 কর হে বিহিত বিচার কর ॥
 পালক শাসক ভূমি এ ভবে ।
 নামের মহিমা রাখিতে হবে ॥
 পায়ের পাতকী পাণ্ডু বত ।
 পাণের ঘটনা করিছে কত ॥
 আদোষে হইয়া কুপণে রত ।
 রবণী বাগক করিছে হত ॥
 গুনিয়া বধির হতেছি কানে ।
 লহে না লহে না লহে না শ্রোণে ॥
 এ সব দেখিয়া হয়ে পাষাণ ।
 কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ ॥
 দেখিতে কিছু ত নাহিক বাকী ।
 তপন শশাঙ্ক তোমার আখি ॥
 জীবের অন্তরে যে কিছু আছে ।
 সে সব বিদিত তোমার কাছে ॥
 অন্তর-বাহির-অধিগম হয়ে ।
 কিরূপে এখন রয়েছ লয়ে ॥

বরাবান্ ভগবান্ দয়া বান কর ।
 দিলে কর সমুদ্র শত্রুতর হর ॥
 সবাকার ভূমি তার মূল্যধার হরি ।
 কোথা নাথ ভবভাত প্রণিপাত করি ॥
 প্রতিক্ষণ আশাতন হুখে বন লহে ।
 বার বার অনাচার কত আর লহে ॥
 তোমা বই কারে কই হয়ে রই শুক ।
 অনিবার অশ্রুধার হাতাকার শব ॥
 এ বিপদে রাখ পথে ছুটি পথে ধরি ।
 প্রভীকার কর তার সুবিচার করি ॥
 কলেবর জর জর অতি ধর তাপে ।
 ধরাধর ধরধর বোয়তর পাণে ॥
 এ দেশের বড় ফের পাণ্ডিগের ষাণে ।
 চলল চলল ধরাতল কাণে ॥
 হও মূল অতুল বেতুল পক্ষে ।
 সমুদ্র শত্রুতর, তবে হয় রক্ষে ॥
 অতি ক্ষীণ জ্ঞানহীন চিরাবীন বার ।
 মেয়ে লাক করে পাপ দেহ তাপ তার ॥
 আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অন্নধারী বত ।
 একেবারে এ প্রকারে পাণাচারে রত ॥
 নরপত্ন হয়ে বধু করে অশ্রু নষ্ট ।
 হতদ্রব কত কব কত সব কষ্ট ॥
 কি বিশাল সেনাপাল বামা বাল নাশে ।
 অকারণে ক্রোধ-মনে প্রকৃগণে শাসে ॥
 যে বিহিত কর হিত সমুচিত দেখ ।
 নিজললে ছষ্টললে রদাতলে দেখ ॥

হিতহার

এ লগতে বড় বড় বুদ্ধিমান্ বত ।
 প্রায় দেখি সকলেই অভিমানে রত ॥
 ধনের ঈশ্বর হয়ে প্রভু হন বীর ।
 প্রায় দেখি অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ভীর ॥
 অতএব মনের মাহুয কোথা পাই ।
 ভবআলা জুড়াইতে কার কাছে বাই ॥
 কেবা বলে কারে বলি কে আছে এমন ।
 কোথা গিয়ে সাধু কথা করিব শ্রবণ ॥

মনোরম কিছুতেই মনল ত নাই ।
হিতকর কোন কিছু দেখিতে নাই ॥
মেখে শুনে ভয় হয় মাঝে করি বেধ ।
পুষ্যকর বস কর্ষে শূন্য লাভ দেখ ।
বস পার ভ্রত কর পুষ্যকর সকার ।
বহুকালে উপার্জিত যে সব ব্যাপার ॥
পরিণামে সে সকল ধান করে হুথ ।
সংসারী তাগো নাই কিছুতেই হুথ ॥

দারুণ দুর্গম বেশ করেছি ভ্রমণ ।
হয় নাই তাহে কিছু সুখের সাধন ॥
জাতি কুল অভিমান করি সংবরণ ।
নিরন্তর সেবিরাছি ধনীর চরণ ॥
তুচ্ছ করি আপনার মান অপমান ।
কত যেন লালারিত কাকের সমান ॥

দূর ছাই বস বলে সহ করি তাই ।
এক দিন মুখ ফুটে কিছু বলি নাই ॥
কড়ত কুণ্ঠিত হয়ে অয়ের কারণ ।
করেছি পয়ের গৃহে উবর পূরণ ॥
এত ক'রে অশকাল পাই নাই কল ।
আশার পিপাসা ভাব নিরত প্রবল ॥
হীরে নীচ পাণ আশা সন্তোষ হলিনে ।
মলিনে মলিনে তুই এখন মলিনে ॥

পাতালে প্রবেশ করি পাইব রতন ।
এই লোভে করিয়াছি তুলস খনন ॥
ধাতু-লাভ হেতু করি পর্বতে গমন ।
কতবার করিয়াছি গহন দহন ॥
লোভের অধীন হয়ে কত শতবার ।
অলসিধি পারাবার হইরাছি পার ॥
অনর্থক রোভে কত বিনয়-বচন ।
কত ক'রে ডুবিয়াছি বুণ্ডির মন ॥
ভয়ের বিধানমতে অয়ের সাধন ।
অশানে করেছি কত বামিনী বাপন ॥
কোনখানে কাণাকড়ি করিনি উপায় ।
ওরে আশা ছেড়ে যা রে ধরি ভোর পার ॥
কখনই ভাবিল না পিপাসা তোমার ।
কি মুখে আমার কাছে থাক তুমি আর ॥

দুর্জনের তর্জনের হইয়া অধীন ।
আরাধনা করি কত কাটিলে দিন ॥
বিকট বদনে কটু কহিয়াছে বস ।
সকলি স্নেহি গোয়ে হয়ে অঙ্গপত ॥
অন্তরেতে বাঁশরোধ ক'রে ক্রমাগত ।
শূন্যনে কাটহাশি হাসিয়াছি কত ॥
হতবুদ্ধি বস জন ধন-বলে বলী ।
পড়েছি তাদের কাছে হয়ে কৃতান্তি ॥
ওরে আশা বলি বলি শোন একবার ।
এখন আবারে তুই কর পরিহার ॥
বা হবার হয়ে বয়ে গেল দুর্ভাগ্য ।
আর তুমি নাচায়ে না এমন করিয়া ॥

কমল-দলের অল বেঙ্গল প্রকার ।
সেইরূপ এই মেখে প্রাণের সকার ॥
এত কাল হয়ে আমি বিবেক-বিহীন ।
কিছুই না করিলাম হরিলাম দিন ॥
বুধা হলো আরু শেষ মরি মরি আঁহা ।
হেন কর্ষ কিছু নাই না করেছি বাঁহা ॥

ধনময়ে অচেতন মত্ত বস জন ।
সে সব ধনীর কাছে করেছি গমন ॥
লক্ষ্যহীন হয়ে যেন পশুর সমান ।
নিজ মুখে নিজ-শুণ করিয়াছি গান ॥
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ওরে লোভ দুর্ভাগ্য ।
এর চেয়ে পাণ-কর্ষ কিছু নাই আর ॥

তোগাধন বাহা তাঁহা না করিয়া তোগ ।
আপনি তক্ষিত হই এ যে ঘোর রোগ ॥
একদিন হই নাই তপ্ততার রত ।
তাপেতে তাপিত তবু হতেছি নিরত ॥
কোন কালে কাল কিছু গত হয় নাই ।
কেবলি হতেছি গত আমতা সবাই ॥
আশা-ভুজা একবার হইল না কীপ ।
আমরাই জীর্ণ হয়ে হতেছি মলিন ॥

শরীরের মাংস সব পড়িয়াছে বুলে ।
কালো রেখা নাহি আর মস্তকের চুলে ॥
পাকিয়াছে কেশপাণ ঝিকিয়াছে পাল ।
ঢাকিয়াছে দুটিপথ চক পড়ে আল ॥

সুখের সুভদ্রা নাই দেখে নাই বল ।
অবশ হতেছে ক্রমে ইন্দির নকল ।
নিকট হতেছে বত মরণের দিন ।
ততই বাড়িছে আশা নবীন নবীন ।
অধম পিশাচ লোভ হইয়া অমর ।
নিরতই ধরিতেছে নব কলেবর ।

বিষয়-ভোগের আশা হইয়াছে শেষ ।
পুরুষার্থ অভিমানে জগিয়াছে শেষ ।
প্রাণাধিক বরস্ত বাঙ্কর বত জন ।
সকলেই পরলোকে করেছে গমন ।
এই মরি এই মরি বোধ হয় কেন ।
যদি ধরে যতীশ্বরী সাজিয়াছি যেন ॥
নয়নে নিরখি শুণু বোর অন্ধকার ।
ঐতিপথে ধু-ধু-ধু ধ্বনি মাত্র সার ।
তথাচ এ ছুট দেখে অহঙ্কারে মরে ।
মরণ স্রবণে কত ভয় নাহি করে ॥

আত্ম-বিলোপ

না বুঝিলে নার মর্ম হার হার হার রে ।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
বত দেখে আপনাত, ভ্রম মাত্র তার রে ॥
আত্মার আত্মার কই, আত্মার আত্মার কই,
আত্মার আত্মার নই, আত্মা কই কার রে ।
ইন্দির বাহার বল, ছোটো বশ দিক দশ,
পরম পীতৃ-বন, স্বপ্নে সেই খার রে ॥
নিজ নাতি পদ্ম-পঙ্কে, যুগকুল বোর ধন্দে,
যেমন মনের ধন্দে নানা দিকে ধার রে ।
সেইরূপ অহঙ্কে, করে রত তাহে দেব,
ভ্রমিতেছে দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে ॥
কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ বে পরিক্রম, ফল নাহি তার রে ।
তখন শশাঙ্ক হেলা, ভাঙ্গিল বেহের খেলা,
কোবের অন্তরে এই বেলা তাবহ উপায় রে ।
সে সব বিদ্রিষ্ট হাট, যেখিতে হৃদয় ঠাট,
অন্তর-নাড়ির বোর নাট লগাই নাচার রে ।
কিরূপে এখে যারা, নেচে নাহি হয় তারা,
পুতুল না চার তারা, পুতুল নাচার রে ॥

এ ব্রহ্মাণ্ড খার ভাঙ, এক বুঝে তাহার কাণ্ড
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাঙ, কি বেলা খেপার রে ।
করিয়া কামনা-কর, কামিলে গোড়ের গর
সেই গর নহে অঙ্গ, নাহি তার নার রে ।
বারবার কিয়ে আশা, আশার বাঁচার আশা
বাঁধিলে ভোগের বাঁশ, কর্মভোগ তার রে ।
বিষ ভেবে মকরজ, বিষয়ে কহিছ ক
দীপধারী নিজে অন্ধ, বেধিতে না পার রে ।
না ভাবিয়া আপনারে, আপন ভাবিছ তার
জান না যে এ সংসারে শত্রু পায় পায় রে ।
অতি থল অবিমল, মহাবল বিপুল,
দেবে শেষ রসাতল ছল যদি পার রে ॥
কার বলে তুমি চল, কার বলে কর বল,
বিবাস কি আছে বল, মেঘের ছায়ায় রে ।
না রহিলে নিজ পদ, হুগিলে অজান-মদে,
উলিলে পাণের তরে তুলিলে নারায় রে ॥
আমি বাহা ভাল কই, তুমি তাহা কর, কই,
মিছামিছি হই হই, শেল লাগে পার রে ।
গানের আলায় অলি, ভাঙ ছেড়ে তাই বলি,
তাই ভেবে দলাবলি, তোমার আমার রে ॥
আমি বলি ঘরে চল, কনে বাই তুমি বল,
নিখালে এমন ছল, বল কে তোমার রে ॥
আমার বচন লও, আমার নিকটে রও,
নিরুপায় কেন হও থাকিতে উপায় রে ॥
বর করি প্রাণপণে, জ্বল-কল অয়েকণে,
বিষয়-বাগনা-বনে ভ্রমিছ সুখায় রে ।
ভরানক এই বন, সঙ্গে নাই লোকজন,
কিরে বাই করে মন আর আর আর রে ॥

সুখ-দুঃখ

চক্রবৎ সুখ-দুঃখ ঘুরিছে লগারে ।
জীবের কমতা নাই শিবের ব্যাপারে ॥
যে সময় দয়াময় বাহারে সময় ।
সে সময় তার হর অতি ভক্তোদয় ॥
যনে জনে লক্ষীলাভ ভাগ্য-কুল কোটে ।
ধিনি-ক্লেব বশ তার দশ দিকে ছোটো ॥
দয়াময় বিকৃত পুরু: হইলে নিমর ।
পূর্বকায় ভাব তার নাহি আর রয় ॥

সম্পদের পরে হয় বিপদের মন ।
তুচ্ছতা অগাধ নাহি থাকে বন ।
অহুতাপে অহুতাপে অহুতের অহুত ।
দিন দিন নীনভাবে পায় কত হুত ।
সেবন সন্ন্যাস আর নাহি পায় বেদে ।
ধন দার মান দার প্রাণ দার শেবে ।
মহাতাপ ধরে কত পোষা অহুত ।
ক্রমে হয় ঐতুকুল অহুত বত ।
কখন কল্পন হয় কিছু নাই দ্বির ।
জবের এ তাব দেখে সবাই অহির ।
দ্বিরক্লেপে দৃষ্টি নাই সম্পদ-বিশদে ।
মুখ হয়ে আছে জীব মোহরূপ মদে ॥

তত্ত্ব-বোধ

দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥
অন্য আর হবে কত, কাল দত্ত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের মিন ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন ॥
উপদেশ লও মন উপদেশ লও ।
দ্বিরভাবে রও লদা দ্বিরভাবে রও ॥
পাবে রত নিরপূরে, ক্রমে কেন ভ্রম দূরে,
মিছে কেন ভব দূরে ভবদূরে হও ।
দ্বিরভাবে রও লদা দ্বিরভাবে রও ॥
লহ সুবিধান মন লহ সুবিধান ।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥
এ ভব বাহার কৃত, সে ভব দ্বারে ধৃত,
হয়ে প্রীত কর চিত্ত প্রেমাবৃত পান ।
জুড়াইবে প্রাণ তাহে জুড়াইবে প্রাণ ॥
বিকল বিচার মন বিকল বিচার ।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর ।
একেতেই সব হয়, একেতেই সব হয়,
একেতেই একময় সব একাকার ।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর ॥
মন রে আমার জন মন রে আমার ।
নকলি আমার আর নকলি আমার ॥

এক ভাবে তাব মানি, যে মিলে কিরূপে আশি,
মেখিবে সকল কীচি, এক রাজ্য দার ।
নকলি আমার আর নকলি আমার ॥
আমার আমার মিছে আমার আমার ।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার ॥
আমি তুমি কেন কই, আমি দার তার হই,
এ জগতে হরি বই কেহ নাই আর ।
নহে আপনার কেহ নহে আপনার ॥
কর সঙ্গার মন কর সঙ্গার ।
দিন বয়ে দার মিছে দিন বয়ে দার ॥
কাজেতে কর না হেলা, এই বেলা লও পেলা,
এখন জবের খেলা হয়ে বাবে দার ।
দিন বয়ে দার মিছে দিন বয়ে দার ॥

নিবৃত্তি আশ্রয়

সংসারের মাঝে এই কুহক-কানন ।
কত দূর ব্যাপিরাছে নাহি নিরূপণ ॥
জানহীন পণ্ড সমুদ্রে তুমি মন ।
মতিভ্রমে বনে আসি করিছ ভ্রমণ ॥
কিনে কর হিতাহিত না জানিয়া দার ।
ইচ্ছামতে করিতেছ আহার বিহার ॥
অবিরত আছ রত মুখ অবেশে ।
কালরূপ ব্যাধ তর নাহি হয় মনে ।
শমন স্ফোর-বেশে বিভারিয়া প্রাণ ।
কিছু তার দ্বির নাই কবে করে প্রাণ ॥
প্রকট বিকট মুখ নিকট ভোমার ।
কবিত কনক-কার করিবে আহার ॥
অতএব মন ভায়া সাবধান হও ।
ভ্রম-পথ ছেড়ে দিয়া জ্ঞান-পথ লও ।
এই বেলা কর তবে সমুদ্র ক্রিয়া ।
গহন বহন কর হতাশন দিয়া ॥
কীটাময় তলচর পুড়ে হ'লে ছাই ।
কুহক-কানন আর হবে না যে তাই ॥
বন হ'লে শরিকার নব দিকে ভাগে ।
বেথিয়া হাঁটিবে পথ সমুদ্র আলো ॥
নিভাধামে গিয়া শৈব পাণ্ডে নিভা মুখ ।
য তাহে বেধিতে পাবে বতাবের মুখ ॥

আমার বেঁচে যাওয়ায় তুমি আমি হৈলিনে ।
 হেলায় বসিয়া আছি কিছুতেই হেলিনে ।
 যে মোট ধরেছি শিরে সে মোট শু কেলিনে ।
 বিপদের দিকে আমি আছি আর হেলিনে ।
 মন তুমি বশ হয়ে দূর কর ভাবনা ।
 আশায় অধীন হয়ে কার কাছে যাব না ।
 পরের প্রত্যাশা-পাশে পরিতাপ পাব না ।
 নত হয়ে পায় প'ড়ে অন্ন আর খাব না ।
 যেখানেতে অহঙ্কার সেখানেতে খাব না ।
 মানী লোকে মান দিবে যেতে মান চাব না ।
 ঈশ্বরের গুণ বিনা কার গুণ গাব না ।
 ভাব ভাব ভাব তাঁরে ভাব না রে ভাব না ।
 বল বল ধর্মবল বল আর নাই রে ।
 দোহাই দোহাই সেই ধর্মের দোহাই রে ।
 পেয়েছি ধর্মের পথ ছাড়িব না তাই রে ।
 চল চল চল মন এই পথে যাই রে ।
 সত্যখন কোথা আছে বল শুনি তাই রে ।
 সখা স্ত্রী এক সূত্রে সত্যগুণ পাই রে ।
 এ দিক্ ও দিক্ আর ছদিকে না চাই রে ।
 চরিত্র শ'াকিনী সাপ হতে নাহি চাই রে ।
 কোথা আছে সত্যবাদী কোথা দেখা পাই রে ।
 নত হয়ে প'ড়ে তার চরণে লুটাই রে ।
 বাহিরে মাথাল ফল দেখিতে সবাই রে ।
 ভিতরে পাণের ত্রুণ নাহি মিলে খই রে ।
 হাজারের মাঝে দেখি বাজারে গোসাই রে ।
 গোপনে দেখিতে পাই সে গোসাই স'াই রে ।
 সত্য কই করে কই কোথায় বেড়াই রে ।
 কষ্টকর অষ্টপাশ কেমনে এড়াই রে ।
 মিশ্যার বাতাস জোর হাঁকে স'াই স'াই রে ।
 লবু হয়ে তার আগে কেমনে টাড়াই রে ।
 ছলনার মাটি আর কেমনে নাড়াই রে ।
 সাধু সত্য ব্যবহার কিরূপে ভাড়াই রে ।
 কেবা তচি কে অন্তচি ভেবে হ'ল বাই রে ।
 কিসে পাশ কিসে পুণ্য করে বা বুকাই রে ।
 ইনি উনি যিনি তিনি তন্ন আর ছাই রে ।
 নাভালে মাতাল বলে এ বড় বাংলাই রে ।
 সত্য-রথ সত্যমত কেমনে চালাই রে ।
 লোকালয় ছেড়ে তাই পালাই পালাই রে ।
 অবিচারে সুবিচার নাহি পায় ঠাই রে ।
 সকলি ক্ষমের বশ বলি হারি যাই রে ।

মহারাজ মন তুমি নিজে মহাশয় ।
 ছল-চক্রে পোড়ে কেন তও দুরাশয় ॥
 ইঞ্জির যুগের পতি রাজা তুমি হরি ।
 হরি হয়ে কাঁধ্যদোষে কেন হও হরি ।
 হরি, হরি ধরি, পেয়ে প্রভাবে প্রকাশ ।
 হরি হরি সেই হরি প্রভা কর নাশ ।
 অগৎ ছুড়ায় হরিরব-সুখাপানে ।
 হরি রবে সকলেই হাত দেয় কানে ।
 হরি হয়ে ধর্ম কেন হরির মতন ।
 হরিনামে কেন কর কলঙ্ক ধারণ ।
 অগৎ তোমার বটে কিন্তু এক নয় ।
 সমুদয় অগৎ তোমার বশে রয় ।
 অতিমানী অগতের মিছে মাত্র ভাব ।
 মিছে মাত্র ভাস তার মিছে মাত্র ভাস ॥
 বিবেকী অগৎ করে সত্যের প্রকাশ ।
 সত্যের আভাস তার সত্যের আভাস ।
 মন তব মনে আছে বিষম বিকার ।
 অগতের ভুল তাই কর না বীকার ।
 কর্ত্তব্যে লম তব অগৎ-স্বজনে ।
 অগৎ বজায় থাকে চৈত্বে তাই মনে ॥
 নিত্যখন সনাতন একমাত্র সৎ ।
 অগৎ অসৎ তাই অগৎ অসৎ ॥
 নিত্য হরি সৎ মন বস্ত তুমি বাঁচি ।
 অগতের লক্ষদোষে কেন হও মাটি ॥
 অহঙ্কারে অহঙ্কার কোটি ক্ষণে ক্ষণে ।
 অহং কার একবার নাহি পড়ে মনে ।
 অতিমান সুরাপানে দেখিতে না পাও
 অগৎ হাসাও তুমি অগৎ কীবাণ্ড ।
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অহঙ্কার ।
 এ সকল বটে তব নিজ পরিবার ॥
 বেব হিসা আমি করি আর আর বস্ত ।
 অসুগত ভেবে তুমি তাহে অসুগত ।
 বিবেক বৈরাগ্য আর বস্তর বিচার ।
 এরা কি যে নহে মন তব পরিবার ।
 রূপা মৈত্রী শ্রদ্ধা শান্তি দয়া আর কমা ।
 এরা কি যে নহে মন তব প্রিয়তমা ॥
 কুবৃত্তির প্রবৃত্তির পেয়ে পরিবার ।
 তাকাও না সে দিকেতে পাকাও-বিবার ॥

মহামোহ-নলে মিশে দলাদলি ঘোট ।
 এদেরি উপরে বত করিতেছ চোট ॥
 অতিমান অহঙ্কার রাগ ঘেব লয়ে ।
 বাড়াবাড়ি আড়া-আড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে ॥
 বিবেকীর দলপাশে বদ্ধ আছে যারা ।
 ঈশ্বর-প্রেমিক সব সত্যপ্রিয় তারা ॥
 পরিবার ছাড়া নয় তারা ত তোমার ।
 বাধ্য হয়ে আহুগত্য করে ত স্বীকার ॥
 তখাচ তাদের প্রতি কর তুমি হেলা ।
 ঠেলিতেছ বলে পায়ে মেরে কত ঠেলা ॥
 ঠেলাঠেলি করিতেছ ঠেলা মেরে পার ।
 কতদূর ঠেলা হবে এ ঠেলার দায় ॥
 তারা যদি ঠেলে দেয় তখন কি হবে ।
 ঠেলা হয়ে আর তুমি তুমি নাহি হবে ॥
 এ কথাট মহারাজ বলি কার কাছে ।
 ভাল-পালা মারা গেলে ডু'ড়ি বিসে বাঁচে ।
 যে সকল হয় তব অঙ্গের প্রধান ।
 তাদের ছেদন করা এই কি বিধান ॥
 হস্ত পদ আদি যদি কর পরিহার ।
 দেহের গোরব হবে কোথার তোমার ॥
 আপনি করিলে নাশ আপনার বল ।
 কার্যদোষে আপনিই হইবে অচল ।
 অধীন তাহারা বটে কিন্তু নহে হীন ।
 অধানে রাখিতে পার তবেই অধীন ॥
 নতুবা স্বাধীন হয়ে বিবেকের দল ।
 নিজ নিজ সাধামত প্রকাশিবে বল ॥
 সত্যের প্রচার হবে সত্যের প্রচার ।
 রহিবে না তাহে আর মিথ্যার ব্যাপার ॥
 যখন উঠিবে তারা বিজ্ঞা প্রকাশিয়া ।
 কোথার রহিবে তব অবিজ্ঞার ক্রিয়া ॥
 বোধের উদয় এসে হইবে যখন ।
 তোমার ক্রোধের দশা কি হবে তখন ॥
 জান কি রে জান কি রে কি হয় অতীত ।
 বল না রে বল না রে কে হয় শতীত ॥
 নিরন্তর নতভাবে নত বারায় রয় ।
 পতিত না হয় তারা পতিত না হয় ॥
 প্রমাণ এমন আছে প্রমাণ এমন ।
 উপরেতে উঠে যেই সে হয় পতন ॥
 ইন্দ্রিয়ের অধিগতি তুমি একাদশ ।
 হও হও হও মন আপনার শয় ॥

হয়েছ প্রবীণ তুমি হয়েছ প্রবীণ ।
 এ সময়ে কেন আর হও পরাধীন ॥
 রিপূর করিতে দোঁপে বপূর ভাণ্ডার ।
 কর্ত্তা হয়ে তুমি যদি কর অবিচার ॥
 মহিমা না হবে তার এই ভয় করি ।
 যে শুনিবে সে বলিবে হরি হরি হরি ॥
 তাই বলি কার্য কর কর্ত্তার মতন ।
 কর কর কর নিজ তবের সাধন ॥
 তুমিই ত সেই তুমি আর কিছু নয় ।
 স্বরূপ হইলে তবে বিরূপ কি হয় ॥
 সহজেই হবে এসে প্রবোধ প্রকাশ ।
 ছদয়ে ধরিয়ে ক্ষমা ক্রোধ কর নাশ ॥

জীবের প্রতি

(১)

স্বকৃতি সাধন করিয়ে কতই,
 হ'লে তুমি জীব নর রে ।
 ইন্দ্রিয় সহিত স্নেহের সমন,
 গেলো চাক কলেবর রে ॥
 যে কিছু দেখিছ এ ভবতবনে,
 অতিশয় মনোহর রে ।
 সত্যে স্বভাবে স্বভাবে সাধিছে,
 হয়ে মহামোহকর রে ॥
 সতত হতেছ মোহতে মোহিত,
 সমুদয় চরাচর রে ।
 নদ নদী কত বন উপবন,
 জলনিধি জলধর রে ॥
 ফলফুলময় লতা তরুণর,
 শোভে ধরা ধরাধর রে ।
 বিনোদ গগনে রাজিত-সুচাক,
 দিবাকর নিশাকর রে ॥
 ভূচর খেচর বায়ু বারিচর,
 প্রাণী দেখে বহুতর রে ।
 প্রকৃতি-প্রসাদে পৃথক্ পৃথক্,
 প্রেমোদিত পরস্পর রে ॥
 গুণ-গুণ-স্বরে কমল-কেশরে,
 মধু গিরে মধুকর রে ।
 কমলে কমল কুসুমকুসুম,
 সুশীতল-সমোদয় রে ।

স্বরজি-স্বাসে, আনন্দে বিতরে,
সমীরণ করকর রে ।

শীতল-পরশ সরস-শরীর,
বাগ নাসা বাগাচর রে ।

কানন-কুটীরে, কোকিল কলাপ,
কুহরে মধুর স্বর রে ।

নিজ নিজ ভাবে, ভাবে বিজ যত,
সহ প্রিয় সহচর রে ॥

দেখ জল স্থল, অনল আকাশ,
অনিল শীতলকর রে ।

ভূতের ব্যাপার, ভৌতিক সকলি,
পাঁচ ভূতে এক বর রে ॥

পিতা মাতা আদি জাতি জাতি বত,
সুত সূতা সহোদর রে ।

সম্পদ বিত্তব, ভোগের বিষয়,
নহে কতু স্থিরতর রে ॥

অনিত্য হইয়া, কেমনে এ সব,
হবে চিরসুখকর রে ।

এই এই এই, সেই সেই সেই,
নেই নেই নেই স্বর রে ॥

অতএব শিব, শিব যদি হবে,
উপদেশ-ধর ধর রে ।

মায়ী-জায়া-ছায়া ছুরো না ছুরো না,
সর সর সর সর রে ॥

অভিমান আদি, লোভ মোহ যত,
ভ্রম হয় হয় হয় রে ।

শেষ জেনে এক, শেষ কর সব,
সেবসেব কেব জয় রে ॥

বোধের অসিতে, ক্রোধের সংহার,
কর কর কর কর রে ।

উলঙ্গ রয়েছে, বিবেক-বদন,
পর পর পর পর রে ॥

কাহারি ভয়েতে কাতর হইয়া,
কাপিতেছ ধর ধর রে ।

নিকটে অতর, ভয় তবে কিসে,
কার ভরে তুমি ভর রে ॥

ত্রিভাগে ভাগিত, হয়ে তুমি আর,
ভাপ পেয়ে কেন মর রে ।

অতর অতরে, আনন্দ-কাননে,
চর চর চর চর রে ॥

ভাবের আকাশে, নয়ন-বৃন্দল,
হয় যেন নীরবর রে ।

হরিগুণগানে, পুণ্যক প্রেমাক্ষ,
কেলে যেন দরদর রে ॥

সন্তোষ-সলিলে, মানস-সাগর,
ভর ভর ভর ভর রে ।

বিষয়-বাগনা, বিষয়-বারিষি,
ভর ভর ভর ভর রে ॥

ভাব না কেন যে, ভাবনা কেন যে,
ভবের ভাবিকবর রে ।

যাহারে ভাবিলে, ভাবনা থাকে না,
ভাব ভাবে করি ভর রে ॥

অরির বরেতে, শরীর সূচনা,
হরির ধারণা ধর রে ।

ধ্যানে জ্ঞানে মনে, জপ জপ জপ,
হর হর হর হর রে ॥

সকলি অনিত্য, নিত্য শুধু সেই,
পরমপুরুষপর রে ।

সদা সর্বক্ষণ সেই, নিত্যধন,
স্বর স্বর স্বর স্বর রে ॥

(২)

বিফলে সময়, যদি কর ক্ষয়,
অসময় কিবা হবে রে ।

নিজ-বোধহীন, হয়ে ভ্রমাবীন,
কত দিন আর রবে রে ॥

শরীর-রতন, নহে চিরধন,
এত ভ্রম কেন তবে রে ।

নাহি জান জীব, আপনায় শিব,
অশিব কুগিছ ভবে রে ॥

কত দিন আর, আমার আমার,
অভিমান-ভায় ববে রে ।

আর কত কাল, বিদ্যুৎ বজ্রজাল সবে রে ॥

এখন চেতন, হ'ল না চেতন,
চেতন পাইবে কবে রে ।

পরিহারি লব, হরি হরি রর,
মুখে আর কবে কবে রে ॥

পরম সুখার, সুখমুখ তার,
আর কতক্ষণে সবে রে ।

কর রে সাধন, পাইবে সুখন,
নিধন হইবে যবে রে ॥
করিতে ভাবনা, কিসের ভাবনা,
কেন রে ভাবনা তাবে রে ।
ভাবি ভাবময় তাহারে সময়,
তাবেতে যে জন তাবে রে ॥
ভাব না বুঝিয়ে, ভাবনা করিয়ে,
কেমনে ভাবনা যাবে রে ।
ভাবের বিষয়, হ'লে ভাবোৎসব,
অনায়ে সে ধন পাবে রে ॥
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরে দেখিয়া,
মিছে কেন কাল হয় রে ।
শুন বলি সার, জাগো একবার,
যুমে কেন আর মর রে ॥
ঘরের ভিতর, আছে এক ঘর,
যে ঘরে প্রবেশ কর রে ।
মহা সুগধন, রয়েছে গোপন,
সেই ধন গিয়া ধর রে ॥
দিবস থাকতে, পাঠবে দেখিতে,
অভিশয় মনোহর রে ।
এলে পরে নিশা, হারাষ্টবে নিশা,
আঁধার হইবে ঘর রে ॥
কাল আর নাট, দিনে দিনে তাই,
কর তুমি তাই কর রে ।
নিয়ে সার ধন, সুখে তুমি বন,
আশা-পাশ হতে তর রে ॥
কল্পণা-কমল, করিয়া অমল,
অলি হয়ে তার চর রে ।
পাপ-অন্ধকার, কেন রাখ আর,
প্রত্যেকর প্রভা কর রে ॥

পরমায়ুঃ

যত দিন আয়ু-বায়ু না হইবে নাশ ।
তত দিন সুখে কর অগতে বিলাস ।
কালের কুটিল গতি দেখ দেখ জীব ।
সাধ্যমতে গিছ নিজ নিজ নিব নিব ।
বহুবধি পরমায়ুঃ বেহুখটে হবে ।
তববধি কিছুতেই মরণ না হবে ॥

বিজন বিরল যনে করিলে প্রবেশ ।
বাঘ আদি ভক্তগণ করিবে না ঘেষ ॥
তক্ষক আশিয়া ক্রোধে বংশে বধি পায় ।
রক্ষক হইয়া ভিড় বাঁচাবেন তার ॥
পক্ষতের চূড়া হতে হইলে পতন ।
বাঁতনা হবে না দেখে যাবে না জীবন ॥
গভীর জলধি-জলে মগ্ন যদি হয় ।
অন্যেসেই পাবে প্রাণ নাহিক সংশয় ॥
দাবানলে বেষ্টিত যত্নপি কর তার ।
অনলের তাপ তার লাগিবে না গায় ॥
পারিবে না পোড়াইতে প্রবল অনল ।
আয়ু তারে বাঁচাইবে করিয়া শীতল ॥
দৈববলে কোনরূপে না হয় ব্যাঘাত ।
প্রবেশ করে না দেখে অস্ত্রের আঘাত ॥
তখনি মরিবে হ'লে জীবন অতীত ।
অকালে কালের করে কে হয় পতিত ॥
পরমায়ু মহাধন স্থিত থাকে ব্যত ।
কে পারে অকালে তারে করিতে সংহার ॥
শত শত শরাঘাতে স্থির হয়ে রয় ।
উন্নত চুক্তিয়া বিধ শ্রদ্ধা সম হয় ॥
সময় হইগা শেষ আয়ু যায় ব্যত ।
কিছুতেই কোনরূপে রক্ষা নাই তার ॥
সহুপায় যত সব বিফল হইবে ।
তুণের আঘাত পেয়ে তখনি মরিবে ॥
ঈশ্বর আপনি আপি করেতে লইয়া ।
যত্নপি ঔষধ দেন ভিবক হইয়া ॥
তথাচ হবে না তার কিছু প্রতীকার ।
আয়ুর অস্ত্রধা করে সাধা আছে কার ॥
কনক-কুটীর-কার আঁধার করিয়া ।
প্রাণের প্রাণীপ যায় আপনি নিবিয়া ॥
হয়ে শব যায় সব পড়ে বসাতলে ।
সে দীপ কি কোন কালে পুনরীর অলে ॥
এইরূপ চলিতেছে অখিল সংসার ।
এই দেখি এই আছে এই নাই আর ॥
এই এই সেই সেই করিতে করিতে ।
এইরূপে এক দিন হইবে মরিতে ॥
চিরকাল এই ভবে কেহ নাহি রবে ।
এইরূপে হয় আর লয় পায় সবে ॥
কাল-কাল-মহাকাল মহেশ্বর বিনি ।
লগা কাল সমভাবে স্থিতবান্ তিনি ॥

কালের অতীত সেই কালের ঈশ্বর ।
 সকলি নব্বয় আর সকলি নব্বয় ॥
 চিরকাল হির কাল কালে কালভেদ ।
 বুঝিলে কালের মর্ম্ম দূর হয় বেদ ॥
 কালে হয় রেখাযোগে পর্ব্বত-সুজন ।
 কালে হয় সেই গিরি ভূতলে পতন ॥
 কালে হয় মহাবন নগর-প্রধান ।
 কালেতে নগর হয় বনের সমান ॥
 কালেতে গোপ্পন হয় সাগর অপার ।
 কালেতে সাগরে হয় স্বীপের সকার ॥
 অতিশয় দীন আমি অধীন স্বাধীন ।
 কালের অধীন সব কালের অধীন ॥
 পরিপূর্ণ হ'লে কাল কেহ নাহি রয় ।
 কালের বিচিত্র খেলা বুঝিবার নয় ॥
 কাল প্রাপ্ত হ'লে পরে প্রকাশিয়া প্রাস ।
 রাহ আর কেতু করে রবি শশী প্রাস ॥
 নিয়ৎ নিকট হ'লে নাহি রয় কেহ ।
 ভক্ষ্যেতে ভক্ষণ করে ভক্ষকের দেহ ॥
 কালেতে বানর নর একত্র হইয়া ।
 সবংশে রাবণে দিল নিপাত করিয়া ॥
 কালেতে রাক্ষসকুল না রহিল আর ।
 স্বর্গময় লক্ষ্মণুরী হ'ল ছারখার ॥
 অতএব প্রায়গণ সাবধান হও ।
 কালের নিকটে সব উপদেশ লও ॥
 এই কাল হইতেছে বাহাতে সকার ।
 ক্ষণকাল প্রেম-ফুলে পুষা কর তার ॥

সকলি অনিত্য

ভ্রান্তি-দোরে মুগ্ধ হয়ে কি করিছ মন ।
 নগ্ন করে তব দেহ মোহ হতাশন ॥
 এ বেলা জ্ঞানের সলিলে হয়ে স্নাত ।
 আগনার স্বভাবে আগনি হও স্নাত ॥
 ভোগের ভবন নহে এই কলেবর ।
 যোগের গঠন সব রোগের আকর ॥
 যে কিছু হৃদয় শোভা বোবন অবধি ।
 পরিশেষে শুদ্ধ হয় লাবণ্য-জলধি ॥
 প্রথমে ইন্দ্ৰিয়-বলে প্রতিভা-প্রকাশ ।
 সে সকল ভেল, বল, ক্রমে হয় হ্রাস ॥

স্বভাব স্বভাবে সব প্রভাবে প্রণীত ।
 পরে তাহা নয় হয় কিছু নয় বিত ॥
 বরতর বহে স্রোত নদী একবার ।
 নদ নদী বিল বিল সব একাকার ॥
 প্রবল তরল বেগ বিবম গভীর ।
 ছুটে নীর তীর সব ভেদ করি তীর ॥
 কল কল কল রব দৃষ্ট ভরতর ।
 স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে কেহে জলচর ॥
 বরষায় এই ভাব স্বভাবে সকার ।
 পরিশেষে সে ভাব না রয়ে কিছু আর ॥
 একেবারে স্নানস্থ থিম আগমনে ।
 মুহুভাবে করে গতি অতি ক্ষুর-মনে ॥
 বহরর-পরিপূর্ণ প্রবল সমুদ্র ।
 ঈশ্বরীর লীলাক্রমে কালে হয় ক্ষুর ॥
 না হয় তাহাতে আর তরবার গতি ।
 বিরচিত বীণ তাহে জীবের বসতি ॥
 প্রভায় প্রদীপ্ত করে দিক্ সমুদ্রয় ।
 কিন্তু সে অচির-প্রভা চিরস্থিত নয় ॥
 নানা জাতি বিহ্বল সাগরু ময়র ।
 বিশ্রাম-কারণে আসি এক বৃক্ষ রয় ॥
 পরস্পর সারানিধি স্থগে অবস্থান ।
 স্রমধূর স্বরে করে বিভূষণ-গান ॥
 প্রভাত হইলে আর নাহি কার বেধা ।
 পরস্পর ছুটে যায় সব হয় একা ॥
 সৌরভেতে আমোদিত গুপ্পার কামন ।
 প্রকটিত ফুলপুঞ্জ প্রফুল্ল আনন ॥
 সন্ধ্যাে ভ্রমর ভ্রমে ভুঞ্জে কত রস ।
 গুণ গুণ গুণ গুঞ্জে মুখে গায় বশ ॥
 স্বভাবে শোভিত সব অতি মনোহোতা ।
 নয়নে ধরে না সেই মনোহর শোভা ॥
 ক্ষণপরে কুহুমের কেশর বিকল ।
 হত বশ নাহি রস থ'সে পড়ে দল ॥
 শুকাইয়া ধরার ধ্বংসে দেয় ধারা ।
 অলিঙ্গন নিরানন্দ স্বকরন হারা ॥
 গগন করেছে স্পর্শ পর্ব্বতশিখর ।
 পতিত মন্তক সহ ধূলার উপর ॥
 গগনে নির্ধর শশী স্তম্ভীতল কর ।
 বাহার উদয়ে ফুল জীবের অন্তর ॥
 মাহুঘের মানস-কুমুদ-বস্ম বিনি ।
 অদ্যাপিও অম্বুধে যত হন ভিনি ॥

বিচিত্র যুগে বিশ্ব যুগে বাহ্য হয় ।
সমুদ্র নদী হয়ে যায় কিছু নয় ।
না রহিবে বায়ু জল অগ্নি আর ভূমি ।
কিছুমান্য না রহিবে কোথা আমি ভূমি ॥
শিব হরি প্রভৃতি অমর কেহ নাই ।
কালর করাল আসে পতিত সবাই ।
অতএব মন ভাই উপদেশ ধর ।
অহংকার-অলংকার পরিহার কর ॥
পর্যাপ্ত ভাবের গলে বিবেকের হার ।
ওহে চিত্ত সজ্জ নিত্য সেই সত্য সার ॥

সঙ্গীত

(১)

আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
মানুষ হবে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ হবে ?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে, মানুষ কবে ?
হ'তে চাও মানুষ যদি, শাস্তি-নদী
এই বেলা পর হও রে তবে ।
মনেরে ব'লে করে, শুদ্ধ হয়ে
ডুব দিয়ে আর শাস্তি-শবে ॥
অমৃত খেয়ে সুখে, নীরব সুখে,
মৃত হয়ে যেন হবে ॥
লোকেরে বলুক মন্দ, সদানন্দ,
শবেতে সব সবেই হবে ॥
নয়নে ছোট বড় দেখবে যারে,
তুষবে তারে গ্রিয়-রবে ।
অগতে হাঁড়ি মুচি সবাই শুচি,
সমভাবে ভাববে হবে ॥
রজনী পোহায় পোহায় হইয়াছে,
দিন বাড়ি রাত আছে হবে ।
এখনি প্রভাত হ'লে সুতুলে,
নিজ স্থলে যেতে হবে ॥
সমভাবে হও রে সোনা কুন্তের বোকা,
আর কতদিন রাখার হবে ?
ছাড় রে ভোগের আশা, পূন আশা,
হবে না এই ক্রমের জন্ম ॥

অবে না ভুমিই হবে, আমি রব,
রবে কেবল রবটি হবে ।
চরমে হবে ভাল, শুভ আলো,
প্রভাকরে টেনে লবে ॥

(২)

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন ।
দিন যত গত গত, দিন দিন নীন ॥
যুগায় হইল জন্ম, যুগায় হয়েছি মৃত,
অতঃপর-শাসনে তহু তহু অহুদিন ।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই ক্ষীণ ॥
অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্বসার,
কত বা গণিব আর এক দুই তিন ।
সহজ আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে থা মীন ॥
সহজে দেহের কই, সহজে দেহের নই,
মিছা করি হই হই হয়ে মোহহীন ।
নাহি হয় অহুভব, এ নেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব মীন ॥
প্রবৃত্তির অহুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে,
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ ।
কাল-করী হরি হরি, হরিনাম পরিহরি,
যুগা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন ।
ডাকে প্রভাকরকর, কোথা প্রভাকরকর,
প্রকাশিয়া প্রভাকর শুভদিন দিন ॥

(৩)

যুবতী-গৌরব জাল, ডুব না রে আর ।
জানহীন লোভী মীন, মানস আহার ॥
রমণীয় রমণীয়, কলেবর কমণীয়,
ও ত নহে গমনীয়, হুতেরি আহার ।
মদন ধীর কাল, করি কত বড়জাল,
তাহাতে বিশাল জাল, করেছে বিস্তার ।
রতি-রজ্জু করে করি, বসে আছে তটোপরি,
এখনি তোমায়ে ধরি, করিবে সংহার ॥
শাস্তি নদী অবিদল, তাহাতে করুণা-জল,
সমভাবে স্নানীতল, কত গুণ তার ।
লে জলে ডুবিলে পর, বুজিবে জেলের ডর,
হরি হয়ে নিরস্তর করিবে বিহার ॥

তুমি সত্য নিত্যরূপ এই জানি সার।
আত্মরূপে বিরাজিত হুদয়ে আমার ॥
যেমন ভেমন তুমি বিফল বিচার।
মনোমররূপে লহ প্রণাম আমার ॥

ব্রহ্মজ্ঞান

প্রকাশিয়া নিজ ছবি, উদিত হইল রবি, *
প্রভাতেই প্রভাত প্রকাশ।
রজনী † হয়েছে শেষ, আলোককে ব্যাপিল দেশ,
অন্ধকার ‡ হইল বিনাশ ॥
“আমি আমি” এ প্রকার, বশন দেখিলে আর,
পাইলাম আত্মপরিচয়।
ভ্রমনিজ্ঞা পরিহারি, হৃথে জাগরণ করি,
দেখিতেছি সত্য সুখময় ॥
ভুলে সেই সূর্যগত, যাঁতনা পেয়েছি কত,
চিরদিন হয়ে পরাধীন।
কাটিয়া মাথার পাশ, মনেরে করিয়া নাশ,
এত দিনে হলেম স্বাধীন ॥
দেশাচারি ঘোষাচার, কিছুই রাখিলে আর,
অভিমান হয়ে গেল নাশ।
দেশ কাল ভেদ নাই, বশন যেখানে বাই,
সেইখানেই আমার নিবাস ॥
পেয়েছি পরমনিধি, না মানি নিবেদ-বিধি,
উপরোধ অহুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি, আর নাহি ভেদ গনি,
এ জগতে সমান সবাই ॥
এই আমি, আমি নই, এই আমি, আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।
ব্রহ্মরূপ সমুদয়, ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার ॥
কি কর্তব্য অকর্তব্য, নাহি করি সে কর্তব্য,
জিহ্বন তৃপ্তের সমান।
আপনি আপন বশ, ব্রহ্মানন্দ সুখারস,
প্রতিক্ষণ হৃথে করি পান ॥
চেয়ে নাহি চক্ষু মেলি, নিজভাবে হাদি খেলি,
নাচি গাই আপনার ভাবে ॥

* রবি—তবজ্ঞান।

† রজনী—মায়া।

‡ অন্ধকার—অজ্ঞান।

নাহি শোক নাহি রোগ, অনিষ্টেরে হৃৎকোণে,
ভাব পেয়ে রুবেছি স্বভাবে ॥
উষ্ম হতেছে হেন, কোন কুলধনু যেন,
মধুধান কড়িছে আমার।
নাহি বায় কার কাছে, স্বপ্নে উদয় আছে,
কেহ তায়ে দেখিতে না পায় ॥
কিবা সে মধুর তার, তার মাত্র তার তার,
সে মধু ত এঁটো করা নয়।
যে থেয়েছে আছে হৃৎ, হুটিতে না পায়ের মুখে,
কিছুতেই প্রকাশ না হয় ॥
মলেন ঈশ্বরগুণ, হলেন ঈশ্বর গুণ,
ব্যক্ত হ'লে গুণ কোথা রয়।
গুণ যদি নাহি রবে, গুণভাবে দেখি তবে,
ঈশ্বরের খেলা সমুদয় ॥

নিশানরি

যথার্থ যে মূলধর্ম, বস্তুর তাহার ধর্ম, ৪
কর্ম হেতু নাহি বায় জানা।
নানা জাতি নানা মত, উজ্জ্বলের নানা পথ,
জাতিভেদ ধর্মভেদ নানা।
পরমেশ রূপানন্দ, এক ভিন্ন ছই নয়,
সবার উপাত্ত হন যিনি।
যেত পীত রক্তবর্ণ, নরনারী বস্ত বর্ণ,
সকলের জাগকর্তা তিনি ॥
এই বে অখিল বিশ্ব, ব্রহ্মরূপে হয় দৃষ্ট,
সুপ্রকাশ্য শোভা অপরূপ।
প্রকাশিয়া অস্বরূপ, বহু খণ্ডে করি ভাগ,
হজিল মনুষ্য বহুরূপ ॥
বত বেথ ছিন্নভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম চিক,
তার সেই ইচ্ছা সমুদয়।
ভিন্ন রূপ ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন বোধ ভিন্ন আশা,
কিন্তু তাহে নিজে ভিন্ন নয় ॥
বিফল হৃদির ভুল, অতএব বলি ভুল,
গুন তাই নিশানরি মন।
শরীর ভারতবর্ষে, বাগ কর বহা হবে,
যেখানেই নাহি প্রয়োজন ॥
আপনার মত বাহা, স্বাভাবিক নদীতে ভাষা,
ব্যক্ত কর ঈশ্বর গুণ পেয়ে।

হৃদয় বার এ প্রকার, জনে কেন ভ্রম আর, এই তাবে এই তাবে
হিন্দুদের পরকাল খেয়ে ॥ সেই পাবে তোমারে নিশ্চয় ॥
হৃদয়ভাতি হৃদয়পুং, তারা জানে কীট-গুণ, কেমন বিচিহ্ন ভাব,
কোরাণে যখন নাশে খেব ॥ প্রকাশ হতেছে তার ভাব ॥
তোমাদের বাইবেলে, তোমাদের সুখ মেলে, মনের বৈষ্ণব ভাব,
আমাদের শিরোধার্য্য বেদ ॥ তাব কি বুঝিবে তব ভাব ॥
শাক্তবল বাহবল, উপদেশ যত বল, ভাব হয়ে ভাব হয়,
মুক্তিবল সর্বশ্রেষ্ঠ বটে ॥ জ্ঞান কর তাবের এ তাবে ॥
সকল জীবের ভাব, একই তাবে আবির্ভাব, ভাব যেন দ্বির রয়,
সেই নিত্য নিম্না-নিকটে ॥ প্রতিক্ষণ তোমারেই তাবে ॥

প্রার্থনা

জয় জয় সর্বগার, জয় জয় সর্বাধার, জয় জয় সর্বগার, জয় জয় সর্বাধার,
জয় জয় জগদীশ জয় ॥ জয় জয় জগদীশ জয় ॥
দয়াময় দাতারাম, অশেষ আনন্দধাম, দয়াময় দাতারাম, অশেষ আনন্দধাম,
গুণাভীত সর্বগুণময় ॥ গুণাভীত সর্বগুণময় ॥
তত্ত্বাধীন নাম ধর, তত্ত্বের ভাবনা হয়, তত্ত্বাধীন নাম ধর, তত্ত্বের ভাবনা হয়,
ভাবগ্রাহী তুমি তগবান ॥ ভাবগ্রাহী তুমি তগবান ॥
যে তাবে যে তাবে তাবে, আমার মনের তাবে, যে তাবে যে তাবে তাবে, আমার মনের তাবে,
ভাব-পথে কর অবস্থান ॥ ভাব-পথে কর অবস্থান ॥
নয়ন মুগ্ধ করি, ভাবনার ভাব ধরি, নয়ন মুগ্ধ করি, ভাবনার ভাব ধরি,
বিরলে বসিয়া ভাবি একা ॥ বিরলে বসিয়া ভাবি একা ॥
ওহে হরি দয়া করি, মনোময় রূপ ধরি, ওহে হরি দয়া করি, মনোময় রূপ ধরি,
অস্তর বাহিরে দেখ দেখা ॥ অস্তর বাহিরে দেখ দেখা ॥
কত তাবে কত ভাবি, তাবে আমি যত ভাবি, কত তাবে কত ভাবি, তাবে আমি যত ভাবি,
ভাবি তাবে তাবের উদয় ॥ ভাবি তাবে তাবের উদয় ॥
ভাবময় তবধব, ভাবভরা তব তব, ভাবময় তবধব, ভাবভরা তব তব,
কৃপাভব তব কৃপাময় ॥ কৃপাভব তব কৃপাময় ॥
ভাব না যদি হে ধরি, কেননে ভাবনা করি, ভাব না যদি হে ধরি, কেননে ভাবনা করি,
ভাবনার ভাবনা কি আছে ॥ ভাবনার ভাবনা কি আছে ॥
ভাব-সুখে দিয়া হাত, যতই টানিবা নাথ, ভাব-সুখে দিয়া হাত, যতই টানিবা নাথ,
ততই আসিবে তুমি কাছে ॥ ততই আসিবে তুমি কাছে ॥
বাহার যেমন ভাব, তাহার ভেমনি লাভ, বাহার যেমন ভাব, তাহার ভেমনি লাভ,
তুমি বিতৃ আবির্ভাব তাবে ॥ তুমি বিতৃ আবির্ভাব তাবে ॥
ভাব ছাড়া কত নও, তাবে তার মনে যও, ভাব ছাড়া কত নও, তাবে তার মনে যও,
ভাবি হয়ে যে তাবে যে তাবে ॥ ভাবি হয়ে যে তাবে যে তাবে ॥
তুমি হে পরম ভাব, অস্তরে পরম ভাব, তুমি হে পরম ভাব, অস্তরে পরম ভাব,
তব ভাব হেই তবদয় ॥ তব ভাব হেই তবদয় ॥

এক তাবে যেই তাবে, এক তাবে যেই তাবে, এক তাবে যেই তাবে, এক তাবে যেই তাবে,
সেই পাবে তোমারে নিশ্চয় ॥ সেই পাবে তোমারে নিশ্চয় ॥
কোমন বিচিহ্ন ভাব, তাবের কল্পি ভাব, কোমন বিচিহ্ন ভাব, তাবের কল্পি ভাব,
প্রকাশ হতেছে তার ভাব ॥ প্রকাশ হতেছে তার ভাব ॥
মনের বৈষ্ণব ভাব, করে মাজ অহুভাব, মনের বৈষ্ণব ভাব, করে মাজ অহুভাব,
ভাব কি বুঝিবে তব ভাব ॥ ভাব কি বুঝিবে তব ভাব ॥
ভাব হয়ে ভাব হয়, সার ভাব মান কর, ভাব হয়ে ভাব হয়, সার ভাব মান কর,
জ্ঞান কর তাবের এ তাবে ॥ জ্ঞান কর তাবের এ তাবে ॥
ভাব যেন দ্বির রয়, তাবে নাহি রত হয়, ভাব যেন দ্বির রয়, তাবে নাহি রত হয়,
প্রতিক্ষণ তোমারেই তাবে ॥ প্রতিক্ষণ তোমারেই তাবে ॥
গুণ এই অভিনায়, হইয়া তোমার দাস, গুণ এই অভিনায়, হইয়া তোমার দাস,
তোমার তজিবি অবিরত ॥ তোমার তজিবি অবিরত ॥
হার এ কি বিপরীত, কিছু নাহি হয় হিত, হার এ কি বিপরীত, কিছু নাহি হয় হিত,
বিড়ম্বনা ঘটে তার কত ॥ বিড়ম্বনা ঘটে তার কত ॥
কিছুই না করিলাম, বুধা কাল হরিলাম, কিছুই না করিলাম, বুধা কাল হরিলাম,
মরিলাম হয়ে বোধ হত ॥ মরিলাম হয়ে বোধ হত ॥
পরম পঞ্চ ভলে, কামনা-কেন্দ্রী ফলে, পরম পঞ্চ ভলে, কামনা-কেন্দ্রী ফলে,
উড়ে গিয়া মন হয় রত ॥ উড়ে গিয়া মন হয় রত ॥
বিষয় বিভব বহু, সকল হয়েছে গত, বিষয় বিভব বহু, সকল হয়েছে গত,
রিপুচোরে করেছে হরণ ॥ রিপুচোরে করেছে হরণ ॥
ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবদোরে, ধরিতে না পারি চোরে, পোড়ে এই ভবদোরে,
কত আর করিব যোজন ॥ কত আর করিব যোজন ॥
পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী, পুরুষার্থ গেলে চুরি, কিসে রক্ষা পায় পুরী,
প্রতিক্ষণ ভেবে উটান ॥ প্রতিক্ষণ ভেবে উটান ॥
রিপুগলে বণু দলে, বলী নই জ্ঞানবলে, রিপুগলে বণু দলে, বলী নই জ্ঞানবলে,
কিঙ্কপেতে করিব শালন ॥ কিঙ্কপেতে করিব শালন ॥
দয়াকর দয়া কর, দীনের দীনতা হয়, দয়াকর দয়া কর, দীনতার দীনতা হয়,
কর কর জ্ঞান বিতরণ ॥ কর কর জ্ঞান বিতরণ ॥
পরমেশ তুমি পর, পতিতে পবিত্র কর, পরমেশ তুমি পর, পতিতে পবিত্র কর,
নাম ধর পতিতপাবন ॥ নাম ধর পতিতপাবন ॥
সদাশিব-রূপ ধর, সদা শিব দান কর, সদাশিব-রূপ ধর, সদা শিব দান কর,
জীবের অশিব কর নাশ ॥ জীবের অশিব কর নাশ ॥
হয় হয় তাপ হয়, হয় হয় মহামোহ-পাশ ॥ হয় হয় তাপ হয়, হয় হয় মহামোহ-পাশ ॥
যথা ভাবি যথা তজ্জি, যথা জ্ঞান যথা শক্তি, যথা ভাবি যথা তজ্জি, যথা জ্ঞান যথা শক্তি,
প্রাপিপাত তব পদতলে ॥ প্রাপিপাত তব পদতলে ॥
বেধ প্রভু বেধ বেধ, আমার আমিষ বেধ, বেধ প্রভু বেধ বেধ, আমার আমিষ বেধ,
জলবিষ নিশারো না জলে ॥ জলবিষ নিশারো না জলে ॥
জন ওহে গুণরাশি, জগতেই যেম আসি, জন ওহে গুণরাশি, জগতেই যেম আসি,
কি হইবে জলে জল বিশে ॥ কি হইবে জলে জল বিশে ॥

হইলে জলের জল, তাহাতে কি আছে কল,
 ফল হ'লে ফল খাব কিসে ॥
 কাজ নাই "তুমি" হয়ে, তুমি থাক "তুমি" হয়ে,
 আমি থাকি 'আমিরে' লইয়া ॥
 আমি হে তোমায় চিনি, স্বভাবেই তুমি চিনি,
 চিনি খাই পিণ্ডা হইয়া ॥
 ইচ্ছাময় নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
 যা করিবে তাই হবে শেষ ॥
 অভিকৃতি কথা তব, যা হবার তাই হব,
 কি হইব কি কব বিশেষ ॥
 বরণ তোমার নাই, বরণ সময়ে তাই,
 অরণ করিব কোন রূপ ॥
 লভাবে সদয় রয়ে, দ্বন্দ্বের উদয় হয়ে,
 দেখাইও আপন স্বরূপ ॥
 স্বরূপ স্বরূপ হ'লে, সে রূপ দেখিয়া ম'লে,
 চরমে পরম পদ পাব ॥
 হরিষোল হরি হরি, এই গীত গান করি,
 যথাযোগ্য ধামে চোলে যাব ॥

কি দিব তোমায় ?

কি দিব তোমায় আর কি দিব হে আর ।
 যে কিছু বিভব দেখি সকল তোমার ॥
 দিতে কিছু হয় বটে তাই ভাবি মনে ।
 তোমায় তোমার ধন দিব হে কেমন ॥
 ভবের ভাণ্ডার ভরা ভাবের বিভব ।
 সে ভাব তোমার ভাব তোমারি ত সব ॥
 মনে ভাবি ভোগ হেতু পেয়েছি শরীর ।
 ভোগের কারণ নহে রোগের মন্দির ॥
 আমার শরীর বলে মিছা করি জেহ ।
 আমি যদি আমি নই কোথা হবে দেহ ॥
 হস্ত পদ চক্ষু আছে আছে নাশা কান ।
 বেহেতে ইন্দ্రిয় তুমি করিয়াছ দান ॥
 প্রাণ ধন দিয়েছ দিয়াছ রিপু ছয় ।
 সুখে মাত্র এক ঘর বার তার নয় ॥
 কলে পাঁখা কলেবর চলিতেছে কলে ।
 যে তাবে চলাও তুমি সেই তাবেলে ॥
 রাখিয়াছ আমি জল কলের আগারে ।
 তুমি না চালালে কল কে চালাতে পারে ॥

কণে যদি প্রকাশ না কর নিজ গুণ ।
 এখন শুকাবে জল নিষিবে আশ্রয় ॥
 কলে শুধু নড়ি চড়ি কলে করি বল ।
 এক কল বিকল হ'লে বিকল সকল ॥
 বিকল হইয়া কল আর না চলিবে ।
 আমারে আমার আমি, আর কে বলিবে ॥
 তোমার কি দিব আর ভাবি বার বার ।
 দানের সম্ভব বল কি আছে আমার ॥
 যত কাল আমার করিবে দেহধারী ।
 তত কাল কিছু মাত্র দিতে নাহি পারি ॥
 আমার শরীর তুমি যদি কর শব ।
 দেহ মম প্রাণ মন দিতে পারি সব ॥
 তোমায় করিতে দান সাধ্য কিছু নাই ।
 যে ধন দিয়েছ তুমি যদি লহ তাই ॥
 তবেই তোমাতে কিছু দান করা হয় ।
 নতুবা যে দিব দান দান তাহা নয় ॥
 ইচ্ছায় করিলে দান সেই দান দান ।
 কেমন হে দিতে পারি যদি থাকে প্রাণ ॥
 লহ লহ তুমি লহ তোমারি সম্পদ ।
 দান পেয়ে মান রেখে দান কর পদ ॥
 নিতে হয় লও দেহ দেহ পুরস্কার ।
 তোমাতে তোমার দিয়ে হইব তোমার ॥
 আমার করেছ আমি আমি নাহি যব ।
 এ আমি লইলে আমি তুমি গিয়া হব ॥
 কর কর কর পুণ্য নিয়া উপহার ।
 আমাতে হে আমি যব রাখিও না আর ॥
 তুমি তুমি আমি আমি আর না বলিয়া ।
 শুধিব তোমার ধার নীরব হইয়া ॥
 লহ লহ রাজকর বিহিত যে হয় ।
 আমার আমার তাব উচিত ত নয় ॥
 দিলে নিলে দিবে নিবে তোমারি বিবর ।
 তুমি যদি নিতে পার দিতে নাই ভয় ॥
 আমার আমার তবে এই এক ধ্বনি ।
 সে ধ্বনি তোমার ধন তুমি তার ধনী ॥
 আমি ধ্বনি তুমি ধনী হবে না এ বোধ ।
 বার ধন তারে দিয়া খণ করি শোধ ॥
 আমার দিতেছি আমি খরচ লিখিয়া ।
 খাতায় করছ কমা আবার বলিয়া ॥

পৃথিবী-শিক্ষা

বিষয় বিবরণ হল নহে ত হলন।
 ॥ জানিয়া হেন রসে কেন হও বশ ॥
 কেন কর আমি আমি আমার আমার।
 সলায়ের অর্থ বত সকলি অসার।
 সাবধান সাবধান সাবধান জীব।
 ভুল না ভুলনা কেহ আপনার শিব।
 অভিমাত্রী পণ্ডিত দান্তিক কত জন।
 নানারূপ বেশ ধরি করিছে ভ্রমণ।
 ভুলাবে তোমারে করি মিছা কলরব।
 সত্যের সাধনা-পথে কটক সে সব।
 বিকট বেগেতে তারা নিকট আসিবে।
 কৃষ্ণের কথা করে কাদিবে হাসিবে।
 কত রূপে ভর লোক দেখাবে তোমার।
 মোহিত হরো না তুমি তাদের কথার।
 এ সকল উপদ্রব হ'লে উপস্থিত।
 নিজ পথ ছাড়া নয় তোমার উচিত।
 বিরোধী জনেরে তুমি কিছু না কহিবে।
 তিরস্কার পুরস্কার বলিয়া সহিবে।
 এ সকল উপদেশ শিক্ষা হেতু তাই।
 "সর্বস্বনা ধরা" বিনা গুরু আর নাই।
 আরা মরি ধরণীর বৈরাগ্য যত।
 বিশেষ করিয়া আর প্রকাশিবে কত।
 কতরূপে লোকে তার করিছে ডাড়ন।
 কোথাল ধরিয়া কেহ করিছে খনন।
 কুবক লাঞ্ছল দিয়া করে বিদারণ।
 মল আর ঘৃণা ত্যাগ করে সর্বজন।
 তখাচ ধরণী নন বিরূপ কখন।
 সমভাবে সকলেরে করেন ধারণ।
 শেষে মোহ নাহি রোষ সন্তোষ সমান।
 ষাটান "জীবিকা" দিয়া সকলের আশ।
 অতএব জানিগণ কি কব বিশেষ।
 পৃথিবীর নিকটেতে লহ উপদেশ।
 মানল বিমল করি বুঝে দেখে তাহে।
 এমন বতাব গুরু আর কোথা পাবে।
 ধরাধামে তরু আছে অশেষ প্রকার।
 কেমন মহৎ তারা বেধে একবার।
 গুরু ব'লে প্রসিদ্ধ কর সব গাছে।
 গাছের নিকট তার গাছের কাছ।

ফল মূল মধু ফল পত্র আর ছাল।
 পর উপকারে করে দান চিরকাল।
 এ সব আপন দেখে করিয়া ধারণ।
 নিজে তার কিছু নাহি লয় আবাদন।
 বল করি সকলেতে করিছে হরণ।
 ধরে না বিভাব তার করে না ধারণ।
 গাত পেতে ভাত খায় নিম্নতই নয়।
 নিম্নাশেতে নিম্না ধায় পাতার উপর।
 ফলে বসি মধুকর করে মধুপান।
 মানবে আমোদী হয় লয়ে তার ভ্রাণ।
 কাট, পাখী, পশু, নর, ফল করে ভোগ।
 তরুণে নাশ হয় কত কত রোগ।
 যোগী জনে মূল খেয়ে মন করে স্থির।
 ছাল নিয়ে বস্ত্র করি ঢাকেন শরীর।
 আপনার এত ধন আপনি না লয়।
 পরের কারণে শুধু করিছে সঙ্কর।
 রবিকর বারিধারা নিজ শিরে বয়।
 তারে কত সুখে রাখে আশ্রয় যে লয়।
 আর এক অপকল্প করহ ভ্রমণ।
 করে তার উপকার যে করে ছেদন।
 কঠোর কঠারে কাঠ কাটে যে সকল।
 ছায়া দিয়া তাদের করিছে সুশীতল।
 অকাণ্ডেরে দান করে না হয় বিরূপ।
 তরুর কঙ্কণ-ধর্ম অতি অপকল্প।
 এ প্রকার অবাচক কে আছে কোথায়।
 শুকাইয়া মরে তবু জল নাহি চায়।
 সুখ নাই দুখ নাই লগ্ন সমভাব।
 মহাক্ষেপে মহাক্ষেপে সিদ্ধ এই ভাব।
 উপকার ধর্ম শিখ গাছের কৃপায়।
 অত গুরু কি শিখাবে অধিক তোমার।
 যদি কিছু হয় বস্ত্র যদি কিছু রয়।
 অপরের ভোগ্য গাছ জানিবে নিস্তর।
 ইঞ্জির সকল পাখী দেখে ভাব তুমি।
 পরে বাতে সুখে থাকে তাই কর তুমি।
 যদি কেহ মধু করে ভাল কর তার।
 উপকার হ'তে তাই ধর্ম নাই আর।
 সুখে তুমি সব কর পরের পীড়ন।
 কার প্রতি কর নাক মধু আচরণ।
 ভক্তি আর নিম্নাচার উত্তর সমান।
 কিছুতেই না ভাবিবে দান অপমান।

বুদ্ধের নিকটে শিক্ষা করি উপদেশ ।
পাইয়া পরম তত্ত্ব জানিবে বিশেষ ॥

পাইলাম দিব্য জ্ঞান, যে করিবে এ বিধান,
তত্ত্বজানী হবে সেই জন ॥

অগ্নি-শিক্ষা

সংসারে না হয়ে মত্ত, শিক্ষা কর নিজ তত্ত্ব,
অনলে করিয়া গুরু জ্ঞান ।
শিখিয়া তাহার মর্ম, মর্মে কর নিজ কর্ম,
যাহে জীব হয়েছ অজ্ঞান ॥
নিজ নিজ-ভাব ধর, বিনা ক্ষোভে কাল হর,
অস্ত্রে কর ভাব বিতরণ ।
বখন যে খাত্ত পাবে, সন্তোষেতে তাই থাকে,
সকলের নাহি প্রয়োজন ॥
তপে হয়ে তেজোময়, করি সব শত্রু ভয়,
কর নিজ প্রভাব প্রচার ।
দূর হবে সব খেদ, সহজে পাইবে ভেদ,
ভেদাভেদ না রহিবে আর ॥
দেখ দেখ অপরাধ, লুকায়ে আপন রূপ,
অনল কাঠেতে করে বাস ।
যতই করিবে ছেদ, না পাইবে তার ভেদ,
কিছুতেই হবে না প্রকাশ ॥
যদি কোন বিচক্ষণ, ভেদ করি নিরূপণ,
কাঠে কাঠে যবে একবার ।
জবেই যতাব ধরি, নিজ-বাস নাশ করি,
অ'লে উঠে ধরিয়া আকার ॥
হহনের কিবা কর্ম, আপন নিগূঢ় মর্ম,
বুঝে দেখ নিজ কলেবরে ।
কোথায় আত্মার বাস, সবে কর অপ্রকাশ,
কিন্তু তিনি সর্বত্রাচরে ॥
আত্মতত্ত্ব সুবিচার, বর্ষণ জানিবে তার,
যোগে যোগে পাইয়া প্রকাশ ।
নিজ দেহ কর্ম বন্ধ, পেড়োইয়া তার গন্ধ,
রাখিবে না করিবে বিনাশ ॥
উপদেশে এইরূপ, আপন বরূপ রূপ,
জুখে লাভ কর অনারালে ।
মিছে কেন কর ক্রম, অগতে সত্যের ভ্রম,
যর কেন প'ড়ে কাব-কালে ॥
অনল গুরু কথা, কহিলাম আমি যথা,
করিয়া লাক্ষ্য আচরণ ॥

চন্দ্র-শিক্ষা

না করিয়া আপনার তত্ত্ব-নিরূপণ ।
মিছা ভ্রমে কেন জীব করিছ ॥
নিশাকরে গুরু করি শিষ্য-প্রভার ।
বরূপ যতাব লাভ হইবে প্রভার ॥
আকাশে উন্নয় হর চাঁদের মণ্ডল ।
তাহার আধার অমা-কলা নিরমল ॥
যেমন মাগার মাঝে হুজুর সকার ।
সকল কলার পাঁখা আছে সে প্রকার ॥
এ কারণে আমার নাহিক অরোহণ ।
আমা ছাড়া সকল কলার আ-কর ॥
এক পক্ষে বেড়ে লম্বী পৌর্ণমা-সর ।
আর পক্ষে কমে কমে, একেবারে ॥
চন্দ্রকলা আসে যায় একরূপ প্রকা-
অমাকলা সমান বিকার নাই তার ॥
এইমত দেখিয়া চাঁদের ব্যবহার ।
দেহ সহ, আত্মতত্ত্ব, করহ বিচার ॥
হাস, বৃদ্ধি, জন্ম আদি যে সব বিকার ।
শরীরের সে সকল নহে ত আত্মার ॥
কখন শরীর-যোগ কখন বিচ্ছেদ ।
আত্মা সেই অবিনাশী নাহিক প্রভেদ ॥
এই তাহে অনারালে নিজ তত্ত্ব জেনে ।
তব-নদী পার হওঁচানে গুরু মেনে ॥

সূর্য্য-শিক্ষা

এক আত্মা হই নাই এই বলে বেদ ।
শরীরের তেদ গরে তাহার প্রভেদ ॥
প্রতি কলে রবি-হবি বৈদ্য প্রকার ।
সেইরূপ দেহ-বটে আত্মার সকার ॥
যায় বেগে বারি যদি করে ঢল ঢল ।
তার মাঝে তাহ তহ দেখার চকল ॥
গগনেতে তপনের নাহিক বিকার ।
অনল-গুরু দিব্য আচরণ ॥

সেইরূপ পরমাত্মা নিত্য নির্বিকার ।
অবিভার প্রতিবিম্বে বোঝার বিকার ।
আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি রূপ হুণ ।
এ সব আরোপ মাত্র অবিভাই মূল ॥
আত্মা শুধু হৃৎকমর নিত্য নিরঞ্জন ।
আকাশেতে স্থিত রবি-মণ্ডল যেমন ॥
এই ভাবে আশ্রয়ত্ব করহ বিচার ।
পাইবে পরম সুখ যুজিবে সংসার ॥

যাহা পাবে তাই ধাবে হয়ে পরিতোষ ।
প্রথমধনে পূর্ণ কর হৃৎকমরের কোষ ॥
এ জানের গুরু তব অজ্ঞাপন সঙ্গ ।
তার কাছে শিক্ষা লও যাবে সব তাপ ॥
তার তাব ধর যদি ভাবনা কি তবে ।
সমভাবে সদাকাল সন্তোষেতে রবে ॥

সমুদ্র-শিক্ষা

অজ্ঞাগর-শিক্ষা

নিরন্তর অভিলাষ অন্তরে সবার ।
হৃৎকমর সংহার আর হৃৎকমর লকার ॥
এ অগতে বস্তু জীব হয়েছ উন্মাদ ।
প্রমোদ করিতে গিয়া ঘটায় প্রমাণ ॥
বির হয়ে দেখে যদি তবে রবে পদে ।
তা নহিলে পদে পদে পড়িবে বিপদে ॥
সুখে যারে সুখ বল, সে ত সুখ নয় ॥
হৃৎকমর সহিত তার প্রভেদ কি হয় ॥
ইন্দ্রিয়ের প্রীতি বাহ্য সুখ তারে কর ।
সুখ সুখ এই সুখ আর কিছু নয় ॥
যে সুখ মনের ভোগ মনে পায় স্থান ।
স্বর্গ আর নরকেতে সে সুখ সমান ॥
হৃৎকমরে হৃৎকমর বৈষ্ণব প্রকার ।
করেন শরীর লহ হৃৎকমরে বিহার ॥
নরকে শূকরী গরে শূকর-নিকর ।
তার চেয়ে সুখ পেয়ে সুখী নিরন্তর ॥
দেবরাজ তুষ্ট হন সুখা করি পান ।
শূকর খেতেছে মল অমৃত সমান ॥
কসে মাত্র ভেদাত্মক তুচ্ছ কি অন্তর্ভি ।
সেই তাহা ভোগ করে বার বাহে রুচি ॥
হের আর উপাদেয় ভেদাত্মক তুল ।
সুখ-সুখ সুখ-সুখ মনের সে তুল ॥
মনে মনে এ লকল করিয়া বিচার ।
কায় কাছে কোন আশা কর নাক আর ॥
যা হবার তাই হবে কে করে বারণ ।
মিছেমিছি কেন ভাব মেহের কারণ ॥
এ যে ভেজো এত কর খাব না খাব না ॥
ছাক ছাক ছাক জীব পেটের ভাবনা ॥

সব রকম তন এই ত্রিগুণ প্রভাব ।
সংসারে দেখিতে পাই বহুবিধ ভাব ॥
সে ভাব কি ভাব ? সে যে মায়ার প্রভাব ।
আছে মাত্র এক ভাব কর অমৃত্যব ॥
নানা ভাব নাই তাতে সদা সমভাব ।
সে ভাবের ভাবী হয়ে ভাবে কর ভাব ॥
কেহ যদি ঘটায় ভোমতে অস্ত ভাব ।
স্বভাবের ভাবে ভুনি কর না অভাব ॥
ভোগাতোগে না হইবে গুই আর ক্লীপ ॥
একভাবে থাক হয়ে বোধের অধীন ॥
নানা সহ নানা রস হ'লে আলাপন ।
সে রসে রসিক হয়ে মিগ নাক মন ॥

হরিণ-শিক্ষা

অতিশয় তন্মানক এই ভব-বন ।
স্বপ্নরূপে ভুনি তথা করিছ ভ্রমণ ॥
নব নব বিকরের তৃণ খেয়ে খেয়ে ।
চরিছ মনের সাথে বেধ নাক চেয়ে ॥
ব্যাধিরূপে পঞ্চাশ গরে পঞ্চাশ ।
পেতেছে মায়ার জাল বনের ভিতর ॥
তার অন্তর বস্তু বেগু-বীণা-বরে ।
স্বরাগে করিছে গান জুলাবার তরে ॥
সুখ-আশে কর নাক সে গীত শ্রবণ ।
সে গীত অহিতকর নাপের কারণ ॥
তাদের কুহকে যদি পড় মারা-নাগে ।
তবে আর পরিজ্ঞান নাহি কোন কালে ॥
সেই অবকাশে ব্যাধ হানি পঞ্চাশ ।
বিনা লক্ষ্যে জ্বর করিবে ধানু ধানু ॥

অপরাধ অতঃপর তত্ত্বেরী ভেদ ।
 শরীর না করি কত মন করে ছেদ ॥
 অতএব মিছে গান ক'র না শ্রবণ ।
 বত্ৰপি শুনিবে শুন ঈশ্বর-কীর্তন ॥
 কানের দোষেতে করি গানের প্রণয় ।
 বনের হরিণ এসে জালে বদ্ধ হয় ॥
 হরিণেরে গুরু করি তাব এক সার ।
 কামকেলি-রস-গীত শুন না রে আর ॥

মৎস্ত শিক্ষা

ভব-বন ভয়ঙ্কর, তাহাতে তোমার ঘর,
 আঁটা নাই থোলা নব্বার ।
 কখন কি হয় হয়, কিছুই না কর ভয়,
 দেখ কত ঘোর অন্ধকার ॥
 জানেন্ত্রির পক্ষ চোর, সবাই করিছে ভোর,
 কিছুতেই মানে না বারণ ।
 কুম্ভস্থ করি তারা, তোমারে করিল সারা,
 হরিণ সকল সার ধন ॥
 তার মাঝে রসনারে, দুই আদি-বারে বারে,
 প্রবল সে সকলের চেয়ে ।
 হয়ে তার শোভাবীন, জানহীন বত মীন,
 মরে ঐড়শীর টোপু খেয়ে ॥
 বত বিন এ ইন্দির, বল প্রকাশিবে স্বীর,
 জিতেস্ত্রির কে হইতে পারে ।
 অন্যাহারে বৃদ্ধি হয়, আহা-রেও কান্ত নয়,
 কিঙ্কপেতে বশ করি তারে ॥
 রসনা নিতেছে রস, সে নহে আপন বশ,
 সোত তার মূল্যধার হয় ।
 সেধিরা মীনের গতি, হির করি নিজ মতি,
 কয় কর সোত কর নয় ॥

মধুমক্ষিকা-শিক্ষা

নিষে আর খাচকরে করিয়া বন্ধন ।
 লক্ষ্য ক'র না ঘরে কোনরূপ ধন ॥
 সেখ সেখ ব্যবহার মধুমক্ষিকার ।
 মধুরের কল পায় কিরূপ প্রকার ॥

শরীর পতন করি করিয়া বন্ধিত ।
 রূপণ আপন ধনে আপনি বন্ধিত ॥
 গরে আর কি হইবে কিছু নাহি জানে ।
 রূপবতা-দোষে শেষ মাতা বার প্রাণে ॥

জন্ম-শিক্ষা

শুন যোগিগণ, কহি বিবরণ,
 বুঝে কর ব্যবহার ।
 এ ঘোর লংসার, মায়ার বাজার,
 অসার, নাহিক সার ॥
 নানা বেচা-কেনা, তাহাতে ঠেকে না,
 কে না বল এ ভুবনে ।
 অলীক দেখায়, সত্যেরে লুকার,
 কি তার বুঝিবে মনে ॥
 মূল বার বাহা, নাহি বলে তাহা,
 লবু মুলো করে জের ।
 হইয়া ব্যাপারী, কি করিতে পারি,
 হাট-চোরে সধা ভয় ॥
 দেখে এ বাজার, এরূপ আকার,
 ক'র না কোথা বিশ্বাস ।
 দিয়া নানা বদ্ধ, ছলে করে বদ্ধ,
 বাহিরে বদ্ধ আশান ॥
 বেন তোজবালী, হরো না হে রাজি,
 জানিয়া আপন দার ।
 অন্যাসক্ত মন, করিয়া ভ্রমণ,
 মোকানে বাবে সবার ॥
 যে বা তোলা দিবে, লাগয়ে লইবে,
 ছাড়িবে অধিক আশ ।
 উদর-পূরণ, নহে বতকণ,
 ততক্ষণ তথা বাস ॥
 কই ভিত্ত প্রায়, লবণ কথার,
 যে বা দিবে তাহা খাবে ।
 জন্মের আশে, ধনী নিবাসে,
 কোনরূপে নাহি বাবে ॥
 ধনী মহাজন, নহে মহাজন,
 মহাজন লাগু বীরা ।
 অতি অধিকার, না জানে বন্ধন,
 ধরার সাগর তাঁরা ॥

অন্তঃস্থ ভ্রম, হইয়া নিপুণ,
ছাড়িছ বিবরি-লব ।
সকল হারাবে, পরকাল বাবে,
হইবে যোগের ভঙ্গ ॥
এই উপদেশ, পাবে পরিশেষ,
শুধু করি মধুকরে ।
তার ব্যবহার, ত্রিবিধ প্রকার,
দেখ এই চরাচরে ॥
সর্বত্র ভ্রমণ, উন্নয় পূরণ,
কিছুতে নাহিক ক্ষোভ ।
উন্নয় পুরিলে, যদি বহু মিলে,
তাঁহাতে না হয় লোভ ॥
প'ড়ে লোভ-ফাদে, কেবা নাহি কাদে,
লাগিয়া, মায়ার ধ্বজ ।
পদ্মের ভিতর, বহু মধুকর,
কেতকী-রেণুতে অন্ধ ॥
হেন আচরণ, কব না কখন,
যাহাতে লোভের লেশ ।
সে যে পাশরোগ, দেখাইয়া ভোগ,
শেষে শেষ নানা রোগ ॥

হিতমালা

আশা নামে প্রোতপ্ততী শুকা নাহি হয় ।
মনোরথ-জলে সদা পরিপূর্ণ রয় ॥
অল্পরাগে তার হিংস্র—করাল কুমার ।
নিরত ভ্রমিছে নীরে হইয়া অস্থির ॥
কুতর্ক-বিহ্বল কত জলদায়ে চরে ।
বুঝিছে সঁতার মিত্রা ভোলপাড় করে ॥
ধর্ম-চাকর ভরু বত ছিল তটস্থলে ।
পাড় ভেঙ্গে মূল সহ পড়িতেছে জলে ॥
মোহরূপ জল-ভ্রম বিষম বিভার ।
দুর্গম দারুণ কিসে পাইব নিস্তার ॥
চিত্তাক্রম উচ্চ তট এ নদীর ধারে ।
নাথ্য কার সহজেতে পার হ'তে পারে ॥
এই আশা-নদী পারে গিরেছেন বীর ।
নাথ্য নাথ্য নাথ্য বটে কত জখী তাঁরা ॥
কপালেশ্বর-দোষে আমি না পাইয়া পার ।
জন্মের ভরকে প'ড়ে করি হাহাকার ॥

বিদয়-বিভব যদি বহুকাল রয় ।
কিছু তাহা কোনমতে চিরস্থায়ী নয় ॥
সেই ধন স্থির হয়ে কখন না যবে ।
হবেই হবেই নাশ এককালে হবে ॥
অন্তঃস্থ এই ধন থাকিতে কি সুখ ।
এই ধন না থাকিতে এতই কি দুখ ॥
আপনি পাইবে অমর এ ধন না যবে ।
ধন ধন ক'রে তবে মরে কেন যবে ॥
কালক্রমে হ'লে পরে বে ধন সংহার ।
লোকের মনেতে হয় শোকেয় লকার ॥
আশন ইচ্ছার হ'লে সে ধনে বিষম ॥
আহা মরি কত তার শাস্তি আর দুখ ॥
মনেতে আশার তৃষা যে করে হরণ ।
দাস হয়ে আমি তার পুঞ্জি চরণ ॥

নিজবোধ-ভূষায় ভূষিত হন বীর ।
টহলোকে জীব হয়ে শিব হন তাঁরা ॥
বিমল বিবেক-জলে শুদ্ধ করি মন ।
ভাবেন ভূষণের সম এ ভিন ভুবন ॥
লোভ আমি রিপুলে করিয়া নিজ্ঞহ ।
করতলে নিধি গেলে নাহি প্রভিঞ্জহ ॥
হার হার আমরা কেমন চরাচর ।
কল্পিতে পারিলে কতু লোভের সংহার ॥
কোন কালে কখনই পাই নাই ধন ।
এখন ত নাহি হয় ধন উপার্জন ॥
পরে বা কখন পাব বিশ্বাস ত নাই ।
কেন তবে ভোগ করি মিছে আশা-বাই ॥
ধন ধন ক'রে কতু না পেলোম ধন ।
কেবলি হলোম আমি আপনি নিধন ॥

যোগযুক্ত জ্যোতির্ময় বত পুণ্যরাশি ।
অবিরত ধ্যানে রত গিরিগুহাবাসী ॥
অন্তরে বিহঙ্গব্যূহ সুখে ধরি তান ।
তাঁদের প্রোক্ষ-রস করিতেছে পান ॥
কোন কালে নাহি জানে কোনরূপ দুখ ।
মনের আনন্দে কত ভোগ করে সুখ ॥
আমরা ধরেছি মিছে নর-কলেশ্বর ।
নিরন্তর কল্পনায় কেবলি কাতর ॥
মনোহর বাড়ী-ঘর সরোবর-তীরে ।
কেলির কাননে কত বেড়াতেছি কিরে ॥

কণমাজে নাহি হয় স্নেহের উদয় ।
কেবল কলনা করি আয়ু হ'ল ক্ষয় ॥

স্বতীর স্তনধরে মাংসপিণ্ড সার ।
কনক-কলস সহ তুলনা তাহার ॥
কক্ষ আর কাসে ভরা নারীর বদন ।
চাঁদের তুলনা তায় দেন কবিগণ ॥
মুজ-ক্রেমময় সদা নারীর জঘন ।
উপমায় করি-স্তম্ভ হতেছে বর্ণন ॥
এমন যে নারী-দেহ নিন্দার নিলয় ।
কবিসুখে কখনই নিলনীয় নয় ॥
কি নয়নে কামিনী করিয়া দরশন ।
একেবারে খুলিয়াছে জুলিয়াছে মন ॥
অগার ভাবিয়া সার একে কয় আর ।
অন্তএব কবির চরণে নমস্কার ॥

হস্ত আছে পদ আছে যথা তথা যাই ।
ভিক্ষা করি যথাকালে এক মুঠা খাই ॥
যেমন ভেমন হোক খেদ নাহি তার ।
শরীর-ধারণ মাত্র মূল অভিশ্রাব ॥
জুতল রয়েছে শয্যা ভাবনা কি তার ।
এই দেহ সবে মাত্র নিজ-পরিবার ॥
হেঁড়া পচা বস্ত্র নিয়া কাঁথা সিলাইরা ।
যথা তথা বেড়াইব শরীর ঢাকিয়া ॥
ইথে যদি অনার্যসে স্নেহে যার দিন ।
কেন তবে হয় লোক লোভের অধীন ॥
এমত অশ্রুত ফেলে হইরা অজ্ঞান ।
বিষয়-বাসনা-বিষ কেন করে পান ॥

দাহনের কত হুংখ আগে না জানিরা ।
পতঙ্গ পড়িয়া মরে অনলে পড়িরা ॥
না জানিরা হয়ে এক লোভের অধীন ।
বড়শীর-টোপ গিলে যারা পড়ে মীন ॥
জাহারা ইতর প্রাণী জ্ঞানহীন হয় ।
নাহি জেনে ভায়ে প্রাণ ভক্ত দোষ নয় ॥
মহাপ্রাণী মানব প্রধান সর্বাধার ।
দেহ-ধর্ম্মে করিয়াছে জ্ঞান অধিকার ॥
পদে পদে বিপদের আকর বিভব ।
মেখিতেছে স্তম্ভিতেছে জানিতেছে সব ॥
বিষয়লাগরে খেয়ে বাঁড়নার ডেউ ।
তথাচ তোপের আশা নাহি হইল কেউ ॥

কত দূরে চলে শ্রোতে নাহি বেধি লীলা ।
হার হার করে লোভ কি ভোর যহিলা ॥
শোভার আধার রূপ হুংখ সধন ।
সাধু সঙ্গাশ্র-প্রিয় প্রাণের নন্দন ॥
নবীন বয়স কাল যনের ভাণ্ডার ।
সুস্বপনী মূলকণা প্রশ্রয়িনী আর ॥
এ সকল চিরস্থায়ী করিয়া নির্দেশ ।
মংলারের কারাগারে হতেছে অবশেষ ॥
এ হুংখ কহিব কারে হার হার হার ।
সকলেই যোর অন্ধ দেখিতে না পায় ॥
নিরত হাসিছে কত পুণ্যলীল যত ।
এ সকল দেখিতেছে স্বপনের মত ॥
দূর হ'তে দূরে করে নিকটে না রয় ।
নিরতই পাশবৃত্ত কারাতুল্য নয় ॥
বোগ সেধে যোগী হতে সাধ যদি আছে ।
যেও না যেও না তবে স্বতীর কাছে ॥
রমণী মোহিনী প্রায় কি কুহক জানে ।
বস্ত্র শেষ করে তার চার যার পানে ॥
নারী-নেত্র কালসর্প কটাক্ষ দর্শনে ।
বিবে করে জর জর কত শত জনে ॥
কামিনীর প্রেমমদে মাতাল সকলে ।
ভ্রমরার ভ্রম দেখ চিত্তের কমলে ॥
প্রবল প্রমাণ তার দেখ এক চাঁদে ।
কাঠের করিণী দেখে করী পড়ে ফাঁদে ॥
ছোট ছোট ছেলেগুলি আধ আধ রবে ।
সুধার কাতর হয়ে কাঁদিতেছে সবে ॥
মলিন হয়েছে মুখ পড়িরা ধূলার ।
ছট্ কট্ করিতেছে পেটের আলায় ॥
মা মা বলে গৃহিণীর কোলেতে চড়িয়া ।
চঞ্চল করিছে তার অঞ্চল ধরিয়া ॥
ছাধিনী আমার দ্বারা ভাসে অশ্রুধারে ।
দে মা দে মা খেতে দে মা বলিতেছে তারে ॥
এ সব নয়নে যদি দেখিতে না হয় ।
তবে কি কখন করি লৌকিকের ভয় ॥
ধনীর নিকটে আর কখন না যাই ।
চিত্ত হস্ত ক'রে কোথা ভিক্ষা নাহি চাই ॥
কোন আশা ঘটিল না থাকিতাম সুখে ।
“বেছি দেহি” কথা কি বলিতাম বুখে ॥
যজ্ঞারেছে পোড়া পেট, দ্বারা, পরিবার ।

ওরে মারা ! তোর ভাঙ্গা মাড়িতে না চাই ।
যা রে যা রে চলে যা রে নোহাই নোহাই ॥
মারা তোর মারা-ডোর কেটে বসি যায় ।
তবে আর এ জনতে আমার কে পায় ॥
মারিক সংসারে থেকে মারা ছাড়া র'রে ।
নিত্যস্থ থোগ করি অমারিক হয়ে ॥
দয়া কর কোথা নাথ দীন-দয়াময় ।
আর যেন আশানলে পুড়িতে না হয় ॥

উদয়-কলস তুমি একরূপ করিরা ।
কত দিন রবে আর উদার হইয়া ॥
স্বভাবতঃ করে জীব যে মানের আশ ।
করিতেছ তুমি সেই মানের বিনাশ ॥
গুণ জ্ঞান যত ছিল গেল সমুদায় ।
অস্থির হয়েছি আমি তোমার আলায় ॥
নিয়তই তোর দোষে হতেছি অধীন ।
একদিন দিলি নাক হইতে স্বাধীন ॥
অপমান-অগ্রথানি করি নিজ হাত ।
করিতেছ লজ্জা-তরু সমূলে নিপাত ॥
দুঃ দুঃ মনু মনু ওরে পোড়া পেট ।
তোর দ্বারে একেবারে হলো মাথা হেঁট ॥

ছেঁড়া কাঁথা যোড়া দিয়া, ঝুলি কাঁকে নিয়া ।
পুণ্য-গ্রামে কিংবা এক মহাবনে গিয়া ॥
সত্যপূর্ণ ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বারে দ্বারে ।
নিয়ত ঘুরিব আমি ভিক্ষা করিবারে ॥
এরূপে উদয়-গর্ভ পূর্ণ যদি হয় ।
সে হবে আমার কত সুখের বিষয় ॥
ইথে যদি প্রাণ যায় তথাচ স্বীকার ।
স্বজাতির নিকটেতে পাঁড়াব না আর ॥
ধনী আর মামী যারা অভিমানে তরা ।
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে ধরা দেখে শরা ॥
ভাদের দ্বারেতে গিয়া দীনতা স্বীকার ।
তার চেয়ে পাণকর্ণ কিছু নাই আর ॥

গঙ্গার শীতল তট হয়েছে কি নাশ ।
হিমালয় পর্বতে কি নাহি পাণ বাস ॥
বিরল বিনোদ যনে ঋষিগণ যথা ।
বিশ্রামের স্থান বৃষ্টি খুঁচিয়াছে তথা ॥
নজুবা যাহ্নব কেন সেখানে না যায় ।
অপমান করে সরা পত্র-সিঁড়ি খায় ॥

উদয় পুরিতে হয় পরগৃহে ঘেঁচে ।
তার চেয়ে মরা ভাল স্থখ নাই বেঁচে ॥

গিরি-গুহা-মাগে ছিল খাঙ্গ যত মূল ।
একেবারে সে মূল কি হয়েছে নির্মূল ॥
ছিল যে শীতল জল নিরন্তর-আগারে ।
সে জল কি শুকাইয়া গেল একেবারে ॥
সরস কলের তরু ছিল যত ঠাই ।
সেই সব চারু তরু এখন কি নাই ॥
সে সকল গাছেতে কি নাহি আর ডাল ।
সে সকল ডালেতে কি নাহি আর ছাল ॥
যেখানেতে আছে সব সুখের কারণ ।
ভ্রমেও সেখানে নয় করে না গমন ॥
কিঞ্চিৎ ধনের লোভে কত আশা নয় ।
পদে পদে কষ্ট পেয়ে অপমান হয় ॥
হয় তার পদানত যে জন দুর্জন ।
কুটিল ক্রকুটীভদ্রী করে দরশন ॥
শীলতা বিনয় নাহি থাকে বার কাছে ।
তার বাঁকা পোড়াযুগ দেখিতে কি আছে ॥
অভাব ত হয় নাই মূল আর কল ।
রয়েছে ত নিষ্কর সুশীতল জল ॥
আহারের হেতু কেন তাব অকারণ ।
তাতেই অনায়ে হবে জীবিকা-ধারণ ॥
নথর নবীন পত্র রয়েছে পড়িরা ।
ধরাতলে শয্যা কর তাই বিছাইরা ॥
কোথা কর অবেষণ শয়নের স্থল ।
সুন্দর শ্যামল শয্যা নবদুর্জাদল ॥
উঠ উঠ বজ্রগণ চল চল তাই ।
লোকালয় ছেড়ে যবে গহনেতে যাই ॥
সেখানেতে না শুনিব অহঙ্কার কথা ।
ধনরূপ রোগের বিকার নাই তথা ॥
প্রণামের কথা আর কেহ নাহি কবে ।
অবিবেকী অধর্মের সঙ্গ নাহি হবে ॥
ধন-মদ দেখা থাক গেলে সেইখানে ।
ধনীমের নাম আর শুনিব না কানে ॥

এই আছে এই নাই এই ত শরীর ।
তবে কিসে জানিয়াছ জীবনের স্থির ॥
দেহের ভিতরে প্রাণ লেঙ্গল অগ্নি ।
যেমন কয়লালে ঢল ঢল নীর ॥

এই তুমি এই আমি তুমি আমি কই ।
 বলি বটে তুমি আমি তুমি আমি কই ॥
 ততক্ষণ তুমি আমি যতক্ষণ রই ।
 তুমি আমি থাকিব না কখনকাল বটে ॥
 এই দেহ এই রূপ সকলি অসার ।
 'আমি' ব'লে অভিমান কেন কর আর ॥
 আমি তুমি রব করে প্রতি জনে জনে ।
 তুমি কার কে তোমার ভাব দেখি মনে ॥
 আমি বল তুমি বল তিনি আর উনি ।
 পরস্পর বলাবলি শুন আর শুনি ॥
 বাহিরেতে আমি তুমি ইতর বিশেষ ।
 ঘরের ভিতরে কেহ করে না প্রবেশ ॥
 এই আমি কার আমি কার তুমি তুমি ।
 জান না ভাঙ্গিলে খাট সার হয়ে তুমি ॥
 এখনি তোমায় লবে করিয়া হরণ ।
 জনমের সঙ্গে সঙ্গে এলোছে মরণ ॥
 এখন হ'ল না মনে বোধের উদয় ।
 মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয় ॥
 বাহুবলে বেড়াতেছ হাসিয়া হাসিয়া ।
 হেলায় হারালে কাল যেলায় আসিয়া ॥
 মায়ার মোহিত হয়ে করিতেছ পাপ ।
 কে তোমার দারা স্তব তুমি কার বাপ ॥
 কার ধন কার জন কার পরিবার ।
 নরন মুদিলে পরে সব অন্ধকার ॥
 আমার আমার বল সে কেবল রোগ ।
 তুমি গেলে এই সব সে করিবে ভোগ ॥
 তোমার ভোগের নহে এ ভব বিজ্ঞ ।
 ভাবের ভবন ভব স্বভাবে সম্বৎ ॥
 তুমি আমি নাহি রব রবে মাত্র রব ।
 যত সব তত শব এই সব শব ॥
 এখন হাসিছ কত ধন-জন-বলে ।
 যত হাসি তত কান্না 'রামশমা' বলে ॥
 এই সব এট আত্মে এই হ'লে শব ।
 এখনি উঠিয়া যাবে হাহাকার রব ॥
 কাল গেলে কার আর ছাড়িবার নয় ।
 কিছুই নিশ্চয় নাই কখন কি হয় ॥
 ভবের বে সার ভাব কিছু না বুঝিলে ।
 অসার সংসারে এগে সংসারী হইলে ॥
 আছে জীব হও শিব মারা-মোহ হরি ।
 মরণ অন্তরে নদা অপ হরি হরি ॥

সকলি অসার আর সকলি অসার ।
 লবানন্দ চিরানন্দ এক মাত্র সার ॥
 ওহে মন-মধুকর উপবেশ ধর ।
 শুণ শুণ রবে তাঁর শুণগান কর ॥
 কামনা-কেতকি-কুলে কেন ত্যজ প্রাণ ।
 চরণ-কমলে ব'লে কর মধু পান ॥
 আর না উড়িতে হবে রবে নিজ হানে ।
 বুচিবে ললল মন মকর গানে ॥

ভাবভরে তবে বেই জয় জগদীশ ।
 শত্রু তার মিত্র হয় সুখা হয় বিষ ॥
 পরম পীযুষ-রসে পূর্ণ হয় মুখ ।
 বিপদে সম্পদ হয় দুখে হয় সুখ ॥
 কিছুতেই নাহি তার কোনরূপ ভয় ।
 যে ভাবে যেখানে যায় সেখানেই জয় ॥
 সবাকাল সুখ তার ভরে বেই হরি ।
 অকুল সাগরে ডু'বে প্রাণে হয় তরী ॥
 জয় জয় রব করি কর করে কাল ।
 ঘটনা না হয় কভু খাতনা-অজ্ঞান ॥
 সত্যের সাধনা-পথে যে জন বিমুখ ।
 কোনরূপে নাহি তার কিছুতেই সুখ ॥
 তার প্রতি প্রতিকূল প্রভু জগদীশ ।
 মিত্র তার শত্রু হয় সুখা হয় বিষ ॥
 পদে পদে অপমান নাহি থাকে পদ ।
 হিতে হয় বিপরীত সম্পদে বিপদ ॥
 মানে হয় অপমান দানে খটে দার ।
 সেখানেই অনাদর যেখানেতে দার ॥
 ধন তার উড়ে যায় বন হয় ঘর ।
 সে যারে স্বজন ভাবে সেই ভাবে পর ॥
 শীলতা শিলের সম সুরবে কুরব ।
 শ্রিয় কথা কটু হয় পালি হয় গুব ॥
 রসের আশাপ-পেতু রসকূপে উলে ।
 'ব্রহ্মানন্দহর' যেন ঘেরো নাকো কূপে ॥
 এ রসের শিকাগুরু নরনরী-পতি ।
 লয়ে দীক্ষা করি শিকা হও মহামতি ॥
 বর্ষাকালে নদ-নদী রক্তাকরে দার ।
 তবু তার বৃদ্ধি নাই কি আকর্ষ্য দার ॥
 ধর করে রবি করে গ্রীষ্মে আকর্ষণ ॥

শ্রমের জল কত প্রবেশে সাগরে ।
তথাপি লবণের ভাষাতে বিহরে ।
সেখ সেখ সেখ জীব সাগরের ভাব ।
কিছুতেই নাহি হয় স্বভাবে অভাব ।
তার কাছে শিকা কর এ সব ব্যাভারি ।
জর ব'লে একবার কর নমস্কার ।

বিষয় বিরল সুখ বিষয়ের বর্ষণ ।
সুখ-আশে কেন কর তাহার দর্শন ।
বাছে কর ভোগ-বুদ্ধি ভোগের সে নয় ।
সুখার আধার নয় বিষয়ের আলয় ।
কামিনীর কমনীর হুল্ললিত রূপ ।
রসের আকর নয় অনলের কূপ ।
তাছাতে পড়িলে পরে বাঁচিলে না আর ।
ধনে প্রাণে পুড়ে শেষে হবে ছারখার ।
বাছ সেখে গ্রাস করি ভুল না রে তাই ।
অন্তরেতে বা সেখিছ সদা সেখ তাই ।
পতনেরে জর তেবে থাক পরিতোষে ।
মর না মর না প্রাণে নরনের দোষে ।

মিছে তার ধন জনমিছে তার মেহ ।
দারা স্ত্রুত আদি করি বাধ্য নহে কেহ ।
নিকটে দাঁড়ায় কেবা মাড়ায় কে গেহ ।
আপনার ব'লে কেহ নাহি করে মেহ ।
সম্ভাবিত আছে বাহা সকল বিফল ।
ঈশ্বর তাহারে বেন হাতে হাতে কল ।
ইহকালে এই দশা নিশা ধারে ধারে ।
পরকালে কি হইবে কে কহিতে পারে ॥

বহু পুণ্যকলে তাই বহু পুণ্যকলে ।
এসেছ মানবরূপে এই ধরাডলে ॥
জীবের প্রধান নয় সকলেই কর ।
এমন জনম তবে আর নাহি হয় ।
মেহ পেয়ে বেথা বেশি তোমার আহার ।
মেহ বাছে ভাল থাকে বজ্র কর তার ॥
ধন জন দারা স্ত্রুত গৃহ পরিবার ।
সহায় সম্পদ আদি যত আর আর ॥
এ সব বিভব তাই হ'লে পরে ক্ষয় ।
পুণ্য হয় সবকর মেহ যদি হয় ॥

যাবে বাহা ছুধি তাহা যাবে বার বার ।
পজন হইলে মেহ নাহি হয় আর ॥
পেরেছ অনুধ্য এই শরীর রজন ।
সুকার্য-সাধনে কর বিশেষ বতন ॥
ব্যাধির মন্দির বটে শরীর তোমার ।
জরা আসি করিয়াছে মেহ অধিকার ॥
মহারোগ কর ভোগ তাহে নাহি খেদ ।
তসু হ'তে নাহি হোক প্রাণের বিচ্ছেদ ।
চোক বাক কান বাক খোলে বাক নাসা ।
তথাচ কর না মনে মরণের আশা ॥
চরমে পরম পদ দেহ থাকে বধি ।
অনায়াসে পার হবে তীম তবনদী ॥
হির কথা যথাকালে যাবে যোগ্যধাম ।
মন খুলে অপ কর ঈশ্বরের নাম ॥

প্রভাতে উঠিয়া করি হাত পরিহাস ।
সে দিন করিতে হয় বহি উপবাস ॥
বার বার উপবাসে দিন বার যাবে ।
সাধু সহ সমালোচ্যে কত সুখ থাকে ॥
অমৃত ভোজন করি বহি বার দাঁত ।
হরিগুণ গিথিয়া যতপি বার হাত ॥
বার দাঁত বার হাত কিছু ক্ষতি নাই ॥
লেখ লেখ হরিগুণ সুখ খাও তাই ॥
লক্ষ্মীছাড়া যদি হও খেয়ে আর মিরে ।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে ॥
বতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে ।
নিজে খাও খেতে হাও সাধ্য অহমারে ॥
ইথে বহি কমলার মন নাহি সরে ।
প্যাঁচা লয়ে বান মাতা কৃপণের ঘরে ॥

তাবী বিনা স্বভাবের ভাব কেবা ধরে ।
জানী বিনা জানপথে কেবা আর চরে ॥
বর্ষা বিনা সাগরের উদয় কে করে ।
মাতা বিনা সন্তানের আদর কে করে ॥
রবি বিনা অগতির খবর কেবা করে ।
মাতা বিনা হরিদ্রের হুখে কেবা করে ॥

হায় হায় হাসি পার তোমার দেখিয়া ।
কুশল কাদনা কর কুশল করিয়া ॥

বিষ-বৃক্ষ হজির কি পাবে সুধাকল ।
অনল কি দিতে পারে জলের শীতল ॥
জলনিধি রক্ষাকর বিমল শরীর ।
অপার বিস্তার বার স্বভাবে গভীর ॥
অগাধ নীরবি সেই বহু গুণরাশি ।
বাঁধা গেল রাবণের হয়ে প্রতিবাসী ॥

এসেছে অতিথি কাল তর তার সেবা ।
অতিথি বিষুখ হ'লে যশ পার কেবা ॥
আপনার হিত বেধ বিহিত বুঝিয়া ।
অতিথে বিদায় কর সুকর্ম করিয়া ॥
কাল যত গত তত গত হয় আয় ।
তখাচ না দূর হয় মিছে আশা-বায় ॥
নিরাশা পরমসুখ আশা বোর দুখ ।
আশানদী-পারে গেলে পাবে কত সুখ ॥
বিমল সন্তোষ-ধাম প্রাপ্ত হবে যদি ।
পার হও মিছে আশা কর্ণনাশা-নদী ॥

যৌবনের শোভা আর ফুলের সৌরভ ।
করো না করো না এই ছরের গৌরব ॥
যৌবনে রূপের ভাতি ফুল সম হয় ।
কিছুকাল শোভামাত্র পরে নাহি রয় ॥
সম্পদের অভিমান করো না রে মন ।
পরে পরে বিপদের হয় আগমন ॥
যে প্রকার বরষায় নদী আর নদ ।
সেইরূপ নিশ্চয় জেন জীবের সম্পদ ॥
হিমাগমে জলের প্রবাহ হয় হ্রাস ।
বিপদে ভেমনি করে সম্পদ বিনাশ ॥
যদিও তোমার এই সম্পদ রবে না ।
বিপদের পদ ভঙ্গ বিপদ হবে না ॥
রয়েছে পরম ধন নিকটে পড়িয়া ।
এই বেলা লহ জীব যতন করিয়া ॥
এখন না লও যদি পাবে না হে আর ।
অবশেষে কেবল যাতনা হবে সার ॥
সময়ে এ ধন যদি হাত ছেড়ে যায় ।
শুধুই করিবে খেদ হায় হায় হায় ॥
নিধনের ধন এই নিধনের ধন ।
এ ধন সাধন কর ওরে বাছাধন ॥
মছাধন এই ধন যদি নাহি রয় ।
কি ধন পাছবে তবে নিধন সময় ॥

এ ধন ছাড়রে রাখ ঠেল না ঠেল না ।
হাতে করে তুলে লও ফেল না ফেল না ॥
হবে ধনী রবে ধরনি ওহে বাপধন ।
নিধনে সধন হবে পাইলে এ ধন ॥

বল দেখি এ জগতে ধার্মিক কে হয় ।
সর্বজীবে দয়া বার ধার্মিক সে হয় ॥
বল দেখি এ জগতে সুখী বলি কারে ।
সত্যত আরোগী যেই সুখী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে প্রেমী বলি কারে ।
স্বভাবে সন্তোষ বার প্রেমী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে বিজ্ঞ বলি কারে ।
হিতাহিত-বোধ বার বিজ্ঞ বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে ধীর বলি কারে ।
বিপদে যে স্থির থাকে ধীর বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে মুখ্য বলি কারে ।
নিজ কার্য নষ্ট করে মুখ্য বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে খল বলি কারে ।
পরের যে মন্দ করে খল বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে সাধু বলি কারে ।
পরের যে ভাল করে সাধু বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে জ্ঞানী বলি কারে ।
নিজবোধ আছে বার জ্ঞানী বলি তারে ॥
বল দেখি এ জগতে সার বলি কারে ।
ঈশ্বরের ভক্ত যেই সার বলি তারে ॥

ফুলের স্তবক হয় বৈরাগ্য প্রকার ।
অবিকল সেইরূপ সত্যের ব্যাভার ॥
হয় গিয়া চড়ে ফুল মাথার উপর ।
নতুবা বিলয় হয় বনের ভিতর ॥
হয় নর নরশ্রেষ্ঠ মহৎ যে হয় ।
নতুবা বিলয়ে বনে দেহ করে লয় ॥
অনেকেই বক্তা হয় উপদেশ গেয়ে ।
অনেকেই বিজ্ঞ হয় উপদেশ পেয়ে ॥
কেহ বা করিছে ব্যয় মুখের বচন ।
কেহ বা প্রবণে তাহা করিছে শ্রবণ ॥
বলাবলি শুনাওনি হয় পরস্পর ।
কেহ না প্রবেশ করে ধর্মের ভিতর ॥
নানারূপ শাস্ত্রকথা প্রকাশ করিয়া ।
পরিচয় দেয় মনে পণ্ডিত ব ঙ্গ ॥

বিচার সাগর বটে গুপ্তের আধার ।
কলে দেখি কার নাই ধর্মের অধিকার ॥
পরম্পর জয়লাভে সবাই ব্যাকুল ।
বিচার-সাগরে ডুবে নাহি পায় কুল ॥
সে সাগরে খেলিতেছে অভিমান-টেটে ।
ওপারে কি বস্তু আছে নাহি জানে কেউ ॥
তরঙ্গ-সময়ে সেই তরঙ্গে পড়িয়া ।
হারডুবু খায় শুধু ভাসিয়া ভাসিয়া ॥
সকলেই চলিতেছে ভাসিতে ভাসিতে ।
আপনার আব্রুধন নাশিতে নাশিতে ॥
বিচার বিচার করি সকলেই মরে ।
আপন বিচার আর কেহ নাহি করে ॥
কতই কলনা করে কথার কথায় ।
কেবল কুতর্ক করি কুপন দেখায় ॥
দর্শন দর্শন করি ঘুরিছে সবাই ।
সে দর্শন কোথা তার নিদর্শন নাই ।
করিছে বাদার্ঘ্য কত বিচারের বলে ।
জ্ঞায় পড়ি জ্ঞায়-পথে কেহ নাহি চলে ॥
না করে সিদ্ধান্ত কিছু বেবাক্ত পড়িয়া ।
অবিশ্রান্ত ধ্বাত্ত-কুপে রয়েছে পড়িয়া ॥
শাস্ত্র পড়ি যিনি হন ধর্মপরায়ণ ।
প্রেমভরে আমি তাঁর পুজিব চরণ ॥
শাস্ত্র পড়ি নিজ তর যে করে বিচার ।
দূর করে সকলের মনের আধার ॥
মনের সজ্ঞাপ যত যে করে হরণ ।
শিষ্য হয়ে আমি তাঁর পুজিব চরণ ॥

একে লোভী তাহে মন পরিভুষ্ট নয় ।
এ সংসারে তার অর্থ কিছুতে না হয় ॥
সদা যেই পরিভুষ্ট সন্তোষিত মন ।
যরে ব'লে পায় সেই জিলোকের ধন ॥
অশনাত্র তাব মনে কিছু নাই দ্রব ।
সমভাবে কাটে কাল সততই অর্থ ॥
চলে যেই পারে দিলে জুতা এক ঘোড়া ।
ভাবে সেই সকল পৃথিবী চামে মোড়া ॥
যারা যায় খালি পায় তারা পায় কাদা ।
কিহুপে তাদের হবে পদতল শাদা ॥
কিহুতেই পরিতোষ নহে যেই জনা ।
তাহার নহিত এই জুতার তুলনা ॥

প্রতিকূপ পোড়ে মন স্বভাবের দোষে ।
সন্তোষ বাহার মনে থাকে সেই ভোষে ॥
অর্থে যেই পান করে সন্তোষের স্বধা ।
তার মনে নাহি থাকে লোভরূপ ক্ষুধা ॥
যথা তথা ঘুরে মরে লোভশীল ব্যাধা ।
সন্তোষের সার অর্থ কিলে পাবে তারা ॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে ।
ধনলোভে যে না যায় ধনীদেব হারে ॥
মরি মরি মরি কিবা সাধু সেই জন ।
বিরহ-অনলে যার নাহি পোড়ে মন ॥
সাধু সাধু সাধু সেই সাধুবাদ তার ।
নপুংসক ব'লে খ্যাতি নাহি হয় যার ॥
ধনলোভ-পিপাসার যারে দেয় তাপ ।
কতরূপে সেই পাপী ভোগ করে পাপ ॥
অনারাগে হাত দেয় সাপের বদনে ।
পূর্বতে প্রবেশ করি ভ্রমে বনে বনে ॥
প্রাণের উপরে মায়া নাহি থাকে আর ।
পাতালে প্রবেশ করে সিদ্ধ হয় পায় ॥
এইরূপে কত ঘুরে করিয়া গমন ।
কোনরূপে করে কিছু অর্থ আহরণ ॥
পরিতোষ নহে তার নাহি মিটে কোত ।
ক্রমেই তাহার আর বেড়ে যায় লোভ ॥
বাহার অন্তর থাকে তুষ্ট নিরন্তর ।
করহিত ধনে সেই না করে আদর ॥
সে লোক জিলোকজয়ী শ্রির সৎকার ।
তার চেয়ে পুণ্যশীল কেহ নাহি আর ॥
মানসিক বলে সেই আশা করি নাশ ।
নিরাশার নিকেতনে নিত্য করে বাস ॥

তত্ত্ব-বোধ

এই ত রয়েছে তুমি অন্তরে আমার ।
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ?
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে ময়লাধ, ॥
এত যিন করিলাম মিছে হাংকার ।
এই ত রয়েছে তুমি অন্তরে আমার ॥
তোমার বিশ্বের লোক করে কত ঘেব ।
কার কাছে নাহি পাই সার উপদেশ ॥

বিরূপ কিরণ তুমি না কেনে বিশেষ ।
 ত্রয়ে প'ড়ে ত্রিলাস এ দেশ ও দেশ ॥
 বুধা এই চর্যচকু চিনে মাত্র ছায়া ।
 আছে বার জ্ঞানচকু সেই চেনে মারা ॥
 মারা তার মনে আর স্থান নাহি পায় ।
 বেখানে মারার ছায়া বেখানে না যায় ॥
 সাধু সাধু সাধু সেই সাধু বলি তারে ।
 মানসের অন্ধকার যে খুচাতে পায় ॥
 গুরুমুখে শুনিলাম পেলাম সন্ধান ।
 ভাবময় ভক্তাখীন তুমি ভগবান ॥
 ভাবিলেই মনে হয় ভাবের উদয় ।
 বভাব অভাবে আর ভাবিতে না হয় ॥
 লগাই ভাবনা তার ভাব না যে লয় ।
 যে করে ভাবনা তার ভাবনা কি রয় ॥
 সতাবে ভাবিয়া হ'ল ভাবের সঞ্চার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।
 মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুমে হরিলাম,
 এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

আপনার কণ্ঠ হার দেখিতে না পায় ।
 ত্রয়ে করে অবেষণ বধায় তথায় ॥
 আপনার নাভিপদ্ম হ'লে প্রস্ফুটত ।
 কুরব বেরূপ হয় গন্ধ আমোদিত ॥
 না কেনে কারণ তার ব্যাকুল হইয়া ।
 অবশেষে প্রাণে মরে ছুটিয়া ছুটিয়া ॥
 সেইরূপ ভ্রম-জালে হইয়া জড়িত ।
 কিছুমাত্র না হইল সময়ের হিত ॥
 হইলাম ধোর অন্ধ থাকিতে নয়ন ।
 না হইল এক দিন বস্ত্র-দরশন ॥
 আপনার ঘরে ধন থাকিতে সক্ষিত ।
 আপনি আপন ধনে লগেন বক্ষিত ॥
 নাহি বসে বিকসিত শতদল-দলে ।
 ভ্রমরার ভ্রম বধা চিত্তের কমলে ॥
 সে প্রকার আমি নাথ না চিনে তোমায়ে ।
 কত ভোগ ভুগিয়াছি প'ড়ে অন্ধকারে ॥
 এখন খুচিল সেই মনের বিকার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

অন্তর অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।
 মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুমে হরিলাম,
 এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

বৃগভুকা মহারোগ জীব করে ভোগ ।
 কোনমতে নাহি হয় সুযোগের যোগ ॥
 ভোগী হয়ে ভোগ করে তারে বলি সুখ ।
 ভোগে শুধু কর্তৃভোগ এই বড় দুখ ॥
 ভোগার ভোগার কত ভোগ কবে হয় ।
 অসুযোগ সারমাত্র যোগের সময় ॥
 মনের স্থিরতা নাই চালে মনোরথ ।
 আপনি যে অন্ধ নিজের যে দেখার পথ ॥
 চলে অন্ধ অন্ধকারে দৌণ করি করে ।
 সকলেই হেরে তারে উপহাস করে ॥
 দেখিয়া তাদের হাসি হাসি আমি মনে ।
 করি কত সাধুবাদ সেই অন্ধ জনে ॥
 আলো নিরে চলে কাণা কত যুক্তি ধরে ।
 অন্তরে দেখায়ে পথ আশ্চর্য্য করে ॥
 সেই কাণা গুরু হয়ে এই কথা বলে ।
 কালোর ভিতরে আলো অন্ধকারে জলে ॥
 দেখিলাম সত্য বটে করিয়া বিচার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।
 মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুমে হরিলাম,
 এত দিন করিলাম মিছে হাহাকার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

এই ভব এই সব, অভিনব নয় ।
 তোমার সৃজিত এই বস্তু সমুদয় ॥
 দেখিয়া ভূতের খেলা হই অতিভূত ।
 ভিতরে বাহিরে ভূত এ বড় অদ্ভুত ॥
 ভূতে ভূত অকীভূত ভূতময় সব ।
 ভূতে ভূতে দেখাতেছে নিজ অবয়ব ॥
 সর্বগত সর্বদয় ব্যক্ত চরাচর ।
 সর্বভূতে আবিস্কৃত তুমি ভূতেশ্বর ॥
 ভূতাতীত ভূতনাথ ভূতছাড়া নও ।
 কখন ভূতের হাতে নিজে ভূত হও ॥
 খেলাতেছ কত খেলা ভূতের খেলায় ।
 দেখাতেছ কত রূপ ভূতের মেলায় ॥

বাহিরে ভূতের খেলা অখিল ক্ষণার ।
মনোময় ভূত খেলা মনেতে সঞ্চার ॥
বাহিরে প্রকাশ দার মনের নয়ন ।
তার কাছে কিসে তুমি হইবে গোপন ?
দেখিলাম রোধ করি নয়নের দার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।

মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাছাকার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

স্থিরভাবে তানে যেই মুদিত নয়ন ।
মনোময় রূপ সেই করে দরশন ॥
নিরন্তর করে ধ্যান জ্ঞানের প্রভাবে ।
আপনি সে গ'লে যায় আপনার ভাবে ॥
মন তার গ'লে গ'লে হয় এ পকার ।
চ'লে চ'লে টোলে টোলে নাহি পড়ে আর ॥
সুধাস্বরে ভিতরে গোপনে করে গান ।
স্বভাব স্বভাবে ধরে ভাল আর মান ॥
তখন সে আপনারে আপনি না জানে ।
একেবারে মত্ত হয় তত্ত্ব-মধু-পানে ॥
সে ভাবের ভাব আর না যায় তুলির ।
ভিতরে বাহিরে হেরে নয়ন খুলির ॥
আঁখি বটে খোলা তার ভাবে তোলা মন ।
ভিতরে ভিতরে করে ধ্যানে দরশন ॥
এই জীব থাকে জীব মায়ার বন্ধনে ।
এই জীব হয় শিব মায়ার মোচনে ॥
জেনে শুনে তবু কেন তুলি বার বার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ?

মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাছাকার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

দ্বন্দ্বপিঞ্জরে রাখি কপাট আঁটরা ।
তবু কোথা উড়ে যাও শিকল কাঁটরা ॥
এক ভাবে স্থির হয়ে পারিলে থাকিতে ।
এক ভাবে স্থির ক'রে পারিলে রাখিতে ॥
ভাবিতে তোমার ভাব তার হ'ল ভারী ।
আপনি অস্থির আমি স্থিরিতে না পারি ॥

চকল সবলে আমি স্থির হব কত ।
তোমারে চকল হেরি চপলের মত ॥
প্রতিপাত করি নাথ চরণে তোমার ।
মনের চাপল্য-রোগ বর প্রতীকার ॥
ধ্যানে নাই জ্ঞানযোগ ধারণা কে ধরে !
ভাবিতে ভাবিতে ভাবে ভাবান্তর করে ॥
দেখিতে দেখিতে চাক বিকল্পের রূপ ।
স্বরূপে বিরূপ করি ঘটায় বিরূপ ॥
কিরূপে মরূপে নাথ হেরিবে স্বরূপ ।
বিকারী মনের ভাব নহে এক রূপ ॥
এখন মোহিত মন রূপেতে তোমার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

এই মন, এই ভাবে, ভাবে এই ভাব ।
রূপ পরে ক'রে বসে সে ভাবে স্বভাব ॥
আবার সে ভাব ছেড়ে অন্ত ভাব ধরে ।
স্বভাবে স্বভাবে ভাবে কত ভাব করে ॥
এই স্থখী এই দুখী এই হয় ধীর ।
এই জ্ঞানী এই মুঢ় এই নয় স্থির ॥
একক্ষণে কোটি ভাগে ভাবান্তর হয় ।
ক্ষণিক মনের গতি বুঝাবার নয় ॥
মনের এ ঘোর রোগ কিরূপেতে বাবে ।
কি ভাবে ভাবুক হবে স্বভাবের ভাবে ॥
স্বধীর অধীর মন হবে কত দিনে ।
গতিহীন হয়ে রবে তোমার অধীনে ॥
মন যদি ছেড়ে দেয় আপনার গতি ।
তবেই ত হয় তার সৃষ্টি-সঙ্গতি ॥
যত দিন না বুচিবে মনের সে গতি ।
তত দিন কিসে হবে অগতির গতি ॥
এখন মনের বেগ হয়েছে সংহার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

অন্তর-অন্তর তবে কেন ভাবি আর ।
মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,
এত দিন করিলাম মিছে হাছাকার ।
এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

আবার কি সর্জনশ কারে বা জানাই ।
দেখিতে দেখিতে আর দেখিতে না পাই ॥
এইমাত্র ভক্তিরূপে বণে ছিল মন ।
আবার সে মন কোথা করিল গমন ॥

কিছু নাহি ভেবে পাই কিসে হবে হিত ।
 উড়ে গেল ভাবভক্তি মনের সহিত ॥
 দীনহীনে দয়া কর দীনহরায় ।
 বার বার বিড়ম্বনা প্রাণে নাহি সয় ॥
 কৃপণতা যদি কর কৃপা-বিভরণে ।
 এ মনে এমনে আমি শাসিব কেমনে ॥
 এই মন হয় নাথ তোমার সন্তান ।
 মনের প্রবোধ তুমি নিজে কর দান ॥
 মনোরে যত্বপি তুমি নিজে কর বৃক ।
 আমি তবে আমি আমি করিব না সুখে ॥
 স্বভাবে তোমার মন হইলে তোমার ।
 রবে না আমার মনে আমার আমার ॥
 আমার আমার তবে হইল তোমার ।
 এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥
 অন্তর-অন্তর তবে কেন তাবি আর ।

মিছে কাল হরিলাম, মিছে ঘুরে মরিলাম,

এত দিন করিলাম মিছে হাটাকাঁরা ।

এই ত রয়েছ তুমি অন্তরে আমার ॥

মহাকালীর স্তব .

পরামরক্ষণী পরা, পরামৃতপদাপরা,
 পরমা-প্রকৃতি সর্বসারা ।
 দুর্গা দুর্গহরা সদা, চিরজীবনপ্রদা,
 পরমেশ-প্রিয়পত্নী পরা ॥
 নিখিল-শরণ্যা ধাত্রী, ধোঁরাধ্যা মলকতা,
 দয়াময়ী দৈত্যদশাহরা ॥
 জিপুরা জ্যোতস্বরা, ত্রাণ-হেতু নাম তারা,
 জিলোচনী জিলোকতারিণী ।
 কার্য্য ধার্য্য বাহে হয়, কারণ তাহারে কর,
 কালী সেই কারণকারিণী ॥
 বিমলা কমলামলা, কলালাকী কামকলা,
 কলুর-কলম্ব-বিমোচনী ।
 কালী কালাকালদাত্রী, কালকান্তা কালরাত্রি,
 কামরূপা করালবদনী ॥
 সোহং-তবে, তত্ত্বধরা, জগজ্ঞপাশেবকরা,
 সমাধি-সমিধধরপিণী ।
 ককারে আকারভূতা, কলি-কালী-গুণভূতা,
 গিরিভূতা গিরিপৃথ্বী ॥

চতুর-বিশ্বেশ্বিত্য, ভদ্র আর রত্ন: মন,
 ত্রিগুণে ত্রিবিমুরূপা তারা ।
 অনন্তা অনন্ত-লীলা, কেম্বরী কমাণীলা,
 বিশ্বময়ী বিশ্বধরহারা ॥
 নিয়মে লিখিত স্পষ্ট, অবতাদি মূর্ত্তি অষ্ট,
 তারা অষ্ট তার' ছাড়া নয় ।
 নয় এই দিক্ দশ, বায়ু পঞ্চ ছয় রস,
 তারা তিথি তীর্থের আলয় ॥
 সর্বসহা সর্বক্ষণ, শরীরে সর্বব-ধন,
 সর্বশক্তি সর্বতত্ত্বাদেশে ।
 বিবিক্রপে সৃষ্টিপুরু, হরিক্রপে পাল সর্ব,
 শরীরে সর্বনাশ শেষে ॥
 নানাক্রপে রূপ ধর, নানাক্রপে মারা কর,
 কালীক্রপে মত্তা রণমদে ।
 লীলা সব অদম্য, কত কব হতরব,
 ভবধব শব তব পদে ॥
 জলদে দামিনীঘটা, অশরূপ রূপছটা,
 তিমিরে তিমিরে করে নাশ ।
 নীরধর হতদিশা, স্বর্ঘ্য শলী, অমানিশা,
 সমভাবে একত্র প্রকাশ ॥
 গুণধরা ধরাধরা, শিশুশশধর-ধরা,
 সুহাস-মধুরাধরধরা ।
 কণে হুন্না কণে হুলা, প্রতিকূলা অলকলা,
 হীনাশুলা জ্যোষ্ঠাশুলাজরা ॥
 বিশ্ববাসবিধায়িনী, বাণী-ব্রহ্মদেবদানী,
 ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মদানপ্রদা ।
 তব ভাবে মহাশ্লাঘে, তত্ত্বজ্ঞান-রশাঘাঘে,
 পরমাশ্রা পরিভূষ্ট সদা ॥
 নীলাচল আদি স্থল, গজাচল দ্বানকল,
 অবিকল শতদল-পার ।
 শ্রীনাথ পরমগুরু, ভাবভাতা কলভক,
 শুক বিনা সন্তান কে পায় ॥
 সে যুথের উপদেশ, চরিত্র চরিত্র শেষ,
 লেশমাত্রে ক্রেশ উপশম ।
 তবে বে অবোধ নয়, অভিমানে তর্ক করে,
 সে কেবল ব্রহ্মবার ভ্রম ॥
 শাস্ত্রে শাস্ত্রে তর্ক হয়, কত জনে কত কর,
 কিছু নয় সে সব বিচার ।
 জননী জনমতুমি, ঈশের ঈশত্ব তুমি,
 এক বস্তু সকলের সার ॥

তীর্থ-পর্যটন শ্রম, কেবল মনের ভ্রম,
ব্যতিক্রম আপন জীবনে ॥
প্রত্যয় পরম-ধন, সকলের মূল মন,
সুখ দুখ পাঁপ পুণ্য মনে ॥
এটা নয় এটা নয়, কেহ কয় এই হয়,
এইরূপ বন্দ করে সব ॥
সুখীর সাধক সেই, সার মর্ম পায় সেই,
ভাবে তার বদন নীরব ॥
ব্রহ্মনিরূপণ-কথা, কুবিচার যথা তথা,
নিরাকার সাকার বিবাদ ॥
প্রেমে পূর্ণ কেহ নয়, চক্ষু থেকে অন্ধ হয়,
পরস্পর ঘটায় প্রমাদ ॥
যে যা ভাবে তাহে কিবা, আমি ভাবিরা ত্রিবিধা,
শিবা শিতিকণ্ঠ-কুটুস্থিনী ॥
বিগত মনের ভ্রম, উদয় অন্তরে মম,
তারারূপ নব-কাদম্বিনী ॥
উদ্ধারের পাঁচ মত, ফলিতার্থ এক-পথ,
ব্রাহ্মি শাস্তি হ'লে যায় থেদ ॥
শিব রাধা তারা রাম, বীজ একা ভিন্ন নাম,
শ্রামা শ্রাম আকারের ভেদ ॥
তুমি শ্রাম তুমি শ্রামা, আকার আকারে বামা,
একাকারে একাকার লয় ॥
যে পেয়েছে তত্ত্বমসি, সে কি দেখে বীজি অসি,
জীব নয় শিব সেই হয় ॥
কে বুঝে বিবম তঞ্চ, মনুষ্য তনুপঞ্চ,
গণপতি বিশ্বধ্বাস্তহারী ॥
অংশে অংশী হংস হংসী, চুই-দৈত্য-দর্পধ্বংসী,
খড়া শূর চূড়া-বংশীধারী ॥
উপাসনা ভেদান্তেদ, বিশেষ বলেছে বেদ,
মণিধোপে একচিত্তে ধ্যান ॥
যথার্থ মনের ভাবে, সাধকে সাকার ভাবে,
ষেব করে পামর অজ্ঞান ॥
তবেচ্ছায় হতাদেশ, যত লোকে করে যেব,
তুমি তার কর্তা কর্ম ক্রিয়া ॥
জীবেরে কাটাও কাচ, কুহকে নাচাও নাচ,
নানা জনে নানা ভাব দিয়া ॥
কুমতি-কুমতি-বর, তোমা হ'তে হয় লয়,
মাহুষের বুথা করি যেব ॥
তুমি রূপা কর যারে, সংসারে তরাও তারে,
জব-আসা আশা কর শেষ ॥

তোমার পরমতত্ত্ব, কে পায়ের করিতে তত্ত্ব,
তারাওর জ্ঞানচক্ষু তারা ॥
আমি মা বিষয়ে মত্ত, নাহি জানি তব তত্ত্ব,
তব দত্ত তত্ত্ববস্ত্র হারা ॥
নিশা গতাগত দিবা, সুপথ দেখাও শিবা,
বিজ্ঞান-নির্মলনেত্র দিবা ॥
কম দোষ ছাড় গোব, কর গো মা পরিতোষ,
আন্ততোষ আন্ততোষপ্রিয়া ॥
দিয়েছ অস্থির চিত্ত, তার দায়ে মরি নিত্য,
উপদেশ কথা নাহি মানে ॥
পাপে নত বোধহত, অবিরত হুখে রত,
পদকাস্তাধরামৃত-পানে ॥
এই হয় তত্ত্বজ্ঞান, একভাবে করি ধ্যান,
ক্ষণ পরে বিপরীত ভাব ॥
সে ভাব কোথায় যায়, হৃদয়ে প্রকাশ পায়,
প্রেমিকের প্রেমের প্রভাব ॥
একাদশ নহে বল, লোকে করে অপযশ,
দিক্ দশ ডুবিল কলঙ্ক ॥
খরতর মরশর, খরখর কলেবর,
জরজর শত্রুর আতঙ্ক ॥
আসিয়াছি এক পথে, সুপাৎ সম্পর্কমতে,
মন হয় সহোদর তাই ॥
থাকি বটে এক ঘরে, এক দিবসের তরে,
তার সঙ্গে দেখা মাত্র নাই ॥
প্রবৃত্তি প্রেয়সী সহ, থাকে মন অহরহ,
মায়ারূপ অন্ধকার ঘরে ॥
তার পুত্র রিপু ছয়, দুরাশয় অতিশয়,
সবে মিলে পুরী দখল করে ॥
সাকার-প্রকৃতি ভাগে, অমুরাগে যোগে-বাগে,
যদি মন জাগে একবার ॥
তবে আর ভয় নাই, নিত্যানন্দধামে বাই,
বিষয়-বারিষি হই পার ॥
মিছামিছি করি যোব, মনের কি দ্বিষ দোষ,
সে যে নিজে দুখী নিজ দুখে ॥
ইচ্ছাবায় অহুসারে, যেমন নাচাও তারে,
ভেমনি সে নৃত্য করে হুখে ॥
দেহ যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, ক্রিয়া তন্ত্র তুমি তন্ত্রী,
মন রাজা তুমি মন্ত্রী তার ॥
যেমত বলাও বলে, যে পথে চালাও চলে,
তায়ে বাধ্য করে সাধ্য কার ॥

কখনক বতনি জীব, চিন্তা করে নিব-শিব, এই নিব-কানন, স্বভাবেরই হবে।
 অশিব বটাও তার এসে। সব কল্লি কল্লি না হবে।
 মোহ দিয়ে নানারূপে, বিবর-বিবের কুপে, যদি পার আ কল্লি, বিখিলিগিমিষোচ
 একবারে কলে দেও শেষে। চিত্তকীর্তি সেই পদ দেহ।
 বিবম বিবয়ে ভাল, পাতিরাহ মারামাল, অমর কাহারে কর, যেবতা অমর ন
 কার সাধ্য কাটিতে তা পারে। অমর কেমনে হবে প্রাণী।
 মহাযোগী মহাকাল, পরাইয়া ব্যাঘ্রহাল, একমাত্র তুমি পরা, মরণ-হরণ-কা
 গৃহধর্ম করাইলে তাঁরে। মরণের মরণকারিণী।
 সেবেব বিতু বেই, তাঁহার হৃদনা এই, শক্তি বিলা শবমর, শক্তি-বাসে শিব হ
 ইহাতে মানব কোন ছার। মৃত্যুর পতি ভব ভীমা।
 জগজ্জ সুরহর, মোহনমুরলীধর, শিবের কি আছে বল, জানি জানি সে কেব
 মারা ছাড়া গতি আছে কার। না জোহার শাখার মহিমা।
 কি মারা খরেছ মারা, আশ্রামায় মুক্তমারা, গারেতে যেথেকে ছাই, চরণে পড়েছে জাই
 মাদানদী অকুল পাখার। অমর হয়েছে তাই হয়।
 ভবে পার হই নদী, তুমি মা শিখাও যদি, মহাদেব মহাজোশী, জ্যোতির্ময় মহাযোগী
 দায়জ্ঞান-সাহস-সীতার। পরমায়া ব্রহ্ম-পরামর।
 পাশযুক্ত জন জীব, পাশযুক্ত নদাশিব, কুণ্ডলিনী জাগ জাগো, জাগ জাগ জাগ না গো
 শিববাক্য না হয় বিকল। কত নিজা যাবে তুমি আর।
 কর্মপাণ করি ছেদ, যুগাও ভক্তের খেদ, অধোবায়ু গতি হর, আছি জীব শিব কর
 ভেদ কর কমলবিন্দল। সিদ্ধ হোক সাধনা আমার।
 কটাকে করণা করি, কিতচিত্র পরিহরি, ভবপ্রিয়া তুঠা ভব, তাবিলে চরণ ভব,
 বায়ুভরে ক্রমে উঠ পেরে। কাল-পরাতব ভবরাণী।
 আসি মশতদলে, হংসীরূপে কুতুহলে, নাহি তাবি তর তাবি, তাবিলে তাবে তাবি,
 মিলহ পরমহংসবরে। ভরভাঙা ভক্তের ভবানী।
 তাপিতে তনয়ে ত্রাহি, পতিতপাবনী পাহি, জেনে ব্রহ্ম শুভমর্ঘ, হৃদয় শর্ম্ম শর্ম্মার্থ,
 পরমেশী প্রপরপালিনী। জয় কর্ম ইহ জয়ে লায়।
 ছুর্গে ছুর্গে বলি ছুর্গে, তনিহি না তুমি ছুর্গে, পূরাও মনের আশা, হৃদয়ে হৃদয়ে আশা,
 পাষাণের কুলে কমলিনী। হৃদিশান্ত করি ভব পার।
 পদতলে পড়ে থাকি, কেবল তোমার ডাকি, ভাবমরি প্রেমমরি, বেহি দিন বীনমরি,
 যমে যেন নাহি লয় প্রাণ। প্রর কর হালের হৃদনা।
 ব'লে রব এ প্রকারে, চলে নিরা সহস্রারে, তুমি সর্বসিদ্ধিকরী, পরমেশ-প্রাণেশ্বরী,
 পরম-অমৃত কর দান। দেহের দেহী ভয়লা।
 মেহের না হবে নাশ, ভোগের না হবে আশ, নিবৃত্তি-কানন
 রব আমি আমি নাই জান। সে যোগ না হয় বার,
 সে ভোগ ভোগের সার, মরা বাচা উক্ত সমান।
 ব'বে জীব মুক্ত কর, জগবিধ কলে লর,
 হৃদোদয় কিছু নাহি তার। লপরিরে মুক্ত হবে,
 লপরিরে মুক্ত হবে, দেহ রবে আমি রব,
 কেন হব পাষাণের প্রাণ।

নিবৃত্তি-কানন

উঠ উঠ উঠ জীব চক জান-রথে।
 ভবন করিতে চল নিবৃত্তির পথে।
 নিত্য-স্বাধীনতার বল আছে বধা।
 "বিশেষ" বলহু শুভ নিবৃত্তির ভাষা।

সে বনে অপর ভক্ত না হয় উদয় ।
 নবাকাল স্বপ্নের স্বপ্নিত সময় ।
 জীবন-সাধন-কাম করিছে বিহার ।
 শ্রীমতী "সুদতি রতি" নতী শ্রীরা জার ।
 এখনি দেখিতে পাবে বিজ্ঞান-মন্ডলে ।
 ইন্দ্রির-শাখীর শোভা দেহ-উপবনে ।
 অপকল্প বুদ্ধিরূপ শাখা শত শত ।
 অমৃত্যু-স্বপ্নের শোভে তার কত ।
 মধুর মাধুরী কিবা আঁধা মরি মরি ।
 মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে তক্তির মুকুরী ।
 বিবেক-বসন্ত বলে বাড়িছে বিলাস ।
 ফুটেছে কুসুম কত ফুটেছে স্রাব ।
 সন্তোষ-মলয়-বায়ু প্রসারিত হয়ে ।
 করিতেছে পুলকিত গন্ধ তার লয়ে ।
 দয়া যুগী, কমা জাতি শান্তির সেরতী ।
 অহিংসা অপরাধিতা করুণা মালতী ।
 মুকুলিত হইয়াছে যত তরু-লতা ।
 লজ্জা লজ্জাবতী কুল মাধবীশীলতা ।
 সত্যরূপ চম্পক সৌরভ কত তাতে ।
 প্রেমোদিত করিয়াছে প্রেম-পারিজাতে ।
 এ বনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ ।
 শ্রবণবিবরে করে সুধাবিরষণ ।
 মরি কিবা "শ্রুতি-শ্রুত" শ্রুতি-সুধকর ।
 "গীতা"-শারিকার সহ ডাকে নিরন্তর ।
 মনোহর বিজয়র নিজ-স্বর ধরে ।
 সুরাগ সুরাগে লয়, শ্রোণ মন হয়ে ।
 অললিত অমধুর রবে ধরি তান ।
 "একমেবাদ্বিতীয়ম্" করে এই গান ।
 তার গানে বার কানে রস ঢুকিয়াছে ।
 একেবারে সেই জীব শিব হইয়াছে ।
 "বেদান্ত"-কোকিলকুল করিতেছে গান ।
 ধরিতেছে নিজ রাগ, হরিতেছে শ্রোণ ।
 "কালধোষ" কলরবে এই কথা কর ।
 "জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 নির্বিকার নিরাকার নিত্য নিরাশ্রয় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 সর্বদার সর্বদায় সদানন্দময় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।

তৎ সৎ ও'কার বিতর্ক নিরাসিত ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 শুভাভীত শুভাকর সর্বগুণময় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 সৃজন পালন লয় কটাক্ষেতে হয় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 কৃপালোকে জিতাপ-তিমির কর ক্ষয় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 দয়া কর দয়াকর বীন-নয়াময় ।
 জয় জয় জয় বিতো জগদীশ জয় ।
 কোকিলের মুখে এই তুমিরা সুরব ।
 "কাম্য-কর্ম-কাঙ্ক্ষ"-কুল হয়েছ নীরব ।
 ওরে জীব পাখি শিব ঘুরে বাবে জালা ।
 হবে না কাকের ডাকে কান ঝালাপালা ।
 শুক শিক ছাড়া আর পাখী আছে বত ।
 পাখাপরে পাখা নেড়ে বেধাডেছে কত ।
 এক পাছে এক ডালে ব'সে নাক ছটা ।
 কলরব ক'রে সব বাধায়েছে ঘটা ।
 নানাদিকে উড়ে যায় নানা পথে চল ।
 কলতঃ সে ছয় পাখী এক ঝুলি বলে ।
 "ছয় দরশন" পাখী ছয় ছপ্রকার ।
 সকলেই করিতেছে রূপল তোষার ।
 "জ্ঞান" নামে এক পাখী জ্ঞানপথে বয় ।
 না করে অভায় কিছু জ্ঞানকথা কর ।
 পাতঞ্জল সাংখ্য আদি আর আছে বত ।
 নানা কথা করে ঘের এক মতে বত ।
 এ কানন কি কহিব এ কানন-গুণ ।
 এ কানন-গুণে পাবে গুণেশ-নিগুণ ।
 হৃদি-সরোবরে ডাব-পয়ে কত গুণ ।
 মধুকর মন তার করে গুণ-গুণ ।
 মকরন্দ আনন্দ করিছে প্রভিঞ্জন ।
 পান করি পরিতোষ তৃপ্তি হয় মন ।
 পরিহারি ত্রম ত্রম মুখে এই বনে ।
 পাইবে সমান সুখ বনে আর মনে ।
 এই বনে আছে এক সুবন-ভামিনী ।
 তার কাছে কোথা আছে কামের কামিনী ।
 "বিভা" নামে সুরঙ্গপদী সুগুণভামিনী ।
 হাশে তাহে জমা নাশে প্রকাশে ভামিনী ।
 বৃত্তাবে এসমা বালা দিবন-ভামিনী ।
 পরিণয় করি তারে সুরহ-ভামিনী ।

সাধু-সঙ্গ “বটক” “বিরাগ” পুরোহিত ।
 তোমার বিবাহে দৌহে করিবেন হিত ॥
 বরসজ্জা করাইবে “বিবাস” আদিয়া ।
 “শ্রদ্ধা নারী” বরে লবে বরণ করিয়া ॥
 পতিব্রতা সতী বিদ্যা অবিত্তানার্শিনী ।
 হইবে তোমার চির-স্বয়ম্বাসিনী ॥
 সে বিদ্যা স্তম্ভর তুমি তার কত সুখ ।
 একেবারে দূর হবে সমুদয় দুখ ॥
 এ বিদ্যাস্তম্ভর-লীলা পাঠ যেই করে ।
 সে কি বিদ্যাস্তম্ভর করেছে আর ধরে ॥
 ওহে জীব! বুধা কেন আরু কর গত ।
 বিদ্যা-নারিকার প্রেমে হও অনুরত ॥
 তাহার অধরে খেলে বোধরূপ সুখা ।
 আর না রহিবে এই সংসারের ক্ষুধা ॥
 প্রগাঢ় প্রণয়ে তারে করিলে বিহার ।
 প্রসূত হইবে সূত “প্রবোধ” কুমার ॥
 হেরিলে পুত্রের মুখ সুখ কত পাবে ।
 সংসারী হইয়া শেষ সংসার ছাড়িবে ॥
 বগু উপবনে আর না রহিবে ভয় ।
 গলাইবে “মহামোহ” লয়ে শত্রুচয় ॥
 প্রবোধ প্রাণের পুত্র অতি হিতকর ।
 স্ববংশ-নির্কলংকারী প্রিয় বংশধর ॥
 তোমার বিরহ-জালা সকল নাশিবে ।
 কাটিয়া মাতার মাথা বিমাতা * আনিবে ॥
 সে নারী আদিয়া বলি করে আলিঙ্গন ।
 তখনি মোচন হবে ভবের বন্ধন ॥
 করিবে স্বরূপ পেয়ে স্বধামে বিহার ।
 আশা-বাসা ভেঙ্গে যাবে আসা নাই আর ॥
 অতএব শুন শুন বলি সুবিহিত ।
 বসন্ত সময়ে হয় ভ্রমণ উচিত ॥
 উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে ।
 ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে ॥

আত্মজ্ঞান

নিবেদন করি প্রভু যে সব বচন ।
 ভারী হয়ে ভার লও স্থির করি মন ॥

* বিমাতা—এ স্থলে স্ত্রী ।

অজ্ঞাবধি পাও নাই আত্ম-পরিচয় ।
 বিষয়-বাসন'-বশে হতেছ বিষয় ॥
 মায়ামাশে বদ্ধ আছ শরীর পিঞ্জরে ।
 কেবল করিছ বাস বয়ের ভিতরে ॥
 মশারিতে মুখ ঢাকা নিজায় আকুল ।
 কাজেই স্বপন দেখে বাটতেছে ভুল ॥
 বাহিরে দেখিতে যদি নয়ন মেলিয়া ।
 নিজের তবে নিজ-রূপ যেতে না ভুলিয়া ॥
 জলনিধি ছাড়া হয়ে বদ্ধ আছ বটে ।
 এই হেতু এ প্রকার বিড়ম্বনা বটে ॥
 মোহে ভুলে তুমি বল আমি এই এই ।
 আমি বলি এই নও তুমি সেই সেই ॥
 তুমি বল “আমি জীব” সহজে নম্বর ।
 তুমি ত নম্বর নও তুমিই ঈশ্বর ॥
 তুমি বল “আমি হই স্বভাবে স্বাধীন ।”
 অধীন ত নও তুমি স্বভাবে স্বাধীন ॥
 তুমি বল আমি ত সেই সর্বব্যাপী নই ।
 তোমারেই আমি সেই সর্বব্যাপী কই ॥
 তুমি বল ক্ষুদ্র আমি স্বভাবতঃ জড় ।
 আমি বলি জ্ঞানরূপ অতিশয় বড় ॥
 তুমি বল ক্লীণ আমি বলে অপ্রধান ।
 আমি বলি তুমি সেই সর্বশক্তিমান ॥
 তুমি বল ‘জরা মৃত্যু’ আমি করি ভোগ ।
 আমি বলি নাই তব জরা-মৃত্যু-রোগ ॥
 জরা মৃত্যু স্থল ক্লেশ যত কিছু হয় ।
 শরীরের ধর্ম্য তারা শরীরেই রয় ॥
 তুমি জীব আর তুমি যার চিদাকাস ।
 তোমাংদের উভয়ের নাহি জন্ম নাশ ॥
 মৃত্যুর অধীন তুমি কে বলে তোমাংরে ।
 অবিনাশী আত্মার কি নাশ হ’তে পারে ॥
 জন্মে যেই মরে সেই অনিত্য সে হয় ।
 নিত্য হয়ে তুমি কেন করিছ সংশয় ॥
 বিকারের বাসা হয় শরীর-আগারে ।
 তোমার বিকার কিসে দেখে বিকারে ॥
 বিবেক করিয়া দেখে দেখে ব্যাপার ।
 এখনিই হবে সব ভ্রমের সংহার ॥
 ক্রিয়া নিরা ফেলে দেও মায়ার আগারে ।
 আর যেন তোমাংরে সে ছুঁতে নাহি পারে ॥
 অমায়িক হয়ে কর বস্তুর বিচার ।

করিবে না আমি আমি আমার এ দেহ ।
 একেবারে দূর হবে দেহের সে স্নেহ ॥
 আপনি আপন জেনে নিজ ভাব ধর ।
 সদানন্দে সদানন্দ-সদনেতে চর ॥
 তুমি সেই জ্যোতির্ময় সাক্ষ্য তপন ।
 মেঘেতে মলিন করে তোমার কিরণ ॥
 তুমি সে উজ্জ্বলমণি জ্যোতির আধার ।
 ধূলায় রেখেছে ঢেকে প্রতিভা তোমার ॥
 মেঘ দু'ড়ে দীপ্ত কর আপন কিরণ ।
 ধূলা ঝেড়ে কর নিজ প্রভা প্রকটন ॥

যখন দাঁড়াও তুমি জলযুক্ত স্থলে ।
 তোমার দেহের ছায়া পড়ে সেই জলে ॥
 জলের যখন হবে যেমন প্রকার ।
 ধরিবে তোমার ছায়া সেরূপ আকার ॥
 ছায়াতেই সেই দোষ করিবে স্বীকার ।
 ফলে তার হবে না-ত দেহের বিকার ॥
 কাজেই ছায়ার দোষ দেহের আভাস ।
 প্রতিবিম্বরূপে সে যে পেতেছে প্রকাশ ॥
 যখন সে জল ছেড়ে দূরেতে আসিবে ।
 তখন তোমার ছায়া ভোমাতে মিশিবে ॥
 বাহা ছিল তাই হ'ল গেল বিপরীত ।
 ঘুটিল সম্বন্ধ তার জলের সহিত ॥
 সেইরূপ মায়ায় সংসার-সাগর ।
 জীব তার ছায়ারূপ আত্মা কলেবর ॥
 যত দিন রবে এই জলের আগার ।
 তত দিন ছায়া দেহ প্রভেদ প্রকার ॥
 ঘুটিলে জলের সঙ্গ নাহি এই এই ।
 তখনই হবে তুমি যে সেই সে সেই ॥

এখন দর্পণ তুমি আন শত শত ।
 নিগুঢ় পদার্থ-গুণ হও অবগত ॥
 প্রবেশ করিয়া তার ভাবের ভাস ।
 অদ্বৈত প্রতীতি করিবে প্রকাশ ॥
 দর্পণের দশা হবে যেরূপ যেরূপ ।
 অদ্বৈত পাবে রূপ সেরূপ সেরূপ ॥
 রবির ছবির তার বিরূপ না হবে ।
 তপন আপন ভাবে আপনই রবে ॥
 বিকারের ধর্ম সেটা প্রতিবিম্বের রয় ।
 বিম্বের বিকার কোথা বিকারী সে নয় ॥

সে সব "মুকুর" তুমি ভেঙ্গে কর চূর ।
 তখনই দীপ্ত তার হয়ে বাবে দূর ॥
 আগেতে সে ছিল বাহা তাহাই হইবে ।
 যার কর তার করে কর মিশাইবে ॥
 পরমাত্মা বিষয় স্বর্ঘ্যের স্বরূপ ।
 তুমি তার প্রতিবিম্ব দর্পণে বিরূপ ॥
 চিদ্রাসাররূপে এই তোমার প্রকাশ ।
 মুকুরে মলিন দশা বিকৃত বিভাস ॥
 "ঈশ্বর চৈতন্য সাক্ষী" বিকারবিহীন ।
 স্বরূপ স্বরূপে তাই না হন মলিন ॥
 হতেছে এরূপ ভাব বন্ধ আছ ব'লে ।
 যে তুমি সে তুমি হবে পাশ মুক্ত হ'লে ॥
 মায়ায় মুকুর ভেঙে কর চূরমার ।
 এ প্রকার বন্ধনশা থাকিবে না আর ॥
 পাইলে অভেদ ভাব ভেদ কোথা রবে ।
 যে তুমি যাহার তুমি, তাই তুমি হবে ॥
 "নিজবোধ"-অস্ত্র করে এখনই লও ।
 দড়ি কেটে জীব ঘুচে শিব হয়ে রও ॥

কামের উক্তি

এই দেখ মায়িক সংসার ।
 এ কেবল মনের বিকার ।
 মায়ায় মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
 যত কিছু মায়ায় ব্যাপার ॥
 অমায়িক পরমাত্মা যিনি ।
 মায়ায় প্রেরক হন তিনি ।
 প্রবীণ প্রকৃতি মায়া, হয়ে ঈশ্বরের জায়া,
 প্রতিদিন পতি-বিরহিণী ॥
 গোপনেতে দুঃখনের বাস ।
 কারো কাছে না হন প্রকাশ ।
 এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
 কেহ কারে না করে সম্ভাষ ॥
 বেদান্তের মতে এই কয় ।
 মায়াপতি নন মায়ায় ।
 যার নামে উপবাস, তার সহ সহবাস,
 কখন কি সম্ভাবনা হয় ॥

জনকসংহিতা-মত সার ।

প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার ॥

নিগুণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার ॥

হায় হায় কায় বলি আর ।

কে জানিবে প্রভাব আমার ।

অরসিক দেই ভর্তা, কেবল নামেতে বর্তা,
ক্রিয়া কর্ম কিছু নাই তার ॥

নিগুণের কোন কিছু নয় ।

নিজ গুণে করি সমুদয় ।

না লয় আমার নাম, তারে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তার কর্ম কর ॥

আমাতে পতির নাহি গতি ।

সজোগ না করে কতু রতি ॥

পতি-সঙ্গ পরিহরি, এ সব প্রসব করি,
কায় সাধ্য কে বলে অসতী ॥

প্রকৃতিই সর্বমুখাধার ।

প্রকৃতির পদে নমস্কার ।

প্রকৃতি প্রধান সতী, স্নান রতি রসবতি,
সবিশেষ বলি সদাচার ॥

আত্মার আরোপ সংঘটন ।

আসক্তের ভাল প্রকরণ ।

সেই মায়া বিশ্বময়ী, মন নামে বিশ্বজয়ী,
করিলেন সন্তান সৃজন ॥

সে মনের মহিমা অপার ।

কীর্তি এই অখিল সংসার ।

নিবৃত্তি প্রবৃত্তি নামা, দুই নারী গুণধামা,
করিলেন দুই পরিবার ॥

প্রবৃত্তির আমরা সন্তান ।

মহামোহ সবার প্রধান ॥

বিবেকাদি ভ্রাতাচর, নিবৃত্তির পুত্র হয়,
কতু তারা নহে বলধাম ॥

গীত

জানা গেল যত করুণাময় করুণা তোমার হে ।

নামের মহিমা যদি না ধরিলে,

কাতরে করুণা যদি না করিলে,

জীবের যাতনা যদি না হরিলে,

অনাথ তবে হে কেমনে তরিলে,

তোমা বিনে আর কাহারে অরিলে,

বল না কে আছে আর হে,

ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,

বিষম ব্যাপার বুঝিতে না পারি,

মূল-ধন কোথা মনে না বিচারি,

লাভের ব্যাপারে মানিলাম হারি,

অসার সংসারে করেছ সংসারী,

কেমনে পাইব সার হে ।

মলম মলম হলম মাটি,

পায়ের বন্ধন কেমনে কাটি,

নিয়ত মারিছে মাথার লাঠি,

কাঁরাগারে পোড়ে নিয়ত খাটি,

খাটাখাটি ক'রে খেটে মরি শুধু,

খাটি কর একবার হে,

গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহস্থর,

সকলি আপন সকলি পর,

নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,

কারে বলি নিজ কারে বলি পর,

জনক জননী স্তত সহোদর,

শত শত পরিবার হে ।

ভোগের সম্ভব থাকিতে তবে,

বিষম ব্যাকুল কেন হে তবে,

কি হ'ল কি হ'ল কি হবে কি হবে,

কারে দিব তার কে তার লবে,

দেখ আঁহা সব আঁহা হাঁহা রবে,

কত করে হাঁহাকায় হে ।

সকলেরই দেখি মলিন মুখ,

বিপুল বিষাদে বিদরে বুক,

ঐহিক সম্পদ ভোগের অর্থ,

তাহাতে দিতেছ দারুণ দুখ,

ভোগেতে বঞ্চনা যোগেতে বঞ্চনা,

লাঞ্ছনা হইল সার হে ।

বিষয়ী করিয়া দিলে না বিষয়,
তায় কি আছে বিশেষ বিষয়,
এ বড় নাথ দ্রবের বিষয়,
বুঝিতে পারিনে তোমার বিষয়,
ভারী হয়ে ভার না দিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে ।
দিলে না হলো না স্রবের স্রভোগ,
ভোগ করি শুধু আপন কুভোগ,
এখন রয়েছে বোগের স্রযোগ,
সে যোগে কেন হে না হয় স্রযোগ,
ভোগে কর্মভোগ যোগে অক্লযোগ,
এ যোগাযোগ কার হে ।
ভোগের স্রভোগ আর ত ধরিনে,
যোগের স্রযোগ আর ত করিনে,
আশায় আশায় আর ত মরিনে,
চরাচরে আমি আর ত চরিনে,
আমি ছাড়ি আমি তাই কর তুমি,
যা হয় স্রবিচার হে ।
আর কি হে আমি এ আমি রব,
আর কি করিব এ আমি রব,
আর কি তোমারে আমি হে কব,
একবারে নাথ শেষ ক'রে সব,
মুখে আমি ভব ভব নাম লব,
সুখে হব ভব পার হে ।

অলৌকিক বর্ষা

অলৌকিক বরষার বিবম ব্যাপার ।
মায়ামেঘে ঘেরিয়াছে অখিল সংসার ॥
অজ্ঞান তিমির বোরে বোর অন্ধকার ।
নয়নের জ্যোতি আর না হয় প্রচার ॥
অন্ধকারে পরস্পর আছে অন্ধ প্রার ।
আপনারে আপনি দেখিতে নাহি পার ॥
আপনাকে আপনিই না দেখে নয়নে ।
পদার্থ নির্ণয় তবে হইবে কেমনে ॥
সত্ততই সমভাবে মায়াৰূপ বন ।
সৃষ্টিরূপ সৃষ্টিধারা করে বরিষণ ॥
ধারার বিশ্রাম নাই বহে এক ধারে ।
সে ধারা কি ধারা তাহা কে কহিতে পারে ॥

বিভারূপা ক্ষণপ্রভা ক্ষণপ্রভা ধরে ।
তাহাতে চকিতে মাত্র অন্ধকার হয়ে ॥
স্বভাবে অচিরপ্রভা চির কতু নয় ।
এখনি উদয় হয়ে এখনই লয় ॥
তাহাতে জীবের নাই কিছু উপকার ।
চপলার আলোতে কি যায় অন্ধকার ॥
বরষায় শস্ত হয় ক্ষেত্রে ফলে ফল ।
জীবের জীবিকারূপে কৃষির কুশল ॥
এ বর্ষায় দেহ-ক্ষেত্র আর্দ্র নিরন্তর ।
কোথা হ'তে কর্মবীজ পড়ে বহুতর ॥
বিবিধ বিষয় শস্ত হতেছে সঞ্চার ।
ইন্দ্রিয় কৃষকে তাহা করে অধিকার ॥
বরষায় পথ নাহি পরিষ্কার রয় ।
তৃণ আর কাঁটাবনে আচ্ছাদিত হয় ॥
পথের গতিক দেখে পথিক সকল ।
ভয়ে ভয়ে গতি করে হইয়া চঞ্চল ॥
এ বর্ষায় সেইরূপ দেখ সর্বজনে ॥
পাষাণের হেতুবাঁদ তৃণময় বনে ।
পরমার্থ পথ আছে এমন গোপন ।
পথ ব'লে কখন না হয় নিরূপণ ॥
সে পথের গুণ কেহ দেখে না চাহিয়া ।
কুপথে ভ্রমণ করে সুপথ ছাড়িয়া ॥
বরষায় থাকে বল কদিন ছদ্দিন ।
এ বর্ষায় সমান ছদ্দিন চিরদিন ॥
মেঘেতে আবৃত দিন চিরদিন রয় ।
কোনকালে কোনদিন সুদিন না হয় ॥
বরষায় সন্ধ্যাকালে খন্ডোতের ছটা ।
এ বর্ষায় তার চেয়ে অতি ঘোরবটা ॥
বিষয়ের স্রবরূপ জোনাকির ঝাঁক ।
ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া আধারে করে জাঁক ॥
মানস চাতক হয়ে তৃষ্ণায় চঞ্চল ।
মায়ামেঘে ডেকে বলে "দে জল দে জল ॥"
নিরবধি নীর পানে না হয় শীতল ।
যত খায় তত হয় পিপাসা প্রবল ॥
কামনা-ভেকের মুখে শুনিয়া কুরব ।
বিবেক-কোঁকিল আছে হইয়া নীরব ॥
বরষায় মেঘদল সরল হইয়া ।
ভায়া, ভায়াপতি রাখে গোপন করিয়া ॥
অলৌকিক বরষায় সরূপ প্রকার ।
প্রবোধী চাঁদের প্রভা না হয় প্রচার ॥

দয়া, শাস্তি, ক্ষমা আদি তারাগণ যারা ।
তারাপতি-বিরহেতে লুকাইল তারা ॥

তবসিন্ধু

ঘোরতর নাদ করি ডাকিতেছে দেয়া ।
হাটে থেকে ঘাটে এসে নাহি পাই খেয়া ॥
এ কুল ও কুল বুঝি হারাই দ্রুপ ।
নামিয়া ভবের কুলে ভাবিয়া ব্যাকুল ॥
আগেতে না ভাবিলাম নামিলাম ঘাটে ।
অকুণ্ঠ পথার ইথে সাঁতার কি খাটে ॥
বাতাসের হতাশ না মনে করে কেউ ।
কোথা হ'তে আচরণে উঠিতেছে ঢেউ ॥
খরতর স্রোত তার ঘোরতর পাক ।
না দেখি উজান ভাটি বিষব বিপাক ॥
কত শত তরঙ্গের জলচর জলে ।
শত শত দুইলোক ভ্রমিতেছে স্থলে ॥
কিরাপে নিস্তার পাই কিছু নাহি স্থির ।
ডাঙ্গায় বাঘের ভয় জলেতে কুমীর ॥
মিছে কেন ভ্রমিলাম মেলায় মেলায় ।
মিছে দিন হারালেম খেলায় খেলায় ॥
সহপায় গেল সব হেলায় হেলায়-
কেন না হলেম পার হেলায় হেলায় ॥
নিশা নিশাচরী প্রায় হতেছে বিস্তার ।
একে আমি ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার ॥
নিরাকারে নিরাকার সব নীরমর ।
কোনখানে চর নাই ডর তাই হয় ॥
ভাগর সাগর তার তুমি মাত্র নেয়ে ।
খেয়েছ চোখের মাথা নাহি দেখ চেয়ে ॥
বার বার ডাকিতেছি দেখিয়া তুফান ।
কর্ণহীন কর্ণধার হারিয়েছে কান ॥
হায় হায় একি দায় কি হইল জালা ।
দেখে তুমি কাণা হ'লে শুনে হ'লে কালা ॥
দেখিতে না পাও যদি বলি শুন তবে ।
দিনে দিনে দীনে দেখে পার কর ভবে ॥
বুধার কি হবে আর এখানেতে রয়ে ।
দিনহারা দীন আমি দিন যায় বয়ে ॥
ক্রমেতে উথলে জল ডুবে যায় তুমি ।
ওরে জেলে পারে কেলে কোথা গেলি তুমি ॥

অপার সাগরে এনে অপারে রাখিলে ।
ভূবিষে অপার গুণ অপার সলিলে ॥
চাতুরী করিয়া তুমি হয়েছ পাতক-
অভয় প্রদানে আমি হব না কাতর ॥
এই বেলা চাল ভেলা সারাণির ভাটা ।
পারাণির পণ দিব মূল বাহা আটা ॥
ক'র না আটনি আর পাছে উঠে ঝড়ি ।
রাখিব না পাটনির খাটনির কড়ি ॥
যদি না হইতে পার পারী এই ভবে ।
হাঁ রে ও ধীবর তোরে ধীবর কে করে ॥
বা বলিবে তা করিব তাতে আছি রাজি ।
পার কর পার কর পার কর মাঝি ॥
পার হ'লে একবারে হয়ে যাই পার ।
আর না করিব পুনঃ এ পার ও পার ॥
যে পারের যত স্রুথ সব জানিয়াছি ।
কোনরূপে পারে পারে পারে গেলে বাঁচি ॥
কিছুতেই পার নাই অপারে ভাসিয়া ।
কে পারে পাইতে পার এ পারে আসিয়া ॥
যে পারে সে পারে থাক য়ে পারে সে পারে ॥
আমি কিন্তু কোনমতে রব না এ পারে ॥
হৃদয়ে বেড়াই গিয়ে এড়াই এ দায় ।
প্রাণ আছে পণ দিব ভাবনা কি তার ॥
কি স্বভাব কি অভাব, তুমি কেন ভাব ।
যার ধন তারে দিয়ে পার হয়ে যাব ॥
তোল তোল ধ্বজি তোল, বাড়িতেছে জল ॥
যে পারের লোক আমি, সেই পারে চল ॥
পারে চল পারে চল, হুটি পারে খরি ।
দেখো মাঝি মাঝমাঝি ডুবায়ো না তরী ॥
তুমি তরী ডুবাইলে কে বাঁচাতে পারে ।
কার সাধ্য এ অসাধ্য পারের ঘেতে পারে ॥
'পূর্ব ঝড়' মনে হ'লে তর হয় মনে ।
উত্তরে অনেক দুঃখ 'উত্তর-পবনে' ॥
বাতাস দক্ষিণ বটে, চালাও দক্ষিণে ।
যাইবে পশ্চিম পারে পাইবে দক্ষিণে ॥
ছাড়িয়াছি যার ঘর যাব তার ঘরে ।
তোমার তোমার দিব পার হইলে পরে ॥
তুমি আমি বলি শুধু এ পারেতে এলে ।
তুমি আমি বলা নাই ও পারেতে গেলে ॥
আমায় একলা কেলে কোথা তুমি যাবে ।
আমায় না ক'রে পার কিলে পার পাবে ॥

পায় ঘাই পায় তাই কর কই ।
না পায় না পায় হব পায় আছে কই ॥
বোঝাপড়া হবে শেষ কলকাল বই ।
পেরেছি ঘাটের ছাড় ছাড়িবার নই ॥

যায় হরি হরি হরি কবে হরি হরি ।
হরিসুত হরি-ভর লব হরি হরি ॥
রব না এ ফুল আর খুলে দেহ ভরী ।
হরি হরি হরি বোল হরি বোল হরি ॥

সামাজিক ও ব্যঙ্গ

ইংরাজী নববর্ষ

চাঁদ ছিল বাণ ধরি দীপ্তি গেল তার ।
বিনিময়ে হয় তথা পক্ষের সকার ॥ *
এই অবসার করি কত হিতাহিত ।
একায় একায়ে ছিল সবায় সহিত ॥
নিরস্ত্র বায়ান দেব ধরিয়া বিক্রম ।
বিলাতীয় শরে আসি করিল আশ্রম ॥
খুইমতে নববর্ষ অতি মনোহর ।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ যত খেত নর ॥
চাকুরিজনযুক্ত রম্য কলেবর ।
নাশা দ্রব্যে হুশোভিত অট্টালিকা-ঘর ॥
মানমদে বিবি সব হইলেন ফ্রেস ।
কেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ফ্রেস ॥
খেত পদে শিলিপের শোভা তার মাথা ।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা ॥
চিকন্ চিকনি চাক চিকুরের আসে ।
ফুলের ফোয়ারা আসি পড়িতেছে গালে ॥
বিড়ালাকী বিদ্রুসুখী মুখে গন্ধ ছুটে ।
আঁহা তার রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥
সুপ্রকাশ কিবা আশ মুহূর্ত-ভরা ।
অধরে অমৃত-সুধা প্রেমকুণ্ড-হরা ॥
গৌলাপের দলে বিবি গড়িয়াছে চিক্ ।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে মাগে তথা ভিক্ ॥

মনোলোভা কিবা শোভা আঁহা মরি মরি ।
রিবিশ উড়িছে কত কন্ কন্ করি ॥
ঢল ঢল ঢল ঢল বাঁকা ভাব ধরে ।
বিবিজ্ঞান চলে যান লবেজ্ঞান করে ॥
ধস্ত ধস্ত ক্ষুদ্র জীব ধস্ত তুমি মাছি ।
তোর মত গুটি ছুই পাখা পেলে ঝাঁচি ॥
সুখে ভাসি শুভ্র কান্তি দম্পতী চেরিয়া ।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি বদন ঘেরিয়া ॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি বগীর উপরে ।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ঘাই গিরিজার ঘরে ॥
খানার টেবিলে বসি করি খুব তুল ।
এঁটো করা সেরির গেলাসে দিই হল ॥
কখন গাউনে বসি কভু বসি মুখে ।
মাঝে মাঝে ভিজ গায় পাখা নাড়ী সুখে ॥
নববর্ষ মহাহর্ষ ইংরাজটোলায় ।
দেখে আসি গুরে মন আর আর আর ॥
শিবের কৈলাসধাম আছে কত দূর ।
কোথায় অমরাবতী কোথা স্বর্গপুর ॥
সাহেবের ঘরে ঘরে কারিগুরি নানা ।
ধরিয়াছে টেবিলেতে অপরাধ থানা ॥
বেরিবেষ্টে মেরিটেষ্টে মেরিটেষ্টে যাতে ।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে ॥
কট কট কটাকট টক্ টক্ টক্ ।
ইন্ ইন্ ইন্ ইন্ চক্ চক্ চক্ ॥
চুপ্ চুপ্ চুপ্ চুপ্ চপ্ চপ্ চপ্ চপ্ ।
সুপ্ সুপ্ সুপ্ সুপ্ সপ্ সপ্ সপ্ সপ্ ॥

* চাঁদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২ । ১৮৫১ সালের পর
১৮৫২ সালের নববর্ষ ।

ঠক্‌স ঠক্‌স ঠক্‌স ঠক্‌স ফস্‌ ফস্‌ ফস্‌ ।
 কস্‌ কস্‌ টস্‌ টস্‌ বস্‌ বস্‌ বস্‌ ॥
 হিপ্‌ চিপ্‌ হব্‌ রে ডাকে হোল ক্লাস ।
 ভিন্নার ম্যাজাম ইউ টেক্‌ দিস্‌ গ্লাস ॥
 সুখের সখের খান্‌ হ'লে সমাধান ।
 তারা রারা রারা রারা সুমধুর গান ॥
 শুড়ু শুড়ু শুম্‌ শুম্‌ লাক্‌ লাক্‌ তাল ॥
 তারা রারা রারা রারা লাল লাল লাল ॥
 আয় লোভ চল যাই হোটেলের সপে ।
 এখনি দেখিতে পাবি কত মজা চপে ॥
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি কত শত কেক্‌ ।
 যত পার ক'সে খাও টেক্‌ টেক্‌ টেক্‌ ॥
 সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি ওই দেখ তরা ।
 একবিন্দু পেটে গলে ধরা দেখি শরা ॥
 করি ডিম আলুফিস ডিমপোরা কাছে ।
 পেট পুরে খাও লোভ যত সাগ আছে ॥
 গোরার দললে গিয়া কথা কহ হেসে ।
 ঠেস মেয়ে ব'স গিয়া বিবাদের বেসে ॥
 রাজাসুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্রাম ।
 ডোট ক্যায় হিন্দুয়ানী ডাম ডাম ডাম ॥
 পিঁড়ি পেতে বুয়ো লুসে মিছে ধরি নেম ।
 মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে কেম ?
 সাড়ীপরা এলোচুল আমাদেব-মেম ।
 বেলাক নেটিভ লেডি শেম্‌ শেম্‌ শেম্‌ ॥
 সিন্দুরের বিন্দু সহ কপালেতে উকি ।
 নদী, যশী, ক্ষেমী, রামী, যামী, শামী, শুকি ॥
 ঘরে থেকে চিরকাল পায় মহাছব ।
 কখন দেখে না পর-পুরুষের মুখ ॥
 এইরূপে হিন্দুয়ানী শুদ্ধাচার রেখে ।
 না পায় সুখের আলো অন্ধকারে থেকে ॥
 কোথায় নেটিভ লেডী শুন শুন সবে ।
 পশুর স্বভাবে আর কত কাল রবে ?
 ধস্ত রে বোতলবাসি ধস্ত লাল জল ।
 ধস্ত ধস্ত বিলাতের সভ্যতার বল ॥
 দিলী কৃষ্ণ মানিনেক গরিকৃষ্ণ জর ।
 মেরিদাতা মেরিহৃত বেরি শুভ বর ॥
 ঈশ্বর-পরম-প্রেম স্পর্শ করে যাকে ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি থাকে ॥
 যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব ।
 ডুবিয়া ডুবে টবে চ্যাপেলুতে যাব ॥

কাটা ছুরি কাজ নাট কেটে যাবে বাবা ।
 দুই হাতে পেট ডরে খাব খাবা খাবা ॥
 পাভরে খাব না ভাত গো টু হেল কাল ।
 হোটলে টোটেল নাশ সে বরম্‌ তাল ॥
 পুরিবে সকল আশা ভেব না রে লোভ ।
 এখনি সাহেব সেজে রাখিব না কোভ ॥

পৌষ পার্বণ

সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা ।
 এত ভল্ল বজ্রদেশ তবু রজতরা ॥
 ধনুর ভনুর শেষ মকরের বোগ ।
 সন্ধিক্ষণে তিন দিন মহা সুখভোগ ॥
 মকর-সংক্রান্তি-দিনে জন্মে মহাকল ।
 মকর মিতিন্‌ সেই চল চল চল ॥
 সারানিশি জাগিয়াছি দেখে সব বাসি ।
 গজাজলে গজাজল অজ ধুয়ে আসি ॥
 অতি ভোরে কুল নিয়ে গিয়েছেন দাসী ।
 একা আমি আসিয়াছি সঙ্গে লয়ে দাসী ॥
 এসেছি বাপের কাছে ছেলে মেয়ে ফেলে ।
 রাঁধাবাড়ি হবে সব আমি নেয়ে এলে ॥
 বোয় জাঁক বাজে শাঁব যত সব রামা ।
 কুটিছে ততুল সুখে করি ধামা ধামা ॥
 বাউনি আউনি ঝড়া পোড়া আখ্যা কাঃ ।
 মেয়েদের নব শাওর অশেষ প্রকার ॥
 কুক্‌ তাক্‌ ময়তর কতরূপ থাল্‌ ।
 পাদাড়ে জুগিচে শ্রাল্‌ শ্রাল্‌ শ্রাল্‌ শ্রাল্‌ ॥
 খোলায় পিটুলি দেন হয়ে অতি শুচি ।
 ছ্যাক্‌ ছ্যাক্‌ শব্দ হয় ঢাকা দেন মুচি ॥
 উল্লনে ছাউনি করি বাউনি বাঁধিয়া ।
 চাউনি কর্তার পানে কাঁহনি কাঁদিয়া ॥
 'চেয়ে দেখে সংসারেতে কতগুলি ছেলে ।
 বল দেখি কি হইবে নয় রেক চেলে ?
 ক্ষুদ্রকুঁড়া শুঁড়া করি কুটিলাম ঢেঁকি ।
 কেমনে চালাই সব কুমি হলে ঢেঁকি ॥
 আড় করি পাড় দিতে সিকি গেল গড়ে ।
 লেখা করি নাহি হয় আর পোরা গড়ে ॥

• এই কবিতার এবং পরবর্তী কবিতার অনেক
 গুলি পদ পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

ছাই ক'রে রাখিলাম অর্দ্ধভাগ কেটে ।
 হাতে হাতে গেল তিল তিল তিল বেটে ॥
 ঝোলাগুড় ভোলা ছিল শিকের উপরে ।
 ভোলা ভোলা খেতে দিরা ফুরাইল ঘরে ॥
 পোরা কাঁচা কি করিয়ে নহে এক মন ।
 বাড়ীর লোকের তাহে নহে এক মন ॥
 একমনে খায় যদি আদ মণে সারি ।
 একমনে না খাইলে দশ মণে হারি ॥
 ভাঙ্গামণে পুরোমণ মন যদি খুলে ।
 পুরোমণে কি হইবে ভাঙ্গামন হ'লে ॥
 তুমি তাব ঘরে আছে কত মণ ভোলা ।
 জান না কি ঘরে আছে কত মন ভোলা ?
 কাণে বা কহিব আর বোঝা হ'ল দার ।
 খুলে দিলে মন কি হে তুলে রাখা বার ?
 বিবন ছরস্ত্র ওটা মেঝেবোর ব্যাটা ।
 কোনমতে শুনেনাক হাঁড়ী বড় ঠ্যাটা ॥
 না দিলে ধমক্ দেয় দুই চক্ষু রেঙে ।
 বাট বাটি হাঁড়ি কুড়ি সব ক্যালো ভেঙে ॥
 পুলি সব উঠে গেল কিছু নাই হাই ।
 নারিকেল তেল গুড় কের সব চাই ॥
 অদৃষ্টের দোষ সব মিছে বেই গালি ।
 চক্রেণে উঠিয়া গেল পার্শ্বের চালি ॥
 আমি লই মোটা চাল সহ চেলে চেলে ।
 বুঝিতে না পারি তুমি চল কোন্‌ চেলে ॥
 ও বাড়ীর মেয়েদের বলিয়াছি খেতে ।
 নুতন জামাই আজ আসিবেন রেতে ॥
 তোমার কি বর পানে কিছু নাই টান ।
 হাবাতের হাতে বার অভাগীর প্রাণ ॥
 কি বলিব বাপ মার কেন দিলে বিয়ে ।
 একদিন স্নেহ নাই বরকরা নিয়ে ॥
 কোন দিন না করিলে সংসারের জিরে ।
 দিবানিশি ফেরো শুধু গোঁপে তেল দিয়ে ॥
 তবে মাজ ছইগাছা খাড়ু ছিল হাতে ।
 তাহাও দিয়াছি বাধা মেয়েটির তাতে ॥
 জুমে জুমে বেড়ে গেল কে করে খালাস ?
 ষাঁচিবার সাধ নাই মলেই খালাস ॥
 স্বাক্ষরদিন খেটে মরি এক সজ্জা খেয়ে ।
 এত জালা সহ করি আমি বাই মেয়ে ॥
 এইরূপ প্রতি ঘরে দৃষ্ট মনোহর ।
 দ্বিগীর কাঁড় নই হয় কতীর উপর ॥

মাগিদের নাহি আর তিন রাজি ঘুম ।
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি রক্তনের ধুম ॥
 সাবকাশ নাই মাজ এলোচুল বাঁধে ।
 ভাল কোষ মাছ ভাত রাশি রাশি রাঁধে ॥
 কত থাকে তার কাঁচা কত বার পুড়ে ।
 সাধে রাঁধে পরমার নলেনের শুড়ে ॥
 বধুর রক্তনে যদি যায় তাহা একে ।
 বাতুলী ননর কত কথা কর বৈকে ॥
 "হ্যালো বউ কি করলি রে'খে মন চটে ।
 এই রান্না শিখেছিস্‌ বারের নিকটে ?
 সাত জন্ম ভাত বিনা যদি মরি দুখে ।
 তখাচ এমন রান্না নাহি দিই মুখে ॥"
 বধুর মধুর খনি মুখ-শতদল ।
 মলিলে ভাসিরা যায় চক্ষু ছল ছল ॥
 আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয় ।
 ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয় ॥
 ভাপ্যাকল রান্না সব ভাল হয় বীর ।
 ঠাকারেতে মাজিতে পা নাহি পড়ে তাঁর ॥
 হাসি হাসি মুখখানি অপক্লপ আড়া ।
 বৈকে বৈকে যান দিগ্বী দিয়ে নথ নাড়া ॥
 'হ্যাগা দিদি এই শাক রাখিয়াছি রেতে ।
 মাথা খাও সত্তি বল ভাল লাগে খেতে ?'
 'দিকির দিস কেন বোন্‌ হেন কথা করে ?
 বাট বাট বৈচে থাক জন্ম এয়ো হয়ে ॥
 পুরুষেরা ভাল সব বলিয়াছে খেয়ে ।
 ভাল রান্না রেখেছিস্‌ খন্ত তুই মেয়ে ॥"
 এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে ।
 নানামত অসুষ্ঠান আহারের তরে ॥
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাঙ্গাপুলি ভেজে ভেজে তোলে ।
 সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি কাঁড়ি ক'রে কোলে ॥
 কেহ বা পিটুলি মাখে কেহ কাই গোলে ।
 * * *
 আলু তিল গুড় কীর নারিকেল আর ।
 গড়িতেছে পিটেপুলি অশেষ প্রকার ॥
 বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ কুটুম্বের মেলা ।
 হায় হায় দেশাচার খন্ত তোর খেলা ॥
 কামিনী বামিনীবোলা শ্রবণের ঘরে ।
 স্বামীর খাবার জব্য আয়োজন করে ॥
 আদরে খাওয়াবে সব মনে সাধ আছে ।
 ঘেসে ঘেসে বসে গিয়া আসনের কাছে ॥

‘মাথা খাও খাও’ বলি পাতে দেয় পিটে ।
 না খাটলে বাকামুখে পিটে দেয় পিটে ॥
 আকুলি বিকুলি কত চুকুলি লাগি ।
 চুকুলি গড়িয়া হন চুকুলি ভাগী ॥
 ‘প্রাণে আর নাহি নয় ননদের জালা ।
 বিষমাথা বাক্যবাণে কান হ’ল কালা ॥
 মোজা বউ মন্দ নয় সেই গোড়ে গোড় ।
 কুমারের পোড়ে যেন পোড়ে পোড়ে পোড় ॥
 মনোহুখে প্রাতে আজ কুটি নাই খোড় ।
 এখন রয়েছে তাই কোমলের তোড় ॥
 ষাণ্ডভী আলানা রেখে হাই তিন হাঁড়ি ।
 চুপি চুপি পাঠালেন কজাটির বাড়ী ॥
 ঠাকুরঝির ছেলেগুলো খায় ঠেসে ঠেসে ।
 আমার গোপাল যেন আনিয়াছে ভেসে ॥
 মরি মরি বাট বাট কেঁদেছিল রেতে ।
 বাছা মোর পেট পূরে নাহি পায় খেতে ।’
 শক্তিত্তিক্তিপরাণ হন যেই নয় ।
 তখন এ সব বাক্যে ভেঙ্গে দেন ঘর ॥
 উপদেশে অব্য সব গড়িয়াছে ঢেলে ।
 সদ্য হয় কর্ম শেষ গোটা ছই খেলে ॥
 কামিনী-কুহকে পড়ি খায় যেই হাবা ।
 নিজে সেই হাবা নয় হাবা তার বাবা ॥
 বুকে পিটে গুড়াপটে গুড়পিতে গড়ে ।
 ইঁদুর দেবতা সম ঠাট তার খড়ে । ।
 ভিতরে পুরিয়া হাঁহ আলু দেয় ঢাকা ।

* * *

গোভ নাহি খেনে থাকে খাঁহ তাই চোটে ।
 পিটে পুণি পেটে যেন ছিটে-গুলি ফোটে ॥
 পায়েসে পিটুগল দিয়া করিয়াছে চুসি ।
 গৃহীণীর অহরাগে শুদ্ধ তাই চুসি ॥
 যুবো সব সুবো প্রায় যুবো নাহি নড়ে ।
 কাছে ব’সে খায় ক’সে রোসে নাহি পড়ে ॥
 খন্ড খন্ড পল্লাগ্রাম খন্ড সব লোক ।
 কাহনের হিনাবেতে আহারের ঝৌক ॥
 প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে ।
 ছুটা নিয়া ছুটাছুটি বাড়ী এসে সবে ॥
 সহরের কেনা অব্যে বেড়ে যায় জাঁক ।
 বাড়ী বাড়ী নিমন্ত্রণ মেয়েদের ডাক ॥
 কর্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া ।
 কাটালের শুড়ি প্রায় ভুড়ি এলাইয়া ॥

ছই পার্শ্বে পরিজন মধ্যে বুড়া ব’সে ।
 জিটে গুড় ছিটে দিয়ে পিটে খান ক’সে ॥
 তরুণী রমণী যত একত্র হইয়া ।
 তামালা করিছে স্তম্বে আঁমাই লইয়া ॥
 আহারের অব্য লয়ে কৌশল কোতুক ।
 মাঝে মাঝে হান্তরবে স্তম্ভের কোতুক ॥

বিধবা-বিবাহ

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল ।
 বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল ॥
 কত বানী প্রতিবাদী করে কত রব ।
 ছেলে বুড়া আদি করি মাতিয়াছে সব ॥
 কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে ।
 করিছে প্রমাণ অডো পাঁজি পুঁতি খুলে ॥
 একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোড়া ।
 গোঁড়া হয়ে বাগে সব মেখে নাক গোড়া ॥
 লাকালাকি দাপাদাপি করিতেছে যত ।
 ছই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত ॥
 বচন রচন করি কত কথা বলে ।
 ধর্মের বিচারপথে কেহ নাহি চলে ॥
 “পরানর” প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ ।
 কেহ বলে এ যে দোষ সাগরের তেঁ ॥
 কোথা বা করিছে লোক শুধু হে হেউ ।
 কোথা বা বাঘের পিছে লাগিয়ছে ফেউ ॥
 অনেকই এইমত লতেছে বিধান ।
 “অকৃত্যোনির” বটে বিবাহ-বিধান ॥
 কেহ বলে কতাক্ত কেবা আর বাছে ?
 একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ী আছে ॥
 কেহ কহে এট বিধি কেমনে হইবে ।
 ইঁদুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে ॥
 বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে ।
 তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু ব’লে ॥
 গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে ।
 হঠরাছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে ॥
 ঘাটে বায়ে নিয়ে যাব চড়াইয়া ঘাটে ।
 শাড়ীপরী চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে ॥
 শুনিয়া বিয়ের নাম “কোন” সেজে বুড়ী ।
 কেমনে বলিবে মুখে “থুড়ী থুড়ী থুড়ী” ॥

পোড়ামুখ পোড়াইরা কোন পোড়ামুখী ।
‘দুখী’ ‘দুখী’ স্নেহে কেলে কেঁচে হবে খুসী ॥
ব্যাটা আছে যার তার বেলগাছ এঁচে ।
ডুড়ী মেরে খুড়ী ব’লে সে বসিবে কেঁচে ॥
গমনের আরোজন শমনের ঘরে ।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আত করে ॥
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব ।
বালায় বিবাহ দিতে রাজি আছে সব ॥
সকলেই এইরূপ বলাবলি করে ।
ছুড়ীর কল্যাণে যেন বুড়ী নাহি তরে ॥
শরীর পড়েছে ঝুলি চুলগুলি পাকা ।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা ॥
জানহারা হয়ে বাই নাহি পাই ধ্যানে ।
কে পাইবে “সংবাপ” মায়ের কল্যাণে ॥

বিধবা-বিবাহ আইন

হিন্দু বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার ।
বহুকাল হ’তে যার নাহি ব্যবহার ॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ত না করি বিশেষ ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দেশ ॥
শত শত প্রজা তার ব্যথা পায় প্রাণে ।
তাদের আদর্শ নাহি শুনিলেন কান ॥
গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিনাষ ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস ॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ ॥
যাহাদের ধর্ম এই আর দেশচার ।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার ॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে ।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে ॥
করিছে আযার ধর্ম আঘাতে নির্ভর ।
রাজা হয়ে পরধর্ম কেন দেন কর ॥
আগে ভাগে রাজ্যলেশ করিতে প্রচার ।
এত কেন মাথা-ব্যথা হইল রাজার ? ॥
যতপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে ।
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে ॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত ।
শেষেতে চলিত করা তাই ত উচিত ॥

অনিয়মে করি এ কি নিয়মের ছল ।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশন বল ॥
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ী
তাহারা সধবা হবে প’রে শাঁখা শাড়ী ॥
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর ।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর ॥
শান্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে ।
দেশাচারে ব্যবহারে বাধো বাধো করে ॥
যুক্তি ব’লে বিচার করুন শত শত ।
কোনমতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত ॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে ।
সতী ব’লে সন্মোহন কিসে করি তবে ? ॥
বিধবার গর্ভজাত যে হবে সন্তান ।
বৈধ ব’লে কিসে তার করিবে প্রমাণ ? ॥
যে বিষয় সর্ববাদি-সম্মত না হয় ।
সে বিষয় দিচ্ছ করা শক্ত অতিশয় ॥
কলে আর ছলে বলে যত পার কর ।
ফলে সে কিছুই নয় মিছে ব’কে মর ॥
শ্রীমান্ ধীমান্ নীতি-নির্মাণকারক ।
ধারা সব হ’তে চান বিধবাতারক ॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে ।
আটন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে ॥
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্বত ।
তার মাথো বড় বড় লোক আছে যত ॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া ।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া ॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে ।
জননী বিয়ে দিতে পারে কি না পারে ॥
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাছর ।
এমনি করিলে সব ছুঃখ হয় দূর ॥
সহজে যতপি হয় একরূপ ব্যাখ্যার ।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার ॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া ।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া ॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কর ।
কেহ আর মাথা ভুলে অগ্রসর নয় ॥
গোলেমাগে করিবোল গুণগোল সার ।
নাহি হয় কলোদয় মিছে হাছাকার ॥
বাক্যের অভাব নাই বদন-ভাণ্ডারে ।
বত আসে তত বলে কে দুঃখিবে কারে ॥

সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায় ।
 কিছুই না হ'তে পারে মুখের কথায় ॥
 মিছামিছি অগুঠানে মিছে কাল হয় ।
 মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা ॥
 সকলেই ভুড়ি মায়ে বুঝে নাক কেউ ।
 নীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ ॥
 সাগর বড়পি করে সীমার লজ্জা ন ।
 তবে বুঝি হ'তে পারে বিবাহ-বটন ॥
 নতুন না দেখি কোন সম্ভাবনা আর ।
 অকারণে হই হই উপহাস সার ॥
 কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে ।
 বাবে বাবে যায় শত্রু বাক্ পরে পরে ॥
 তখন এক্ষণ কবে হ'লে ব্যতিক্রম ।
 “কাটা পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম ।”
 রাজার কর্তব্য কথা করিতে বর্ণন ।
 এক্ষণ লিখিত আর নাহি প্রয়োজন ॥
 এইমাত্র শেষ কথা কহিব নিশ্চয় ।
 এ বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্ম নয় ॥
 মন্ত্রক মন্ত্রক বাদ প্রজার প্রজার ।
 কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তার ॥

ছদ্ম মিশনরি

ভুজঙ্গ হিংস্রক বটে তারে কিবা ভয় ?
 মনি মন্ত্র মহোষধে প্রতীকার হয় ।
 মিশনরি রাজা নাগ ধংশে ভাঙি যারে ।
 একেবারে বিষধারে সেয়ে ফেলে তারে ॥
 ব্যাভ্রভয়ে ব্যাঘ্র হই যদি পায় বাগে ।
 লাঠি অস্ত্র থাকিলে কি ভয় করি বাঘে ?
 হেণো বনে * কেঁদো বাব রাজাসুখ যার ।
 বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তার ॥
 বাগ করা বাঘ আছে হাত দিয়া শিরে ।
 ধরিয়া ধর্মের গলা নখে ফেলে চিরে ॥
 ছেলেকালে ছেলেধরা শুনিয়াছি কানে ।
 এখন হইল বোধ বিশেষ প্রমাণে ॥
 কহিতে মনের খেদ বুক কেটে যায় ।
 মিশনরি ছেলেধরা ছেলে ধ'রে যায় ॥

* অর্থাৎ হেহরা পুত্রবিশ্ব পার্থক্য ।

হাতবুখে কুহু কথা আছি অবগত ।
 এই বুঝি সেই কুহু রাজাসুখ বত ॥
 চুপ চুপ ছেলে সব হও সাবধান ।
 কানকাটা * * * কেটে নেবে কান ॥
 ঘুমাও ঘুমাও বাপ থাক শান্ত ভাবে ।
 বাটা ভ'রে পান দেব গাল ভ'রে খাবে ॥
 চিনি দিব কীর দিব দিব শুভপিটে ।
 বাপ ধন বাছা ঘোর ছেড় না রে ভিটে ॥
 কি জানি কি ঘটে পাছে বৃদ্ধি তোর কাটা ।
 ওখানে কুহু তর বেও না রে বাছা ॥
 মূর্খ হয়ে যাবে থাক ধর্মশব্দ ধ'রে ।
 কাজ নাই ফুলেতে লেখা-পড়া ক'রে ॥
 হাধে হে ছেলের বাপ মন্দ ব'ল কাল ॥
 আপন আপন ছেলে সামাল জাল ॥
 মিষ্টতাবী শুভকায় মিশনরি ॥
 আমাদের পক্ষে তাঁরা নয় মিত্র ॥
 পিতার হৃদয়ের নিধি তনয় তনয় ॥
 কিছু নাহি বুঝে তার মনে মনে ॥
 শত্রু করি জননীর জয়ভাষায় ॥
 হরণ করিয়া লয় সাধের কুমার ॥
 বাক্যের কুহক-যোগে ঈশ্বর ছেড়ে ।
 সুবতীর বুক চিরে পতি লয় ॥
 কামিনীর কোল শত্রু ক্ষুর ॥
 এ খেদ কহিব কারে হার হার ॥
 বিভাধান ছল কবি মিশনরি ভব ।
 পাতিয়াছে ভাল এক বিপদে টব ॥
 মধুর বচন ঝাড়ে জানা'ই লাভ ।
 ঈশ্বরে অতিথিক্ত করে শিশু সব ॥
 শিশু সবে জাপকর্তা জ্ঞান করে ভবে ।
 বিপরীত লবে পরে ডুব দেয় টবে ॥

পাঁচ

রসভরা রসময় রসের ছাগল ।
 তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল ॥
 স্বর্ণকুঁকী রত্নগর্ভা জননী তোমার ।
 উলরে তোমার ঘরে ধৃত গুণ তার ॥
 তুমি যার পেটে যাও সেই পুণ্যবান্ ।
 সাধ সাধ সাধ তুমি জানে'র মতান ॥

ত্রিতাপেতে তরে লোক ভব নাম নিরা ।
 বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ বুণু দিয়া ॥
 চান্দমুখে চাঁপদাড়ি গালে নাই গোঁপ ।
 শূন খাড়া ছাড়া ছাড়া লোমে লোমে খোঁপ ॥
 সে সময়ে অপরূপ মনোলোভা শোভা ।
 দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাজ কথা কর বোবা ॥
 বর্ণ এক উপসর্গ কল তাহে কলা ।
 দিবানিশি প'ড়ে থাকি ধ'রে তোর গলা ॥
 চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া ভুলে রাখি বুকে ।
 হাতে হাতে বর্ণ পাই বোকা গন্ধ সু'কে ॥
 শুধু যায় পেট ভ'রে পাটানাম দাধা ।
 ভোজনের কালে যদি কাছে থাক বাঁধা ॥
 শাদা কাল কটা রূপ বলি হারি শুণে ।
 সাত পাত ভাত মারি ভ্যা ভ্যা রব শুনে ॥
 মহিমার নাম ধব শ্রীমহাপ্রদায় ।
 তোমার প্রসাদে যায় সকল বিষাদ ॥
 আল দিতে কাল বার লাল পড়ে গালে ।
 কাটনা কামাই হয় বাটনার কালে ॥
 ইচ্ছা করে কাঁচা খাই সমুদর লয়ে ।
 হাড়গুচ্ছ গিলে ফেলি হাড়গিলে হয়ে ॥
 মজাদাতা অজ্ঞা তোর কি লিখিব বশ ?
 যত চুদী তত খুদী হাড়ে হাড়ে রস ॥
 গিলে গিলে ঝোল খায় আবাদন-হত ।
 তাদের জীবন বুথা দাঁতপড়া যত ॥
 এমন পাটার মাস নাহি খায় বার ।
 ম'রে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তার ।
 দেখিয়া ছাগের শুণ ক'রে অভিমান ।
 হইলেন বরাক্রপ নিজে ভগবান্ ॥
 তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান ।
 ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান ॥
 হোটেল বিক্রয় হয় আম ধরে ছাম ।
 পাচগন্ধে প্রাণ যায় ডাম্ ডাম্ ডাম্ ॥
 অতাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে ।
 লুকায়ে আছেন জলে কুর্খ মীন হয়ে ॥
 কচ্ছপ সে জুজুবুড়ী তারে কেবা যাচে ?
 মাছে কিছু আছে মান বাঙ্গালীর কাছে ॥
 কিন্তু মাছ পাটার নিকটে কোথা রয় ?
 দাসদাস তত্ত দাস তত্ত দাস নয় ॥
 এক, দুই, তিন, চার, ছেড়ে দেহ ছয় ।
 পাঁচেরে করিলে হারে রিপু রিপু নয় ॥

তক ছাড়া পক্ষ সেই অতি পরিপাতি ।
 বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি ।
 পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি ॥
 কোলমাথা মাস নিয়া, চাটি ক'রে চাটি ॥
 টুকি টাকি টুক টুক বুখে দিই মেটে ।
 যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে ॥
 কোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আনু ।
 লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লানু ॥
 সাবাস্ সাবাস্ রে সাবাসী তোরে অজ্ঞা ।
 দ্বিজুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা ॥
 কোন অংশে বড় নয় কেহ তোর চেয়ে ।
 এত শুণ ধরিরাহ পাতা মাস খেয়ে ॥
 মহতের কার্য্য কর পরিবানা চলে ।
 না জানি কি হ'ত আয়ো যত ক্ষীর খেলে ॥
 বিশেষ মহিমা তব কি কব অবানী ।
 জানেন কিঞ্চিৎ শুণ ত'ড়ে মা ভবানী ॥
 বুধার তিলক ধরে ছাট ভয় খেয়ে ।
 কসাই অনেক ভাল গোস্বামীর চেয়ে ॥
 গরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের ছুহিতা ।
 ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা ॥
 ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে ।
 খান দেবী পিতৃ-মাথা বিশ্বমাতা হয়ে ।
 দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যজি খণ্ড খণ্ড হয়ে ।
 করিলেন ভূটিনাশ কালাবাটে রয়ে ॥
 প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে ।
 দেবী-বরে জন্মে তারা হালদারের ঘরে ॥
 এক জন্মে মাংস দ্বিধা আর জন্মে খায় ।
 কলির দেবল হয়ে কালাশুণ গায় ॥
 প্রণমামি * *, তোমার চরণে ।
 পেট ভ'রে পাঁটা দিও যত যাজিগণে ॥
 প্রণমামি স্তম্ভদাত্তী ছাগপ্রসবিনী ।
 অস্তাবধি না হইবা কস্তার জননী ॥
 প্রণমামি কালাবাট যথা মাতা কালা ।
 প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি ॥
 ধস্ত ধস্ত কর্ম্মকার ধস্ত তুমি বাঁড়া ।
 প্রণমামি তব পদে দিয়া গাজ নাড়া ॥
 এমন স্তবের ছাগে করে যেই খেব ।
 তাড়াইব তাবে আমি ছাড়াইব দেশ ॥
 বাছিয়া পাটার হাড় গেঁথে তার মালা ।
 বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা ॥

নামাবলী বহির্কীর্ণ নিয়া করতলে ।
 ভাল ক'রে ছোপাইব কাধেরে জলে ॥
 সাজাইব গোড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব ।
 পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশুভাব ॥
 ফের যদি করে শেষ হয়ে প্রতিবাদী ।
 ঘুচাব গোড়ামী যোগ দিয়া ছাগ-নাদী ॥
 অহমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া ।
 অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া ॥
 মুখে বলি গজা-নারায়ণ-ব্রহ্ম হরি ।
 পাটামাস খেতে খেতে বিছানার মরি ॥
 তাহাতেই মুক্তি লাভ বৃষ্টি নাই আর ।
 নিতান্ত কৃতান্ত হর পদানত তার ॥
 হায় এ কি অপরূপ বিধাতার খেলা ।
 শুদ্ধ গায় কিছুমান্ন নাহি যার সেলা ॥
 লোম তুলি করি তুলি রক্ত রক্ত ভরি ।
 শ্রীরাধা-শ্রীকৃষ্ণ-রূপ স্মৃতে চিত্র করি ॥
 চিত্র করে চিত্র করে দিয়া স্মৃৎস্মরণেখা ।
 দেবমূর্তি অবয়ব সব যার লেখা ॥
 নানারূপ যন্ত্র হর ছাগলের ছালে ।
 শ্রীহরি-সৌর্য্য-গুণ বাজে তালে তালে ॥
 ঢাক কাঁড়া নহবৎ বৃন্দঙ্গ মদোল ।
 তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর গোল ॥
 এক চন্দ্রে বহু যন্ত্র বাজায় তাল ।
 মেড়ানেড়ী গোড়াদের ভিক্ষার সংল ॥
 কোপ্রাধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে ।
 ঘারে ঘারে ভিক্ষা করে খজ্ঞনী বাজিয়ে ॥
 সাধ্য কার এক মুখে মহিমা প্রকাশে ।
 আগনি করেন বাজ্ঞ আপনার নাশে ॥
 বাড়িকাঠে ফেলে দিই ধ'রে ছটি ঠ্যাঙ ।
 সে সময়ে বাজ্ঞ করে ছ্যাডাঙ ছ্যাডাঙ ॥
 এমন পাটার নাম যে রেখেছে বোকা ।
 নিজেরে সেট বোকানর ঝাড়বংশে বোকা ॥
 ভ্রমণে যে ভাবোদয় নহ-নদী-পথে ।
 রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্য মতে ॥
 প্রতিদিন প্রাতে উঠি ক'রে শুদ্ধ মন ।
 ভক্তিতাবে এই পশু পড়িবে যে জন ॥
 বিভিন্ন পুষ্পের রথে পাটা পাটা ব'লে ।
 সাতার পুরুষ তার স্বর্গে যাবে চ'লে ॥

বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের শ্রীকৃষ্ণমুরতি

যেখানেতে বাংলকের বিপরীত মতি ।
 সেখানেই মিশ্রনরি বলবান্ অতি ॥
 পাতিয়া কুহকী-ফাঁদ কেলিয়াছে পেড়ে ।
 এমন মুখের গ্রীস কেন দেবে ছেড়ে ?
 গাছপাকা মর্তমান বর্তমান চোকে ।
 বুদ্ধিদোষে ছেড়ে দিয়ে কেন যাবে ফোকে ?
 তুমি ত সুবোধ চণ্ডী বৈষ্ণব ছেলে ।
 কোথা যাও মনোহর শ্রীভোগ ফেলে ?
 হিন্দু হয়ে কেন চল সাহেবের চলে ?
 উরবে অসহ্য হবে মাংস মদ খেলে ॥
 ক্ষীর সর নদী খেয়ে বুদ্ধি কর কার্য ।
 বিধর্ম-ডোবার জল খেও না হে ভায়্য ॥
 যতলি আহার হেতু ইচ্ছা তোর হয় ।
 আর ভাই বরে আর কিছু নাই তর ॥
 কত কারখানা ক'রে খেতে দিব থানা ।
 গো টু হেল ডোন্ট ক্যার কে করিবে মানা ?
 সরপোটে ব'সে খাব খুণী মেত্রা খুণী ।
 যদি কেহ কিছু বলে ধ'রে বেগা বুদী ॥
 আহার-বিহারে ভাই তর কার কাছে ?
 ধর্মসভা নাহি লয় ব্রহ্মসভা আছে ॥
 আপন বিক্রমে হব রুসিয়ার কিঙ ।
 টেবিলে বসিব খেতে হাতে দিয়ে রিঙ ॥
 গায়ত্রী করিব পাঠি প্রতি বুধবারে ।
 পাব নিত্য চিত্তরূপ শরীর-আগারে ॥
 জ্ঞান-অস্ত্রে কেটে দেহ-মায়াক্রম গত্তী ।
 ভ্রমণেও দণ্ডী হয়ে কেন হও দণ্ডী ?
 পূর্ববৎ হিন্দু হও যতমত খণ্ডি ।
 হাড়িখী চণ্ডীর আজ্ঞা বরে আর চণ্ডী ॥

কৌলীষ

মিছা কেন কুল নিম্নাকর জাটা-জাটি ।
 এ যে কুল কুল নয় সায় মাত্র জাটি ॥
 কুলের গৌরব কর কোন অভিমানে ।
 মূল্যের হইলে দোষ কেবা তারে মানে ॥
 ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা ।
 রণ নাই বশ কিসে কুলহ'ল চোপা ॥

আদর হইত তবে ভাঙ্গিলে অরুচি ।
 পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় কুচি ॥
 অতএব বুণা এই এই কুলের আঁচার ।
 ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আঁচার ॥
 কুলের সন্নম বল করিব কেমনে ।
 শতেক বিধবা হয় একের মরণে ॥
 বগলেতে বুঝকাঠ শক্তিহীন য়েই ।
 কোলের কুমারী লয়ে নিয়ে করে সেই ॥
 চুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার ।
 পিতামহী সম নারী দার হই তার ॥
 নর নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে ।
 ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে ॥
 কুলকন্মে নর রূপ সুলক্ষণ বাহা ।
 অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য্য তাহা ॥
 নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ ।
 পাপের গোরব কেন করিব দারণ ॥
 হে বিভূ করুণাময় বিনয় আমার ।
 এ দেশের কুলধর্ম্ম করহ সংহার ॥

জ্ঞান-বাস্তা

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
 ধরাবাদী যত ধুতি পরা ।
 আমাদের এই বল, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
 নানা রাগ-রঙ্গ রসভরা ॥
 ধূষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
 মাহেশে সুখের মহামেলা ।
 দানযাত্রা শ্রীতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
 মেলা গেয়ে করে সব খেলা ॥
 কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
 আয়োজন কত দিন আগে ।
 বিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামত কার বেশ,
 বাহার যেমন মনে লাগে ॥
 বন্ধ হয়ে আশা-ফাদে, কত ছাদে কত সাধে,
 গত নিশি করিয়াছে গত ।
 বুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
 বিশেষতঃ ছোটলোক যত ॥
 চরণে বিলাসী ক্ষুতি, পরিলেন খোশ ধুতি,
 হরিলেন পৈতৃক তলর ।

চাঁপাতলা শূন্য কবি, যান যত নরহরি,
 ঘস্ ঘস ঘসর ঘসর ॥
 বাটে গিয়ে কত চোট, সুখেতে সাতান বোট,
 বাধে কোট তাহার ভিতরে ।
 দলে দলে গালাগালি, দলে দলে দলাদলি,
 বলাবলি হয় পরস্পর ॥
 ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
 রোবো থেকো, রোবো সব সাজে ।
 চুল করে প্যান্‌টি, হয় ফিট কত চিট,
 মাঝে মাঝে চিট তার মাঝে ॥
 একমাত্র * * * জগদর প্রেমছাত্র,
 শত শত আঁকে তাই বেয়ে ।
 রঙ্গিনীর ঘোর ঘট, হেরিয়া রূপেত ছটা,
 লক্ষ্মীপ্রিয়া পক্ষী যায় ছেয়ে ॥
 চোপায় কে পারে আর, খোপায় কুলের হার,
 কোপায় কণায় যেন কাঠ ।
 কত হাসে কত ভাবে, বুঝে বুঝে চারি পালে,
 একা মগী লাগাছে ছাট ॥
 রক্তরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
 গুড়ে মরে দৃষ্টি-পোড়া বিয়ে ।
 মনে এই ছুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা ভাগে,
 গজালাভ হবে তার কিসে ॥
 যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাস লাগে,
 আবার কে ভূমে দেয় পদ ।
 আশ্রয় তুলে কত গোড়া, তত আনে লুচি মোড়া,
 বড়া সব আবে গদগদ ॥
 'নোচন্‌ গিয়াছে বর, নন্দীর হয়েছ জ্বর,
 লৈকা চড়ি আমরা সবাই ।
 লিতাই লারাণ্‌ ভই, লৈতুন ইয়ার কই,
 লন্‌ লিন্‌ লবীন লবাট ॥'
 এ গুরে ক্ষম্মীস কবে, এক জন রাগ ক'রে,
 কহিতেছে করি খচো-মচো ।
 বোতলের করি নাম, 'লড়গম মোড়লাম,
 লল বঙগা লৈবচো' লৈবচো ॥'
 খুলে তরী কত ধুম, ধুম ক'রে উঠে ধুম,
 দেখে ধুম করিল ত্রিহরি ।
 কেল বলে 'বাঁবা ভাই, আমি এক গীত গাই,
 লাচ তোরা লাগর লাগরী ॥'
 আর আর নীচ জাতি, বাবু হয়ে রাতারাতি,
 মাতামাতি করে কতরূপ ।

ফুলার ফুলের ছাতি, যেন নবাবের নাতি, বিলাতীর শেষ হ'লে, দেন শেষ ভাবে
 হাতী কিনে হরে বলে ভূপ ॥ খেনো গাঞ্জে বেনো জলে ভুব ॥
 সম্ভব যেমন যায়, ব্যয় করে সে প্রকার, প্রথমেতে চুপি চুপি, শেষ হন বা
 কেহ কেহ শুভ হন ধারে ॥ আর নাহি থাকে লজ্জা ভয় ॥
 ধোবার আনন্দময়, পরধনে বাবু হয়, চালে উঠে নয় ছবি, হাঁসা মুক্তি গান
 তাড়া দিয়া সব কর্তৃ সাহে ॥ লম্পট যুবক যারা, লোকে বলে অর বাবু জয় ॥
 মাতুলনন্দন যারা, ধনের কুন্দের তারা, বাচ করে করে ॥
 জলে অলে জলে শোভা পায় ॥ ধীরে ধীরে তীতে চালে ডিকে ॥
 জলে উপার্জন কত, সাহা নয় সাহা যত, যেখানে * , সেখানে গায় ॥
 সাহালাস বাদশার প্রায় ॥ কাকের পশ্চাতে যেন ফিকে ॥
 হাড়ি মুচি যুগী জোলা, কত বা সেথের পোলা, আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবত: কী
 জাঁকে জাঁকে কাঁকে কাঁকে চলে ॥ কোন কালে মা'হেলে না যাউ ॥
 ঠেলাঠেলি চুলাচুলি, কাকে কাকে বুলোয়ুলি, ইচ্ছা হেন থাকে ক্ষান, করিয়া বিব্রত
 লোকারণ্য জলে আর স্থলে ॥ ধরে যেন মুক্তমান পাউ ॥
 স্থলে উঠে দেখি চয়ে, কত মদ কত মেয়ে, ———
 পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায় ॥
 আগে পাছে পাকাপাকি, আঁকা আঁকি তাকাতাকি,
 কাঁকাঝাঁকি হান নাহি পাশ ॥
 এসে বাড়ী যত রাড়ী, কাকে করে কেলৈ হাড়ি,
 হাতে পাখা কাঁটাল নাথায় ॥
 কথা কর ইলিবিলা, মুখেতে পানের থিলি,
 গলা বেয়ে পিক পড়ে গায় ॥
 ভজ যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
 কুচির তরলী লয়ে ভাড়া ॥
 বাহাতে আসক্তি বীর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
 গরবেতে গোঁপে দেয় চাড়া ॥
 যথা শক্তি শক্তি-স্বা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
 শক্তি-ভক্তি সকলের সার ॥
 ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তিযোগে হন শিব,
 শিব শক্তি পুঞ্জে কেবা আর ॥
 সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
 সেইরূপ আচার ব্যাভার ॥
 সহজে সুখের যোগ, রিপূর পঞ্চম ভোগ,
 আশ্রয় তার করে সহকার ॥
 * * গায়ে বাটা, তববার মুখে চাঁটি,
 পরিপাটী খান ক'সে ক'সে ॥
 পূর্ণ হ'ল ইচ্ছা যেটা, জান আর দেখে কেটা,
 জান পান এক ঠাই ব'দে ॥
 বখিল না হয় তার, অবিল ভরিয়া খায়,
 মনে মনে সাধ আছে খুব ॥

এণ্ডাওয়াল তপস্যামাছ

কবিত-কনককাস্তি কমনী কায় ॥
 গালভরা গোপ-বাতি তববার প্রায় ॥
 মাহুঘের দৃশ্য নও বাস কর নীরে ॥
 মোহন মলিখ প্রভা নবীর শরীরে ॥
 পাখী নও কিন্তু ধর মনোহর পাখা ॥
 অমধুর মিষ্ট রস সব-অঙ্গে মাখা ॥
 একবার বসনায় যে পেয়েছে ॥
 আর কিছু মুখে নাহি ভাল লাগে তার ॥
 দৃশ্য মাত্র সর্বধাতু পঙ্কজিত হয় ॥
 দোরতে আমোদ করে দ্রিভুবময় ॥
 প্রাণে নাহি দেয় সর কাঁটা আশ বাড়া ॥
 ইচ্ছা করে একেবারে গালে দিই কাঁটা ॥
 অপক্লপ হেরে রূপ পুঞ্জশোক হরে ॥
 মুখে দেওয়া দূরে থাক গঞ্জে পেট ভরে ॥
 কুড়ি মরে কিনে লই দেখে তাজা তাজা ॥
 টপাটপ খেয়ে ফেলি ছাঁকাতলে তাজা ॥
 না করে উদরে যেত ভোমায় গ্রহণ ॥
 বুখায় জীবন তার বুখায় জীবন ॥
 নগরের লোক সব এই কয় মাস ॥
 ভোমায় রূপায় করে মহাস্থখে বাস ॥
 গুণেতে সবাই কেনা কে না করে সব ॥
 কেন কেন কেনা কেনা কে না করে সব ?

ধলে হলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
 য় দিলে তপস্যা নাম সাধু সাধু সেই ॥
 য় গুণে বদ্ধ তব আছে সর্বজনৈ।
 লাণাজলে বাস কর এই দুঃখ মনে ॥
 মমত থাকিতে কেন রুচি হয় বিধে।
 মূণ-পেড়ে পোড়া জল ভাল লাগে কিসে ॥
 টলবেড়ে আলো ক'রে করিছ বিহার।
 গরের উত্তরেতে গতি নাই আর ॥
 বনোগাঙ্গে জোর তাতা তাতেই সন্তোষ।
 মুদ্রের জল খেয়ে বৃদ্ধি কর কোষ ॥
 লবি কোরেছে তব বহু উপকার।
 ণ খেয়ে গুণ গেয়ে কাছে থাকো তার ॥
 দৌরোদমখনকালে অপূর্ণ ঘটন।
 দেবাহুরে ঘোর বন্দ স্থধার কারণ ॥
 সাগর-সলিলে হয় বিবাদ বিস্তার।
 গড়াগড়ি ছড়াছড়ি স্থধার স্থধার ॥
 সে সময়ে তুমি মৌন অতি কুহুহলে।
 খেয়েছিলে সেই জল তপস্যার ফলে ॥
 অমৃত-ভক্ষণে তাই রূপ প্রকার।
 সুমধুর আশ্বাদন হয়েছ তোমার ॥
 এমন অমৃত-ফল ফলিগাছে জলে।
 সাহেবেরা স্নেহে তাই ম্যাক্সোফিস বলে ॥
 ব্যয় হেতু কোন মতে না হয় কাতর।
 পানায় আনায় কত করি সমাদর ॥
 ডিস ভোরে কিস লয় মিস বাবা যত।
 পিস করে মুখে দিয়ে কিস খায় কত ॥
 তাদের পবিত্র পেটে তুমি কর বাস।
 এই কয় মাস আর নাহি খায় মাস ॥
 তোমায় অধরে ধরি বাড়ি কত স্নেহ।
 মাঝে মাঝে সেরির গেলো দেয় সুখ ॥
 বেচিলর যারা তারা প্রসাদের তরে।
 রান্নাবরে খন্না দিয়ে আয়োজন করে ॥
 চেদে চেদে বেসে বেসে কাছে গিয়ে বসে।
 পেটে হারামের ছুরি মুখ ভরা রসে ॥
 টেক্ কিস ব'লে ডিস কাছে দেয় ঠেলে।
 মশরীয়ে স্বর্গভোগ এটে খেতে পলে ॥
 বাঙ্গালীর মত তারা রন্ধন না জানে।
 আধ দিক্ত করি শুধু টেবিলেতে আনে ॥
 মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
 অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই ॥

হাদে যে নিদ্রা বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
 কি হেতু বেলাক্ হিছ কোরেছিস মোরে ॥
 গোরা হ'লে হোরা মেয়ে চ'ড়ে মনোহর ॥
 টেবিলে যেতেন খেতে ডেবিলের মতে ॥
 প্রেমানন্দে পিস করি স্নেহে খায় মিস।
 বলি হারি ঘাই তোরে গুরে ম্যাক্সোফিস ॥
 কিছু এক মন মনে এই বড় পোক।
 না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক ॥
 তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
 কর সব সমভাবে দয়া বিতরণ ॥
 গৌণ করে সৌখ্য ঠেলে ভাটি গাও ছেড়ে।
 উজানের পথে চল দাড়ি-গৌণ নেড়ে ॥
 শাঁক বটী বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
 ভিটে বেচে পুজা দিব মিঠে জলে এসে ॥
 যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মৌন।
 পেট ভোরে খেতে যেন পাই এক দিন ॥
 তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
 লম্বু হয়ে হও তুমি সকলের শুক্ল ॥
 সব ঠাই আদর অমাত্র নাই কতু।
 শুদ্ধ সব ঠিক যেন বড়দার প্রভু ॥
 নিরাকার নিত্যানন্দ মৌন অবতার।
 নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার ॥
 খেতে যদি নাহি পাই মুখে লই নাম।
 প্রণাম তোমার পদে সহস্র প্রণাম ॥
 কত জলে থাক তুমি নাহি তার লেখা।
 তোমায় আদর হয় সহজে কি দেখা ॥
 কতরূপ ভাবস্বর মানবের মনে।
 পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে ॥
 গাভীন হইলে তুমি রস তার কত।
 রাঁগা হ'লে বাড়ী স্নেহ নাহি হয় তত ॥
 তোমায় ডিমের স্বাদ স্থধার সমান।
 গুণ্ডা গুণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ ॥
 প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
 আমাদের আশীর্বাদে হবে নাক বাঁজা ॥
 জন্ম-এরো হও তুমি রসবতী সতী।
 পোয়াতীর গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী ॥
 কোন মতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
 যত পাই তত খাই তবু বাড়ি লোভ ॥
 ভেজে খাই ঝোলে দিই কিবা দিই ঝালে।
 উদর পবিত্র হয় দিবা মাত্র গালে ॥

হোটেল-মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার ।
 ইচ্ছা হয় হিঁদ্রানী রাখিব না আর ॥
 জেতে আর কাজ নাই ঈশ্ব-গুণ গাই ।
 খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই ॥
 চারিদিকে দেখ মন অতি বেড়ে বেড়ে ।
 তোতে মোতে থাকি আর হিঁদ্রানী ছেড়ে ॥
 ছেড়ো না ছেড়ো না আর বিপরীত বাণী ।
 থাকো থাকো থাকো বাপু রাখ হিঁদ্রানী ॥
 এবার কি বড়দিন বড় দিন আছে ?
 আশোদের কাব্য পাঠ করি কার কাছে ?
 কালভেদে কত ভেদ খেদ করি তাই ।
 পূরস্কার লেখা ছেপে সকলে দেখাই ॥
 পরিহাস-ছলে ইথে কাব্য আছে যত ।
 সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত ॥
 অতএব কেহ তার ধরিবে না দোষ ।
 কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ ॥

আনারস

বন হ'তে এলো এক টিয়ে মনোহর ।
 সোনার চৌশর শোভে মাথার উপর ॥
 এমন মোহন মুক্তি দেখিতে না পাই ।
 অপরূপ চারুরূপ অমরূপ নাই ॥
 ঈষৎ স্তম্ভিত রূপ চক্ষু সব গায় ।
 নীলকান্ত মণিহার চাঁদের গলায় ॥
 সকল নয়ন-মাঝে রক্ত আভা আছে ।
 বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥
 ভাবুক স্বভাবে ভাবে করে অমরাগ ।
 বলে ও যে রাঙা নয় নয়নের রাগ ॥
 রূপের সহিত গুণ সমতুল হয় ।
 সুবাসে আনন্দ করে ত্রিভুবনময় ॥
 নাহি করে সুখভঙ্গী কথা নাহি কয় ।
 সৌরভ গোরবে দেয় নিজ পরিচয় ॥
 চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত ।
 দৃষ্টিমাত্র ফুল গাজি নেত্র পুলকিত ॥
 সংসার হয়েছে দেখ সকলের মনে ।
 কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে ॥
 লোকে বলে আনারস আনারস নয় ।
 আনারস হ'লে কেন জানা রস হয় ?

ভারে তার জানা যায় রস যোল আনা ।
 অরসিক লোক তবু বলে তারে আনা ॥
 ফেলিয়া পোনের আনা এক আনা রাখে ।
 এই হেতু আনা রস বলে লোক তাকে ॥
 অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ ।
 আনাতেই যোল আনা না জানে বিশেষ ।
 কোথা বা আনার রস এ আনার আছে ।
 ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই এতটুকু গাছে ॥
 বেদানা তাহার নাম জানা যায় ভরা ।
 কেমনে হইবে সেই সর্বমনোহরা ॥
 রস বত বশ তত বেদানার আছে ।
 আমাদের কাছে নয় ধনীদের কাছে ।
 এক আদ সের খার আছে বার দন ।
 কুবেরের হ'লে মন নাহি পায় মণ ॥
 মনে মনে কত মগে আশার উদয় ।
 ফলে ফলে কোন কালে মণ নাহি হয় ॥
 প্রয়োজন নাহি তার প্রথানেতে এসে ।
 মঙ্গল করনু তিনি মঙ্গলের দেশে ॥
 আমাদের আনারসে খোল আনা সুখ ।
 দরিরের প্রতি তিনি না হন বিমুখ ॥
 আনা ধরে আনা যায় কত আনারস ।
 অন্যায়সে তারি রসে ত্রিভুবন বশ ॥
 স্বীকৃত নহ ত তুমি নহ সুধাকর ।
 তবে কিসে সুধাতরা ভব কলবর ?
 পুণ্যবতী কেবা আছে তোমার সমান ॥
 মৃত হয়ে লোকে করে অমৃত কর দান ॥
 পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে দাম ।
 এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা ॥
 সে বড় দূরের কথা সুখ যত খেলে ।
 হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে ॥
 রূপেরে কণ্ঠ নয় তোমার আহার ।
 ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার ॥
 ভাঁটা বাঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে ।
 চোখ শুদ্ধ খেয়ে ফ্যাগে চোখথেকো লোকে ॥
 ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তার ।
 সাধ পূরে বাদ দিতে বুক ফেটে যায় ॥
 ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে ।
 তবু আছে লোকে পাছে চোখথেকো বলে ॥
 লুণ খেয়ে নেবুরস-রসে ব্রুক করি ।
 চিরায়ী চৈতন্যরূপা তিনি তায় তরি ॥

টুক টুক থেলে পরে রসে ভরে গাল ।
 নেচে উঠে নন্দলাল মুখে পড়ে লাল ॥
 একবার যে জন না পায় তার তার ।
 সে জন মায়াব নয় বুঝা ক্রম তার ॥
 ছ ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রাতৃশীল যারা ।
 তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা ॥
 আশ্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে ।
 ছই হাতে থাণ্ডা মেরে নাকে মুখে গৌঞ্জে ॥
 রসে রত যেই সেই রস করে পান ।
 রসিক রসনা তার যশ করে গান ॥
 বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ তাত্ত্ব অষ্টাদশ ।
 ছই ছ'লে এক যোগ ধরা করে বশ ॥
 তার সহ আনারস তোর আনা রস ।
 রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ ॥
 বুঝহ রসিক জন রসবোধ বাব ।
 সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার ?
 সেই রসে রস পেয়ে রসে মন রসে ।
 নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দেশে ॥
 চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা ।
 শাদাচোখো যত সব হয়ে যাক শাদা ॥
 নন্দন বনেতে ছিল দেবরাজ-প্রিয়ে ।
 শট্ট ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে ॥
 বাসবের সঙ্গে সদা কর আলিঙ্গন ।
 পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন ॥
 নানারূপ নবরূপ রসলাপযোগে ।
 দেবগণে ফাঁকি দিয়া ছিলে ইন্দ্রভোগে ॥
 দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ ।
 কোন মতে না হইল সেই যোগাযোগ ॥
 স্বরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ ।
 ক্রোধান্বিত হয়ে শেষ দিলে অভিশাপ ॥
 সেই উপসর্গে তুমি ছেড়ে স্বর্গবাস ।
 অভিমানে ত্রিযমাণ বনে কর বাস ॥
 আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষতি ।
 লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি ॥
 সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর ।
 তোমার শাপেতে হ'ল আশ্রয়ের বর ॥
 গোপন হইবে কিসে বনে করি বাস ।
 লুকায়ে কেমন করি শরীরের বাস ॥
 বাস পেয়ে পূর্বকার বাস গেল জানা ।
 রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা ॥

নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমার প্রণাম ।
 জানা রস হয়ে গেলে আনারস নাম ॥
 শরীর সপত্নী হয়ে সদা থাক স্ত্রী ।
 চোখে দেখা দূরে থাক গন্ধে হয় ক্রী ॥
 অকৃতির কৃতি হয় মুখে বলে পর ।
 সাধ ক'রে নিত্য খায় বেচে বাড়ী ঘর ॥
 তিন লোক জয় করে তব আশ্বাদন ।
 বাগকের কাছে তুমি জননীর স্তন ॥
 তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে ।
 সুবতী-অধরাযুত সুবকের কাছে ॥
 হরিনাম-সুখা তুমি বুদ্ধের নিকট ।
 প্রকট বদমে হাসি দেখিতে বিকট ॥
 ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব ।
 বিন্দুর পান করি প্রাণ পায় শব ॥
 অস্ত্রে যেন এই হয় আমার কপালে ।
 গালে এসে বাস কোরো মরণের কালে ॥

নীলকর

(গীত)

(১)

কবির সুর ।

মহড়া ।

কোথা রৈলে মা, বিজৌরিয়া মাগো মা,
 কাতরে কর করুণা ।
 মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখ আর নাহি স্পর্শে,
 প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে ।
 এমন সোনার বর্ষে, খাসের বর্ষে,
 কেবল বর্ষে যাতনা ।
 "আদিয়া" আদিয়া মাগো করুণাময়ী,
 করুণাচক্ষে দেখ না ॥
 নামেতে নীলের কুঠী, হ'তেছে কুট কুট,
 ছবীলোক প্রাণে মারা যায় ।
 পেটে খেতে নাহি পায় ।
 কুঠিল সব শাহেবজাদা, ধন্যধনে বাইরে শাদা,
 ভিতরে পচা কাঁদার তড়তড়ানি,
 পোকো গন্ধ তার ।

ও মা একে মন্থার ফৌস-কুহনি,
ধুনোর গন্ধ ভায় ।
হ'লে চোরের কাছে ধর্ম-কথা,
মর্ম্য কভু বোঝে না ॥

চিন্তন ।

হলো নীলকরদের অনররি
মেজেঠরি ভার ।
কুইন মা, না, মাগো ।
হলো নীলকরদের অনররি
মেজেঠরি ভার ।

পড়েছে সব পাতরবক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইক আর ।
নীলকরের হৃদ লীলে, নীলে নীলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ ।
যত প্রজার সর্বনাশ ।
কুঠিয়াল বিসংকারী, লাঠিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হ'ল কালের থোড়া,
লোন্সাজলে চাষ ।
হ'ল ডাইনের কোলে ছেলে স'পা,
চীলের বাসায় মাছ ।
হবে বাবের হাতে ছাগের তক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না ॥

অন্তরা ।

প্রজা গুচ্ছে আর সাক্ষে তারা এককালে,
পিটেতে মাছে খুব কৌড়া ।
কাটা ঘারে লুণের ছিট, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোড়া ॥

চিন্তন ।

হ'লে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা যটে সর্বনাশ ।
কালমাথ কি কোন ফালে, পাত্ত ভেঙ্গে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস ॥
বাজালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না ?
হচ্ছে চিরকালে দাস ॥
করি শুভ অভিলাষ ।
মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি বাস ॥

যেন রাঙ্গা আমলা, হুলে নামলা,
গামলা ভাজে না,
আমরা ভুগি গেলেই খুণী হব,
ঘুগি খেলে বাঁচব না ॥

অন্তরা ।

জমি চুপ্চে, দিন শুপ্চে, কেবল বৃন্দে বৌদ্ধ,
দোহাই না শুনে উটবার ।
নীলের দান, ঠেসার দান, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার ॥

চিন্তন ।

তোমার সাধের বাঙলা, হ'ল কাঙসা,
সব না অত্যাচার ।
বেগারে হয় রেয়েং সারা, জমীদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর ।
কাঙালী বাঙালী যত, চিরদিন অহংত,
জানিনে মন্দ আচরণ ।
পুঞ্জি তোমার শ্রীচরণ ।
আমাদের বাইরে কাণো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক্ দি'পুরে বরণ ।
রাজবিদ্রোহিণী কারে বলে, অগ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা ॥

(২)

কবির হুর ।

মহড়া ।

ভাল কার্য্যটি ধাৰ্য্য করে যদি গো,
এই রাজ্যটি করেছ মা থা'স ।
এলে এ দেশেতে বসং কর, অন্নপূর্ণা মূর্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ ।
সব অন্নভূমি কর তুনি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ ।
কোথা মা পারে দরি, হয়ে রাজ-বাজেধরী,
সন্তানের পুরাও অভিলাষ ॥
হ'ল রান্নাবরে কান্নাহাটি, ধরা পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কার নাই ।
দোহাই মা তোমার দোহাই ।

হুই নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে, গেল গরু অরু তুল তরু, কিছু নাহি আর।
যদি বিপদে ত্রিপদে রাখ, তগো মা, ক'রে হাকিম হয়ে সাক্ষিম নই
তবেই রক্ষা পাই। সন্ধান কষ্টে বাবোমাস ॥

ই উলুন জালা, এ কি জালা।
জালায় নাইক অণ।
দাবার পোড়া ভাগগি, সকল মাগ্গি,
উপবাসে উপবাস ॥

চিতেন।

তুমি বিখ্যাতা বিজ্ঞোরিয়া থাক বিলাতে।
মরা না সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে ॥
কোম্পানীর রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুকে তোমার লীলে ?
নিলে মা এই ভারতের তার।
পরে শুভ সমাচার।

তোমার হবে ভালো, আশাতে দিলেন আলো,
থেরোক সমভাবে, শাদা কালো,
ভেদ হবে না আর ॥
যত নীলের শাদা, মলুকচাঁদা, শাদা কেহ নয়,
রে নীলের বর্ধ, কি অধর্ষ,
মনের কালি হয় প্রকাশ ॥

অন্তরা।

বুনলে নীল, অয়ের কিল,
“কিল” করে, নীলকরে।
দেশের ছোটকর্ত্ত, দিলেন ভাষের,
হর্ত্তা কর্ত্তা ক'রে।
জোরে বেধে আনে ধ'রে ॥

চিতেন।

যেমন কাজীয়ে সুখালে পরে হুইদর পরব নাই,
তেমনি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,
গোস্থানী ভক্ষণের পৌগাই।
একে ত মাগগি গণ্ডা, লুঠেল ভায় কুঠেল বণ্ডা,
ভারা ত ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাছা লয়।
গিরেছে পুজিপাটা, ভিটেতে প্রাকুল-কাটা,
আমার ধন গিরেছে, মান গিরেছে, কিছু দিন মা!
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়।

(৩)

হাসিনী পরজ—তাল কাওয়ালী।

“বৈচে থাকুক বিজ্ঞানাগর চিরজীবী হয়ে”—হুয়।
ও মা কুইন তোমার, ইতিয়া ধাম,
কইন কোরো নাক।
যদি সোনার ভারত, থাসু করেছ,
বাস ক'রে মা, থাক থাক।

শাস্ত্র বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে সোনা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে হবে সব।

চারিদিকে উঠছে শুধু, অয় অয় অয় রব ॥
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে ব'লে ডাক ডাক ॥
বলবাসী আমরা বত,
অমরত অমরত,
অবিরত করি কত,
শুভ বাসনা।

অয় অয় অয় বিজ্ঞোরিয়া, বুধে বোধবা।

“চোরে খোকা ধোয়া গরু”
এমন কোথাও পাবে নাক ॥
অন্ন বিনে
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরম্পরে উচ্চমরে,
করে হাহাকার।

দিনান্তরে উদর পূরে অন্ন মেলা তার।

হুখী যায়, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচে নাক।
যে আশুন লেগেছে চলে,
চলে না কেউ নিজ চলে,
চেলে চেলে আহান চলে,
ভাসিয়ে দিচ্ছে ঢাল।

কপাল নই, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল ?
কিছু দিন মা!
রগুনীটি বন্ধ রাখ ॥

বঙ্গবাসী শত শত,
 পরিবার ছিল যত,
 ঘনে গ্রাণে হ'ল কাকালী,
 ভাত বিনে বাঁচিলে, আমরা ভেতো বাঙ্গালী।

চাল দিয়ে মা বাঁচাও গ্রাণে,
 চেলের জাহাজ চেলো নাক ॥
 নতুন চেলে হবে শত্রু,
 ঘটিল তার কি অবস্থা,
 রাজব্যবস্থা দোষে চেলের,
 কাঁটা হয় না রোধ।

চার মণের দাম এক মণে লয়,
 মণের মনে ক্রোধ।
 মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে,
 ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাক ॥
 পেয়ে নব রাজাদেশ,
 নীলকরেতে শাসে দেশ,
 নাহি মানে উপদেশ,
 না করে উদ্দেশ।

বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা ঘেব।

ভাল দেখতে পারে নাক ॥
 যেখানেতে বাঘের ভয়,
 সেখানেতে সন্ধ্যা হয়,
 নীলকরের করেছে হোল,
 মেজিষ্টরি তার।

এর বাড়ী মা প্রজা-লোকের বিপদ নাইক আর
 খেদাইনে তোর উঠান চহি,
 বাস্তবিক বাখে নাক ॥
 কতক নীলের কর্ণকার,
 কাজে যেন চর্যকার,
 নাহি ধারে ধর্মধার,
 ধর্ম বোঝা ভার।

ঠিক ধর্মহীন ধর্মতলার ধর্ম অবতার।

কটু কথার কল্লতরু বায়ুন গরু বাছে নাক ॥
 চাষার হাতে খোলা দিলে,
 নীলে সকল জমি নিলে,
 জমিদার সব কাছা ঢিলে,
 চীলের মুখে মাছ।
 কণ্টাপরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ।
 শাপের কাছে কেঁচো ঘেন;
 সাত চড়ে রা ফোটে নাক ॥

তুমি সর্ব-শুভকরী,
 বিলাত—ভারতবরী,
 বিপদে ত্রিপদে ধরি,
 কর করুণা।

রয় না দিন প্রজার, তোমার সয় না যাতনা।
 কৃপাকরী কৃপাকরি শ্রীচরণে রাখ রাখ ॥

কি পাপেতে এমন হ'ল,
 অকালে অকালে ম'ল,
 বৃষ্টি বিনে স্থিতি পুড়ে,
 গেল ছারবোর।

বর্ষাকালে ফসী আকাশ, ভরসা কিসে মার
 এ দেশের দুর্দশা এমন,
 হয়নিক আর হবে নাক ॥
 কুঠীঘালের মেজিষ্টরি,
 লাঠিঘালের রেজিষ্টরি,
 এ আইন হয়েছে জারি,
 মার্শে আনাদের।

আইনকর্তার পেটের বার্জা, পেয়েছি মা টের,
 যাতে অবিচারে প্রজা মরে,
 এমন আইন রেখো নাক ॥

(৪)

মহড়া।

চার টাকা মণ দরু উঠেছে, নতুন চেলে।
 কত আর চলবে নতুন চেলে ?
 বাঘের নাহি পুঁজিগাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
 বাড়ীর পাটা বেচে, পেটে থেলে ॥

অন্তরা।

ও মা বিজ্ঞাপরিয়া, "আসিয়া," আসিয়া,
 দেখ না বসিয়া নয়ন মেলে।
 বল কে করে পালন, কে করে শাসন。
 একেবারে সব ম'রে গেলে ॥
 ছুখে থেকে অশাহার, দেখে অঙ্ককার,
 করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
 ঘরে গিন্নী পাড়ে গাল, হুয়াইলে চাল,
 কিসে রাখি চাল, চলে চলে ?
 বারী খেতো সুক চাল, চালে মোটা চাল,
 সিদ্ধ পক করে, আড়ে গেলে।

আমরা খাই শুধু মোটা, নাহি ধর কোটা, হ'ল গোড়ার সর্সনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস,
 বেঁচে যাই মোটা, থেতে পেলে ॥ কেমনেতে বাঁচে, চোঁড়া হেলে ?
 শুধু চাল ব'লে নয়, অব্য সমুদয়, যত নীলের কর্ণকার, করে অত্যাচার,
 বিকান্তেছে সব অগ্নিমূলে ॥ মেজেটরি ভার তারাই পেলে ॥
 দর বেড়েছে চার শুণ, বিধাতা বিগুণ, বাঘের গোবধে কি ভয় ? প্রজা নাহি রয়,
 খাবার জব্যে দিলে আশুপন জ্বলে ॥ তারি খেলে খেলে, সব ধ'রে খেলে ॥
 তেল, ঘৃত, দুধ, চিনি, কেমনেতে কিনি, শুন গগো কুশামই, মনের দুখ কই,
 সস্তা দরে নাহি কিছুই মেলে ॥ ও মা আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে ?
 যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি, জপি দিবন-রজনী, জননী জননী,
 কিনে খাই টাকা হাতে এলে ॥ চৌগো না চরণে, কোল ব'লে ॥
 শুনে জিনিসের দর, গায়ের আসে জর, মা গো, করি সুবিচার, হুত সবাকার,
 ছুটে যাই ঘর-বাড়ী ফলে ॥ বুচাও হাছাকার, করে ব'লে ॥
 ভয়ে কণা নাহি কই, অবাক হয়ে রই, দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
 কাঠের মুরোদ বনি হাটে গেলে ॥ নিশ, নীলে নিলে, সকল নিলে ॥
 ঘরে না থাকিলে কাঠ, করি কাঠ কাঠ, (৫)
 নিজে কই বাঠ চক্ষু তুলে ॥
 ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়, রামপ্রসাদী হর ।
 চাপড় মারি বুক, কাপড় চলে ॥
 যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে, সেথা ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে ।
 ছোঁত না যাতনা একলা হ'লে ॥ ছোঁত না যাতনা একলা হ'লে ॥ আছে আছে গো, সেই বিলাতে মা !
 দেখে দুখের বাড়াবাড়ি, ফিরি বাড়ী বাড়ী, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে ।
 মাথার পড়ে বাড়ি, কুটুম এলে ॥ হেথা আদর্শিনি কি তাদের ফেলে ?
 দূরে হ'ল গজাজল, জলন্ত অনল, এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
 দুপয়সাতে ভার নাহি মেলে ॥ দেখতে হয় মা নয়ন মেলে ॥
 কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া, অন্তরা ।
 টাকার আড়াই সের দর সর্ধে জেলে ॥
 যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হ'ল হজুর, থাকো থাকো থাকো তুমি,
 চ'লে যায় পথে পারে ঠেলে ॥ চ'লে যায় পথে পারে ঠেলে ॥ রাঙা ছেলে ক'রে কোলে ॥
 যত ঘাটের দাঁড়ী মাঝি, কামে নহে রাজি, ও মা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,
 কাজির মেহাজ ধরে ধবজী ঠেলে ॥ কাজির মেহাজ ধরে ধবজী ঠেলে ॥ কাগামুখো কাগাল বলে ?
 থেকে নদীনে, ঝিল ঝিল হ্রদে, কালো ছেলে যত আছে,
 মাছ ধ'রে থায় মালা জেলে ॥ মাছ ধ'রে থায় মালা জেলে ॥ "কেলোসোনা" তোমার কাছে মা গো !
 তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর, এই কালোঁর ভিতর আলো আছে,
 ছনো দরে বেচে, চুশা বেলে ॥ ছনো দরে বেচে, চুশা বেলে ॥ ভালো ক'রে দেখ জেলে ॥
 থাক্ চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা থানা, দেহ কালো, কালো নই,
 ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে ॥ ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে ॥ ভিতরতে কালো কই ?—মা গো !
 শুনে চেলের বুক কাঁটা, বুক বেঁধে কাঁটা, যারা কালোমনের মাছের তারা,
 জাহাজেতে চাল গিছে ডেলে ॥ জাহাজেতে চাল গিছে ডেলে ॥ হিংসে ক'রে কালো বলে ।
 ও মা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি, কুপুল যজপি হই,
 পলাইনেক কেউ রাজ্য কেলে ॥ পলাইনেক কেউ রাজ্য কেলে ॥ তোমা ছাড়া কার নই, মা গো ।

তবু দয়া করি দয়াময়,
 রাখতে হবে চরণতলে ।
 কুপুল অনেক হয়,
 কুমাতা ত কেহ নয়, মা গো !
 তুমি জগতের মা আমাদের মা,
 ডাকবো জগদম্বা বলে ।
 “ইন্ডিয়া” কয়েছ খাস,
 পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো !
 ও মা নষ্ট করি কষ্ট-পাশ,
 রক্ষা কর ভাতে জলে ।
 অন্নপূর্ণা নাম ধর,
 অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
 যেন আকালেতে অকালে মা !
 কাল-কুটীরে যাইনে চলে ।
 যাতনা সহে না আর,
 ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো,
 যেন নামের নৌকা ভোবে না মা !
 কলক-সাগরের জলে ।
 ভারতের কর্তা ব্যাস,
 ভারত ছাড়া নাহি চলে,
 তোমার এই ভারতের এমন দশা,
 ভারতে না খুঁজে মেলে ।
 সেফায়ে অব্যাহত হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
 দিয়ে উদ্যোত-পিণ্ড, বুঝায় বাড়ে,
 বাঙালীকে কাটতে বলে ।
 রাজভক্ত অন্নরক্ত,
 তোমার সব বাঙালী ছেলে,
 এরা ধর্মপথে সদাই রত,
 অধর্ম করে না মোলে ।
 বাজে সাহেব খেবী যারা,
 কত কষ্ট কতে তারা, মা গো !
 কেবল তোমার চরণ, ক’রে দ্বরণ,
 ভাসতে থাকি নয়নজলে ।
 বলে যত গো-বানর, গবর্ণরে গবানর, মা গো !
 ও মা “কনিং” কত “কনিং” নন,
 বলী তিনি ধর্মবলে ।
 “হালিডে” আর, “বিডন” আদি,
 ধর্মবাদী সভ্যবাদী, মা গো !
 ও মা, অমরা কেবল বেঁচে আছি,
 এরা দেশে আছে বলে ।

দয়াদানে বাঁচায়েছেন সব,
 পাপের কথা পায়ে চেঁলে ।
 আমরা তা নৈলে পর এত দিনে,
 কোথায় যেতাম রসাতলে ।
 এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
 এঁদের গুণে চলছে কার্য, মা গো !
 এখন এমন বিধি কর ধার্য,
 রাজ্যে যেন সোনা ফলে ।
 সম্পত্তি এক বিষয় বিধি,
 পাশ হঠেছে ছলে ফলে,
 এক কলসী দুখে বোলের ছিটে,
 নীলকরে রাজত্ব পেলে ।
 মরে প্রজা, মরে চাষা,
 বেজির গর্তে সাপের বাসা, মা গো !
 থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
 বাঘ ক’রে মা ! কদিন চলে ?
 বলে যারা জবরদস্ত,
 তাদের ঘরে লাভের গন্ত, মা গো !
 যেন মত্ত পদের মাহুয হয়ে,
 হালিডের পদ নাহি টলে ।
 বাঙলা দেশের কর্তা যিনি,
 কুঠী কুঠী ফেরেন তিনি, মা গো !
 তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা !
 কত লোকে কত বলে ।
 কেহ বলে অংশধারী,
 কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো !
 নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
 চক্র ক’রে বেড়ান ছলে ।
 যার মনে যা উদ্ভব হয়,
 সেই কথাটি সেই ত কয়, মা গো !
 আমি জানি তিনি ধর্মময়,
 ধর্ম আছে করতলে ।
 দাঁতে কুটা ক’রে, মা গো !
 বলি বস্ত্র দিয়ে গলে ।
 দিয়ে দয়াদৃষ্টি-বৃষ্টিধারা,
 দৃষ্টি রাখ স্নানদলে !
 মা ! তোমার শুভ হোক,
 শত্রু সব ক্ষয় হোক, মা গো !
 জন্ম একেবারে হবে ধ্বংস,
 যশ নীল রস ধরাতলে ।

ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটি বলো তারে মা গো !
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য্য করে কুতূহলে ।

চুর্ভিক্ষ

গীত (১)

বাউলচান্দী হুয় ।

রাগিণী দেশমল্লার—তাল আড়খেমটা ।

হয় ছনিয়া ওলট-পালট,
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?
আর কিসে ভাই ! রক্ষে হবে ?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পড়েছে ভবে ।
আমরা হাটের নেড়া শিক্কে য'রে,
ভিক্ষে ক'রে বেড়াই সবে ।
হ'ল সকল ঘরে ভিক্ষে মা গো,
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে ?
যত কালের সুবো। যেন সুবো,
ইংরাজী কর বাক্য ভাবে ।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে ?
যদি অনাথ বাবুল হাত পেতে চায়,
যুগী ধ'রে ওঠেন তবে ।
বলে, গতোর আছে, খেতে খেগে,
ভোর পেটের ভার কেটা হবে ?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে ?
বলে, জো বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কঁাৎকা খাবে ।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই খাবে ।
হয়ে হিঁচর ছেলে, ট্যাংলে ছেলে,
টেবিল পেতে থানা খাবে ।
এরা বেশ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ ক'রে আর কে যোঝাবে ।

চুকে ঠাকুর-ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে ।
হ'ল কর্ম্মকাণ্ড, লণ্ড-ভণ্ড,
হিঁচরানী কিসে রবে ।
যত হুধে শিশু, ভ'জে ঈশু,
ডুবে ম'ল ডবের টবে ।
আগে মেয়েগুলো, ছিল ভালো,
ব্রত-ধর্ম্ম কোঁতো সবে ।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ।
যত ছুড়ীগুলো তুড়ি মেয়ে,
কেতাব হাতে নিচে যবে ।
তখন "এ বি" শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে ।
এখন আর কি তারা সাজী নিয়ে,
সাজ সে'জোতির ব্রত পাবে ।
সব কাঁটা চাম্চে ধোয়বে শেষে,
পিড়ি পেতে আর কি খাবে ।
ও ভাই ! আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে ।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ॥
আছে গোটাকতক বুড়ো যদি
তদিন কিছু রক্ষা পাবে ।
ও ভাই ! তারা মলেট দফারফা,
এককালে সব ফুরিয়ে যাবে ।
যখন আসবে শমন, কোরবে দমন,
কি ব'লে তার বুঝাইবে ।
বুঝি "হুট" বলে, "বুট" পায় দিয়ে,
"চুক্রট" ফুকে স্বর্গে যাবে ।
ঘোর পাপে ভরা হ'ল ধরা,
রাড়ের বিয়ের হুকুম যবে ।
তায় নীলকরদের মেজেষ্টরি,
কেমন ক'রে ধর্ম্মে সবে ।
ও ভাই ! তত দিন ত খেতে হবে,
যত দিন এ দেখ রবে ।
এখন কেমন ক'রে শেট চালাব,
ম'রে গেলেম ভেবে ভেবে ।
রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
ভাতে পোকা জোটে সবে ।

তায় ভেল জোটে ত হুণ জোটে না,
 কেঁদে মরি হানারবে ।
 যে চিরটাকাল মাছ খেয়েছে,
 কেমনে সে শুকনো পাবে ?
 মরি মেগে মেগে, * *
 মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে ।
 এই সবে কলির সঙ্ক্কা রে তাই !
 কতক্ষণে রাত পোয়াবে ?
 হ'ল নিরামিষে শরীর শুষ্ক,
 আনিষের মুখ দেখব কবে ?
 ওরে "উড়ো" থই গোবিন্দায় নম"
 এই ব্যবস্থা ধরি সবে !
 এস "অক্ষয় দত্তে" গুরু কেড়ে,
 "বাহু-বস্ত্র" পড়ি তবে ।
 যত জাত-কুটুম্ব বেয়রা হরে,
 খাটে ক'রে বাটে লবে ॥
 দেশের কর্ত্তা যত কালা হলেন,
 কান পাতেন না কান্না রবে ।
 গিয়ে মায়ের কাছে নাশিশ করি,
 বিলাতধামে চল সবে ।

(১)

বাউলের সুর ।
 রাগিণী তৈরবী—তাল পোস্তা ।
 ওগো মা, বিজ্ঞোয়িরা কর গো মানা,
 কর গো মানা ॥
 যত তোর রাজ্য ছেলে আর যেন মা !
 চোক রাঙে না চোক রাঙে না ॥
 প্রজা-লোকের জাতি-ধর্মে,
 কেহ যেন জোর করে না ।
 যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজার থাকে,
 দিয়েছ মা, যে ঘোষণা ।
 ও মা, জাতিভেদে ভজন সাধন,
 ধর্ম্মমতে আরাধনা ॥
 মহা অমূল্য ধন ধর্ম্মরতন,
 এমন ধন ত আর পাবে না ।
 যত মিশনরি এ দেশেতে,
 এসে করে কি কারখানা ।
 তারাই ঈশ্বর কানে হুঁকে,
 শিশুকে দেয় কুমন্ত্রনা ।

করে বাটে বাটে বাটে মাঠে,
 নানা ঠাটে কন্দী নানা ।
 বলে দিশী কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
 দৈন্তবৃষ্ট কর ভজনা !
 ও মা হেনো বনে কেঁদো চরে,
 তার ভয়েতে প্রাণ বাঁচ না ।
 তার পাশে "হুমো" ততুমুমো,
 ঘুমো ছেলের জাত রাখে না ।
 যত শাদা জুজু জোটেবুড়ী,
 "ছেলেধরা" প্রতি জনা ।
 এরা জননী কৌল শূন্ত ক'রে,
 কেড়ে নিচ্ছে ছুথের ছানা ।
 সদা ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে মরে,
 ধর্ম্ম-ধর্ম্ম কেউ বোঝে না ।
 হ'রে পরের ধর্ম্ম ধর্ম্ম হবে,
 এইটি মনে বিবেচনা ।
 যেন আপন ধর্ম্ম আপনি পালে,
 পরের ধর্ম্ম নাশ করে না ।
 এদের ধর্ম্ম-পথের স্বাধীনতা,
 রেখো না মা, আর রেখো না ।
 কেমন কুইক জানে এরা,
 উপদেশে করে কাণা ।
 ও মা, বংশ-পিণ্ড ধ্বংস ক'রে,
 কত ছেলে খেলে খানা ।
 নয় তোমার অধীন স্বাধীন এরা,
 কেমন ক'রে কর্কে মানা ?
 ও মা আমরা সেটা বুঝতে পারি,
 খোঁট্টা লোকে তা বোঝে না ।
 তুমি সর্কোখরী যদি তাদের,
 চোক রাঙায়ে স্কর মানা ।
 তবে টুপী খুলে আড্ডা তুলে,
 গালিয়ে ঘাবার পথ পাবে না ।
 নগর কমিশনার যারা,
 তাঁদের একি বিবেচনা ।
 এ কি প্রাণে সহ্যে বাঁড় দিয়ে মা,
 ময়লা-ফেলার গাড়ী টানা ।
 ও মা, দুই বিনে মরি প্রাণে,
 হিঁহু লোকের প্রাণ বাঁচে না ।
 যত শাদা লোকের অত্যাচারে,
 গর বাছুর আর বাঁচে না ।

যত দেশের গরু ভুট করেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে থানা ।
এরা ধাড়ী শুদ্ধ দিচ্ছে পেয়ে,
অন্ত ভগবতীর ছানা ।
এক রায়ে রক্ষে নাইক,
সুগ্রীব তার হ'ল সেনা ।
যত দিশী ছেলে, কোপচে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা ॥
কায়ে কব দুঃখের কথা,
কান পেতে মা কেউ শোনে না ।
যারে দেবতা ব'লে পূজা করি,
তাতেই হ'ল বিড়ম্বনা ।
যারা লাঞ্জন চাষে, গাড়ী টানে,
করে কত হিত সাধনা ।
আর দুখ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তুণ খেয়ে প্রাণধারণা ।
“গরু তরু” কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না ।
ফলে “গরুগাছে” দধি দুগ্ধ,
সব নবনী স্নত ছানা ।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বোলতে গেলে মুখ কোটে না ।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে ছানা ।
ও মা, গোহিত্যাটি উঠিয়ে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা ।
মা গো, সকল গরু কুরিয়ে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না ॥
খাবার জব্দ অনেক আছে,
তাই নিয়ে মা চলুক থানা ।
ও মা, এমন ত নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না ॥
সোনার বাঙাল করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা ।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফৌল-ফৌলনা ।
এরা না “হিঁহু,” না “মোছোলমান,”
ধর্মধনের ধার ধারে না ।
নয় “মগ” “ফিরিলী,” বিষম “মিলী”
ভিতর বাহির যায় না জানা ।

ঘরের ঢেঁকি, কুমীর হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা ।
এরা লোণা জল ঢোঁকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে থানা ।
অগাধ বিস্তার বিস্তাসাগর,
তরঙ্গ তার রঙ্গ নানা ।
তাতে বিশ্ববাদের “কুলতরী”
অকুলেতে কুল পেলে না ।
কুলের তরী থাকলে কুলে,
কুলের ভাবনা আর থাকে না ।
সে যে অকুল সাগর, দারুণ ডাগর,
কালা পাণি বড় লোণা ।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল,
তখন গিয়েছে জানা ॥
এর দফরা খেয়ে নফরা মত,
ক'রে বসে কি একথানা ॥
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না ত,
লক্ষ লক্ষ হিঁহুর মানা ।
এরা বাঘেরে করিলেন শীকার,
কাঁধে করি ইহু-ছানা ।
তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কুরটনা ।
ও মা, আমরা বুঝি মিছে সেটা
অবোধ প্রবোধ মানে না ॥
“কালবিল” • কাল বিল করেছেন,
হিঁহুর তাতে বোর যাতনা ।
তুমি রাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
ছিঁড়ে ফেলো আইন থানা ॥
ও মা, যে পাণে হোক প্রজা মরে,
চাস্ টাকা দর চাল মেলে না ।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,
না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না ॥
ও মা, মত বাবু, হ'ল কাবু,
আর চলে না বাবুমানা ।
যারা আঙ্গুর পেছা দিত ফেলে,
তারো এখন চিবোর চানা ॥
বড়মানষী দুয়ে থাকুক,
ভাল ক'রে পেট চলে না ।

এখন কেমন ক'রে চড়বে গাড়ী,
জোটে নাক ঘোড়ার দানা ॥
শাসন পালন করেন যারা,
হলেন তাঁরা কালা কাণা ।
ও মা, না গেয়ে সব প্রজা মরে,
নাইক সেটি দেখা শোনা ।
কতবার না পড়োঁছিল,
দরখাস্ত কতখানা ।
বলেন "ফিরি টেরেড" বন্ধ কর্তে,
কোন কালে কেউ পারে না ॥
চেপের বাজার শস্তা কর,
পূরাও গো মা সব বাসনা ।
তবে ছুখী লোকের আশীর্বাদে,
আপদ বিপদ আর হবে না ॥
শিব-সন্তোষন কচ্ছি তোমার,
মহামন্ত্র আরাধনা ।
আছে মহারথী সেনাপতি,
ভগবতীর উপাসনা ॥
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
রেখেছি মা "সেলেধানা ।"
তাতে শুণী গোলা সকল তোলা,
ভক্ত-অস্ত্র আছে শাণা ॥
আছে মন-শিবিরে সজ্জা ক'রে,
সংখ্যা হয় না, কত সেনা ।
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য ধর্ম,
উড়ে বাবে ধ'রে ডেনা ॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেব না মা, সে ভাবনা ।
সেই "তাতিরা তোপির" মাথা কেটে
আমরা ধ'রে দেব "নানা ॥"

আচার-ভ্রংশ

কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব ।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সয়ে রব ॥
এক দিকে বিজ তুই গোলাভোগ দিয়া ।
আর দিকে মোজা ব'সে মুর্গি মাস নিয়া ॥
এক দিকে কোশাকুশী অরোজন নানা ।
আর দিকে টেবিলে ডেবিলে খায় থানা ॥

ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্বুত ।
বুড়া পুজে ভূতনাথ ছোঁড়া পুজে ভূত ।
পিতা দেয় গলে স্ত্রী পুত্র ফেলে কেটে ।
বাপ পুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥
বৃদ্ধ ধরে পুত্র-ভাব অশ্রু-ভাব শিত ।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে ঈশ ॥
হাসি পায় কারা আসে কব আর কাকে ?
যায় যায় হিহমানী আর নাহি থাকে ॥
ওহে কাল কালরূপ করালবদন ।
তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন ।
দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার ।
ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহ্বার ॥
কিছু বুঝি নাহি পাও চারি দিক্ চেয়ে ।
এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম থেয়ে ॥
বোঁহাই বোঁহাই কাল শাস্তিগুণ ধর ।
উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥

হেমশ্রে বিবিধ খাত্ত

শরতের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয় ।
কু আশায় ধরজা তুলে করিলেন জয় ॥
উত্তরীয় বায়ু অগ্নে করি আরোহণ ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন ॥
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি ।
দিন দিন দীন দিন দীন দিনপতি ॥
বৃশ্চিকের দস্তাবাতে হয়ে জরজর ।
শীতভয়ে অমিকোণে গেল দিবাকর ॥
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের মুখ ।
নলিনী নলিনী হয়ে লুকাইল মুখ ॥
তুবারে তুষারকর কর গুপ্ত করে ।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমান-মরে ॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক ।
শিশিরের স্তব হেতু বাজাতেছে ঢাক ॥
কিছুমাত্র ছুখ নাহি ময় সদা স্তখে ।
বাড় স্তখে জুখী হয়ে বাড় করে মুখে ॥

বিজয়ল নিজদলে পক্ষ পক্ষ ধরি ।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি ॥

শুভচর সহচর সহ চরে চরে ।
 নানা সুরে গান গায় স্বভাবের সুরে ॥
 রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী ।
 ক্ষুপ্ত পুরে শত্রু খায় দম্ভাবৃত্তি করি ॥
 কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পুরে থায় ।
 ভালবাসা ভাল বাসা আশামাত্র তায় ॥
 স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে ।
 পূলকে পূরিত সব নিজ নিজ দলে ॥
 পেয়ে শীত বিকসিত বাকসের ফুল ।
 মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল ॥
 পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট ॥
 শীলিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙ্গে দেয় ঘোট ॥
 দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার ।
 শিশিরে কি স্নেহে করে আহার-বিহার ॥
 ক্ষেতে পোড়ে খেতে পায় কত ভায় স্নেহ ।
 সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দ্বন্দ্ব ॥
 অভিমানে অহঙ্কারে না হয় পতন ।
 প্রকৃতির গুণে করে স্নাক্তি-সাধন ॥
 পাখী পশু কীট আদি যত যত প্রাণী ।
 মানুষের চেয়ে সবে ভাল ব'লে জানি ॥
 বড় ব'লে অভিমান কিসে করে নয় ॥
 নানারূপ দুঃখ যার মনের ভিতর ॥
 একে ত অভাব তায় রিপু বলবান্ ।
 কেমনে হইবে তার প্রাণীর প্রধান ॥

স্বভাবে শোভিত সব অমুকুল ধাতা ।
 নানা শত্রুপরিপূর্ণ বহুমতী মাতা ॥
 ত্রৌহিব্যাহ পরিপক হরিৎ আকার ।
 হেটুমুখে অবনীয়ে করে নমস্কার ॥
 সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির ।
 ঋষির জটায় ঘেন মন্দাকিনী-নীর ॥
 প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায় ।
 প্রকৃতির ভাবভরে মত্তক ঢুলায় ॥
 ফুর ফুর বাজ বাস্ত বুধি অহঙ্কবে ।
 ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর ঝুর রবে ॥
 কৃষকের মহানন্দ আশার সুগার ।
 শত্রু-শরে দুষ্ট ভাল উষার তুষার ॥
 বর্ষ যার হর্ষ তায় পরিপূর্ণ আশা ।
 ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত স্নেহে করে চাষা ॥

জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অহু ।
 রত্নগর্ভা বহুমতী শত্রু তার বহু ॥
 যে করিল ধরণীয়ে ধনের ভাণ্ডার ।
 ফল ফুল শাক আদি শত্রুর আধার ॥
 ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায় ।
 ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কৃপায় ॥
 হায় এই ধরাধামে যে দিচ্ছে ধান ।
 তার পদে নত হয়ে কর গুণগান ॥
 অন্ন * যদি না করিত অন্নের সৃজন ।
 কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন ॥
 অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধারণ ।
 যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ ॥
 জগতে অন্নের দাস হয়েছে সকল ।
 ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল ॥
 ওরে ভাই অন্ন বিনা বল এ সংসারে ।
 কঠোর জঠর-জালা কে জুড়তে পারে ?
 অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনে সার ।
 স্বভাবে করেন বিভূ অন্নেতে বিহার ॥
 অন্নের যে কত গুণ নাহি তার সীমা ।
 একমুখে কত কব অন্নের মহিমা ॥
 আমি নাই তুমি নাই উনি আর ইনি ।
 তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি ॥
 অন্নের দায়িতে দেখ হইয়া কাতর ।
 অগাধ-জলধি-ভূলে ডুবিতোছে নর ॥
 বাবের মুখেতে যায় ভয় নাই মনে ।
 অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে ॥
 সকল ধনের সার অন্ন মহামণি ।
 ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি ॥
 অন্নের যে অহরাগ মনে মনে রাখ ।
 ভাল চেল ভোগ পেয়ে ভাল চেল থাক ॥

গোধূম পেকেছে মাঠে যার নাম গম ।
 তুলনায় তুলের কাছে নন কম ॥
 অতিশয় গুণময় শস্তের প্রধান ।
 “বহুদুগ্ধ রপাল” হয়েছে অভিধান ॥
 হিন্দু স্নেহে যবনাদি যত জাতি আছে ।
 এ যবন * প্রিয়তম সকলের কাছে ॥

* অন্ন—স্বর্ঘ্য ।

† যবন—গম ।

দেবতার প্রিয়খাজ সকলের আগে ।
 ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে ॥
 হুখে গমে বিয়ে ভাজা যার নাম লুচি ।
 ছেলে বুড়া সকলেরই ভোজনেতে কুচি ॥
 মনোহর কুচিকর জ্বাষ এই বটে ।
 শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিবটে ॥
 যত খায় তত মন থাকে আরো কোতে ।
 গন্ধ পেয়ে নেচে উঠে অন্ধ হয় কোতে ॥
 পেটুক যত্নশি শুনে লুচির ফলার ।
 দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যার সাথে সাধ্য কার ॥
 এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সঞ্চল ।
 বিশেষতঃ রাজপুরে বৈদিকের দল ॥
 যত পারে তত খায় তত লয় ভুলে ।
 কন্দার কুলায় কিসে ভাবে নাক ভুলে ॥
 আচার-বিচার আর কিছুই না করে ।
 দই-মাথা লুচিগুলা নিরা যায় ঘরে ॥
 দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে ।
 কৌছড় পূরণ করে হাড়ি থেকে কেড়ে ॥
 রবাহুত রেওতাট শত শত জন ।
 লুচির কুপায় করে উদর পালন ॥
 গালি মেরে নাহি হয় মানের লাগব ।
 কে দিলে "রাগব" নাম রাগব রাগব ॥
 খাজা গজা আদি করি সুখের মেঠাই ।
 এই গমে জন্ম লাভ করেছে সবাই ॥
 হুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার ।
 যে না পায় তার তার বুঝা জন্ম তার ॥
 ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে ।
 ধোড়ার কেবল বাঁচে পুরি কুটী খেয়ে ॥
 সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ ধারা ।
 কুটী ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা ॥
 কুটী আর বিস্কুট সাহেবের থানা ।
 কেবু নামে হুজিতে মেঠাই করে নানা ॥
 ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা ।
 যবনের দেশ নরে প্রাণে যেত মারা ॥
 একবার দেখে এসো পৃথিবী ঘুরিয়া ।
 কত লোক বেঁচে আছে গোখুম থাইয়া ॥
 শতরূপে যে বাঁচার জীবের জীবন ।
 ব্রহ্ম ব'লে সন্মোদন কর তারে মন ॥
 হিমকরে প্রতাকরে প্রেমভাব ধর ।
 অবনীয়ে একবার প্রণিপাত কর ॥

শুণ দেখে বুঝে লগ্ন গোখুমের গোড়া ।
 নিদানে লিখেছে দেখ ভাজা হাড়ি বোড়া ॥
 বল-বীৰ্য্য-কুচিকর বেহ-হিতকর ।
 স্বভাবে সাহসক বাত-পিত্ত-দাহকর ॥
 শীতল অথচ স্বাদ মন স্থির করে ।
 গুরু করে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে ॥
 ভোগীর তে গের ধন সুখের আহার ।
 যোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার ॥
 শিশিরে যবের শীষ কিবা মনোহর ।
 ধাত্ররাজ নাম তার দেখিতে হৃদয় ॥
 বাতাসে হুলিছে ডগা করি বর বর ।
 মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর ॥
 চুমকি-জড়িত চাকু পীতাম্বরী চেলি ।
 কেলি * যেন তাই পরে করিতেছে কেলি ॥
 এ যব দোষের নয় গুণের কেবল ।
 মেহ-পিত্ত-কফ হরে মধুর শীতল ॥
 নানা কর্মে হিতকর নানা গুণনিধি ।
 নানাক্রপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি ॥
 যব-ছাত্ত খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দৌনে ।
 বঙ্গদেশে-বাড়ে মান চড়কের দিনে ॥
 দেখছ যবের গুণ কেমন প্রধান ।
 যে তারে পেষণ করে রাখে তার প্রাণ ॥
 এখন তখন নাই বুঝে যদি খায় ।
 যবে বল যবে বল চিরকাল পায় ॥
 সুখের শিশির-কালে কৃষীর কুপায় ।
 অচাকর তরু চাকু কিবা শোভা পায় ॥
 শাখা নেড়ে ভলিতেছে বায়ুর বিক্রমে ।
 জটধারী যোগী যেন চলছে আশ্রমে ॥
 আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর ।
 কতরূপ ঘোর ঘটা জটীর ভিতর ॥
 মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম ।
 সবলের বলদাতা অবলের যম ॥
 কাছে যেন নাহি আনে পেট-রোগা দলে ।
 খেতে সুখ কিন্তু দুখ বুক বড় অলে ॥
 এ প্রকার সুখশ্রিয় ডাল নাই আর ।
 নিত্য যেন খায় সেই অগ্নি আছে বার ॥
 পশ্চিমের পাণোয়ান লোক সমুদায় ।
 অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায় ॥

ভীমের সমান তারা বলে ও আহ্বারে ।
ডাল কটী যত পারে ক'লে ক'লে মারে ॥
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার ।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার ॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিলে গ্রহণ ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন ॥
যায় স্বাদে শত শত মানব মোহিত ।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত ॥

কেনে ভরা খেসারী পেকেছে এই শীতে ।
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসিতে ॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা কাড়িছে গোলায় ।
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলায় ॥
গরীবের গুণনিধি অশেষ-বিশেষে ।
অতিশয় সমাদর বাড়ালের দেশে ॥
পূর্কদেনী বড় বড় যত জমিদার ।
কেবল খেসার ডাল করেন আহ্বার ॥
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে ।
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে ॥
আবাদ উত্তম বটে দেখিরাছি খেয়ে ।
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে ॥

মাঠে এসে শোভায় সকল ঘাই তুলে ।
কনকর বিত্তা হরে চণকের তুলে ॥
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি সুঁটি ।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নথ দিয়া খুঁটি ॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই ।
এমন সুখের স্বাদ আর নাহি পাই ॥
কাঁচার খিচুড়ি তার সুখার অধিক ।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক ॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকার ।
বিশেষ করিরা সব লিখে উঠা ভার ॥
অমির দীপন করে ভিজ্জে হ'লে পর ।
বল-বর্ণ-কটিকর বাত-পিত্ত হর ॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী ।
চন্দ্রকরবৎ শীত-পিত্তরোগহারী ॥
ভিজ্জে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার ।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার ॥
শুক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহ্বার ।
সেই জানে তার মজা দীত আছে বার ॥

খোটারী এ ছোলা নয় পরম আদরে ।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে ॥
বভাবে পরম বার্ষিক বহুগুণ ধরে ।
অমিকোর না থাকিলে বিপরীত করে ॥
অগ্নিবল না বৃদ্ধিরা যে করে আহ্বার ।
সে ছোলা আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার ॥
বিধবার পক্ষে ইনি অতি গুণময় ।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রশয় ॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর ।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাসকাসহর ॥
বল বৃদ্ধি করে করি উত্তরে প্রবেশ ।
মহারোগে পথ্য বিধি পান্দ্রে বিশেষ ॥
শাক অতি সুখপ্রিয় দন্তশোধ হরে ।
ফলের আদর ভারি ঠাকুরের বরে ॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নয় ।
কিঞ্চপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর ॥
আত্মা আর জ্যোতি সেহে চণকের প্রায় ।
নিরত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায় ॥
আর কেন ? সারল ও ছাড় নির্যাতনগ ॥
খোসা খুলে কর কর বস্ত্র কর ভোগ ॥
'রাজমাষ' নাম তাঁর বরবটি যিনি ।
ছোলা আর মটরের গোজাপতি তিনি ॥
সারক সে কটিকর অতি মনোহর ।
কফ শুষ্ক আম পিত্ত চেরের আকর ॥
পুতার নৈবিক্তে তাঁর আগে আগমন ।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন ॥
ইথে যদি না হইত কুশল-সাধন ।
কখনই হঠত না বীজের সৃজন ॥
মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকর ।
শরীর হরয়েছে কিবা শোভার ভাণ্ডার ॥
জটিল সে তরু বটে কুটিল ত নয় ।
এমন সরল বীজ আর নাহি হয় ॥
"সুপশ্ৰেষ্ঠ" ভুক্তিপ্রদ "রসোত্তম" আর ।
"ব্রফল" বলিয়া নাম হরয়েছে প্রচার ॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অনুর ।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর ॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান ।
অরহর শুভকর বল করে দান ॥
সকলের শোনা আছে সোনাযুগ তাই ।
এ সোনার নিকটেতে, সোনা হয় ছাই ॥

মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর ।
 সর্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার ॥
 স্বভাবে সারক মুগ পিত্ত করে ক্ষয় ।
 সমাকাল সমভাবে রুচিকর হয় ॥
 লাউ দেও মুলা দেও খোড় বেও কেলো ।
 সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে ॥
 এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায় ।
 সে জন ভোজনো আর কিছুই না চায় ॥
 মুগের 'মগধ লাড়ু' মেঠায়ের রাজ্য ।
 সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা ॥
 এ মুগের তাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ ।
 বাসি খাও তাজা খাও কত তায় সুখ ॥
 ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুগ নাম ।
 জ্ঞান্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহুগুণধাম ॥
 মুগে মুগে আছে এই মুগের গৌরব ।
 মনে জ্ঞানে যোগ কর ভোগ কর সব ॥

কড়াই বড়াই করে নিজ অহুরাগে ।
 তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে ॥
 চাবার আশার ধন তেমন কি আছে ।
 অপক্লপ কিবা ফল ফলিরাছে গাঁছে ॥
 হুচাকু আমল ক্লপ ধরিয়া কলাই ।
 দূর করে উদয়ের সকল বালাই ॥
 আদা দিয়া হিং দিয়া রাখো যদি খোল ।
 খাবা খাবা মেরে দেও কিছু নাই গোল ॥
 গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন ।
 মুখে দিতে উলে যায় খুলে যায় মন ॥
 দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার ।
 কলাই থাকিলে ঘরে বাগাই কি আর ॥
 কাঁচা খায় তাজা খায় কচি যার যাতে ।
 কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেয় পাতে ॥
 গজার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ে ।
 সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ে ॥
 অতিশয় হুখ হয় বায়ু বাড়ে টানে ।
 কলাই না খেলে তারা মারী যায় প্রাণে ॥
 কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই ।
 পাকে লঘু লম্বুর পেট তরে খাই ॥
 সকলের সুখপ্রিয় কলায়ের বাড়ি ।
 ঈশুড়া বাহার পায় যায় গড়াগড়ি ॥

সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল ।
 বায়ু হরে যেহ হরে বৃদ্ধি করে বল ॥
 কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় আনা ।
 বাহিরেতে খোসা তারা ভিতরেতে দানা ॥
 সেইরূপ ভাব ধরে লম্বুর নয় ।
 ভিতরে লম্বুর হও বাহিরে কি করে ॥
 মন্থর অম্বরভোগী মন্থর-প্রিয়তম ।
 ক্লপে গুণে ছুই দিকে নাহি তার সম ॥
 শুভবীজ নাম ধরে গেলে পরে তাজা ।
 তরুণ অক্লপ তম্ব টুক টুক রাজা ॥
 তাতে দেয় ডাল রাধে ব্যয়ের হুসার ।
 খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর ॥
 যুগের গুণেতে হয় মেহের সংহার ।
 কক পিত্ত অর নাশে নাশে অতিসার ॥
 কর ভাই মন্থরির গুণের বিচার ।
 অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার ॥

সকল সত্ত্ব তরু সব চারু কলেবর ।
 নবধন-ভ্রামরুপ দৃশ্য মনোহর ॥
 জটিল রামের ছায় শিরে শোভে জট ।
 মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় ষট ॥
 নিজে বটে ছোট কিন্তু দানাদার ছেলে ।
 কঠ হয় স্বর্গ সম ষট করে খেলে ॥
 আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই ছুটি ।
 বলিহারি ঘাই তোরে মটরের স্তুটি ॥
 স্তুটির খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন ।
 ভুলিতে না পারে আর তার আশ্বিন ॥
 কাঁচার নিকটে নয় পাঁচার আদর ।
 বৈজ্ঞকে 'হরেণু' নাম পেয়েছে মটর ॥
 তাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা ॥
 পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা ॥
 মেঠো গায়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে ॥
 অনেকই পেট পালে মটরের ডেলে ॥
 কবা আর ক্লপ বটে কলত মধুর ।
 পাকে গুণ বটে করে পিত্ত কক দূর ॥
 পীড়িতের পক্ষে যদি শুভকর নয় ।
 তথাপিও অনেকের উপকারী হয় ॥

শিশির-সময়ে দেখ কুমীর কুশল ।
 ভিনির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল ॥

অন্তরীক্শ ফুল-শোভা বাই বলিহারি ।
 হেরিলে নয়ন আর কিরাতে না পারি ॥
 ফুলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার ।
 হেরে হয় সুখোদয় আলোর আধার ॥
 বীজের নিজের গুণ উয় ভাব ধরে ।
 কক-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে ॥
 মধ-গন্ধী মধু স্বাদু পাকে কটু খেলে ।
 বায়ু কক কাস-দোষ নাশে এর তেলে ॥
 কতমতে বিলাতে হতেছে প্রযোজন ।
 যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন ॥
 আগুন হয়েছে দর বিলাতের ঝাঁই ।
 দিশী হয়ে তিসি আর আমরা না পাই ॥
 মসিনার ক্ষুদ্রবীজে যে দিয়েছে রস ।
 একবার মুক্তমুখে গাও তার যশ ॥
 যে বীজের তরু এই অখিল সংসার ।
 মনে কর সেই বীজ করুণ প্রকার ॥
 বহুমতী রসবতী ষাঁহার কুপায় ।
 হায় হায় কি কহিব কত রস তার ॥
 সে বীজের তেল গুণ কহে সাধ্য কার ।
 রবি শশী তারা আদি আলো হয় বার ॥

নয়ন প্রফুল্ল হয় গেলে পরে মাঠে ।
 পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে ॥
 শরৎ পড়িল সরি সারফুল ছেড়ে ।
 সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে ॥
 মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার অলে ।
 লামিনীর হার যেন জলদের গেলে ॥
 ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস ।
 আলোকে পুলক কিবা রাখিয়াছে যশ ॥
 সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনের তার ।
 অসারে গাতীর স্তনে ছুঁতের সকার ॥
 যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায় ।
 কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কুপায় ॥
 শাদা কালো আদি করি নানা রঙ ধরে ।
 কতরূপে মানবের উপকার করে ॥
 বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ ।
 কক বাত ক্রিমি কুষ্ঠ ব্রণ করে নাশ ॥
 গুণ্য আর কণ্ডুরোগ দুই করে শেষ ।
 বচনেতে গুণ সব কি কব বিশেষ ॥

বীচির ভিতরে রস আলোর আধার ।
 "তেল" নামে নাম যায় হয়েছে প্রচার ॥
 শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে ।
 অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে ॥
 অবিকল গুণ ধরে স্রুতের সমান ।
 সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ ॥
 যোগী ভোগী যোগী রাজা দীন হীন জন ।
 সকল্যেরি করিতেছে মঙ্গল-সাধন ॥
 বীজের ভিতরে রস নাম যার স্নেহ ।
 এ স্নেহের গুট ভাব নাহি বুঝে কেহ ॥
 গর নর ! পাইয়াছ মনোহর দেহ ।
 মনোরে পেষণ করি বা'র কর স্নেহ ॥
 সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব হও সবে ।
 স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে ॥
 কর কর প্রশিধান মানব সকল ।
 দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কোশল ॥
 পরম্পর স্নেহরসে সবে রবে বশ ।
 সর্বপে দিলেন তাঁই স্নেহরূপ রস ॥

ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল ।
 দেখে আঁধি কিরাতে না পারি এক তিল ॥
 অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন ।
 বাত অর্শ হয়ে করে বলবিতরণ ॥
 সৌরভের ফুলোল ফুলোল নাম যার ।
 তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার ॥
 বায়ু-হর হিতকর ত্বকে আর চূলে ।
 ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে ॥
 তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি ।
 তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্ণ-বিজ্ঞাধরী ॥
 এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার ।
 রূপের গরব যেন সে কবে না আর ॥

হায় রে শিশির তোর কি লিখিব বশ ।
 কালগুণে অপকুণ কণ্ঠে হয় রস ॥
 পরিপূর্ণ সুধানিধি থেজুরের কাঠে ।
 কাট কেটে উঠে রস ধত কাট কাটে ॥
 দেবের হর্গত ধন জীরণের বড়া ।
 এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া ॥
 না থাকে বিহস ভাব রস পেতে প'ড়ে ।
 বিন্দু পান যদি পান প্রাণ পান খেড়ে ॥

সে জলের ভাল মর্ম মর্ম তার গুড় ।
 স্বভাবের ক্রিয়াজালে জলে হয় গুড় ॥
 আমাদের ভাগ্যদোষ মিছে করি ঘেব ।
 বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ ॥
 লোভ ভারী আবকারী বৃদ্ধ করি কর ।
 এমন খেজুর রসে বসাইল কর ॥
 মাগুল উত্তল করে রসে আর গুড়ে ।
 পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে যুড়ে ॥
 মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে ।
 একচেটে না করিলে তবে বাচি প্রাণে ॥
 মাদকতা শক্তি নাই পেট ভরে খেলে ।
 বিবাদী হইল তার ফলনার ছেলে ॥
 গুণ দেখে অভিধান কতঃ গুণধাম ।
 খেজুর গাছের দিলে হরিপ্রিয়া নাম ॥
 রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ ।
 দেহ করে বলবান্ বেহ করে নাশ ॥
 বারু হরে মল-মুজ করে পরিকার ।
 রমনা পবিত্র করে সুধার সুতার ॥
 গুড়ের নিগুট গুণ কি কহিব আর ।
 সুবাদে আশ্রয় করে মধুর আগার ॥
 নুতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সখ ।
 নাম শুনে জল সরে লোলা লক্ষ লক্ষ ॥
 এ প্রকার সুখলব্ধ আর নাহি আছে ।
 নগিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে ॥
 মাতে মন সুখল পরড়া গুড় পেলে ।
 অরুচির কচি হয় লুচি দিয়ে খেলে ॥
 ভোজালের পাটালি যে খায় একবার ।
 কখন সে ভুলিতে পারে না তার তার ॥
 নুতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর ।
 পায়ল পীযুষ সম অতি প্রেমকর ॥
 এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার ।
 কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহ্বার ॥
 বারু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন ।
 চিনি আর মিছরি করিছে স্বজন ॥
 মিছরি চিনির গুণ সবাই বিদিত ।
 বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত ॥
 দেখহ খেজুরগাছ কত গুণ ধরে ।
 গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে ॥
 যে তাহার মাথা কাটে তাহে বেধ স্থাপন ।
 খেজুরের মাখি নানা গুণের নিধান ॥

কাঠের ভিতরে রেখে স্তম্ভধর জল ।
 মানবে শেখান প্রকৃ ককণ-কৌশল ॥

শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস ।
 অবনীতে অধিষ্ঠিত এই কর মাস ॥
 কল মূল রস খান সাধ যত আছে ।
 নিশাযোগে নিদ্রা যান শ্রীকলের গাছে ॥
 ঘন ঘন হিমবরুটি তাহে স্নান করি ।
 উলঙ্গ হইল ইক্ষু বস্ত্র পরিহারি ॥
 স্বভাবে হইল তার মধুর সঞ্চার ।
 পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তার ॥
 খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ ।
 বাহ ভুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ ॥
 অন্নপূর্ণা বিবেকের মনে ভালবাসি ।
 আকরে দিলেন স্থান পুণ্যধাম কাশী ॥
 কি বুঝিবে মর্ম গুট যত সব মূঢ় ।
 বানে ঢুকে বুঝাক্ত জাল দেন গুড় ॥
 শিব-অঙ্গ-আভা পেরে শোভা বাড়ি তার ।
 কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার ॥
 শিবের সৃজিত বস্ত্র নাম হ'ল চিনি ।
 সাছেহেরা শিরে ধরে ভালরূপে চিনি ॥
 মহৎ কে আছে আর আকের মতন ।
 তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন ॥
 যত পার তত খাও দেও দেও পেটে ।
 সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে ॥
 গের্টে গের্টে ভরা রস রসের আহার ।
 মধুকুণ্ঠমহারস নাম হ'ল তার ॥
 গোড়া আর মাঝখানে সুধা আশ্রয়ন ॥
 গের্টেতে লবণ-রস মাখায় লবণ ॥
 ত্রিদোষ বিনাশে ঐট মধুর বাসে ।
 বপু-বাসে বল দেয় লাভ্য প্রকাশে ॥
 গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান ।
 শিশুপ্রিয় অভিধান দিলে অভিধান ॥
 কি চিনি কি চিনি আমি কি কব বিশেষ ।
 সবাই মোহিত খেয়ে মোহাই সন্দেশ ॥
 তাতে খাও বাতে খাও হৃদে আর জলে ।
 চিনি বিনা মাগুরের আহ্বার না চলে ॥
 সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময় ।
 ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয় ॥

আকার ঔষধ চিনি অতি হিতকর ।
চিনিতে শোধিত হয় ত্রব্য বহুতর ॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার ।
স্বথের সাংগ্ৰী হেন কোথা পাব আর ?
আকের মিছরি হয় অমৃতের কোষ ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাই দোষ ॥
আথে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয় ।
চিনির শতীর পায় মিছরিতে লয় ॥
সকল অসার গিরে সার থাকে শেষ ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ ॥
কর্ম হ'তে ধর্ম হয় ধর্ম হ'তে জ্ঞান ।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান ॥
কামনার রস গুড় দিও নাক মুখে ।
পরম পীগুহ-রস পান কর মুখে ॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বৃক্কে ।
বেগুণের গুণ নাহি ব্যাখ্যা হয় মুখে ॥
শাদা কাল নানারূপ ত্রিভঙ্গ স্তম্ভম ।
দোলায় ছলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম ॥
বৌটারূপ চারু চূড়া কাঁটা পুচ্ছ তাতে ।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাতে ॥
পতিতপাবন নাম মহিষার গুণে ।
সমভাবে বৃক্ক হন সকল ব্যঞ্জন ॥
চড়চড়ি সরসড়ি পোড়া আর ভাজা ।
আদরে উদরে দেন কত কত রাজা ॥
অন্নদরে বহু মিলে গোষ্ঠীগুচ্ছ বাঁচে ।
গরীব নোয়াজ নাম গরীবের কাছে ॥
ভাহার অরুচি যায় আহার যে করে ।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হয়ে ॥
বেগুণ সগুণ ইথে অগুণ ত নাই ।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই ।
যে করেছে বেগুণে এ গুণের নিধান ।
নিতে নিতে তার তার গুণ কর গান ॥

গোড়া স্রু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ ।
যেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন বোপ ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো ।
রোগাগেটে খেতে হ'লে যেতে হয় চুলো ॥
এক দিন বাবাজীয়ে করিলে আহার ।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদগার ॥

খোটারদের কাছে তার সমাদর বাড়ি ।
বাড়গুচ্ছ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ি ॥
ছই মাস সাহেবেরা সুখে পেট পালে ।
নিয়ত হাজির করে হাজিরের কালে ॥
জলপানে সমাদর সকলের স্থানে ।
কচুরির সহ প্রেম খোটার দোকানে ॥
গোষ্ঠীপোষা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ি ।
বাঁবাঁজীয়ে বেগুণের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ি ॥
কাঁচ মূলা রুচিকর জিহ্বায়ানশক ।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিণ্ডের জনক ॥
শোথ বাত স্নেহা নাশে শুকাইলে পরে ।
অথচ শীতল গুণ আপনি সে ধরে ॥
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকল ।
কাচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল ॥
মূলক মূলক বটে অমূলক নয় ।
ব্যাভারে পেরেছি তার মূল পরিচয় ॥
মূলে কোন দোষ নাই ভাল বটে মূল ।
মূলে যে নিশাত করে তারে দেয় মূল ॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই ।
মূলকের মূল বৃক্ক মূল রাখ ভাই ॥

প্রাচীনায় স্তন সম অঙ্গের ধরণ ।
বৌটা স্রু মোটা মুখ বিমল বরণ ॥
কখন মাচায় বাস কতু বাস চালে ।
বৃক্কের উপরে উঠে বৃক্ক হয়ে ডালে ॥
বড় বড় ধনী লোক জন্ম দিয়া হাতে ।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালায় হাতে ॥
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন ।
অভিমানে করে তাই মাটিতে শরন ॥
সীতার স্বপ্তর যিনি দশরথ ভূপ ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ ॥
চিকড়ির সহ যোগ লাউ যদি করে ।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে ॥
মহাফলা তুষা এও যদি হয় কাঁচি ।
সুখা ফেলে ছুটে আসে বাসবের শচী ॥
কতই আনন্দ বাড়ি আহরের বেলা ।
ডাঁটা খোলা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা ॥
ভাতে কিংবা ঝোলে ডাঁটা বৃক্ক হ'লে মাছে ।
তেনম সুখাভ আর জগতে কি আছে ?

নিরামিষ লাউ লাগে সুখার সমান ।
 অথলে গুড়ের সহ আভিশর মান ॥
 ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে ।
 পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে ॥
 এক মুখে কি কহিব কত গুণ ধরে ।
 শুকাইয়া বচ হয়ে কাস নাশ করে ॥
 যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার ।
 যেখানে সেখানে যান ভুষ করি সার ॥
 জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ ।
 জালে জুড়ে সুখে করে জৌগিকা-সাধন ॥
 তানপুরা বীণাবজ্র মধুর সেতার ।
 এই লাউ হইয়াছে সর্বমুখাধার ॥
 শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে ।
 নারদ ত্রিলোকপুজা বীণার সাধনে ॥
 দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল ।
 এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল ॥

মনোহর ফুলকপি পাতা যুক্ত তায় ।
 সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায় ॥
 শ্রেণীবদ্ধ চাক শোভা এলো আর বাধা ।
 সাহেবেরা প্রেমডোরের চিরকাল বাধা ॥
 রক্তনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে কই ।
 যত পাই তত খাই আরো বলি কই ॥
 তুগার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি ।
 তারে কি মাহুস বলি নিজে সেই কপি ॥
 কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই ।
 তাতেই আমোদ বাড়ি বৈরাগ্যেতে খাই ॥

বহুবিশ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা ।
 ইন্দ্রের সভার যেন মহালক্ষ্য পাতা ॥
 পেটে দেয়া দূরে থাক দেখে তুট্ট আখি ।
 ইচ্ছা হয় পালঙেরে পালঙেতে রাখি ॥
 অন্নভাগ কটু আর মধুর সকল ।
 রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল ॥
 বিট নামে পালঙ কি মহাস্রব্য তিনি ।
 বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি ॥
 চুখায় চুখায় মুখ মুখ কব কত ।
 হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত ॥
 অতি অন্ন উন্নয় করে আখির প্রকাশ ।
 শূল, গুস্ত, আম, বাত, শ্লেষ্মা করে নাশ ॥

অপরূপ বস্তু এক যুক্তকার নীচে ।
 গাছ দেখে বোধ হয় সমুদ্র মিছে ॥
 কাহার সমাজে তার আভিশর মান ।
 গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান ॥
 মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই ।
 পরিণামে বাড়ি মান মানে দিলে ছাই ॥
 মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হ'লে ঝোলে ।
 একবার যে থেয়েছে সে কি আর ভোলে ॥
 ঝোলের সহিত দেখে মানের এ মান ।
 পটল পটল তুলে করিল প্রস্থান ॥
 মানের মানের কথা কি কহিব আর ।
 আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার ।
 শোখহর পিত্তহর পাকে স্বাস্থ লঘু ।
 এ মানে যে নিশ্চয় করে তারে বলি "রঘু" ॥
 মানের কেমন মান দেখ দেখ তাই ।
 ছাই দিলে মান বাড়ি মানে দেও ছাই ॥
 দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে ।
 মানের মূলের মত উঠনাক ফূলে ॥
 এই মান, মানে করে, আপন ব্যাবাহার ।
 যখন ফুলিয়া উঠে তখনই নিপাত ॥

শিমের হইল জন্ম হিমের রূপায় ।
 শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লভায় ॥
 শরীরে সংগম শির অঙ্গির আকা
 শুক্লরসে যুক্ত হ'লে সমাদর তাঁ ॥
 শীতল অথচ রক্ত পাকে গুরু হয় ।
 অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয় ॥

তুই হুড়ে পুইগাছ হইয়াছে খাড়া ।
 অশ্বম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া ॥
 ক্ষুদ্রে ক্ষুদ্রে চিঙড়ির সহ হ'লে ভোগ ॥
 সুখার আশ্রয় হয় সুখের স্ত্রোভোগ ॥
 ভেদকর শুক্রকর কফ বন্ধ করে ।
 পাকেতে মধুর হয় সিদ্ধ গুণ ধরে ॥

পলাতুর শ্রেণী যেন বুকের লক্ষ্য ।
 মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর ॥
 ফুলে যুক্ত যুগে যুক্ত মনোহর কলি ।
 তিনযুগ জয় করি ধবলা তুলে কলি ॥
 যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা ।
 তাহার সংযোগ বিনা জাপে নাক' খানা ॥

লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে ।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে ॥
পাকে আর রসে প্যাক উষ্ণ নাহি হয় ।
বল বীৰ্য্য করে আর বায়ু করে ক্ষয় ॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার ।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার ॥
প্যাকখোর বারী তার আহ্বারে সন্তোষ ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ ॥

যেতকান্তি শাঁক-আলু অতি সুশীতল ।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্মফল ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী ভগবান ।
মনোহর বৈকুণ্ঠ-ভবন বীর স্থান ॥
বিষ্ণুর করিতে থাকি না ব্রহ্মা হিত ।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত ॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিল নাক ।
অভিমনে ভুতলে পড়িল তাই শাঁক ॥
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার হৃথিত অন্তর ॥
লজ্জায় লুকাই মুখ মাটির ভিতর ॥
সুখাময় রসে করে ত্রিদোষ করণ ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন ॥

বাহিরে গোরাক তার ভিতরেতে শাদা ।
শাঁক-আলু হন যার সহোদর দাদা ॥
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠগুণ তার ।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহ্বার ॥
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ ।
যাতে খাব তাতে পাব সুখের সুভোগ ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই ।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নান দিলে তাই ॥

কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে ।
তুভদ্রাজী অধিষ্ঠাত্রী বাজালের দেশে ॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম ।
শ্রীহট্ট হইল তাই হিটেলের নাম ॥
যেতকান্তি রাজ-মুখ টুপীধারী ধারী ।
টেবিগেতে রেষ্ঠ নিয়া টেষ্ঠ পান তাঁরা ॥
একবার তুষ্ঠ যেই কমলার তারে ।
অস্ত্র ফল আর নাহি ভাল লাগে তারে ॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল ।
অম্বচির রুচিকর মুখের লবল ॥

আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা ।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কণা কর বোবা ॥
সুমধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত ।
রসনা রসিক হয় রস পায় বত ॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবতে ছাই পেড়ে কাটি ।
এমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি ॥
কিকিৎ অজীর্ণ দোষ আত্মাতক ধরে ।
বল করে তৃপ্ত করে পিত্ত কফ হরে ॥

চালিতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস ।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস ॥
আমাদের নিকটে আদর অতিশয় ।
পূর্বদৈশী লোকে করে বম ব'লে ভয় ॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত ।
পাকার আশ্বাদ-সুখ মুখে কব কত ॥
নুতন নোলেন শুড়ে অম্বল যে খায় ।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায় ॥
তারে তারে ঢোক গিলে লাগে তার খাশা ।
রসনা রসিক হয় গন্ধে নাতে নাশা ॥
টক বটে কষ বটে অথচ মধুর ।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর ॥
কিকিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু ।
মুখশুদ্ধি-কর অতি স্বাদু কলতরু ॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায় ।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার ধিক্ রসনায় ॥

পেকে হ'ল কংবেল সুগন্ধের ধাম ।
চিরশাকী দধিকল গন্ধফল নাম ॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয় ।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময় ॥
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন ।
খাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ ॥
শ্রমজাত-তৃষা কৃণা হয় এই বেলে ।
বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে ॥
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর ।
পাতা-পোড়া রসে নাশে রক্ত-অভিসার ॥

বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল ।
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কুল ॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা ।
কুলেতে অকুল লোভ বীচি নাই বাছা ॥

পবনের পল্ল প্রায় অভিশাপ ভোগে ।
 উন্নত-ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে ॥
 রিপূর পক্ষমে যার নারীকুলে কুল ।
 সমাদরে খায় সেই নারীকুলে কুল ।
 বিশেষ সময়ে পেলে কুলের আচার ।
 কোনক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার ॥
 গুণেতে বদর বায়ু-পিত্তের নাশক ।
 মধুর শীতল আর মলের রেচক ॥
 কুলের মহিমা-কথা কহিবার নয় ।
 আচারে অকুচি হরে বায়ু করে ক্ষয় ॥
 রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয় ।
 কুলাচারে কুলাচার ধর্ম যেন রয় ॥
 এ কুলের কর্ত্তা যিনি তাঁর নাই কুল ।
 অখচ দিলেন তিনি সকলের কুল ॥
 কুল দিয়ে কুল দিয়ে যে ধরে না কুল ।
 অকুল-সাগরে কর তারে অমুকুল ॥
 অকুলে যে কুল দিলে সেট মেবে কুল ।
 কুল কুল ক'রে কেন হতেছ ব্যাকুল ॥
 যাহার কৃপায় তুমি থেতেছ এ কুল ।
 তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল ॥
 প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকুল ।
 সকল কুলের পতি স্বভাব অকুল ॥
 মনে যেন অভিমান আর নাহি রয় ।
 কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয় ॥

সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা ।
 বিশেষতঃ শীতকালে যদি হয় ডাঁসা ॥
 কেবা জানে ডাঁসা পাকা কেবা জানে কচি ।
 পেয়ারার গন্ধে হয় অকুচির রুচি ॥
 শাঁস বাঁচি দূরে থাক্ খেলে পরে ছাল ।
 একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল ॥
 পাকা ফল পেলে পরে বুদ্ধ লোক যত ।
 ব'সে ব'সে রস খায় বশ গায় কত ॥
 বালকেতে বাহা পায় তাহা খায় কেড়ে ।
 আগে ভাগে হাতে লয় মাতৃ-স্তন ছেড়ে ॥
 ডাঁসার আদর অতি সুকের কাছে ।
 ইচ্ছা হয় দিবানিশি ব'সে থাকে কাছে ॥
 দস্তুর আল্লাদ অতি চর্য্যণের কালে ।
 ক'রে অতি মনঃপতি রস ঢোকে গালে ॥

কিন্তু পায় তার তার রমন বদন ।
 আপনার অন্তহীন হইলে মদন ॥
 এ বড় আশ্চর্য্য ভাব ভেবে জ্ঞান লোপ ।
 মদন হারারে অন্ত প্রকাশে প্রকোপ ॥
 নপাঠ নপাঠ হ'লে মদন আছাড়ে ।
 অদহীনে অদরাগ কত রস বাড়়ে ॥
 এট বড় মনে থেব দৃষ্ট হই দেখে ।
 পেয়ারা পেয়ারা হ'ল বেয়ারার দেশে ॥
 সে দেশের পেটালো ক খেতে নাহি জানে ।
 কি স্থানে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে ?
 ছাত্ত খায় চানা খায় ভুট্টা খায় বারান ॥
 তোমার আদর বল কি জানিবে তারা ॥
 বাঙালী আছেন ধারা তারা সেইরূপ ।
 সজদায়ে অদহীন হয়েছ বিরূপ ॥
 স্বদেশের প্রতি যার স্নেহ কিছু নাই ।
 তিনি বড় বাবু হন বাই ধীর বাই ॥
 মোহিত হয়েছ মন মিঠেনের জলে ।
 আধা তেরি মেরি বাৎ খাট্টাট্টেলে চলে ॥
 মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে বৈকে ।
 কাল কি তোমার আর সেখানেতে থেকৈ ॥
 এ দেশে বাঙালী বাবু ব্যয়কল্পে নড় ।
 বাড়়িবে আদর অতি দর পাবে বড় ॥
 সেখানে তোমার কেহ জিজ্ঞাসা না করে ।
 উঠিবে সোনার খালে বালাখানা-ঘরে ॥
 আমরা গরীব অতি সোনা-রূপা নাই ।
 ফলতঃ স্ফল তুমি তোমারেই চাই ॥
 আশ্বাদন একরূপ সম সুখ খেতে ।
 তোমায় ধরিব বৃকে ছেঁড়া চট্ট পেতে ॥
 নিরত হাজির আমি আজির-তলায় ।
 ইচ্ছা করে ক'সে খাই গলায় গলায় ॥
 ডাঁসা খেতে খাসা লাগে কত তার সুখ ।
 এখন পড়েছে দীত এই বড় দুখ ॥
 চর্য্যণের সুখ যত করিলে সংহার ।
 হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার ॥
 যে মুখে পাতর কেটে করিয়াছি চূর ।
 এখন হইল তার অহঙ্কার দূর ॥
 বদন বুধায় হয় রমন-বিহনে ।
 অদনের সুখ আর হইবে কেমনে ॥
 এখন পড়নি সব সবে গেছে ছটা ।
 উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা ॥

এ দাঁতে বিখাপ তাই কিছু নাহি আর ।
ভানন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার ॥
এ কটা যদিই আছে যেক্ষেপেতে পারি ।
কত চেবা কত গেলা গোলেমাতে সারি ॥
একেবারে হটব না এই স্থখ-হত ।
আদ্বুড়া কালে খায় আদ্রশাকা যত ॥
শীতল স্রবাহু অতি ফল অধিকর ।
মুখের বৈরত হরে বহুগুণধর ॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্তক্রিমি শূল ।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অমুকুল ॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম ।
তার গর তার পায় করহ শ্রণয় ॥

হই কল্পা অপক্লপ রূপের মাধুরী ।
চাবেলে বিরাজ করে বেনানা স্নানরী ॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশ ।
কনিষ্ঠা দ্বালিম নাম পাটিনায় এসে ॥
দ্বি-চক্রে চরে দেখি উত্তানের গাছে ।
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে ॥
যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাথ ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি যায় বাদ ॥
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময় ।
রসময় হ'লে পরে হেন কেন হয় ?
রসবোধ নাই তার তাই বলি ছি ছি ।
বিধাতা এমন কলে কেন দিলে বিচি ?
উদর পবিত্র হয় যায় রস খেলে ।
খেতে খেতে তার বীচি দিতে হয় কলে ॥
স্বভাবের অনুরোধে অপক্লপ কাটা ।
চার বর্ষে বিভূষিত চোউচির কাটা ॥
দৃষ্ট মাত্র বোধ হয় কে দিকেছে কেটে ।
এমন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে ॥
স্বরসিক লোক সব করে অহুমান ।
দেখ-দোষে দাড়িমের নাহি থাকে মান ॥
দানাদার নহে যত খোঁটা ভাল-কাপা ।
অভিমানে কেটে তাই দেখাতেছে দানা ॥
পুনর্বার ভাবি আর এ প্রকার নয় ।
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয় ॥
সুবতীর হৃদয়েতে পয়োদর রয় ।
দালিমের বালস্থান বৃক্ষ কাঁটারয় ॥

মানিনী ক্লপনী রামা আপনার হুখে ।
অভিমানে কেটে তাই থাকে অধোমুখে ॥
দান করি তাড়াতীরে সকল রতন ।
একেবারে করিতেছে শরীরপতন ॥
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায় ।
ইজিতে বালকগণে করে আয় আয় ॥
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ ।
মিছে কেন পান কর প্রস্থতির ত্রন ?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে ।
কোথা ইন্দু স্রবাহু এক বিন্দু রসে ॥
আমার মধুর রস একবার খেলে ।
আর তোর হবিনেক জননীর ছেলে ॥
তুন রে দ্বালিম এই করি নিবেদন ।
আমাদের প্রতি কর প্রীতিবিতরণ ॥
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল ।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল ॥
বড় বড় বাঙালীরা যত বাবু ভৈরব ।
গাহিবে তোমার ঘণ পাছ-পাকা খেয়ে ॥
সেই ত শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও ।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও ॥
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ ।
পচা ব'লে ব্রণা ক'রে নাহি খায় কেহ ॥
'মধুবীজ স্কন্দ রোচন কুচফল ।'
'মণিবীজ রক্তবীজ' আর বৃক্কফল ॥
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম ।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম ॥
সকল রোগের পথ্য পাকা হ'লে পর ।
ক্রিমোষ বিনাশ করে হরে দাহ অর ॥
শুদ্ধ বল বৃদ্ধি করে তারে স্রমধুর ।
কৃৎকণ্ঠ-মুখরোগ সব করে দূর ॥
শীতল অথচ উষ্ণ পাকে লঘু হয় ।
কাস কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয় ॥
শ্রম হয়ে ক্লিষ্ট করে আশ্রয় করে পাকে ।
দাড়িমের মহিমা জানাব আর কাকে ?
কেবল মধুর হ'লে হিত করে নিছ ।
হইলে অধলমধু পিত্ত করে কিছু ॥
পিত্তের জনক হয় হ'লে পরে টক ।
ফলতঃ সে ফল বাত কফের নাশক ॥
দালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন ।
ভাকায় সে দিকে কেটা পাকায় যখন ॥

ইচ্ছা করে করে থাকি গাঁয়ের তলায় ।
 কেবল আঁহার করি গলায় গলায় ॥
 দিশীতেই খুণী কত দেখি যথা তথা ।
 পাপ মুখে কি কহিব বেদানার কথা ॥
 সাধু রে 'কাবেল' ভোর সমাট মঙ্গল ।
 মঙ্গলের দেশে এই জন্মলের ফল ॥
 বেদানার দানারস পেটে যায় যায় ।
 সাধু সাধু সাধু তারে করি নমস্কার ॥
 দেখে এর গাছ কত হিতের কারণ ।
 পাঁতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন ॥
 গাছ দেখে ফল দেখে ছাল দেখে তার ।
 ফলভোগ করি কর ফলের বিচার ॥
 চাক চাক রস লও ফল হাতে লয়ে ।
 ফলে আর বেড়াও না ফল-চাকা হয়ে ॥
 তবেই সফল সব যদি হয় ফল ।
 ফলেই ফলাই ফল না হয় বিফল ॥
 যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিরাছে ।
 দেখিতে না পাই গাছ কত দূরে আছে ॥
 কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে ।
 ফল ধ'রে ফল পাবে ফল নাই গাছে ॥

অনেক বতনে তোরে রসময় আস্তা ।
 বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন খাতা ॥
 সূচাক শ্রামল বর্ণে সুশোভিত পাঁতা ।
 মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতা ॥
 হৃদয়ে ধরেছে তোরে বহুমতী মাতা ॥
 প্রণাম করিছ তাঁরে ক'রে হেঁট মাথা ।
 থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা সকল শরীরে ।
 কেমকের ছাতা যেন প্রকৃতির শিরে ॥
 থাকে না রসের লেশ নব অহরপাণে ।
 ফুটিফাটা হ'য়ে যাও পাকিবার আগে ॥
 তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা ।
 নীরদ ধ'রেছে যেন পার্শ্বের রেখা ॥
 যার বাড়ী বাস কর সিঁচি তার ভিটে ।
 দ্বিজগতে কিছু নাই তোর মত মিটে ॥
 কোথার পাশস স্মীর কোথা গুড়পিটে ।
 ছোট ছোট কুঁচি চুঁচি মুখে দিয়ে ছিটে ॥
 বত খাই তত আরো সাধ নাহি মিটে ।
 বীচি-ভরা সমুদয় কত পাব সিটে ॥

মনে মনে অতিশয় খেদ আছে তাই ।
 পাখীর দোয়ায়ো নাহি গাছ-পাকা পাই ॥
 এমন বজ্রাং চোর আর নাকি আছে ।
 উড়ে এলে ফুড়ে বসে সমুদয় গাছে ॥
 কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট ।
 ভোজ পুরে কোথা আছে তাদের নিকট ॥
 গাছেতে পাকিলে তুমি মাঝবে না পায় ।
 যোগেবাগে জাগ দিয়া তোমার পাকায় ॥
 যেক্ষণেতে পাকো তুমি ক্ষতি তাহে নাই ।
 আশার সময়ে তোরে খেতে যেন পাই ॥
 বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত ।
 কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কোকোখেতো বত ॥
 দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ি ।
 বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ি ॥
 পবনের প্রবলতা আমাদের খেতে ।
 কোনরূপে ভয় নাই কত স্ত্রুথ খেতে ॥
 শিশিরে ষোফলা তুমি অতি স্নমধুর ।
 মুখে গিয়ে অকচির কচি করে দূর ॥

এগেছে কাবেল হতে সুধার আঁতুর ।
 মানস ঘোহিত হেরে রূপের ভাঙুর ॥
 সমাধারে রাখে তাহে কৌটার ভিতর ।
 তুলার তোষক গণী করে থর থর ॥
 তখাচ গলিয়া যায় এমন কোমল ।
 রুচির রক্ত-রূপ করে ঝলঝল ॥
 বহুমূল্য ফল এই তুলা যার নেই ।
 সাধ পুরে আদ্য লয় ভাগ্যধর ঘেই ॥
 গরীবে জানে না নাম দূরে থাক্ ফুট ।
 দাম শুনে দাম ব'লে উঠে দেয় ছুট ॥
 বধুর অধরে এত মধুর কি আছে ।
 সুরসের উপমের হবে এর কাছে ॥
 মৃতকে অমৃত করে অমৃতের ক্রোধ ।
 সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ ॥
 রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার ।
 দেহ যার সুস্থ তার সুখের আঁহার ॥
 গালে দিয়ে হির হয়ে যে লইবে তার ।
 সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার ॥
 স্নিগ্ধে বিকুর গুণ মন করি হির ।
 গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর ॥

সুখের সুফল পেতা বীচি নাই বাছা ।
 কুটু কুটু দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা ॥
 ভাজিলে সুস্বাদ আরো সৌন্দ্য গন্ধ ছোটে ।
 ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে ॥
 পেত্তার যেঠাই অতি উপাদেয় হয় ।
 আশ্বাদনে তার সম আর কিছু নয় ॥
 পাকে গুরু গুপ্তেতে গরম অতিশয় ।
 বল-বীৰ্য্য বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয় ॥
 আর আর বত মেয়া পেকেছে এ শীতে ।
 সকলেরি জয়লাভ আমাদের হিতে ॥
 কত তার সুখভোগ বে করে আহ্বার ।
 পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার ॥
 কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল ।
 বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সকল ॥

তাম্রকূট তরু চারু দৃশ্য সুখ তায় ।
 সারি সারি বাতাসের সুরে সারি গায় ॥
 এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা তার ।
 সেই জানে যে পেরেছে তাম্রাকের তার ॥
 শুভাইলে পত্রে তার গুড় মিশাইয়া ।
 ফুড়ুক ফুড়ুক টানি গুড়ুক করিয়া ॥
 কত কত মহীপাল উজ্জীর নবাব ।
 তাম্রকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব ॥
 শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটা ।
 বুদ্ধির প্রদীপে ইনি উজ্জ্বল কাটা ॥
 বড় বড় সাহেবেরা করেতে ধরিয়া ।
 মধুর অথরে ধরে চুকট করিয়া ॥
 ধূস্রপান আশ্বাদন যে জন না পান ।
 বদন-সদনে দেন বৃত্ত করি পান ॥
 সর্ব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ধারা ।
 সদাকাল সজী করি সজে লন তাঁরা ॥
 না লইলে সর্বনাশ নাম তার নাশ ।
 বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধি-ভক্তি নাশ ॥
 পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্ত-গুণে বেঁচে ।
 নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে ॥
 বিশেষতঃ ধনি লোকে সার গুণ জানে ।
 পেঁচাও কোশল আসে পেঁচোয়ার টানে ।
 আলঝোলা বোলঝোলা বুদ্ধি খুব পায়া ।
 শীতকালে বহু তার তাম্রকূট ভায়া ॥

ষোড়শবৃদ্ধি ষোড় টান ছুখৌ সব হাবা ।
 আমাদের জ্ঞান কৰ্ত্তা খেলো আর ডাবা ॥
 এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে ।
 কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে ॥
 শিশিরে তামাক টান যে জন না লয় ।
 ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয় ॥
 ক্ষণমাত্র বৃত্ত নহে ধূস্র আর জলে ।
 বৃদ্ধির আহ্বান তার কিরূপেতে চলে ॥
 নাশে নাশে পিত্ত কফ বায়ু রাখে স্থির ।
 ধূস্রপানে সুখী হন সকল স্থীর ॥
 মুখ-রোগ হয়ে করে দাঁতের কুশল ।
 দন্ত-রোগে রোগী নয় চুকটে সকল ॥
 দিবাশিশি পিকা • খায় জালিয়া অনলে ।
 দাঁতপড়া বড়া নাই উড়ের মহলে ॥
 যত সব নারী নয় দোস্তা খায় পানে ।
 দন্ত-সুখ মুখ-সুখ তারা ভাল জানে ॥
 রূপে তিক্ত ক্রিমি কান রোগের নাশক ।
 সততই ক্রান্তিকর অগ্নির দীপক ॥
 গুড়ুকের গুণ সুখে ব্যাখ্যা নাহি হয় ।
 শৌকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয় ॥
 পূর্বে পুরিত করে কবির হৃদয় ।
 টানিতে টানিতে ভাবে ভাবের উদয় ॥
 ভাব হয় অমূল্য বচন-রচনে ।
 বত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে ॥
 বল করে বৃদ্ধি করে করে পরিপাক ।
 কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক ॥
 যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস ।
 মন খুলে হ'ক সেই গুড়ুকের দাঁস ॥
 কক আমজর হয়ে শুদ্ধ করে মুখ ।
 কোনরূপে ছুখ নাই সব দিকে সুখ ॥
 গীত বাস্তব্য দ্বারা করে আলোচন ।
 তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন ॥
 এ তামাকে যে করিল এত গুণময় ।
 তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয় ॥
 রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে ।
 অভয়ে আমিষ খাও হরষিত-মনে ॥
 কর মাস খাও মাস উদর তরিয়া ।
 যত পার খাও মাছ যতন করিয়া ॥

পরিপাক পাবে সব করিলে আহার ।
অমল হয়েছে জল ভাবনা কি আর ॥
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাধাত ।
ঘুমে চোখ পড়ে তবু না হয় প্রজ্ঞাত ॥
প্রাতে উঠে ঘুরে ফিরে ফিরে এলে বর ।
তখনি হইতে হয় ক্ষুধার কাতর ॥
যাস মাছ ভিন্ন খাও কুচি যার যাতে ।
সকলি সুশলকর কটী আর তাতে ॥

এই শীতে "হংসবাক" অতি নবোদয় ।
পাকে লঘু বাতহর বল-বৌদ্ধিকর ॥
রূপেতে যোহিত করে মহিমা অদৌম ।
দর্শনোষ নাশ করে এ হাঁসের ভিন্ন ॥
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত ।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত ॥
অতিশয় কটিকর এ বৌজের "দম" ।
গোটাকত খেতে হ'লে নিতে হয় দম ॥
স্বপ্নায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ভিন্ন ।
মক্কু সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম ॥
বুধায় রসনা তার বৃথা তার মুখ ।
কোন কালে নাহি পায় আহারের সুখ ॥
ভিন্নভরা কঁকড়া এ শিশির সময় ।
আহারেতে উপানের অতি সুখাময় ॥
দে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে ।
যোহিত হয়েছে মন লোহিত-বরণে ॥
ভিন্ন খাও শাঁস খাও খোসা দেও ফেলে ।
বল ঝরে বায়ু হয়ে পিত্ত হয়ে খেলে ॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কঁকড়ার মাসে ।
হাড়েতে জমিলে দোষ সেই দোষ নাশে ॥
বেজপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয় ।
অলাবুর সহ তার অধিক প্রিয় ॥
ভাগ্য যার ভাল সেই খেয়ে গায় যশ ।
মক্কটে জানিবে কিসে কক্কটের রস ॥

জলের ভিতরে মাছ কত রসভরা ।
দাড়ি-গোপ জটাধারী জামাঝোড়া পরা ॥
শিরে অসি কাঁটাছীন গন্ধ নাই গায় ।
আগা-গোড়া মধুরাখা মধু তার পায় ॥
বিশেষতঃ গীতকালে অমৃতের খনি ।
জামিরের সঙ্গাপতি মীন-বিরোহনি ॥

গগনা চিঙড়ি মাছ নাম যার 'মোচা' ।
পড়েছে চরণজলে এলাইরা কৌচা ॥
কালিরে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া ।
তাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখশ্রিয়া ॥
ভিতরে থাকিলে ভিন্ন কি কহিব আর ।
জিকুবনে নাহি হেন সুখার আহার ॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বপবুদ্ধি করে ।
স্বাবে সুখা পাকে গুরু মেন পিত্ত করে ॥
দৌনের ভারপকারী চিঙড়ির সুখো ।
সুখের বাতহর পরদায় হুশো ॥
মূলক বেগুন শাক যাতে তাতে লহ ॥
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ ॥
অধম পুয়ের ডাটা তারে নিরা তারে ।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পাবে ॥

সুকারেছে ঝিল ঝিল থানা বরোবর ।
বাজারে বিক্রয় হয় চুনা বহুতর ॥
টেঙরা মৌরল পুঁটি বেলে আর চাঁদা ।
পাকাল প্রভৃতি কত রাত্তা কালো শ'দা ॥
এই শীতে তারা অতি উপকারী হয় ।
গ্রহণীকালের পথ্য নাশে দোষত্রয় ॥
বাছুরা লঘুপাকা কটিকর আর ।
বল শুক করে করে বাতের সংহার ॥
কে জানে অথল খোল কেবা জানে ভাজা ।
যাতে খাও তারে সুখ যদি হয় ভাজা ॥

মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয় ।
সমভাবে সমাদর সকল সময় ॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ শীতকাল পেয়ে ।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে ॥
কাতলা যুগল আদি বড় মাছ বত ।
রুয়ের শ্রীপদন্তলে সবাই প্রণত ॥
কত রূপে সুখোদয় ভোজনের বেলা ।
তেল কাঁটা আদি করি নাহি যার ফেলা ॥
কামুকের যত সুখ কুলটার কোলে ।
রসনা যে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে ॥
পলায়ের রাজা মাছ না হয় এমন ।
সুখার আহার এই রুয়ের ব্যঞ্জন ॥
বল শেষ বুদ্ধি দেখে বাত নাশ করে ।

চকুরোগী যারা তারা গুণ জানে ভালো ।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলো ॥
যার জলাশয়ে রই করেন বিহার ।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার ॥

লাউ আলু বেগুন বাজারে দেখে ডাঁই ।
কই কই কই কই ? করিছে সবাই ॥
কেহ যদি কহে ওই আগিয়াছে কই ।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই ॥
কেহ কর কাঁটাময় শাঁস তাতে কই ।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই ॥
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই ।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই ॥
সকল গুণের নিধি দোষ ইথে কই ।
যত পার পেট ভোরে গ্রুখে খাও কই ॥
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর ।
যোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার ॥

স্ববকের কত সুখ সুবতীর কোলে ?
কত বা অমৃত আছে বাণকের বোলে ?
কত বা আনন্দ হয় পূর্ণিমার বোলে ।
সকল আনন্দ এই মাগুরের বোলে ।
বায় নাশ করে হরে অর্শ অতিসার ।
অথচ কবে না কফ পিত্তের সঞ্চার ॥
মাগুরের ছোট ভাই মিড়ি নাম যার ।
হাঁড়র নিকটে নাই সমাদর তার ॥
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান ।
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান ॥

ভেটকা ভাঙন বাটা পারিসার ঝাক ।
আমলেট আদি করি মাছের কি জাঁক ॥
বাজারে বাজারে দেখে সবার আদর ।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া ছনা দর ॥
লোণা গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মৌন ।
হুইতেছে আমাদের পেটের অধীন ॥
সকলে সুখান্বিত হয় অতি উপকারী ।
পৃথকের গুণে আমি ঘাই বলিহারি ॥
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার ॥
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহ্বার ॥
ভবন বাহার ভরা ঘানে আর ধনে ।
অনায়াসে কিনে খায় বাহা লয় মনে ॥

পাড়াগাঁয়ে গজাতীরে যায় করে বাস ।
ভালরূপে খায় তারা এই কম বাস ॥
উঠিয়াছে নেটোবেলে বেলে গুড়গুড়ি ।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি ॥
বেগুণেতে মজে ভাল চড় চড়ি তার ।
ভুলিতে কে পারে কতু যে পেয়েছে তার ॥
হলুদের জলে গুলে এক ফোটা ঝাল ।
গুধু চড়চড়ি কর কাঠে দিয়া জাল ॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না ।
হেন সুখসেবা আর খাবে না খাবে না ॥
নগরের ধনী লোক খেতে নাহি পান ।
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান ॥
ভাগ্যধর দূরে থাক সে দেশের দীন ।
এ শীতে আহ্বারে দুখী নহে কোন দিন ॥
তাজা তাজা তরকারি তাহে নেটোবেলে ।
অমৃতের বাদ পেয়ে
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাই ।
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই ।
সে দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ ।
মেছুনীর কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ ॥
বুকে ক'রে নিয়ে আসি নিজে রাখি ভাই ।
সাধ পূরে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে ।
শীতকাল গেলে আর পাব নকে খেতে ॥
আহারের কালে হয় অতিশয় তোষ ।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাই দোষ ॥
নয়ন জুড়ার দেখে অতি প্রেমকর ।
“ধরয়ার” পেট বেন মরয়ার বর ॥
অড়রের ডেলে তার তার যায় যেতে ।
তাজা তাজা খর তাজা মজা বড় খেতে ॥

মানবের উপাদেয় আহ্বার কারণ ।
জলে করিলেন বিভূ মৌনের সৃজন ॥
সব দিকে উপকারী এই জলচর ।
আহার গুণধ মৌন পথ্য শুভকর ॥
সলিল শাখার এই ফল সুখাময় ।
সেবের দুর্লভ ধন এমন কি হয় ?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি ।
সে দেশেতে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি ॥

ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালী সকল।
ধান ভরা ভূমি তাই মাছভরা জল।
এ দেশের খাপ্ত এই যদি নাহি হবে।
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে ?
যে করিছে শত্রু আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রও মন ॥

মৃগ, মেঘ, ছাগ, কূর্ম, পাখী, জলচর।
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর ॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ হরে মাসে ॥
শ্রমী আর অগ্নি বলী এই দুজন্যর।
তরস (১) ভোজনে হয় কত উপকার ॥
অজীর্ণ, গ্রহণী, অর্শ আর যক্ষ্মাকাস।
এ সব বিনাশ করে প্রসূতের (২) মাস ॥
সকল প্রসূত মৃগ ভাল কিছু নয়।
তাই থাকে শুভ আর প্রেম যাহে হয় ॥

ছাগল ভোজনে হয় পালন সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাট ॥
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় তার।
নহে বায়ু পিত্ত কফ দোষের আধার ॥

মেঘমাস তার বটে শীতল মধুর।
আহারে আফ্রাদ বাড়ি দুঃখ হয় দূর ॥
তরুণ মেঘের অতি মনোহর কীর (৩)।
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাথা কীর ॥

বনচর বনচর পাখী আছে যত।
হরিণাল, চকী, ডাক আদি শত শত ॥
এ সবায় আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্লীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল ॥

কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল মেঘা-স্মৃতিকর শোখ-দোষ নাশে ॥

সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র-হিতকর ॥
শিশিরে যুগেয় মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে লঘু হয় ॥
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।
ছয় রসে অমৃতুল মধুর শীতল ॥
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কতগুণ ধরে সুশোচন (১) ॥
কৈলাস শিখরে থেকে হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (২) করেন সুখে হরিণ ভোজন ॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণতার (৩) ॥
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তার তার ॥
মৃগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ।
আনন্দে দিবেন তাই উদরে হরিণ (৪) ॥
এ হরিণ বাসি হ'লে মন্দ নাহি লাগে।
বিচাণির সহ জলে সিদ্ধ কর আগুণে ॥
পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে।
ভাল করে ভেজে লও সরিষার তেলে ॥
মেটে আর পচা গন্ধ দূর হবে তার।
রীতিমত রাখো শেষ যত মসলায় ॥
পচামাস পুইখাড়া সুধার সমান।
সেই জন সুখে থায় যে জানে সন্ধান ॥
কাননের নিকটেতে বাস করে যার।
তাজা তাজা মৃগমাংস খেতে পায় তার ॥
পোকাপড়া পচামড়া হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ আর রচা বাবে কত ?
মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কতু ইহার সমান ॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্বগুণধর।
জ্ঞান-প্রসূতকর সব সুখকর ॥
যে মাংসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোন কালে নিন্দা কথা এনো নাক সুখে ॥
ছাগ, মেঘ, মৃগ, শূকী থাকে প্রেমজরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে ॥

(১) হরিণ।

(২) শিব ॥

(৩) হরিণ।

(৪) বিষ্ণু।

(১) মাংস

(২) হিংস্রক পশু পক্ষী বিশেষ।

(৩) মাংস।

তাহাতে যে সব দোষ জানেন গ্রহণ ।
 সাবধান-পথে চল সকল নবীন ॥
 জীবন হতেছে রক্ষা যার গুণ থেয়ে ।
 কল্যাণকারিণী সেই জননীর চেয়ে ॥
 শাস্ত্রে যাঁহা মানা করে যুক্তি তাঁর নানা ।
 বিচার করিলে যায় সফলই জানা ॥
 নিত্য যারা মাংস খায় হয়ে প্রেমাধীন ।
 বলী তারা ক্ষানী তারা সদাই স্বাধীন ॥
 যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেশ্বর ।
 বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর ॥
 আমিষ-আহারী দলে কোন দুষ্ট নাই ।
 বাসভোজী পশুপাখী সবল সবাই ॥
 ঐরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চান ।
 মাংসবলে বাহুবলে সবাই স্বাধীন ॥
 ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর ।
 বান্দা ছিল বোদ্ধা ছিল সব ছিল বীর ॥
 ন মান যশ ভাগ্য স্বাধীনতা সুখ ।
 মুদয় ছিল নাহি ছিল কোন দুষ্ট ॥
 ক্ষণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয় ।
 পেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয় ॥
 চুর প্রমাণ তার নানা গ্রহে আছে ।
 ফলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে ॥
 এস মাছ হিতকর যত্ন নি হবে ।
 স্ত-শাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে ?
 দেশে সব শাস্ত্রে ভিত্তক নিপুণ ।
 খেছে বিশেষ ক'রে আমিষের গুণ ॥
 আমিষ ভোজনে যদি না হইত শিব ।
 বিস্তারিত গুণ কেন লিখিবেন শিব ॥
 যে মানব স্বণ করে আমিষ আহারে ।
 পশু ব'লে সম্বোধন করেছেন তারে ॥
 জীবের কারণে হ'ল জীব বহুতর ।
 খাদ্য আর খাদক সম্বন্ধ পরস্পর ॥
 প্রকৃতির শাস্ত্র দেখে শাস্ত্র বটে এই ।
 যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই ॥
 ঈশ্বরের অভিশ্রু মাংস খাবে নর ॥
 সুলভ কৌশল তাই যুগের ভিতর ॥
 রমনে অমন-সুখ বদনে প্রকাশে ।
 "পশুরাজ দত্ত" সম দত্ত ছই পাশে ॥
 প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব ।
 হার হার । নাহি বুঝে নিজ নিজ শিব ॥

এ মতের বিপরীত কথা বার্য্য কর ।
 তাদের সে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয় ॥
 সে যে মত মত নহে মন্দ অভিশ্রু ।
 কে বলে অক্ষয় মত কে বলে অক্ষয় ॥
 প্রমাণাদি কর সব গুণের বিচারে ।
 সে মত অক্ষয় হ'লে ক্ষয় বলি কারে ॥
 অক্ষয় অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয় ।
 ক্ষয় বাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয় ॥
 আমিষ অবিধি বোলে যে করেছে গোল ।
 সে এখন নিত্য খায় শামুকের খোল ॥
 নোদে শাস্ত্রপুর কিরে কিরিতা হুগলী ।
 শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলী ॥
 নিরামিষ আহারেতে চৈকছেন শিখে ।
 ঘুরিতেছে মাথা মুণ্ড মাথা মুণ্ড লিখে ॥
 কোথা তার "বাহুবল" মানব-প্রকৃতি ।
 এখন ঘটেছে তার বিষম বিকৃতি ॥
 উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুষ্ট ।
 দিবানিশি মাথা বোরে সদাই অসুস্থ ॥
 মত চালাবার তরে লিখিলেন বই ।
 এখন সে লিখবার শক্তি তাঁর কই ॥
 কলম ধরিলে হাতে মাথা যায় ঘুরে ।
 তচনার কালে আর কথা নাহি ফুরে ॥
 মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার ।
 কিছুদিন করিলেন বিপরীত তার ॥
 শেষেতে পেলেন তার সমুচিত ফল ।
 ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল ॥
 সমাজ হাসিছে তাঁর ভাব এঁচে এঁচে ।
 ঘরে ভুলে পাকা বুঁটি বসিলেন কঁচে ॥
 দায়ে পোড়ে পূর্ণতা বধিলেন পিছু ।
 শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু ॥
 সমুদর কুটে লেখা না হয় বিহিত ।
 মসলা চলছে কত পানের সহিত ॥
 ছেড়ে দেও ছেলেখেলা ফেলে দেও "কুম" ।
 মাস মাছ ভাত থেয়ে সুখে দেও ঘুম ॥
 করো নাক ধুধাষ টুন্টাম আর ।
 ছিড়ে ফেল "বাহুবল" সে মত অসার ॥
 মাখিতেছ "বিফুভেল" তাই মাখ পায় ॥
 আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে যায় ॥
 পাকভেল মাখ আর নিত্য কর দান ।
 সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান ॥

কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখেছেন বাহা ।

“কুম” ধোরে একা কেন কাটো তুমি তাহা ?

মনে কর যত দিন সৃষ্টির বয়স ।

তত দিন আছে এই মতের আশেষ ॥

ঈশ্বরের যে গুণ হয় সব যায় জানা ।

যাহে যার কৃতি কেন তুমি কর মানা ?

দেখ, দেখ, রোগভেদে খাতের বিধান ।

কেননে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ ?

গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোড়া ।

মিছা মতে আনিয়াছ গোটাকতক হোড়া ॥

তোমার হঠেরা চেলা গুরু যারা বলে ।

তারা যেন এই মতে আর নাহি চলে ॥

ওহে ভাই যদি চাও নিজ উপকার ।

অক্ষরের মতে তবে চলোনা ক আর ॥

শেষে তুমি চেলা হও মন করি কবা ।

আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজীর মশা ॥

সেই গুরু গুরু হয় গুরু বোধ যাব ।

গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার ॥

“রাজসিক” এই ভোগ দিরাছেন যিনি ।

নানারূপে জ্ঞানময় দয়াময় তিনি ॥

ইথে যদি না হইবে মজল তোমার ।

জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার ॥

যিনি সর্বশিবময় সর্বমুখাধার ।

ভোগ পেয়ে কব তাঁর মহিমা প্রচার ॥

কোন দিকে নাহি দেখি কিছু অভাব ।

সমুদ্র সম্পাদন করিছে বভাব ॥

সর্বকালে ভবধব দীন-দয়াময় ।

সমভাবে আমাদের আছেন সদয় ॥

বিশেষে এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর ।

করিলেন ধরণীর শস্যের ভাণ্ডার ॥

ফল মূল শস্ত তত আমাদের দেশে ।

আগে খাও পরমায় পরমায় শেষে ॥

আত্মদানে রসময়ী হইবে রসনা ।

মন খুলে কর তাঁর মহিমা ঘোষণা ॥

প্রণয়-পীযুষ তাঁর স্নেহে কর পান ।

ভাষজ্ঞের উচ্চে স্বরে কর গুণগান ॥

ডাকো তাঁরে রূপাময় প্রাণনাথ বোলে ।

কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গোলে ॥

পৌষড়ার গীত

রাগিনী আড়ানাবাহার,— তাল আড়গম্ভী ।

এবারে বছরকার দিন কপালে তাই,

জুটলো নাক পুলি পিটে ।

যে মাগুগির বাজার, হাজার হাজার,

মোর্টেছে লোক কপাল পিটে ॥

ভাত না পেয়ে উদর ভোরে,

কত হুংখী গেল মোরে,

চেলের বাজার সস্তা ক’রে,

দেয় না রাজা ঢোঁড়া পিটে ॥

ঘরে হাঁড়ি ঠৈনান্তি,

মশা মাছি তনতনান্তি,

শীতে শরীর কনকনান্তি,

একটু কাপড় নাইক পিটে ।

দাঁরা পুজ হুঁহনান্তি,

অস্তি-নান্তি ন জানান্তি,

দিয়ে বাড়ি খেতে চান্তি,

আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥

আদুপেটা ভাত কদিন খাবো,

ছদিনেই ত ম’রে যাবো,

পেটের আলার জোলে বুঝি,

বেচতে হলো কোটা-জিন্স ॥

তিটে গেলে যথা তথা,

‘বল মা তারা দাঁড়াই কোথা’,

রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ,

কাঁদতে হবে ব’লে ঘাটে ॥

ককে গেলে ‘আক’ে খাওয়া,

চেলের পানে যার না চাওয়া,

তিল নারকেল তেলের নাওয়া,

টাকার দুখান নাগরী চিটে ॥

গিন্নী মাগীর বদন বাঁকা,

হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা,

সমরে না পেলে টাকা,

কপাল ভাঙে আন্ত ইটে ॥

দুস্ হাতে গিয়ে ঘরে,

কাছেতে দাঁড়ালে পরে,

‘ডাকুয়া বুড়ো ন্যাকুয়া করিস’,

ব’লে দেবে খাওয়া পিটে ॥

পৌষপার্বণ গেলো শীঘ্র,
হলো নাক বাউনি বাঁধা,
ঘরে ব'সে মিছে কঁাদা,
মলেই যাবে সকল মিটে ॥

ঘর কাছে বাই মাথা ঝোঁড়ে,
ছুটো পরমা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জামড়ো পোড়ে,
বাড়ী বাড়ী হেঁটে হেঁটে ॥

জ্ঞানকুটুম্ব ভঞ্জে মরে,
চাল কোটা নাই কার ঘরে,
চৌকর পাড়ে ঢেঁকি হয়ে,
মরে কেবল মাথা কুটে ॥

মেয়েগুলো বেঁধে খোঁপা,
তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষগুলো তাদের কাছে,
পারে নাক ব'ধায় এঁটে ॥

রান্নাঘরে কান্না ছাটি,
তখান না বাক্যে ছাটি,
একবারে হলেন মাতী,
কানিয়ে দিলে কথার চোটে ॥

ভিক্ষে করি চুরি করি,
ঘাড়ে বোঝা বোয়ে মরি,
থাবার কুমার কেবল তারা,
তাদের তো মা * * ॥

কান্দারী পসারী কত,
ছুতোয় ধোঁবা মামা যত,
খোঁপা খাচ্ছে রাজার মত,
দিয়ে নুতন গুড়ের সিটে ॥

নিতিয় আনে নুতন কড়ি,
ভেটুকি মাছে কুমড়াবড়ি,
জ্ঞানকুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে ॥

তাজা ভাজাপুলি দিয়ে,
আরেস পুরে পারেস খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর ঢেঁকুর তুলে,
গুচ্ছে স্বখে ছাপর খাটে ॥

জন্ম পেয়ে ভয়ভয়েতে,
কার কাছে না পারি যেতে,
বিষ হারাপো চোঁড়ার মত,
অভিমানে মরি কেটে ॥

পেট পুড়ে যায় অনাহারে,
ফুটে নাহি বলি কারে,
ধান ক'রে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কান্দি এসে মাঠে ॥

মাঝে মাঝে উপবাসী,
পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসী,
দিবানিশি হাটে বাটে ॥

হাসিও পাঁয় কান্না ধরে,
এবার ভাই অনেক ঘরে,
বৌ শান্তড়ী, নন্দ ভেজের,
চুকলি করা গেল উঠে ॥

পুণ্ডরীক বাঁড়ার সেজোদানী,
দুখান পরনা দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে ॥

তাই দেখে "বৌ" রেগে মরে,
কোন কিছু থাকলে ঘরে,
বেচে খেতেম বাঁধা দিতেম,
শেষ যেতো শেষ খেটে খুটে ॥

যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে,
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানা মত গোড়ে তারা,
খাচ্ছে সবাই বেঁটে চেটে ॥

মুখের পানে ছিলাম চেয়ে,
'দুখান একখান যাও না খেয়ে,'
একটিবারো এমন কথা,
বল্লো না কেউ মুখটি ফুটে ॥

হ'লে পরে মুচি হাড়ি,
গিরে যত বাবুর বাড়ী,
সাপুর অপুর জ্বড়ে দাড়ি,
মেরে দিতেম পাংড়া চেটে ॥

বামুনবাড়ী গেলে পরে,
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
সহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে,
বেড়িয়ে এলেম ঘুঁটে বেঁটে ॥

পাঁক্তের এঁটো বাহা ছিল,
একটি বামুন দিয়েছিল,
বাঁটা বোঁটা কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বমি উঠে ॥

ডেকে নিয়ে সমাধরে,
শ্রদ্ধা ক'রে দিলে পরে,
এঁটে উঠে খেবড় বোলে,
পেটে পুরি সেঁটে হুঁটে ॥

যদি আনি মেগে পেতে,
পেট ভাঙে পাবো না খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা,
মুখে দিয়ে একটু ছিটে ।

দেখতে পেলে চোকীদারে,
ধ'রে দিবে কারাগারে,
নৈলে দুকে ভদের ঘরে,
আনতে যেতেন লুটে পুটে ॥

শাস্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ী,
গেলে পরে মাঝে বাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্সা পেয়ে,
যেতে হবে কলের ঘাটে ॥
এ পাড়ার কর্তা বুড়ো,
নিক্তি মারেন পাটাত মুড়ো,
খুড়ো আমার তাইগো ব'লে,
একটি দিন না দিলেন বেঁটে ॥

দয়াল বাবু কোথায় আছে,
পূরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব কয়াল বাবু,
হাড়ে টোকো মুখে মিটে ॥

গোরাচাঁদের মেলায় যাব,
মেলায় গেলেই হেলায় পাব,
হুঃখী দেখে দয়া ক'রে
অগ্নি দেবে চিঠি কেটে ।

পূজা করে ভক্তভরে,
পূজা করায় ঘরে ঘরে,
হুশো পাঁখো সাংলো তাজার,
কত দিলে লিখে চিঠে ॥

এমন দাতা আছে কেবা,
মুখে করায় উদর-সেবা,
পিটে-পুলি ছিটে শুলি,
মারবে ক'লে আমার পেটে ॥

তাল ঘরে জন্ম লয়ে,
একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন মজুরি খেটে খেতেম,
হ'লে পরে নগনা হুটে ।

গুনে হেঁকেঁকানি শব্দ কানে,
তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল তেজ্জেকানি সার হয়েছে,
কার কাছে বলব হুটে ॥
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা,
আমার হয়ে থাকে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেবো,
হাত বুলায়ে তাদের পেটে ॥

বর্ষ বদায়

ওরে ও চৌষটি সাল । * সাল নস্ তুই সাল ॥
তোরে কেটা বলে কাল ? কাল নস্ তুই কাল ॥
দেখ দেখ এই বর্ষে । কি হয়েছে এই বর্ষে ॥
রাজা প্রজা তোর পর্শে । কেহ আর নাহি হর্ষে
সম দশা সবাঁকার । ঘরে ঘরে হাহাকার ॥
হয়ে গেল ছারখার । সব দেখে অন্ধকার ॥
যত সব দুঃখচার । করে যত অত্যাচার ॥
কাট কাট মাস্ মাস্ । মুখে রব যার তার ॥
বলহীন পরিবার । কারো নাই বর দার ॥
বৃক্কতলা করি সার । চক্ষে ফেলে শতধার ॥
শত শত সখবার । শাঁকা খাড়ু নাহি আর ॥
পতিহীন হয়ে সবে । কানিতেছে হাহারবে ॥
অন্ন নাই বস্ত্র নাই । কিসে বাঁচি ভাবি তাই ॥
বিজ্ঞানাগর নাহি তথা । কে কবে বিয়ের কথা ।
বিয়ে হ'লে বেঁচে যেত । সাধ পূরে খেতে শেত ॥
গহনা উঠিত গায় । এড়াতে সকল দায় ॥
কি করে কপাল পোড়া । বিধাতা নষ্টের গোড়া ॥
বায় সব যমপুরে । সাগর অনেক দূরে ॥
উজানেতে থাকে তারা । সে জলের তঁটি-ধারা ॥
সাগরের লোণা জল । বান ডাকে কল কল ॥
তত দূর নাহি যায় । ত্রিবেণীতে লয় পায় ॥
মুক্ত বেণী এ ত্রিধারা । বৃক্কবেণী-পারে তারা ॥

* সন ১২৬৪ সালে সিপাহী যুদ্ধের সময় যে দুর্ভিক্ষ
এবং মহামারী হয়, তদুপলক্ষে রচিত ।

+ বৃক্কবেণী—প্রয়োগ । সিপাহীযুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের
অনেক হিন্দুসম্প্রদায় বিধবা হয়, এখানে তাঁহারা এই কবির
লক্ষ্য ।

ভবিষ্যতে হতো ভালো। জলিত ভাপের আলো ॥
 সহুপায় হ'লে গতি। পুনরায় পৈত পতি ॥
 চুই লোকে করে পাণ। শিষ্ট লোকে পার ভাণ ॥
 কার বাড়িে কার বোঝা। কিছু নাহি যার বোঝা ॥
 বিশ্ববাস পতি পায়। আবার কি শুনি তার ॥
 অমূল্য নন কালী। সে শুড়ে বা পড়ে বালি ॥
 বিলাতের অভিশ্রায়। আইন বা উঠে যায় ॥
 ওরে কাল দুরাচার, তোর এই অত্যাচার ॥
 প্রথমে আইন খুলে। কের তাহা দিস্ তুলে ॥
 নাগর ডাগর হয়ে। নাগর নাগরী লগে ॥
 দেখায়ে নুতন ক্রিয়ে। যে কটা দিলেন বিয়ে ॥
 সে বিয়ে কি সিদ্ধ নয়। ফিরে যাবে সমুদয় ॥
 শত্রু-লোক হাসালি। আখি-জলে ভাসালি ॥
 রাগ ক'রে যত রাড়ে। শাপ দেবে হাড়ে হাড়ে ॥
 জান না সত্তীর শাপে। জিভবন ভয়ে কাঁপে ॥
 পেয়ে সাবিত্রীর শাপ। যম বলে বাপ বাপ ॥
 সব দিকে নষ্ট ভুই। বাড় ভেঙে পুতে খুই ॥
 তোর দুটে শনি ওড়ে। রাহ আর কেতু পোড়ে ॥
 চিরজীবী জীব বারা। এখনিই মরে তারা ॥
 তোরে দেখে পেয়ে ভয়। যম ছাড়ে যমালয় ॥
 ভাল ভাল ভাল পয়। সৃষ্টি আর নাহি রয় ॥
 লক্ষী গিয়াছেন উড়ে। অমল দেশ জুড়ে ॥
 অলক্ষীর আগমনে। সবাই প্রমাদ গপে ॥
 জিনিসের অমিরর। বাচে কিসে ছাখী নর ॥
 কি হটল হার হার। অনাহারে মারা যায় ॥
 অকাল হটল শেষে। মহামারী দেশে দেশে ॥
 বিজ্রোহীরা করে পাণ। ভূপতির মনস্তাপ ॥
 বায়ে বায়ে মর মর। নরকে প্রবেশ কর ॥
 মন্ত্রপোড়ে ভয় ছাই। তোমার বিদায় গাই ॥

জড় ক'রে পৃথিবীর যত ছেঁড়াচুল।
 জড় ক'রে পৃথিবীর যত কেশেফুল ॥
 তাহাতে মাধান গেল ছাই আর কাষা।
 ঠাই ঠাই ডাই ডাই গোবরের গাদা ॥
 কড়ি পেয়ে নাপিত কিয়দা বাড়ী বাড়ী।
 কাটিয়া পায়ের নখ করিয়াছে কাঁড়ি ॥
 গুরুরের শানা আছে কুকুরের লোম।
 শুকরের ল্যাজ কেটে আনিয়াছে ডোম ॥
 ছেলে বড়ো আদি করি আর সব আর।
 লক্ষীছাড়া বছরের হয়ে গেল সার ॥

রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
 কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥
 হাবাতে বছর ওই যায় যায় যায়।
 অলক্ষী পিশাচী তার পাছে পাছে যায় ॥
 ছুঁও না ছুঁও না ওরে পালাও পালাও।
 পাকাটির আঁটি সব জালাও জালাও ॥
 উড়িয়ে কুণ্ডের ধুম নৃত্য কর স্তম্ভে।
 আলাই বালাই দূর মন্ত্র পড় মুখে ॥
 কাপাসে তুলার বীচি দেও ছড়াইরা।
 শতমুখী-রত্নে দেও হার গড়াইরা ॥
 কানাকড়ি যত দেও মানা নাই তার।
 লক্ষীছাড়া বছরের হয়ে গেল সার ॥
 রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
 কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥

ও পাড়াতে গাধা আছে মরে চেঁচাইরা।
 এক পাশে দেও তারে নজর ধরিয়া ॥
 সে গাধার ডাক আর শুনা নাহি যায়।
 জালাতন সব লোক গাধার জালায় ॥
 মস্তক মুড়িয়ে দেও কিছু নাই গোল।
 আন আন ছোঁমালা ঢাল ঢাল বোল ॥
 বিদায়ি দানেতে ভাই হও না কাতর।
 রাক্ষাস নালায় আছে গোলাপ আঁতর ॥
 বগল বাজাও সব কোণকুঁড়ায়।
 লক্ষীছাড়া বছরের হয়ে গেল সার ॥
 রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
 কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥

নিম্নকের দাঁতবধা জিববধা জল।
 খলের বলভারূপ আধারীয় স্থল ॥
 বিছুটির খেং দেও বিছানা করিয়া।
 আলকুশি দেও তার বালিস ধরিয়া ॥
 মশারি খাটাতে আর হবে না জঞ্জাল।
 কুলের কালর দেয়ী মাকড়সার জাল ॥
 বস্ত্র দেও জুতো দেও দেও অলঙ্কার।
 আঁতাকুড় ধ'রে দেও করক আহা ॥
 পরিয়ে এ ড্রেসখানি ফেলে দেয় পায়।
 লক্ষীছাড়া বছরের হয়ে গেল সার ॥
 রাম বল বাঁচিলাম ঘাম এলো গায়।
 কুলোর বাতাস দিয়ে কর রে বিদায় ॥

চৌটাকাটা

ভক্তকুলে জন্ম লই ভক্ত নই নিজে ।
 যবনের সম সদা জ্ঞান করি বিজে ।
 ভক্ত কর্ম কারে কহে কিছু নাহি জানি ।
 ধর্ম্মাধর্ম্ম পুণ্য পাপ কিছু নাহি মানি ।
 যেখানেতে বাস করি নিজ আড্ডা গেড়ে ।
 লজ্জা ভরে লজ্জা যায় সেই দেশ ছেড়ে ।
 বিচার না করি কত মান অপমান ।
 সমাদর অনাদর সকল সমান ।
 পিপে শুদ্ধ পার ক'রে শুধে খাই রম ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ।
 বাবা কিসে আমি কম ?
 বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।
 এই দেখ বাজে বাবা ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।

ক্ষণমাত্র বিবাহ কলহ নাহি ছাড়ি ।
 করিয়াছি কারাগার শব্বরের বাড়ী ।
 ইয়ারের ভাবে যদি তুই রহে দেল ।
 তুল্যরূপে জ্ঞান করি স্বর্গ আর জেল ।
 কিছুকাল সাঁচাভাবে খাটাগ রহিয়া ।
 জাহির করিব গুণ বাতির হইয়া ।
 আমার প্রতাপে ধরা হইবে অস্থির ।
 দেখা যাবে বীর হর কত বড় বীর ।
 প্রকাশিব নিজ বিজ্ঞা মেরে এক দম ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ?
 বাবা কিসে আমি কম ?
 বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।
 এই দেখ বাজে বাবা ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।

বয়স বাড়িছে যত পাকিতেছে কেশ ।
 ততই ধারণ করি নটবর বেশ ।
 গোড়িম ভাঙ্গেনি যবে উঠে নাই গোঁপ ।
 তখন করেছি আমি পিতৃ-পিতৃ লোপ ।
 শালগ্রাম ফেলে দিয়া বেড়া আমি থরে ।
 ভার্য্যা তারে রেঁধে দিয়া পদসেবা করে ।
 চক্ষে দেখে চূপ মেরে কঠি হন বাবা ।
 গো টু হেল ওল্ড ফক্স ড্যাম ড্যাম হাবা ।
 আমার বুদ্ধির কেউ নাহি পাশ ফন্স ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ?
 বাবা কিসে আমি কম ?

বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।
 এই দেখ বাজে বাবা ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।

একে তো মোহনমুর্তি বুথে মিষ্ট মধু ।
 দম দিয়া বার করি কত কুলবধু ।
 দেশে দেশে মারিয়াছি বাহাজুরী ঢাক ।
 পরবাত্তা ভল করি কেটে নিজ নাক ।
 তটস্থ সকল লোক দেখে মন ফিরা ।
 ধামের ভিতরে চলি মধ্যভাগ দিরা ।
 লাগে লাগে লাগে ফের লাগে লাগে লাগে ।
 শব্বরের বাড়ী থেকে কিসে আমি আগে ।
 কত মিজ ধরে মিজ সব হবে গম ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে আমি কম ?
 বাবা কিসে আমি কম ?
 বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।
 এই দেখ বাজে বাবা ঝন্ ঝন্ ঝন্ ।

কানকাটা

বীরভাবে স্থিরচিত্ত নৃত্য করে বীর ।
 প্রেমভরে যুগল নয়নে ঝরে নীর ।
 বীরাসনে করে বীর মহিমা প্রকাশ ।
 টল টল ঢল ঢল খল খল হাস ।
 হেরিয়া ভক্তের ভক্তি ভরে কাঁপে ঘম ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম ?
 বাবা কিসে তুমি কম ?
 ফাইট লড়েগা ফের কম কম কম ।
 বাবা কম কম কম ।

জারি ক'রে দিলে তুমি যত পরিচয় ।
 সে দফাতে কোন অংশে আমি কম নয় ।
 কত শত হাতী বোঁচা গেল বশাভল ।
 লাঞ্জে নেড়ে বলে ভাড়া দেখ ঘোর বল ।
 আমার নিকটে তুই নাহি পাশ ফন্স ।
 লাঠালাঠি কাটাকাটি কিসে তুমি কম ?
 বাবা কিসে তুমি কম ?
 ফাইট লড়েগা ফের কম কম কম ।
 বাবা কম কম কম ।

বাহাহরি দেখালাম এক চালি তেলে ।
আমি আছি ঠিক ব'শে তুই গেলি জেলে ॥
উপশক্তি-প্রদাদেতে উপশক্তি ধরি ।
শক্তরূপে রক্ত খেয়ে নাশ করি অরি ॥
বিপ্রেয় কথির ভাবি ত্রাণী আর রম ।
পাঠালাটি কাটা কাটি কিসে তুমি কম ?
বাবা কিসে তুমি কম ?
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥

হাসাইলি সব লোক ভুবাইলি নাম ।
জীবন সুখায় তার বামা যারে বাম ॥
নিরুপমা মনোরমা গুণধামা বামা ।
জগরে বিরাজ করে তুণ্য কেবা আমা ?
ভয় শব্দে বাজে ভেরী ভম্ ভম্ ভম্ ।
পাঠালাটি কাটা কাটি কিসে তুমি কম ?
বাবা কিসে তুমি কম ।
ফাইট লড়েগা ফের কম্ কম্ কম্ ।
বাবা কম্ কম্ কম্ ॥

তোষামুদে

তোষামুদে যারা তারা সবাই অসার ।
কেবল বেড়ায় খুঁজে আপন হুনার ॥
তুড়ি মায়ে টপ্পা গায় টাকা ভেবে সার ।
বয়ে মরে রাশি রাশি 'যে আজ্ঞার' তার ॥
মূল্যেতে নিপাত করে পেলে পরে চার ।
বাবুরূপ বৃক্ষের বাঁজুরে গাছ তার ॥
কিসে ভাল কিসে মন্দ নাহি জানে কিছু ।

জেলের হুঁড়ির মত ফরে পিছু পিছু ॥
বাগানেতে লশা তোলে পাড়ে পিচ নীচ ।
কথায় কথায় কহে জল উ'চু নীচ ॥
তখন সেক্সন করে বুরো অভিপ্রায় ।
বাবুজী বলেন বাহা তাহে দেয় সার ॥
বজ্রপি বলেন বাবু 'কেমন গোবিন ।
মাগুমাটি ভাল নয় বাবুন নবান ?'
গোবিন বলেন 'বাবু তাই বটে বটে ।
গুণজ্ঞান কিছু নাই সে বেটার বটে ॥

ফোতোজারী করে পেটা মিছে বুয়ে মরে ।
বাহিরেতে কোচা লম্বা অষ্টরম্বা বরে ॥
আপনি আসিতে দেন কে করিবে মানা ।
চিরকলে পাকি তারা সব আছে জানা ॥
গোবিনের কথা শুনি শ্রীযুত তখন ।
তজ্জিমা করিয়া যদি বলেন এমন ।
'গোবিন্দ কি গুন নাই এরূপ প্রকার ।
নবীন বনেদী লোক বিজ্ঞা আছে তার ॥
কহিতে বলিতে ভাল অতি সুভাজন ।
আচার-ব্য্যভার সব হিন্দুব মতন ॥
গোবিন কহেন শুনে 'হাঁ হাঁ মহাপ্র ।
বাবু বাহা কহিলেন সত্য সমুদ্র ॥
চিরকাল মান্ত তারা সকলের কাছে ।
পাকা বর পাকা বাড়ী ধন ভাল আছে ॥
যেমন সুরূপ নিজে গুণ সেইমত ।
পারসী ইংরাজী জানে শাস্ত্র জানে কত ॥
গোপীপতি বটে তারা গাঁয়ের প্রধান ।
অকাতরে ধারে তায়ে অন্ন করে দান ॥
নবীনের বাড়ী আমি যে সময়ে বাই ।
নবী স্মারি ছানা কত পেট ভোরে খাই ॥
বাবু কন 'গোবিন এসেছে এক খোঁড়া ।
ছই হাত উ'চু তার সঙ্গে এক বোড়া ॥
গোবিন কহেন 'বটে দেখিয়াছি তারে ।
সে বোড়া আকাশে নাকি উড়ে যেতে পারে ॥
পাছে নাহি ধরা হয় হতেছে ভাবনা ।
আমি কি তাহাতে বাবু চড়িতে পাব না ?'
এইরূপ যত আছে তোষামুদে-দল ।
বাবু কাবু করিবারে করে যত ছল ॥
সাক্ষাৎ না করে কেহ সত্যের সহিত ।
অধর্মের চর হয়ে করয়ে অহিত ॥

বুড়াশিবের স্তুতি

(নারায়ণ সাহেবকে বিদায়) ●

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ।

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিকে ভম্ ভম্ ভম্ ।

বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

শ্রীধাম শ্রীধামপুর কৈলাস-শিখর ।
বিশ্বনাথের অপরূপ দৃষ্ট মনোহর ॥
কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত তুমি বুড়া-শিব ।
তথায় বিরাজ করি স্বরাতেছে জীব ॥
শুভদেহ ভূতনাথ ভোলা মতেশ্বর ।
গঙ্গার তরঙ্গ তব মাথার উপর ॥
কখনো প্রথর বেগে কড়ি থম্ থম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া বৃষভে আরোহণ ।
অহঙ্কার অলঙ্কার ভূজঙ্গ-ভূষণ ॥
পক্ষপাত হাড়মালা সদা স্মরণে ভন ।
মিথ্যা ছল ভোষামোদী কিশল্য ধারণ ॥
ধূমপান ছল তব কাগজের কল ।
উর্দ্ধভাগে ধক্ ধক্ জ্বলিছে অনল ॥
দমে দমে দমবাজী নাহি থাও দম ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

টাউন্সেন্ড রবার্টসন নন্দী ভুলী ঢুটো ।
নিয়ত নিকটে আছে দাঁতে করি কুটো ॥
ছাই-ভগ্ন-বিভূষিত এঁটোকাঁটা থায় ।
গালবাচ্ছ করি সদা বগল বাজায় ॥
ডেবিল ছপাশে তারা টেবিল ধরিয়।
এবিল হতেছে স্নেহে তোমারে স্মরিয়।
কাজ ভাল লাজহীন রাজ-প্রিয়তম ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

লাজনার বাবছাল বঞ্চনার বুলা ।
একমুখে পঞ্চানন মাখে বলি শুলী ॥
ভিরঙ্কার পুরস্কার অভুল বিতব ।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে হয়ে থাক শব ॥

কালীকর্ণে কালী তব ক্রময়ে বিহরে ।
শৃষ্টির মড়ার কাঁথা জমা আছে ঘরে ॥
জিহুবন জর করে তব পরাক্রম ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কাউন্সিল কোর্টের গৃহে বড় সমাদর ।
অমরত্ব তত্ত্ব তব বড় পবানর ॥
সিবিল শৈবের দল স্তব পাঠ কবে ॥
হরে হরে বাবাজান বাবাজান চরে ॥
ষোড়শোপচারে পূজা তত্ত্ব করে যোগ ।
মন্দিরে বসিয়ে স্নেহে থাও রাজযোগ ॥
তোমার গুণের কেহ নাহি পায় ফল ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

ধর্মতলা ধর্মহীন গোহত্যার ধাম ।
ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সেরূপ তব নাম ॥
বিশেষ মহিমা আমি কি কহিব আর ।
ফ্রেণ্ড হয়ে ফ্রেণ্ডের খেয়েছ তুমি আর ॥
কত ভাব ধর তুমি কত ভাব ধর ।
রাজ্য করিলে খুন গুণ গান কর ॥
ভ্রমিতে অস্তার পথে কিছু নাহি তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কিসে তুমি কম ?

বাজাও ব্রিটিশ শিল্পে তম্ তম্ তম্ ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

কালো তুমি শাদা কর শাদা কর কালো ।
আলো কর অন্ধকারে অন্ধকারে আলো ॥
হলেয়ে আকাশ কর আকাশেরে স্থল ।
জলেয়ে অনল কর অনলেরে জল ॥
কাঁচারে বানো পাকা পাকা কর কাঁচা ।
সাঁচারে বানো কুটো কুটো কর সাঁচা ॥
কালালীর দ্বন্দ্বদাতা কালালীর ঘর ।
বম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

জাও ব্রিটিশ শিলে তম্ তম্ তম্ ।
 ম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥
 নিতেছি বাবাজান এই তব পণ ।
 দিয়া দিতে করিতেছি বিলাতে গমন ॥
 পাড়-করে পশুপতি করি নিবেদন ।
 থানৈ করো না গিয়ে প্রজার পীড়ন ॥
 ত প্রেত সজ্জীগুলি সঙ্গে লয়ে যাও ।
 থানৈ বসিয়া কেন মাথা আর খাও ?
 জাহি বিদায়ী-বান্ধ টম্ টম্ টম্ ॥
 ম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥
 কিসে তুমি কম ?
 জাও ব্রিটিশ শিলে বম্ বম্ বম্ ।
 ম্ বম্ বম্ বব বম্ বম্ বম্ ॥

অনাচার

গলগুণে এই দেশে বিপরীত সব ।
 যথৈ শুনে মুখে আর নাহি সয়ে রব ॥

এক দিকে বিজ তুই গোলাভোগ দিয়া ॥
 আর দিকে মেলা বসে মূর্গা মাস নিয়া ॥
 এক দিকে কোলাকুলী আরোজন নানা ।
 আর দিকে টেবিলে ডেবিল খায় থানা ॥
 ভুতের সংসারে এই হংগেছে অদ্বুত ।
 বুড়া পুঞ্জ ভূতনাথ হোঁড়া পুঞ্জ ভূত ॥
 পিতা দেয় গলে সূর্য পুত্র কেলে কেটে ।
 বাপ পুঞ্জ ভগবতী বেটা দেয় পেটে ॥
 বৃদ্ধ ধরে পশুভাব জন্তুভাব শিশু ।
 বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ হোঁড়া বলে যিশু ॥
 হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে ?
 যার যার হিচয়ানী আর নাহি থাকে ॥
 ওহে কাল কালরূপ করালবদন ।
 তোমার বদনযুক্ত মরালবাহন ॥
 দেব দেবী কত তুমি করিয়া সংহার ।
 ভারতের স্বাধীনতা করিলে আহার ॥
 কিছু বৃদ্ধি নাহি পাও চারিদিক্ চেয়ে ।
 এখন ভরাবে পেট হিন্দুধর্ম থেয়ে ?
 মোহাই মোহাট কাল শাস্তিগুণ ধর ।
 উঠ উঠ পান লও আচমন কর ॥

রসাত্মক কবিতা

প্রেম-নৈরাশ্য

যার তার আশ্রয়, করিয়া কাতর মন,
এ অবধি না হইল স্থির ।
তাহারে এখনো আর, আশা আছে পাইবার,
আরে মুগ্ধ মানস অধীর ॥
পূর্বে যদি মৈবাহীন, দেখা হতো কোন দিন,
উভয়ের হাসিত নয়ন
এখন হইলে দেখা, নাহি পূর্ক্স-প্রেমেরেখা,
হেঁট করি বিনোদ বদন ॥
হেরে সে বিমল মুখ, নয়নে উপেক্ষে স্থগ,
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে ।
সে সুখান শশধর, সশঙ্কিত নিবহর,
গুরুপরিবার-গোচরয়ে ॥
হবে না হবার নয়, মনেতে নিশ্চয় হয়,
তবে কেন মিছে আশা-স্নেহ ।
অধীর মানস মন, হয়েছে বধির মন,
প্রবোধ মানেন না কোন ক্রমে ॥

প্রেম

যথার্থ প্রেমের পথে পথিক যে জন ।
নির্মল জলের প্রায় স্রিষ্ট তার মন ॥
শুদ্ধভাবে থাকে শুদ্ধ আপনার ভাবে ।
প্রিয়জনে প্রিয়-ভাবে আপনার ভাবে ॥
সবল স্বভাবে পায় সন্তোষের সুখ ।
ভ্রমে কভু নাহি দেখে ছলনার মুখ ॥
রসের বৃক্ষের সেই পরিপূর্ণ রসে ।
ভুবন ভুলায় নিজ প্রণয়ের বশে ॥
ভাব-তুলি স্নেহে তুলি রঞ্জে রঙ্গ ঘটে ।
চিত্তরূপ চিত্র করে জন্মের পটে ॥
স্বথময় শুকপক্ষী ভাল ভালবাসা ॥
মানস-বৃক্ষেতে তার মনোহর বাসা ॥

প্রতিজন প্রতীকণ প্রভাবগণ বলে ।
পড়া-পাখী না পড়ে কত বুলি বলে ॥
আখির উপরে পাখী পালক নাচার ।
প্রতিপক্ষ প্রতি পক্ষ বিপক্ষ নাচার ॥
প্রেমের বিহীন সেই ভালবাসি মনে ।
আগেরে পুছেছি তারে সদয়-সমনে ॥
পোষমানা পড়া-পাখী দরিত্রের দন ।
সাবধানে রাখি কত করিয়া যতন ॥
পোড়া লোকে পাগলকে দৃষ্ট করে তারে ।
আর আমি কোনমতে দেখাব না কারে ॥

প্রণয়ের প্রথম চূষন

প্রণয়-সুখের সার প্রথম চূষন ।
অপার আনন্দ পূর্ণ প্রেমিকের ধন ॥
আঁচে বটে অমৃত অমরাবতী-পুরে ।
প্রমোদিত করে যাঁহে যত সব সুরে ॥
উৎসব সুখসিন্ধু পানে এক বিবু ।
যার আশে এসে রাহ পূর্বিমার ইন্দু ॥
সে সুখার কুখ্যমাত্র নাহি এককণ ।
যদি পাট প্রণয়ের প্রথম চূষন ॥

অনুরের শ্রিয় পের সুধারসমাত্র ।
রসনা সরল গাত্র পরাণে পাত্র ॥
যার লাগি হলো ধ্বংস বহুবংশগণ ।
স্বভাবে অতাব সদা রেবতীরমণ ॥
অজ্ঞাবধি মত্তপাত্র পানীয়-প্রধান ।
বিক্রন্দন-ধাত্তম্যে সদা বিস্তমান ॥
এমন মধুরা সুরা নাহি চায় মন ।
যদি পাই প্রণয়ের প্রথম চূষন ॥

অমল কমল সম কবিতার পৌতা ।

ভারতের রস কবিগণের রস

পানে মুগ্ধ বধা ভাবুকর মন ।
ভায় তৃপ্ত তথা হয় সর্বজন ॥
র প্রসাদে পরিহত পুঞ্জশোক ।
ক-আলোক পায় ভাগ্যহীন লোক ॥
কবিতার শক্তি নাহি প্রয়োজন ।
পাঠ প্রণয়ের প্রথম চুখন ॥

ও দেশে আছে হীরক-আকর ।
কাকনময় সুমেক-শেখর ॥
রত্ন-পরিপূর্ণ রত্নাকর জলে ।
ক্কা মূল্যযুক্ত অনেক সিংহলে ॥
র লইয়া যদি এই সমুদয় ।
রে প্রদান করে হইয়া সদয় ॥
ণ করিব পূরে প্রার্থার চরণ ।
পাঠ প্রণয়ের প্রথম চুখন ॥

ব্র পুরাণাদি সর্বশাস্ত্রে শুনি ।
পুনঃ এই বাণী কহে যত মুনি ॥
রা চুখভরা অসার সংসার ।
তিলেক সুখ সুখার সঞ্চার ॥
ক মতিভ্রম এত স্থলে ঘটে ।
অমুক্তি ছেন কি কারণ ঘটে ॥
বৈ কত সুখ এ তিন ভুবন ।
পাঠ প্রণয়ের প্রথম চুখন ॥

নিরখি প্রকটিত পদ্মবন ।
গীতশ্রুতি করয়ে শ্রবণ ॥
আনন্দ-প্রভা হয় সন্নিপন ।
সহস্র সুখ প্রাপ্ত হয় মন ॥
রসবারি খরস্রোতে বয় ।
স সর্বজ্ঞ ভঙ্গ দেয় লজ্জাভয় ॥
স বর্গভোগ লাভি সর্বকণ ।
ই প্রণয়ের প্রথম চুখন ॥

প্রণয়

সাগি, হয়ে প্রেম অমুয়াগী,
আশাপথে আশা ছিল একা ।
বিধি, দিয়াছেন সেই নিধি,
গোপনে গোতচ্ছিত তার রেখা ॥

নটবর নবরঙ্গী, মনোহর ভাব-ভঙ্গী,
সঙ্গে তার সঙ্গী নাই কেহ ।
স্বভাবে স্বভাববশে, বশোযুক্ত নিজ বশে,
সেহরসে পরিপূর্ণ দেহ ॥
ভাবের করিয়া যুটি, প্রতিবাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেবে দামিনী ঝলকে ।
কিছু তার নহে ঝাঁকা, লজ্জার বসনে ঢাকা,
নয়নের পলকে পলকে ॥
বিশ্বাধরে হৃদা করে, প্রেমিকের ক্ষুধা হয়ে,
বাক্য শুনি ভ্রান্ত হয়ে মনে ॥
পিকবর মধুকর, শুনে স্বর জরজর,
নিরন্তর ভ্রমে বনে বনে ॥
মনে মনে এই চাই, কোনখানে নাহি ঘাই,
ক্ষণমাত্র তার সঙ্গ ছেড়ে
প্রেমভাবে কাছে এসে, ঈষৎ কটাক্ষে হেসে,
একেবারে প্রাণ নিলে কেড়ে ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে, আড়চক্ষু দৃষ্টি ছাড়ে,
ভাব দোষ ত্রিভুবন ভোলে ।
চক্ষে শোভা নাহি তুল, অন্ধকোটা পদ্ম-ফুল,
পবনহিলোলে ঘেন দোলে ॥
তুলনা তুল না তার, তুলনা কি আছে আর,
সে রূপের নাহি অমুরূপ ।
হাস্তভরা আশ্বাসি, গলিত অমৃতবাণী,
ললিত লাবণ্য অপরাধ ॥
কলেবর কমলীয়, নহে কাল গণনীয়,
রুতির সে রমণীয় নয় ॥
ভাবে সব ভাবে স্বীয়, স্বভাবে স্বভাবপ্রিয়,
ত্রয় হেরে ত্রিধমান রয় ॥
অমুয়াগ অভিপ্রায়, হিররূপে দীপ্তি পায়,
আশা চায় উত্তরের আশা ।
দয়া প্রেম সরলতা, এক ঠাই যুক্ত তথা,
হৃদয়েতে মাধুর্যের বাসা ॥
বুঝে সব অভিমত, মনোমত কত মত,
মনোভাব ব্যক্ত করি মুখে ।
বিপক্ষের দূষিধাছে, শোকসিদ্ধি শুবিধাছে,
তুবিধাছে সন্তোষের সুখে ॥
আগে মন ছাঁদিয়াছে, শেষে সত্য বলিয়াছে,
গলিয়াছে ঘেহ-রস নিয়া ।
মম ভাবে কাঁদিয়াছে, কত হাঁদ হাঁদিয়াছে,
বাঁধিয়াছে প্রেম-জঁর দিয়া ॥

দেখিছাছি যতক্ষণ, কত সুখ ভুতক্ষণ,
 প্রণয়ের নানা ফাঁদ ফেঁদে ।
 এখন নাহিক দেখে, কি ফল জীবন রেখে,
 থেকে থেকে প্রাণ উঠে কৈদে ॥
 আমাদের বিনয় করি, ছুটি হাতে হাতে ধরি,
 দেখা যায় ওই যায় চলে ।
 রাহ তার বাক্য আসি, ধৈর্য্যশালী গেল গ্রাসি,
 হাসি হাসি আসি আসি বলে ॥
 হাসি হাসি আসি বোলে, শুনে ভাসি আঁখি জলে,
 এসো এসো কোন মুখে বলি ।
 নিবেদ করিব উঠে, দেখে নাহি মুখে ফোটে,
 মনের আশুনে শুক জলি ॥
 তদবধি আমি নই, আমি আর করে কই,
 আমি আমি কব আর করে ?
 সে যদি আমার হয়, আমারে আমার কর,
 আমার কহিব আমি তারে ॥
 সে দিন পাইব কবে, কবে বা মঙ্গল হবে,
 অমঙ্গল কপালে আমার ।
 উদ্দেশে ওদাঙ্গ লয়ে, চাতকের মত হয়ে,
 আশাপথ চেয়ে আছি তার ॥
 সে যখন মনে আগে, কিছু নাহি ভাল লাগে,
 ভাবি শুদ্ধ বিরলেতে বসি ।
 স্থির নাহি ক্ষণমাত্র, চিন্তাপূর্ণ চিত্ত-পাত্র,
 গাত্র হতে অগ্নি পড়ে খসি ॥
 সে যদি প্রেমিক হয়, প্রেমের দরদ লয়,
 দেখে যাবে কিরূপেতে থাকি ।
 এবার পাইলে দেখা, সুখের জা হবে লেখা,
 দেখা দিয়া একা কোরে রাখি ॥

প্রণয়ের আশা

কত আর রব তার আসা আশা লয়ে ?
 দিন দিন তবু ক্ষীণ প্রেমধৌন হয়ে ॥
 সধা যার মেহভার শিরে মরি বয়ে ।
 আমাদের কি ভূগিবে সে মিছে কথা করে ?
 একাকী সোদন করি এক স্থানে রয়ে ।
 বিরহ-যাতনা আর রব কত সয়ে ?
 বুঝি তার আশাপথে পরিপূর্ণ সুখে ।
 কখনো জানে না মনে নিরাশার ক্ষুধে ॥

এমন না হ'লে পরে দেখা দিত কিরে ।
 আমাদের ভাগ্যবে কেন নিরাশার নীরে ?
 প্রণয়ের লক্ষ্য সেই করে যার আশা ।
 সে বুঝি দিয়েছে তারে ক্লমরেতে বাসা ॥
 আশা দিয়ে বাসা দিয়ে রাখিয়াছে বেঁধে ।
 আমার ভাবিয়া এবে বুঝা মরি কৈদে ॥
 বুঝে না অবোধ মন প্রবোধ না মানে ।
 আমার বলিয়া তারে নিতান্ত সে জানে ॥
 সবে তাঁর এক মন এক ঠাই বাঁধা ।
 ভ্রমেতে আমার মনে লাগিয়াছে ধাঁধা ॥
 হোক হোক তার হোক সুখী আমি ভাতে ।
 আমাদের ফলিল কেন নিরাশার হাতে ॥
 যদি না আসিবে সেই বাঁধা প্রেম ছেড়ে ।
 ছলেতে আমার মন কেন নিলে কেড়ে ?
 যখন বিরলে সেই ব'সে রবে একা ।
 এই কথা বলো তারে হ'লে পরে দেখা ॥
 বিধিমতে তোমার মঙ্গল যেন হয় ।
 মঙ্গল তোমার পক্ষে এ পক্ষে তো নয় ॥
 ইন্দ্রিতে বলিবে সব যে মুখেতে আছি ।
 ছাড়া হয়ে কাড়া মন কিরে গেলে বাঁচি ॥
 বুঝায় বলিও তারে অতি ধীরে ধীরে ।
 একবার দেখা দিয়ে মন ধের কিরে ॥

যৌবন

সিকিরা অযত-নিধি, জীবো দান দিল বিধি,
 নিরুপম যৌবন যৌতুক ।
 যে রতন হারাইলে, কোটি কল্পে নাহি মিলে,
 কালকূট কালের কৌতুক ॥
 জিনিয়া স্তম্ভ-মণি, যৌবন রতন গণি,
 তরলী তুলিতে ভেজ যার ।
 খরতর কর ভরে, জুগধ-রাজীববরে,
 ফুলকরে হরে অককার ॥
 আনন্দ স্বরূপ গন্ধ, রস তার মকরন্দ,
 টলটল করে নিরন্তর ।
 বিবিধ প্রবন্ধে তার, কেলি করে ফুলকার
 চল থার মল-মলুক ॥

দূতা নবরস-রঞ্জে, নিত্য নবরসে মজে,
 নুতা করে পশিয়া নীরঞ্জে ।
 বড় পরিহাস লাভ, হান্তে বিকসিত আশ্র,
 প্রতি অঙ্গে আনন্দ উপজে ॥
 কখন কল্পণ-রসে, নয়ন নীরদ রসে,
 হরিষে বরিষে বারিধারা ।
 সেই ধারা তারাকারা, শীতল ধাহার ধারা,
 ধরা তাপহরা যেন ধারা ॥
 কখন ঘৃণার বশে বিফল বীভৎস রসে,
 মানসের শশ প্রায় গতি ।
 দাবানলে দগ্ধ বন, কুসঙ্গে কুরঙ্গ মন,
 চপল চপলা সম অতি ॥
 প্রণয় পরম রঙ্গ, তাহে হ'লে আশা ভঙ্গ,
 প্রবৃষ্টি পিপাসা পরিশেষে ।
 ভালবাসা ভালবাসা, তাহে পেয়ে ভালবাসা,
 আনন্দের নাহি থাকে শেষ ॥
 হতাশে হতাশ বাড়ি, বিলাপে প্রলাপ পাড়ি,
 শোচনা প্রমিক-মন ঘেরে ।
 শাস্তি নাহি হয় হত, ভ্রান্তিভারে অবিরত,
 সকল স্বপন সম হেরে ॥
 পরেতে প্রবেশ লয়ে, প্রণয়ে বিরাগী হয়ে,
 অস্তরূপ ভাব-পথে ধায় ।
 প্রণয়ের হত্যার, নিরখিয়া নিরন্তর,
 ক্রমে ক্রমে যৌবন পলায় ॥
 হেরিয়া যৌবন অন্ত, মন সদা হুঃখগ্রস্ত,
 নিরন্তর আনন্দ-বিহীন ।
 সুধায় ভ্রমরা সুর, শতদল শোভাশূভ,
 প্রদোষের প্রমাদে মলিন ॥

শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নদর্শন ।

বৃন্দাবন হরি হরি ষারকার আসি ।
 সুখের সম্ভোগ ভোগ সিংহাসনবাসী ॥
 শরীরীতে স্বপ্নযোগ সুখদ শয়নে ।
 ব্রজের মধুর ভাব পড়িয়াছে মনে ॥
 বিষম ব্যাকুল মন করেন রোদন ।
 কোথা গিরি গোবর্জন কোথা কুঞ্জবন ॥
 কোথা কদম্বের তরু কোথা বংশীবট ।
 কোথা শ্রীগোকুল কোথা কাশীন্দীর ভট ॥

কোথায় এখন সেই মোহন সুরলী ।
 হায় হায় কোথা মোর শ্রামলী ধবলী ॥
 বদন-কুসুম-অণু তরু অমরবাগে ।
 পূর্ষভাবে নব ভাব ভাল নাহি লাগে ॥
 কেন বা এমি আমি যমুনার পার ।
 সম্পদ হইল সব বিপদ আমার ॥
 পিয়ালী শ্রামলী আমি কাছে কাছে রাখি ।
 আবা আবা ধবলী ধবলী বোলে ডাকি ॥
 দীপ্তি ধারি ফিরি গিরি গহনের গোষ্ঠে ।
 বেণু-ববে ধেমু সবে পাড়ে পাড়ে ছোটে ॥
 তুণ পত্র খেয়ে সদা নাচে কুতুহলী ।
 হায় হায় কোথা মোর শ্রামলী ধবলী ॥
 কত দিন বিনোদ বিরলবনে যাই ।
 পিয়ালী শ্রামলী আমি দেখিতে না পাই ॥
 দৃষ্টিতে না বাজাতেম মধুর সুরলী ।
 তথাচ আসিত ছুটে সাধের ধবলী ॥
 দিতেম সুখের সহ সুখের আদন ॥
 নাচিয়া খাইত কত নাড়িয়া বদন ॥
 নিরবধি নীরদ নয়নে নীরধারা ।
 এমন ধবলী আমি হইলাম তারা ॥
 ব্রজের রাখাল আমি রাখালের দাস ।
 কোন্ কার্যে কোন্ রাত্রে ভ্রমে করি বাস ॥
 কোথায় প্রাণের তাই শ্রীদাম সুবল ।
 সুধায় সুধায় বনে দেয় অন্ন জল ॥
 হারে রে রে ব শুনে হই জ্ঞানহত ।
 সুখের উচ্ছিষ্ট খেতে মিষ্ট লাগে কত ॥
 পরস্পর সখ্যভাব মরম অন্তরে ।
 দিবানিশি সুখে ভাসি রস-রস্বাকরে ॥
 ভুলিতে কি পারি কভু ব্রজের রাখালী ।
 হায় হায় কোথা মোর শ্রামলী ধবলী ॥

বিষাদে বিদরে বুক খেদে প্রাণ কাঁদে ॥
 কোথা মম প্রেমময়ী প্রাণেশ্বরী রাখে ॥
 এখন সে চাকচূড়া নাহি আর মাথে ।
 সুধামাখা রাখা নাম লেখা আছে যাতে ॥
 ব্রজে বার শেমডোরে সদা হয়ে বাধা ।
 বয়েছি মত্তকে সুখে শ্রী-কৃষ্ণের বাধা ॥
 যার নামে স্তারের মাখিয়া ভক্তরাশি ।
 হইলাম কাশীন্দারী ভিন্দারী সজ্জলী ॥

পদে লিখে কৃষ্ণ নাম করছি কোটালী ।

হায় হায় কোথা মোর শ্রামলী ধবলী ॥

মধুর শ্রীমুদ্রাবনে সুখ অহরহ ।

কতই মধুর ভাব গোপিকার সহ ॥

বাজাইয়া বাঁশী হাসি আসি কুঞ্জবনে ।

নিভা রস-রাসলীলা রস-আলাপনে ॥

কোথা রাসময়ী রাখা রসিকা রমণী ।

মানসী মহিষী শশী মম শিরোমণি ॥

কোথায় বিশাখা বৃন্দা কোথা চন্দ্রাবলী ।

হায় হায় কোথা মোর শ্রামলী ধবলী ॥

কৃষ্ণের প্রতি রাধিকা

হে নটবর সর হে সর ।

ছি ছি কি কর বসন ধর ॥

আমি অবলা গোপেশ্বর বাল্য ।

হলো কি জালা ছুঁয়ে না কালা ॥

করিলে ভারী বিষম জারী ।

নয়ন ঠারি বধিছ নারী ॥

তুমি হে শঠ দাক্ষণ নট ।

কুরব রট রসিক বট ॥

কি হাস হাস কি ভাব ভাব ।

লাজ না বাস ভাব প্রকাশ ॥

গোপী-সমাজে প্রজ্ঞের মাঝে ।

এমন কাজে মরি হে লাজে ॥

আসিয়া কলে হৃদয় জ্বলে ।

কপাল-ফলে কি ফল ফলে ॥

চল হে চল লইব জল ।

কি ছিল ছিল কি বল বল ॥

আমি হে সতী নব যুবতী ।

আয়ান পতি দুর্জয় অতি ॥

না জানে প্রেম মনের ভ্রম ।

ননদী মম সাপিনী সম ॥

ননদী-ভরে শরীর জরে ।

থাকিতে ঘরে পাগল করে ॥

সবল নহে স্বভাবে রহে ।

কুকথা কহে জীবন দহে ॥

আপন বলে কুপথে চলে ।

কথার ছলে অসতী বলে ॥

বাঁকা ত্রিতঙ্গ কর কি রঙ্গ ।

ছাড় হে সঙ্গ ধরো না অঙ্গ ॥

ভব বচনে প্রেম-রচনে ।

গোপিনীগণে হাসিছে মনে ॥

মিনতি করি চরণে ধরি ।

কি কর হরি সরমে মরি ॥

পাপ আশানে শুনিছে কানে ।

গঞ্জনা-বাণে বধিবে শ্রাণে ॥

তুমি গোপাল পাল গো-পাল ।

প্রণয় আলো কেন হে জ্বাল ॥

গোকুলে থাক গোধন রাখ ।

কি হাঁক হাঁক কেন হে ডাক ॥

সুখ-আহার প্রেম ব্যাভার ।

কি ধার ধার কি জান তার ॥

বংশীর ধ্বনি যেন হে ফণী ।

আমি রমণী প্রমাদ গণি ॥

নিময় বাঁশী হৃদয়-ফাঁসী ।

করে উদাসী ছুটিয়া আসি ॥

সখীর প্রতি রাধিকা

নিরুপম অপক্লপ,

নিবিড় নীলম্র ক্লপ,

নিরন্ত নিরখি সখি নয়ন নিকটে গো ।

লোকে বলে কালো,

আমি বলি ভালো,

করিয়া অন্তর আলো পীরিত প্রকটে গো ॥

সখি যবে যাই জলে,

শ্রীকৃষ্ণ কদম্বতলে,

কত ছলে কত বলে যমুনারি গুটে গো ।

শ্রামচাঁদ নবঘন,

আমার চাতক মন,

বদী করে বরিষণ তবে সুখ বটে গো ॥

এ কি জালা আমি বালা,

তাবিলে চিকণ কালা,

ফুটিলে কণ্টকমালা বদন বিকটে গো ।

ভয় করি প্রতিশ্রুণ,

প্রতিকূল পরজ্ঞন,

শ্রামের সরল মন ভাঞ্জে পাছে শটে গো,

পড়েছি প্রণয়ফাদে,

দ্বিবানিশি প্রাণ কাঁদে,

না হেরিলে কালাচাঁদে কত জালা ঘটে গো ॥

মরি কিবা জলী বাঁকা,

চূড়াতে ময়ূরপাখা,

বাঁশীতে অমৃতাধা রাধানাম রটে গো ॥

আমি হে গোপেশ্বর বধু,

বচনে নাহিক মধু,

রসিক নাগরী এই পাণ্ডুর সই মরি ॥

ফলে এই অমৃগম,
পরশে হইবে সোনা বটে কি না বটে গো ॥
ভালবাসে যেনা যাক, বতনে গোপনে রাখে,
মহাদেব মন্দাকিনী ধরিয়াছে জটে গো ।
আর কি গ্রামেরে তুলি, তুলিয়া প্রণয়-তুলী,
লিখিয়াছি কালোক্ষণ মম মনপটে গো ॥

মানভঞ্জন

মানসী-নিশীথকালে সুবক সুবতী ।
উপবনে উপনীত হরষিত অতি ॥
পবিত্র গগনক্ষেত্রে শোভা সুবিমল ।
অচাক্ষুশ শরীর কর করে বলমল ॥
হইয়াছে সরোবর শোভার ভাণ্ডার ।
গন্ধবহ কুমুদের বহে গন্ধভার ॥
বনে বনে করিতেছে বাস বিতরণ ।
রজনীগন্ধের গন্ধে আমোদিত মন ॥
কামিনীর সুবাসে কামিনীমন হয়ে ।
কামিনী কামিনী আশা আপনিই করে ॥
উভয় উভয় কর করি প্রাণারণ ।
হরিছে মনের দুখ করিছে ভ্রমণ ॥
ইচ্ছামতে করে গতি যথায় তথায় ।
রজনী হইল শেষ কথায় কথায় ॥
উঠিয়াছে স্বস্তারার তারার মণ্ডলে ।
বিধু করি মুহুর্ত অস্তাচলে চলে ॥
পাখীতে প্রভাতী গায় স্থললিত রবে ।
সে রবে কে রবে স্থির ব্যাকুলিত সবে ॥
প্রিয় কহে প্রেমসি কি কব হার হার ।
এমন সুখের নিশি বিফলে পোহায় ॥
নিশি কিছু হয় নাই একেবারে শেষ ।
এখনো পুরাতে পারি মনের আবেশ ॥
কুলবান কহে চল চাক্র তরুমূলে ।
কুলবতী বলে বদি কুলবতী-কূলে ॥
উভয় বিবাদে নাই শালিনী তথায় ।
দম্পতি-কলহ বাড়ি কথায় কথায় ॥
কুলবতী কুলবতী-কূলেতে বসিয়া ।
রহিল পতির প্রীতি মানিনী হইয়া ॥
বসনে বদন ঢাকি হেঁট হয়ে রয় ।
কত সাধে সাধে ভায়ে কথা নাহি কয় ॥

কান্তার দাক্ষণ মান কান্তারে আসিয়া ।
কান্তরে কহিছে কান্ত কথা কও শ্রিয়া ॥
একান্তে এ কান্তে কহে পরিহর যৌব ।
করে থাকি অপরাধ ক্ষমা কর দৌব ॥
কত কহে কত সাধে নাতি হয় ভঙ্গ ।
ক্রমে আরো বাড়িতেছে মানের তরঙ্গ ॥
প্রণয়ী প্রণয়ভাবে নাহি পেয়ে মান ।
বিবিধ কৌশল ছলে ভাজিতেছে মান ॥
দম্পতী দেখিয়া বনে, সম্প্রীতি পাইয়া মনে,
বিভঙ্গ কি রঙ্গরস করে ।
শুন শুন শুন ধনি, কেমন সুখের ধনি,
ভাষিতেছে অমধুব স্বরে ॥
মধু পেয়ে মধুকুল, মধু খেয়ে মন খুলে,
মধুরবে করে এই গান ।
মধুর মধুর কাল, মধুর প্রণয় ভাল,
বধুযুগে মধু কর পান ॥
বধু নিজবধু লও, মধুরসে কথা কও,
বধু-যুগে মধু কর পান ।
ছই দেহ এক হয়ে, এক ভাবে ভাবে রয়ে,
এক প্রাণে রাখ ডুই প্রাণ ॥
তোমায় আমার দেখে, গাছের উপরে থেকে,
সঙ্কেত করিছে কত ছলে ।
“গৃহস্থের খোকা হোক, গৃহস্থের খোকা হোক,
গৃহস্থের খোকা হোক” ব’লে ॥
মান কর তুমি বত, কান্তর হতেছে তত,
তার মনে বিলম্ব না সয় ।
“গৃহস্থের খোকা হোক, গৃহস্থের খোকা হোক,
গৃহস্থের খোকা হোক” কয় ॥
বসনে বদন ঢাকি, সুদিয়াছ দুই আঁখি,
পাখীর মনেতে তাই ধোঁকা ।
মানে হয়ে হেঁটমুখী, তুমি যদি হও খুকী,
কেমনে হইবে তবে খোকা ॥
কেমনে পাখীর বোধ, ছাড় ছাড় ছাড় ক্রোধ,
অহরোধ রাখ তুমি তার ।
বলে পাখী “খোকা হোক, খোকা হোক, খোকা হোক”,
তুমি তো সে খোকার আধার ॥
তুমি লো গৃহিণী হয়ে, গৃহস্থের গৃহে রয়ে,
কুলকল্ল প্রতিকুল ভাব ।
কুলবতী নাম লও, কূলে অহকুল নও,
সমুদর স্বভাবে অভাব ॥

মানমতি, ওলো প্রিয়া, মান নিয়া গৃহে গিয়া,
বাস কর হরষিত মনে ।
চুখে ভাসি আঁখিজলে, ব'সে সেই শিলাতলে,
পাখী সহ থাকি আমি বনে ॥
গুরু মানের ভরে, নেত্র নীল ইন্দীবরে,
অকণ্ঠেরে করেছ অধীন ।
ঈ এ কি মিত্রতায়, মিত্র নহে মিত্র তার,
কুমুদের শত্রু চিরদিন ॥
তিল শীতল করে, বাহারে শীতল করে,
তারে করে অনলে পুতিত ।
কমন মানের ভাব, শত্রু সহ মিত্রভাব,
সমুদয় দেখি বিপরীত ॥
রন কুমদ পরে, রাগ রবি কোপ ধরে,
খরতর করমাগে দহে ।
গই পাখী চোক গেল, চোক গেল চোক গেল,
চোক গেল চোক গেল কহে ॥
গতরে কহিছে পাখী, বিনোদি বাঁচাও আখি,
চোক গেল চোক গেল তোর ।
মানে এক খেলা খেলে, চোকের মাথাটি খেলে,
দশা দেখে বুক ফাটে মোর ॥
এত মান মলো মলো, ওলো ওলো চোক খোলো,
ভোলো ভোলো কমল-বরন ।
বকটে দাঁড়িয়ে নাথ, ধর ধর ধর হাত,
কর তার দুঃখ নিবারণ ॥
চোক গেল চোক গেল চোক গেল কর ।
এ রব শুনিয়া পুন পাখী সমুদয় ।।
একে একে হেসে কর প্রিয় সম্ভাষণে ।
কি হলো কি হলো ছি লো এত ছিল মনে ॥
শারী-মুখে সুখ দিয়া শুক করে গান ।
মানিনা কামিনী তোর কত দূর মান ॥
করি মান পরিমাণ না রাখিলে তার ।
মানে হরি মান মান রাখ আপনার ॥
অতিশয় ভাল নয় শুন শুন সতি ।
অভীত করেছ কাল পাতিল কি পতি ?
শারী কর নারী নয় ও যে নিশাচরী ।
নরে কেন দুঃখ দেখে বদি হবে নারী ॥
এ কথা শুনিয়া পাখী দেশের কি হলো ।
কাতর হইয়া কহে দেশের কি হলো ?
রমণী রমণ ছাড়ে মোলো মোলো মোলো ।
দেশের কি হলো হায় ! দেশের কি হলো ?

পুনরায় ডেকে কর বউ কথা কও ।
বার বার এইবার বউ কথা কও ॥
বউ কথা রবে বউ কথা নাহি কোলো ।
দেশের কি হলো কর দেশের কি হলো ॥
গৃহস্থের খোকা হোক হিব নাহি রয় ।
গৃহস্থের খোকা হোক পুনঃ পুনঃ কর ॥
মানিনী মানিনী থাকে খোকা নাহি হলো ।
দেশের কি হলো কর দেশের কি হলো ॥
কঠোরতা দেখে তব কোটরে ঢুকিয়া ।
পেঁচার চেষ্টায় কত গালাগালি দিয়া ॥
কাকা কাকা কাকা ভাব ভাবিতেছে কাকে ॥
এ ভাবের আভাস কহিব আমি কাকে ॥
কাকা কর কতক্ষণ দিবে আর ফাকি ।
কাকা কাকা মার কাকা কথা কও কাকি ।
আমায় ছলেতে কাকা কাকা কাকা বলে ।
তোমায় বলিছে কাকী কাকী রব বলে ॥
বক বকী করিতেছে যত বকাবকী ।
বকী বলে বকা বৃথা বকা বলে বকি ॥
বলে বকী বকি তবে বকা বকা ঘোরে ।
বকা বকী বকাবকি করিতেছে জোরে ॥
আমি যত বকি বকা বলে মিছে বকা ।
ওলো বকি হলো এ কি সুখী ছাড়ে সুখ ॥
হায় হায় প্রাণ যায় কি কহিব প্রিয়া ।
ধার্মিক হয়েছে বক আমায় দেখিয়া ॥
তখাচ নিদরা তুমি ওলো প্রাণসখি ।
খেদে তাই বকাবকি করে বকা-বকী ॥
মানেতে তোমায় প্রাণ দেখিয়া নীরব ।
কুঁহুড়ায় কুঁহু ছলে করিছে কুরব ॥
চিটি চিটি চুঁচি চুঁচি চড়া-চড়া বলে ।
প্রেমরস শিক্ষা দেয় চড়াচড়ি ছলে ॥
চড়া বলে চড়া চড়া চড়া বলে চড়া ।
এইরূপ চড়াচড়ি করে চড়াচড়া ॥
নদীর এ পারে চকা ওপারতে চকা ।
চকা বলে পারে এলো চকি প্রাণসখি ॥
নর নারী ছাড়াছাড়ি থেকে এক ঠাই ।
এলো এলো দম্পতীরে মিলন শিখাই ॥
চকা বলে আমাদের বিধাতা বিমুখ ।
কখনই নাহি জানি রজনীর স্মৃৎ ॥
এমন স্মৃৎ নিশি পেয়ে ভাগ্যকলে ।
যে রমণী মান ক'রে কাটার বিফলে ॥

তার মুখ-পানে আমি চাব না চাব না ।
 তাহার নিকটে আমি যাব না যাব না ॥
 কোন পাখী স্তব করে কেহ করে ক্রোধ ।
 স্তম্ভুর রবে কেহ করে অমরোষ ॥
 কাহারো স্বভাব দেখি কাহারো ভেদানী ।
 মান ভাঙ্গিবারে করে সবাই ঘেদানী ।
 অপক্লপ এতরূপে না ভাঙ্গিল মান ।
 জানিলাম প্রাণ তব ছদ্মস প্রাণ ॥
 এ মানের পরিমাণ বুঝিতে না পারি ।
 কিছুই না জানিলাম মানিলাম হারি ॥
 এত সাধা এত কীদা বিফল হইল ।
 বৃত্যয় সাধনা করি সাধ না পুরিল ॥
 মনে ছিল বনে এসে জুড়াইব প্রাণ ।
 অমৃত উঠিল বিষ কিসে বাচে প্রাণ ॥
 অকারণ মিছা এক অভিমান লয়ে ।
 সুখরসে ভঙ্গ দিলে রসবতী হয়ে ॥
 কমলিনী তুমি ধনি ফুল মধুতরে ।
 বঞ্চিত করেছ কেন ক্ষুধিত ভ্রমরে ?
 কখনো দেখিনি তব এমন প্রকৃতি ।
 পুরুষে বঞ্চনা কর হইয়া প্রকৃতি ॥
 আমার স্মৃতিহীন ভাবের অন্তরী ।
 প্রকৃতি প্রকৃতি তাই কবিতা বিকৃতি ॥
 প্রকৃতি বিকৃতি করি চক্রেতে আকৃতি ।
 তোমার প্রকৃতি দেখে হাসছে প্রকৃতি ॥
 চরে দেখ স্থল জল অনিল আকাশ ।
 স্বভাব কি ভাবে করে স্বভাব প্রকাশ ॥
 চরাচরে চরে বত ভূচরে খেচর ।
 তরু ফুল ফল আদি বস্তু বহুতর ॥
 ব'সে ব'সে যত দেখি অচল মচল ।
 সবাই আমার লাগি হয়েছে চকল ॥
 মানভরে প্রাণ তব ফিরেছে স্বভাব ।
 তাই দেখে একে একে দেখায় স্বভাব ।
 বেশ করি বেশ করি ঘেব করি শেষ ।
 বেশ করি দেশ ছাড়া এলাইলে বেশ ॥
 কি হার দিলাম গৌণে বিহার কারণ ।
 নীহার সে হার পরে করে আরোহণ ॥
 হেলে হেলে হেলেহার করেছিল শোভা ।
 কি কব তাহার দ্যুতি যুনি-মনোলোভা ॥
 চন্দ্রহারে চন্দ্র হারে কিবা তার ছটা ।
 কোথা নাগকেশর বেশর চাকর বটা ॥

বিনোদ বেশর চাকর নাগিকার দোলে ।
 চকোর শোভিত যেন পূর্ণশশি-কোলে ॥
 অপক্লপ বালা বালা ধরেছিলে করে ।
 হীরকের বাজু পোরেছিলে তার পরে ॥
 সহজে কনককান্তি কমনীয় কর ।
 হয়েছিল সার ভাতি অতি মনোহর ॥
 উষসীসময়ে যেন হরিৎ আকাশে ।
 আধখানি চাঁদখানি তাহাতে প্রকাশে ॥
 ষোথরী মুকুতা-হার পোরেছিলে ভালে ।
 গেলেম কতই সুখ দরশনকালে ॥
 নয়নে নিরখি শোভা জুড়ালো ছন্দর ।
 চাঁদ-বেড়া তারা যেন ভুতলে উদয় ॥
 মরি সে মনেও দুখে হরিষে বিষাদ ।
 প্রেম দে প্রমোদে কেন করিলে প্রমাদ ॥
 ষোঁপায় বিরাজে চাঁপা কোথা সেই কেশ ।
 কোথা সেই ভাবভঙ্গী কোথা সেই বেশ ॥
 কোথা সে ফুলের মালা কোথা সেই হেলে ।
 নিকট দেখিয়া উষা ভূষা দিলে ফেলে ॥
 কোথায় মধুর হাসি কোথা সেই ভাষা ।
 এখন কোথায় গেল সেই ভালবাসা ॥
 কোথা সে মধুর ভাব প্রেম-আলাপন ।
 এখন লুকালে কোথা নগিন-নয়ন ॥
 কোথা সে সুখার খনি বিমল-বদন ।
 মদন বাহাতে এসে করেছে মদন ॥
 এখন কি আমি আর সেই আমি আমি ।
 রসালাপ দূরে থাক কথা কোলে ঝাঁচি ॥
 দ্বিজরাজে দয়া কর দ্বিজরাজমুখী ।
 একবার মুখ তুলে কর প্রাণ স্তবী ॥
 না কও না কও কথা তাহে নাহি খেদ ।
 লোকেতে না জানে যেন বটেছে বিচ্ছেদ ॥
 দিলে বাখা খাও মাখা এই কথা রাখ ।
 প্রাণপ্রিয়া গৃহে গিয়া মান নিয়া থাক ॥
 অন্তরে গোপন কর অভিমান-নিধি ।
 এখন এখানে আর থাক না বিধি ॥
 বাড়ারে মানের মান বাসে গিয়া রহ ।
 আমি করি বনবাস বনবাসী সহ ॥
 প্রভাতে করিতে দ্বান কুলবতী কুলে ।
 এখন আগিবে এই কুলবতী-কুলে ॥
 সুরভরঙ্গিনী-ভারে তোমারে দেখিয়া ।
 সুরভ-রঙ্গিনী সব উঠিবে হাসিয়া ॥

আমিও পাঠ্য লাজ তুমি পাবে লাজ ।
 অতএব মানের মাথায় হানো লাজ ॥
 পতির বচনে সতী না করে উত্তর ।
 অন্তরে বাড়ায় মান উত্তর উত্তর ॥
 মজিয়া হুজুর মানো না মানো প্রবোধ ।
 নিশি হয় অবসান কিছু নাই বোধ ॥
 নীল অধরেতে ধনী ঢেকেছে বদন ।
 তাহার ভিতরে আছে মুদিয়া নয়ন ॥
 লোচন মোচন করি আর নাহি চায় ।
 নিশা কৃশা দিবাগম দেখিতে না পায় ॥
 ক্রুরপে ভাঙ্গিব মান ভাবিছে নাগর ।
 আধার অপেক্ষা হলো আধের ডাগর ॥
 পুন কয় সরসে রসিক রসমগ ।
 রসিকা এমন কেন হ'লে রসমগ ॥
 প্রেমিকে পণ্ডিত তুমি কর অবিচার ।
 খণ্ডিতে না পারি মান খণ্ডিতে তোমার ॥
 এখন খণ্ডিতে পারি মনে ভয় আছে ।
 তোমার মানের মান খণ্ডে প্রাণ পাছে ॥
 যে হয় উচিত মনে হ্রস্বিহিত কর ।
 নিজে রেখে নিজ মান মান পরিহর ॥
 মানিনি জ্ঞানিনি এ মান কিসে ।
 আমারে দহিছ বিরহ-বিয়ে ॥
 ইহার উপায় বল কি করি ।
 সম্মুখে থাকিয়া বিরহে মরি ॥
 প্রণয় কারণে কাননে আসা ।
 এসে না পুরিল মনের আশা ॥
 পুলকে তোমাকে রাখিয়া বৃকে ।
 অধর-অমৃত খাইব স্নুখে ॥
 বসন কষণ তোমার স্নুখে ।
 যামিনী যাপন দাক্ষণ দুখে ॥
 কুতলে পোড়েছ কনকলতা ।
 কাতর দেখিয়া না কহ কথা ॥
 বল না ললনা ছলনা ছেড়ে ।
 মধুর কলনা কে নিলে কেড়ে ॥
 এ ভাব দেখিয়া সকলে হাসে ।
 আতাসে কুতাব স্তম্ভ্য ভাবে ॥
 বিকল হইবে কহিব যত ।
 কত বা দহিব সহিব কত ॥
 এ তাবে কতই রবে নীরবে ।
 শুন লো শুন লো কি কহে হবে ॥

সকলে গরবী তোমার মানে ।
 তাদের গরব সহে না প্রাণে ॥
 গরবিনী নিজ গরব ধর ।
 বিপদ-গরব বিনাশ কর ॥
 তথাচ মানিনী রহিল মানে ।
 মানের নিষেধ মানে না মানে ॥
 রসের সাগর নাগর পরে ।
 ললনা ছগিতে ছলনা করে ॥
 “মানমতি, তোলো মুখ” কহিছে খঞ্জন ।
 “দেখিব কেমন তোর নয়ন-রঞ্জন ॥
 এখনি করিব সব বিবাদ-ভঞ্জন ।
 কালো করে রাখিয়াছ মাথিয়া অঞ্জন ॥”
 খঞ্জন হইয়া পাখী এত বল ধরে ।
 দুখিয়া তোমার আঁখি অন্ধকার করে ॥
 একবার খোলো প্রাণ রঞ্জন নয়ন ।
 খঞ্জন গঞ্জন পেয়ে কলক গমন ॥
 কুরঙ্গের কুরঙ্গ দেখিয়া হাস পায় ।
 তোমার কেমন আঁখি দেখিতে সে চায় ॥
 মান-রঞ্জে কুরঙ্গিনী তোমার পে বলে ।
 কি কব হুজুরে কথা শুনে প্রাণ জলে ॥
 দুখিয়া তোমার আঁখি হয়ে অভিমানে ।
 কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি বলে কুরঙ্গিনী ॥
 আপনার কুরঙ্গ করিয়া পরিহার ।
 কুরঙ্গ কুরঙ্গ কব হুজুরে সংহার ॥
 বুক ফাটে গৃধিনীর বচন শ্রবণে ।
 ডাক ছেড়ে দৃষ্টিতেছে তোমার শ্রবণে ॥
 কান পেতে কথা শুনে দেখাইবা কান ।
 তার কান কেটে নিয়ে ভাঙ্গ অভিমান ॥
 আর এক পাখী এলে নেড়ে নেড়ে ঠোঁট ।
 তোমার নাসার প্রতি কহিতেছে চোট ॥
 বার বার ভাবিতেছে বিষম কুতাবা ।
 কহিছে “কাপড় খোলো দেখি তোর নাসা ॥”
 পাখা ঝেড়ে গলা ছেড়ে বলে খেকে খেকে ।
 “নাসা যদি খাঙ্গা হবে কেন রাখ ঢেকে ?”
 ঠোঁট নাক কাটো তার দেখাইয়া নাক ।
 নাকে খত দিয়া পাখী দূর হয়ে থাক ॥
 নিকটে আসিয়া কহে নাচিয়া চমকী ।
 “কেমন তোমার কেশ দেখাও সুন্দরী ॥”
 তার রবে বন দিবা ঘন ঘন যায় ।
 গর্জন করিছে কত চড়িয়া মাথায় ॥

বোরতর নামে বলে "দেখাও চিকুর।"
 "চিকুর দেখাও" ব'লে হানিছে চিকুর ॥
 হায় হায় কব কার আ মরি আ মরি ।
 চুলের গোরব করে পাণিনী চম্বরী ॥
 বিজলী চমকে কত যদি তুল হাই ।
 দ্রিভুবনে তোমার তুলনা দিতে নাই ॥
 যিনি রতি রূপবতী আমার বরণী ।
 লঙ্ঘিত চিকুর চাকু চুঁষিত ধরণী ॥
 এখন করিছে ঘন ঘন বন নাদ ।
 এখনি হইবে তার হরিবে বিবাদ ॥
 দেখিলে তোমার কেশ দর্প যাবে সব ।
 ডাক ছেড়ে কৈদে শেষে হইবে নীরব ॥
 মাথা খুলে হাত দেও চাঁচর চিকুরে ।
 যাক যাক জলদের জাঁক যাক দূরে ॥
 তোমার মধুর হাসি দেখিবে বলিয়া ।
 চকলা কাঁপিয়া উঠে চকলা হইয়া ॥
 ভামিনি কামিনি মম হৃদয় আগারে ।
 হাসিয়া সুখার হাসি দাসী কর তারে ॥
 ডালিম জ্বিনিতে কুচ অভিমান করে ।
 অহঙ্কারে দেখে প্রাণ ফেটে ওই মরে ॥
 তার সহ যোগ দিয়া হইয়া ব্যাকুল ।
 শিহরে শিহরে উঠে কদম্বের ফুল ॥
 একবার কুচযুগ দেখাইয়া প্রাণ ।
 নাশ কর উভয়ের বোর অভিমান ॥
 উভয়ে মিলন করি এই কথা কয় ।
 "ওলো ধনি দেখাও দেখাও স্তনধর ॥"
 দাড়িম ছাড়িয়া বীচি প্রাণে যাক ম'রে ।
 কদম্বের শোভা হের ঝুরি যাক ঝোরে ॥
 তব ক্রীণ কটির গরিমা লয়ে হরি ।
 কোটি করী অদূরে দাঁড়ারে আছে হরি ॥
 হরি লও হরি-দর্প কটি দেখাইয়া ।
 অপূক সে হরি হরি বিবরে ঢুকিয়া ॥
 ভয়ানক যত পশু এই বনে আছে ।
 করিয়া রূপের ঘেব দেশ ছাড়িয়াছে ॥
 হায় হায় হাসি পায় কব আর করে ।
 হরি-কাছে করী নাচে গতি জিনিবারে ॥
 কহিছে করাল ভাবে মরাল আসিয়া ।
 "ওলো সতি কর গতি হাসিয়া হাসিয়া ॥
 গমনের পথিয়া হারাবে তুমি জানি ।
 কেমন চাপিতে জান দেখে এখনি ॥"

তাই বলি হেমলতা হাঁটো একবার ।
 হাঁস হাঁসী দাস দাসী হইবে তোমার ॥
 পুন আর লোকালয়ে আসিবে না প্রিয়া ।
 পলাইবে হতী মুখ শুভ শুভাইয়া ॥
 যে চাঁপার ফুল তব অঙ্গুলী দেখিয়া ।
 কটু গন্ধ সার করে নীরস হইয়া ॥
 চোপা ক'রে সেই চাঁপা করে অহঙ্কার ।
 অঙ্গুলীর শোভা প্রাণ হরিবে তোমার ॥
 হর তার অহঙ্কার আজুল নাড়িয়া ।
 মরুক বরুক দল পড়ুক থলিয়া ॥
 রম্ভাতক উরুশোভা হরিবারে চার ।
 আপনার গুরুভার ভাবেতে জানার ॥
 একবার স্নাননে চাহ মুখ তুলে ।
 হর তার গুরুদেব উরুদেশ খুলে ॥
 খোলা উরু দেখে তার সার হবে খোলা ।
 বাসনা রহিবে তার বাসনায় তোলা ॥
 দেখে তব মুখরূপ অমল কমল ।
 কমলে লুকায়েছিল সকল কমল ॥
 এত দিন ওঠেনিকো কোটেনিকো মুখ ।
 কাঁটা সার কতছিল পেয়ে বোর হুখ ॥
 তোমার বদন আজ দেখিয়া গোপন ।
 জল ফুড়ে বল করি তুলিছে তপন ॥
 মুখ তোলো মুখ তোলো মুখ তোলো ব'লে ।
 আপন গোরব করে দোরভের ছলে ॥
 কেন লো হারাও মান ম'জ্জে ছার মানে ।
 কমলের অহঙ্কার নাহি সয় প্রাণে ॥
 তোলো তোলো তোলো মুখ গোণে খোলো বাস ।
 কমলে দেখাও প্রাণ মধুর সুহাস ॥
 নলিনী মলিনী হয়ে আর না জুটিবে ।
 নিশাযোগে কৃশ্য হয়ে মুখ লুকাইবে ॥
 বলিতেছে প্রাণ তব অধর অধর ।
 ফাটিতেছে বিষফল রাগে করি তব ॥
 অধরের রাগ তারে দেখাও এখনি ।
 রাগে রাগে গোলে খসে মরিবে অমনি ॥
 প্রাণেশ্বর পায়ে ধরি ছাড় ছাড় মান ।
 অপমান হয়ে কেন কর অপমান ॥
 মনের কুভাব যত অভাব করিয়া ।
 এখন প্রকাশ কর স্বভাব ধরিয়া ॥
 শিষ্টজনে ভুট কর মিষ্ট আলাপনে ।
 হৃদয়ে কট দেহ শিহিত শাপনে ॥

এখানেতে অহুগত বত আছে বনে ।
 সজ্জায় প্রদান কর লকলের মনে ॥
 এই বনে হয় যারা তোমার বিরূপ ।
 তাদের হত্যা কর দেখাইয়া রূপ ॥
 দেখাইয়া শরীরের বাহু অবরব ।
 একে একে বিপক্ষের কর পরাভব ॥
 ভাঙিতে তোমার মান শুনিতে বচন ।
 স্থনীতে রয়েছে কাছে যত পক্ষিগণ ॥
 অমৃত-পুরিত ভাষ করিয়া বোষণ ।
 বচনে পূরাও প্রাণ তাদের বাসনা ॥
 যে জন যে ভাবে প্রাণ আছে উমেদার ।
 সেক্ষণ করিয়া তার কর উপকার ॥
 কোণল করিল ভাল রমণীরমন ॥
 গোপনে গলিয়া গেল রমণীর মন ॥
 পতির স্তভাবে, সতী মনে হাসে,
 ভাব না প্রকাশে মুখে ।
 ভাবিয়া নাগরে, প্রণয়-নাগরে,
 ভাসিছে অশেষ সুখে ॥
 আপনা আপনি, কহিছে কামিনী,
 সুখের ভাগিনী আমি ।
 কপালের ফলে, এসে ধরাভালে,
 পেয়েছি এমন স্বামী ॥
 এ ভাব স্মরণে, নাথের চরণে,
 বিনা মূলে দাসী হব ।
 সুখারব শুনে, গুপ্তের এ গুণে,
 চিরকাল বাধা রব ॥
 ভাবুক-প্রেমিক, অংশে রসিক,
 চতুর সৃজন বটে ।
 করিলে যতন, এমন রতন,
 আর কি কাহারো বটে ?
 এক্ষণ আধারে, শোভার আগারে,
 পড়িবে বাহার আঁখি ।
 জীবন যৌবন, করি সমর্পণ,
 আমারে সে দিবে ঐকি ॥
 গিয়ে লোকালয়, থাকা বিধি মর,
 গোপনে গহনে থাকি ।
 বিপক্ষ দূষিত, প্রাণে তুষিত,
 পুষিব প্রেমিক-পাখী ॥
 স্নেহের রজন, করিয়া অঙ্গন,
 নিভত মগনে দাঁখি ।

হৃদয় চিরিয়া, যতন করিয়া,
 ভিতরে লুকায় রাখি ॥
 মনে মনে বর, ওহে রসমর,
 থাক থাক চুপে চুপে ।
 আমারে ছাড়িয়া, কপূর হইয়া,
 ঈশ্ব হে, যেয়ো না উপে ॥
 রেখে পরিমাণ, ছলে করি মান,
 স্থির নহি কোনরূপে ।
 ভাবেতে ভজিছি, রসেতে মজিছি,
 ডুবেছি পীরিত-কূপে ॥
 করি জাগরণ, যামিনী-বাণন,
 কাতর হয়েছ ঘুমে ।
 স্বভাবে অমল, শ্রীপদ-কমল,
 ও পদ রেখো না ভূমে ॥
 পেতেছি হৃদয়, হৃষ্টা সদয়,
 বসো হে তাঁহার পরে ।
 লয়েছি শরণ, চালাও চরণ,
 যেমন বাসনা ধরে ॥
 পুরুষ প্রেমিক, তুমি হে রসিক,
 কি কব অধিক মুখে ॥
 হইয়া বনিক, চরণ মণিক,
 খানিক রাখহ বৃকে ।
 তুমি মহাজন, প্রেম-মহাজন,
 সৃজন সৃখীর বটে ।
 ব্যাপারী হইয়া, হাটেতে বসিয়া,
 লাভে কেন প্রাণ হট ॥
 শরীর আমার, বিভব তোমার,
 যৌবন ন'পেছি হাতে ।
 বুঝিয়া ব্যাপার, কর হে ব্যাপার,
 লাভ হয় ভাল বাতে ॥
 তুমি প্রাণপতি, আমি কুলবতী,
 সহজে অবলা নারী ।
 বাঁচি যত দিন, প্রাণ তব ধন,
 আমি কি তুণ্ডে পারি ॥
 তোমাতে চিনেছি, জৈলোক জিনেছি,
 আপনি কিনেছি আমি ।
 কোথাও যাব না, কোথাও পাব না,
 তোমার সমান স্বামী ॥
 তুমি প্রাণধন, মাথার কুণ্ডল,
 হয়ে কেন পারি বদ ॥

এ কি দেখি সাধ, তুমি কেন সাধ,
অপরাধ ক'রা কর ।
ওহে গুণরাশি, চরণের দাসী,
চিরদিন আছি বাঁধা ।
বলিবে বেঙ্গল, করিব সেঙ্গল,
সাধ ক'রে কেন সাধা ।
শরনে স্থপনে, প্রতি কণে কণে,
তোমার ভজনা করি ।
তুমি ধ্যানজ্ঞান, তুমি ধন প্রাণ,
তোমারি ধারণা করি ।
তোমা বিনা আর, কে আছে আমার,
আর কার আমি হব ।
আমি বিনা আর, একরূপ প্রকার,
শত শত আছে তব ।
ওহে রসময়, ত্যজিয়া আমার,
শত শত পাবে নারী ।
সেঙ্গল প্রকারে, সখা হে তোমারে,
আমি কি ত্যজিতে পারি ?
বঁধু তোমা বঁধে, আমি কারো নই,
কেনা আমি কে না জানে ।
বিধি বিধিমতে, সতী পূজ্য সতে,
স্বখ দুখ নাহি মানৈ ।
বিশেষ কি কব, জান তুমি সব,
জগতে সে নারী সতী ।
পতি বিনা তার, গতি নাই আর,
যেমন কামের রতি ।
দক্ষের তনয়া, অধিকা অভয়া,
প্রধান প্রকৃতি সতী ।
শিব শিবকর, হর দুখহর,
পশুপতি যার পতি ।
সেই মহামায়া, মহাদেব-জায়া,
জীবনে না করি স্নেহ ।
পতি-নিষ্ঠা গুনে, জলে কোপা-গুনে,
তাজিলেন নিজ দেহ ।
এক স্রষ্টাকর, অতি মনোহর,
শোভা করে নভোপরে ।
স্রষ্টার আধার, ভবের আধার,
নাশ করে চারু করে ।
চকোরীর মত, কত শত শত,
নিরন্ত ভজিছে তাঁরে ।

বিনা এক টাল, চকোরীর সাধ,
আর কে পুরাতে পারে ?
তাই প্রাণনাথ, যদি ছুটি হাত,
প্রাণিনাত করি পদে ।
অখানো বলিয়া, করুণা করিয়া,
আমারে রাখ হে পদে ।
আমি হই সতী, তুমি হও পতি,
তোমা বিনা গতি নাই ।
কপালে কি আছে, দুখ ঘটে পাছে,
সখা মনে ভাবি তাই ।
সুরসিকবর, দেহ দেহ বর,
এই অভিজাত করি ।
তোমারে রাখিয়া, ও মুখ দেখিয়া,
আমি যেন আগে মরি ।
আমার অভাবে, স্বরূপ স্বভাবে,
মিশাইয়া পাচে পাচে ।
তব উপকারে, হিত ব্যবহারে,
ধাকে যেন তারা কাছে ।
যেই জলে প্রাণ, তুমি কর দান,
সেই জলে মিশিবে জল ।
এই মনে আশ, যথা কর বাস,
স্থল পাবে তথা স্থল ।
বাতাসে বাতাস, হইয়া শকা",
লাগে যেন তব গায় ।
রূপের যে ভাগ, বস অহরাগ,
আখি-পথে যেন ধায় ।
গগনে গগন, হইয়া মগন,
চারিদিক্ রবে ছেয়ে ।
চালিয়া চরণ, করিবে গমন,
সতত দেখিব চেরে ।
তখন রমণীমণি ব্যাকুল হইয়া ।
না পারে রাখিতে তাব গোপন করিয়া ।
হরিয়া মানের মান অপমান করে ।
রাখিতে পতির মান চাকু তাব ধরে ।
ধীরে ধীরে পাশ ফিরে উঠিয়া বলিল ।
ক্রমে ক্রমে বদনের বসন খুলিল ।
ভাবুকের মনে তার ভাব এই স্থির ।
যন হ'তে শশী যেন হতেছে বাহির ।
থেকে থেকে আড়ে আড়ে করে বিলাকন ।
পূর্ণ নহে একটিল নলিনী-নয়ন ।

নয়নের ভাব দেখে বোধ হয় কেন ।
 অর্দ্ধ-ফোটা পদ্মকুল হুলিতেছে যেন ॥
 সমনয় মুখখানি হইলে প্রকাশ ।
 হলো তার অপক্লপ রূপের বিকাশ ॥
 তরুণী একরূপ ভাব ধরিল তরুণ ।
 যনাচ্ছন্ন প্রাতে যেন উদয় অরুণ ॥
 মুখটাদে বিস্মু বিস্মু ঘামবারি ঝরে ।
 যেন বিধু মুহু মুহু স্রাব্যষ্টি করে ।
 অধরেতে মুহু হাসি কিবা শোভা তার ।
 সিঁদূরে মেঘেতে যেন তড়িত খেলায় ॥
 কপোলের কনকীয় কমনীয় ভাস ।
 নিবথিয়া গোলাপের হলো সর্বনাশ ॥
 গোলাপ বিলাপ করি ভেবে ভেবে মনে ।
 কাঠ হয়ে কাঁটা নিয়ে বাস করে বনে ॥
 স্নেহমুখী প্রমথুর হাসিতে হাসিতে ।
 মধুর বিনয়-ভাব ভাসিতে ভাসিতে ॥
 নীলবাস গলে দিয়া পোড়ে ধরাসনে ।
 প্রণয়িনী প্রণয়িল পতির চরণে ॥
 দেখিয়া সুরূপ গুণ স্তনিয়া স্রব ।
 যেন সেই শত্রু সব মানে পরাভব ॥
 অশ্রুকুল বারা তারা ভাবেতেই স্থখী ।
 কেবল পেচক বেটা বোরতর দুখী ॥
 প্রাণেশ্বরী প্রাণেশ্বরে করি সম্ভাষণ ।
 প্রকাশ করিলে সব মনের বচন ॥
 ঋতিমূলে তার তার এমন মধুর ।
 সুখ-মাখা বচনেতে কুখা হয় দূর ॥
 শিথিতে না পেয়ে পিক মধুর সে রব ।
 বরষায় থাকে ছুখে হঠয়া নীবব ॥
 হয়নি অলির গলা সেকরূপ মধুর ।
 অজ্ঞাপিও ভোঁ ভোঁ ক'রে সাধিতেছে সুর ॥
 জামায় কি দিবে সিঁটি সিঁটি তার সুরে ।
 না শিখিয়া মিছামিছি কিচিচি করে ॥
 মানিনী ত্যজিয়া মান হেসে কথা কয় ।
 “গৃহস্থের থোকা হোক শুনে সুখী হয় ॥”
 তদবধি তার মুখে কিছু নাই আর ।
 “গৃহস্থের থোকা হোক” এই রব সার ॥
 তার পরে “চোক গেল” বলে থেকে থেকে ।
 চোক গেল চোক গেল রূপ দেখে দেখে ॥
 তদবধি আর কিছু না করে প্রয়োগ ।
 চোক গেল চোক গেল হলো এই যোগ ॥

মানিনীর গেল মান নিবথিয়া কাকে ।
 মাতিল আমোদ করি আহ্বারের কাকে ॥
 সুবকে বলিয়া কাকা মান ভান্নিবারে ।
 অস্তাবধি কাকা রব ভুলিতে না পারে ॥
 ছলেতে ভাগিতে মান বউ কথা কও ।
 ডালে ব'সে বলেছিলে বউ কথা কও ॥
 স্তনিয়া মধুর কথা মধুর-রস পেয়ে ।
 “বউ কথা কও” এই গীত দিল পেয়ে ॥
 তদবধি গেলে নাম “বউ কথা কও ॥”
 অস্তাবধি বলে তাই “বউ কথা কও ॥”
 বকা-বকী করেছে বকাবকি সার ।
 “বকা-বকী” নাম তাই হইল প্রচার ॥
 মানিনীর মনেতে মিলন-ভাব ধোরে ।
 ‘চড়া-চড়া’ গেলে নাম চড়াচড়ি কোরে ॥
 নাগরের কোলে ব'সে রসিকা নাগরী ।
 বলে প্রাণ কি ভাবিছ আহা মরি মরি ॥
 ছিলেম বাড়িতে মান মিছে মান নিয়া ।
 বাড়িল তোমার মান সে মান ভান্নিয়া ॥
 ছলেছি বলেছি কত কথায় জলেছি ।
 অন্তরে প্রেমের রসে কেবল গলেছি ॥
 চকল ভয়েছে আঁখি তোমায় না ছেয়ে ।
 মনেতে কেঁদেছি শুধু কুটিলে না পেয়ে ॥
 তুমি হে প্রাণের প্রাণ প্রাণের ঈশ্বর ।
 আমার কে আছে আর তোমার উপর ॥
 তোমার আদরে আমি আদরিণী হই ।
 মনেতে গরব করি প্রেমাদরে রই ॥
 তোমার হৃথেতে হৃথ ছুখে ছুখ পাই ।
 তোমা ছাড়া দুখিনীর কেহ আর নাই ॥
 তুমি হে বাড়িও মান তাই মান করি ।
 রাখিয়া তোমার মান মানে মান হরি ॥
 প্রাণ তব গুপ্তভাব জানিব বলিয়া ।
 ছিলাম মনের ভাব গোপন করিয়া ॥
 জানিলাম সমুদয় মানিলাম হারি ।
 চাতুরী করিব কত আমি নিজে নারী ॥
 ভাবের ভাঙারে তুমি প্রধান প্রেমেশ ।
 চতুরের চূড়ামণি রসিকের শেষ ॥
 দোষ বধি ক'রে থাকি ছার অভিমানে ।
 কল্পন-কটাক্ষে চাও অধানীর পানে ॥
 ছাড় ছাড় ভাড়ি বোঝ কর পরিভাষ ।
 নিজ গুণে কমা কর সমুদয় দোষ ॥

বেশ করি বেশ করি দেখ পুনরীর ।
 যৌগ্য টাঁপার কনি পরাও আমার ॥
 যেক্রপ মরে তাঁব বনের ভিতর ।
 সেইক্রপ নাট কর নব নটবর ॥
 সাজিব তোমার সাজে কি করে হে লাজে ।
 আপনি সাজায় দাঁও যেখানে যা সাজে ॥
 তোমার মনের সাথে সাজাও আমারে ।
 তোমার সাজাব শুধু পেম-হেমহারে ॥
 অপমান অঙ্গের পরালে অলঙ্কার ।
 উপমেয় কিছু নাই রূপের তোমার ॥
 যে দেখে ফুলের ভার সহনীর নয় ।
 রতনের আভরণ সে দেখে কি নয় ॥
 ক্ষণকাল প্রাণনাথ স্থির হও হও ।
 আমার নয়নপথে স্থিরভাবে রও ॥
 কিছুকাল তোমারে হে দলয়ে ধরিয়া ।
 দেখি আঁক নয়নেতে নিমেষ হেরিয়া ॥
 কোনখানে যেয়ো না হে আমার ছাড়িয়া ।
 যদি যাও লও তবে সঙ্গিনী করিয়া ॥
 এই অভিলাষ নাথ আমার অন্তরে ।
 বাস কর অধীনীর নয়ন-নগরে ॥
 যথা ধাবে তথা ঘাব ওহে রসরায় ।
 মাগী হয়ে মেগে মেগে থাণাব তোমার ॥
 পান থরেথরে প্রায় তোমায় আঁমায় ।
 উভয়ে একত্র যোগ কত ভোগ তায় ॥
 কোটি ভাগে কুটি কুটি যদি কর তারে ।
 তথাচ প্রভেদ কেহ করিতে না পারে ॥
 কেমন প্রেমের তাঁব ভেদ নাহি হয় ।
 রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে মিশাইয়া তয় ॥
 তুমি আমি সেইক্রপ প্রেমনিধি নিয়া ।
 রঙ্গে রঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে আঁছি মিশাইয়া ॥
 মানের নিগূঢ় তাঁব কিছু নাহি লয়ে ।
 তুমি বল রব আমি তোমা ছাড়া হয়ে ॥
 তোমা ছাড়া আমি হব ভেবো নাকো মনে ।
 যুগের মিলন ছেড়ে বাঁচিব কেমনে ॥
 এখনি প্রমাণ দেখ রঙ্গে খেলে পাশা ।
 তুমি তো পণ্ডিত বট প্রেমে নও চাষা ॥
 দেখ তে কাঠের বল যুগে যদি রয় ।
 কোটি যুগে তার আর নাশ নাহি হয় ॥
 প্রণয়ের কার্য করে যুগ যুগে রয়ে ।
 ক্ষণকাল নাহি বাঁচে যুগছাড়া হয়ে ॥

যুগ ছেড়ে কাঠ যদি মবে এইরূপে ।
 প্রেমের বিচ্ছেদে আমি বাঁচিব কিরূপে ॥
 অতএব দলবেশ আর কেন চল ॥
 রজনী পতাত হয় গৃহে চল চল ॥
 আঁখি ছাট ঢুলু ঢুলু নিদ্রার আবেশ ।
 তোমারে ঘুমায়ে আগে ঘুমটিক ধের ॥
 গৃহকার্য পূজা স্নান করি সমাপন ।
 তোমারে মনের সাথে করাব ভোজন ॥
 নারিকার মুখে শুনি পীযুষবচন ॥
 সন্তোষ পাইয়া স্নান নারকের মন ॥
 আঁচরে প্রিয়ার গায়ে হাত দিতে যায় ।
 রংগী অমনি হেসে ঢ'লে পড়ে যায় ।
 উভয়েই টল টল চল চল কায় ।
 টলাটলি টলাটলি হটল তথায় ॥
 কবি কহে প্রণয়ের গলাগলি যথা ।
 টলাটলি টলাটলি বাকী নাহি তথা ॥
 হাত মুখ ধুয়ে দৌহে তটিনীর জলে ।
 সন্মমে বদন পরি নিকতনে চলে ॥
 করিতে করিতে জপ মহেশী মহেশ !
 আলয় আলয় করে আলয়ে প্রবেশ ॥
 গৃহিনী আসিয়া দিল গৃহকাজে মন ।
 গৃহী আসি করিলেন স্নেহেত শরন ॥
 এইরূপে প্রেমালোকে প্রেমিকা প্রেমি
 হরিবে করিল কাল কি কব অধিক
 মাধবী মানের পালা অস্ত হ'ল সাধ ।
 বরষার লেখনী ধরিব পুনরায় ॥
 সকলি রহিল গুপ্ত গুপ্তের ভবনে ।
 হবে তাহা আছে বাহা ঈশ্বরের মনে ॥
 এ রূপে যতপিন শুনি বিরসের ফনি ।
 শোব না এ তাঁব-গৃহে ছোঁব না লেখনী ॥

ভালবাসা

(বহুদিন পরে নারক-নারিকার সাক্ষাৎ ।)

প্রথমে যখন হয় প্রেমের মিলন ।
 মনে কর কি বলিয়া তুষিয়াছ মন ॥
 সেই তুমি সেই আমি সেই এই স্থান ।
 স্নেহ যথা করিয়াছে স্নেহে অবস্থান ॥

সেই, সেই, এই সেই, সব বর্তমান ।
সেই প্রেম কোথা তবে বল দেখি প্রাণ ?
একদিন আশাহীন হয় নাই আশা ।
পুরাবে আশার আশা সদা ছিল আশা ॥
জানিয়েছ ভালবাসা সুখের বচনে ।
আমি সেই ভালবাসা ভালবাসি মনে ॥
আমার বচন মন উভয় সমান ।
পরীক্ষায় পাইয়াছ প্রচুর প্রমাণ ॥
ভক্তীভাবে নাহি দেখে বিশেষ বিরাগ ।
আমি তাই ভাবিতাম সুখের সোভাগ ॥
কোথা সেই ভাব-ভক্তী কোথা অমুরাগ ।
বল না তাদের প্রতি এত কেন রাগ ?
ভিন্নভাবে ভাবি প্রাণ প্রেমাবধীনে জনে ।
রাগ ক'রে ভাগ কেন বসিয়েছ মনে ?
ভাল ভাল সেও ভাল আমি পড়ি রাগে ।
প্রেমের মাথায় বাজ কাজ নাহি ভাগে ॥
যেমন মনের সাধ কর সেই ক্রিয়া ।
নিছে কেন রাগারাগি ভাগাভাগি নিরা ॥
প্রলাপের উদয় অস্তরে অহরহ ।
আলাপ কেবল করি বিলাপের লহ ॥
চাঞ্চল্যে প্রান্ত হয়ে ঘুমায়েছ মন ।
আর প্রাণ আলাপের নাহি প্রয়োজন ॥
পিছেদের বুক রেখে সুখে প্রাণ আছি ।
চোক মাত্র দেখি শুধু যত দিন বাঁচি ॥
বিনিময় বিনা তুমি প্রাণ মন দিয়া ।
জন্মে আর নাহি হাঁটো এই পথ দিয়া ।
কেমনে হইবে দৃষ্টি আমার উপর ।
দণ্ডরূপে বাঁধা আছ গভীর ভিতর ॥
সাক্ষ্য পাইব কিসে নাহি পূর্বমত ।
আমি কোথা দূরে আছি ভুলিয়াছ পথ ॥
বিরহে বিরগে বসি কাঁদি আমি একা ।
বপনে তোমার লহ শুধু হয় দেখা ॥
তাঁহাতে যেরূপ হয় জানে যাত্র মন ।
তুমিও জানিতে পার দেখিলে বপন ॥
সেইরূপ তোমার নয় প্রশ্ন কপট ।
বপন গোপন তাই তোমার নিকট ॥
বভাবে আমার ভাবে দেখিলে বপন ।
প্রেম-সুধাধানে কেন হইবে ক্লেশ ॥
ভাল ভাল থাক ভাল আমি তাই চাই ।
ভাল ভাল দেখা হ'লে বেঁচে আছি তাই ॥

ছথের উপরে দ্বন্দ্ব সুখ পুন দ্বন্দ্ব ।
কি ব'লে আদর করি ব্যাধি মুখে ॥
অকস্মাৎ এ কি ভাব চাক দরশন ।
বল দেখি এখানেতে কেন আগমন ?
বিপন্নত দেখি আজ মোহিত হৃদয় ।
অপক্লপ দিনমণি পশ্চিমে উদয় ॥
ক্লেণে ক্লেণে মুখ দেখে হতেছে বিদ্রয় ।
তুমি কি হে সেই তুমি সেই তুমি নয় ॥
ক্লেণে ভাবি আমি বুঝি সেই আমি নই ।
ভাবি হে তোমায় তাই সেই তুমি কই ॥
এসো এসো এসো প্রাণ যে হও সে হও ।
আমি কিহু সেই আমি তুমি সেই নও ॥
এ ভাবে কি হবে আর মিছে মন ছোলে ।
গোলে যেতো মন মন সেই তুমি হ'লে ॥
হও যদি সেই তুমি তুমি বটে সেই ।
ফলতঃ তোমাতে আর সেই তুমি নেই ॥
সেই মুখ সেই চোক সেই অবয়ব ।
পূর্বকার আকার হয়েছে বটে সব ॥
স্বরূপে স্বভাবে আছে সমুদয় ভাগ ।
আকৃতির সঙ্গে শুধু আছে এক দাগ ॥
এখন তোমায় প্রাণ দেখে মরি রেগে ।
সত্য করি বল প্রাণ কে দিয়েছে বেগে ?
আছে সব পূর্ববৎ আকার প্রকার ।
একমাত্র ভাবান্তর হয়েছে তোমার ॥
গেলে গেলে যাও যাও একেবারে গেলে ।
পুনরায় কেন প্রাণ দাগা হয়ে এলে ?
বৈধেছি মনের হাতে প্রতিজ্ঞার তাগা ।
করিয়াছি এই পণ পৃথিবী না দাগা ॥
এখন কি অন্ধকারে জলে আর আলো ?
কাড়াকাড়ি ভাল নয় ছাড়াছাড়ি ভালো ॥

প্রীতিবিষয়ক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ।

বল না বল না প্রাণ ললিত নয়নি ।
নলিনী মলিনী কেন করে সে রজনী ?

উত্তর ।

যেরূপ স্বভাব বার সে চার সেরূপ ।
শক্তির বিস্তার করে করিতে স্বরূপ ॥

তিমিরে ত্রিলোক পূর্ণ পূর্ণ করে যেই ।
তামরসে স্তম্ভোরাশি দান করে সেই ॥

প্রশ্ন ।

অবনী আসিতবর্ণা নিশা যদি করে ।
তবে যে কুমুদী রাজে রজত-নিকরে ?
উত্তর ।

সময়েতে হয় যারে বন্ধু অহুকুল ।
কি করিতে পারে তারে শত্রু প্রতিকুল ॥
কুমুদ-বান্ধব ইন্দু পূর্ণালোকমর ।
তিমিরারি আশ্রিত তিমিরে নাহি তর ॥
প্রশ্ন ।

কোথা সেই ঈন্দু-বন্ধু দিবা আগমনে ?
মুদিত কুমুদী-ছবি রবির কিরণে ?
উত্তর ।

উপযুক্ত প্রতিযোগী মান যদি হয়ে ।
মানী তাহে মনে মনে স্ফোভ নাহি করে ॥
শশী সূর্য্যে ভেল বহু ভাবি মনে মনে ।
কুমুদী মুদিত হয়ে ছপ নাহি গণে ॥
প্রশ্ন ।

কুমুদিনী কমলিনী নায়ক বিপক্ষ ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য ?
উত্তর ।

শ্রেষ্ঠ গুণ তার যার স্বভাব মঙ্গল ।
সে নহে উত্তম যার ক্ষময়ে গরল ॥
স্বশীতল স্বধাকর নায়ক-প্রধান ।
কৃশাস্ত-পূরিত তাহু কৃতান্ত সমান ॥
প্রশ্ন ।

নলিনীনায়ক যদি নায়ক অধম ।
পদ্ম তবে কেন তারে তাবে প্রিয়তম ?
উত্তর ।

সমানে সমানে যদি মিলন উপজে ।
উভয়ের মন তবে প্রেমরসে মজে ॥
লজ্জাহীন কমলিনী পূর্ণ অহঙ্কারে ।
প্রচণ্ড মার্ত্তও-কর ভাল লাগে তারে ॥
প্রশ্ন ।

নলিনীর লজ্জা তাই কিরূপে জানিলে ?
রূপগর্বে গর্জিত সে কিরূপে মানিলে ?
উত্তর ।

মুখের তলিমা দেখি মন জানা যায় ।
কে ভাল কে মন্দ লোক পরিচিত তার ॥

বিশেষ পদ্মিনী হুটে প্রভাত-প্রহ- ।
পতি-চক্ষে মূলি বিয়া উপপত্তি করে ॥
প্রশ্ন ।

কলানাথ কুমুদের প্রেম কি কারণ ।
উত্তম নামেতে খ্যাত বল কি কারণ ?
উত্তর ।

উত্তম প্রশরী বলি ব্যাখ্যা করি তারে ।
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদে-ক্লেশ নাহি হয় যারে ॥
অমা-আগমনে স্বধাকর না প্রকাশে ।
তথাপিও কুমুদিনী হৃদয়নে তাসে ॥
প্রশ্ন ।

শশী অহুসারে বল নিশি কি কারণ ।
কুমুদীর ক্লেশকরী না হয় কখন ?
উত্তর ।

প্রবল বিপক্ষ যদি স্থানান্তর হয় ।
কার সাধ্য তাহার অধীনে করে জয় ?
কম্মাত্র কলানাথ হইলে অন্তর ।
নিত্য কুমুদীর হবে প্রোহন অন্তর ॥
প্রশ্ন ।

বল দেখি প্রিয়তমে করিয়া বিচার ।
নাগিকার শ্রেষ্ঠগুণ কাহাতে সঞ্চার ?
উত্তর ।

লজ্জাবতী যে যুবতী উত্তমা সে হয় ।
সেই মাত্র জানে সত্য কিরূপ প্র- ॥
লজ্জিতা প্রেমদা সহ কুমুদী উপা- ।
লজ্জাহীন পক্ষিনী নায়িকা-অধমা ॥

প্রণয়গর্ভ মান

এসো এসো এসো প্রাণ বসো এইখানে ।
ভাল আছি বল মুখে শুনি তাই কানে ॥
ভাল ভাল ভালবাসো না বাসো আমার ।
তুমি যদি ভাল থাক ভাল থাকি তার ॥
তাবেতে জানাও যেন ভালবাস কত ।
কেমনে সে ভাব তব হব অবগত ?
কলেতে কিরূপে তুমি লুকাবে স্বভাব ?
তাবেতেই বুঝা যার ভিতরের ভাব ॥
অন্তর হয়েছ তুমি অন্তরেতে থেকে ।
সকলি বুঝিতে পারি সুখখানি দেখে ॥

হাসি হাসি মুখখানি তাহে কত ঠাঁট ।
হাসির ভিতরে আছে কাকির কপাট ॥
আছ তুমি যদি সেই প্রেমহীন ছেলে ।
থেকে থেকে দেখে কেন প্রাণ উঠে কৈলে ॥
রাখিব তোমার আর কেনন করিয়া ?
বোধ হয় উড়ে যাবে শিকল কাটিয়া ॥
এত ক'রে পুথিলাম না মানিলে পোষ ।
জানিলাম সে আমার কপালের দোষ ॥

হাসি হাসি মুখ ?

(নারিকার উক্তি)

আপন মনের ভাব গোপন করিয়া ।
প্রতিদিন থাক তুমি মলিন হইয়া ॥
একবার মুখখানি না হয় সরস ।
বধন চাহিয়া দেখি তখনি বিরস ॥
এইরূপ ভাবভরে থাক প্রতিরূপ ।
কে খেদ সর্বদা ধন করেছে হরণ ॥
হুগাইলে কোন কথা সদয় না হও ।
আপনার ভাবে তুমি নীরবেই রও ॥
অকস্মাৎ এ কি দেখি সুবিশেষ কও ।
আর যেন সেই তুমি সেই তুমি নও ॥
এই ছিলে অধোমুখে পেরে বোর হুথ ।
বড় বে হয়েছ আজ হাসি হাসি মুখ ?

কি ভাব কি ভাব মনে ভেবে বোঝা তার ।
ছিল না স্বভাব তব স্বভাবে সকার ॥
দেখিয়া তোমার ভাব ভাবিতাম মনে ।
এ ভাবের ভাবান্তর হইবে কেমনে ?
আচম্বিতে দেখি প্রাণ সে ভাবে অতাব ।
আর এক অপরূপ ভাবের প্রভাব ॥
তব তার নব ভাব ভাবিবার নয় ।
অনুভব করে ভাব সাধ্য কার হয় ?
ভাবের ভাবুক তুমি বুঝিয়াছি ভাবে ।
যে ভাবে এ ভাব তব সে ভাব কে পাবে ॥
কি ভাব উঠেছে মনে কি সে এত সুখ ?
বড় বে হয়েছ আজ হাসি হাসি মুখ ?

হিলাম চক্কর বালি আমি হে তোমার ।
আমায় দেখিলে হতো মুখ তার তার ॥

একবার স্নাননে দেখনি আমার ।
ফুলিয়া উঠিতে রাগে আমার কথার ॥
কহিতাম বত কথা হইয়া সরস ।
শুসুরে শুসুরে তুমি কাণিতে কেবল ॥
বিব বিব বোধ হতো হাত দিতে কানে ।
ফুটে কিছু বলিতে না জলিতে হে প্রাণে ॥
হঠাৎ যে সে তাবে কেন হলো ভাবান্তর ?
পবনরূপে তাব যেন মনের ভিতর ॥
কিসে মন খুলিয়াছে ফুলিয়াছে বুক ।
বড় বে হয়েছ আজ হাসি হাসি মুখ ?

সামিতাম কামিতাম পড়িয়া ধুলার ।
কতরূপ করিতাম ধরিতাম পার ॥
প্রেমের প্রমোদে তুমি ভাবিতে প্রমাদ ।
রিব ক'রে বিব খেতে মনে হতো সাধ ॥
হৌও না আমার তুমি কাছে ঘাই যদি ।
ভাবিয়াছ আমি যেন কখনাশা নদী ॥
চোখোচোখি হ'লে পরে মুখে দিয়ে বাড় ।
চোক বুজে থাকিতে হে নোয়াইয়ে বাড় ॥
কাছ থেকে স'রে গেলে ফেলিতে নিখাস ।
লাগিত তোমার যেন হাড়তে বাতাস ॥
এখন দেখিনে কেন সে সব অসুখ ?
বড় বে হয়েছ আজ হাসি হাসি মুখ ?

বিরলে একেলা যদি দেখিতে আমার ।
আকাশ ভাবিয়া যেন পড়িত মাথার ॥
দিশেহারী হয়ে যেতে চলিত না রথ ।
খুঁজে আর নাহি পেতে পালাবার পথ ॥
মনোহুধ কিছুদিন দূরে গেলে পর ।
রাম বোলে রাম দিয়ে ছেড়ে যেত অর ॥
হইতে তোমার তুমি ঘেব যেতে ভুলে ।
উন্মিত সুখের সিদ্ধ আপনি উথলে ॥
শাপ তেবে শাপ দিতে সকল সময় ।
আমি পাছে আমি কাছে হতো এই ভয় ॥
ভয়েতে করিত সদা প্রাণ ধুক ধুক ।
বড় বে হয়েছ আজ হাসি হাসি মুখ ?

আজ আমি কোন্ বাটে ধুয়েছি হে মুখ ?
হুয়ে গেল এতদিনে চিরকলে হুথ ॥
প্রকৃতিতে পশ্চিমে হলো রবির প্রকাশ ।
ঈদকালে আচম্বিতে দক্ষিণে বাতাস ॥

অবট ঘটনা এ যে যা হবার নয়।
 আমার নিশিতে হলো শবীর উদয় ॥
 এখনো মনের ভাব করনি প্রকাশ।
 ভলিভাবে দেখায়েছে মুখের আভাষ ॥
 হাসি হাসি দেখিলাম বহন তোমার।
 সাপের মুখেতে যেন সুবার ডাঙার ॥
 হইল আমার তায় পাঁচ হাত বুক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

তোমার মনের নদী ছিল একটান।
 আজ কেন তার ঢেউ বহিছে উজান ॥
 খাঁটি হয়ে ভাঁটি শ্রোত খেলিত স্বভাবে।
 সে টান কি ফিরে গেল বায়ুর প্রভাবে ॥
 বল বল কার কাছে শিখে এলে রস।
 বিরল বদন কেন হইল সরস ?
 কি টানে হইল প্রাণ এ টান তোমার ?
 কি রসে হইল এই রসের সঞ্চার ?
 টানাটানি বোটে যদি তবে বুঝি টান।
 স্বরসের রসে জানি রসিক-প্রধান ॥
 বিনা মেঘে পড়ে জল এ বড় কৌতুক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

কে বলে রসিক নও রসের সাগর।
 জানিলাম তুমি প্রাণ রসিক নাগর ॥
 আমি তার শরির পাইলাম সবে।
 রসবোধ না থাকিলে এত কেন হবে ॥
 ঘরে এসে মুখ যেন সেই মুখ নয়।
 বাহিরেতে কত রস ছড়াছড়ি হয় ॥
 বাঁকামুখ নহে আজ সরস অন্তর।
 এনেছ পরের রস ঘরের ভিতর ॥
 সময়েতে সাজে আর করিয়া গোপন।
 কার এঁটো রস এনে দেখাও এখন ?
 এঁটোরসে চেটো নই দেখো না চুনক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

জানিতেছ অঘাট ভিখারীর ভাব।
 হাতে পোড়ে লুটে পাও এমন স্বভাব ॥
 ঠাঁট দেখে কাঠ হয়ে আছি আমি একা।
 রাখিয়াছ চোখে চোখে চোখে নাই দেখা ॥
 হয়েছ হাটের নেড়া হজুক তো চাই।
 ঠাঁটের ঠাঁকুর খট নাটের পোঁসাই ॥

বজায় রেখেছ ঠাঁট হয়ে ছাড়াছাড়ি।
 আজ ভাল ঠাঁটে ঠাঁটে হাতে ভেঙে ছাড়ি ॥
 আগে যদি জানিতাম এত বাড়াবাড়ি।
 তবে কি তোমারে আর কোন মতে ছাড়ি ?
 করি নাই আশ্রয় আমারি সে চুক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

প্রাণ তুমি আপনি হে নহে আমার।
 কেমন করিয়া তুমি হইবে আমার ?
 পরসে পরবশে সদা পরবশ ॥
 তবে ত আমার হতে হইবে বাধন ॥
 তোমা হতে ছাখিনীর কথ বা হবার।
 সমুদয় হয়ে বোয়ে গিয়াছে আমার ॥
 সময়েতে একদিন না হইলে বশ।
 রসময় অসময় দেখাতেছ রস ॥
 আমাতে কি আমি আছি আমি হে কি আমি।
 এখন কি ভুলি ঠাঁটে খাটে গেলে বাঁচ ॥
 বাঁচিবার সাধ আর নাহি একটুক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

ঠিক যেন ধর্মশীল বকের মতন।
 কত দিন প্রাণ তুমি হয়েছ এমন ?
 বাহিরের ভাব যেন নব তেকধারী।
 ভিতরের ভাব কিছু বুঝিতে না পারি ॥
 কপটে কোশল হেন করেছ ধারণ।
 তোলা তোলা ভাব যেন খোলা খোলা মন ॥
 এখন কি ক'রে আর হ'লে মন-তোলা।
 বিদায় করেছ আগে হাতে দিয়ে খোলা ॥
 আর যেন নাহি লাগে তোমার বাতাপ।
 ফেলেছি বাড়ির বোঝা হুইছি খালিগ ॥
 একেবারে পড়িয়াছে পীরিতের তুক।
 বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

পায়ের কত পচিরাছি দাঁতে ক'রে কুটো।
 সাঁজা-ধন লুকাইয়ে দেখাইলে বুটো ॥
 কাঁচাকালে কচি ফল হয়ে গেল সুটো।
 মনের আগুনে জলি বলি তাই ছটো ॥
 দেখাতেছ নবরাগ বিনাগে কি রাগে ?
 দিতেছ আগার জল গোড়া কেটে আগে ?
 রজকের লাভ কোথা উলঙ্গের কাছে ?
 কাটা গাছে জল দিয়ে লাভ কিবা আছে ?

আপনি ভেঙেছ মন উপায় কি তার ।
ভাঙামন কখনো কি গোড়ে থাকে আর ?
কাটা গোড়া দিয়ে বোড়া কে শিখালে তুচ্ছ ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

কি জানি কেমন কোরে সে করেছে তুচ্ছ ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

নাগকের উত্তর

(বাকামুখ কবে ?)

কিছুতে না হয় আর মানের বিকার ।
মান আর অপমান সমান আমার ॥
আছে দেহ নাহি প্রাণ হয়ে আছি শব ।
যত তুমি জালাইবে শবে সবে শব ॥
সবিশেষ পেয়েছি হে প্রেম-পরিচয় ।
প্রাণ আমি বিবকুমি বিবে নাই ভয় ॥
হাড়ে হাড়ে বিধিরাছে বিচ্ছেদের বাণ ।
সমুদ্র সহ ক'রে হয়েছে পাষণ ॥
ভোগা মেরে দাগা দিলে সাধের সমর ।
দাগা মেরে চুরি আর এখন কি হর ?
সমভাবে ভোগ করি সুখ আর দুখ ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

বড় যে মনুর ধনি স্তনি আজ ধনি ।
একেবারে খুলিয়াছ অমৃতের খান ॥
স্বভাবে সমান আছে আমার স্বভাব ।
আপনার ভাবে তুমি ভাবিছ স্বভাব ॥
নেই আমি সেই আছি আছে নেই ভাব ।
একদিন নাহি হয় ভাবের স্বভাব ॥
যখন ভোমার দেখে যে ভাবের ভাব ।
সেই ভাবে ভাব ধরে আমার স্বভাব ॥
ভাবিলেই ভাবে হয় ভাবের উদয় ।
সুখাতন এক ভাব নুতন তো নয় ॥
দেখিলে তোমার ভাব ভাব পাই তবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাকামুখ কবে ?

নিবেছে আমার প্রাণ অদৃষ্টের আলো ।
তুমি যাতে ভাল থাকো সেই ভালো ভালো ॥
তোমায়ে বিশেষরূপে কি বুঝাব বোলে ?
স্বভাবের দোষ কভু নাহি যায় বোলে ॥
সম্যাসী হইয়া তুমি যদি শেখ যোগ ।
তপাচ বাবে না প্রাণ তুহনাত্তা রোগ ॥
কোনখানে মন রেখে এখানেতে এলে ?
কাচেতে বস্তন কেন কাঁচালোনা ফেলে ?
যাও যাও তার কাছে বাঁধা যায় ভাবে ।
সে ধনী এ ধনি শুনে প্রমাদ ঘটাবে ॥
দেখিবে না ও মুখ আর তোমার ও মুখ ।
বড় যে হয়েছে আজ হাসি হাসি মুখ ?

রসবতী নাম ধর কোথা সেই রস ।
বুঝিতে না পারি প্রাণ সরস বিরস ॥
রসের আকরে এলে পাই নাই রস ॥
সাধ ক'রে এত দিন ছিলাম বিরস ॥
কৃপণ তোমার মত কেবা আছে আর ?
গোপন করিয়াছিলে আপন ভাগ্য আর ॥
সময়েতে এক ফোটা কর নাই দান ।
বকে ক'রে রকে কর যক্ষের সমান ॥
হয়নি তোমার কাছে রসের ব্যাপার ।
কি রসে রসিক হব কি আছে আমার ?
নুতন রসের কথা শুনিতেছি তবে ।
হাসি মুখে আসি প্রাণ বাকা মুখ কবে ?

ছ'মানে ন'মানে নাহি পাই দরশন ।
হ'লে তুমি রাহুগ্রস্ত চাঁদের মতন ॥
বলিবার কথা নয় হায় হায় হায় ।
সর্বনাশী সর্বগ্রাসী করেছে তোমার ॥
কেমন গ্রহণ এই একভাবে রঙ ।
রাহুমুখে মুক্ত সদা মুক্ত নাহি হও ॥
আমি আছি দিব্যানিধি এক ধ্যান ধোরে ।
মুক্তি দেখে মুক্তি পাই মুক্তিরান কোরে ॥
আমার কপাল পোড়া দৃষ্টিপোড়া বিবে ।
একবার মুক্ত নহ মুক্ত হব কিলে ?

যাহার যেমন ভাব লাভ সে প্রকার ।
সেই সব বাকা দেখে বাকা মন যার ॥
নিজ ভাবে তুমি প্রাণ সোজা যদি হ'তে ।
সোজা পথে চোলে তবে সোজা কথা কোতে ॥
সোজা-ভাব বোঝা প্রাণ সহজেই হয় ।
বাকা ভাব বাকা বড় বুঝিবার নয় ॥
ভিতরের ভাব কিছু নাহি যায় বোঝা ।
অথচ জানাও তুমি যেন কত সোজা ॥

ললন! তোমার কাছে ছলনা কি খাটে ?
আমি খাই ভাঁড়ে জল তুমি খাও বাটে ॥
চল কোরে বল কোরে দ্রুটে কথা কবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

ভিতর বাহির সদা সমান আমার ।
মুখে এক মনে আর স্বভাব তোমার ॥
দিয়েছ কথার ভাঙ্গা বদনের হাটে ।
মুখোমুখি কোরে প্রাণ ও মুখে কি খাটে ?
বচনের বলিহারি হারি হইয়াছে ।
সমুখে কি যেতে পারি ও মুখের কাছে ?
আমার হয়েছে প্রাণ হিতে বিপরীত ।
কৌদল করিয়া সেখে কৈদে কর জিত ?
তোমার কলের আঁখি জলের আধার ।
সে জলের মাঝে কত ছলের ব্যাপার ॥
কৈদে যদি জিতে যাও কে পারিবে তবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

সকলি আমার দোষ দোষী আমি একা ।
তুমি কিছু জান নাকো হ'তে চাও নেকা ॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা করিতেছ হাড় হলো কালি ।
এক হাতে কখনো কি থেজে থাকে তালি ?
ভাগরূপে জানিয়াছি ভাল ব্যবহার ।
মিছে তুমি সতীপানা জানোয়ো না আর ॥
আমার কিনেছি আশ্রিত্য নছি তোমারে ।
ব্যবহার শিখাইলে বিনা ব্যবহারে ॥
মনের গোচর সব আর যত পাপ ।
যার মনে যত ছিল তার তত পাপ ॥
এখন সে সব কথা লুকালে কি হবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

কিছুতে নারীর মন নাহি হয় বশ ।
রমণীর কাছে নাই পুরুষের বশ ॥
আপনি করিয়া ছুরি সাধু হয়ে রও ।
তোমার জেতের দোষ তুমি বোলে নও ॥
সব দিকে বড় নারী স্বভাবে সরলা ।
হার হার ! কামিনীরে কে কহে অবলা ॥
মাথিয়া মধুর ছিতে মুখের উপরে ।
নাকে কৈদে কথা কোরে মাথা খুঁড়ে মরে ॥
পেটের ভিতরে বিষ নাহি জানে কেউ ।
নিরন্তর খেলিতেছে সাগরের ঢেউ ॥

মেখে মেখে ত্রৈকে শিখে রয়েছে নারীবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

যদি কেউ শুনে থাকে সাগরের ঢেউ ।
পৃথিবীর সীমা যদি পেয়ে থাকে কেউ ॥
যদি কেউ ক'রে থাকে বাতাস বন্ধন ।
যদি কেউ ক'রে থাকে আকাশ খণ্ডন ॥
নিরুপণ যদি করে আকাশের তারা ।
নিরুপণ যদি করে জলদের ধারা ॥
এইরূপে যার চেরে যোগ্য আর নেই ।
নারীভাব-নিরুপণে পরাভব সেই ॥
এমন কি আছে কেউ রমণীর মন ?
স্থিরভাবে যে পেয়েছে রমণীর মন ?
তোমার ও রবে প্রাণ নিকটে কে রবে ?
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মনের ভিতরে যার গরিমা গরল ?
সে নারী কেমনে হবে স্বভাবে সরল ?
দাসত্ব লিখে দিয়ে পড়ে যদি পায় ।
তখাচ নারীর মন পুরুষে কি পায় ?
শিকের উপরে কথা মন আছে তোলা ।
কৌশলে কহিতেছ কথা মনতোলা তোলা ॥
তোলামনে কহিতেছ কত মনতোলা ।
কিসে হবে খোলামন কিসে হবে তোলা ?
খোলাখুলি কোরে কত লুটিয়াছি তুমি ।
একদিন খোলাখুলি করিলে না তুমি ॥
অশ্রুের কথা কোলে ধর্যে নাহি হবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

রাগেষে অভিমান আর অহঙ্কার ।
এখনো রয়েছে যারা শরীরে তোমার ॥
সকলেই বলখান্ খাটো কেহ নয় ।
সকল সময়ে তারা করিছে প্রলয় ॥
ছলনা চাতুরী আর কপটতা তাব ।
প্রকাশে তোমার মনে প্রবল প্রভাব ॥
যত্নশি খোঁবন-কাল বিহার হয়েছে ।
তখাচ সে ঠাটখানি বজায় রয়েছে ॥
আছে সেই সমুদায় পূর্ণকার তাব ।
ফেরনি ঠমক্ ঠাট ফেরনি স্বভাব ॥
তাদের জিজ্ঞাস্য কর সাক্ষী দেবে হবে ।
হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

এ অহঙ্কার দেখাতেছ কারে ?

আপনার দোষে তুমি গেলে ছায়েথারে ॥

মনে কর কি করিছ যৌবনসময় ।

সে দিনের কথা সে তো বহুদিন নয় ॥

যৌবনের গরবেতে গরবিনী হয়ে ।

সাপিনীর সম ছিলে ফোস-ফোস লয়ে ॥

ঠিকুরে ঠিকুরে উঠে ঠাঁকারে ঠাঁকারে ।

কত দিন কত কথা বলেছ আমারে ॥

মধুমুখে বঁধু বোলে তোবনি আমার ।

রজনীতে শুধুমুখে দিয়েছ বিদার ॥

মরি কিছু জ্ঞান নাকো তবে ভবে ভবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

ছুতো-নতা খুঁজে খুঁজে কাল হলো গত ।

একখানা নিয়ে কর ব্যাকখানা কত ॥

না এলে তো রক্ষা নাই কত কথা উঠে ।

হেমিনী ফাটিল যার বকুনীর চোটে ॥

বকুনী তখন গেলে পেতাম নিস্তার ।

মুখ দিয়ে পোকা পড়ে খামে নাকো আর ॥

সাতপাড়া ছুটে ছুটে কর তোলাপাড় ।

পোড়াও আপন দোষে আপনার হাড় ॥

গামিনীতে যে সময়ে নিজা যাও প্রিয়ে ।

তখন কৌদল রাখো ধামা চাপা দিয়ে ॥

উচ্চ হয়ে কুচ্ছ গেয়ে তুচ্ছ কর যবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

এলে পরে ঘর হ'তে আমার দেখিয়া ।

টুকিয়া ঘরের কোণে বোসে থাক গিয়া ॥

সাথ কোরে কর তুমি মিছে অভিমান ।

বসনেতে ঢেকে রাখো বস্ত্রম-বস্ত্রান ॥

আশা কোরে আসি আমি তুমি মর রিবে ।

এসে যদি আশা যায় আশা যায় কিলে ?

কলহের কল্লভক বটে তুমি বটে ।

পেয়েছি কুফল কত তোমার নিকটে ॥

ছাঁদো ছাঁদো কথা শুনে মনের অহুখে ।

কেবল গিয়েছি ফিরে কাঁদো কাঁদো মুখে ॥

কথার ধমকে প্রাণ কেঁদে ওঠে যবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মুখের বচন নয় মুখের প্রশ্ন ।

হৃদয় হৃদয় হ'লে তবে প্রেম রয় ॥

প্রণয়িনী নাম নাই প্রশ্ন তোমার ।

পরিহার করিছ প্রেম-হেমহার ॥

আগনি বিচ্ছেদ ক'রে বুঢ়ালে প্রশ্ন ।

এখন দেখাও কারে বিচ্ছেদের ভয় ?

আমার স্বভাব নয় তোমার মতন ।

কেনা হয়ে থাকি তার যে করে বতন ॥

দরল হইলে সাপ বুকে তারে বরি ।

তার মুখে মুখ দিয়া বিব পান করি ॥

যে হয় ছুথের ছুথী ছুথ সেই লবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

হাসি হাসি মুখখানি দেখিছ আমার ।

হাসির ভিতরে আছে হাসির ব্যাপার ॥

মনেতে বোদন কোরে দুঃখনীরে ভাসি ।

এ যে হাসি হাসি নয় চড়কীর হাসি ॥

নব ভাবে কেন দিব নব পরিচয় ?

এই ভাব ভব ভাব নবভাব নয় ॥

গরবের ধন ছিল যৌবন তোমার ।

সে ধন ফুরায়ে গেল কিছু নাই আর ।

সময়েতে করিলে না প্রিয় ব্যবহার ।

এখন ধরেছ ভাব কিরূপ প্রকার ?

মন তার সবুজার পরিচয় লবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

হাতে কোরে একদিন করিলে না মান ।

বচনেতে একদিন রাখিলে না মান ॥

বিকলে বুথায় গেল সাধের যৌবন ।

এইরূপে নষ্ট হয় রূপণের ধন ॥

এলো না যৌবন-ধন আমার ব্যাভারে ।

চুপি চুপি যদি কিছু দিবে থাকো কারে ॥

সে বিষয় নহে প্রাণ আমার গোচর ।

তুমি জ্ঞান ধর্ম জ্ঞানে জানেন ঈশ্বর ॥

আমার ভোগের ধন হলো না আমার ।

এর চেয়ে মনোহর কিছু নাই আর ॥

সুখা দিবে সুখালে না সুখা ছিল যবে ।

হাসিমুখে আসি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

মাঝার ব্যয়েতে তুমি হয়েছ পাগল ।

দায়ে পোড়ে গায়ে পোড়ে করিছ কৌদল ॥

ডোল মেয়ে গোল কোরে ছাড়িতেছ বোল ।

গোলেমালে আমি কেন দিব হরিবোল ?

হরিবোল বলিবার সময় এই বটে ।
 পরিণামে হরিনাম শাস্ত্রে এ রটে ॥
 সে তো বড় সোজা নয় করিন ব্যাপার ।
 মোচন করিতে হয় মনের বিকার ॥
 পর-প্রেম-পীড়নের স্বাদ যেই পায় ।
 সার ফেলে ছার প্রেম সে কি আর চার ?
 হাবাতের কপালেতে সে স্থখ কি হবে ?
 হাসিমুখে আগি প্রাণ বাঁকামুখ কবে ?

(মনের খেদ মনেই আমার)

হরি হরি মরি মরি করি বিবেচনা ।
 হার হার বিধাতার এ কি বিভ্রমনা ॥
 সুধাময় সরলতা-ভাব নাহি ধরে ।
 যুবতী যৌবন-মদে অভিমান মরে ॥
 ভাবে মনে ঘোষনের হবে না সংহার ।
 কালের কর্তব্য যাহা করে না বিচার ॥
 আহা আহা কারে কব মনের এ ধোঁকা ।
 গাছপাকা খাস্তা হবে পরিয়াছে পোকা ॥
 সাট মেয়ে কাঠ হয়ে করে কত ঠাট ।
 ভোগে না প্রেমীর প্রেমে খোলে না কপাট ॥
 সময়েতে নাহি করে পিঙ্গু ব্যবহার ।
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥
 কারে বলি আর বল কারে বলি আর ?
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥

যত দিন থাকে তার যৌবনের রস ।
 তত দিন নাহি হয় পুরুষের বশ ॥
 রসবোধ নাহি হয় রসের সময় ।
 সরস অন্তরে কতু করে না প্রণয় ॥
 তখন তাহার মন এমন কর্তিন ।
 কোনমতে নাহি হয় প্রেমের অধীন ॥

যুবতী যৌবনে যদি পীরিতি জানিত ।
 পুরুষের মনে তবে কি স্থখ হইত ।
 সে স্থখ কেমন স্থখ জানাব কি বোলে ?
 যেতেন আশন ভাবে আশনিই গোলে ॥
 বুকের বিষর নহে মুখে বলিবার ।
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥

যৌবন অলখি-অল জুড়ার বধন ।
 তখন সরল হয় রমণীর মন ॥
 সময়ে এ ভাব হ'লে হইত যেমন ।
 অসময়ে ততখানি হয় কি তেমন ?
 স্বভাবের দোষ এই দোষ দিব কার ?
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥
 কারে বলি আর বল কারে বলি আর ?
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥

কহিলাম যত কথা হয় কি না হয় ।
 মনে মনে বুকে দেখে মিছে কিছু নয় ॥
 বল বল যত পারো বোলে লগ্ন রাগে ।
 তোমার ভূতের ঢেগা গাধে নাহি লাগে ॥
 আমার সকল কথা ফুটাইল প্রিয়ে ।
 মিছে কেন চড় খাই রাঁড় বেটাইয়ে ?
 এখনো হলো না প্রাণ সরল প্রণয় ।
 সমান স্বভাবে গেল সকল সময় ॥
 আর ছার পীরিতের সাথ কিছু নাই ।
 ঈশ্বর জুড়ান যদি তবেই জুড়াই ॥
 শুণ্ড প্রেম শুণ্ড থাক তুটিবে না আর ।
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥
 কারে বলি আর বল কারে বলি আর ?
 রহিল মনের খেদ মনেই আমার ॥

শুদ্ধ-বিশয়ক

শিখযুদ্ধে ইংরেজের জয়

গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

কালগুণে বিপরীত বৃষ্টিবার ভ্রম ।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম ॥
বামনের অভিলাষ ধরিলে শলী ।
উদ্ধভাগে হস্ত তুলে ভূমিজলে বসি ॥
তুরঙ্গের খরগতি থর করে শক ।
বাহুকি করিতে বধ বাজা করে বক ॥
কাকের কোকিল-রবে লজ্জা নাহি হয় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয়
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

পাজীবীর শিখদের আশা ছিল মনে ।
ব্রিটিশ বিনাশ করি জরী হব রণে ॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর ।
করিল শিবিরে আসি সপুত্র-সমর ॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে মজল-সাধন ।
দঙ্গল বাধিয়া করে ঘোরতর রণ ॥
মাঠে এসে কাটে বুক মুখ শুক হয় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

আমাদের সেনাদের বাহুবল বাড়ি ।
বিকট বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ি ।
বৈধে হোপ ক'রে কোপ দিলে তোপ দেগে ।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে ॥
যত দল হতবল প্রতিকূল পেলো ।
রেজিমেন্ট করে সেন্ট তাঁবু টেণ্ট ফেলে ॥
ঘেব ছেড়ে ঘেপে গিয়া মানে পরাজয় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥

শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

বিপক্ষের বড় বড় সরদার যারা ।
দিক্‌দিক্‌পানে শুদ্ধি খাষ বল বুদ্ধিহারা ॥
লাহোরে রাণীর কাছে অধোমুখে থাকে ।
ঘোর হুর্গে ঢুকে হুর্গে হুর্গে ব'লে ডাকে ॥
বিক্রমেতে সিংহসম শিখ সিংহ যত ।
আমাদের কাছে সব শৃংগালের মত ॥
'নাকৈখত্‌ যুদ্ধে বাবা' পরস্পর কর ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

রণভূমি ছেড়ে যায় যত চাপদেড়ে ।
শুলী গোলা অস্ত্র তোপ সব লয় কেড়ে ॥
মাথার পাগড়ী উড়ে পড়ে নদীকূলে ।
বুদ্ধিলোপ দাড়ি-গোপ সব যায় কূলে ॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের নলে ।
ধড়ফড় ক'রে ধড় পড়ে ধরাতলে ॥
পুনর্বার উত্তিবার শক্তি নাহি হয় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

ভাগিরাছে শত্রু সব লাগিরাছে ধুম ।
লুপ্তিতে লাহোর দেন হেনরি লুম ॥
প্রাপণ জয়মন দেনাগণ সাজে ।
মহাজাঁক ঘন হাঁক অরতাক বাজে ॥
শিখরেশ হয় শেষ রণবেগ ধরে ।
চলে দল ধরাতল টলমল করে ॥
ধরাধর কেঁপে উঠে ধরা নাহি রয় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শিখ সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে মুখে ।
রাজার মঙ্গল-গীত গান কর মুখে ॥
ধন্য চীফ কমান্ডার ধন্য দেও লর্ডে ।
ইংরাজের ব্যাক বাড়ে ব্যাক দেও গডে ॥
গণ্য বটে সৈন্তগণ ধন্য দেও তার ।
লর্ডের রহিল মান গডের কুপায় ॥
সদয় সমরকালে ত্রিভু দয়াময় ।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয় ॥
শতলজ পার হ'ল শত্রু সমুদয় ।
রণে ব্রিটিশের জয় রণে ব্রিটিশের জয় ॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ

ভারতের আবোধ করিল লোক যত ।
ভাল ভাত নাহি খেয়ে নিত্রা বাবে কত ?
পেটে খেলে পিঠে সয় এই বাক্য ধর ।
রাজার সাহায্য হেতু রণসজ্জা কর ॥
লাহোরের শিব-সেনা শত্রু অতিশয় ।
এখন আলস্ত করা সমুচিত নয় ॥
কেহ খড়া কেহ ঢাল কেহ যষ্টি লও ।
যাহার যেমন সাধ্য সেইরূপ হও ॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ আমাদের সনে ।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ সাজিয়াছে রণে ॥
আমরা তাদের সঙ্গে রোকে রোকে রুকে ।
দাড়ি ধ'রে দিব টান বাড়ী মেয়ে বুকে ॥
অধিকার যদি পাই শিখদের ক্ষতি ।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি ॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি বটে ।
কোন ক্রমে নাহি বাবে গোলাব নিকটে ॥
অকর্মণ্য শক্তিশূন্য আফিসর বার ।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে বুকে যান তাঁরা ॥
শিরে রাখ বিঘ্নদল মুখে বল হরি ।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব শুভযাত্রা করি ॥
গায়ে দেহ চাপকান পায়ে চট জুতি ।
মাথায় পাগড়ী বাঁধ পর শাখা যুতি ॥
দোবজা দোছট করি চোট কর মনে ।
চোট না খাও যেন ঘোরতর রণে ॥
সাইনের অগ্রভাগে যেরো নাক রুকে ।
চোট চোট কাট কাট মাংসট মুখে ॥

মুদকির যুদ্ধ

চেগেছে বিষম যুদ্ধ শিখগণ সঙ্গে ।
চেগেছে ইংরাজ লোক বশরস-রঙ্গে ॥
সেজেছে অগণ্য সৈন্ত কি কব বিস্তার ।
বেজেছে জবের ডকা নাহিক নিস্তার ॥
বেড়েছে ব্রিটিশ সেনা সংখ্যা শত শত ।
ছেড়েছে শ্রাণের মারা যুদ্ধে হয়ে রত ॥
যেরেছে সময়স্থল লয়ে নিজ দল ।
গেরেছে এবার শিখে হইয়া প্রবল ॥
মেরেছে বিপক্ষগণে মুদকির রণে ।
যেরেছে সকল শত্রু গোরাবের সনে ॥
ভেগেছে সমুখযুদ্ধে নদী পার হয়ে ।
মেগেছে আশ্রয় পুনঃ মিত্রতাব লয়ে ॥
হয়েছে সমুখ শিখ সমরে সংহার ।
বয়েছে চক্ষের যোগে বন্ধে বাবিলার ॥
লয়েছে দুঃখের ভার শিরোপরে কত ।
রয়েছে প্রমাণ তার তোপ এক শত ॥
ধরেছে ইংরাজ সেনা মৃষ্টি ভয়ঙ্কর ।
পরেছে করাল বস্ত্র অস্ত্রযুদ্ধ কর ॥
বলিছে বদনে শুদ্ধ মার মার ধ্বনি ।
চলিছে সমরে সব টলিছে দরনী ॥
ছলিছে ছলনা করি বিপক্ষের দল ।
ফলিছে ব্রিটিসবৃন্দে জয়যুক্ত ফল ॥

শিখযুদ্ধ

শিখ সব এসেছিল, খল খল হেসেছিল,
নেচেছিল সেনা শত শত ।
কটুভাষ ভেবেছিল, বল করি ঠেসেছিল,
শেষেছিল অতীলাষমত ॥
শিবিরেতে এসেছিল, কাঁকে কাঁকে ধেরেছিল,
ছেয়েছিল সময়ের স্থল ।
অধিকার চেয়েছিল, কথিরেতে নেয়েছিল,
পেরেছিল হাতে হাতে ফল ॥
জোট দিতে পেরেছিল, প্রায় সব পেরেছিল,
ভেরেছিল অবিবরিষণে ।
কোপ করি ধেরেছিল, ক'সে তোপ নেয়েছিল,
হেরেছিল গোরা সুর রণে ॥

মৈত্র লগেছিল, গুলী গোলা বয়েছিল, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার সমতুল্য কোণা আর,
 হয়েছিল পূর্ণপারবাসী। মহিমার নাহি হয় শেষ।
 ত কথা করেছিল, আমাদের সরেছিল, ডিউকের হয়ে পাটি, বধ করি বোনাপাটি,
 রয়েছিল সম্মুখেতে আসি। যেরেছিলে ব্রিটেনের দেশে
 লবেশ ধরেছিল, প্রাণপুঞ্জ হয়েছিল, তুলনা তোমার কাছে, তুলা গুণ কার আছে,
 করেছিল তরানক গতি। বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
 হলাক অরেছিল, চক্ষে জল করেছিল, প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, লাহসে দফল ক্রিয়া,
 ম'রেছিল বহু সেনাপতি। হস্ত বিয়া দেশ রক্ষা করে।
 চ চাপ-মেড়ে ছিল, দাড়ী গোঁপ নেড়েছিল, বিক বিক শিখপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
 বড় বড় খেড়ে ছিল সাতে। কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
 চাল আড্ডা পেড়েছিল, রণভূমি কে'ড়েছিল, বৃদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ,
 মেড়েছিল বাকদ তাহাতে। লক্ষ্য মাঝে গেল সমুদয়।
 ড জাঁক বেড়েছিল, বড় হাঁক ভেড়েছিল, না কেনে বিশেষ হেতু, ব্যক্তিগত নোকার মেতু,
 বেড়েছিল গুলীগোলা আগে। কালেকতু ধুমকেতু শিখ।
 গোরা শেষ চেতেছিল, ভূমিতলে পেড়েছিল, বলহীন হয়ে শেষে, চুকিয়া আপন দেশে,
 তেড়েছিল অতিশয় রাগে। আপনার বৃক্ষে দেয় শিক।
 বেত মৈত্র রেগেছিল, জোরে তোপ বেগেছিল, আমাদের সেনা সব, মেয়ে সব করে শব,
 তেগেছিল বিলম্বের বৃকে। ছেড়ে সব দিলে সব তেড়ে।
 গারে গোলা লেগেছিল, শিখ সব ভেগেছিল, গুলী গোলা নিলে কেড়ে, বত ব্যাটা চাপবেড়ে,
 মেগেছিল পরাজয় মুখে। পলাইল পূর্ণপার ছেড়ে।
 নার সব মুখে ছিল, ব্যহমধ্যে ঢুকেছিল, গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ রাগে,
 বৃকে ছিল কামানের জোর। কামানের আগে যায় উড়ে।
 রোকে রোকে কুকেছিল, হাতে হাতে ঠুকেছিল, ক'রে কোণ বুদ্ধিশোপ, মিছে হোপ থেয়ে তোপ,
 ঝুঁকেছিল লুপ্তি লাহোর। দাড়ী গোঁপ সব গেল পুড়ে।
 কাপে গুলী ছুড়েছিল, তোপে বুলি উড়েছিল, শিখ শত্রু পরাতব, মুখে আর নাহি রব,
 জুড়েছিল আকাশ পাতাল। স্থবী সব ব্রিটিশের জয়ে।
 শিখবুড় উড়েছিল, দাড়ী গোঁপ পুড়েছিল, সকল হইল ভুট, গো টু হেল ড্যাম হুট,
 খুড়েছিল ধরি তরবাল। কেনে উট দিলে ছুট ভয়ে।
 শক্রল হটেছিল, দেশে দেশে রটেছিল, হড় হড় হড় হড়, হড় হড় হড় হড়,
 চোটেছিল মহিবার মন। গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়।
 হাং বৃক কেটেছিল, নাক কান কেটেছিল, কড় কড় চড় চড়, বড় বড় কড় কড়,
 এঁটেছিল কাররা শাসন। হড় হড় বড় বড় হুম।

কিরোজপুর যুদ্ধে জয়

গ্যাক লাভ ধন্য ভূমি, কিরোজপুরের ভূমি,
 শিখ-রক্তে প্রস্রাবিত নদী।
 এক হস্তে একাকার, না জানি কি হ'ত আর,
 দুই হস্তে প্রাপ্ত হ'তে যদি।
 ফারের ফারের হুট, কাই কাই হুট হুট,
 ড্যাম ড্যাম গোরাগণ ডাকে।
 • • কাঁধা বাগা, আবি তেরা শেষ দেগা,
 সেকারো এই সব ঠাঁকে।

যুদ্ধ বিষম ধুম, গগনে উঠিল ধুম, লাহোরের দরবার,
 ঘুম নাট নয়ন-নিকটে। যেখি তার অমুঠান নানা।
 খুচিল শিখের শকা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা, এবিল ইংলিস বত,
 লঙ্কাজয়ী কাণ্ড জাই ঘটে ॥ ডেবিল করিয়া হত,
 বটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে, টেবিল পাতিয়া ধাবে থানা ॥
 চবিত্তে চটায় শত্রুদল। চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপিনন,
 করে চোট দিয়ে জোট, ধর চোট নিলে কোট, সম্মুখে পড়িবেন জোরে।
 শিখ গোট গেল রসাতল ॥ যতক গোরাব ক্লাস, ধরিয়া সেরিয় ক্লাস,
 জোরজোর শোরশোর, ঘোরঘোর ফেরফার, কহিবেক হিপ হিপ ছরে ॥
 নাহি আর বিপক্ষেত দলে। হে, গব, নর। মানব, বর।
 বেত-সৈন্ত সবাকার, বুদ্ধি হলো অহকার, রণ স, স্বর। বচন ধর ॥
 বার বার মার মার বলে ॥ ব্রিটিস, গণে। অভয়, মনে ॥
 ধস্ত লড়-গববর, ধস্ত চীক কমেগুর, শিখের সনে। সেজেছে, রণে।
 ধস্ত ধস্ত অস্ত সেনাপতি। লাহোরা, শিপ। শিশু ন, লিপ।
 ধস্ত ধস্ত সৈন্ত সব, ধস্ত ধস্ত ধস্ত রব, তার স, মৌপ। সমর, দৌপ ॥
 ধস্ত ধস্ত ব্রিটিসের পতি ॥ ধনের, আশ। করি প্র, কাশ।
 শত্রুর শেরে ভয়, রণে হয় পরাজয়, প্রাণী বি, নাশ। মরা না, বাস ॥
 সমুদয় হ'লে ছারখার। স্বরূপ, বটে। সকলে, রটে।
 শত্রু-সলিল-অঙ্গ, কথির-তরঙ্গ-রঙ্গ, শত্রু, তটে। পাছে কি বটে।
 বিভূষিত শিখ-বহার ॥ তোমার, কার্য। নহে নি, বার্য।
 স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিন আসে, পাইবে, ধার্য। শিখের রাজ্য ॥
 কি কহিব ভয়ানক কথা। না হয়, ভঙ্গ। রণত, রঙ্গ।
 গৃহপাল কেরুপাল, শকুনি গৃধিনী জাল, শোণিত, রঙ্গ। শোণিত, অঙ্গ।
 শবাহারে সব হারে তথা। দেবিয়া, রীতি। হাসিবে, ক্ষতি।
 আঁজা পেয়ে আপনার, হ'ল সব নদী পার, ধনের, প্রতি। এত কি, প্রীতি।
 অধিকার করিতে লাহোর। সমর, স্থলে। কামান, কলে।
 বিপক্ষের বোর চুর্গ, লুটিল সকল চুর্গ, বিপক্ষ, দলে। বধিলে, বলে ॥
 ব্রিটিসের ভাগ্য বড় জোর ॥ শিখের পাণে। তোমার, দাপে।
 মহারাণী শিখেরী, শিশু মৃত ক্রোড়ে করি, রণ প্র, তাপে। অবনী, কাঁপে ॥
 দারুণ হুংখিত অহরহ। বিকট, বেশে। কথিয়ে ভেসে।
 নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে, লাহোরা, বেশে। কি হবে, শেষে ॥
 সন্ধি হোক ইংরাজের সহ ॥ শিখ হু, পাল। ছুধের, বাল।
 নিজে ভেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ, তারে কি, কাল। যাতনা, জাল ॥
 গন্ধহীন গোলাব সে কাঠ। হে শুণ, নিধি। বিফল নিধি ॥
 কোন তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর, এ নহে, বিধি, বিদিত, বিধি ॥
 মিছামিছি করে মালসাট ॥ করুণা, কর। করুণা, কর।
 দাল চক্ষু লাল, চুকে তাল ধরে ঢাল, রণ না, কর। সমর, হর ॥
 হে, সেনাজাল এনেছিল রণে।
 দাইনে বুজ নিজ পক্ষ করি বন্ধ,
 চোট চোট পাইল পথে গেল ॥

নানা সাহেব

নানার কি নানাকলে, আজো আছে ধন ?
 নানার কি নানাকলে, আজো আছে জন ?
 নানার কি নানাকলে, আজো আছে মন ?
 নানার কি নানাকলে, আজো আছে পণ ?
 নানার কি নানাকলে, আজো আছে ডাক ?
 নানার কি নানাকলে, আজো আছে জীক ?
 প্রকাশিছে পাণপন্থা, হয়ে পন্থী "চুচু" ?
 হ'ল মারিতে জানে শুধু, বটে তার "চুচু" ॥
 নানা পাশে পটু নানা, নাহি শুনে না, না ।
 যথেষ্ট অন্ধকারে হইয়াছে কান ॥
 গল-দোষে ভাল তুমি, ঘটালে প্রমাদ ।
 গাগেতে দেখেছ ঘুঘু, শেষে দেখ ফাঁদ ॥

কানপুরের যুদ্ধে জয়

বাজী রাও পাসা যিনি,
 বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
 মাস্ত্র নানা মতে ।
 মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পুন্ড্র এ জগতে ॥
 ছেড়ে সে নিজ দেশ,
 ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
 বাঁচিবার তরে ।
 আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিশের করে ॥
 হয়ে সে পুন্ড্রহত
 হয়ে সে পুন্ড্রহত, ক্রমাগত,
 করে কত দান ।
 ঐটুকুড়ো কপালে ভবু, হ'ল না সম্মান ॥
 কোথাকার মহাপাপ,
 কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
 পুন্ড্র হ'ল 'নানা' ।
 কাকের বাসার যথা, কোকিলের ছানা ॥
 সেটা ত পুণ্ড্র এঁড়ে,
 সেটা ত পুণ্ড্র এঁড়ে, দস্তি ভেড়ে,
 নাস্ত্র কর তারে ।
 উঠে ধান শাক যেন, না করিতে পারে ।
 নানা কি নানাকলে,
 নানা কি নানাকলে, রাজ্য শেলে,
 তাইতে এত জারি ?
 বাহা বেক্কা, তাহা করে, হয়ে বেক্কাচারী ॥

হ'লে সে পাসার ছেলে,
 হ'লে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
 কেন তবে চলে ?
 হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে ॥
 হ'ল সে হ'লই হিন্দু,
 হ'ল সে হ'লই হিন্দু, দোষের সিদ্ধ,
 যেখানেলে দহে ।
 গলে দোলে পাণের হুজ, বাণের পুন্ড্র নহে ॥
 সেটা তো একা নয়,
 সেটা ত একা নয়, দুরাশয়,
 ভাই তার ভোলা ।
 পথে পথে মেগে থাকে, হাতে ক'রে খোলা ॥
 বড় সে পুন্ড্র হাঁদা,
 বড় সে পুন্ড্র হাঁদা, ফেরে গাধা
 বড় দাদার হিতে ।
 "একা রামে রক্ষা নাই, হুগাব তার মিতে" ॥
 জুটেছে সমান ছটো,
 জুটেছে সমান ছটো, দাঁতে কুটো,
 কর্তে হবে পেঁবে ।
 গলে দড়ী খেঁলে ছড়ি, ফিরবে দেশে দেশে ॥
 কোথাকার হরিব খুড়ো,
 কোথাকার হরিব খুড়ো, মেরে ছড়ো,
 খুড়ো ক'বে দেহ ।
 বংশে যেন বাতী দিতে, নাহি থাকে কেহ ॥
 তারা, যে পন্থী চুচু,
 তারা, যে পন্থী চুচু, হয়ে চুচু,
 গেলে ছায়েথারে ।
 হাড়ে মাটি, যাড়ে দুর্জ হ'ল একেবারে ॥
 বিচুরে আর কি আছে ?
 বিচুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
 নাইক কাণাকড়ি ।
 অতঃপরে অস্মাতাবে যাবে গড়াগড়ি ॥
 ছিল যার বস্ত্র যত,
 ছিল যার বস্ত্র যত, ক্রমাগত,
 গোদা নিলে লুঠ ।
 কৌৎকা খেয়ে, হৌৎকা এঁড়ে, হাধা ব'লে ছুটে ।
 হয়েছে হতভোষা,
 হয়েছে হতভোষা, অষ্টরস্তা,
 নাহি মাত্র চাকি ।
 সব কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি ॥

করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শান্তি আঁতে আঁতে ।
অধর্ম-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে ॥
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে,
ছেড়ে দেও বামুন ব'লে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে ।
থাঁকড়া মেরে হাবড়া পথে, চালান দেহ তলে ॥
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মড়ামাড়ি
করবে গোরা সবে ।
বাঘের গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে ?
নানা না, পাপী নানা,
নানা, না, পাপী নানা, কথা নানা,
করো না রে কেহ ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ ॥
লেখনৌ থাকো গেমে,
লেখনৌ থাকো গেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হ'তে হবে ।
কুমার সিংহের কথা, লিখি কিছু তবে ॥
সেটা তো কতক ভাল,
সেটা কতক ভালো, ধর্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে ।
নারীহত্যা, শিশুহত্যা, করৈনিক বটে ॥
তবু ত অত্যাচারী,
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোলতে তারে হবে ।
রাজঘেবী মহাপাপী, কবেই কবে সবে ॥
হরে সে রাজ্য-ছাড়া,
হরে সে রাজ্য ছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে ?
কর্মদোষে ধর্ম-দোষে, অংগপাতে বাবে ।
ছোট তার সিংহ অমর,
ছোট তার সিংহ অমর, সে কি অমর ?
শুভ্র করে কিসে ?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে, সমর করে কিসে ?
হবে তার মুখের মত,
হবে তার মুখের মত, গোরা বত,
শান্তি দেবে ক'লে ।
এক চাপড়ে অস্ত বাবে, লজ যাবে খ'লে ?

দেখেছে মান সিং,
দেখেছে মান সিং, নেড়ে শিং,
কিং হবে ব'লে ।
কুর্ভ হয়ে কুর্ভ বান, অতিমানে গোলে ॥
হবে শেষ মানসিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম সিংহ,
বনে বনে থেকে ।
হুতা হয়ে ম'রে যাবে, খেই খেই ডেকে ॥
থেকে সে অমুগত,
থেকে সে অমুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে ।
খানা কেটে লোণা জল, ঢুকাইল ঘরে ॥
এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হরে অজা,
বাঘের মুখে চরে ।
পিপীড়া ধরেছে ডানা, ঝরিবার তরে ॥
হাদে কি শুনি বাণী ?
হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির বাণী,
চোটকাটা কাকী ।
মেরে হরে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি ?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে ।
এত দিনে ধনে জনে, যাবে রসাতলে ॥
হরে শেষ নানার নানী,
হরে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দে'খে বুক কাটে ।
কোম্পানীর মূলকে কি, বগিগিরী খাটে ?
বড় সব খেড়ে খেড়ে,
বড় সব খেড়ে খেড়ে, -ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে ককে ।
চ'ড়ে বাড়ি ক'লে দেও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে ॥
পশ্চিমে মিরি মোরা,
পশ্চিমে মিরি মোরা, কাচাখোলা,
তোবাঁতাল্লা ব'লে ।
কোপে প'ড়ে, তোপে উড়ে, বাবে সব জ'লে ॥
কেবলি মজি'তেড়া,
কেবলি মজি'তেড়া, কাজে তেড়া,
নেড়া মাথা বত ॥
নরায়ন নীচ নাই, দেউড়ের মত ॥

যেন ঝাল লক্ষা গোড়া,
যেন ঝাল লক্ষা গোড়া, আগা গোড়া,
নষ্টানীতে তরা ।
টেনি প'রে চটে ব'লে, ধরা বেধে সরা ।
তারাত হরে চোঁড়া,
তারাত হরে চোঁড়া, যেন বোঁড়া,
মিতে এলো ঢুকা ।
একরত্তি বিধ নাইক, ফুলোপানা চক্র ।
সাজ রে যত গোরা,
সাজ রে যত গোরা, মেরে হোঁরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে ।
তক্ত লুটে শক্ত হরে রক্ত খাও ফেঁড়ে ।
যত পাও, খেয়ে দেয়ি,
যত পাও খেয়ে দেয়ি, হুয়ে মেরি,
পাড়া হাতে ধ'রে ।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ্-হিপ্ হরে" ।
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, ৩ম্ ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে ।
মনের আনন্দে দে ৭, ঈশ-গুণ গেয়ে ।
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রু-ভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি ।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি ।
রাখিলেন ব্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন ব্যাঙ্ক গড, ব্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কায়েল ।
সাধু, সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল ।
কোথা মা ভগবতী,
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া ।
একেবারে শত্রুকুলে, ক'রে দাও গয়া ।

দিল্লীর যুদ্ধ

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সশস্ত্র ।
যুদ্ধমুখে বল সব ব্রিটিশের জয় ।
জয় জয় অগদীশ করুণা-নিধান ।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান ।

কুজনের কদামেশে কুবুজি লইয়া ।
সেনা বারাক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া ।
থরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান ।
হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ ।
থরেছিল চারিদিক দিল্লীর ভিতর ।
মেরেছিল সেনাপতি বিজ্ঞারিয়া কয় ।
বিশাল বিজোহ দেখে করি হায় হায় ।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায় ।
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময় ।
আমাদের ছুং দেখে হইলে সদয় ।
তোমার কৃপার হ'ল শত্রু পরাজয় ।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয় ।
পড়ুক বিপক্ষদল মনের অনলে ।
উড়ুক ব্রিটিশ-ধ্বজা সমুদ্র স্থলে ।
খুড়ুক গুটের মাথা যারে যথা পাবে ।
ফুড়ুক ফুড়ুক করি গুড়ুক কে থাকে ?
খুড়ুক খুড়ুক ক'রে তোপ দিলে দেগে ।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব ভয়ে গেল ভেগে ।
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে ন'রে ।
ঘেউ ঘেউ ফেউ ফেউ কঁঁউ কঁঁউ ক'রে ।

শরতের মেঘ সম ডাকডোক সার ।
প্রভাকর-প্রভাবেতে কিছু নাই আর ।
ইরাজের পরাক্রম রবির প্রকাশ ।
অত্যাচার-অন্ধকার হইল বিনাশ ।
নিজ নিজ কার্য-তরু করিয়া বর্ষণ ।
দাবানলে দগ্ধ হ'ল বিপক্ষের বন ।
হোঁরা মেরে গারাগণ ছুটিল যখন ।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন ।
পলাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাঙ্ক ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে ক'রে লাজ ।
মেও মেও ডাক ডেকে বিজ্ঞার সমান ।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল গ্রহান ।
পূর্ববৎ পুনর্বার নাহি আর দায় ।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায় ।

প্রতিকল পেলে ভাল হাতে হাতে ।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে ।
উড়ে গেল কত সেনা গোলাবাতে ।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে ।

ধরে ধরে ভর পেয়ে মরে জায়ে ।
 সাধা কিবা লোকালয়ে পুন আসে ॥
 করিয়াছে মজলম দুর্য্যাসনে ।
 পশুদহ পশু হ'ল বনবাণে ॥
 গুরে তোরি নরায়ন যত ছুই ।
 কার বলে হয়েছিল এত পুষ্টি ?
 যত মুঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট ।
 চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট ॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ

প্রয়াগেতে ছিল যত সিকায়ের দল ।
 একবারে সকলেতে হ'ল হতবল ॥
 অধিকার করেছিল তরণীর নেতৃ ।
 হয়েচে তাদের তায় মরণের কেতৃ ॥
 সুসিঘাটে সুসি খেয়ে মারা যায় প্রাণে ।
 ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে ॥
 এখন গোরার মুখে এই মাত্র কথা ।
 প্রয়াগে বুড়ারে মাথা বাও যথা তথা ॥

কাবুলের যুদ্ধ

(সন ১২৪৮ সাল ।)

চেগেছে বিধম যুদ্ধ, তেগেছে কাবুল শুদ্ধ,
 বেগেছে কামান শত শত ।
 ভেগেছে গোরার দল, মেগেছে আশ্রয় বল,
 রেগেছে ইংরাজ লোক যত ॥
 করেছে আসর জারি, হয়েছে বিলাতী নারী,
 তরেছে সমরে খুব তারা ।
 পরেছে করাল বস্ত্র, ধরেছে সকল অস্ত্র,
 মরেছে প্রধান বোদ্ধা যারা ॥
 হয়েছে সজ্জম নষ্ট, সরেছে অশেষ কষ্ট,
 বয়েছে দুঃখের ভার বুকে ।
 সরেছে কয়েদী যারা, সরেছে শরণ তারা,
 করেছে কুণাক্য কত মুখে ॥
 ঘেরেছে সমরস্থান, মেরেছে অনল বাণ,
 হেরেছে ব্রিটিশ সৈন্যগণে ।
 চেতেছে এবার ভাল, মেতেছে নেড়ের পাল,
 পেড়েছে কামান কত রণে ॥

হুড়েছে বন্ধুকে গুলী, উড়েছে মাথার ধূলি
 গুড়েছে কপাল নানারূপে ।
 বেড়েছে যবনদল, ছেড়েছে সকল য
 পেতেছে হাড়েয় পথে ॥
 সমর করিয়া পশু, সেনা সব লণ্ডত
 অস্বাধাতে খণ্ড খণ্ড দেহ ।
 জীবন পেয়েছে যারা, আহার বিরহে তার
 কোনরূপে স্থির নহে কেহ ॥
 বেতকাঙ্গি সবাচার, চাষিদের শব্দকার
 অনিবার হাহাকার রব ।
 শূণ্য কুরুব ক্রান্ত, গুদিস্তানি শত শত,
 মহানন্দে খায় সব শব ॥
 হিংস্র ভক্ত আরো সব, শবাহারে পরাক্ত,
 কত শব সংখ্যা নাই তার ।
 সব শব করি দৃষ্টি, বোধ হয় অন্যত্র,
 শবদৃষ্টি হয়েছে এবার ॥
 মেরে বন্ধুকের হুড়া, শাহাড় করিল গুড়া,
 ভাঙিল মাথার হুড়া তার ।
 শোণিতের নদী বহে, তরঙ্গ তরল নহে,
 ভূণ আমি কত ভেসে যার ॥
 বড় বড় দাড়ী গোঁপ, কেড়ে নিল গোলা তোপ,
 বুজিলোণ হোপ সব হয়ে ।
 ছলে কলে ফাদ ফেঁদে, জঙ্গলে দঙ্গল বেঁধে,
 মোদিল মজল-বাঙ্গ করে ॥
 কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিশপকে হইল হত,
 স্বর্গগত ডবলিউ এম ।
 রাজদূত যারে কর, কোথা সেই জনক,
 হুজুর যবন নষ্ট, করিলেক মান ঐক্য,
 সব গেল ব্রিটিশের ক্ষেম ।
 কেড়ে নিলে তাঁবু টোট, হতবল রেজিমেন্ট,
 হায় হায় কারে কব সেম ॥
 অবশিষ্ট যত সৈন্য, আহার অভাবে গৈল,
 কাঁচা মাংস ছিড়ে ছিড়ে খায় ।
 শুকাইল রাঙামুখ, ইংরাজের এত দুঃখ,
 কাটে বুক হায় হায় হায় ॥
 চারিদিকে গুলী গোলা, কোথা পাবে দানা ছোলা,
 অথ কাদে সেনা-মুখ চেয়ে ॥
 থেকে থেকে লাগ পাড়ে, চিহি চিহি ডাক ছাড়ে,
 বাঁচে অল্প দড়ি গৌল খেয়ে ॥

সেনার বাস, সেখানে যে আছে বাস,
চ'রে খেতে সোয়ে পড়ে পদ ।
শিশির ডেই, দিবসে তপন কষ্ট,
বিহিমতে বিষম বিপদ ॥
কিছু নহে অস্ত, নিশ্চয় বরণ অস্ত,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা ॥
যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস,
সাজিয়াছে কোম্পানীর সেনা ॥
সকল গুলী, উঠিবে আকাশে ধূলি,
ফুটিবে বিপক্ষ-বৃক্ক শূল ।
ঘোড়ার পায়, ফুটিবে শরীর তার,
টুটিবে সকল বেড়েফুল ।
গবর্ণর ক্রোধে, বলিছে বিষম বোধে,
চলেছে সাত্ত্বজা ছল ক'রে ।
ছ কামনা ফল, চলিছে সেনার দল,
টলিছে পৃথিবী পদভরে ॥
র বাঁচা ভার, যে প্রকার ঘোর-ঘার,
জোরজোর শোরশোর তার ।
বল গোরা-দল, চল চল চল চল,
ধরাভল রসাভল যায় ॥
জির লোক যত, সকলি করিয়া হত,
সেফাই ঠুকিবে হুখে তাল ।
হর লবে কেড়ে, চাপদেড়ে যত নেড়ে,
এই বেলা সামাল সামাল ॥

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম

বীররসে বিভালে জুড়িয়া জোর তান ।
গাহিতেছে সেনা সব রণজয়ী পান ॥
হইল বিবার-বহি রড় বলবান ।
না হয় নির্বাণ আর না হয় নির্বাণ ॥
কত দূর ছুটে অগ্নি নাহি পরিমাণ ।
কখন ধরণী হুখে নররক্ত পান ॥
এক গাড়ে গাড়িতে মগের বাচ্ছা জান ।
খেত সেনাপতি বস্ত জলযানে জান ॥
কলে চলে জলে তরী ধুমযোগে টান ।
এক এক জাহাজেতে হাজার কামান ॥
হয়েছেন কমডোর লবার প্রধান ।
কোনরূপে বিপক্ষের নাহি আর জ্ঞান ॥

জলে স্থলে আগে তিনি হ'লে আশ্রয়ান ।
কোথা রবে মগদের বগমারা বাণ ?
লাফে লাফে বীরদাপে শক আনু সানু ।
পাতালেতে বাহুকির দেহ কম্পমানু ॥
রেসনের গবানর হবে হতমান ।
আগিবে শিকল পায়ে হয়ে বাদিয়ান ॥
হোরা দিয়া গোরা সব খেতে দিবে ধান ।
অথবা করিবে তার দেহ খানু খানু ॥
কি করে আবার রাজা যুবা জাণুমান ।
ভাগ্যের দিবস তার হয় অবমান ॥
ইংরাজ সহিত রণে পাইবে আসান ।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে ভুজঙ্গের তান ॥
ক্ষণমাত্র নাহি করে মনে প্রণিধান ।
কেমনে হইবে রক্ষা জাতি কুল মান ॥
শোভা পেতো হ'লে পরে সমান সমান ।
পর্কতের সহ কোথা তুলের প্রমাণ ?
বলিরাপে রবে কিন্তু যাবে নাক প্রাণ ।
“বেণ্ডমেন্স লেগে” পাবে বসতির স্থান ॥
সেখানে খুঁটান হয়ে ঢেকির প্রধান ।
মেকির নিকটে লবে ধর্মের বিধান ॥
ধরাইয়া হাতে হাতে করাইবে পান ।
মেকাই একাই তারে করিবেন ত্রাণ ॥

অনল উঠিল জ'লে কে বয়ে নির্বাণ ।
সে অনলে অনেকট পাইবে নির্বাণ ॥
ব্রিটিশ নিকটে তথা মগের প্রতাপ ।
জলন্ত আগুনে যথা পতঙ্গের ঝাঁপ ॥
ফণি-ফণা তুচ্ছ করি কুচ্ছ বহুতর ।
তেক লয়ে ভেক ডাকে গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর ॥
হ'তে চায় করী সম অরুণ শূকর ।
তুরগের খরগতি ইচ্ছা করে খর ॥
দেখিয়া রবির ছবি নাচিছে জোনাকী ।
বকের বাশায় বড় বধিতে বাহুকী ॥
শুনীয়াত মিছে কেন করিছে আক্রমণ ।
হরি কি শরিতে পায়ে হরির বিক্রম ॥
ভীক ফেক রব করি জয় করে হরি ।
হরিবোল হরিবোল হরিবোল হরি ॥
ইংরাজ করিবে দূর কদাকার মগে ।
কোথার লাগেন “বগা বাজালের লগে ॥”

ধ'রে থাক পাখাতাক। মাছরাঙ্গা খগে ॥
বাধুক আবার অজা দোঁকা চূণ রগে ॥
রাজামুখ বল যদি বল করে ভালো।
ঝাঁক। ঝাঁক। কালামুখ আরো হবে কালো ॥

সজ্জি-জলে রণানল করিয়া নির্দাণ।
আবার কেপিল কেন আবার প্রধান ?
হীনবশে এত কেন প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে কপালের ঘোষ ॥
নিরতে টানিলে পরে নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে পিপীড়ার পাখা ॥
ঝিঞ্জরাজে দর্প করে হইয়া শালিক।
অবোধ মগের প্রভু মগের মালিক ॥
সকল শরীর চিত্র বিচিত্র ব্যাতার।
সাক্ষাৎ ষিগদ পশু মানব-আকার ॥
সেনা আর সেনাপতি সম সমুদার।
কেবা রাজা কেবা প্রজা বুঝা অতি দার ॥
শ্রীরামকাটারি হস্তে সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক থামিয়া থামিয়া ॥
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায় থামিয়া থামিয়া ॥
কর্ণের উচিত ফল অবগুই পাবে।
আবাগতি হাবা অতি বুঝিলাম ভাবে ॥

জানহত পশু যত আর কত জালাবে ?
ভূতবেশে যুদ্ধে এসে মিছে কেন ঢলাবে ?
শেতবীর বাহুর উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর হয়ে চুর রসাতলে তলাবে ॥
কোপে কোপে তোপে তোপে গিরিশেখ হেলাবে।
জলে স্থলে শত্রুদলে কাঠি চেলা চেলাবে ॥
তীরে উঠে ছুটে ছুটে হুই হাতে ঢেলাবে ॥
ডাক ছাড়ি তুলে আড়ি গৌপনাড়ি কেলাবে ॥
ক'রে রাগ ধ'রে তাগ ঝাঁক ডগ লেলাবে।
ভূরি দিয়া মাঠে নিয়া কত খেলা খেলাবে ॥
হত দিলে বুঝে নিশে কানে নীশে ঢালাবে।
মগাই পগাই সোনা কামানেতে গালাবে ॥
সেকায়েরা বৈধে ডোরা রাজধানী জালাবে।
বোকারাজে চোররাজে সিদ্ধপথে ঢালাবে ॥
যত গোরা ঘেরে হোরা ভাল ঝাল ঝালাবে।
আবাগতি হাবা কুপ বাধা ধ'লে পালাবে ॥

আগরার যুদ্ধ

আগরার নাগরার মারিয়াছে কাঠি।
বীরবাহে দাপিয়াছে কাপিয়াছে মাটি ॥
চক্রবাগে বড়বর করিয়াছে দারা।
তর পেয়ে কোন্‌খানে ভাগিয়াছে তারা ॥
হেলা ক'রে কেলা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।
জেলা ঘেরে বেড়াইত অহকারতরে ॥
এখন সে কেলা কোথা হেলা কোথা আর ?
জেলা ঘেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার ?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল। পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোলা যত মোলা তোবা তাল্লা ডাকে ॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে থেকে শুনিয়াছে কড়ি ॥
হইয়া হজুর আলি হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি ॥
নিদর স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড় যত ধন কড়ি ॥
মনে মনে লক্ষ্য ভাগ্য ঝাঁক দিয়া খড়ি।
তাকারেছে চারিদিক পাকারেছে দড়ি ॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দাম।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝাম ॥
ধরিয়াছে রাজবেশ গোরে টুপি জাম।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের নাম ॥

যুদ্ধ শাস্তি

ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
শত সমাচার বড় শত সমাচার ॥
পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
“বাহশী বেগম” দৌড়ে ভোগে কারাগার ॥
অকারেণে ক্রিয়াদোষে করে অভ্যাচার।
মরিল হজন তাঁর প্রাণের কুমার ॥
ছেলে ঘেরে আদি করি যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে শুধু হাহাকার ॥
কোথা সেই আন্ধালন কোথা বরবার ?
হাড়ে মাটা বাড়ে দুর্গা হয়ে গেল সার ॥
একবারে ঝাড়ে বংশে হ'ল ছারখার
শিশু সব দারা ঘাখে বিহনে আহার ॥

ধরে থাক্ সমুদ্রায় সম্পদ-সঞ্চায় ।
 গড়িয়া ব্রিটিশ-কোপে প্রাণে বাঁচা তার ।
 হয়েছিল যে প্রকার বিঘন ব্যাপার ।
 হাতে হাতে প্রতিকূল ক'লে গেল তার ॥
 অভাপিও রবি শশী হজেছে প্রচার ।
 অভাপিও হয় নাট সত্যের সংহার ॥
 অভাপিও ধর্ম এক করেন বিহার ।
 তিনি কি কখনো সন এত পাপতার ?
 কোথা দীনদয়াময় সর্বমূল্যধার ।
 আহা আহা মরি কিবা করুণা তোমার ॥
 অন্তরীক্ষে থেকে সব করিছ বিচার ।
 তোমা বিনে জয় দানে সাধ্য আছে কার ॥
 সমুচিত শাস্তি পেলে যত হুতাচার ।
 অতএব তব পদে করি নমস্কার ॥

যমুনায় জল আর পূর্ববৎ নাই রে ।
 হয়েছে কথিয়ে ভরা কেমনেতে নাট রে ?
 তুম্বায় সে জল আর কেমনেতে থাই রে ?
 ভাসিছে তাহাতে সব শব ঠাই ঠাই রে ॥

ঝাপ দিয়ে মরিভেছে সকল সিপাই রে ।
 এ কুল ও কূলে তার ভয় আর ছাই রে ॥
 কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে ।
 শকুন গৃধিনী উড়ে শব্দ নাই নাই রে ॥
 শা-জানার শোণিতেতে মিটে গেল ঝাই রে ।
 খেয়ে সব পরাতব মেনেছে সবাই রে ॥
 স্থানে স্থানে যুগ্মেই পর্ত্তের টাই রে ।
 গচাগন্ধে নাক জলে কোথায় পাড়াই রে ?
 মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে ।
 কোথা খেয়ে কোথা শুয়ে সুখে নিজা বাই রে ?
 সব দিকে সমদশা কোন্ দিকে চাই রে ?
 এ দেশেতে নাহি দেখি হিংসাহীন ঠাই রে ॥
 যমুনায় তটে এসে যমুনায় ভাই রে । *
 বিকট বদনে এক বিস্তারিল ছাই রে ॥
 সাধু সাধু ধর্মরাজ বলি হারি বাই রে ।
 ঘুচাইল যত কিছু আপদ বালাই রে ।
 ব্রিটিশের জয় জয় বল সব ভাই রে ।
 এসো সব নেচে কুঁদে বিভূষণ গাই রে ॥

ঋতু-বর্ণন

ঋতু

বসন্ত নিদ্রাঘ বর্ষা শরৎ নীহার ।
কাল ক্রমে ক্রমে সব করে অধিকার ॥
ছয় কালে ছয় ঋতু ছয় রূপ ভাব ।
ছয় কালে ছয় ভাবে শোভিত স্বভাব ॥
থাকে না অস্ত্রের বোধ একের সময় ।
এইরূপে কত কাল গত করি ছয় ॥
এই শীত ক্ষণ পরে গ্রীষ্ম যদি হয় ।
শীতের স্বভাব তাই অমৃতত নয় ॥
ছয় ঋতু অধিকারে ছয়রূপ যোগ ।
নব নব পরাক্রমে নব নব ভোগ ॥
কখন কল্পিত কার্য শীত-সমীরণে ।
লালসা অধিক হয় রবির কিরণে ॥
কখন তপন-তাপ সহ্য নাহি হয় ।
সুশীতল স্নিগ্ধ-রসে ইচ্ছা অতিশয় ॥
কখন বা ভাসে স্রষ্টি বৃষ্টির ধারায় ।
মেঘনাদ অন্ধকার দুষ্টিহীন তায় ॥
জীবের ভোগের হেতু ঋতুর স্বজন ।
পৃথক্ পৃথক্ তাঁর প্রভা প্রকটন ॥
প্রতিকূল পায় মন নব পরিচয় ।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥
হয়েছে নূতন স্রষ্টি এই দুষ্টি হয় ।
পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥

গ্রীষ্ম

আর ত বাঁচিলে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্ ।
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি শুষ্কটের দাপ্ ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ ।
ভেক তার বুকে বুখে মারিজেছে লাক ॥
বলিতে মুখের কথা বুক লাগে হাঁপ ।
বার বার কত আর জলে দিব খাঁপ ॥

প্রাণে আর নাহি সয় তপনের তাপ ।
শূন্য হ'তে পড়ে বেন অনলের চাপ ॥
বিকল হয়েছে সব শরীরের কল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

কি করে করণ অতি রবি মহাশয় ।
অরুণ ত নয় এ যে অরুণতনয় ॥
কি শুণ দেখিয়া লোকে মিত্র তারে কর ?
মিত্র যদি মিত্র তবে শত্রু কোথা রয় ॥
এই ভবি এই রবি খর অতিশয় ।
নলিনী কি শুণ দে'খে বিকসিত হয় ?
পিতৃশুণ পুত্রের হয় এই ত নিশ্চয় ।
পিতা হয়ে রবি যেটা পুত্রশুণ লয় ॥
জরজর করিতেছে হরিতেছে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

ছারখার হইজেছে অধিল সংসার ।
ঘোর রিষ্টি ঘায় স্রষ্টি বৃষ্টি নাই আর ॥
কিবা ধনী কিবা দীন কেহ নাই সুখে ।
সবা'কার শবা'কার হাহা'কার মুখে ॥
ক্ষণমাত্র কেহ আর নাহি হয় স্থির ।
কার সাধ্য দিনে হয় ঘরের বাহির ॥
শমনতাতে তাত্তে বালি তাতে তাই ।
তাতে যদি পড়ে পদ রক্ষা আর নাই ॥
তখন অচল হয়ে পড়ে ভূমিতল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর ।
কেমনে বাঁচিবে বল স্থলবাসী নর ॥

পণ্ড পক্ষী আদি করি কুচর খেচর ।
একবারে সকলেশ্বরী দহে কলেশ্বর ॥
নীতল হইবে ব'লে যদি বাই বলে ।
বনের বিরহে তথা ক্ষুধ নাই মনে ॥
তরুতলে ডাণ্ড দেয় দারাদার পা ছাড়া ।
উপরে তপন বধে নীচে তার জাড়া ॥
হাবা হয়ে ছুটি বাবা দেখে দাবানল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

বাঁধ ক'ল রাগহত তাগ নাই তার ।
শীকার শীকার নাই শীকারে বিকার ॥
ভাব দেখে বোধ হয় হইয়াছে যুগী ।
তার কাছে শুনে আছে যুগ আর যুগী ॥
হরি হরি যেমতাব ডাকে হরি হরি ।
করী আছে তার কাছে প্রেমভাব করি ॥
একটাই রহিয়াছে রাক্ষস বানর ।
ময়ূর ভূজকে নাই বন্দ পরস্পর ॥
ছেড়েছে খলতা যোগ বত সব খল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

হায় হায় কি করিব রাম রাম রাম ।
কত বা মুছিব আর শরীরের ঘাম ?
টুং টুং ক'রে রল ঝরে অবিশ্রাম ।
দারুণ দুর্গন্ধ গায় পড়ে যায় চাম ॥
বানাহি বামের ছেলে উঠে দেহ ছেয়ে ।
পূবের বাল্যল চাচা বত বাবু ভেয়ে ॥
নখাঘাতে হয়ে যায় সব অঙ্গ খোলা ।
সাক্ষাৎ পরেশনাথ সব বম্ ভোলা ॥

দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

আকাশে না শুনি আর সলিলের নাম ।
বিরল হইল গাছে রসময় আম ॥
শুকায়ে সকল শাখা ঝড়ে হৈল ডাঙ্গ ।
কালক্লান্ত ঘুচে তার হইয়াছে রাঙ্গা ॥

নারিকেল শুকাইল হয়ে জলহারী ।
বেতাল হইয়া ভাল শীশে যায় মারী ॥
কোবেতে ধরেছে দোষ জল না পাইয়া ।
কীটাল হইল জোঠা এ'চড়ে পাকিয়া ॥
জল বিনা মধুহীন হইল মধুকল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

হইলে মধ্যাহ্নকাল কি প্রমাদ ঘটে ।
জীবন শুকাতে থাকে কলেশ্বর-ঘটে ॥
ছটফট লুটালুটি এপাশ ওপাশ ॥
আই চাই করে খাই পাখার বাতাস ॥
পাখার পবনে প্রাণ কত যায় রাখা ।
বোধ হয় সে বাতাসে হত্যাশনমাখা ॥
নিদারুণ নিদাবেতে নাহি পরিজ্ঞাপ ।
জগতের প্রাণ নাশে জগতের প্রাণ ॥
অনিল করিছে বৃষ্টি প্রবল অনল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

উপরে চাহিয়া দেখ পাখী কি প্রকার ।
শাখার উপরে করে পাখার প্রহার ॥
কাতর হইয়া কত কাঁদিতেছে হুখে ॥
অবিরত হা জল যো জল বলে মুখে ॥
ক্ষণ মাত্র নীচু পানে নাহি চায় কিরে ।
উদ্ধমুখে ডেকে ডেকে গলা গেল চিরে ॥
ভবু বন নাহি হয় সদয়দয়র ।
থেকেছে কানের মাথা নীরদ নিদর ॥
পিপাসায় মারা যায় চাতকের দল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

আহার প্রহার সম নাহি রোচে কিছু ।
দীতে কেটে থু ক'রে ফেলিয়া দিই লিচু ॥
পাত পেতে ভাত খেতে বিষ বোধ হয় ।
ডাল বোল বাহা মাখি কিছু ভাল নয় ॥

সুধু হাজ বেছে খাই অখলের মাছ ।
 নিকটে না আনি আর কখলের * গাছ ॥
 কেবল অখল রস লুণ করিয়া ।
 পেটের খবল পাড়ি টবল ধরিয়া ॥
 তবু পোড়া দেহে মম না হয় শীতল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়কর ।
 দৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর ॥
 শাখাপরে আখি বুধে আছে পাখী সব ।
 চরে আর নাহি চরে নাহি কলরব ॥
 কোকিল কাতর হয়ে কাননে ভ্রমিছে ।
 ডেকে ডেকে-হৈকে হৈকে গলা ভাঙ্গিতেছে ॥
 বিরল বিপিনমাঝে সার করি গাছ ।
 ধার্মিক হইয়া বক নাহি ছোঁয় মাছ ॥
 ভুতল হুঁড়িয়া তাপ পোড়ায় নিতল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

ভাবি মনে সিদ্ধ হব সরোবরে নেয়ে ।
 পুকুরে কুকুরে কাদি জল নাহি পেয়ে ॥
 সে জলে অনল জলে পুড়ে হই থাক ।
 ডুব দিয়ে ভূত সাজি গারে মেখে পাঁক ॥
 কত জল খাই তার নাহি পরিমাণ ।
 জাগর হইল পেট সাগর সমান ॥
 বোজলের ছিপি বুলে যদি খাই সোঁদা ।
 তার তার বোদা লাগে মুখ হয় জোঁদা ॥
 উদরে খেলিয়া ডেউ করে কল কল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

উপবনে উপভোগ ইচ্ছা সবাকার ।
 কিন্তু হয় উপবাসে উপবাস সার ॥
 তুলিয়া প্রভু ফুল নিলে তার বাস ।
 অরলের আজ্ঞা এসে নাকে করে বাস ॥

উষা আর উষানীতে গুরুতলে বাস ।
 কিঞ্চিৎ শীতল হয় কেলে দিলে বাস ॥
 শুণ্ণ শুণ্ণ শুণ্ণ তুলি আছে অন্ধকারে ।
 অলি আর বলী নয় কলি দলিবারে ॥
 হইল সুবাগ-হত কমলের দল ॥
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

মাঠ আছে কাঠ হয়ে কুটিকাটা মাটি ।
 কোথা জল কোথা হল কোথা তার পাটি ॥
 হয়ে চাষা আশাহারা হার চায় বেশ ।
 কাঁদিয়া ভিজায় মাটি নয়নের জলে ॥
 শতচোর গ্রীষ্মবেটা দণ্ড্য অভিশয় ।
 কুমার কল্যাণ-কণা কভু নাহি কয় ॥
 কপালে আঘাত করে নীলকর ঘাটা ।
 রবি-করে সারা হয়ে মারা গেল চারা ॥
 আকাশ চাহিয়া আছে কাছে রেখে তল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

নগরের দক্ষিণেতে যত যেত নয় ।
 খাটায় খেলের টাট্টা মুড়িয়াছে বর ॥
 তাহাতে চাষের জল ঢালে নিরন্তর ।
 তপাচ শীতল নাহি হয় কলবর ॥
 ও গড় ও গড় বলি টবেতে উলিয়া ।
 মনোহর হাঁসা মুক্তি কামিজ খুলিয়া ॥
 ব্রাহ্মী-জল খায় তবু ঠাণ্ডি নাহি করে ।
 কেবল চাইল * ভরা আঁটের † পরে ।
 শুকায়ছে বিবিদের মুখ-শতদল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
 জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
 দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

মণ্ডালোষা দধি-চোষা চোষা জল যত ।
 কোষা ধরা গোঁসা ভরা তপে জপে রত ॥

প্রভাতে উঠিয়া যবে মিছে কুল তুলে ।
পূজার আসনে বসে বজ্র ধার তুলে ॥
নিবেরে সৈকারে কলা কলা আগে চার ।
বপ ক'রে তুলে নিরে গপ্ ক'রে ধার ॥
ভূতপালে কেলে মিয়া নিজ পেট পালে ।
কোথা ধ'রে ঢক্ ঢক্ জল ঢালে গালে ॥
না ছুঁতে না ছুঁতে কুল আগে ধার ফল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

একেবারে মারা যায় যত চাঁপদেড়ে ।
হাঁস ফাঁস করে যত প্যাঁজথেকো বেড়ে ॥
বিশেষতঃ পাকা দাড়ি পেট খোটা ভূঁড়ে ।
রোস্ত গিয়া পেটে ঢোকে বেড়া মাথা ফুঁড়ে ॥
কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি ।
কাছাখোলা তোবাতাল্লা বলে আল্লা মরি ॥
দাড়ি বয়ে ঘাম পড়ে বুক যায় তেলে ।
বুড়ি-জল পেয়ে যেন ফুটিয়াছে কেশে ॥
বদনে ভরিছে শুধু বদনার নল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ।
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

বারগণ কাবু হন কেহ নন সুখী ।
বোকা হয়ে খোকা ভাব বিবি সব খুকা ॥
মলিনা মসির প্রায় যত চাঁদসুখী ।
বাড়ে আর নাহি লয় মদনের বু'কি ॥
যোগ হ'লে ভোগ নাই নাই লুকালুকি ।
আসলে কুশল নাই সুখ উ'কি বু'কি ॥
মিয়ে খিল হয়ে মিল মুখে উঠে উকি ।
তখনই ছাড়াছাড়ি গাজ নোঁকাহু'কি ॥
চোখে মুখে ভ্রমজল পড়ে গল গল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

হায় হায় কার কাছে করি বল খেদ ।
যায় ধর্ম এ কি কর্ম হয় ধর্মভেদ ॥
ক্রী-পুরুষ উভয়ের ঘটেছে বিচ্ছেদ ।
সিদ্ধাব নাত্তিক যেটা লুপ্ত করে বেদ ॥

সধবা হইল যেন বিধবার প্রায় ।
কেহ আর অলঙ্কার নাহি রাখে গায় ॥
সদাই চকল মন বজ্র খুলে থাকে ।
ইচ্ছা করে অকলেয়ে অকলে না রাখে ॥
আগে ভাগে খুলে ফেলে বাণা আর মল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে বল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ॥
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

কোথায় বরণ হায় কোথায় বরণ ।
বরণ করণ হয়ে সাগর ডব্বন ॥
লুকায়ে দাঁকণ ভাব অকণ সফন ।
এখনি নিয়ম ক্রীড় মকন মকন ॥
ঘন ঘন ঘন-দল চকন চকন ।
ক্রীড়ের সকল ছুখে হকন হকন ॥
অবনীর উপকার ককন ককন ।
ক্রীড়নাশে বণ-অস্ত্র ধকন ধকন ॥
মেঘনাদ হয়ে যাক্ ধরা টল টল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল জল ।
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

কোথায় করুণাময় জগতের পতি ।
তব ভব নাশ হয় কি হইবে গতি ॥
করুণা কটাক্ষ নাথ কর একবার ।
পড়ুক আকাশ হ'তে সুধার সুধার ॥
চেয়ে দেখ চরাচরে কার নাহি বল ।
কিরূপ হয়েছে সব অচল অচল ॥
আর নাহি সহ হয় প্রভাকর কর ।
মারা যায় তব দাস প্রভাকর-কর ॥
কাতরে তোমায় ডাকি আঁখি ছল ছল ॥
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥
জল দে জল দে বাবা জলদেয়ে বল ।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল ॥

বর্বার অধিকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতুর্ভাব ।

প্রতিদিন পোড়া জল হয় হয় হয় না ।
বোয় রিটি নাহি বুটি খুটি আর হয় না ॥

ঘাই ঘাই বিনা কেহ কোন কথা কয় না ।
 উহ উহ বাপ বাপ তাপ আর নয় না ।
 বরুণ করণ হয়ে কৃপাভাব বয় না ।
 জলধর চাতকের তত্ত্ব আর নয় না ।
 সংবা বিধবা সাজে কেলে দিয়ে গয়না ।
 গ্রীয়ে হ'ল তপস্বিনী যত সব ময়না ।
 মিছেমিছি করি জাঁক মিছেমিছি ছাড়ি হাঁক,
 মিছে ডাক শরদের প্রাণ ।
 কোথায় বুষ্টির গতি, কি হবে সৃষ্টির গতি,
 চলে না দৃষ্টির গতি হয় ।
 কে কহে আঘাত মাস, খেতেছে পায়ের মাস,
 রসকল কিছু নাহি মুখে ।
 অবনী সরলা নয়, কেমনে ভরসা হয়,
 বরষা বরষা মারে বুকে ।
 বরষার এ কি ধারা, নাহি মাজ বারিধারা,
 ভাল ধারা ধরে ধারাদার ।
 করিতেছে সমীরণ, হতশন বরিষণ,
 পুড়ে যায় ধরা ধরাধর ।
 মরে যত জলচর, নদ নদী সরোবর,
 শুকাইল যত জলাশয় ।
 হায় এ কি অপরাধ, অনলে পুরিল কূপ,
 পাক মাজ কিছু নাহি রয় ।
 ধ্যান করি জলদেয়ে, জল দে রে জল দে রে,
 হা জল বো জল শুধু কয় ।
 হয়ে চাতকের মত, পাতক ভুগিছে কত,
 মানবাদি প্রাণী সমুদয় ।
 ফুটিকাটা হ'ল বাট, চেলাকাঠ ঘেন মাঠ,
 হাট বাট সকল সমান ।
 শমন-তাতে তাকে, একেবারে সব তাতে,
 তাতে আর নাহি রয় প্রাণ ।
 বরষার খেলে হলি, পবন উড়ারে ধূলি,
 দশদিক্ করে অন্ধকার ।
 হায় দিয়ে ঘরে রয়, দিবসে বাহির হয়,
 এ প্রকার সাধ্য আছে কার ?
 কিবা ধনী কিবা দীন, একভাবে কাটে দিন,
 কৌণ হীন মলিন সবাই ।
 বল বুদ্ধি কার নাহি, করিতেছে আছি আহি,
 কোনরূপে রক্ষা আর নাই ।
 এ তাপ ভুল হুঁড়ে, ব্যাপিল পাতাল ফুড়ে,
 বাস্তবিক মাথা পুড়ে যায় ।

উপরে পুড়িছে স্বর্ণ, করিছে অমরবর্ণ,
 মরি মরি হায় এ কি দায় ।
 দিনকর পরতর, অমরেরা নয় নয়,
 অরজর হ'ল জিজুবন ।
 বিশ্বের জীবন বায়, সে হয়ে বিশ্বের জায়,
 জীবন না দেয় জীবন ।
 জুমে শত্রু ফল পাছে, আহারে জীবন বাচে,
 অলেয়ে জীবন সব কয় ।
 বল বল তনি তাই, এ জীবন বিনা তাই,
 জীবের জীবন কিলে রয় ?
 যথা যথা শাখী যত, শুকাতোছে অবিরত,
 শাখাপত্র সব হ'ল সারা ।
 যোর তুফা সরে সরে, ক্রমেতে নীরব হয়ে,
 সমুদয় চারা গেল সারা ।
 তাপেতে শুকার মূল, কোথা আর ফল ফুল,
 ফুল-বাগে বহি করে বাসা ।
 সৌরত সৌরব নাই, আহোদ নাহিক পাই,
 ভ্রাণ নিলে জলে যায় নাসা ।
 কি কব ভূত্থের কথা, বুক সহ যত লতা,
 মধ্যভাবে ছিল এত দিন ।
 মুখ তুলে সেট লতা, এখন কয় কথা,
 নতমুখে হতেছে মলিন ।
 বৃক্ষবর বক্ষে করি, শাখা করে ধরি,
 গতার তবকল্প তন ।
 নাগর নাগরী যোগ, মরি কি স্ত্রুথের ভোগ,
 করেছিল প্রেম আগাপন ।
 দীর্ঘকায় প্রাণপতি, লতা বালা রসবতী,
 পতি-মুখ-চুষন আশায় ।
 দিতে দিতে আলিঙ্গন, করি দেহ সন্ধান,
 ক্রতগতি উর্দ্ধমুখে ধায় ।
 মরি মরি আহা আহা, এখন মেখেছি যাহা,
 কণপরে তাহা নাই আর ।
 পতির অবহাতেদে, সতী লতা মরে খেদে,
 কালের কি তাব চমৎকার ।
 কালের কি ধর্ম্ম ছেন, আবাচে বৈশাখ বেন,
 বিন্দুপাত না হয় কুতলে ।
 জলে পুড়ে ছারখার, ধরনী কি বাচে আর,
 বর্ষ আর নয়নের জলে ।
 নীরবে না পেয়ে নীর, শাখা আর শাখিনীর,
 হয়ে গেল দারুণ হৃদঙ্গ ।

নরনারী এ প্রকারে,

কেমনে বাচিতে পারে,

কিঞ্চিৎ হইলে বেলা,

আকাশে অগ্নির খেলা,

কোথা তবে সুখের ডরলা ?

সে ঠেলায় প্রাণ বাঁচা ভার ॥

কার কাছে করি খেদ,

অভেদে ঘটেছে ভেদ,

পশ্চিমের যত খোঁটা,

নাহি খায় চানা ভোঁটা,

লুপ্ত হয় বেদ-ব্যবহার ।

পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ।

স্বভাব অভাব ধরে,

সৃষ্টি সব নাশ করে,

লোটা লোটা সিদ্ধি ধেরে,

খাটিরায় গীত গেয়ে,

নিদাঘ নাস্তিক দুরাচার ॥

প'ড়ে প'ড়ে খাল দেখে কত ॥

পুরুষের ঘোর সাজা,

ঠিক যেন হৈল রাজা,

উড়ে বলে হোরে ভাই,

সেটি গেলা কাঁই পাই,

পেটে পুরে জলের সাগর ।

• • গৌহাড়ি-পো শলা ।

ঢক ঢক গেলে মৃত,

উদনী রোগের মত,

লুগাশাড়া নে রে নে রে,

ঠাণ্ডা জড় আনি বে রে,

সকলেরি উদর ডাগর ॥

খরারে মো হীলা উড়ি গলা ॥

পাতে মাত্র দিই হাত,

কে খায় গরম ভাত,

দিশি পাতিনেড়ে বারা,

ভাতে পুড়ে হয় সারা,

পোড়ে থাকে ব্যজন সকল ।

মলাম মলাম বায়ু কর ।

কেবল অঞ্চল খাই,

পেটের সঞ্চল ভাই,

ইয়াছবারি খেয়ু বাল,

প্যাটেতে মাখিহু ত্যাল,

টম্বল টম্বল ঢালি জল ॥

নাতি তবু নিদ্ নাহি হয় ॥

উহ উহ রাম ঋষ,

পঢ়িয়া গায়ের চাম,

এ'দ বৈর কু' নানী,

কলুই ডেলের পাণ,

ঘাম হু'ড়ে ঘামাচি নির্গত ।

কাঁচাক্যালা কেচুর ছালন ।

দাদ কণ্ডু সব গায়,

নাটুরে মাঝির প্রায়,

বাগুণ কলেনি গাছে,

বালবাচ্ছা কিসে বাচে,

সাজিলেন বাবুভয়ে যত ॥

কিনে খাতে তেকার মরণ ॥

দুরাচার বারা শুচি,

কালভেদে হাড়ি বুচি,

আসমানে পানি নাই,

পেঁজিতে কি জাখে ভাই,

আচার হইল রাখা দায় ।

বরাক্ষেপ পুত কর গিয়া ।

খেতে ব'লে চুলকুনি,

মেলিয়া নখের কুনি,

খোদা তালা নাজা করে,

চেনি খাই প্যাট ভরে,

এ'টো হাত দিতে হয় গায় ॥

মোট বই জাপ বিচাইয়া ॥

পূজা সন্ধ্যা নাহি ঘটে,

পিপাসায় ছাতি কাটে,

আনি দে • • বাই,

হীতল হলিল বাই,

ফেলে দিয়ে চুল বিষদল ।

বাঁড়াল বলিছে মরি প্রাণে ।

ঠাকুরে ঠেকাবে কলা,

বিজ্ঞার করিয়া গলা,

চাহা ঘাসু টা'হা পায়,

গাটে নামু আটে খায়,

কোশা ধ'রে গালে ঢালে জল ॥

বগবতী বৈরব কোতানে ॥

সাজো নাই অন্তঃপুরে,

হবিষ্য গিরেছে ঘুরে,

হিব হিব, অরি অরি,

হুজির হুতাপে মরি,

তপ্তভাতে তপ্ত না হইয়া ।

গরে ঘাসু কেহাই করিয়া ।

বলে বাসি ভালবাসি,

নেবু-রস গন্ধ বাসি,

বীমাবর্তী বর্গমান,

আমগান রাখ জান,

পাস্তা খান আমানি মাখিয়া ॥

পূজা দিনু ভ্যাড় আনি দিয়া ॥

কার নয় নিরাহার,

নিরবধি নীরাহার,

রজনীতে যত নারী,

ছাদে পোড়ে সারি সারি,

রাজভোগে নহে গ্রীষ্ম রত ।

অলসেতে শরীর এলায় ।

দেহ হ'তে করে নীর-

ফেলে দিয়ে হৃৎ স্রীর,

মুখের অঞ্চল বাস,

অঞ্চলে না করে বাস,

ঘোল নিয়ে গোল করে কত ॥

বুকে মুখে পবন খেলায় ॥

হয়ে ভীষ্ম প্রায়রাজ,

মাখিছে আপন কাজ,

হাককাঠি কালা টা'স,

কলমে না চলে ক্যান,

ঘোরতর করিছে নাকাল ।

আকিসে খণিস হয়ে আছে ।

ছোট বড় আদি যত,

আহারে উড়ের মত,

কালামুখে উঠে হোরা,

বেলাক বেঙালী তোরা,

খেতেছেন সবাই পাকাল ।

আহুস না কেউ মোর কাছে ॥

যাহারা সকাল খায়,

তারে সব বৈচে বার,

নেটিব কেরুর সাং,

বলুতে কোর্তে নেই বাং,

পরে আর কে করে আহার ।

ক্যাণাম্যান ড্যান তোরা ড্যান ।

গমিস ডিকোণা সাং, দৈড়িয়ে কেটেহু রাং, নীড়মাথে ভিড় নাই, যে কিছু স্তনিতে পাই,
 সিলিপ করেনি মোর মাংস ॥ বিশাণের ব্যাখ্যা সেই করে ॥
 সাহেবেরা সারা হয়, কামিজ ফেলিয়া কর, গেল বছরের আশা, গালে হাত দিয়ে চাপ,
 ও গড় ও গড় ডায়াম হাট। ব'সে আছে কাছে রেখে হল।
 বরফে মিলায়ে জল, গালে চালে অনর্গল, বরবার নাহি ধারা, ধাজ্জারা গেল মাংস,
 তবু সন্না গলা হয় কাঠ ॥ হুই চকে শতধারা জল ॥
 ধারে মোড়া খসখস, জল দেয় ফস ফস, মিছেমিছি জেঁকেজুঁকে, মাঝে মাঝে ডেকে ডেকে,
 সে জল অনল বোধ হয়। ফোঁটাকত হয় বহিষণ।
 নিরন্তর খায় সোঁদা, জোঁদা মুখে লাগে বোঁদা, বহুধার বোর তুণা, সে জলে কি হয় কুণা,
 বিবিদের বিধরে হুদয় ॥ আরো তিনি হন জালাতন ॥
 কেরানী আমলা আর, বাজারের সরকার, বিবাহান নিশামান, হান-ফান করে প্রাণ,
 যত যত ব্যবসায়ীগণ। পরিজ্ঞান নাহি জল বিনা।
 এক দশা সবাকার, শরীর বহে না আর, এমন আঁকবো নাই, ঘোঁচা মেয়ে দেখি ভাই,
 নিজ নিজ কর্মে নাহি মন ॥ আকাশেতে জল আছে কি না।
 পকুরার রক্ত পাঠ, হাটুরে না করে হাট, মরে জীব সমুদয়, আর না বাতনা সর,
 ভিখারী না ভিক্ষা নিতে দার। কোথা নাথ কুপার আধার ॥
 পথিকেরা গতিহীন, তরতলে কাটে দিন, বায় বায় বায় হুই, হয় রিষ্টি দিয়া বৃষ্টি,
 প'ড়ে থাকে বখায় তথায় ॥ কুপাদৃষ্টি কর একবার ॥
 গ্রীষ্মের ভীষণ ভোগ, যোগিব ভাজিল যোগ, বরবার নাহি বারি, বৈব-বিড়ম্বনা তারি,
 উড়ে যায় তুণের কুটার। না জানি পাণের কত ভার।
 তাণে তপ্ত তপোবন, ত্যক্ত সব তপোবন, কিসে এত কোপদৃষ্টি, আঁপনার এই হুই,
 জপে তপে মন নহে স্থির। কেন কর আপনি সংহার ?
 যাহাঁ হ'তে জন্ম যার, সেই ধরে ধর্ম তার, ছিটে ফোটা শড়ে জল, ভেগে উঠে ভূমিতল,
 কিসে তবে হইবে নিস্তার ? শুভটে শুভুরে যার প্রাণ।
 সমীরণে হতাশন, হতাশনে সমীরণ, পৃথিবীর মুখশোষ, শুনে খেরে কোঁস কোঁস,
 জলে করে অনল বিহার ॥ লক্ষ করে সাপের সমান ॥
 কাননের পশুগণ, এত দূর জালাতন, দিনমান নিশামান, দূরে থাক পরিমান,
 সমভাবে শান্তি-গুণ ধরে। ক'রে বেগু বোর অন্ধকার।
 যে বাহার হয় ভক্ষ্য, তার শ্রুতি নাহি লক্ষ্য, শীতল অত্যাধ ধরি, বোরস্তর নাথ করি,
 পরস্পর হিংসা নাহি করে ॥ বৃষ্টি হোক যুবলের ধার ॥
 কিছুমাত্র নাহি রাগ, বিবর ছাড়িয়া বাণ, চতুর্দশ প্রাণিচর, তৃপ্ত হয়ে যেন রয়,
 ভরজর হয়ে প'ড়ে আছে। যেন হয় শস্ত্রের সকার।
 গ্যাঙর গ্যাঙর গ্যাঙ, থপ থপ নেড়ে ঠ্যাঙ, কৃপাকর নাম ধর, কৃপাকর কৃপা কর,
 ব্যঙ্গ করি ব্যঙ্গ নাচে কাছে ॥ প্রশিপাত চরণে তোমার ॥
 দুকে গৃহস্থের পুণী, চোরে নাহি করে চুরি, আর এক ভিক্ষা চাই, দয়া ক'রে দিলে তাই,
 অলসে অবশ তার দেহ। কিছুই ভো চাহিব না আর।
 বড় বীর যোদ্ধা যত, হয়ে বলবৃদ্ধিত, অহঙ্কার বোর ভীষ, মানবের মনে গ্রীষ্ম,
 সমরে সাজে না আর কেহ ॥ শান্তিজেলে করহ সংহার ॥
 শাখীপরে পাখী সব, অবিরত হতরব, এই শান্তিজন দিরা, দেখাও কৃপার ক্রিয়া,
 আহার-বিহার নাহি করে। বিজোহ-অনল করি নাশ।

বিগড় বিনাশ হোক,

এইমাত্র মনে অভিলাষ ।

বর্ষা

করিয়া সমর-সাজ,

অবনীমণ্ডলে উপনীত ।

রূপহল করি রুদ্ধ,

বোর বৃদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥

দেখিয়া বিগড় দল,

পরাজয় করিল স্বীকার ।

পলাইল পেয়ে ভয়,

ত্রিভুবন করে অধিকার ॥

গগনের সিংহাসনে,

ভিমিরের মুকুট মাথায় ।

পবন প্রবল অতি,

দিগানিশি চামর টুলায় ॥

গুড় নি জলের জাল,

মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা ।

বারি বসন পরা,

বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা ॥

সবুজ মেঘের দল,

হতবল প্রবল অনিলে ।

স্থিরচক্ষে দেখা যায়,

আস্তিন হয়েছ তার চিলে ॥

সোনার দামিনী-হ'র,

আঁহা মরি কত শোভা তার ।

সেফালিকা প্রস্ফুটিত,

জরির লপেটা লতা পায় ॥

ঝিল ঝিল নদী নদ,

আর যত পারিষদগণ ।

সকলের এক বোল,

প্রোমনসকে দিবে কোল,

পরস্পর করে আলিঙ্গন ॥

তরুণুল নত শাখা,

সারি সারি সস অশ্রুতে ।

লজর ধরিয়া ছলে,

ঘোড়করে প্রদীপাত করে ॥

তেকপাল কোতোয়াল,

জলে হলে কত স্থর পোটে ।

রাশা প্রজা হুখে রোক,

এইমাত্র মনে অভিলাষ ।

অতুপতি বর্ষারাজ,

অবনীমণ্ডলে উপনীত ।

ব্যাপিল পৃথিবী রুদ্ধ,

বোর বৃদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥

গ্রীষ্মের টুটিল বল,

পরাজয় করিল স্বীকার ।

বরষার মহাজয়,

ত্রিভুবন করে অধিকার ॥

বসিনে হঠ-মনে,

ভিমিরের মুকুট মাথায় ।

পূর্বদিকে করে গতি,

দিগানিশি চামর টুলায় ॥

সেটের উড় নি ভাল,

মাঝে মাঝে লাগিয়াছে খোঁচা ।

লুটাইয়া পড়ে ধরা,

বাতাসেতে উড়ে যায় কোঁচা ॥

ঢল ঢল ছল ছল,

হতবল প্রবল অনিলে ।

মাটিনের কাবা গায়,

আস্তিন হয়েছ তার চিলে ॥

গলায় ছলিছে তার,

আঁহা মরি কত শোভা তার ।

অভিশর সুশোভিত,

জরির লপেটা লতা পায় ॥

সরোবর সিজু হ্রদ,

আর যত পারিষদগণ ।

প্রোমনসকে দিবে কোল,

পরস্পর করে আলিঙ্গন ॥

প্রতি পড়ে জল মাথা,

ঘোড়করে প্রদীপাত করে ॥

করে করি খাঁড়া ঢাল,

জলে হলে কত স্থর পোটে ।

দেখিয়া ভেকের ভেক,

টোকা হর ডেক নিয়া ছোটে ॥

নকিব চাতকচয়,

প্রতিকূপ এই রব হাঁকে ॥

জল দে রে জল দে রে,

প্রাণ যায় জল দে রে,

জলদেয়ে আর নাহি ডাকে ॥

কোন তুচ্ছ থিয়েটার,

মনোহর শিখর সমাজ ।

দৃশ্য অতি অপরূপ,

চিত্র করা নানারূপ,

সমুদয় স্বভাবের সাজ ॥

নিজ স্বরে জলধর,

গান করে বহুতর,

বৃষ্টির বাজনা ভাল,

ঝন্ ঝন্ বাজে ভাল,

শিখী নিত্য নৃত্য করে সুখে ॥

কেমন কালের ধারা,

অবিশ্রান্তে বারিধারা,

সুধার সুধার বরিষণ ।

সদাই প্রকৃত্ত মন,

চাতক চাতকীর্ণ,

শুভক্ষণ করে সুভক্ষণ ॥

জাঁকিল ভেকের দল,

মাগিল স্বর্গের জল,

রাখিল ভুবনে ভাল বশ ।

ডাকিল মেঘের পাণ,

হাঁকিল চুকিয়া ভাল,

ঢাকিল তিমিরে দিগদশ ॥

করিল উত্তম কর্ম,

হরিল গাজের ঘর্দ,

মরিল পিপাসা দাহ অর ।

তরিল যুবক যারা,

ধরিল যুবতী দারা,

পরিল পোষাক বহুতর ॥

চারিদিক অন্ধকার,

দৃষ্টিরোধ সবারকার,

জগে হলে একাকারময় ।

হেরি শুদ্ধ নৌরাকার,

নিরঞ্জন নিরাকার,

এই বুঝি চিহ্ন তার হয় ॥

হার হার এ কি দার,

মহাপ্রলয়ের প্রায়,

সকল পৃথিবী ভালে জলে ।

অথরা হইল ধরা,

জল নাহি যায় ধরা,

একবারে যায় ধরাভলে ॥

ক্রোণবৃক্ষ ধরাধর,

ভুবে গেল ধরাধর,

কেবল মস্তক দেখা যায় ।

ভূজল বিহব যত,

কত শত হন হত,

পশু যত করে হার হার ॥

রাজার বাজার জাঁক,

গরবেতে গোঁলে পাক,

ছাড়ে হাঁক ঈরাযতে ঢাক ।

বাজে লোকে বাজ কর, ফলতঃ সে বাজ নয়, সুধার সুধার করে, সুধার তুমিতে পাবে
 বরবার দন্ত-কড়মডি ॥ তার পক্ষে কেবা আছে আর ॥
 বিষম বজ্রের শব্দ, ত্রিলোক হইল শুক, দিনপতি অতি দীন, দিন দিন প্রতাহীন,
 ধর ধর ভরে কাঁপে সব । কোন দিন হুদিন না হয় ।
 হুড় মড় কড় মড়, সদা করে মড় মড়, কেমন কুদিন তাঁর, হুদিন না যায় আর,
 চড় চড় কড় কড় রব ॥ তাজিদিন একভাবে রয় ॥
 শুনি ধ্বনি বজ্রাঘাত, গভীর গর্ভপাত, রাজিমান দিনমান, নাহি হয় তহুমান,
 প্রমোদে প্রমাদ সলা গণে । পরিমাল মনে পায় ছব ।
 পতঙ্গ পতঙ্গ সম, নিজাঙ্গ করিল তম, কমলের মহামান, অপমানে ত্রিমাণ,
 মাতঙ্গ আতঙ্গ পায় মনে ॥ অতিমানে নাহি তুলে মুখ ॥
 হুড় হুড় হুড় হুড়, মেঘনাদ শুড় শুড়, সংযোগীর অভিলাষ, উভয়ে একত্রে বাস,
 জলদ জুটেছে ভাল বুটি । কোনরূপে না হয় বিচ্ছেদ ।
 লোকে বলে এ কি কাণ, উড়িয়া স্বর্গের চাল, বুঝে সার অভিমত, তাই বর্ষা এইমত,
 ভেঙ্গে পড়ে আকাশের খুটি ॥ রাজিদিন করিল অভিমত ॥
 নাশিতে সকল রিষ্টি, বরবার কোপ-দৃষ্টি, জুটেছে অনেক কুল, জুটেছে লবঙ্গকুল,
 নয়নে অনল তাঁর জ্বলে । জুটেছে কাননে শত শত ।
 সেই অগ্নি দৃশ্য হয়, ভ্রমেতে মহাঘাচর, টুটেছে বিরহী জনে, উঠেছে বিচ্ছেদ মনে,
 চপলা বিহাৎ তারে বলে ॥ ঘটেছে বিপদ তার কত ॥
 কেহ কেহ এই কর, এ ভাব যথার্থ হয়, গেল সব নিরানন্দ, কুহুমে মধুর গদ্য,
 কেহ কর তাহা নয় তাই । বহে মন্দ মুখে মন্দ গান ।
 রণে হয়ে পরিশ্রান্ত, মহাবল-পরাক্রান্ত, অলিবুদ্ধ সদানন্দ, আনা হঠাৎ অন্ধ,
 ঘন তোলে ঘন ঘন হাই ॥ করে মুখে মকরন্দ পান ।
 কেহ কেহ সৌদামিনী, বরবার প্রিয় রাণী, বিষম চক্ষের শূল, যথ কদম্ব-দুল,
 সুরূপসী ঘনি-মনোহরা । দোলে পেয়ে বাতাসের গোলা ।
 তাহার মুখের হাসি, প্রকাশিরা প্রভারশি, বিরহী করিতে বধ, সেনাপতি ঘটপদ,
 অন্ধকারে আলো করে ধরা ॥ কামের কাননে ছোড়ে গোলা ॥
 বুঝিলে কেহ বলে, গ্রীষ্ম অধোদল ছিলে, সংযোগীর মহাযোগ, যুক্তযোগে বাড়ে যোগ,
 পাতিরাছে ঘোর মড়জাল । যোগবলে বাড়ে ভোগবল ।
 কোপে অঙ্গ জরজর, বুদ্ধি করি জলধর, কোন তুচ্ছ চতুর্ভুজ, বর্গ এক উপসর্গ,
 আলিরাছে তড়িৎ মশাল ॥ হাতে হাতে পায় স্বর্গকল ॥
 সুবিমল শশধর, গোপন করিয়া কর, কাঙ্ক্ষাগণ সহ কান্ত, করে ক্রীড়া অবিশ্রান্ত,
 অন্ধকারে লুকাইল আসি । রতিকান্ত হারাইল দিশা ।
 দেখিয়া বন্ধুর ছব, বিবাদে বিনয়ে বুক, বর্ষা তাহে অন্তরঙ্গ, কণ আছে তালভঙ্গ,
 রজনীর মুখে নাই হাসি ॥ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাজ নিশা ॥
 সপত্নী সকল তারা, বদিয়া নয়নতারা, যে প্রকার শারী শুক, সুখের বাড়ার সুখ,
 তারা শুক তারা তারা বলে । সদাকাল থাকে মুখে মুখে ।
 ডাকে তারা তারাকান্ত, কোথা তারা তারাকান্ত, ধরাতে সেই ধর, কে আর তেমন অঙ্গ, .
 অবিশ্রান্ত ভালে শোক-জলে ॥ সুবতী রমণী যায় বৃকে ॥
 কুহুমে মনে খেল, অন্তর হইল ভেদ, যার ঘরে বেড়াইতে, যদি গায়ে লাগে ছিটে,
 চাকোর করিছে হাছাকাড় । অমর সনার জ্ঞান করে ।

পড়ে বৃষ্টি ছিটে ফোটা, পড়ে মল্ল ছিটে ফোটা,
 প্রাণনাথে ভূলাবার ভরে ॥
 প্রবোধীর এইরূপ, উথলে আনন্দ-কূপ,
 আহাষ বিহার যথোচিত ॥
 বিরহীর বৃক্ষে বর্ণা, মারিয়া নির্দর বর্ণা,
 বর্ণানামে হইল বিদিত ॥
 প্রবাসী পুরুষ যত, একেবারে জানহত,
 প্রেমদীর প্রেম মনে হয় ॥
 মনন বাড়ায় রোষ, বশনে অধিক রোষ,
 কোনরূপে পরিতোষ নয় ॥
 কি বব হুথের দশা, দিনে মাছি রেতে দশা,
 ছই কালে বন্ধ ছই জন ॥
 শয্যায় ভাষ্যার প্রার, ছারপোকা উঠে গায়,
 প্রতিজ্ঞ করে আত্মজ্ঞান ॥
 শুক শুক তুলে কাস, বার বার ফেরে পাশ,
 দহে মন কামের আগুনে ॥
 বিছানায় লটপট, প্রাণ যায় ছটফট,
 বাচে শুদ্ধ বালিলের গুণে ॥
 যেমন মৃগলধার, পড়ে বৃষ্টি অনিবার,
 বাহিরেতে নাহি যায় ঢলা ॥
 রসিকা রমণী যেই, অহুমান করে এই,
 আকাশের ফুটিয়াছে তলা ॥
 বিমানে বাড়িল আঁক, বারিদ বাজায় শাঁক,
 বজ্রহলে উলু উলু ধনি ॥
 বর্ষার বিষম গুণ, বিবাহ করিয়ে পুন,
 পুরোহিত ভেক শিরোমণি ॥
 ময়ূর নেড়ীর দলে, খেঁউড় গাইছে ছলে,
 নাচিছে চপলা সব এয়ে ॥
 আনন্দের পরিপাটি, সুখে করে কাদামাটি,
 চাতক জুটেছে ভাল রেয়ে ॥

বর্ষার বিক্রম-বিস্তার

ধরাধামে অতাবের ভাব বিপরীত ॥
 বরষার ঘোর বৃদ্ধ গ্রীষ্মে সহিত ॥
 নিশাধারে জলধার গ্রীষ্মের বধিবারে ॥
 করিলেন ঝরি-বৃষ্টি দুবলের ধারে ॥
 ঘর ঘর পথ ঘাট মহা সিদ্ধময় ॥
 নীলকণ্ঠে নীলকণ্ঠ পূজি সব ভয় ॥

গ্রহস্বের কান্নাহাটি রান্নাঘরে এসে ॥
 হাসিয়া ভাতের হাঁড়ি জলে যায় ভেসে ॥
 জোড়া পুায় ঘোড়া নাচে চাকা ডুবে জলে ॥
 কলের জাহাজ যেন গাড়ী সব চলে ॥
 বালকে পুলক পায় ডানাইয়া ভেলা ॥
 কিলি কিলি মীন যত পথে করে খেলা ॥
 পথিকের দশা দেখে নেত্রে জল ঝরে ॥
 উঠিছে শায়ের জুতা মাথার উপরে ॥
 বিশেষতঃ রমণীর জাব চমৎকার ॥
 চলিতে চরণ বাধে বস্ত্র রাখা ভার ॥
 ক্ষেত্রের নির্মল শোভা দেখে পূর্ণ আশা ॥
 গেল ধন্য মহানন্দ চাষ করে চাষা ॥
 রসিকে রসিক সহ ভাবে গদগদ ॥
 সুখে কহে কয়-সার বরষার পদ ॥
 প্রেমরসে মত্ত দোহে প্রেমানন্দ-ঘোরে ॥
 হায় রে বরষা ঋতু বলি হারি তোরে ॥

বর্ষার রাজ্যাভিষেক

হ্রাস বৃদ্ধি সবাকার কাল অহুসারে ॥
 না বুঝে অবোধ লোক মরে অহঙ্কারে ॥
 যেমন গ্রীষ্মের গর্ষ ছিল সর্বদেশে ॥
 পড়িয়া বর্ষার হাতে গর্ষ হইল শেষে ॥
 বরষার দাপে গ্রীষ্ম গেল অধঃপাতে ॥
 অধঃ-বৃক্ষের ফল ফলে হাতে হাতে ॥
 গ্রীষ্ম-ভয়ে বরষা হইয়াছিল দীন ॥
 এত দিনে দৌনের কপালে শুভদিন ॥
 আইল বরষা ঋতু সহ পরিবার ॥
 পুনরবার পাইল আপন অধিকার ॥
 গ্রীষ্ম ঋতু পলাইল দেখিয়া বিগদ ॥
 দিনে দিনে বরষার বাড়িল সম্পদ ॥
 চাতক ময়ূর আর জলধর ভেক ॥
 বরষাকে করিল রাজ্যেতে অভিষেক ॥
 সেনাপতি জলধর শরবৃষ্টি করে ॥
 স্থানে স্থানে ভেকগণ নকিব ফুকরে ॥
 আকাশে চাতকগণ বাজাইছে তুরী ॥
 আনন্দে কাননে নাচে ময়ূর ময়ূরী ॥
 ঘন ঘন ঘন-ঘটা গভীর গর্জনে ॥
 গগনে গ্রীষ্মের প্রতি করিছে তর্জনে ॥

গ্রীষ্মের সহায় ভাঙ্গ ভয়ে লুকাইল ।
 সেই হেতু চতুর্দিক তিমিরে পুছিল ॥
 তড়িত প্রদীপ-শিখা করিয়া ধারণ ।
 কোণে কোণে গ্রীষ্মের করিছে অবধারণ ॥
 সস্তাপে তাপিত করি সকল সংসার ।
 কোথা পলাইল গ্রীষ্ম হুটে হুটাতার ॥
 সংযোগী বুঝতী বুঝা করিল বিচ্ছেদ ।
 বিষয়গীর শতশুল সংযোগীর খেদ ॥
 শুকাইল সরোবর নদ নদী ভ্রদ ।
 ঘটাইল হুটে গ্রীষ্ম এতক বিপদ ॥
 তবে যদি পাই দেখা দেখাইব তারে ।
 এমন অস্তায় যেন রাজ্যে নাহি করে ॥
 এইরূপে ধারাদর করিছে শালন ।
 ধমায় না ধরে তার ধারা বরিষণ ॥
 সুধাবৃষ্টি প্রায় বৃষ্টি রিষ্টি করে দূর ।
 করি দৃষ্টি পারতুষ্টি জগতে প্রচুর ॥
 পৃথিবীর উত্তাপ হরিল কাদাম্বিনী ।
 নাতিল মদন-মদে পুরুষ কামিনী ॥
 ঋতুমধ্যে সরসা বরষা মনে গণি ।
 তাহে সেই শ্রুতা যার পাশে গুণমণি ॥
 অবিরত রত ভোগ বত মন উঠে ।
 না ছুটিতে আপনি কামের বাণ ছুটে ॥
 গৃহ-পাশে সেকালিকা কুসুম সুগন্ধ ।
 সুশীতল সমীরণ বহে মন্দ মন্দ ॥
 আকাশে গভীর ধীর ঘন ঘন ডাকে ।
 মূনির মানস টলে অঙ্গে কোথা থাকে ॥
 রজনীতে না পুরে নারীর মনোরথ ।
 দিবস হইলে রাতি হয় মনোমত ॥
 নিবারিতে বরষা নারীর মনে খেদ ।
 রজনী দিবস দৌড়ে রাহিল অভেদ ॥
 শাস্ত্রে বলে মেঘাচ্ছন্ন দিন যে হুদ্দিন ।
 কিছু কামিনীর গক্ষে অতি সে সুদিন ॥
 পূর্ণ-প্রভাকর লুপ্ত বরষার গুণে ।
 পর-প্রভাকর দীপ্ত বরষার গুণে ॥

বর্ষার ধুমধাম

নিধাঘের সমুদয় অধিকার লোটে ।
 বদকে ঢলকে লোক চপলায় চোটে ॥

চপ্ চপ্ টপ্ টপ্ কলরব উঠে ।
 কন্ কন্ বন্ বন্ হহকার ছুটে ॥
 অমধুর কত স্বর ভেদে গীত গায় ।
 বন্ বন্ কাম কাম জলদ বাজায় ॥
 কড় কড় মড় মড় রাগে রাগ বাড়ি ।
 হড় হড় কড় মড় টিটকারী ছাড়ি ॥
 ধীর ধীর শোভে গিরি স্বভাবের সাজে ।
 শুড় শুড় শুড় শুড় নহবৎ বাজে ॥
 ধরতর দিসকর লুকাইল তাপে ।
 ধর ধর গর গর ত্রিভুবন কাপে ॥
 হড় হড় হড় হড় ঘন ঘন হাঁকে ।
 স্বর স্বর ফর ফর সমীরণ ডাকে ॥
 ভন্ ভন্ কন্ ফন্ মশকের ধ্বনি ।
 কতরূপ নবরূপ অনরূপ গণি ॥
 শশধর জরজর জলধর-রবে ।
 তারা বারা পতি-হার্য কাঁদে তারা সবে ॥
 চকোরিণী অভাগিনী হাচারব মুখে ।
 কুমুদিনী বিষাদিনী লুকাইল মুখে ॥
 বরষার অধিকার হইল গগনে ।
 হাত্মমুখ মহা সুখ সংযোগীর মনে ॥
 ঘন জলে মন জলে বাুকুল সকলে ।
 বহে নীর বিরহীর নয়নযুগলে ॥

সুস্থষ্টি

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
 সস্তাপ-প্রতাপ হৈল শেষ ।
 স্নিগ্ধকর বরিষণে, বৃহন্নন্দ সমীরণে,
 গুচে গেল শরীরের ক্রেশ ॥
 ষেদ-বিন্দু নাহি করে, বিমলিন কলেবরে,
 বিরহে শিহরে বুঝা প্রাণী ।
 অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনসাধ,
 পরিবাদ অবিবাদ মানি ॥
 নীলরূতি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
 নয়ন-প্রফুল্লকর অতি ।
 হায় রে কালীর বটা, হেরি তোম শোভা-ছটা,
 সাধে মজ্ঞ ব্রজের বুঝতী ॥
 শুনি ঘন ঘন ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি
 চাতকিনী সুখধ্বনি করে ।

গুপ্তের যামিনী ভোর, স্বপ্নভরে মীনচোর, তথা সিদ্ধ হুখী হ'য়ে, তাদের উজ্জ্বল ল'য়ে,
 ঘোর দিগে জ্বলে সরোবরে ॥ অবিকল করিতেছে পান ॥
 অরাল মোদিম মনে, সজ্জ লয়ে স্বীয় গণে, জিলোক-তিমিরহর, নাম ধীর বিধাকর,
 সস্তরণে না ধের বিরাম ॥ সেই হুখী মদে মাতোয়ালা ॥
 করি রব কুক কুক, প্রকাশ মনের সুখ, চল চল লাল মূর্তি, প্রকাশ বিশেষ ক্ষুধি,
 ডাকক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥ শুনিছেন সংসার-পেয়ালা ॥
 গুনিয় মেঘের নাথ, মস্তমতি মেঘনাথ, অতএব বৃগগণ, আমাদের নিবেদন,
 পানপট হইল অস্থির ॥ শ্রবণেতে হউন সন্তোষ ॥
 জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল, দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
 কাল পেয়ে প্রকল্পশরীর ॥ অভাগাগণেতে শুদ্ধ দোষ ॥
 আর আর ফলচর, জলচর শূন্যচর, বহু বহু সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
 চরাচর নিবসয়ে যেন ॥ চমক হে চপলা'র মালা ॥
 হেঁচা শীতলকার, কেহ যায় কেহ গায়, সহাস্ত রহস্ত মুখে, পান করি মনহুখে,
 আশ্রয়ত করে আশ্রয়েবা ॥ জুড়াইব অশ্রুরে আলো ॥
 দান করি ধারা-জলে প্রামল বিমল দলে,
 তরুতলে নব শোভা ধরে ॥
 বিহ-বিশ্রামে যেন, হান্তরস পূর্ণ হেন,
 যুবাকন আশ্রয় লশধরে ॥
 তরুণ পল্লবমালা, দেখা যায় ডালে ডালে, ছুটিল পূবের বায়ু, টুটিল গ্রীষ্মের আয়ু,
 কদম্ব-কলিকা বিকসিত ॥ ফুটিল কদম্বকলিগণ ॥
 মধুকি মত্ত হ'য়ে, সজ্জতে স্বদল ল'য়ে, বরিষে জলদল, হনিষে ভেকের দল,
 পান করে অমৃত অমিত ॥ করিছে সজ্জিত অনুরণ ॥
 হেরি তার মত্ত ভাব, মনে তাব আবির্ভাব, তরুণ বরস কালে, তরুণ জলদজালে,
 ভয় হয় কবিতা-রচনে ॥ বরণ সজ্জিত করে বণ ॥
 গুপ্তভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ, প্রভাতে সমর-রঙ্গ, প্রভাতে ভাঙ্গুর অঙ্গ,
 গুরু ভয় গুরু কুবচনে ॥ শোভাতে না হয় নিরীকণ ॥
 অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষি মধু হরি, মলিন দিবসকান্ত, মলিন বিরস কান্ত,
 মত্ত হয় বরষা-রুণার ॥ অলীন ভ্রমর তার কোলে ॥
 মল্লিকা মুকুতা ভাতি, মধুকর মদে মাতি, বধুব বদনে মধু, শূন্য দেখি ফুলবধু
 গুজরিয়া তুলে মধু ভায় ॥ খেদ করে গুণ গুণ বোলে ॥
 আর এই দেখে সন্ত, থাইয়া মেঘের মত্ত, হায় হায় এ কি দায়, লোকে কহ বরষায়,
 প্রাচীনার শিরোমণি ধরা ॥ সংযোগীর উন্নত সন্তোষ ॥
 নবীনা বোড়লী প্রাণ, অপক্লপ শোভা পায়, তবে কিবা অপরাধে, মধুপ বঞ্চিত সাধে,
 রসিক ভাবুক মনোহরা ॥ পদ্মিনীর সহ নহে যোগ ॥
 রসপানে তরুণতা, প্রাপ্ত হয় প্রবলতা, এই হয় বিবেচনা, প্রাবৃতের বিড়ম্বনা,
 মাহকতা-গুণে বলি হারি ॥ গ্রীষ্মপতি ভাঙ্গু প্রতি রাগ ॥
 বত সব নদী নদ, থাইতে তুষার-মদ, তাই তাঁর সমাপ্তি, কিবা পত্নী পত্নী প্রীতি,
 হইয়াছে শেখরবিহারী ॥ সকলোতে জন্মায় বিরাগ ॥
 রসে হয়ে গদগদ, পাইয়া পরম পদ, নিবিড় নীরব কলা, কি শোভা না যায় বলা,
 সাগরেতে করিছে পদাণ ॥ অমলা কালিন্দী রতনর ॥

মনে মনে এই গণি, গ্রাসিবারে দিনমণি, কলের পিতৃব্য বুড়া, * ঝালা রসিকের হুয়া,
 ওই কালনাগিনী উদয়। যেরে যেরে সবে আছে জ্ঞাত।
 বরষায় বোর রিবে, নীরব-ভুজঙ্গ বিবে, কলের কামিনী ধনী, চাঁতকিনী স্থণ গণি,
 ভাস্কর নিকর নিকর। চুলুধবনি করে অবিরত।
 ভব্র আচ্ছাদিত যেন, প্রজ্বল অনল হেন, জলাশয়ে হংসীগণ, জলে দিয়া মস্তক,
 আছু প্রভাতের দিনকর। কলরবে কেলি করে কত।
 অতঃপর বোরভর, নীরধর আড়ম্বর, পূর্ণ হ'ল মনসাধ, করিতেছে তেরীনাধ,
 শূত্রপয় করে অতিশয়। জীষণ ভয়াল রবে ভেক।
 চাক চাক সমুদিত, গুরু গুরু গরজিত, আষাঢ়ের হুসকায়ে, শুভ শশধর বাড়ে,
 ঢক ঢক কম্পিত হৃদয়। হইল বর্ষার অভিষেক।
 বহিতেছে সমীপে, করিতেছে বোর রণ,
 নির্ধাব বরষা সহকার।

সন্ সন্ স্বরে গাজে, বন্ বন্ মাঝে মাঝে,
 শব্দ করে শুক্ক জিসসার।

বর্ষা-বর্ণন

চক্ চক্ চিকি মিকি, ধক্ ধক্ মিকি মিকি, সমজ্ঞ সন্ধান পূরে, আদিয়া গ্রীষ্মের পূরে,
 সুচকলা চপলার মালা।
 বন্ বন্ হয় জল, ধরাতল সুশীতল, রিপূর প্রবল বল, দেখিয়া গ্রীষ্মের দল,
 ঘুচে গেল সম্ভাপের জালা।
 একেবারে পড়ে ধারা, কিবা শোভা পায় তারা, মহা শিলাবৃষ্টি-বাণ, প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রাণ,
 তারা যেন পড়িছে থসিয়া।
 পূর্বে চাতকীল, পান করে ধারা-জল, সম্ভাপ-মৈত্রেয় পতি, না পাইয়া অব্যাহতি,
 গান করে রসিয়া রসিয়া।

প্রবেশিল বরষার দল।
 ভঙ্গ দিয়া ভাগিল সকল।
 হইল গ্রীষ্মের অস্তি শেষ।
 না পাইয়া অব্যাহতি,
 পলাইতে চাহে অবশেষ।
 শক্রভয় ভীত হয়ে, বিরহীর মনে রচে,
 গোপনেতে লইল আশ্রয়।
 এ কি অপরাধ ধারা, নয়নে ললিল-ধারা,
 অন্তরে সম্ভাপ অতিশয়।

বর্ষার অভিষেক

নীরব শিববর, আরোহিয়া তরুণর, ঋতুবর বরষার জাঁক।
 শুভ শুভ শুন্ শুন্, শুভুন্ শুভুন্ শুন্, অত্র-কোলে শুভ্র আভা,
 বাজিতেছে রণ-জয়-ঢাক।
 ওই করে কর ফর, গতি অতি থরতর, পুরিল মনের সাধ,
 দামিনীর উড়িছে পতাকা।
 প্রজাক্রপে তরুণর, প্রণত হইয়া রর, ত্রিভুবনে দিয়া সাড়া,
 দিয়া কর ফল পাকা পাকা।
 যদি কেহ তুষ্ট হয়, নির্ধাঘের পক্ষে রর, পূর্ণ করি জল হুল,
 নাভোয়ানি নষ্টামিতে ভরা।
 নীজোয়াল সমীরণ, কান ধরি সেইক্ষণ, আনি করে ভূপে অভিষেক।
 লুটাইয়া দেয় তারে ধরা।
 হস্তল কাঁটাল ভায়া, পেয়েছেন বড় পায়া, চামর কেতকী-ফুল,
 হেঁড়ে পাগ ভুঁড়ি সুবিখ্যাত।
 জয় জয় ধনি করে ভেক।
 ময়ূরেতে মোরছল,
 করিতেছে অবিরল,
 পাঁচাইয়া নৃপতির আগে।

ময়ুর সে সভা-মাঝে, যুদ্ধ বনোহর সাজে, রবি শশী আদি মীন, গগনে হইল মীন,
 নৃত্য করিতেছে অহরাগে ॥ ক্ষুদ্র মন্ত্র লুকাইল ভরে ॥
 ভগবতীতে বহুদিন, শরীর করিয়া কৌণ, বিদ্যাৎ বৈদ্যশীপ্রাণ, চতুর্দিকে কেলি তার,
 মলিন আছিল নবীগণ ॥ বিরহীর প্রাণ-মীন ধরে ॥
 সংপ্রতি অমৃত খায়, হরে অমরের প্রায়, অঙ্গার ভাবিয়া হরি, কমলাগে সজে করি,
 সকারিল পুনশ্চ জীবন ॥ চালিলেন শরীর সাগরে ॥
 চির-বিরহিণী ছিল, ঔষুভোগ সকারিল, দাতা ঘন হরষিত, হেরে হয় উপস্থিত,
 বিধানে হইল হর্ষোদয় ॥ যাচক চাতক স্বজগণ ॥
 আঙ্গানে প্রফুল্ল কার, নিজ পতি প্রতি ধায়, ঘন আগে দেয় জল, করিয়া বিদ্যাৎ ছল,
 বত নদী বেগে অতিশয় ॥ স্বর্ণমুষ্টি করে বিতরণ ॥
 মেঘাচ্ছন্ন চরাচর, শশী আর দিবাকর, মেঘ পটু নানা সাজে, চতুর্দিকে বাত বাজে,
 লুপ্তপ্রায় না হয় উদয় ॥ ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে ॥
 যিনেঃ স্মৃতি করি, জুখে নিজা যান হরি, পথিকের সর্কনাশ, ঘন বহে ঘন বাস,
 এই সে কারণ চিত্তে লয় ॥ নিজ বাস ভাবিয়া অন্তরে ॥
 বরষা বিরহী নারী, ধরিয়া দিবদকারী, বহে শূলীতল বায়, বিরোগীর হরে আয়,
 করে অতি দৃঢ় আলিঙ্গন ॥ সংযোগীর পরম উন্নাস ॥
 করের বক্ষণ তার, খণ্ড খণ্ড হয়ে ধার, তারা করে অভিলাষ, বধী হোক বার মাস,
 লোকে বলে বিদ্যাৎপত্তন ॥ অস্ত্র খাতু না হয় প্রকাশ ॥
 তড়িত নর্তকীগণ, নৃত্য করে অঙ্গদ্বন্দ্ব, বিরোগীর বুকে বর্শা, মারে বর্শা সেই বর্শা,
 সুললিত জলদ-সভার ॥ নাম তার বিধিত ভুবনে ॥
 হিড়িল সুকুতা-হার, সেই ছলে অনিবার, শুনি জলদেব শব্দ, বিরহিণীগণ শুদ্ধ,
 জলধার পড়িছে ধরায় ॥ দৃষ্ট হয় মনের আশ্বাস ॥
 ঋতুর প্রভাবে ছেন, রবি শশী নাহি যেন, প্রবাসী জনের ক্লেশ, বর্গিণী না হয় শেষ,
 নিশা দিন সমান আকার ॥ এই ছায় বহবা সময় ॥
 কুমুদিনী রাজি জানে, প্রকুল্লিতা দিনমানে, অন্তরে বিচ্ছেদ-বাত, জলিতেছে দিন-রাত্রি,
 পগপনে কিবা চমৎকার ॥ বাহিরে বিবিধ দুখোদয় ॥
 তারুর গগনে শুভ্র, শশাক তিমিরে লুপ্ত, রান্নাঘরে কান্নাছাটি, ভিকে কাঠ ভিকে মাটী,
 দিবারাত্রি বোধ নাহি হয় ॥ কোনমতে নাহি অলে চুলো ॥
 বায় সহ মল্ল মল্ল, কমল কুমুদ পঙ্ক, নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
 দেয় দিবারাত্রি পরিচর ॥ চুলোশুভ্র চোলে যায় চুলো ॥
 ঘন ঘোর অন্ধকার, দৃষ্টিরোধ সবাকার, ধনীর স্রবের ধনি, নিদ্রত নিকটে ধনী,
 স্তম্ভজলে পূর্ণ সৃষ্টি-গাভ ॥ নাহি মাজ মনের বিকার ॥
 স্ফোরিত বিকর্ভন, অক্ষুদ্র শোভাগণ, ভাল গাড়ী ভাল বাড়ী, প্রতি হাতে মারে আঁড়ী,
 কোনাকি পোকার দৃষ্টিমাত্র ॥ মনোমত আহার-বিহার ॥
 বলময় নভমূল, জলময় ভূমণ্ডল, হির ভোগে হিরবুচি, হিরযোগে হিরশুভ্র,
 জলময় গিরি দিক্ বেণ ॥ পাঞ্জে পাঞ্জে পাঞ্জে বিচার ॥
 দেখে হয় এই জান, পুনরপি ভগবান, সদা তার সদাচার, আচারে কি কদাচার,
 ধরিলেন বরাহের বেশ ॥ লোকাচারে মিছে ব্যভিচার ॥
 আসিয়া বদ্বাকাল, ফেলিল জলজাল, দীন তাহা কোথা পান, অমৃতমাজ জলপান,
 গঙ্গা গভীর গভীরে ॥ ফুঁকি যায় মুক্তি নাই মুখে ॥

টাকা বিনে হত কি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
 বাস কাটি থান-বনে ঢুকে ॥
 বিদেশী ধর্মের বাড়ি, তরঙ্গ কেবল তড়ি,
 ভাগ্যদোষে তাও যায় ভেঙ্গে ।
 বহু রাজে পেয়ে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুঠী,
 চৌকিদার ধরে চক্ষু রেখে ॥
 যত সব বিলসারা, সকল শরীরে কাঁসা,
 জামা পাগ স্ত্রিজিল উদকে ।
 বহুকেলে ছেঁড়াছুতা, পাইয়া রুটির ছুতা,
 একেবারে উঠিল মন্তকে ॥
 আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাড়াপাতি,
 জানি শুধু একমাত্র পাঠ ।
 বাবুদের গেয়ে গুল, নাহি মাছ তেল লুণ,
 ভট্টাচার্য্য দেন চাল কাঠ ॥
 মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
 পুঁতি পাতি সব যায় ভেসে ।
 তিন মাস রক্ত পাঠ, ফিরে হাট বাট মাঠ,
 দেখে শুনে মরি হেসে হেসে ॥
 আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবী অড়হর,
 আদমিক তাই হয় পাক ।
 শৈতন্য সম্পত্তি বাদ, তাহার চিকড়ি ছাদা,
 তাহে যুক্ত করি নটে শাক ॥
 ছই সজ্জা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
 ঘোষা বেটা বটায় প্রমাদ ।
 রাজিকালে হাত বৃকে, নিজা যাই মহাভুখে,
 মিজাজরে করি আশীর্বাদ ॥
 বরষা তোমার গুল, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
 বারিবলে চরাচর ভালে ।
 কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দেশের হয়েছে ব্যঙ্গ,
 দেখে রক্ত রাত বজ হামে ॥
 আমরা বিপ্রেঃ পুত্র, ধরিয়াছি বজ্রসূত্র,
 শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা ।
 জাতি-ধর্মের ভিক্ষা করি, প্রাণে যেন নাহি মরি,
 চাল ভেঙ্গে পড়ে ঘর চাপা ॥

বর্ষার ঝড়-বৃষ্টি

ঘটা বোর করে পোর ঘন বোর রবে ।
 শুনি চিত চমকিত বিচলিত হবে ॥

বন বন কণ কণ বন বন বড় ।
 তরুণের স্থির নয় বোধ হয় পড়ে ॥
 বিজলীর কি মিহির যেন তার ছোটে ।
 ঝড় ছাট ভাঙে হাট মালাট চোটে ॥
 বহু বাত ছাত ছাত শিঁপাত লড়ে ।
 বোধ হয় করে লয় লয় বড়ে ॥
 করে রব কলরব ধরে সব রড়ে ।
 নদী নদ পেয়ে পদ নদগদ অঙ্গে ॥
 হেউ হেউ করে চেউ বেন ফেউ ডাকে ।
 অবিকল কণ কণ বোর জল পাকে ॥
 তরুণের যত তরী নুত্যা করি ॥
 গেমিকের জুদের আশা প্রায় ॥
 রাজহাঁস কি উল্লাস কণ পুরে ।
 অহরহঃ যত দর হংসী দহ ঘুরে ॥
 কি আছলার করে না অতিথাদ ঘুরে ।
 অবিধান যত বাদ বিলংবাদ ঘুরে ॥
 দামোদর পরতর কলেবর ধরে ।
 এ কি লগ বাঁধ ভয় দেশ ময় করে ॥
 গেল ধান নাহি জাগ কিসে প্রাণ বাঁচে ।
 বোর রিষ্টি অতি বৃষ্টি যায় সৃষ্টি পাছে ॥
 লক্ষ লক্ষ পত্র পক্ষ বিনে জন্ম মরে ।
 প্রজাদল হতবল ঢেকে জল করে ॥
 বতচাষা হত আশা করে বাসা বুকে ।
 কপালের ভাল ফল সময়ের শিকে ॥

শরদ্বর্ণন

বরষা তরঙ্গহীন, কৌণ হয় দিন দিন,
 শুনিয়া শরদ আগমন ।
 গগনেতে জলধর, শোকে পাণ্ডু কলেবর,
 বরষার বিচ্ছেদ কারণ ॥
 জলদ বিক্রমশূভ্র, চাতক বিহীন দুঃ
 হাহাকার করে উর্দ্ধমুখে ।
 ময়ূর ময়ূরীগণ, নিত্য নৃত্য বিহীন,
 কাননে লুকার মনোহুখে ॥
 বুটিল কোটালি পায়া, ব্যঙ্গ লয়ে ব্যঙ্গ ভায়া,
 নিয়ে ভঙ্গ রসরস সব ।
 একেবারে সর্বনাশ, করিলেন অলে বাস,
 আর তার নাহি কলরব ॥

নেতে চাক শোভা, দিন দিন মনোপোভা, সঠিতে ভক্তের পূজা, অধিষ্ঠাত্রী দশকুজা,
নাহি আর অঙ্ককাররাশি। দর্শনিক করেন প্রকাশ।
কারের তুষ্টি কর, সুবিমল সুধাকর, শরদের তিন দিন, কিবা ধনী কিবা দীন,
রজনীর মুখে সরা হাদি। জ্ঞান করে এই স্বর্গবাস।
দূরে পূরিল বিশ্ব, সেই মত হয় দৃষ্ট, প্রতি বরে বাস্তব গান, আনন্দের অধিষ্ঠান,
শিতপক্ষ শারদ-নিশা। বর্ণনা করিব তাহা কত।
ধবা নিশিতে হেন, অল্পমান হয় যেন, বাহার যেমন মন, বাহার যেমন ধন,
শরদ পারদ মাথো গার। আয়োজন করে সেই মত।
প্রমদায়া তারা যারা, ছিল তারা পতি-হারা, কুমার কুমার আগে, গড়িয়াছে অল্পরাগে,
শলী বেরি তারা সব জলে। শেষে চিত্র করে চিত্রকরে।
বা শোভা কব তার, মল্লিকা-কুণের হার, মেটেরঙে মেটে রঙ, চালে লেখে নানা সঙ,
শোভে যেন ফাটকের গলে। বস্ত্রে তুলি হস্তে তুলি ধরে।
দ্রব হইল জল, রাজহংস কল কল, ডাককর করে ডাক, বিস্তর দামের ডাক
সরোবরে করে অল্পক্ষণ। ডাকের ডাকের বড় জাঁক।
ত দিবসের পরে, নয়ন রঞ্জন করে, করে আছা সঁজা সাজ, ভিতরেতে কত কাঞ্চ
হৃদয়রঞ্জন এ খঞ্জন। ডাক ডাক এই মাত্র ডাক।
টিল সহস্রদল, শতদল সুবিমল, দেবীরে সাজায় সাজে, যেখানে যে সাজ সাজে
কুমুদ কল্লার শোভা করে। অপূরণ মূনি-মনোপোভা।
ছ দিবসের পর, মত্ত হয়ে মধুকর, ভুবন-ভূষণা যিনি, ভূষণে ভূষিতা তিনি,
মধুপান করে হই করে। ধরতে ধরে না মার শোভা।
শত শত দলে দলে, বসে শতদলদলে, যার নাহি কিছু শক্তি, আনিয়া শকর-শক্তি,
রসে শতদল-দলে সুখে। ভক্তিভাবে ডাকে জয়কালী।
মনোহর সরোবরে, পূলকে বন্ধার করে, মনে আছে প্রেম আঁটা, মাথিয়া বেলের আঁটা,
কিবা গুণ গুণ গুণ মুখে। জুড়ে দেয় সোনালি রূপালি।
নাহি পৃথিবীর পক্ষ, শুক পথ নিকলক্ষ, সব বলে সাজা সাজা, জানে না শেষের মজা,
নিরাতক বোচ্চাগণ সাজে। সঙ সেজে কত রঙ করে।
পথিকের পথ-ক্লেশ, দূরে গেল সর্বশেষ, কি বাজনা বাজাতেছে, কারে সাজ সাজাতেছে,
পরন্ত বিচ্ছেদ মনোমাথে। চুকিয়া সংসার-সাজঘরে?।
হয় ঋতুমধ্যে শক্ত, সকলের অগ্রগণ্য, আপনার চক্ষু নাই, অন্ধকারে থেকে তাই,
শরদের জয় সব বলে। তুমি কর কার চক্ষুদান?।
যাহাতে যোগীন্দ্র-জায়া, মহেশ্বরী মহামায়া, আপনি না হয়ে হারী, কারে কর জলধারী,
আবিভূতা অবনীমণ্ডলে। নিষ্ক করে করিয়া নিয়োগ?।
শ্রমী মহেশ-প্রিয়া, যথা শক্তি পূজা দিয়া, ধর ধর তুলি ধর, কর কর পূজা কর,
তরে লোক ইহ-পরকাল। হর হর বল জীবচর।
তাহাতে যে মহোৎসব, বলিতে অক্ষম সব, গোড়ে পূজ শিবা শিব, তবে জীব পাবে শিব,
পকানন তবু মহাকাল। মনে যদি স্থির প্রেম রস।
আছেন অনেক ঋতু, মন উদাসের হেতু, কামনা-কণ্টক কেটে, মনে রাখ ভক্তি এটে,
পুণ্যসেতু বান্ধে কোন্ ঋতু। গল্প ফৈদে কল্প করা দোষ।
হর্গা দর্শন অর্থে, শরদে আদ্যেন মর্ত্যে, ভক্তি সহ গাঢ় যত্নে, পরিতোধ-মহারত্নে,
স্বরগণ সহ শতক্রতু। পূর্ণ কর জন্মের কোষ।

যাজ্ঞক প্রাঙ্গণ যাত্রা, চণ্ডীপাঠ শিখে ভার্য, বজ্রমান শিখা যাত্রা, এবারে শিক্ত জ্ঞান
 খণ্ডিবারে জিহবার অড়তা। কিছুমান্ন খেল নাই কেহ।
 বজ্রমান বড় আঁট, পক্ষাবৃত্তি চণ্ডীপাঠ, ধান-বাহা ছিল ক্ষেতে, হেজে গেল এক মেয়ে
 পাছে হয় কিকিৎ অস্তথা। ভাবিয়া বিশীর্ণ হয় মেহ।
 নবনীতে করি কর, ক্রমেতে উত্তোপ অন্ন, ও বাড়ীর বোব বাবু, হয়েছেন বড় কাঁচ
 গাল-গল্প প্রতি ঘরে ঘরে। রান্নেদের সুশ্রুত নাই।
 কারিগুরি করি নানা, সাজায় বৈঠকখানা, হ্যাচ হ্যাচ যে তা ভবে, বল কি উপায় হবে,
 ঘর-ঘার পরিষ্কার করে। তদুহাতে কেমনেতে বাই।
 প্রকৃতির সাজ বাহা, বিকৃতি না হয় তাহা, দেখে কঠাগত প্রাণ, কেবল টাকার টান,
 স্বভাবতে আকৃতি গঠন। নাহি দান পুজা সন্ধ্যা কলা।
 ভূমি কর যত রূপ, কতরূপ তার রূপ, প্রাতে উঠি শৌচে গিয়া, হাত-মাটি মাটি নিয়া,
 অপরূপ বিরূপ বচন। কপাল ছুড়িয়া আঁককলা।
 মনোহর ঘর ঘার, মেয়ামতি কত তার, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-পুত্র, গলে মাত্র বজ্রধর,
 রজিন্ করিছ ঠাই ঠাই। মোটা ফোটা কথা কুকে কুকে।
 কিন্তু তব বাসঘর, নাম যার কলেবর, ছলেতে হবেন মাত্র, হরিদ্রা গোরস ঘর,
 তার আর মেয়ামত নাই। ইত্যাদি কবিতা-পাঠ মুখে।
 যেই ধনী ভাগ্যধর, আছে অর্থ বহুতর, বিভা মাধ্য অষ্টরস্তা, বড় বড় কথা লম্বা,
 অন্যায়সে ব্যয় করে ধন। হতভোবা ভদ্রী পরিপাটী।
 দানকার্যে সদা রত, এখন সম্পদহত, বচনেতে দান নাই, মুখে শুধু বামনাই,
 হুগী তার হুগের কারণ। মেকি কি কখন হয় খাঁটি।
 পড়ে ঘোড়তর হুগে, ডাকে সদা হুগে হুগে, মনোলোভী বাবু যত, মানময়ে জ্ঞানহত,
 ভাগ্যে তার নাহি শুভফল। পূর্ণ করে বাচকের আশ।
 নাহি আর ধুমধাম, অবিশ্রাম অষ্ট ঘাম, বাহিরে হুখ্যাতি গার, এ দিকে বেনার দার,
 কেবল নয়নে করে জল। বাবুলীর মার্গে যায় বাঁশ।
 বৃত্তিদাধা বিশ্রাগণ, লোভেতে চঞ্চল মন, প্রতিবারে করে দান, না দিল থাকে না মান,
 দান পুজা কিছু নাহি আর। ঘেনা করে খত বেন লিখে।
 হয়ে অর্থ অল্পগামী, কেবল অর্থের লাগি, শিষ্ট শাস্ত্র অতি ধীর, অভিবাচ্য বাবুলীর,
 অন্যহারে করে ঘারঘার। ল্যাভ উঠে আকাশের দিকে।
 দেখিলে সধন গোক, পড়িয়া কবিতা গোক, নাকে খত কানে খত, ছেনা জুমে লিখে খত,
 সঙ্গে সঙ্গে আশীর্ষাধ দান। আপাতত ঘুর করে ছপ।
 বাবুলী কল্যাণ হোক, সন্তান স্নেহেতে রোক, শ্রবের শরৎ কালে, বহু হয়ে ঋণজালে,
 দাতা নাহি তোমার সমান। তখাচ অন্তরে হয় দুখ।
 দানে মানে কুলে শীলে, আর কি এমন মিলে, যত বেটা তবঘরে, নুতন নুতন সুরে,
 সব দিকে দেখি বাড়াবাড়ি। নুতন নুতন শিখে গান।
 পুজার সংক্ষেপ দিন, বার্ষিকের টাকা দিন, সাথিছে গলার মিল, কেহ খাধ কেহ জাগ,
 কাল প্রান্ত যেতে হবে বাড়ী। কেহ শুভ নুপুর বাজান।
 পুত্র দুটি শিশু অতি, কড়াটিও গর্তবতী, মরীচ লবল রূপে, লয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে,
 বাটীতে মায়ের আগমন। বধা বধা আকড়া বাহার।
 ব্রাহ্মণী একেলা ঘরে, কত দিক্ রক্ষা করে, পূর্বে প্রায় মানাবধি, না খায় অখল দধি,
 আমি গেলে হবে আরোজন। বিশেষতঃ যত কীন্দীদার।

কেননে হইবে জিত, দুপি দুপি দেখে দিত, শুনি-হস্তে তানপুরা, তাহে কত তান পুরা,
 তাব তার না হয় আঁচার। উক্ত ছুরে গলা বেথে, মেও মেও ছাড়ি তার তার।
 চিত্তন মহাড়া বেঁধে, গান ধরে তবে কর পাঁয়, কালোরাং তাঁলে রাগ, কে যুখে সে অম্বরগ,
 যতক গথের দল, প্রেমানন্দে ঢলাঢল, রাগ নয় রাগ রাজ্যসার।
 সুর তাল লাগিয়াছে কানে। সে তার কহিব কত, সে তার বেতার কার লাগে।
 কোন অংশে নহে কম, যারিরা গাঁজার দম, পিং পিং রারা রারা, যারি গা না ডারা ডারা,
 তান ছাড়ি সেওয়ার গানে। মেজারপে বাজে নানা রাগে।
 রাজ্যাকর করে রাজ্য, কে বুকে তাহার মাজা, তাহিনা তাহিনা বিনা, কত রাগে বাজে বীণা,
 প্রথমে মহলা করে দান। বীণা বিনা কিছু নহে ভালো।
 সাজেগোজে সুর সূতি, কেহ বলে গুণে দূতি, শুনিয়া বীণার স্বর, লজ্জা পায় পিকবর,
 কৃষ্ণ বিনা নাহি বাঁচে আঁণ। মনে অলে আনন্দের আলো।
 যার বাহা ভাল লাগে, সেই তাহা রাখে আগে, সকলের এক বোল, সেগেছে পূজার গোল,
 পণ করি দেয় তার পণ। পড়েছে ঢুলীর ঢোলে কাঠী।
 কেহ রাখে বেগতলা, মালিনীর তাল গলা, তাহিন তাহিন্ রব, শুনিয়া মাতিল সব,
 গুণে তার খুন করে মন। চাটি শুনে ফেটে যায় মাটি।
 যাহার বনক তারি, নামজাদা অধিকারী, নবতের বড় ধ্বং, শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ শুদ্ধ,
 আসর করিছে অধিকার। ভৌ ভৌ ভৌ বাজিছে নানাই।
 দালানে বাবুর মেলা, প্রতি পদে পায় শেলা, মন্দিরে আমোদ-ভরা, মন্দিরে মোহিত করা,
 সাবাস্ সাবাস্ বার বার। তালে তালে তাল ধরে তাই।
 আসিয়া হাজার মেলা, কর জীব ছেলেখেলা, এইরূপ মহানন্দ, আনন্দে হইয়া অন্ধ,
 ছেলা কেন করিতেছ কাজে। তামসিকে ধনো ছাড়ি ঢাকি।
 ভবযাত্রা করিবারে, সেবেছ মানবাকারে, পুজার না লন খোঁজ, বাহি কাঁপে তিন স্নোজ,
 অস্ত্র সাজ তোমার কি সাজে। পুরুতের বক্ষিপায় ফাঁকি।
 এ নাটের ঠাট তারি, বিনি হন অধিকারী, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বীরা, বাহিক সাধিয়া তাঁরা,
 তাঁর প্রতি কেন কর হেলা। ব্রাহ্মণীর লাড়ী আগে লন।
 মান রেখে তান ধর, ফুরালে মানের স্বর, সুখার হইলে তার, শেষে পুত্র বস্ত্র পাঁয়,
 কবে আর পাবে বল পেলা। আপনার জন্তে হুখী নন।
 দেহযাত্রা তুমি যাত্রী, অবদান হয় রাত্রি, হাতার গাহিয়া জর, ভট্টাচার্য্য মহাপর,
 হবে রাজ্য কাঠি মিলে ঢাকে। নতজলে মিশি লন কিনে।
 কর যাত্রা দেহ-যাত্রা, কিছ হর শেষ যাত্রা, পুঁতির ভিতরে তারি, শ্রীহরি স্বরণ করি,
 গজাযাত্রা মনে যেন থাকে। বাড়ী চ'লে যান মিলে মিলে।
 বানে হানে একপক্ষ, কেবলি সুখের লক্ষ্য, প্রায় বৎসরের পরে, প্রায়দীরা বান করে,
 রজনীতে গানবাঁজছটা। কত সাধ মনে অগণন।
 বাকি থাকে আসে লোক, বিবম মনের বোঁক, হয়ে প্রেম-অহুগী, কহেন প্রায়ের লাগি,
 কি কহিব আমোদের বটা। নানামত জব্য আয়োজন।
 বাড়ী বাড়ী বাই বাই, ভেড়ুরা নাচার বাই, কেহ লয় সাতনলী, দেখিরা আমরা বলি,
 মনোমত রাগ সুর ধরে। কাম-কিরাতের সাতনলা।
 যুহ তান ছেড়ে পান, বিবিকান নেচে বান, প্রকাশিতে নিজ মেহ, বিজটা লইল কেহ,
 বাবুরে লবেজান করে। কেহ বা লইল কামবালা।

কেহ লয় কর্ণকুল,	কেহ বা কনককুল,	পাড়াগাঁয়ে বুঝামল,	স্থখে হাজ্র খল খল,
কেহ বা বিনোদ চন্দ্রহার ।		পরিক্ষে সদা মন কাবু ।	
কেহ বা মুকুতামালা,	কেহ বা কাকন-বালা,	মনে মনে বড় সাধ,	কাহিয়া মোহন কাঁদ,
কিনে লয় শক্তি যে প্রকার ॥		দেশে গিরে সাজিবেন বাবু ॥	
ভূষণ লইল যত,	বসন তাহার যত,	কালপেড়ে ধুতিপর্য্য,	দাঁতে মিশি গালভরা,
মনোমত লইল সবাই ।		চৌট রাজা তাহুলের জলে ।	
কেহ লয় শাস্তিপুয়ে,	কেহ বা বাগদী ডুরে,	গোরগাঝি ছুতা পাথ,	যত্ন-অশ্রু গার,
কেহ কেহ লইল ঢাকাই ॥		হাতে কোঁৎকা হোঁৎকা সব চলে ॥	
বড় ধুম বড় ঘরে,	সাটিন-কাঁচুলি করে,	যাহার সজ্জিত যত,	বস্ত্র লয়ে সেইমত,
চুমকির কাজ তার মাঝে ।		দূর করে মনের বিলাপ ।	
পন্নোথরে মনোলোভা,	অনন্দের অজ-শোভা,	ইয়ারের অদ্বৈতগে,	চরম লইয়া আগে,
হেরি শশী শশ ঘরে লাজে ॥		আর কিছু আতর গোলাপ ॥	
সকল শরীরে ভূষা,	মুর্তিমতী যেন উষা,	সহরের লোক বত,	তাঁদের উল্লাস কত,
পূর্ণমাসী নিশি করি নাশ ।		স্থখের আনন্দে সদা রত ।	
বর্ণনে অক্ষম কবি,	মলিন শশাক ছবি,	বাবু সব খোর গলী,	বাড়ীতে আনিয়া দাঁড়,
রবি ঘেন হতেছে প্রকাশ ॥		পোষাক করিছে কত মত ॥	
আকুলিত চাক কেনে,	সেই ভূষা সেই বেশে,	কারপেট চাকে নেট,	কার পেটে কারপেট,
ভুলপাশে বাধে যার কর ।		কার-কর্ম তাহে বাছা বাছা ।	
কোথা আর বর্গবাস,	তাঁদের দানের দান,	বস্ত্রাবের শোভা সব,	তার কাছে পরাভা,
ইন্দ্র চন্দ্র কান পঞ্চশর ॥		কৃত্রিম হয়েছে যেন সাঁটা ।	
চারিদিকে বাবু ঘেরি,	বস্ত্র হেরি ভূষা হেরি,	বান্ধবের গড়াগড়ি,	তিন দিন ছড়াছড়ি,
চাঁদমুখ দেখিতে না পাই ।		লেবেণ্ডর গোলাপ আতর ।	
ভেমন কপাল নয়,	মনে হাজ্র সাধ হয়,	আর আর জব্য বাহা,	ছুটে না লিখি তাহা,
রূপখানি দেখে মরে ঘাই ॥		ব্যয়কল্পে না হন হাতর ॥	
বায়না অগ্রেতে দিয়া,	আরনা লইল গিয়া,	যে সকল বণ্ডা বাবু,	নিভাজ বেষ্ট্রার কাবু,
যায় না তাহার শোভা বলা ॥		টাকা বিনা নাহি থাকে বান ।	
লইল গোলাবি মিশি,	ইচ্ছা হয় তাহে মিশি,	রাখিয়া বাড়ীর পাটা,	কুইনের মাথা কাটা,
আর কত পানের মল্লা ॥		রাঁড়ের চরণে করে দান ॥	
মুদলী প্রেমের কাঁদী,	লটলেক রাশি রাশি,	দায়া পুত্র পরিবার,	করিতেছে হাহাকার,
যাহে ভালবাসিবেক প্রিয়া ।		হতা নাই প্রস্থতির অঙ্গে ।	
নিল মালা কত মত,	কামিনীর মনোমত,	সকল স্থখের অঙ্গ,	কে বলে হয়েছে ভঙ্গ,
হার হারে যাহারে হেরিয়া ॥		এক রক আছে এই বঁকে ॥	
জানাইতে ভালবাসা,	চুঁচুড়ার মাথাবসা,	তারি মধ্যে দুর্ভি বাসা,	বিবাদ করিয়া তারা,
কলা কিংবা রসা কেবা গণে ।		ছলে কলে রাখা বেশা ছাড়ে ।	
কিনিল পরমাধরে,	দিয়া কামিনীর করে,	বেস্ত্রাও বসের ভরা,	ইাড়ির মুখের সরা,
কৃতার্থ হইব তাবে মনে ॥		বাপ ভুলে গালাগালি পাড়ে ॥	
অস্তরেতে তর আছে,	পঙ্কজ না হয় পাছে,	বিরহিনী নারী বাসা,	নিরত নয়নে ধারা,
এই হেতু স্তব্ব নহে মন ।		তারা শুভ তারা তারা বলে ।	
করিয়া বিশেষ ভক্তি,	লইলেন যথাশক্তি,	কিনে মন হবে শান্ত,	কতক্ষণে পাবে কান্ত,
বীর শক্তি-পূজার কারণ ॥		বিচ্ছেদ-অনলে মন জলে ॥	

হইবে পতির স্মরণ, মানে কত পান স্তন্য,
করিবেক প্রেমের অধীন । থাকিতে কি কিং দূর,
সুখের আশিন মালে, প্রবাসী আসিবে বাসে,
সুবচনী দিবেন স্মৃতি ॥ থর থর কাঁপে কার,
বিদেশী কলমপেয়া, সকলের এক বেণা,
পরস্পর কহে এই কথা । যার উজানের যান,
চাকরীর মুখে ছাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই,
নিবাসে রমণী-মণি যথা ॥ যার উজানের যান,
পড়িয়াছে তাড়াতাড়ি, কতক্ষণে যাব বাড়ী,
কোনক্রমে ধৈর্য্য নাহি মানে । যার উজানের যান,
দশটি সজল জাখি, উড়িয়াছে মন-পাখী,
প্রেমসীর প্রণয়-বাগানে ॥ যার উজানের যান,
দরেছে বাড়ীর টান, বিবাহে কি রহে প্রাণ,
কেবল বিচ্ছেদ মনে জাগে । যার উজানের যান,
গৃহে আছে ভালবাসা, প্রবাসের ভাল বাসা,
মনে আর ভাল নাহি লাগে ॥ যার উজানের যান,
ঘরের বিষম স্নেহ, স্থির না হয় কেহ,
দেহে দেহ শরনে স্থগনে । যার উজানের যান,
নাহি অথ একটুকু, ঘোর দুখ কাটে বুক,
চাঁদমুখ সলা পড়ে মনে ॥ যার উজানের যান,
মনিবে না দেয় ছুটি, দিবানিশি ছুটাই ছুটি,
কুঠী গিয়া ছটকট করে । যার উজানের যান,
নাহিক মাথার ঠিক, কেমনে করিবে ঠিক,
জমা লেখে খরচের ঘরে ॥ যার উজানের যান,
ছুটি লয়ে খাড়া খাড়া, ঠিকে পাসী ক'রে ভাড়া,
বলে গিয়া নাবিকের কাছে । যার উজানের যান,
হাত না যেতে যেতে, বলে কত বিনয়েতে,
মাঝি আর কতদূর আছে ? যার উজানের যান,
ক'সে দাঁড় টান দাঁড়ী, দিনে দিনে দিবে পাড়ি,
চাল তরী ঘরায় করিয়া । যার উজানের যান,
যত শীঘ্র লয়ে যাবে, অধিক বক্সিস পাবে,
ভাড়া দিব বিশপ ধরিয়া ॥ যার উজানের যান,
বদর বদর গাজি, মুখে সলা বলে মাঝি,
ঠেলে ধরজি গায়ে যত জোর । যার উজানের যান,
গালে বড় একটানা, টানে গুণ গুণটানা,
টানাটানি যেন কত চোর ॥ যার উজানের যান,
লেগেছে বাড়ীর ধুম, বাবুর না হয় ধুম,
থ'লে গেল মনের কপাট । যার উজানের যান,
বড়ায়র আর নাই, চল চল মাঝি ভাই,
ওই দেখ দেখা যার ঘাট ॥ যার উজানের যান,

পাকিতে কি কিং দূর,
চালের উপরে গিয়া চড়ে ।
থর থর কাঁপে কার,
ইচ্ছা হয় কাঁপ দিরা পড়ে ॥
যার উজানের যান,
মুখ নাড়ে অজগর প্রায় ।
তাঁটি যেন ছোটো কল,
আয়োহীরা চক্র হাতে পায় ॥
গোড়ে গোড়ে নদী ছেয়ে,
সারি সারি যার বেয়ে,
দাঁড়ে হয় শব্দ বুপ্‌ বুপ্‌ ।
নিজাহার পরিহারি,
দিবানিশি চালে তরী,
না মানে শিশির আর ধূপ ॥
জলে স্থলে বনে বনে,
যত চোর দস্যগণে,
নিজ নিজ ব্যবসারে রত ।
কারে কাটে কারে মারে,
নুটে লম তারে তারে,
পথিকের প্রাণ কণ্ঠগত ॥
রামাগণ বাটে বাটে,
রান করে নানা নাটে,
দূরে থেকে নৌকা দেখে যদি ।
ভাবে পতি এলো ঘরে,
উল্লাস পবনতরে,
ফেঁপে উঠে প্রেমানন্দ-নদী ॥
বলে দিদি যাই বাড়ী,
কাড়িয়া নতুন হাড়ি,
তাড়াতাড়ি রাধি গিয়া সহ ।
চল শীঘ্র চল চল,
ফলন ভাগ্যের ফল,
ফলনা আইল বুঝি ওই ॥
হ'লে পরে কাছাকাছি,
সবে করে আচা-আচি,
হেসে কহে কোন সীমন্তিনী ।
প্রাণসই তোরে কই,
দেখ দেখ রসমই,
বুঝি ওই আমাদের তিনি ॥
হেসে বলে কোন বুড়ী,
মহু মহু ওলো ছুঁড়ি,
ও যে বুড়ো আর কার পাশ ।
কেহ কহে দূর দূর,
ও বাড়ীর বট ঠাকুর,
কেহ কহে অমুকের ধাপ ॥
আর জন বলে সহী,
আমাদের কর্তা ওই,
চিনিয়াছি শরীরের ধাঁচে ।
গায়ে সব লোম উঠা,
চোক কটা পেট মোটা
দেইরূপ গালে দাগ আছে ॥
কেহ কম ওলো ওলো,
আই আই ম'লো ম'লো
চোক খেয়ে কর দরশন ।
রূপখানি চল চল,
প্রাণধন কারে বল
ও যে দেখি দাদার মতন ॥

শরদাগমে লোকের অবস্থা

জাইলেন ঋতুরায় সবল শরদ ।
 পরিধান পরিপাটী ধবল গরদ ॥
 বরদার প্রিয় ঋতু মচেন বরদ ।
 প্রিয়পাত্র প্রভাকর কেবল খরদ ॥
 তাঁর দৃষ্টি ঘোর বিষ্টি কিরণ জরদ ।
 কায় সাধ্য সহ করে কে আছে মরদ ?
 না দেখি প্রকার প্রতি কিছুই দরদ ।
 কয় পেতে কয় পেতে হয়েছ করদ ॥
 অতিশয় পেয়ে তর লুকাই নীরদ ।
 অমল সুর্য্যের তাপে শুকাই সীরদ ॥
 গ্রীষ্মরোগে নিজের ঋতু খাইল পারদ ।
 হৈল কোন্দলকর্তা সাক্ষাৎ নারদ ॥
 স্বভাবের দোষ হয় কখন কি যোগ ?
 দেবঋষি সম অধু বাধার বিরোধ ॥
 আপনি স্বস্ত্র থাকে রাজি আর দিনে ।
 নিদ্রাঘ বরষা হিম শব্দ এটী তিনে ॥
 মাঝে মাঝে বরষা প্রকাশ করে রিষ ।
 কুলা প্রায় চক্র তার নাহি মাজ বিষ ॥
 তীক্ষ্ণবৎ গ্রীষ্ম দিনে বিঘন প্রবল ;
 রজনীতে ধরে হিম তীমলম বল ॥
 স্বভাবের ভাবান্তর ভাবভরা তব ।
 শরতের চিহ্ন মাজ শুভ্রাকার নত ॥
 শশাঙ্কের শোভা বৃষ্টি লোকে এই বলে ।
 সাক্ষী তার কুমুদিনী ফুটিয়াছে জলে ॥
 মধুতরে মনোলোভা কিবা শোভা তার ।
 ভূষায় সুসার করে উষার তুষার ॥
 মনোহর সুধাকর চারু কর ধরে ।
 নিরন্তর সুধার সুধার বৃষ্টি করে ॥
 শরতের আগমনে আনন্দ আভাস ।
 পরমেশী পার্শ্বতীর প্রতিমা প্রকাশ ॥
 বোগ শোক পরিতাপ প্রতি ঘরে ঘরে ।
 তথাপি পূজার হেতু আয়োজন করে ॥
 অনিবার্য হাহাকার অর্থবলহত ।
 ঋণজালে বদ্ধ হয়ে অর্চনার রত ॥
 স্বদেশ বিদেশবাণী বত বিজগণ ।
 অর্থহেতু নগরে করেন আগমন ।
 বিজ্ঞা নাহি জ্ঞান নাই সাধ্য নাটী কিছু ।
 গায়ত্রীর নাম নাই বামনাই নিহু ॥

কপালের মাঝে এক আঁকুলা জুড়ে ।
 ঘারে ঘারে জন্মে শুদ্ধ ধন চুড়ে চুড়ে ॥
 পূজা সত্তা কেবা জানে শাস্ত্রবোধ হত ।
 কথায় কথায় জ্যোতিষ ছলনার মত ॥
 ক্ষুদ্রের স্বভাব সব বিষম বিকট ।
 ক্ষুদ্রের প্রতাপ ধরে ক্ষুদ্রের নিকট ॥
 "পেলে কিছু গদগদ আলীকরণ শুধে ।
 না পেলে বাপান্ত গাল অনর্গল মুখে ॥
 যাজক পুজক বত বণ্ডামার্ক বিজ ।
 অশেষণ করিতেছে শযা নিজ নিজ ॥
 হড় বড় দড় বড় মুখে বলে হাট ।
 অপবিজ্ঞ পবিজ্ঞ বা উদ্ধ এই পাঠ ॥
 পুজারির কার্য্য বত সে কেবল বোগ ।
 পুকারে উকার লোণ আকারের বোগ ॥
 দম্বক দলনী দুর্গে পতিতপাবনি ।
 হিন্দুদের জ্ঞাপকজ্ঞী তুমি মা জননি ॥
 এই হেতু করি তব প্রতিমা নির্মাণ ।
 সুখেতে থাকিব সব তোমার সন্তান ॥
 এতদিন শুধে বটে রাখিয়াছ তারা ।
 এ বছর কেন দেখি বিপরীত ধারা ?
 খাও খাও পূজা খাও করিয়ে বারণ ॥
 এবার মা দুর্গে তুমি দুর্গের কারণ ॥
 তোমার পূজার জাঁক বাজে বটী শাঁক ।
 পরাভব করে তাই বোদনের হাঁক ॥
 ধরেছ মোহিনী মৃষ্টি দেবী দশভূজা ।
 দশ হস্ত বিস্তারিয়া শুধে খাও পূজা ॥
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত দেবি ধন্ত তোমার পেট ।
 চালি কলা শশা মূল্য কত লও তেট ॥
 দদি খাও ক্ষীর খাও খাও মণ্ডা গজা ।
 মহিষ মহাল খাও খাও মেঘ অজা ॥
 খাও কত ঘড়া গাড়ু রজত পিতল ।
 তথাপি উদর-অধি না হয় শীতল ॥
 তব ভক্ত অহরক্ত প্রজা সমুদয় ।
 অপমান জন্মে সব স্রিয়মাণ হয় ॥
 হিন্দুদের অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত ।
 সুধার্মিক সুশীল সুধীর শিষ্ট শান্ত ॥
 শুদ্ধমনে ভাবে শুদ্ধ যে জন তোমারে ।
 প্রতিদিন পূজা দেয় নানা উপচারে ॥
 হায় খেদ মর্শ্বভেদ খেদ কব কারে ।
 অবিচারে স্নেহ রাজা জেলে দিলে তারে ॥

হইলে আনন্দময়ী নিরানন্দকরা ।
 রাজ-অপমানে হলো পৌকৈ পূর্ব ধরা ॥
 কোথায় হইব অথী অথের আখিনে ।
 রোদনের ধ্বনি হ'ল বোধনের বিনে ॥
 রস-রঙ্গ স্বীত-বাৎস-আমোহ-প্রমোদ ।
 রক্তভরা বঙ্গদেশে সমুদয় হোষ ॥
 আশুতোষ আশুতোষ সর্বদোষহত ।
 দান ধ্যান বাগ-যজ্ঞে অবিরত রত ॥
 গন্তব্যে তুমি তাঁরে হইবা সদয় ।
 সঙ্গে করি লয়ে গেলে প্রাণের ভনয় ॥
 দীন দয়াময়ী দেবী এই তব দয়া ।
 করিলে বিজয়া-দিনে গিরিশ বিজয়া ॥
 দেবপুরী অঙ্গকার তব কেন বেধ ॥
 ধন নিয়া টানাটানি করিতেছ শেব ॥
 ছিলেন অনাথনাথ শ্রীধারকানাথ ।
 যার নাম স্মরণেতে হয় সুপ্রভাত ॥
 তুলিতে তুলনা যার তুলো কোথা রয় ।
 হয় নাই হবে নাই হইবার নয় ॥
 সত্যত সরল মনে যার পরিবার ।
 করেন কেবল অথৈ পর-উপকার ॥
 এমন ঠাকুরপুরে মনস্তাপ দিলে ।
 ভাগ্যইলে পৃথিবীরে ছুগের সলিলে ॥
 এইরূপ ঘরে ঘরে প্রতি জনে জনে ।
 কোনরূপ অথ নাই মাংসের মনে ॥
 গড়েছে তোমারে বটে খড়্গ-মাতী দিয়া ।
 কিন্তু সব মাতী হয় ভাবিয়া ভাবিয়া ॥
 কি হইবে কি করিবে তেবে লোক মরে ।
 সেনা স্বাক্ষি হাত স্বাক্ষি চাক্ষি নাই করে ॥
 রূপা সোনা সব গেল জাহাজেতে ভেসে ।
 কার কাছে ধাত পাব টাকা নাই দেশে ॥
 দোকানী পসারী যত আছে মাজ ঠাটে ।
 ডাকের সে ডাক নাই জাঁক নাই হাটে ॥
 কাপড়ে সাপুড়ে প্রায় অধু ঘর ঘোটে ।
 সস্তাদরে ছাড়ে তবু বস্তা যার পটে ॥

শারদীয় প্রভাত

মিনী বিগত হয়,

তরুণ অবশোমন,

শশীভের শক্তি পরীর ।

কাতরা যতক তারা, চক্ষে নীহার-ধারা,
 বহে ঝাঁপ প্রভাত-সমীর ॥
 কারো বা কশিষ্ঠ দেহ, নয়ন মুছিছে কেহ,
 কেহ পড়ে কেহ হয় পোপ ।
 নিরবিধা সেই ভাব, কত কত নবজা,
 হইতেছে অন্তরে আরোপ ॥
 যেমন অস্ত্রমকালে, ঘেরি প্রি় মহীপাল,
 মহিষীর শ্রেণী করে পাক ।
 কেহ পড়ে ভূমিতলে, কেহ দিতা অঙ্গভঙ্গ,
 কেহ শূভ দেখে লোক ॥
 অবোধ শোচনা মাজ, কেবা কার প্রিয়পাক,
 সকলের এক শেষ ।
 জীবনে দিবস কর, এক সঙ্গে গত হয়,
 যথা বনে বিহ-বন ॥
 ভোগ ফুটাইলে আর, ন পক্ষী কেবা কার,
 একেবারে বিধ-বিদ ।
 অতএব বুধা খেদ, যথা অশ্রু বুধা বেদ,
 কালের নিকটে না-বদ ॥
 বেধেছ নক্ষত্রকুল, থাকে হলে তুল,
 বিলাপেতে বিষম বদ ।
 কিন্তু তারা প্রতিক্ষেপে, গমে জনে জনে,
 কালগ্রাসে হতেছে বদ ॥
 উঠিলেন দিবাকর, ঢল ঢল বলের,
 বিমল অনল-প্রভাবর ।
 প্রেমিকের মনে যেন, অবশ্রম-দীপ্তি হেন,
 ধিক্ ধিক্ উঠে নিরন্তর ।
 ক্রমে যত তেজ বাড়ি, ধরন্তর কর ছাড়ি,
 সন্মের শরীরী পোহারি ॥
 লোকতর তথোরাশি, পুঙ্ক পরাক্রমে নাপি,
 বিরূম প্রকাশি ততো ধারি ॥
 তৈ-নিরীক্ষণ কর, তপনের কণ্ঠসর,
 ঘেরিলেক ঘন ঘন বেগে ।
 এইরূপ প্রেমিকের, নবজা-জগৎসর,
 মান-হয় মনান্তর-মেঘে ॥
 বায়ুযোগে পুনর্কার, সমীরণ সহকার,
 দিনকর হতেছে মোচন ।
 এক্ষণে প্রেমিক-মন, যুক্ত হয় সেইকল,
 যদি বহে আশা-সমীরণ ॥
 অন্তরগত হেরি শশী, বকুল-বিশিমে যদি,
 শিকবর ললিত কুহরে ।

হায় রে মধুর স্বর, কবিজন-মনোহর, নিরখি শরীরী শেষ, কুমুদীর মুখদেশ,
 বরষক স্থা প্রতিপরে ॥ বিবাদের ব্যয়ে আবরণ ॥
 দি-প্রতি প্রচলিত, পিকরব গুণযুক্ত, ইন্দু-বদ্ধ অন্তগত, বিরহে বাসরে রত,
 তার মুখে গেয়ে সমাচার ॥ অবিহত হৃথের উদয় ॥
 জাণিল যতক পাখী, প্রকাশিয়া ছই আখি, দেখি তার মলিনতা, কল্পমান বৃক্ষলতা,
 হেরে নব প্রভাত আবার ॥ শব্দধীন প্রায় সবে রয় ॥
 অপার আনন্দ মনে, সহ সহচরগণে, কে বলে কুহুম ধরে, আমি বলি অন্ধবরে,
 গান আরম্ভিল নানা সুরে ॥ ভূঙ্গরূপ নয়নের তারা ॥
 মন মুগ্ধ মিষ্টরবে, যেন ভুঘুরাদি সবে, ওই দেখ প্রতি দলে, কুমুদিনী মুখ ছলে,
 সঙ্গীত সংযুক্ত সুরপুরে ॥ করিতেছে হিম-অশ্রুধারা ॥
 রতনীতে ফুল-বন, ছিল সবে অচেতন, ফুটিল কমলাবলী, অলি তারে কুতূহলী,
 সুধাধরে হৈল সচেতন ॥ * * *
 প্রকাশিয়া পুষ্পচয়, হস্ত করি সুখময়, গুঞ্জরে মধুর স্বর, অঙ্গে করে ধর কর,
 সৌরভেতে পুরিল কানন ॥ চক্ মক্ চকল কিরণ ॥
 ফুটিল চম্পক-কলি, হেমহটা পড়ে গলি, গাইতে নগিনী-গুণ, অতিশয় সুনিপুণ,
 কিবা কামিনীর কান্তিহর ॥ গাও গাও উচিত তোমার ॥
 মানিনীর মন প্রায়, অতি উগ্র গন্ধ তার, যথা বেই উপকৃত, তথা সেই উপকৃত,
 লাভমাত্র ভুল অনাধর ॥ কৃতজ্ঞতা ধর্মের আচার ॥
 বলকে দোপাটি দল, নানা রঙ্গ বলমল, কিন্তু দেখ প্রজাপতি, রসপানে রত অতি,
 যেত রক্ত হিলল পিজল ॥ ফলে গুঞ্জ-রব নাহি মুখে ॥
 কোমল হৃদয় অতি, তাহাতে হিমের মতি, অকৃতজ্ঞ নর যেই, তাহার তুলনা এই,
 হাররূপে শোভে সুবিল ॥ রীতি হেরি মজে লোক দুখে ॥
 পরিয়া সুবেশ ছদ্ম, ফুটিতেছে স্থলপগ, এইরূপ শরদের, নব শোভা প্রভাতের,
 জলজের হরিতে গৌরব ॥ প্রদীপ্ত হতেছে ক্রমে ক্রমে ॥
 বিস্ত কোথা মকরক, কোথায় মোহন গন্ধ, হায় হায় এ কি দ্রুত, চকল চরণযুত,
 কোথা মধুকর-মিষ্টরব ? হয়ে কাল ধরাতলে জমে
 এইরূপে নানা ফুল, রূপ-রূপে সমতুল, সে দিন শরম গেলো, আবার কিরিয়ে এলো,
 প্রফুল্লিত কানন ভিতর ॥ সুখময় শারদীয় পূজা ॥
 মধুমক্ষি মধুস্রুত, প্রজাপতি আদি বত, যরে যরে দেখা যায়, শানন্দের শ্রোত যায়,
 মধুপানে দ্বিধ কলেবর ॥ নিরমিত দেবী দশভূজা ॥
 আগমনে দিনমান, সরোবর সরিধান, প্রতিদিন উষাকালে, সুমধুর বাত তালে,
 মনোহর শোভার শোভিত ॥ গীত হয় আগমনী গীত ॥
 প্রবল হিলোল গয়ে, রাজহংস কেলি করে, শুনিয়া বিমুগ্ধ মন, বহুতক তারকগণ,
 প্রফুল্ল পঙ্কজ প্রোতোভিত ॥ হৃদয়ে করুণা সঞ্চারিত ॥
 ধবল তরল-রঙ্গ, মরাগের বেত অল, — — —
 প্রভেদ না হয় অসুমান ॥ শারদীয় পার্ব
 হংস হৈতে অপহব, কেবল শুনিয়া রব, শরীরী মুখে হাস,
 অসুভব আছে বর্তমান ॥ শব্দধর সুপ্রকাশ, শব্দধর শরম আইল ॥
 চারিদিকে বনচর, শুদ্ধপ্রায় হয়ে রয়,

কবির মানস-পদ্ম,	চারু কুমুদিনী হৃদয়,	বহনে উজ্জ্বল হাস,	সুচিন্তন সুপ্রকাশ
নবরসে প্রকল হইল ॥		প্রকাশিত! প্রেমদা-লক্ষণ ॥	
নির্মল পঞ্চল-জল,	সদা করে চল চল	অর্জু নিশা হৃদয়,	বিবাহী অধিরাজ
অমল কমল সুরদল ।		মনোজ দ্বাখ্য ফুলবাসে ।	
সুখে সরোবর-অঙ্গে,	তলে বহিছে রঙ্গে,	কখন বা অচেতনে,	অপণেতে ভাবে হয়
কেলিরসে হইয়া তরল ॥		প্রিয়া আনি পরিহাসে ভাবে ॥	
শরদের অভিষেক,	হিম বর্ষে অভিষেক,	সুখ হয়ে সুহৃদু হৈ,	করে যব উই হৈ
বিজয়ের নিশান বলাকা ।		হুহু হুহু বলে হতানন ।	
বরষা সত্তর মনে,	অতিশয় সংগোপনে,	যুগ যেন দাবানলে,	দগ্ধকার ক্ষত চলে
জড়াইল তড়িৎ পতাকা ॥		কখন বা হয় অচেতন ॥	
কেমন কালের গতি,	যেই হয় অধিপতি,	সেইরূপ ইতস্ততঃ,	ত্রিমিহে প্রগামী হয়
সবলেই তাহার অধীন ।		নিরখি শরদ সুপ্রকাশ ।	
বেধে প্রমাণ তার,	দলিত অজ্ঞানকার,	কবে বন্ধ-হবে কুঠী,	কবে বা হইবে কুঠী
জলধর ছিল এতদিন ॥		কবে শেষ হইবে প্রবাস ॥	
কিন্তু শরদাগমনে,	বারিষ বিষয় মনে,	নিকট পূজার দিন,	স্থির নহে মন-মীন
ধরিয়াছে শুভ্রময় বেশ ।		বেতনের টাকার ঘটন ॥	
জেনেছে বিশেষ এই,	রাজমন্ত্রী চক্রে যেই,	হাতে পেলে মাছিয়ানা,	বাবুদের বাবুয়ানা
সেই গুরুবাজে সমাবেশ ॥		দেশে গিয়া কইবে পূরণ ॥	
চাতুরী বুঝিয়া সার,	নবনৃশ সমাচার,	বিলম্ব হইলে দায়,	দিন দিন বেড়ে যায়
ধারাদর ক্ষমতা হ্রিল ।		নানাবিধ জিনিসের দর ॥	
সেই দ্বথে দিগম্বর,	যুগ্মরে নিরন্তর,	বিক্রেতার তারি ধুম,	ক্রেতার উপরে ভুম
বলে হায় বিধি কি করিল ॥		তনে মূল আকুল অন্তর ॥	
তর্জুন-গর্জুন-শূত্র,	মনেতে বিষম স্কন্ধ,	অতএব কর্তাপক্ষ,	লক্ষের লক্ষ
পাগুবর্ণ নীল কলেবর ।		যক্ষভাব করি পরিহার ।	
চাতকিনী আশাভয়,	বৈধব্য-দশার ময়,	কমলা কুটুম্ব হও,	আমলা আশিষ লও
হাহাকার করে শূত্রপর ॥		মামলা শরিফ সারোদ্ধার ॥	
এ নহে বিবাদ অম,	জীয়েতে বিরোগকর,	নহে বত লক্ষীছাড়া,	দিয়া হস্ত অক্ষিনাড়া
বখা যুবতীর রথ পতি ।		লক্ষীছাড়া বলিবে নিষ্ঠর ।	
কেবল নিরখি সুখ,	না যায় দারুণ দুখ,	সে কথাটি ভাল নয়,	অতিশয় মগ্না হয়
না হয় পুলক-সুখ-রতি ॥		হাড়ে হাড়ে বেঁধে দেহময় ॥	
ভেকের ভীষণ গর্জ,	একেবারে হ'ল ধ্বংস,	ওহে কোবাধ্যাক্ষণ,	কল্পনার নিকেতন
সর্বনাশ বল-বুদ্ধি-হত ।		মেঘেল প্রভৃতি মহাজন ।	
নাহি আর ডাক হাঁক,	ফুরাইল সব আঁক,	কবে ফুরাইবে বাদ,	কবে পুরাইবে সাধ
দুঃখজলে মগ্ন অবিরত ॥		আসীর্বাদ লবে অগণন ॥	
নিবিল যৌবন-দীপ,	নীরস হইল নীপ,	যত কুঠীরাগদলে,	পরম্পর এই বলে
ধরাধিপ শুনিয়া শরদ ।		গেজেট কি ছেপেছে বিশেষ ।	
পরিণত পুষ্পচর,	ফলরূপে দৃষ্ট হয়,	বিধি কি প্রসঙ্গপে,	অতুল আলস ফুৎ
অধুমক্ষি ভুঞ্জে তার ময় ॥		বিধরতা করিবেন শেষ ॥	
স্বয়ংবদা দেখালিকা,	মধুরত প্রণালিকা,	বেকারে বিদম দায়,	একার বিকার তার
স্বয়ংবদা দেখালিকা ।		বেকারে বিদম দায় ।	

ছাড়া পুজিপাটা, উপার্জনে ঘোর তাঁটা, শ্রীহর্গার অমুগ্রহে, কালারও না ক্ষোভ রহে,
 একটানা টানাটানি ধাণ। বেন তেন বিবিধ উপায়।
 আর না আসে আর, গালগর ককিকার, প্রভারক মিথ্যাবাণী, চোর জুহাচোর আদি,
 এইমাত্র নখল অখিল। সৌর সৌর ব্যবসারে রত।
 জ্বারে সত্ৰয় হত, চোরের জননী মত, নগরের অলি গলি, ছলি বলি কুতুহলি,
 কিল খেয়ে চুরি করে কিল। ফাদ পাতিয়াছে কত মত।
 ইবর সরণ মাজ, কণমাঝ চিত্ত-পাজ, শাস্ত বড় ডেম্পির, তথাপিও নাহি ডর,
 পূর্ণ হর আশার সলিলে। হাটিখোলাবাসী মাতুলের।
 ফলে তাহে ফল নাই, অভাগার ভাগ্যে ছাই, শ্রীপাট ঘুহড়ি ট্যাক, তথায় গাড়িয়া শ্যাক,
 প'ড়ে থাকে স্বর্গেতে বাইলে। বাহিয়া তরলী লন সেরা।
 লোকে বলে লক্ষ গোথা, তপে হয় হয়জাদা, বোয়েটিয়া দলে দলে, ভ্রমিতেছে ভলে জলে,
 বেটুরা-বংশেতে অবতংস। শারদীয় পর্ক লাভ করি।
 কোটি অশ্ব এ প্রকার, ভয়ে এক উমেদার, না বায় অবোর নেশা, না ছাড়ে পাতক পেণা,
 তপস্তায় তম্ব হ'লে ধ্বংস। করে কাল কালবেশ ধরি।
 সত্রে নিয়ম কিবা, অদূরে ছুটীর দিবা, দূরবাসী জমিদার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
 কবে বন্ধ হবে টহরম। যাত্রা করে দেশ অভিমুখে।
 দুইহ আমলা যত, উপরি গ্রহণে রত, বোঝায়ে তরলী ভারী, যেন রতিশাস্তা নারী
 থাইয়াছে চক্কর সরম। বীরে ধীরে গতি অতি সুখে।
 হাত ধ'রে কথা কর, বলে রায় মহাশয়, দাঁড়ী সব তুলে বাড়, রূপ রূপ ফেলে দাঁড়,
 ওগো চৌধুরী মুক্তিয়ার। শক হয় শ্রুতি-মনোহর।
 পুজার দিবস কম, কুরাইল টহরম, যেন কোন ধনিমুতা, নানা অলঙ্কারমুতা,
 বার্ষিকের বল সমাচার। চ'লে যেতে হয় মধুর।
 এর মধ্যে ঝিক ঘেই, মুক্তিয়ার-শিরে সেই, বহে শ্রোত একটানা, জুয়ার না যায় জানা,
 তাড়াতাড়ি দেয় পদধূলি। বাতাসের স্থির নহে গতি।
 বলি তবে তব তব, ও কথাটা কবে হবে, কখন পুবাতে বয়, কখন দক্ষিণে বয়,
 ঝেড়ে দিন ঝুলিঝাড়া বুলি। দক্ষিণ নায়ক রতিমতি।
 মুক্তিয়ার পাকা বড়, মুখে কথা তড়বড়, কেহ নাহি কথা শুনে, কেবল গুপের গুপে,
 হেঁড়ে পাক কানেতে কলম। তরে তার বিবম দম্ভটে।
 মোচেরে লাগারে পাক, চাটুরীর বড় জাঁক, গুণ টানে ভীহোপরে, একজন ধবলি ধরে,
 বাক্যজলে হাসির গরম। কোনমতে যায় তটে তটে।
 কহে তার চিন্তা নাই, সবুর করহ তাই, ভাগীরথী-ভীর-শোভা, অভিশয় মনোলাভা,
 নীলামের কুরায়েছে দার। নিরখি ভাবেতে পূর্ণ মন।
 দিন দুই ভিন্ন রহ, পশ্চাত্ত বুঝিয়া লহ, কচিৎ নিবিড় বন, কচিৎ অশ্রুগগণ,
 দেখা-বাক কর্তা কি পাঠার। পুলিনেতে হয় নিরীক্ষণ।
 আমলায়া বলে ভাল, সে যে বড় দীর্ঘকাল, কোথায় জলের তোড়, ভেঙ্গে পড়ে বুদ্ধবোড়,
 আমাদের যেতে হবে বাড়ী। সহ দীর্ঘ কাছাড় পাহাড়।
 অভিমুখে বয় তার, গভায়াতে দিন যায়, কোথায় অদীর্ঘ চর, বালুময় কলেবর,
 যাহা দিবে দেও তাড়াতাড়ি। নাহি তার তরু এক বাড়।
 এইরূপে হলহুল, টাকা বড় অগ্রদুল, শারদীয় পক্ষী নানা, কাছাড়ে প্রসবি ছানা,
 বিদায় আদায় হুগুয়া হার। চরে করে খাত অবশেষ।

নীল পীত রক্ত ছটা, শবীর স্বর্ণ-বটা, তার পর শূন্যময়, মশকের গীত
 চকমক করে অক্ষয়ণ ॥ শৃগাল কুকুরে ধরে তান ॥
 নাচিয়া খঞ্জনবরে, মানস উজ্জন করে, এইরূপ নানামত, আমোদ-পমোদে
 অজ্ঞানান্ত নবোঢ়া-নয়ন ॥ অরণের শরদে সর্বলোক ॥
 ঢকল ঢলন অতি, যেন বালকের মতি, হুখী মাজ সেট জন, শূন্য যার নিকড়
 স্থির নাহি হয় একক্ষণ ॥ হুগীভাবে মনে উঠে শোক ॥
 রজনী আগত কালে, ভাগীরথী অস্তরালে, প্রতিবারে আসে পূজা, এবারেতে দণ্ডবৎ
 মনোহর শোভার উদয় ॥ অবিভূতা নন ধনাভাবে ॥
 সমুদিত শশধর, রণভরে গর গর, অস্থির অস্থির অতি, খেদ-জ্ঞো মগ্নমতি,
 চকোরের প্রফুল্ল হৃদয় ॥ অতাবেতে নানা ভাব ভাবে ॥
 এবল তরঙ্গোপরে, ধর ধর নৃত্য করে, দেখে অপূর্ণ পক্ষ, কিবা উচ্চ নীচ সর্ব,
 প্রণয়ের প্রমোদ প্রভাস ॥ সবলেই আনন্দে অস্থির ॥
 ভাবে মন মুগ্ধ হয়, প্রাবিত ধরণীময়, কি বাজালী কি ইংরাজ, ফিরিঙ্গী যখন-রাজ,
 সুধাকর সূচকল হাস ॥ সকলের প্রফুল্ল শরীর ॥
 নানাদিক্ মহাযোগে, সুবস্ত্র সজীত ভোগে, শান্তশীল সাহেবেবরা, বজ্রায় করি ডেরা,
 তরঙ্গিতে হয় স্বর্ণবাস ॥ ঘাইবেন সমীরণবনে ॥
 ঈশ্বরাদ ফিরিঙ্গীরে, ইহাতেও বাজালীরে, কিন্তু থানালোভী বারা, নগরে থাকিবে তারা,
 অরসিক ব'লে পরিহাস ॥ টাকিতেছে শুক নিমন্ত্রণে ॥
 ইলাজ ইংলিস বার, স্বতন্ত্র ব্যাপার তার, রাজার বাটিতে ধূম, উঠিবে থানার ধূম,
 কদাচার বজ-ব্যবহার ॥ চোমের ধূমেতে মিশাইয়া ॥
 রিসিক্ত ভাব ধরি, ত্রাণিকলে দান করি, দ্রিষ্টাপ হইবে শূন্য, শত অশ্বমেধ-পুণ্য
 গোমেধ যজ্ঞের উপহার ॥ লাভ হবে গোমেধ করিয়া ॥
 ই বো বখ্যাত পর্কে, মন্ত হয়ে গান গর্কে, খুলিয়া থানার পুঁতি, সাম্প্রদায়িক স্বত্বাভিতি,
 বাজালীরে দেন গালাগালি ॥ হিপ হিপ হোরে স্বাহাতি ॥
 দণ্ড পূজার বন্ধে, কত বন্ধ অহুসকে, পুরোহিত উইলসন, পুরোহিত সেই জন,
 মাজার করেন হাড়কালি ॥ ইন্ ইন্ বাজে পাত্র লব ॥
 হয়েতে বড় জাঁক, পড়িয়াছে ডাক হাঁক, ধন্য ধন্য কলিকাতা, ধরেছে কলির ছাতা,
 যার ধরে বসিবে বোধন ॥ ধন্য তব নব ব্যবহার ॥
 রিসিক্ত গৃহ বাট, নিত্য হবে চণ্ডীপাঠ, হইতেছে কত রক্ত, নাহি মাজ ভালতল,
 নৃত্য গীত বাজ আয়োজন ॥ বন্দনেশ-পদে নন্দ্যার ॥
 কাঁধার হইবে নাচ, বেয়ের বিঘন কাচ, ————

হিমালয়-বর্ণন

হিম-ঋতু মহীপতি, হিমালয়ে নিবগতি,
 কেহ রাখে পাঁচালী সজীত ॥ সংপ্রতি ছাড়িয়া রাজধানী ॥
 শ দিক্ করি রক্ত, তন্তু-নিপুন্তের হৃদ্য, শাসন করিতে রাজ্য, আদিত্যে অনিবার্য,
 গান হবে আচ্ছ-অনিশ্চিত ॥ তার সঙ্গে সেনানী হিমালী ॥
 এর মধ্যে যিনি কলা, কর্ম তাঁর মাজা কলা, উত্তরীর বাহু তার, অথ অতি চমৎকার,
 লক্ষ্যমাজে হবে চণ্ডীগান ॥ তাহাতে করিয়া আয়োজন ॥

মিছেতে নানাহান, দুর্জল কি বলবান, ময়ূর ময়ূরীণ, নিত্য নৃত্য বিষরণ,
 ভয়ে কম্পমান প্রাণিগণ ॥ হইয়া সতত সমাকুল ॥
 টা ফোটা ছড়-চটা, ইত্যাদি সোনার ঘটা, বিষম হিমের ভয়ে, কোকিল ব্যাকুল হয়ে,
 উড়াইয়া কু-আশার ধ্বজা ॥ তথৈ ভাকে গোপনে কাননে ॥
 গভীর অনিবার্য, শাসিতে আপন রাজ্য, শীতে করে উহ উহ, লোকে বলে কুহ কুহ,
 সাজিলেন শীত মহারাজা ॥ এ কুহক বুঝিবে কি আনে ॥
 সাজিলেন রাজা শীত, ত্রিভুবন সশঙ্কিত, বিরহিনী নারী বত, ছই দিকে উপহত,
 না জানি কাহার কিবা হয় ॥ একে ত প্রবলতর শীত ॥
 টুটিল শীতলবায়ু, টুটিল বৃদ্ধের আয়ু, দ্বিতীয় বিরহ-জর, ক্লান্ত হয়ে নিরন্তর,
 যুবকের জীবন সংশয় ॥ কলেবর সতত কম্পিত ॥
 গরম পাইয়া আস, মনে মানি মানহীন, হৃদয়ে বিরহাশ্রুণ, দগ্ধ করে পুনঃ পুনঃ,
 বনবাস করিবারে যায় ॥ বাহিরে শীতের পরাক্রম ॥
 তাহার চক্ষের জল, পড়িতেছে অবিরল, ছই দিকে ছই জালা, কেমনে সহিবে বালা
 হিম-বৃষ্টি কে বলে উহার ॥ নিজ ভ্রমে হবে নিজ ভ্রম ॥
 হইতেছে হিম-বৃষ্টি, এ কি বৃষ্টি ছাড়া বৃষ্টি, অপক্লপ এ কি আর, সকলের জ্ঞাতসার,
 মহারিষ্টি নাশে দৃষ্টিপথ ॥ আশ্রুনে শীতের হয় নাশ ॥
 শিশিরে শরীর কর, আচ্ছাদিত নিরন্তর, এ শীতে বিরহাশ্রুণ, পৃষ্ট করে চতুর্গুণ,
 যুগবৎ চকোর জীবৎ ॥ কিবা গুণ হিমের প্রকাশ ॥
 তেজহীন বত গর্জ, সকলি করিল খর্ব, অন্তর বিরহানলে, নিরন্তর ঘন জ্বলে,
 শীতধ্বজ এমনি দুর্জয় ॥ বাহিরে শীতের মহা রণ ॥
 পরতর ভাসমান, শীতভয়ে কম্পমান, কোনমতে মুহূনয়, জ্বালাতন অতিশয়,
 অগ্নিকোণে নিলেন আশ্রয় ॥ বিরহীর জীবনে মরণ ॥
 দিন দিন দীন দিন, যেমন অত্যন্ত দীন, সংযোগী প্রণবী যারা, উল্লাসে উন্মত্ত তারা,
 মেধি দিনশক্তির দীনতা ॥ পরস্পর প্রফুল্ল হৃদয় ॥
 নিশা নহে নিশাচরী, গ্রাস করে দিনে ধরি, প্রেমামনস্ক রাজি-দিবা, শীতে তার করে কিবা,
 মনে করি তার প্রবীণতা ॥ বারো মাস বসন্ত উদয় ॥
 এমত শীতের ভয়, পরাতুত ধনঞ্জয়, কাঙড়াগণ সহ কাঙ, করে ক্রোড়া অবিশ্রান্ত,
 তাহারে না মানে কোন জন ॥ রতিকান্ত হারাইল দিশা ॥
 সর্বদা দ্রুখীর ঘরে, লুকায়ে থাকেন ভরে, শীত তাহে অবরুদ্ধ, অণ নহে তালভঙ্গ,
 জৌন বজ্র মাত্র আচ্ছাদন ॥ অনঙ্গ-প্রসঙ্গে সাক নিশা ॥
 কির তাঁর শুভাঙ্গ, এইমাত্র হয় দৃষ্ট, তথা শীত সশঙ্কিত, যথা গৌহে অশঙ্কিত
 যুবতী রমণী বত জন ॥ এক অঙ্গ বুক যুবতী ॥
 যথৈ জুখে হেট যুখে, অগ্নিশিখা রেখে বৃকে, একেলা অভাগা যারা, তাহার জ্বরভে মরা
 সর্বাঙ্গ করিছে আলিঙ্গন ॥ শীতে সারা হইল সংপ্রতি ॥
 দেখিয়া বন্ধুর মানি, কুমুদিনী অভিমাত্রী, বিধবা বিরহী যেই, যথৈ জুখে সম সেই
 অভিমানে লুকাইল নীরে ॥ অন্ধের যেমন আগরণ ॥
 যুটিল মধুর আশ, জন্মের সর্বনাশ, মনেতে হইয় বৈরাগী, সমুজ্রে করয়ে শয্যা
 অশ্রুনায়ে ভাসে মাত্র তীরে ॥ শিশিরে কি করে আগাতন ॥
 পান্থীন তরুণ, অকমল সরোবর, এক ঘরে বুড়া বুড়ী, ভয়ে থাকে শুদ্ধিভাবি
 অধিকল তরুণসকল ॥ কলেবর থর থর কাঁপে ॥

দাঁতে দাঁতে এক ভয়ে, আঁহা উহ রয়ে রয়ে,
 বুড়ায় বাড়তে বুড়ী চাপে ॥
 বিদেশী পুরুষ যত, খেদ করে অবিরত,
 পোড়া শীতে প'ড়ে থাকি ছুখে ।
 ভামিনী কামিনীচর, স্বামিনী যত্নশি হয়,
 তবে তো স্বামিনী যায় স্নুখে ॥
 হিম-ঋতু-আগমনে, সবে আনন্দিত মনে,
 করিছে বিবিধ উপভোগ ।
 রাজার সাধিল বাদ, সাধে এ কি বিলম্বাদ,
 নলিনীর নব মৃত্যুযোগ ॥
 হিমে হয় স্নিগ্ধ সবে, দেখা যায় অসুতবে,
 হেন স্নীতি হ'ল বিপরীত ।
 হিমে দেহ দাহ হয়, কেবা করে এ নিশ্চয়,
 অবহিত হটল বিহিত ॥
 জ্ঞান হয় আছে মর্শ্ব, পদ্মিনীর কি অধর্শ্ব,
 নতুবা এক্ষণ কেন হয় ।
 কিংবা এ স্বভাব তার, ব্যাভিচার প্রতীকার,
 তাপে স্নুথ হিমে চুপখাদয় ॥
 অথবা কোমল যেই, কোমলে মরিবে সেই,
 বিধাতার এক্ষণ ঘটন ।
 কঠিনে কঠিনে মরে, এইরূপ চর্যাচরে,
 পদ্মিনী তাহাতে নিদর্শন ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা বাহা, বল কে খণ্ডিবে তাহা,
 ভাল মন্দ কে করিবে আর ।
 বিষ অমৃতের প্রার, অমৃত বিষের জায়,
 কদাচিত্‌ ঘটে এ প্রকার ॥
 এক্ষণ সকলে কর, ফলতঃ প্রকৃত নয়,
 কহি শুন প্রকৃতার্থ বাহা ।
 পদ্মিনী হিমতে নষ্ট, হয়ে পায় বহু কষ্ট,
 কি কারণে বরু সবে তাহা ॥
 পদ্মিনী যখন কলি, তখন কোথায় আলি,
 উভয়ে সম্বন্ধ নাহি থাকে ।
 সূর্য্য হতে বাই ফুটে, অমনি ভ্রমর ছুটে,
 অনায়াসে মধু দেয় তাকে ॥
 যে করিল কর্মযোগ্যা, না হইল তার ভোগ্যা,
 উদাসীন আলি মধু খায় ।
 দেখে এই গুরু দোষ, বিধাতার হ'ল দোষ,
 হিম হেতু দেখে দহে তার ॥
 বিশেষতঃ স্বামী যিনি, হিমের অন্তর তিনি,
 নিজ করে হিম করে কর ।

ক'রে তার অনাদর, ক্রান্ত হ'লে মধুকর,
 এ পাপ কি ছাপা কোথা রয় ॥
 বনে দাবানল-ভয়, মনে করি এ নিন্দা,
 জগতে পদ্মিনী করে বাস ।
 তথা হিমে দহে অদ, কৃতজ্ঞের এই রস,
 অকস্মাৎ অমনি বিনাশ ।

হ্রস্ব হেমন্ত করে রাজ্য অধিকার ।
 রহিত করিল রাজ্য শরদ রাজ্যর ॥
 গাইয়ে রাজ্যর জয় সঙ্গিগণ যত ।
 গধগদ ভাবতরে সকলে আগত ॥
 তিলেক বিলম্বে তুলি কু-আশায় ধরজা ।
 বাজাইল শিশিরেতে জয়-ডঙ্কা বাজা ॥
 বুড়ার গুমান গু'ড়া হ'ল অতঃপর ।
 রবির উত্তাপে করে তপ্ত কলেবর ॥
 কুলটা বদরী কুল দেখে ফুলে ফলে ।
 সরমেতে লেকালিকা পড়িছে ভুতলে ॥
 লক্ষ্য করিবারে ধরা ধাত্তব্যক বত ।
 হরিষে স্বভাববশে হইতেছে নত ॥
 উত্তরায় বায়ু অথৈ আরোহণ করি ।
 করিছে ভ্রমণ ভূপ দিবস-শরৎরী ॥
 অথরে সন্ধ্যরে নরে রাজ্যর শাসনে ।
 পরমাদ গণিতেছে অতি দীন জনে ॥
 রজনী ধরিল অতি দীর্ঘ কলেবর ।
 সময়ের গুণে শোভা লুপ্ত শশধর ॥
 কমলিনী ত্রিবাদিনী দেখে ম্লান মুখ ।
 কুমদিনী স্রবণনী মনে বড় সুখ ॥
 ইহা হেরে মত্ত আলি স্বভাবের বশে ।
 স্নুখেতে মুলার ফুলে উড়ে গিয়া বসে ॥
 বিজ্ঞমান দিনমান প্রতি দিন দিন ।
 হইতে লাগিল ছোট বেন কত দীন ॥
 উড়িতেছে অঙ্গে খড়ি হ'ল এ কি দায় ।
 নমস্কার করি আমি হেমন্তের পায় ॥

সর্গ-ঋতুমধ্যে হিম ঋতুরাজ জ্যোতি ।
 নিজ গুণ-গৌরবেও গুরুতর শ্রেষ্ঠ ॥
 চিরকাল স্থির কাল এই শীতকাল ।
 নিজ কার্য্য করে ধার্য্য হিম রাজ্যপাল ॥
 স্বকାର্য্যসাধন পরে যান হিমালয় ।
 তাহাতে করিয়া কেহা করেন আলয় ॥

জাবার আসেন পুন পাইয়া সময় ।
সকল প্রাণীর বেহ করেন আশ্রয় ॥
অন্ত ঋতু অপেক্ষার ইহার শাসনে ।
কত বস আছে জানে সুরসিক জনে ॥
মার্গশীর্ষে প্রথম দিবসে ঋতুরাজ ।
আসেন সন্ধ্যার কালে করিয়া হুসাজ ॥
যেমন যেমন ঘটে তাহার তেমনি ।
সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়রাণী কাঁপুনি রমণী ॥
উত্তর-পবন-পূর্বে করি আরোহণ ।
যত সব প্রাণিগণে করিতে শাসন ॥
পূর্নপূজ্য বস্তু ত্যজ্য সকলে করিবে ।
ত্যজ্য বস্তু পূজ্যরূপে সকলে লইবে ॥
ঋতুরাজ মনে করি এই অভ্যর্থন ।
আইগেন নিজ বল জানাতে সবার ॥
রাজার উচিত বটে নূতন পদ্ধতি ।
সাক্ষী তার "লেক্সলোসি" এ দেশে সম্প্রতি ॥
পূর্বে হ'ত হুখ পেলে সুখীতল জল ।
এখন দেখায় যেন সর্পের গরল ॥
যার রোধে প্রাণ রোধ পাইলে জীবন ।
হেন হিতকর পূর্বে ছিলেন পবন ॥
এখন সে বায়ু যদি বহে যথা তথা ।
লাগে গাজে যেন কুটুঘের কটু কথা ॥
অথ দিত পোয়া মাত্র যে শীতল পাটি ।
এখন তাহার নামে ছাই পেড়ে কাটি ॥
তখন গোলাপজল ঘুচাতো বিলাপ ।
এখন গোলাপজল দেখিলে প্রলাপ ॥
এইরূপ কত কব যথা যা শীতল ।
সেই সেই বস্তু ত্যজ্য হইল সকল ॥
পূর্বে যারা ত্যজ্য ছিল পূজ্য হ'ল সব ।
শীতের প্রভাব কত বুঝ অমৃতব ॥
শাল ছিল পূর্বেতে সাক্ষ্য যেন শাল ।
এখন সে শাল যেন বিশাল রসাল ॥
পূর্বে বনাতের সহ ছিল যে বনাৎ ।
এখন বনাৎ বিনা না ঘটে বনাৎ ॥
কেবা না করিত চাদরেতে অনাদর ।
এখন সবাই করে চাদরে আদর ॥
লোপের সহিত সবে থাকিত নির্দেপ ।
এখন সে লেপ হ'ল অঙ্গের প্রলেপ ॥
তোষোক দেখিবামাত্র মনে হ'ত শোক ।
এখন ত শোক নাই তোষোক-তোষক ॥

আমাদের দীনকর ছিল দিনকর ।
দিনকর অধকর হয়ে কীপকর ॥
দেখিয়া দহন ঘরে যেতেম তখন ।
এখন দহন অতি সুখের তবন ॥
হিম-ঋতুরাজেব দেখে কি শাসন ।
অরজর থর থর কাঁপে ত্রিভুবন ॥
উহ উহ হিহি হিহি গুটুলি সুটুলি ।
নিশিতে শয্যায় সবে বেণের পুটুলি ॥
হাতে হাতে দাঁতে দাঁত হয়ে গুড়ি হুড়ি ।
বড়ার উপরে গিয়া চেপে পড়ে বড়ী ॥
বিশেষতঃ বুদ্ধের ভাজিয়া দেয় ঘাড় ।
বাণ বাপ কি বিষম আড় বড় রাড় ॥
রাজা প্রজা সবার সমান শীত-তর ।
সংযোগীর কিছু ভাল বিয়োগীর নয় ॥

নলিনীর নববধু পাঁনে মধুকর ।
মত্তচিত্ত হয়ে চলে যথা সরোবর ॥
পথে নানা পুষ্প সব রয়েছে ছুটিয়া ।
নয়নে না দেখে তাহা চলিল ছুটিয়া ॥
পদ্মিনীর স্নেহেরত স্বাদ বড় মধু ।
একাকী করিব পান আমি তার বধু ॥
সে আমার আমি তার প্রেমে কেনা দাস ।
সে ধনী বিহনে মম সকল উদাস ॥
মাঝে মাঝে তার সহ যে হয় বিচ্ছেদ ।
সে কেবল মম দোষ তার নাই ভেদ ॥
যা হবার হইরাছে আর হবে নাই ।
মনে হয় তার প্রেমে সত্যত বিকাই ॥
আহা মরি কিবা প্রেম বলিহারি বাই ।
কি দিয়া শুধিব ধার বস্তু দেখি নাই ॥
এবার বাব না কোথা হইলে মিলন ।
মিশামিশি হইয়া থাকিব হই জন ॥
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে মধুকর ।
সরোবর সমীপেতে আইল সন্ধর ॥
দেখিল পদ্মিনীপ্রিয়া নাহিক তথার ।
শূন্য সরোবর-মাঝ কিছু নাই তার ॥
প্রাণপণে চারিদিকে করিছে ভ্রমণ ॥
কোথায় কিঞ্চিৎ নাহি পায় অশেষণ ॥
না পাইয়া পদ্মিনীর কিছু সমাচার ।
মনে মনে অগ্নিদ্রাক করিছে বিচার ॥

এই সরোবরে নিত্য করি বাতাসাত ।
 এমন কখন নাহি হয় বজ্রাঘাত ॥
 এমন সাধেতে বাদ কে আসি সাধিল ।
 প্রোণপ্রোণ পদ্মিনীতে হরিয়া লইল ॥
 হায় কি আসিয়া কহী করিয়াছে প্রাণ ।
 অথবা মাজুবে নিয়া গেল নিজ বাস ॥
 কিংবা প্রেম-পরিচয় করিতে আমার ।
 জলে ডুবাইল বুঝি দেহ আপনার ॥
 যাহা ভাবিলাম এ সকল কিছু নয় ।
 তা হইলে দলবল থাকিত নিশ্চয় ॥
 কিছু দেখা যায় নাই এ কেমন তাব ।
 এরূপ সুভাবে কেবা করিল অভাব ॥
 জ্ঞান হয় বুঝি এই হিমমতুতাজ ।
 রম সর্বনাশ ছেড়ু হানিলেন বাজ ॥
 তপনের তাপেতে প্রাকুর সুখ যার ।
 কৃতান্ত হেমন্ত অন্ত করিল তাহার ॥
 অভাববি আর না করিব মধু পান ।
 অনশন ব্রত করি তাজিবে এ প্রাণ ॥
 এতেক বিশাশ করি সেই মধুকর ।
 স্থানান্তরে গেল ছাড়ি দিগ্ব সরাবর ॥
 অতিশয় হয়ে শ্রান্ত ভ্রমিয়া তখন ।
 হন গিয়া চিত্রপদ্ম-উপরে পতন ॥
 দেখি তার সৌকুমার্য্য মাধুর্য্য-বহীন ।
 দিন দিন অলিরাজ হন অতি দীন ॥
 এইরূপ হিমমতু রাজ-ব্যবহার ।
 নলিনী ভ্রমরে হয় বিচ্ছেদ অশার ॥
 অলির দুর্গতি দেখি হাসিছে তপন ।
 পর-বন্ধনার এই ফল বিলম্ব ॥

শীত

জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত,
 আঁক ক'রে কেটে লয় বাপ ।
 কালের অভাবদোষ, ডাক ছাড়ে ফাঁস ফাঁস,
 জল নয় এ যে কাল সাপ ॥
 কুজকেরে কিলে ভয়, মরে তার বিবকর,
 বত ভয় যেতে হয় জলে ।
 বুড়ীর শুনবস, তাহে কত লোক হয়,
 বত লোক জলন্ত অনলে ॥

অপুত্রের পুত্রসাথে, কত হুথ মনে ভাবে
 বত হুথ রবির কিরণে ।
 কুঁচুয়ের কটু বাণী, তাহে ক্রোধ নাহি মারি
 বত ক্রোধ শীত সময়েরে ॥
 বলবান বড় বড়, সব হয় জড়জড়
 হাঁটিতে হাঁচটে খেয়ে পড়ে ।
 গায়ে কাঁটা জরজর, সদা করে ধর ধর,
 কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে ॥
 নিশির না যায় রিষ্টি, শিশির সতত বৃষ্টি,
 ঋষির তাহাতে ভাকে ধ্যান ।
 বিধম প্রবল হিম, যে জন সাক্ষাৎ হিম,
 স্পর্শ মাত্র হরে তার জ্ঞান ॥
 সন্ন্যাসী মোহন্ত বত, মাঠে মাঠে শত শত,
 মুকুনী গাঞ্জার রম দিগা ।
 ছাই ভস্মে সোম ঢাকে, বম্ বম্ মুখে হাঁকে
 পোড়ে থাকে বৃকে হাত দিয়া ॥
 যেই জন তাগাধব, গদী পাতা পাকা ঘর,
 সদা সঙ্গে সুরত-রঙ্গিনী ।
 আহার কাহার মত, বিহার বিবিধ মত,
 তাহারে জীবমুক্ত গণি ॥
 ধনীর শরীরে সাল, গরীবের পক্ষে শাল,
 বঞ্চল সম্বল করি রয় ।
 বেণের পুঁটুলি হরে, তরে থাকে শীত সরে,
 উম্ বিনা যুম নাহি হয় ॥
 চিরজীবী ছেঁড়া কাণা, সর্বক্ষণ বৃকে গাণা,
 একক্ষণ তারে নাহি ছাড়ে ।
 শরনের বর কাঁচা, তার হয় প্রাণে বাঁচা,
 জড়ে তার বিদ্ধে হাড়ে হাড়ে ॥
 সকালে খাইতে চায়, আরোজনে বেলা যায়,
 সন্ধ্যাকালে খায় ভাতে ভাত ।
 শীতের কেমন খড়ি, উড়ার অঙ্গের খড়ি,
 কাটায় সবায় পদ হাত ॥
 সান্নিতে পারের কাটা, মহার্য্য আবেশ আটা,
 ফাটাফাটি করিলেক ভাই ।
 বিফুতেল কত মাখি, ঘৃতে যদি ডুবে থাকি,
 শরীরেতে তবু উড়ে ছাই ॥
 থাকিতে ছুড়ি বেলা, ছেলে ছাড়ে ছেলেখেল,
 বেলাবেলি খায় গিয়া ভাত ।
 লেপে করে মুখ কল্লু, পাছে ধরে শীত কল্লু,
 উঠে নাক না হ'লে প্রজ্ঞাত ॥

সুন্দর হরযিত,
রাত্রি দিন আহারের খোঁজ ।
বৃক্ষী প্রাণ চায়,
গরম গরম চায়,
মনোমত্ত খাও রোজ রোজ ॥
খেতে আলবোলা,
মহাঘোরি বোলবোলা,
বার ঢাকা ক্যাছিসের গুণে ।
ভায়া মানডোতে,
ঘরে না প্রবেশ করে,
নীত ভীত পরদার গুণে ॥
রুদ্ধিকে বজ্রবর্গ,
কিছু নাই উপদর্গ,
ঘরে বসি করে স্বর্গভোগ ।
দুর পাণ্ড সর্ব,
ইন ইন বাস্ত রব,
তাতে কি হিমের হর যোগ ॥
না হেন ভাগ্য শোড়া,
ছুঃখ লাগা আগাগোড়া,
নীতে মরি দেহ নহে বল ।
চন্দ্ৰ হাত খাঁজি,
ভরসা মুড়ির চাকি,
পানমাঝ খেজুরের রস ॥
ভমানী বাবু যারা,
প্রাণে সারা হয় তারা,
সাল বিনা মান নাহি রহে ।
সৈ মুখের চোট,
ইয়ারের নাহি জোট,
মনের আগুনে শুধু দহে ॥
গানী চান্দর যত,
এখন আদর-হত,
আগে যাহে অভিমান য়োত ।
ত তুই বেশ বেশ,
দেখিয়া শীতের বেশ,
আনিলাম কে বাবু কে কোতো ।
আরেরা গদগদ,
কেহ গাঁজা কেহ মদ,
কেহ বা চরলে দিয়া টান ।
হে রেখে অবলার,
মিয়ে চাটি ভবলার,
মনের আনন্দে ছাড়ে গান ॥
বা বুঝে সুর বোল,
কেবল ভেড়ার গোল,
রাগে রাগে সুর উঠে চড়ি ।
পুরুষ গলা সাধা,
বলে বুঝি ডাকে গাধা,
ধোবা ছোট হাতে লয়ে দড়ি ॥
হেবে রাখিয়া বাজী,
লয়ে তাজি তাজি বাজি,
দমবাজি কারবাজি কত ।
গায়ার হাঁকায় চোট,
ঘোড়া পায় ঘোড়া ছোট,
বাজীবলে বাজি বল হত ॥

বসন্ত কর্তৃক শীতের পরাভব এবং

বর্ষার সাহায্যে শীতের

পুনরায় রাজ্যলাভ

শরৎ ছিলেন রাজা এই পুণীমেশে ।
ভাজিল তাঁহার ভাগ্য কার্তিকের শেষে ॥
কাপুনী হিমালী দুই মহিষী সহিত ।
উপনীত মহাবীর মহীপাল শীত ॥
প্রকাশ করিয়া নাম হিমধাতু নাথে ।
করিলেন রাজধানী হিমালয়ধামে ॥
কাটাফোটা সেনাপতি বল ধরে কত ।
আল উহ হি হি হু হু সেনা শত শত ॥
বাজার বিজয়-কাড়া উত্তরের বায়ু ।
বুড় আর বিহরী নাশ করে আয়ু ॥
নিশির বিষম ছুঃখ পতির বিলাপে ।
ঋষির ভাজিল ধ্যান শিশির প্রতাপে ॥
কু-আশার ধ্বজা উড়ে লক্ষ্মী আর প্রাতে ।
বিশেষ কে বুঝে কত কু-আশার তাতে ॥
নলিনী মলিনী নামে বন্ধ বল-হত ।
প্রেমানন্দে প্রস্তুত গোদাকুল যত ॥
শশী সূর্য্য তেজোহীন রাজার প্রতাপে ।
আকাশে কেবল তরে থর থর কাঁপে ॥
শাসন করিল খুব চারিদিক্ কতে ।
কায় সাধ্য বাপ বাপ জল দেয় মুখে ॥
জলের হয়েছে দাঁত হাত দেওয়া দায় ।
জান পান দুই কৃদ্ধ খড়ি উড়ে গায় ॥
দিন দিন দীন দিন প্রাণ তার হয়ে ।
বিদ্যোগী বিনাশ তেঁতু নিশা বুঝি করে ॥
দীনের দাক্ষণ দায় ছুঃখ যায় কিলে ।
দিল যায় নিশা তার নাহি কোন নিশে ॥
এ সময়ে নানারূপ খাণ্ড-স্বধ বটে ।
কালগুণে কিন্তু তাহে বিপরীত ঘটে ॥
শীত-ভয়ে খোল খাল নাহি লয় চেয়ে ।
বাচে শুভ ফাঁকাকুকে শ্রুতকো ক্রকো খেয়ে ॥
আচাবার তরে কেহ হাত নাতি খুলে ।
ইচ্ছা মনে যদি কেহ বুঝে দেয় তুলে ॥
প্রচার হইল খুব শীতের বিক্রম ।
করিয়া আসন জারি শাসন বিষম ॥

সর্বদা শরীরে হুঃখ সুখ কিসে হবে ।
 বড় বড় বীর যত জড়গড় হবে ॥
 এষ্টরূপে দুই মাস লয়ে সেনাজাল ।
 করিলেন রাজকার্য্য শীত মহীপাল ॥
 বসন্ত শুনিল সব হিমের ব্যাভার ।
 সুখের ধরনী-রাজ্য করে ছারখার ॥
 প্রজামধ্যে কোন মতে সুখী নহে কেহ ।
 শীত-ভয়ে থর থর জরজর দেহ ॥
 ঘুচাইতে পৃথিবীর হুঃখ সমুদয় ।
 মনেতে হইল তাঁর ক্রোধ অতিশয় ।
 দেখিব কেমন সেই ছুটী ছরাচার ।
 এখনি হরিয়া লব সব অধিকার ॥
 মলয় পর্বতে ব'সে গোপে দিয়া পাক ।
 দক্ষিণে বাতাস বলি ছাড়িলেন হাঁক ॥
 আইল দক্ষিণে বায়ু শব্দ হ্রু হ্রু ।
 আকালে ডাকিলে কেন রাজা বাহাছর ॥
 রাজা কন সাজ সাজ বীর সেনাপতি ।
 অবনীমণ্ডলে চল যাই শীঘ্রগতি ॥
 কোন প্রজা সুখী নহে শীতের শাসনে ।
 লইব তাহার রাজ্য অভিলাষ মনে ॥
 কামের কামান তার লোভ গোলা রেখে ।
 পোটা দুই কোকিলেরে শীত্র লও ডেকে ॥
 স্বকীয় সৈন্তের সহ বসন্ত ভূপাল ।
 আইলেন অবনীতে বিক্রম বিশাল ॥
 সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে ঋতুপতি শীত ।
 রাণী সঙ্গে রসরসে ছিল হরষিত ।
 সবিশেষ নাহি জানে কোন সমাচার ।
 পাত্র মিত্র সেনাগণ সেরূপ প্রকার ।
 হঠাৎ বসন্ত আসি হইয়া প্রকাশ ।
 একেবারে সমুদয় করিল বিনাশ ॥
 না রহিল কোন চিহ্ন সব গেল উঠে ।
 উত্তরে-বাতাস ভয়ে পলাইল ছুটে ॥
 কোথায় রহিল হিম দেখা নাই আর ।
 বসন্ত-প্রভাবে মার করে মার মার ॥
 মলয়-পবন দিলে অতিশয় হেঁকে ।
 সিংহাসনে ঋতুরাজ বসিলেন জেঁকে ॥
 বিরহি-শাসন হেতু লয়ে খাঁড়া ঢাল ।
 কুহু রবে ডাক ছাড়ে কোকিল কোটাল ।
 রত্নপতি সেনাপতি অতি বলবান

নাম মাত্র মাঘমাস বোর শীতকাল ।
 বড় বড় শাল হ'ল বড় বড় সাল ॥
 লকলের মহানন্দ বসন্তের বলে ।
 অধিকন্তু হাফ হুঃখী ইয়ারের দলে ॥
 উড়ানী উড়ানে গার দ'ম দম ছাড়ি ।
 তুড়ি মেয়ে বার লবে ইয়ারের বাড়ী ॥
 শীতঋতু মহাশয় রাজ্যহীন হয়ে ।
 মনে মনে ভাবে ব'সে অস্তিমান লয়ে ॥
 কি করিব কোথা যাই বাঁকা নাহি ফুটে ।
 অত্যাচারে ছরাচার রাজ্য নিল লুটে ॥
 বোর দায় মহাপায় নাহি পায় বীর ।
 অনেক ভাবিয়া শেষে বৃত্তি করে স্থির ॥
 প্রিয় বন্ধু বর্ষারাজ শশ্মাশীল অতি ।
 অবশ্য করিবে কৃপা আমাদের প্রতি ॥
 এ বিপদে রক্ষাকর্ত্তা আর কেবা আছে ।
 এই ভেবে উপনীত বরষার কাছে ॥
 কাপুনী হিম্বানী দুই প্রিয়তমা নিয়া ।
 হুঃখের কাহিনী সব কহিলেন গিয়া ॥
 বরষা আহ্বান করি আলিঙ্গন দিয়া ।
 রাণী সহ বসিলেন সিংহাসনে নিয়া ॥
 ব'ল ব'ল স্থির হও শান্ত কর মন ।
 দেখিব কেমন সেই দাস্তিক দুর্জয় ॥
 একেবারে বসন্তেরে প্রাণে ক'রে বধ ॥
 তোমারে করিব দান পৃথিবীর পথ ॥
 যখন তোমার রাজ্য কয়েছে হরণ ।
 তখন জানিবে তার নিশ্চয় মরণ ॥
 জলদেয়ে ডাক দিয়া করেন আদেশ ।
 ধরশীমণ্ডলে ভূমি করহ প্রবেশ ॥
 অদার্কিক বসন্তেরে করিবা নিধন ।
 শীতরাজে দেহ গিয়া নিজ সিংহাসন ॥
 জলদ জলদ সেজে আগ্রসর হয়ে ।
 বুহু হেতু চলিলেন হিম্বরাজে লয়ে ॥
 কামান কামান নয় বজ্র ভোণ ছাড়ে ।
 বোর বৃত্তি ছিটে গুলী অন্ধকার বাড়ি ॥
 কান্টান পুংবের বায়ু দিয়া খুব ফের ।
 চারিদিক ঘুরে করে কামের কামের ।

বসন্ত পড়িল দায়ে সব হ'ল ফুট ।

বহিছে উত্তর-পূর্ব অতি বীরে বীরে ।
দক্ষিণে-বাঁদাস গেল একেবারে কিরে ।
যে কোকিল ডেকেছিল কুহ কুহ বীরে ।
এখন সে শীতভরে উহ উহ করে ॥
ভাগিল বিপদবল উঠিলেন নেচে ।
রাজপাটে রাজা হিম বসিলেন কেঁচে ॥
শীতের সেক্ষণ জয় বলন্তের দলে ।
শাহুজা যেমন জয় ইংরাজের বলে ॥

বসন্ত-বর্ণন

হেমন্ত হটল অন্ত বসন্ত উদয় ।

কুহ কুহ কুহ কুহ কোকিল কুহরে ।
শ্রবণে শ্রবণে বিরোগীর প্রাণ হরে ॥
তরুলতা মুঞ্জরে গুঞ্জরে অলিকুল ।
সে রবে কি রবে প্রাণ বিরহে ব্যাকুল ॥
ধরিল অপূর্ণ তাব ধরিল সংপ্রতি ॥
হরিল সেপূর্ণতাব হরষিত মতি ॥
করিল স্বতাব কিবা অপক্লপ ক্রিয়া ।
তরিল যুবকগণ তরলীরে নিয়া ॥
দরিল দাক্ষণ শীত বলন্তের ডরে ।
মরিল বিরহিগণ অনঙ্গের শরে ॥

ধরাতলে রাজধানী পাতিলা বসন্ত ।
সঙ্গে সেনা সমূহ বিষম বলবন্ত ॥
কুহরবে নকিব কোকিল কুহরার ।
মলয়-পবন চারু চামর দুলায় ॥
সহচর সেনাপতি দ্রবন্ত মদন ।
সিংহাসন মাহুকের জয়র-সদন ॥
ক্রম প্রভৃতি সঙ্গে পারিষদ বত ।
ভূপতির প্রিয়কার্য্যে অবিরত রত ॥
হুজুমে গগনে শশাঙ্ক শোভা করে ।
ধরাতলে স্তম্ভিত হই যায় করে ॥
মনোহর সরোবর শোভা কত তার
ঢল ঢল করে জল জলদ আকার ॥
সুন্দর অনিলে উঠে ভরল তরল ।
হরষিত করে কেলি বরটা-মণ্ডল ॥

ডাহক ডাহক ডাহক ধরনী ধরন ।
সারস সারসী সব জয়ররজন ॥
কুমুদ কমল কুল কুটিল বিস্তর ।
মধুর মধুর আশে ছুটিল ক্রমর ॥
নিশিতে কুমুদ সনে সুখে করে খেলা ।
দিবসে বলিনী সনে পুন হয় মেলা ॥
ধন্ত ধন্ত মধুকর তেলা ভাই তেলা ।
দিবানিশি যন্ত্র বাজে কাজে নাই হেলা ॥
মধুকর সুখে তুমি মধু কর পান ।
গুণ গুণ রবছলে প্রিয়-গুণ গান ॥
গুণের নাহিক সীমা রূপে দিক্ আলো ।
নলিনীর পতি অসি ভাগা বটে ভালো ॥
হায় হায় অবিচার বিধির কেমন ।

রূপে গুণে জিতুবনে এমন কি মেলে ।
অমৃতবে বৃষি তুমি কুলীনীর ছেলে ॥
কুল-সমর্ষিত হেতু কুলীন বিশেষ ।
ককারের বিনিময়ে হকার প্রবেশ ॥
তোমার নিকটে নাহি স্থান পায় ফুলে ।
এ হেতু তোমার অধিকার সব ফুলে ॥
বিরুঠাকুরের সম অঙ্গ-প্রভা বটে ।
কোথায় সম্ভান নিজে কামদেব হটে ॥
ফলতঃ কামের তুমি রক্ষা কর মান ॥
কুলধন পঞ্চশর তাহার প্রমাণ ॥
কোকিল বিকল করে এই কাল পেয়ে ।
সদা সুখে হরে কাল নৃপগুণ গেয়ে ॥
ডালে বসি মুহমুহ ডাকে কুহ কুহ ।
শুনি গিরহিনী বালা করে উহ উহ ॥
অন্ন দিয়া পালন করিল যারে কাকে ।
হেন জন জাগাতন না করিবে কাকে ॥
বলে সই কত সই কোকিলের গালি ।
যজ্ঞপাত্র প্রাণ বায় হাড় হল কালি ॥
এবার মরিয়া আমি হইব নিষাদ ।
কোকিলে নিপাত করি ঘৃণা বিবাদের ॥
রাহ হয়ে থাব শশী সুখার সদন ।
হর-নেত্র-রূপ ধরি পোড়াব মদন ॥
অনল হইয়া যাব নাথের নিকটে ।
উদ্ধার না করে সেই বিরহ সঙ্কটে ॥
চন্দন কমলদল মলয়-সমীর ।
সকলে মেলিয়া দহে আমার শরীর ॥

অকুল ছিল যারা তারা প্রতিকূল।
 অকুলে পড়েছি মূলে নাহি পাই কূল ॥
 দিক্ রে মদন ডুই বড় উচাচর।
 পৃথিবীতে তোর মত পাণ্ডী নাহি আর ॥
 আমি মরি তাহে কিছু খেদ নাহি হয়।
 আগনি করছ দগ্ধ আপন আলয় ॥
 নিদারুণ স্বভাব জানিয়া বিধি তোষ।
 সেই হেতু না দিলেন কোদণ্ড কঠোর ॥
 ফুলধরু ধর তুমি ফুলধরু শর।
 তাহাতেই স্বর্গ মর্ত্য রসাতল কর ॥
 দেবতা মানব যক্ষ মানব প্রভৃতি।
 তোমার নিকটে নাই কাহার নিকৃতি ॥
 পতিব্রতা সতী রতি তব অর্জুনেহ।

তোমার চরিত্র ভাল জগতে প্রচার।
 পরিহার চরণ-যুগলে নমস্কার ॥
 সহজে অবলা তাহে বিরহিণী পুন।
 আমাদের বধিরা নাহিক কিছু গুণ ॥
 এই হেতু মীনকতু স্তন তাই বলি।
 অবলা করিয়া বধ কেবা হয় বলী ॥
 সুধাংশু পরেছে গলে কলঙ্কের তার।
 আনি ম'লে কলঙ্কেতে কি ভয় তাহার ॥
 জগতে কলঙ্কী ব'লে যারে জানে হবে।
 নারী-বধে তাহার কলঙ্ক কিবা হবে ॥
 একে ত নীরস কাষ্ঠ না হয় সরল।
 ভুজঙ্গের সঙ্গে বাস অজ্ঞেতে গরল ॥
 তাহাতে আবার মরি মলয়নন্দন।
 কেবা দোষ দিবে দেহ দহিলে চন্দন ॥
 দারুণ স্বভাব কুর পঞ্চশর শর।
 হর-কোপানল-তাপে দগ্ধ কলেবর ॥
 নারী-বধ তাহার বিচার কিছু নয়।
 বাধের কি মনে হয় গোবধের তর ॥
 জগতে প্রসিদ্ধ জগৎপ্রাপ সমীরণ।
 জগতে জীবের যাহে জীবন ধারণ ॥
 জগৎপ্রাপ হয়ে প্রাপ বধ অবলার।
 জগতে হইবে তব কলঙ্ক প্রচার ॥
 আকুল করিল বন ফুলের সৌরভ।
 নাহি রয়ে কামিনীর ফুলের সৌরভ ॥
 জর জর করে হানি বিরহীকে শর।
 এই হেতু নাথ তার হয়েছে কেশর ॥

কামিনীর প্রাণ-বাধু আর ফুল নাগ।
 এ কারণে লোকমাঝে নাম তার নাগ ॥
 পরশনে পরশনে পরশি বাকুল।
 ফুলনাশ করে ব'লে বিখ্যাত বকুল ॥
 শোকানল প্রবল দাহারে দেখে হয়।
 অপোক তাহার নাথ লোকে কেন কর ॥
 সে উত্তি সোলাপ পানী গজরাজ কুল।
 জ্ঞাতি যুধি মল্লিকা মালতী মৃচকুল ॥
 হুহুটি কুহুটি আঁচ চাবেলি চম্পক।
 টগর মাধবীলতা ফুলগন্ধ বক ॥
 ইত্যাধি বিস্তর ফুল কহিতে বিস্তর।

বসন্তে বসন নব স্বভাব পরিণ।
 নবরূপ নবভাব ধরণী ধরিল ॥
 নবভরু নবশাখা নব ফুল-বল।
 নবরস কোড়ুকে সকল কুহুল ॥
 বন উপবন শোভা দেখি মন হয়ে।
 মনোরঞ্জে মুরঙ্গ বিহঙ্গ কেলি করে ॥
 ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে থাকে দলে দলে যত
 ক্ষেত্রে পড়ি শত হয়ে দম্ভাগণ মত ॥
 উদয় পুরিয়ে সুখে করিছে আচার।
 জন্মে নাহিক ক্ষোভ তরুর সকার ॥
 ধাতু ত্রীহি যব সুগ ছোলা অড়হর।
 মুহুরি মটরশুটি সরিষা মটর ॥
 কানন-আনন শোভে ফুলে আর ফলে।
 রক্তেতে বিহার করে ফুলের দলে ॥
 নিখর-সম্ভব নীর নবীন পল্লব।
 বিমল কোমল তৃণ ছবর-বল্লভ ॥
 ইহা ভিন্ন নাহি অস্ত্র অন্তরে বাসনা।
 ধনীষের ঘারে নাহি করে উপাসনা ॥
 প্রকট বিকট মুখ লোহিত লোচন।
 না দেখে না শুনে কতু কণ্ঠ বচন ॥
 কাঁবু নাহি হয় গিয়া বাঁচুদর কাছে।
 উমেশ্বর নহে ব'লে এত সুখে আছে ॥
 স্বভাবের প্রভাবে সন্তোষ সদা যনে।
 যুখে যুখে যুগগণ ভ্রমিতেছে বনে ॥
 এবার মরিয়া আমি হইব করিণ।
 স্বভাবে করিব শোণ স্বভাবের গুণ ॥
 বাধ কল তৃণ জল কাঁচ নাই টাক।
 তার হাত জগতের নব নব নব নব ॥

ঘোরে না মরিব আর বে-আজার বুলি ।
 জল উঁচু নীচু আমি বিপরীত বুলি ॥
 শাখাযুগ সব সুখে শাখা ধরি যোলে ।
 সমেতে শাবক শিশু শোভা করে কোলে ॥
 লক্ষ অল্প ভূমিকম্প কিরিত্তে ধ্বননে ।
 লক্ষ পার হয়ে যেন লক্ষ নাই মনে ॥
 শীততরে ছিল তীত কেনরী শাঙ্গিল ।
 বসন্ত পাইয়া বল বাড়িল বিপুল ॥
 সিংহনাদ করে সিংহ বিক্রমে বিশাল ।

প্রথর নখর করিকুন্ত ভেদ করি ।
 কধির করিছে পান অধীর কেনরী ॥
 শিশির সময় জুর কাল বিষধরে ।
 ধ্বির সমান ছিল আপন বিষয়ে ॥
 সমুপে পাইয়া ভেক না করে আহার ।
 বুঝিতে বা পারে কেবা এ ভেক তাহার ॥

এত দিনে ফুলবাণু পাইলেন ফুল ।
 বসন্ত হইল তারে বিধি অমূল্য ॥
 গলায় ফুলের মালা হাতে শোভে ফুল ।
 কিছুমাত্র ঘটে নাই কাজে কাজে ফুল ॥
 সন্তানদের কড়াপেড়ে ধৃত্তির আদর ।
 পেটের নাহিক স্থিতি সেটের চাদর ॥
 সন্ধ্যাকাল হ'লে যান বার-বধু-পরে ।
 এ দিকে দিবসে তাঁর ভোগ নাহি সরে ॥

ধনিক রসিক নব নাগর যে জন ।
 তাঁর জন্তে বুলি এই কালের সৃজন ॥
 অটালিকা মনোহর অতি শোভাতর ।
 ইজের অমরাবতী কৈলাস ভূধর ॥
 দামিনী জিনিয়া রূপ কামিনী হইয়া ।
 দামিনী পোহায় সুখে সরণ হইয়া ॥
 দেখি রত্ন বুলি ভক্ত অনন্তের শর ।

রতি সহ রতিপতি সঙ্গ অবসর ॥
 হতভাগ্য আমরা পড়েছি ঘোর দায় ।
 মাত্রিকাল হ'লে যেন শিবরাত্রি পায় ॥

হেমন্তের রাজ্যভঙ্গে, বসন্ত আইল রঙ্গে,
 সঙ্গে লয়ে নিজ দল বল ।
 দিনে দিনে দিনমণি, শুভ দিন মনে গণি,
 হইলেন প্রকাশে প্রবল ॥
 দেখিয়া বন্ধুর ভাব, পত্নীর আবির্ভাব,
 সন্ধ্যাবেলে হয় ক্রমে ক্রমে ।

অপজ্ঞাপ কল রূপ, বিশ্বের নূতন রূপ,
 প্রথম বসন্ত উপক্রমে ॥
 কাননের তরু বহু, প্রায় হয়েছিল হত,
 অবিরত হিমের শালনে ।
 বসন্তের আগমনে, সর্দা তারা ছুটমনে,
 বিস্তার করিছে শোভা বনে ॥
 হুনবীন শাখাদলে, বৃক্ষগণ ফুলকলে,
 ক্রমে পরিপূর্ণ হৈল সব ।
 দেখিয়া সে সব শোভা, অগস্তের মনোশোভা,
 কোকিল করিছে কুহরব ॥

হার কি কালের ধর্ম, কে বুঝিবে কালধর্ম,
 সব বর্ষ কালক্রমে হয় ।
 কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে জীবিত হয়,
 পুনঃ শেষে কালে হয় লয় ॥
 সময় বসন্তকালে, স্বভাবত বস ঢালে,
 কিছুমাত্র নীরস না রয় ।
 শুকতরু অর্ধদ্বারা, প্রায় হয়েছিল মরা,
 সেই হয় রসে রসময় ॥

রক্তিম-বরণ প্রায়, অল্প হইছে তার,
 যত শোভা কত কব তার ।
 অমৃতব হয় হেন, এখন হইছে যেন,
 মৃত্যুমেহে জীবের সঞ্চার ॥
 কি নগর কিবা বন, পর্বত কি উপবন,
 যখন যে দিকে ফিরে চাই ।
 তখন জুড়ায় মন, হেরিলে সে সুশোভন,
 বসন্তেরে বলি হারি যাই ॥

উর্দ্ধেতে অপূর্ণ সৃষ্টি, অভেদ অত্র সৃষ্টি,
 দৃষ্টিপথ জুড়ায় দেখিলে ।
 উচ্চতর সুকৃতি, দলে দলে সুশোভিত,
 তাহে রব করে বে কোকিলে ॥
 পলাশ কাঞ্চন কত, ফুটে ফুল শত শত,
 কত শোভা শিশুর ফুলে ।

হিমে করি পরাজয়, যেন বসন্তের জয়,
 পতাকা দিয়েছে তার ভূলে ।
 বিরহে বিরহী লোক, অশোকেতে পায় শোক,
 আরো হয় আকুল বহুলে ।
 কোথায় কখনো কাহ, চন্দ্রকের কলিকার,
 বিদ্ধ করে বিষমাখা শূলে ॥
 আশ্রয়শাখা অবিরত, সুগলের তায়ে নত,
 তাহে মধুবিধু পড়ে কত ।

মধুলোভে খাঁকে খাঁকে, ভূমল খাকে খাকে, হেন মনে জানি হয়, সকলে মিলিয়া
 উড়ে বলে তাহে কত শত ॥ খুসুয়া বসন্তের অর ॥
 ধরাতে দৃষ্টিশাত, যদি হয় অকস্মাৎ, রাজ্য কবি অবিকার, প্রতুরাৎ বেন বাই,
 তাহে হেরি মনোহর ভাব ॥ বিরহিণী দ্বানিহ সনে ॥
 হুটে কুল নানাশত, তাঁটি কঁটি আদি যত, কিরণে আগুন কাঁক, সাধবেন মহাবান,
 বভাবের অপূর্ব প্রভাব ॥ যত্না করেন যত্নসনে ॥
 বাসক টগর কুল, ভূষক মুকুল, কোকিল নিতেছে লাড়া, গিরা সব পাড়া পাড়া,
 চারিদিকে কুম্ভের ঘটা ॥ তাড়া বেহ বিরহিণী গনে ॥
 উজ্জানেতে নানাভাতি, মন্দির মাগতি জাতি, সদাশাক্ত এই রব, সাধখানে থাক সব,
 গন্ধরাজ গোলাপের ছটা ॥ খুসুয়া বসন্ত-সমনে ॥
 সে উতি মতিরা বেল, চাদেলীর সঙ্গে মেল, রাজতরে সশঙ্কিত, প্রভাগণ সকলিত,
 হুচাক গন্ধের সিক্ত বার ॥ কি জানি কখন কিবা হয় ॥
 বিকশিয়া পুষ্পবনে, জ্ঞাত হয় জগজনে, বিরোগিনী ছিল যারা, প্রাণে সারা হ'ল তারা,
 মোহিত করিছে সব তারা ॥ তাহাদের দিবানিশি ভর ॥
 হলিত লতিকার, বনে বন শোভা পায়, একে তো নবীনা বালা, বিচ্ছেদ-বিষের জালা,
 পুষ্পময় বসন্ত-সমন ॥ কত আর সহিবে পরাণে ॥
 মাধবীর কুল কোটে, গন্ধ তার দূব ছোটে, একাকিনী অনাবিনী, হয়ে চির-বিরহিণী,
 মধুলোভে ধায় অলিচর ॥ মারা যায় মনের বাণে ॥
 প্রিয় মলয়-বার, বহন করিছে তার, দ্বন্দ্ব হয় দুখানলে, অবিরত অশ্রুজলে,
 মল্ল মল্ল গন্ধ লয়ে সাথে ॥ কমল বদন ভেলে যায় ॥
 কোকলের কুহরবে, উহ মরি বলে সবে, বিরহিয়া-যায় কুক, নাহি স্বপ্ন একটুক,
 বজ্রাঘাত বিরহীর মাথে ॥ দিবানিশি করে হার হার ॥
 বসিয়া কুঙ্কের ডালে, বনে বিহঙ্গের পালে, কোথা গেল প্রাণনাথ, আমাতে করহ সাণ,
 সুখে কত রব করে মুখে ॥ প্রাণ যায় তোমার বিহনে ॥
 সে সব মধুর ধ্বনি, বিষম বিষাদ গনি, সব দেবি অন্ধকার, সদা শুনি হাহাকার,
 বিরহিণী মরে মনোদ্রখে ॥ এ আকার রাখিব কেমনে ॥
 বসন্তের বুলবুলি, বলে কত মিষ্টবুলি, অথের বসন্তকাল, হইল সাক্ষাৎ কাল,
 এখন নাচিছে মনসাথে ॥ যায় প্রাণ কুম্ভের জালে ॥
 কোথা বোঁ কথা কও, অভিমানে কেন রও, কুছরব শুনি বত, হহ মন করে তত,
 পাখী হয়ে বনে বনে মাথে ॥ উহ মরি কত সব প্রাণে ॥
 হারাইয়া প্রাণকান্ত, দিবানিশি অবিদ্রান্ত, আহর হইল মন, প্রাণকান্ত আগমন,
 পিউ কাঁহা পাণিয়ার বোলে ॥ প্রতীকা করিয়া কত রব ॥
 প্রিয় যায় পরবাসে, দিবানিশি ছুখে তালে, কত বা কান্দিব আর, ছুথের নাহিক পার,
 এর ডাকে তার প্রাণ জলে ॥ বসন্তে বিরহ কত সব ॥
 পুঞ্জ পুঞ্জ অলি সব, কুঞ্জ কুঞ্জ করে রব, এ পোড়া বসন্ত দ্বার, কার সাধ্য রক্ষা পায়,
 গুঞ্জ গুঞ্জ ধ্বনি মনোহর ॥ বিরলে বসিলে পোড়ে মন ॥
 পেয়ে নানাভাতি কুল, পদ্বিনীরে হয় কুল, দুগলে নিস্তার নাই, বগনে দেখিতে পাই,
 বনে কেলি করে নিরন্তর ॥ চারিদিকে তার সেনাগণ ॥
 বসন্তের সেনাগণ, বিখে করি আগমন, বিশেষতঃ রাত্রিকালে, রাশি রাশি বিধ চালে,
 নিজ নিজ কর্ণে রত রয় ॥

গলে তাহার করে, শরীর শীতল করে, তপাচ কালের ধর্ম, সাথে সঙ্গ নিজকর্ম,
 যার অঙ্গ জ্বালায় নিশ্চয় ॥ করে মন উদার তাহার ॥
 কি কালের কর্ম, নাহি বুঝি ধর্মার্থ, ইহার বাবুর বল, হস্তমুখে ধূলখল,
 অকুলে ভাসার কুলবতী । সুখের বকের জামা গায় ।
 যার বা দোহাই দিব, কারে হুখ শুনাইব, আরো কত উপকার, বিচিত্র কুহুম-হার,
 অবিচার রাজা পাণমতি ॥ বাহার বসন্তরস তায় ॥
 তিহার নারী হারা, এইমত সঙ্গ তার, মিষ্ট রস আলাপনে, আপন বসন্ত মনে,
 বসন্তে বিষম হুখ পায় । রহস্ত করিয়া কাটে দিন ।
 শেখত: দুই মাস, বিদেশীর সর্বনাশ, আমোদের ছড়াছড়ি, কোলাহল উদার কড়ি,
 বাসায় বসিয়া প্রাণ যায় ॥ অবাধে বালক বুদ্ধিহীন ॥
 হন হ'লে মুখ-চাঁদে, অমনি পরাণ কাঁদে, নগরে নাগরীগণ, করে নানা আমোজন,
 কুশলিগে বাঁধা পরবাসে । বসন্তের আগমন জানি ।
 সবকাশ কবে পাব, কবে নিজ বাসে যাব, যার যেই অভিল্য, তার সেই কয় মাস,
 প্রাণ মাত্র রাখে সেই আশে ॥ না পাইলে মহা অভিমাত্রী ॥
 রৌদ্র বাড়ি অভিশয়, দেহ হয় ধর্মময়, রজন বসন প'রে, বাস করে খোলা-ঘরে,
 আলস্তে অবশ অঙ্গ-তার । হাওয়া খেতে সঙ্গ হয় মন ।
 উড়, উড়, করে মন, প্রেমসীর চন্দ্রানন, আন্তর গোলাপ কত, বিনে লয় শত শত,
 রয়ে রয়ে মনে পড়ে তার ॥ হয় সাধ যখন যেমন ॥
 কাজকর্মে বাটে পথে, দিন কাটে কোন মতে, ক্রমেতে হোলীর খেলা, নবীন নাগরীয়েলা,
 বজ্রনীতে বিষম উৎপাত । ছুটে ছুটে যায় এক ঠাই ।
 নিদ্রা নাহি হয় সুখে, প'ড়ে থাকে মাত্র হুখে, দেখা হয় পরস্পরে, প্রিয় সঙ্গাষণ করে,
 কপালেতে করে করাঘাত ॥ হাসি ভিন্ন অন্য কথা নাই ॥
 কোন লোকে দেখে বাই, বলে ছাই কি বালাই, যার ইচ্ছা হয় যারে, আবার কুমকুম মারে,
 ছারপোকা নশার কামড় । পিচকারি কেহ দেয় কার ।
 নিজা মনে দেখা নাই, চক্ষু বুজে থাকি ভাই, উড়াম আবার বত, কুড়ায় লোকেতে কত,
 গায়ে গেল মারিরা চাপড় ॥ জুড়ায় দেখিলে মন তার ॥
 কহে কেন মনকোড়ে, এ ছার ধনের লোভে, ঢালিয়া গোলাপজল, অঙ্গ করে স্নানতল,
 চিরকাল গেল এইরূপে । মাঝে মাঝে হয় কোলাহল ।
 বিশেষে কেবল ক্রেশ, নাহিক সুখের লেশ, হরি যায় হরিষায়, পথিকে পিচ্কারি দেয়,
 প্রাণ যায় প'ড়ে হুখ-কুপে ॥ আছানদাগরে ঢল ঢল ॥
 বার জন্ত রোজগার, কয়টা বা পরিবার, বসন্তের অধিকারে, থাকে লোকে যে প্রকারে,
 কেন মিছে এত কষ্ট পাব । তার কত কহিব বিশেষ ।
 কাজ নাই উৎপাত, দেশে গিয়া ভাল ভাত, বিশ্বমাঝে আছে কত, যার মন সেইমত,
 মনের আনন্দে ব'সে থাক ॥ সেই দিকে তাহার আবেশ ।
 প্রবাসী পুরুষ বত, কয় কত এই মত, জ্ঞানিগণ এ সময়, ভাবে সেই জ্ঞানময়,
 বত মন ছুখানলে দহে । একমাত্র বিশ্বের কারণ ॥
 বসন্তের আগমনে, সংযোগীর সঙ্গ মনে, কৃপাসিক্ত কৃপাশূষ্টি, করেন বসন্ত সৃষ্টি,
 অপার আনন্দধারা বহে ॥ কাল ঋতু বৎসর অমন ॥
 হুখেতে মন:সংযোগ, কুঞ্জে নানা উপভোগ, প্রতি পড়ে প্রতি ফুলে, প্রতি নদী প্রতি কুলে,
 বসন্তেতে বিবিধ প্রকার । প্রতি তট তড়াপ যতক ।

প্রত্যেক প্রত্যেক ঠাই, যে দিকে যখন চাই, এবার যত্নশি মরি, ব্যাধ হয়ে মরি
 আমি যাত্র দেখি সেই এক ॥ বিনাশিব কোকিলের প্রাণ ॥
 প্রবল বিপক্ষের, শীত ঋতু মহাশয়, শরীর শীতল কর, লোকে কহে মিথল
 পরাজয় হইলেন রণে ॥ বোরতর দাবানল প্রায় ॥
 মহানন্দ অহরহ, বসন্ত সামন্ত সহ, সেই তাপে পুড়ে আঁধি, চন্দন যত্নশি মরি
 বসিল গগন-সিংহাসনে ॥ হলহল বেন লাগে গায় ॥
 কুন্তলের মধু গন্ধ, প্রবাহিত মন্দ মন্দ, কেহ কহে শুন কহে, শরীর মদুখে মই
 অলিবন্দ সদানন্দনয় ॥ কর দেখি দর্পণ অর্পণ ॥
 আনন্দে হইয়া অন্ধ, পান করে মকরন্দ, এখনি মুকুর-ফাঁদে, ফেলিয়া গগনটোয়ে
 অশ্রুমাত্র নিরানন্দ নয় ॥ প্রহারেতে বধিব জীবন ॥
 ভ্রমরের গুণ গুণ, কে বুঝে তাহার গুণ, কেহ কহে সহচরি, রাহুর ভজনা করি
 মধু খায় রসিয়া রসিয়া ॥ তাহাতে পূরিবে অভিলাব ॥
 দেখিয়া রাজার জাঁক, সুখেতে বাজার শাঁক, ভয়ানক কাল রাহ, পরাশরিয়া ছই বাহ
 পক্ষ্মিত কাননে বসিয়া ॥ চাঁদেরে করিবে সর্বগ্রাস ॥
 বুটিল শীতের শঙ্কা, বাতায় বিজয় ডঙ্কা, কেমন কালের গুণ, বিরহীতে করে বুন
 কোকিলের আশ্রয়ন বাড়ি ॥ নিদারুণ দক্ষিণ-পবন ॥
 মোহিত করিল সব, কুহ কুহ কুহরবে, হায় হায় কব কার, পিঞ্জরের পক্ষী প্রায়
 গন্ধবরে সিংহনাদ ছাড়ে ॥ সদা করে উড় উড় মন ॥
 জন্ম হয় যার ঘরে, তার রব নাহি করে, দক্ষিণদিকে পতি, ছিল আগে দিনপতি
 ডেকে করে কান কালাপালা ॥ সংপ্রতি সে প্রীতি নাই আর ॥
 ওই গো কোকিলকুল, বিরহি-হৃদয়-শূল, বসন্তে দিবস-কায়, হইয়া উত্তর-কায়
 প্রাণসখি পালা পালা পালা ॥ নিজ কর করিল প্রচার ॥
 রব ক্ষুণ্ণি হ'লে স্পষ্ট, যত্নশি করিত নষ্ট, হৃন্দরী দক্ষিণ দারা, দেখিয়া পতির দারা
 তবে কি গো দগ্ধ হয় বালা ॥ নিখাস করিছে নিঃস্বা ॥
 দিক দিক দিক কাকে, অধিক কহিব কাকে, স্থলবৃদ্ধি সবাকার, না জানে কারণ তার
 কাকের পাকেতে এই জালা ॥ ভ্রমে কহে দক্ষিণ-পবন ॥
 মাগে পিতা মাতা ছাড়ে, পরের পালনে বাড়ি, কে বলে দক্ষিণ নাম, কলন্তঃ বিষম বায়
 পরের বাসায় করে বাস ॥ নাশ করে বিরহীর আস্থ ॥
 পরপুষ্ট নাম ধরে, পরে হুহ কুহ করে, কে বলে জগৎপ্রাণ, জগতের হয়ে প্রাণ
 পরের সে করে সর্বনাশ ॥ বিষমাখা বসন্তের বায়ু ॥
 কোকিলের কালামুখ, ডেকে পায় কিবা সুখ, ভূজঙ্গ মলয়া পরে, পবনে দংশন করে
 দিবানিশি করে কটু রব ॥ সেই তাপে জয় জয় প্রাণ ॥
 বুক কাটে মরি রাখে, আমাদের ভাগ্যদোষে, জীবনরক্ষার আশে, উত্তর-পূর্বেতে আসে
 মরিয়াছে বুঝি ব্যাধ সব ॥ গায়ে লাগে গরল সমান ॥
 বনে বনে ছাড়ে হাঁক, ধীরে ধীরে তীরে তাক, সর্পাঘাতে জ্বালাতন, জ্ঞান হেতু সন্নীরণ
 লাক লাক পাখী মারে বার ॥ ফুলবাসে বাসে লয় বাস ॥
 ধনকে জুড়িয়া পর, বধিবারে শিকবর, বিষজরে ব্যস্ত ভ্রম, বায়ু হার, বায়ুপ্রভু
 বৈষ্ণব হইল বুঝি ভারা ॥ সমস্ত বিরহী করে নাশ ॥
 রাম রাম উহ উহ, হুহুহু হুহু হুহু, কণী ভরে টল টল, ছাড়িয়া নিবাসস্থল
 কালামুখে করে কত গান ॥ এল তাই আমাদের দেশে ॥

হায় এ কি পাপ, ভঞ্জন করিয়া সাপ, নিবাসে রহিল দারা, সান্নিহি হই সারা,
 বমন করিল কেন শেষে ॥ মারা পড়ে মদনের শরে ॥
 হই সেই বল আর, এত গুণ মলয়ার, প্রিয়জন প্রিয়া সঙ্গে, বদন্তে পরম রকে,
 অবলার করে মর্ষভেদ ॥ ফাঁকে ফাঁকে কাকুখেলা করে ॥
 মন নন্দন যার, তার এই ব্যবহার, আবিরে আবৃত তনু, ভ্রমে মদনের মন,
 আহা মরি কারে কব খেদ ॥ উভয়ে উভয় মন করে ॥
 মিছামিছি করি যোষ, আর কার দিব দোষ, ধস্তা ধস্ত সেই জন, সদাই সরস মন,
 বানরের দোষ এই বটে- ॥ বুঝতী রমণী যার কোলে ॥
 মূঢ়বন্ধন ছলে, মলয়া ভাসালে জলে, মদন বাজায় তোল, প্রতিদিন খায় দৌল,
 তবে কি প্রেমাৎ এত ঘটে ॥ কত স্থখ পুড়িমার দৌলে ॥
 ঘটে বৃদ্ধি ঈষ্টরজ্ঞা, আহা আর কেবল রজ্ঞা, কামিনী কোমল কোল, সুখের সখের দৌল,
 লাভ লম্বা আর কিছু নাই ॥ প্রেমরজ্জু বদ্ধ আছে যায় ॥
 গড়িয়া বিষম পাপে, বিয়োগীর অভিলাষে, নাগরের মনভোলা, হৃদয় নাগরদৌল,
 মুখপোড়া হ'ল সব তাই ॥ দৌলে দৌলে নাগরদৌল ॥
 গুন গুন প্রাণমই, আর এক কথা কই, লাজতর পরিহারি, খেলায় প্রেমের হরি,
 প্রাণপতি প্রবাসেতে যথা ॥ হরি হরি কি কহিব আর ॥
 বদন্ত না পায় ঠাই, মলয়ার গতি নাই, অধরে অমৃত-বারি, মনোহর পিচকারি,
 কোকিল ডাকে না বুঝি তথা ॥ পরোপরে কুহু প্রহার ॥
 প্রভু কুহুমদলে, ভুজ সব দলে দলে, সৈন্ত সহ পলাইল মহারাজ শীত ॥
 করে নাক গুল গুল রব ॥ বলাবস্ত বদন্ত হইল উপনীত ॥
 করি এই অনুমান, শিব-তীর্থ সেই স্থান, সিংহাসন আকাশ প্রকাশ নহে রূপ ॥
 মনোভব ভয়ে পরাভব ॥ নবপত্র রাজহুত্র শোভা অপকূপ ॥
 নহুবা বদন্তে তার, এ প্রকার ব্যবহার, গুল গুল যবে আলি রাজগুণ গায়
 প্রাণলগ্নি বল কেন হবে ॥ মলয়-পবন চাক চামর ঢুলায় ॥
 মলয়ার সমীরণে, আমায় পড়িত মনে, রতিপতি সেনাপতি পিয় অভিলাষ ॥
 অবশ্ত আসিত দেশে তবে ॥ বিক্রমে করিল আসি সমুদয় জয় ॥
 দাক্ষিণ নিদর কাল, মেয়েমুখো মহাপাল, বিকসিত ফুলধর ধরি হুট করে ॥
 প্রতিকূল দক্ষিণপবন ॥ আনবার মুখে মার মার মার করে ॥
 স্বামীর বিচ্ছেদ-বিষে, জলন্ত দোপের শিশ, ব্যাকুল বিরহিকুল সদা মনে ভাবে ॥
 থিক থিক পুড়ে উঠে মন ॥ দিন দিন তনু তনু অতনু-প্রভাবে ॥
 রজনী কালের দারা, কামিনীয়ে করে সারা, সমীরণ সহ ছোটো ফুলের সৌরভ ॥
 বিরহ-বিলাপ তার বাড়ে ॥ নাহি রহে কামিনীর ফুলের গৌরব ॥
 হুখে হয় দেহ ভঙ্গ, না পাই সখার সঙ্গ, জরজর কলেবর বিচ্ছেদের বিষে ॥
 অনঙ্গ না অঙ্গ-সঙ্গ ছাড়ে ॥ প্রবাসে রহিল কান্ত লাভ হবে কিলে ॥
 ভজিয়া পরের কান্ত, যদি স্বাস্ত করি শাস্ত, ফুলশরে করে স্রব জরজর দেহ ॥
 সখি তাহে যায় পরকাল ॥ পাইলে লোহার বাণশ্চাতি না কেহ
 তখাচ না করি ভয়, এই বড় শঙ্কা হয়, বিদাতার সুবিচার বলি সেই তাতে ॥
 চৌদিকে নবদী বেড়াইল ॥ যেমন কঠিন বাণ মদনের হাতে ॥
 বিদেশী পুরুষ যারা, বিরহে ব্যাকুল তারা, অশোক শোকের হেতু সে যে নহে ফুল ॥
 ভাড়াকারা ধারা চক্ষে ধরে ॥ বিরহী বধিতে কাম ঘরিতাছে শূল ॥

মনের খরতর নখর কিংগুক ।
 বিদারণ করে তাহে বিরহীর বুক ॥
 তরুণতা পুষ্পিতা হেরিয়া লয় মন ।
 বিরহী ধরিতে ফাঁদ পেতেছে মদন ॥
 হেরিয়া মাধবীলতা হতেছি কাতর ।
 কে করে লবঙ্গলতা চক্ষুর গোচর ॥
 কে বলে ধার্মিক বক এ বড় কঠিন ।
 পদে পদে ধরিছে বিরোগী মনোমৌন ॥
 মদন বিস্তার করি বিকট বদন ।
 কণ্টকী কেতকী ছলে প্রকাশে রদন ॥
 বিরোগি-বিরোগ তার না হইল হাতে ।
 মাস রক্ত শুবে খায় কামড়িয়া দাঁতে ॥
 উপবনে বসন্তের মহা মহোৎসব ।
 সভার স্বভাব দেখি হয় অশ্রুভব ॥
 মুকুল বিশিখতার লয়ে সহকার ।
 রতিপতি ভূপতির করে সহকার ॥
 বকুলে কুলের নারী করিছে ব্যাকুল ।
 প্রিয় অশ্রুকুল নহে বিধি অতিকুল ॥
 চম্পক স্নগছে করে স্নগন্ধি নগর ।
 জলন্ত অনল জানে না যায় ভ্রমর ॥
 ভিক্ষুক দক্ষিণ বায়ু উপনীত ষারে ।
 নিজগন্ধ দান করি তুষ্ট করে তারে ॥
 তাহাতে প্রকৃত হয়ে নিজে সমীরণ ।
 আশ্বগুণ অস্তরের করিছে বিতরণ ॥
 বায়ুগুণ্ত বাসনীন কত বাস ধরে ।
 বায়ুর ঘটনাযোগে বাণে বাস করে ॥
 সহজেই দ্রব্যা নাই ইথে কেবা বাঁচে ।
 মনের খাড়ে এসে বাই চাপিয়াছে ॥
 হরকোপে পুড়েছিল মনে ভর আছে ।
 তদবধি নাহি যায় পুরুষের কাছে ॥
 পূর্বের স্বভাব-দোষ না যায় কখন ।
 বিরহিলী কামিনীয়ে করে আলাতন ॥
 শত শত শতদল দলিলে প্রকাশ ।
 সজ্জমে ভ্রমর ভ্রমে ভ্রম হলো নাশ ॥
 কুঞ্জে কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে ভুঞ্জে ফুলগদ ।
 সদা সুখে বুখে গুঞ্জে বসন্তের যশ ॥
 লুণ খায় শুণ গায় করে শুণ শুণ ।
 শুণ শুণ শুণ নয় বিরহীর খুন ॥
 বিবাদ বিবাদ মনে নিজে হয় হত ।

শাখা-করে লতার শব্দকণ্ঠন ধরে ।
 সখ্যভাবে বুক তারে আলিঙ্গন করে ॥
 বিহঙ্গ অনঙ্গ-সুখে পূর্ণ করে আশা ।
 ভালবাসা ভালবাসে বাঁধে ভালবাসা ॥
 কেমন কালের গুণ কি কহিব আর ।
 জলে স্থলে আকাশেতে কামের সকার ॥
 বৃহ বৃহ দক্ষিণের সমীরণ পেয়ে ।
 সুবতীর বাড়ে সুখ সুবকের চেয়ে ॥
 বৃকের বসন খুলে বাড়িল উল্লাস ।
 সকল শরীরে মাখে মলয়া-বাতাস ॥
 সজ্জাগেতে বুদ্ধি করে সংযোগীর আয়ু ।
 ধন্ত ধন্ত ধন্ত তোরে মলয়ার বায়ু ॥
 প্রিয়প্রিয় প্রিয়জন প্রিয়ভাবে টানে ।
 প্রক্লান্ত পুষ্প মন আনন্দকাননে ॥
 এ প্রকার সুখী হবে প্রেমানন্দতরে ।
 কেবল বিরোগী দুখে দূর ছাই করে ॥
 হুর হুর হুর হুর বাতাসের ধ্বনি ।
 ভুর ভুর ফুলগন্ধে মুছে যায় ধনী ॥
 অনঙ্গ আপন রক্ত পঙ্কবাণ ধরে ।
 বিরহি-হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে ॥
 কেহ কেহ পোড়া কাম কেমন নিদয় ।
 করিতে বিরোগী বধ লজ্জা নাহি হয় ॥
 আর জন কেহ সহ চক্ষু নাই যায় ।
 কেমন হইবে তার লজ্জার সকার ॥
 পতিব্রতা সভার একুপ ব্যবহার ।
 মলিলে প্রাণের পতি সঙ্গে যায় তার ॥
 হরকোপানলে পুড়ে মরে মৌনকণ্ঠ ।
 রতি নাহি সঙ্গে যায় স্তন তার হেতু ॥
 কাদের নিবাসস্থল কামিনীর মন ।
 মনোভাব নাম তাই পাইল মদন ॥
 আপনার জন্মস্থান নষ্ট করে যেই ।
 পৃথিবীতে বোর পাণ্ডী ছরচোর সেই ॥
 সত্যের জীবনহন্য ধর্মহীন পতি ।
 পাপভয়ে সহগম্বী হলো নাক রতি ॥
 সত্য রতি পতি বলে স্তম্ভা করে বারে ।
 দূর দূর মুখে ছাট বিক্ বিক্ তারে ॥
 যদি বল মরেছিল পাপ দুষ্টমতি ।
 পুনর্জায় কেন তারে বাঁচাইল রতি ॥
 কেবল সত্যগুণ আনাবার তরে ।

অপরূপ ভবতাব, প্রকাশিত ভবতাব, অলিঙ্গ দলে দলে, বসে ফুললে দলে,
 গভীরাক বসন্ত উষ্ময়। গুণ গুণ গুণের গরিমা।
 জ্ঞান পেয়ে হিম-করে পেলেন তোমার করে, কাননে কোকিল হবে, কুহ কুহ কুহ হবে,
 সুধমর সুরভি সময়। প্রকাশিছে তোমার মহিমা।
 জীবের ঘৃণিল ভয়, শিবের উদয় হয়, কলবোষ কলরব, প্রবণে মোহিত সব,
 প্রকাশিত প্রকৃতির মুখ। প্রবণে প্রবেশ ক'রে স্থা।
 এ সময় সমুদয়, অতিশয় বসময়, প্রাণিচয় স্থির হয়, অতিশয় মধুময়,
 সমুদয় সমুদয় সুখ। দূর হয় সমুদয় ক্ষুণা।
 ধরিয়া তুষার তুষা, স্তম্ভিত হ'ল উবা, আর আর শিল যত, নিজ নিজ ঘরে কত,
 মুকুতার হার তার গলে। ধরিতেছে স্থলিত তান।
 পবিয়া মোহিত চেলি, কেলি সহ করে কেলি, কতু জলে কতু স্থলে, কতু বা গগনে চলে,
 অনলে রজত যেন গলে। চরাচরে সুখে করে গান।
 ছিল বীন আগে দিন, এখন সে নহে বীন, সহচর সহ চরে, জলে চরে চরে চরে,
 দিন দিন বাড়ি দিনমান। ভাবতরে মুগ্ধ করে প্রাণ।
 পাঠিয়া কুণ্ডের জল, ক্রমেতে বাড়িছে বল, থাকে থাকে থাকে থাকে, সরল-বদনে ডাকে,
 নিশা কুণা হয়ে অপমান। জয় জয় ককণা-নিধান।
 দিনকর নহে বীন, পাইয়া সুখের দিন, পতঙ্গের পাল যত, রসপানে হয়ে রত,
 কমল কমল-মারে ভাসে। থেকে থেকে কারিতেছে রব।
 ক্লম হয়ে মধুভরে, মনোহর মধুকরে, হাব-ভাব দেখে সব, করি এই অমৃতভব,
 মোহিত করেছে নিজবাণে। রব ছলে করে তব জব।
 কতাব স্বভাব সব, অভিনব অমৃতভব, আয়ুহর ছিল বায়ু, এখন বাড়ায় বায়ু,
 কত কব স্বভাবের শোভা। দক্ষিণ দক্ষিণ-সমীর্ণ।
 মরি মরি আঁধা বরি, কিবা বিলোকন করি, জগতের প্রাণ হয়ে, সরল স্বভাব লয়ে,
 মোহকরী মুষ্টি মনোলোভা। জুড়াতেছে জগতের মন।
 শ্রামল তুণের পরে, নীহার বিহার করে, জলের ভেঙ্গেছে দাঁত, এখন কাটে না হাত,
 নাটিনে চুমকি ঘেন সাজে। আর তার মুখে নাই দাঁত।
 ঈষৎ অরুণ-কর, বিরাজে তাহার পর, দান করি পান করি, অনাগে উগরে তরি,
 গীষা যেন সোনালী কাজে। জীবন জীবন সবাকার।
 দশদিক্ মুক্তকরে, মিহির মোহন করে, মুকুলিত দেখে তরু, সবে পরে বজ্র সফ,
 ঘৃণিল মহীর অঙ্ককার। ছাড়িল মেহের গুরু বাস।
 চিত্র নিজ ভঙ্কিঠান, চিত্র করি চিত্র-খাম, ভোগীর বিগুণ ভোগ, ভোগীর বাড়িল বাগ,
 মিত্র হন মিত্র সবাকার। রোগীর হইল রোগ নাশ।
 পিকবর মধুকর, সমীর্ণ শশধর, যেখানে সেখানে ঘাই, যে দিকে সে দিকে চাই,
 আর যত বন উপবন। তোমার মহিমা প্রকটন।
 স্বভাব স্বভাব ধরে, পুঙ্কে প্রকাশ করে, জয় জয়গদীশ ব'লে, কেহ জলে কেহ স্থলে,
 বসন্তের শুভ আগমন। সাধু সব করিছে ভ্রমণ।
 বনে বনে বনে বনে, অচল সচলপণে, তরু লতা সমুদয়, পুরাতন পঙ্কজ,
 চরাচরে করে কলরব। ভব পদে দিগে উপহার।
 লামপা আগমনে, কামনা করিয়া মনে, তাহাতে বটল হিত, হ'ল সবে সুশোভিত,
 কলিতেছে মহা মহোৎসব। নব পত্র পেয়ে পুরস্কার।

কিবা কিসলয়-বটা,	মরি কি হৃদয় ছটা,	কাননের যত উক,	কটেয়াছে করত
অপরূপ অতি অপরূপ ।		খুলিয়াছে মধুর ভাণ্ডার ।	
নূতন যসন পরি,	নব কলেবর ধরি,	কোট পক্ষী মধুরত,	পেয়ে এই নদার
প্রকাশ করিছে নব রূপ ॥		অথৈ লব করিছে আহ্বার ॥	
মধুর রসাল আশ্র,	পাতার বরণ তাম্র,	বত পার তত ধার,	হাসে খেলে নাচে গা
তাঁহে চাক মুকুলের ছটা ।		কিছু নাই উদরের দার ।	
আর মন দেখে যা রে,	এ শোভা কহিব কারে,	সকলি রয়েছে কাছে,	কিদের অভাব আ
ভৈরবীর শিরে যেন জটা ॥		স্বভাবের অতিখিশাণার ॥	
সে কুহুনে হিমরস,	পড়িতেছে টস্ টস্-	পতক বিহঙ্গপন,	তন মন নিবের
হির হয়ে দেখে দেখি চেয়ে ।		যাতনা সহে না প্রাণে আর ।	
অহুমান করি কেন,	বিন্দু বিন্দু হুয়া কেন,	মানবের মেহ নিদ্রা,	তোদের শরীর হি
পড়ে যোগিনীর গাল বেয়ে ॥		কর রে আমার উপকার ॥	
চাক ভাব আবির্ভাব,	অসম্ভব এই ভাব,	সাধু রে তোরাই সাধু,	সাধু সাধু সাধু সাধ
ভব-ভাব কে বৃত্তিতে পারে ।		বিষয়ে না হও মালাপালা ।	
ভাবময় তুমি ভাবী,	ভাবেতে তোমার ভাবি,	যথা কচি তথা যাও,	যথা কচি খাও নাও
এ ভাব বলিব আর কারে ॥		ভূগিতে না হয় কোন আলা ॥	
স্বরতি (১) বরণ তুল,	স্বরতি স্বরতি কুল,	কুল মান জাতি ধর্ম,	নাহি জান কোন কর্ম,
পেয়ে আছ স্বরতি স্বরতি ।		নাহি থাক দলাদলি ঘোটে ।	
বিস্তারিয়া দলবাস,	পবনেয়ে দিয়ে বাস,	পরকাল নাহি মানো,	রাজপীড়া নাহি জানে,
আমোদিত করিছে স্বরতি ॥		কেবল আহ্বার কর ঠোটে ॥	
বিচিন্ন বভাব ধরি,	কলিল (২) প্রবেশ করি,	নাহি জান জুয়াখেলা,	নাহি জান গুরু চেলা,
অনিল হনিল (৩) বাস নিরা ।		নাহি জান মদ্র পূজা পূব	
সলিল-সমনে ধার,	মত্ত করে ব্রমরার,	নাহি জান ভোষামোদ,	ভোষারি অহরোধ,
লোতে অলি অচ্ছ হয় গিয়া ॥		কেবল শিখেছ নিজ রব ॥	
বনে বনে উপবনে,	কত ভাব উঠে মনে,	অভিমান কিছু নাই,	এক ভাব সব ঠাই,
হেরিয়া প্রকুল কুল যত ।		এক ভাবে থাক চিরদিন ।	
কাকন (৪) লাক্ষনকর,	কাকন (৫) কুহুমবর,	সদাই আনন্দময়,	সুখময় সদাশর,
পলাশে বিলাস কব কত ॥		নাহি মানো মৌলিক কুলান ॥	
অশোক অশোক করে,	কিংবদ কি সুখ ধরে,	নাহি বেগ রাজকর,	রাজারে না কর ডর,
তাপ হরে বৃথি আর জাতি ।		ঠেক নাক লেজলসি ধার ।	
মধু-কুল-মধুকর	মধু কিবা মনোহর,	যেওনি হাটের কড়ি,	খাওনি গুরুর ছড়ি,
প্রকাশিছে মনোহর ভাতি ॥		নাহি জান ব্যার আর আর ॥	
		নাহি চড় গাড়ী ঘোড়া,	নাহি পর জামাজোড়া-
		নাহি পর বস্ত্র অলঙ্কার ।	
		আপনি না বাবু হও,	কাহায়ে না বাবু কণ,
		নাহি বণ বে আজার ভার ॥	
		পরকুচ্ছা নাহি কর,	পরীবাদ নাহি ধর,
		নাহি কর লোকাচার তর ।	
		সাধুর খাতক নও,	আপনিই সাধু হও-

(১) বসন্ত ।

(২) কানন ।

(৩) কেতকী ।

(৪) বর্গ ।

এই মনেতে ধূলী, নাহি হৌও কৌশাকুশি, তুমি নাথ ইচ্ছাময়, কর বাহা ইচ্ছা হয়,
 কৃণ হাতে শ্রান্ত নাহি কর। ইচ্ছায় চালিছ এ সংসার।
 হি লও কোন হুখ, কেবল করিছ সুখ, যে কলে চালাও চলি, যে বলে বলাও বলি,
 বাপ ম'লে কাটা নাহি পর ॥ সজ্জাবনা কি আছে আমার ॥
 ভাবে শোভিত সবে, স্বভাবেই হুখে রবে, হোক তা হোক নাথ, আজ কিবা সুপ্রভাত,
 অভাব না হবে কোন দিন। প্রশিখাত চরণে তোমার।
 মার এ কলেবর, অভাব পূরিত ঘর, সখ্য মখুর ভাব, তুমি তার আবির্ভাব,
 আমি নয় চিরদিন দীন ॥ সকলতে করিছ বিহার ॥
 দেহ নে রে নে রে, তোর দেহ যে রে যে রে, কান্তপ্রিয় এই কান্ত, অতি শান্ত ঋতু কান্ত,
 নে রে নে রে ঘর ঘর ছাপা। মরি কিবা কান্ত মনোহর।
 নয় বচন ধর, দায় হ'তে মুক্ত কর, বার বলে বলাক্রান্ত, নাশিরা নিশির ধ্রু কান্ত,
 ক্ষীণ দেখে হৃদয়ে রে খাপা ॥ নিশাকান্ত কান্ত করে কর ॥
 রে মানুষের দেহ, মানুষে করিয়া নেহ, বিগত বিশেষ দায়, প্রভাকর প্রভা পায়,
 মিছা কাল কবিরাম বই। ক্রমে তার বাড়িছে প্রভাব।
 রূপে মানুষ কই, এমন মানুষ কই, প্রভাকর কর কবে, প্রভাকর কর কবে,
 আমি ত মানুষ নিজে নষ্ট ॥ প্রভাকর করের কি ভাব ॥
 পাণা বিড়ু বিশ্বকর, আমার করিয়া নয়, ডাকে প্রভাকরকর, গুহে প্রভাকরকর,
 বেদনা দিতেছ কেন আর। মনোময় হও দয়াময়।
 দেখি উপদেশ, কেন দিলে রাগ ঘেব, কেহ নাহি জানে গুপ্ত, বলে হে ঈশ্বর গুপ্ত,
 কেন দিলে দম্বত অহংকার ॥ তুমি ব্যক্ত চরাচরময় ॥

বিনিময়

ছুটা

ভবিষ্য ছুটির কথা কুঠীয়ায় যত ।
 গালে হাত চিবপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥
 বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেয়ে যারা ।
 মনু ক্ষেতে লাগা হয় তারা যায় তারা ॥
 ধরিয়াছে ছুটকটি যায় মাঝ কুঠী ।
 বারো মাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটি ॥
 বাটা আশা আশা মনে কত দিন আগে ।
 পুরাবে মনের সাধ কত অমুহুরাগে ॥
 কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব ।
 আট দিন ছুটি শুনে কাঠ হগো সব ॥
 পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে ।
 আর কারো বাড়ী নাই কমী একেবারে ॥
 চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে ।
 যেতে যেতে আশা যায় আশা যায় কিসে ॥
 ঘাব বটে রব নাকো পুরিবে না আশা ।
 শ্রীপদে প্রণামী দিয়া স্বপ্নমুখে আশা ॥
 কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি ।
 যেতে যেতে পথে পথে ছুটে বাবে ছুটি ॥
 নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ ।
 হরিশঙ্কর রাজার যেমন স্বর্গভোগ ॥
 দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি ।
 কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি ॥
 একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া ।
 থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস কেলিয়া ॥
 কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাশ ॥
 নরকনাশ হোক ব'লে কেহ দেয় শাপ ॥
 কলমের সহ নাহি যোগ করে কালি ।
 ভেবে ভেবে কালি হয় বলে কোথা কালী ॥
 হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার ।
 ও মা ভরণে ঘোর ভরণে ফেলিলে এবার ॥
 তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ ।
 বিফল হলো মন মনোহর প্রমাদ ॥

তবে বল দশমরি বেঁচে কিবা যুব ॥
 দেখিতে পাব না আর স্ত্রী পুত্রের মুখ ॥
 বসিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ ।
 কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন ॥
 বিলাতী বণিক যত এতে নয় মেল ।
 মেল মেল বলে সব করেছে ॥ মেল ॥
 সে মেলে সে মেলে কি না আপি যে কিমেল ।
 মেল হয়ে এবার কি পাব না কিমেল ॥
 কিমেল রাজ্যের কর্ত্তী এই দেশ তাঁর ।
 অতএব মেলের কি ধারি বল ধার ॥
 কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাকে ।
 পড়েছে রাজ্যের ভার শিশীর ঠাতে ॥
 সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নয় ।
 কোন দিকে ছোট মন ছোট গব ॥
 ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয় ॥
 একজন বনবিবি আর জন বুঢ় ॥
 কেহ কর শুন তাই আমার বচন ।
 বড় বড় যেতকালি আছে বত জন ॥
 তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন ।
 তবেই হইবে গ্রাহ এই আবেদন ॥
 চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত ।
 দেবী যদি দিন দেন হয়ে বাবে জিত ॥
 আর জন বলে তাই এক্ষণে কি পারিবি ॥
 যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হারিবি ॥
 আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারিবি ।
 চাকরীর দফাটি কি একেবারে সারিবি ॥
 কাঁচা-থেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে পারিবি ।
 হারিবি রে হারিবি রে হারিবি রে হারিবি ॥
 কেহ বলে হারিবি কি হারিবি ধরিলে ।
 ডরিলে ডরিলে আমি ডরিলে ডরিলে ॥
 ডালহোসী তারে বলে ডালে হোসি যার ।
 কত দিকে কত আছে ডালপালা তার ॥
 এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে ।

অশ্রু বৃষ্টিয়া যদি মূল বার ধরা ।
ধরা বাত বাজীয়াৎ ধরা আছে ধরা ।
কথোপকথন কত এতদ্ভিন্ন প্রকার ।
চেনকালে পাইল সঠিক সমাচার ।
ক্রীগোপাল পক্ষ হরে পক্ষ পক্ষ করি ।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি ।
এক পক্ষ ছুটি পেয়ে দুয়ে গেল বাঁধা ।
ভুল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাধা ।
আশার অতীত লাভ এমন কি হয় ।
হয় নাই হইবে না হইবার নয় ।
আশীর্বাদ কোরে সব সুকসুখে কর ।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয় ।

পিতা মাতা বন্ধু ভাই,
যখন বাহায়ে পাই তখন প্রহায় ।
বে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অজ্ঞ বলে,
আগে যেন গালে গিয়া চড় মাঝি ভায় ।
কত কত রাজকুল, কাহারো রাধিনি মূল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল হয়েছি প্রচার ।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারাহত করে হাহাকার ।
বিধি হয় সুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার ।

অহঙ্কার

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ক্রোধ

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কে রে ছুরাচার ।

অতি কদাকার দেখি অতি কদাকার ।

কি সাহসে দাঁড়াইল সমুখে আমার ।

স্ব মন স্ব মন, ওরে ওরে ধন ধন,

কাট কাট কেটে ক্যাল মার মার মার ।

হাদে এসে বেসে বেসে বসেছে নিকটে এসে,

গদা তৈলে হেনে হেনে করে কি ব্যাভার ।

কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,

বুক চিতে কথা কর এত অহঙ্কার ।

অতি নীচ ছুরাশয়, আমার সমান হয়,

কত বড় লোক আমি করে না বিচার ।

সহিতে না পারি বাহা, সকলেই করে তাহা,

কোনমতে ছাড়িব না কিলে পাবে পার ।

এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে লাড়ী,

ঠিক যেন তোলো হাঁড়ী বুথ তার তার ।

দারা সহ যোগ করি, বস্ত্রশি স্বভাব ধরি,

এ জগতে বল ভবে রক্ষা থাকে কার ?

কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই কোটে,

বর্গ মর্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হকার ।

মজারী আমি কোথ, বোধের কি রাধি বোধ,

জনমের মত তারে করি যে সংহার ।

উপরোধ অহরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,

কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধার ।

রূপে শুণে মান, ধন পরিমাণে,

আমার সমান কেবা ।

দেখ শত শত, দাস দাসী কত,

সতত করিছে সেবা ।

দারা হুত ভাই, হুহিতা জামাই,

পরিবার দেখে যত ।

জাতিগণ যারা, অহুগত তারা,

কুলীন কুটুম্ব কত ॥

টাকা দিয়ে পালি, কত দিই পালি,

কখনো করে না রাগ ।

সুখের ধমকে, সকলে চমকে,

কৈচো হয়ে থাকে নাগ ॥

জনক আমার, গুণের আধার,

ভূষিত ভুবনধাম ।

কেমন স্বকৃতি, আমি হয়ে কৃতি,

চেকেছি তাঁহার নাম ॥

কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাশে,

বড় হই অহরোগে ।

কুটুম্ব-তোলনে, বসিলে হুকনে,

ভাত পাই আমি আগে ॥

গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,

হাঁড়ী নাই ছুঁতে পারি ।

দারা তার চেয়ে, কুলীনের চেয়ে,

ভাত বেড়ে দেবে তারে ॥

কত বলে বলী,	কত বলে ছলি,	অদ্বা অদ্বা,	কিছু নাহি
কত কলে আনি চাকি।	কথার কথার,	থেকে এই পুরে,	নকলি করিতে পারি।
যথায় তথায়,	কত জনে দিই কাকি ॥	কোয়েল-সাগর-বারি ॥	খাই মাংস
দেখ এ নগরে,	প্রতি ঘরে ঘরে,	বেশতায় স্থল,	দিই রসিক
আমার কেবা না জানে।	জয় সব ঠাই,	দেখ দিয়ে কর,	খরা জ্ঞান করি শ্রী।
আমা সম নাই,	আমারে কেবা না মানে ॥	চারি পোয়া গুণে ভরা ॥	আমার উ
সকলেই বশ,	ভব-ভরা বশ,	গুণ আছে বাই,	প্রকাশিত
দশ দিকে আছে গাঁথা।	উজীর নাজীস,	সকলেই কর,	সব দিকে
হকুমে হাজির,	বাদশার কাটি মাথা ॥	সদা জয় জয় ধ্বনি ॥	এই দেখ কা
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত,	কুল পরোহিত,	এই দেখ নাম,	এই দেখ বালাখানা।
আর যত বিজ আছে।	দূরে হয় খাড়া,	এই দেখ পাখা,	মুখলে ঢাক
পেলে পড়ে সাড়া,	ভয়েতে আসে না কাছে ॥	কারিগুরী তার নানা ॥	এই বাড়ারি
মুরালে নয়ন,	কাপে ত্রিভুবন,	এই দেখ বাড়ী,	এই দেখ গাড়ী বোড়া।
কেমন আমার ভাব।	ওই দেখ গুরু,	এই দেখ সাজ,	এই দেখ কায়
কত আমি গুরু,	দিতেছে গরুর জাব ॥	এই দেখ জামা জোড়া ॥	এই দেখ হাতী
আমার সমান,	পণ্ডিত প্রধান,	এই দেখ ছাতী,	এই দেখ সপ-মোড়া।
আর কি কখনো হবে ?	শুধু আমি শুচি,	এই দেখ জন,	এই দেখ কন
সকলে অশুচি,	একাকী রয়েছি ভবে ॥	সব আছে ঘর-মোড়া ॥	কেমন কুকুর
নিজ বলে বল,	নিজ বলে দল,	কেমন পুকুর,	কেমন হাতের কোড়া।
আপনা আপনি জানি।	নহে সুখাকর,	কেমন এ ঘড়ী,	কেমন এ ছড়ি,
কোথা বা ঈশ্বর,	তারে আমি নাহি মানি ॥	কেমন কুলের তোড়া ॥	চিরকণ বসন,
স্বথের সম্ব,	স্বথের উদয়,	দেখ না কেমন,	পেয়েছি আমিই হবে।
আমা হ'তে হয় সব।	সব দিকে দড়,	মনের মতন,	এমন রতন,
নিজ আমি বড়,	কিসে হব পরাভব ॥	আর কি কাহারো হবে ?	আমার এ কাড়ে,
নে যদি করি,	পূর্ণ-বিশ্বাধরী,	আখি যদি পাড়ে,	দোষ দিতে পারে কেটা।
এইখানে আনি বোনে।	গগনে আছাড়ি,	কবি কহে তালা,	ঝাড়ে নাই আলো,
ভগ্নি পাছাড়ি,	রবি শশী পড়ে খোলে ॥	ঝাড়ের কলস সেটা ॥	কেউ ছু'লেন, কে
কাথা জরাজ,	কোথা তার বাজ,	আমার ছু'লেন, কেউ ছু'লেন,	সব ছু'লেন, কে
গোপে যদি দিই চাড়া।	করি বোড়কর,	বত সব ছাচার,	করিতেছে অনাচার,
হিত অমর,	এখনি কহে খাড়া ॥		

— প্রেত সমুদয়, মাছুষ কাঁহারে কয়, দেখ দেখ নিরে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
 কাজেতে মাছুষ নয় মিছে কলেবর ॥ এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি ।
 রে করি সযোধন, অপবিত্র সর্বজন, প্রাণে আর নয় না, প্রাণে আর নয় না,
 ঘোর পাণী অভ্যজন নরকের চর । নয় না রে প্রাণে আর, নয় না নয় না ॥
 । হৃদ গাভ্র বাসে, উকি উঠে বমি আসে, ঘোঁষা বেধে পেটে পেড়ে,
 বাতাসে ছুটেছে গন্ধ তর তর তর তর । চোপা করে নথ নেড়ে,
 পচা তর তর তর তর ॥ তৈকারে বাঁচে না আর, গারে দিগে গরনা,
 ধায় ছুঁ'সনে কেউ ছুঁ'সনে, কেউ ছুঁ'সনে রে, গারে দিগে গরনা ॥
 সর সর সর সর তোরা সর সর সর সর ॥ শুয়েছে ছাপর খাটে, রয়েছে রাগীর ঠাটে,
 দাছে হট যত, খট্ট মট্ট বকে কত, রাগেতে গুসুরে মরি পতর তো বয় না ।
 নাহি জানে ভট্টমত শাস্ত্র-সুধাকর । গতর তো বয় না ॥
 পতি-কৃত আরা, মধ্যম-আগম বাহা, দেওর বিবস ছাই, নন্দদীরে রক্ষা নাই,
 কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচর ॥ মকক তাদের ভাই তাতে কিছু বয় না ।
 (এ) শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কার, তাতে কিছু বয় না ॥
 সামুদ্রিক আর আর মত স্থিরতর ॥ বৃকে করি পতি নিচে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
 কির মত যত, কেহ নোস্ অবগত, যতিনী সতিনী মাগী রাড় কেন হয় না ।
 দূর দূর দূর পশু মন্ মন্ মন্ মন্ মন্ ॥ রাড় কেন হয় না ॥
 তোরা মন্ মন্ মন্ মন্ ॥ ভাই বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলা,
 যি ছ'সনে কেহ ছুঁ'সনে, কেউ ছুঁ'সনে রে, নেড়া হোক মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না ।
 সব্ সব্ সব্ সব্ তোরা সব্ সব্ সব্ সব্ ॥ কিছু যেন রয় না ॥

হিংসা

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খার পরে, উদয়ে ধরেচে যেটা, দক্ষাং ডাকিনী সেটা,
 হুখে আছে পরস্পরে আলো এরা মরেনি । দেখিলে শরীর জলে ঠিক যেন ময়না ॥
 শাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে, ঠিক যেন ময়না ॥
 এখনো এদের ঘরে বস এসে ধরেনি ॥
 এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাফী বোড়া, ———
 এ সব টাকার ভোড়া, চোরে কেন করেনি । লোভ
 আর ওরা ভাগ্যবান, বাড়িমাছে কত মান, (প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)
 গোশাভরা আছে ধান, লক্ষী আলো মরেনি ॥ বল বল কিসে হবে সুখা নিবারণ ।
 মর এটা যেন হাতী, দশ হাত বৃকে ছাতি, কঠোর জঠরজালা করে জালাজন ॥
 করিতেছে মাতামাতি অরে কেন অরেনি । নাথ কোরে দিই গাল, এত ঢাল এত ঢাল,
 ধাপে মানী কালানুখী, ঠিক যেন কচিখুকী, এক দিনে গেল কা'ল কি করি এখন ?
 পতিহুখে বড় হুখী টেটা কেন পরেনি ।
 মন্ মন্ ভই ছুড়ী, পরেছে সোনার চুড়ী,
 বেকে চলে ঘেরে ডুড়ি ফল ওরু বরেনি ॥

ভেল লুপ নাই ঘরে, হাড়ি ঠন্ ঠন্ করে, এই দেখি পেট জোলা, চেতুর উঠিছে জোলা,
 নতন করিতে হবে সব আরোজন ॥ হাতী ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ ॥
 সকলেরি সুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাণ টাকা, কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে ভয়ে,
 কার কাছে যেতে পারি গেতে পারি ধন ? দে রে দে রে খেতে দে রে বাঁচাও এখন ॥
 চুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেষে বরা পড়ি, কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন আন,
 দিয়ে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শাসন ॥ থান্ থান্ ক'রে খাই এ ভিন ভ্রমণ ॥
 যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা, প্রিয়তম তুকা সতী, আমি তার প্রাপণতি,
 আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন ॥ এই দেখ বুকে ভারে করেছি স্থাপন ॥
 চল দেখি হাটে বাই, চিড়ে মুড়ি যদি পাই, আমাদের হয়ে বশ, মনের বিঘন রস,
 ফাকা ফুকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন ॥ সুহৃৎে আনন্সকোট করেছে সঞ্জন ॥
 এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী বত, আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
 আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ ? বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ ॥
 পরলোদের বাড়ী গুই, ভাড় ভরা ছানা বই, দেখ হ'লে নিজাকুল, তবু নাই তার ভুল,
 চুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ ॥ বপনে আপন ভাব করেন জাপন ॥
 কলবান্ বত পাড়, ফলেছে বাহের বাছ, আমাদের যোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
 পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন ॥ মন বিনা এই বেগ কে করে ধারণ ॥
 গাছে উঠে কল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি, হেন সাধ্য কার আছে, ঠাঁড়ার মনের কাছে,
 যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন ॥ মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ ॥
 পুকুরের তরী যারা, এখানে ত নাই তারা, যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেছে,
 ছিপ কেসে বরি মাছ কে করে বারণ ॥ আকাশের কত তারা করে নিরূপণ ॥
 মধ্যে যদি ছিল হতো, না হয় মারিবে জুতো, যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে,
 খুলো ঝেড়ে চোলে যাব বুদিয়ে নয়ন ॥ প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন ॥
 ॥ হবার তাই হয়, মিছে কেন করি তর, কোনরূপে যদি কেউ, মিছর প্রথর ঢেটে,
 পেটে খেলে পিটে সর এই ত বচন ॥ রোধ করি একেবারে করে নিদারণ ॥
 রি করে নথ ঢেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী, প্রকৃতির এ সঙ্গারে, কোনরূপ অজ্ঞান্যে,
 না হয় আবার গিয়া খাটিব তখন ॥ যতপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন ॥
 বড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি, পূর্স্বমিকে প্রাতে রবি, প্রাতো প্রকাশে ছবি,
 কারাপারে সে আমার যন্তর-সমন ॥ সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন ॥
 হারে ওই ঝালা থানা, যদি তাই বার আনা, এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
 হুদিন ত হবে তার জুখেতে বাপন ॥ হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ ॥
 যাবারা কাপড় কাচে, ভাল ভাল খুতী আছে, মনেরে কে সেবে বোধ, লাঠি ধ'রে আছে জোঁধ,
 শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন ॥ করিবে আমার রোধ কে আছে এখন ॥
 বুজ সকল লাল, পালাবার বেড়ে লাল, পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
 আনিয়াছে পাল পাল খোটা মহাজন ॥ সুসুদর অঙ্গকার করি দরশন ॥
 সাগল পাঠান কত, কাবলেরে মেয়া যত, চুকিয়াছে ভয়কীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
 উটে উঠে আনিতেছে করিয়া দতন ॥ চুরকতে কত আর করিব শোষণ ?
 ৪ সব জ্বের বোগ, যদি নাহি হয় জোগ, উঠিয়াছে খাই খাই, না যেতে আশার বাঁধ,
 তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ ? বাঁধ বাঁধ রূমে লবে ছাড়িছে বচন ॥
 বপের নোকানে মোট, রূপা শোনা টাকা নোট, টাই টাই ডাঁই ডাঁই, যেন পূর্বজের চাঁই,
 বেঁধে মোট ছোট ছোট পালা গুরে মন ॥

এই দেখি এই এই, অশ্রুপরে নেই নেই,
এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরুপণ ॥

কবা আছে পচা সড়া, কেবা বাছে বাসী মড়া,
যত পারি তত করি উমরে ধারণ ॥

এই যে ঠাকুর-বরে, বায়নেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাত্ত নিয়া করে নিবেদন ॥

ও তো কত শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি করেছি তক্ষণ ॥

ওদের কুলের বধু, প্রফুল্ল কুলের মধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন ॥

কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার বানী,
যরে ব'সে মনে মনে করেছি রমণ ॥

ওরা পেয়ে খাটখানা, অথেষ্ট হয়ে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা করেছে শরন ॥

সকলের অগোচরে, সময়ের অবগরে,
কত দিন শুয়ে তার করেছি বাশন ॥

দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদ্বারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন ॥

মস্তাগে হইল লোভ, না ভুলিলে পায় কোভ,
সেধে কৈল পূজিছিল আমার চরণ ॥

আমি জাগি সর্ক-আগে, কাষ জোড় পরে জাগে,
না জাগালে কেবা জাগে সবানি মরণ ॥

মানবের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ ॥

বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না মিরে কিছু করে না গ্রহণ ॥

ধর্মের বেপ্ত হর, বারে লোকে বম কর,
সে ক্রমের উজ্জল আমার কারণ ॥

আমার সেবক বার, দাক্ষণ চতুর তার,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন ॥

দুঃখ দিয়ে জল ধার, শিব নাহি টের পায়,
জল খেয়ে হুখ করে উমরে শোষণ ॥

য়েখে বস্ত্র অবরব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিগিশির কের জেলে করিবে ভোজন ॥

গিতা মাতা দেব গুরু, সবান উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলারে করে বিতরণ ॥

চার্বাকের মত

শিষ্যের প্রতি চার্বাকের উক্তি ।

ধর্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ বোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু ॥

স্বৈচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু ॥

শরীরের মাঝে শূত্র, ইথে কেন হও মূঢ়,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু ॥

ভ্রমে কর কার দেবা, তোমার উপাস্ত কেবা,
শারবতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু ॥

ধর্মফল কিসে বল, কদম্ববীজে শর্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু ॥

তরু নিজে পাপ তরু, মূল মার নিজ বরু,
জন্ম হোম পূজা যত্ব নাই কিছু নাই কিছু ॥

মনে কেন রাখ খেদ, ভুলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু ॥

সমুদয় এই বিশ্ব, হৃদরূপে হয় দৃশ্য,
অপকরণ কতরূপ, বস্ত্র সমুদয় হে

বস্ত্র সমুদয় ॥
এই ভব যোগা ভব, ভোগে কেন পরাতব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে

স্বভাবেই হয় ॥
সকলি স্বভাব-অংশ স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিশ্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে

সমুদ্রেই লয় ॥
অনু মান তিপি বার, আসে যায় বার বার,
স্বভাবেই পরিবার স্বভাবে উদয় হে

স্বভাবে উদয় ॥
রবি আর শশধর, স্বভাবতঃ নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে

করে আলোময় ॥
বহি বায়ু ধরা জল, শূত্র বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব স্থখের আলয় হে

স্থখের আলয় ॥
নয়নের অগোচর, আছে এই সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে

বল কোথা রয় ॥

কি করিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
জাখির অদৃশ্য বাহা কিছু কিছু নয়
কিছু কিছু নয় ॥

কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের স্বর,
সেই কর্ম সরা কর যাছে সুখোদর হে
যাছে সুখোদর ॥

পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ বাপ,
আহার বিহার পাপ পাণী লোকে কর হে
পাণী লোকে কর ॥

যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোটা
সুখপথে মেরে খোঁটা, হুঃখবোঝা বয় হে
হুঃখবোঝা বয় ॥

ইঞ্জিরের রেখে ধর্ম, সাধন করিব কর্ম,
দূর্ন দূর্ন ধর্ম তাহে কিসে ভয় হে
তাহে কিসে ভয় ॥

শাস্ত্রকার ভায় বত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত প্রাণে নাহি লয় হে
প্রাণে নাহি লয় ॥

করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে
হুল্লাভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময় ॥

সদভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব রঙ্গে,
রসাতাস রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয় ॥

চুর নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু স্থখ হয়,
ইথে বারী পাপ কর তারা ছরাশয় হে
তারা ছরাশয় ॥

ভেদজ্ঞান মহাবোগ, কেবল পাণের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে বাহা লয় হে
মনে বাহা লয় ॥

বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কর ক্রমে সব কত পরাজয় হে
কর পরাজয় ॥

বাগ করে ব্রত করে ক্রিয়া করে বত ॥
মিছে ক্রমে মিছে প্রমে আনু করে গত ॥
কর্ত্তী ক্রিয়া জব্যের হইলে পরে নাশ ॥
বাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাণ ॥
হাবানলে নষ্ট হয় তরু বে সকল ॥

পোড়া গাছে কল যদি সম্ভাবনা হয় ॥
এবের কথাই তবে করিব প্রার্থন ॥
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস ॥
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস ?
মৃত নয় তৃপ্ত হয় তৃপ্তপের জলে ॥
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জলে ?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে ॥
একেবারে অগতেরে অন্ধ করিয়াছে ॥
যে বিজ্ঞান নাহি হয় অর্থ উপার্জন ॥
সে বিজ্ঞান নাহি হয় অর্থের সাধন ॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল ॥
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল ॥
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে ॥
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে ?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির কেনো এই ॥
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিজ্ঞান নয় সেই ॥
বকতেরা বাধিয়াছে বকনার গুণ ॥
ব্রাহ্মলোক ভুলিয়াছে কলশ্রুতি গুণে ॥
ভুলিয়া নিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার ॥
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার ॥
তাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে ॥
যত সব মূর্থলোক মরিতেছে ক্ষোভে ॥
ক্রিয়াকাণ্ডুরত যত সারতবহীন ॥
আশায় হতেছে সব শঠের অধীন ॥
সংসারেতে হুঃখ আছে করিব স্বীকার ॥
বিনা হুঃখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার ॥
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার ॥
সে কি কত ছেড়ে থাকে সুখের সংসার ॥
অগতের গুতভাবে কে জানিবে স্থির ॥
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির ॥
সমুদ্রের জল বেথ স্বভাবে লবণ ॥
মখন করিলে হয় অমৃত সৃজন ॥
টক বলে দখি কেন ফেলে দিতে যাবে ॥
এখনি মখন কর নদী স্রুত পাবে ॥
ধান দিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে ॥
তুল্ল রয়েছে তার তুঘের ভিতরে ॥
তুঘ বলে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে ?
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে ॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয় ॥

নানা দোষে বেহ হ'লে কোবের আধার ।
 এই দেখ কবে বল প্রিয় নহে কার ?
 রসনারে করে সখা দর্শন আঘাত ।
 নোড়া দিয়ে কোন কালে কে ভেঙেছে দাঁত ?
 ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর ।
 সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ?
 ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ ।
 সে জলের অশ্রু নয় নাহি করে কেউ ॥
 কিছু হুংস আছে বটে জন গুরে হাবা ।
 যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই বাবা ॥
 ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার ।
 তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর ॥
 বোধহীন মুঢ় যাত্রা বন্ধ ভ্রমজালে ।
 এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে ?
 শরীর শোষণ করে রবির কিরণে ।
 ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে ॥
 উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা ।
 মোক্ষের সাধনা নয় ছাথের সাধনা ॥
 তপস্যায় অ'লে পুড়ে পাণে ভোগে দুখ ।
 ন'রে গেলে ফুরাইবে কবে পাণে সুখ ?
 বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল ।
 অন্নঘাতী হয়ে মরে পাষাণের দল ॥
 স্বেচ্ছামতে ভোগ করি আমরা সকলে ।
 শশুরীয়ে স্বর্গভোগ কারে আর বলে ?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেরছ ।
 বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেক ?
 ঘরে ঘরে ক্ষেদ্রো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে ।
 ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে ॥
 পেট নিয়ে ঘারে ঘারে যদি শুপো হাপু ।
 এমন সন্ন্যালে তোর কাজ কি রে বাপু ?
 ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না কিরিতে হয় ।
 অনাহারে দেখ যদি সমভাবে রয় ॥
 তবে তো তপস্বী জানি মানি তোর জিয়া ।
 সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিরা ॥
 সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল ।
 বল বল বল তবে সন্ন্যাসে কি ফল ?

বেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর জিয়া ।
 কারো কাছে চেষ্টাঝো না পেটে হাত দিয়া ॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে তত্ত্ব হাতে দণ্ড এ কেমন ভোগ ।
 দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ ॥
 নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ ।
 লণ্ডতত্ত্ব হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ?
 মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে ।
 কণার বদায়ে হাট োচা কেনা করে ॥
 কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান ।
 সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কান ॥
 সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই ।
 কোথা মুক্তি কোথা মুক্তি তাবি আমি তাই ॥
 প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ ।
 ভূতে ভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ ॥
 অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবের রয় ।
 বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ?
 ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য ।
 বল বল কোথা পাণ কোথা তবে পুণ্য ?

বিচিত্র হাশু

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল ।
 সৃজিলেন "মুখ"-রূপ ভাবের মণ্ডল ॥
 সুরাগ বিরাগ আদি মানস আভাষ ।
 হয় এই ভাবাকার বদনে বিকাশ ॥
 এই মুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লোক ।
 কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক ॥
 আনন্দ-কানন সম ভাব ভাছে শোভা ।
 কত নিরানন্দ কর কত মনোলাভা ॥
 বিষাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায় ।
 কণমাঝে সর্ষ-শোভা লুপ্ত হয়ে যায় ॥
 তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা ।
 শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা ॥
 রাগরূপ ধরতর-দিনকর-করে ।
 রদন-বিগিন-শোভা একেবারে হয়ে ॥
 নয়ন-নিকুঞ্জপুরে অলে দাবানল ।
 দগ্ধ করে চতুর্দিক হইয়া প্রবল ॥

এইরূপ বিবিধ বিষয় ভাব-যোগে ।

আনন্দ-অটী শোভা ভ্রষ্ট হয় তোলে ॥

ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা ।

মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্বথা ॥

প্রফুল্ল নয়নকুঞ্জে পলক-পল্লভ ।

চঞ্চল পুতলী যেন কুহুম-বল্লভ ॥

গণ্ডযোগে বিকসিত হয় কোকনদ ।

সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ ॥

হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুঙ্খরে ।

দশন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে ॥

হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি বাই ।

এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই ॥

দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে ।

হায় রে মাধুর্য্য কত প্রাণ-মিলনে ॥

বলিতে বচন নাই সে রস সুরস ।

প্রমোদ-প্রমোখি-জলে নিমগ্ন মানস ॥

আর দেখ মানিনী বিনোদ বিধাধরে ।

হাতযোগে কত রস রসিকে বিতরে ॥

যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা ।

অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় সুখোদয়ে কিবা ॥

অথবা শিশিরকালে কুহল শতদল ।

মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল ॥

গর্ভক-প্রফুল্ল-সুখ-পদ্মবিলোকনে ।

অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে ॥

মুছ মুছ হাসি মুখে অমৃত-বচনে ।

স্নেহরসে অভিযুক্ত অধর-চুপনে ॥

হায় রে বাৎসল্য-রস-প্রকাশিনী হাসি ।

সরলতা তোর গুণে হইয়াছে বাসী ॥

আর এক হাত-শোভা ভাবুক-বদনে ।

চঞ্চল চপলা দিশি শোভিত বদনে ॥

অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত ।

অচির উজ্জল দীপ্তি করে অকস্মাৎ ॥

এই আছে এই নাই এই আরবার ।

কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার ॥

অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে ।

পদ্মরাগমপি লব দিগ্ধ আভা ধরে ॥

স্নেহমুখ শীতল স্বভাব প্রকাশিত ।

হেরিয়া প্রাণান্ত মন হয় হরষিত ॥

এইরূপে গুতপথে হাত মনোহর ।

কেবল দুপার হাসে দুপার প্রভাব ॥

হাত নয় তবু সেই হীনতার ভাব ॥

সতীত্ব-দীপ

রমণীর হাতে শোভে মনোহর দীপ ।

দীপ্ত আলোক তার জিনি নিশাধিপ ॥

অথচ প্রথর অতি পাক্রভেদ হয় ।

প্রথর তপনমত নয়নে উদয় ॥

সতীত্ব সূক্ষর নাম সুখের প্রবণে ।

সুশ্লিষ্ট সমুদিত এ তিন ভুবনে ॥

শুন হে চঞ্চল বাল্য প্রদীপধারিণি ।

সাবধানে গমন করহ বিনোদিনি ॥

হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া তাহারে ।

প্রতিপদে ধৈর্য্যবৃত্ত ঢাল দীপাধারে ॥

লজ্জাক্রপ ঢাক বস্ত্রে দেহ আবরণ ।

তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন ॥

এরূপেতে চলে সতী সন্তোষ-কানন ।

প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন ॥

সতীত্ব হুর্গম হুর্গ অতি অপরূপ ।

অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-বরূপ ॥

চারিদিকে প্রাচীর কচির তাহে শোভা ।

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোযোগ ॥

তখনন্তর মনোহর আছে এক খাত ।

গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত ॥

লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময় ।

নন্দতা তরল তাহে নিরন্ত উদয় ॥

দৃঢ়রূপ কামানে বিক্রম অভিধর ।

হৃষ্টজন সত্যে তটস্থ হয়ে রয় ॥

দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভর ।

প্রবেশিতে হুর্গমাবে কারো সাধ্য নয় ॥

এমন উত্তম স্থান অধিকার বার ।

প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার ?

সীমন্তিনী-সরোবরে সতীত্ব-সরোজ ।

অতুল্য অমূল্য সেই অমল অভোজ ॥

পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত লতা ।

সেহ নামে মধুকর সঞ্চারিত তথা ॥

কশোভন সৌরভে পুষ্টিত দিগ্ধল ॥

নিশি দিশি করুণা-নীচায়ে সিক্ত নয় ।
প্রকৃততা ভাব তার সারস্যা বিনয় ॥
এ নহে সামান্ততর লম্বল কমল ।
চিরদিন প্রেমসত্তা করে ঢল ঢল ॥
রতিকান্ত হরন্ত হিমন্ত কুলময় ।
সত্যবশরূপ পদারূপ এই নয় ॥
ধর্মরূপ হংসবর বিচারিয়া পক্ষ ।
রক্ষা করে সরোবরে বিনাশে বিপক্ষ ॥

সঙ্গীত-বিভা

“ন বিভা সঙ্গীতাং পরা” শাস্ত্রে এই কয় ।
প্রেমময়ী বিভা হেন আর কিছু নয় ॥
কত রাগে কত রাগ রাগিনী সহিত ।
ক্ষণমাত্রে কোরে ধের মানস মোহিত ॥
সময়ে যতপি শুন সুললিত গীত ।
কদম্ব-কুমুম-অণু তরু পলকিত ॥
গায়ক যতপি গায় মন করি হির ।
গলায় গলায় মন টলার শরীর ॥
না করি ভোজন পান বায় তৃষ্ণা ক্ষুধা ।
প্রতি বর্ষে বর্ষে কর্ণে ঢুকে যায় সুখা ॥
বীণা বেণু আদি বত স্তম্ভুর স্বর ।
স্রবণে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর ॥
সরাগে উত্তিল ভান সুধাময় রবে ।
কাননের পত্ত পাখী প্রেমাকুল সবে ॥
রাগের স্রবণে রাগে বাড়ে অহরাগ ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে লাগু হয় নাগ ॥
যতপি শুনিতে পায় স্তম্ভুর গান ।
জননীরা মাই ফেলে শিশু পাতে কান ॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মনে ।
হুটিতে না পারে কিছু যুথের বচনে ॥
পত্ত পাখী সাপ আদি দ্বাশী বহুতর ।
সকলের সমভাবে সরল অন্তর ॥
মানবে বুদ্ধিতে নারে সে ভাব-প্রভাব ।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব ॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে যুখে সে ভাব ।
সে ভাব জাফিল হয় স্বভাবে অভাব ॥
প্রিয়তমা বিভা নাই সঙ্গীতের পর ।
এ বিভায় নিভ হলো কত পদ নয় ॥

শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত ।
প্রীতচিত হয়ে গাও প্রেমের সঙ্গীত ॥
যদি না গাহিতে পার শুন সাধু পদ ।
প্রেম-রস বুঝে হও ভাবে গমগদ ॥
ঈশ্বরের গুণগান সেই গান গান ।
শুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কান ॥
ভাবের ভাবুক হয়ে রস কর গান ।
মুক্তির সোপান এ যে মুক্তির সোপান ॥
অরাসক যে জন সে কি বুঝিবে সার ।
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আধার ॥

কুপণ

কুপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত ।
মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত ॥
সুখের ঘটনা তার না হয় কক্ষিৎ ।
স্বজন-সমাজে হয় সমাই লাঞ্চিত ॥
সকল করিয়া মনে নিয়তই ভর ।
দিনে রেতে একবার নিদ্রা নাহি হয় ॥
সদা ভাবে কোথা রাখে বিষয় বিস্তর ।
নিলে নিলে নিলে চোর গেল গেল সব ॥
পড়িলে গাছের পাতা করে এই জাঙ্গল ।
তত্ত্বর আশিয়া বৃষ্টি করে সর্বনাশ ॥
কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে ।
রেতে ভাবে এই ধন কিসে রক্ষা পাবে ॥
কেহ না জানিতে পারে রাখে চেপে চেপে ।
উমরে আহার নেই মরে পেট ফোঁপে ॥
সকালো সকালো করি কার্য্য সমাধান ।
ছাই ভস্ম বাহা পান সুখে তাই খান ॥
তেল পোড়া ভয়ে করি প্রদীপ নির্বাণ ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে ভুতের সমান ॥
বিছানায় পোড়ে করে এ পাশ ও পাশ ।
সারানিশি তোলে যুখে থুক থুক কান ॥
ইঁদুর নড়িলে পড়ে মনে পায় ভয় ।
তখনি উঠিয়া করে এ ঘর ও ঘর ॥
কীলিষের দর্য আর কুপণের ধন ।
কখনো না হয় কারো ভোগের কারণ ॥
কুপণের বিশেষ কি কব পরিচয় ।
অতি নীচ নরাধম অতিধানে কয় ॥

কৃপণ আপন দোষে নীচ হয়ে রয় ।
 দ্বারা পুত্র পরিবার কেহ তার নয় ॥
 সকলেই ঘৃণা করে পোড় ঘোর দায় ।
 অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চায় ॥
 ভাৰ্য্যা ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী ।
 মিরে থুয়ে থুয়ে পোরে স্নেহে রব আমি ॥
 এমোং শুচুক ঘোচে খেদ নাহি তাতে ।
 মিছে কেন শাঁকা খাড়, বোয়ে মরি হাতে ॥
 হয় হয় হোলো হোলো নিরাশিখ খেতে ।
 রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে ॥
 সবে সবে একাদশী মাসেতে দুবার ।
 হাবাতের হাতে পোড়ে বাঁচিনেক আর ॥
 বাচ্চাদের পেট পূরে খেতে দিব স্নেহে ।
 ইচ্ছামত ভাল মন্দ দব্য দিব সুখে ॥
 করিব সকল ব্রত সময় সময় ।
 দেবতা-ব্রাহ্মণে দেব যখন বা হয় ॥
 হাত ভুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় বারে ।
 সকলেই আশীর্বাদ করিবে আমারে ॥
 মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে ।
 কালীবাটে পূজা দিব বাবা, যদি মরে ॥
 বিধাতার বিড়ম্বনা কাণ্ডে বলি বাপ ।
 হায় হায় কত দিনে মরিবে এ পাণ ॥
 কত পাণ করিয়াছি নীমা তার নাই ।
 কৃপণের সন্তান হয়েছি আমি তাই ॥
 ভিখারী আইলে পরে মেনে যায় হারি ।
 এক মুঠো চাল তারে দিতে নাহি পারি ॥
 প্রত্যাশা করিয়া আসে যতক প্রত্যাশী ।
 অভিশ্যাপ মিরে যায় ফকীর সন্ন্যাসী ॥
 কেহ যদি কিছু চায় পাই তার ছথ ।
 অভিমানে কাঁদি শুধু হয়ে অধোমুখ ॥
 ভাল খাই ভাল পরি আশা করি মনে ।
 সে আশা না পূর্ণ হয় কৃপণের ধনে ॥
 ঘরে নিত্য খেতে পাই আধপেটা ছাই ।
 নিমন্ত্রণ হোলো পরে ভাল কোরে খাই ॥
 এক দিন থায়াইব মনে সাধ করি ।
 কায়ে বলি কেবা শুনে রাম রাম হরি ॥
 জননী জ্বাখনি অতি কিছু নাহি হাত ।
 সন্তাই শিরেতে করেন কড়াঘাত ॥
 ও মা কালি দিব জালি অহুতলা হত ।

কৃপণ-কাহিনী কথা এইজন হয় ।
 ব্যর্থহীন কোন কালে প্রিয় কারো নয় ॥
 নাম শুনে সকলেই উপহাস করে ।
 পথে বেধে টারেঠোরে হালে পরপরে ॥
 প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নাম ।
 যদি করে জীব কেটে করে রাম রান ॥
 নাম নিলে সে দিনেতে অন্ন নাহি হয় ।
 পরিবার সহ সবে উপবাসে রয় ॥
 হাঁড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বনা ঘটে ।
 “কলনারে” মনে কর বটে কি না বটে ।
 উপহার হেতু শুধু দেখাই অনেক ।
 এমন মহায়া ধনী আছেন অনেক ॥
 প্রভাতে যাহার মুখ বেধে লাগে তর ।
 প্রভাতে যাহার নাম কেহ নাহি লয় ॥
 কি কব অধিক আর কি কব অধিক ।
 ধিক্ ধিক্ কৃপণের ধনে প্রাণে ধিক্ ॥
 উপাস্ত্রন করে করি শরীর পতন ।
 বন্ধে করি রক্ষা করে যক্ষের মতন ॥
 আপনি পড়েছে রোগে রোগে ভোগে ছেলে ।
 প্রতীকার করে বৈজ্ঞ কিছু টাকা পেলে ॥
 ক্রমেই বাড়িছে রোগ সর্বনাশ হয় ।
 মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি তর ॥
 গুণ্ড পাচন খেলে উত্তরেই বাঁচ ॥
 তবু বৈজ্ঞ ডাকাবে না কড়ি চার পাছে ।
 এইমত কৃপণের নীচ ব্যবহার ।
 নিজের মরে মরে তার বৃত্ত পরিবার ॥
 কৃপণের নিদানেতে বেথে বোর দার ।
 বাঁচাবার হেতু যদি টাকা কেহ চার ॥
 মাথার চাপড় ঘেরে কহে হার হার ।
 বেঁচে তবে স্নেহ কিবা টাকা যদি দার ॥
 স্বলন সকলে তারে গলাঘাতা করি ।
 পথে যায় নাম ডেকে হরিবোল হরি ॥
 হয়েকৃষ্ণ হয়েকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হয়ে ।
 সে রব না ঢোকে তার কানের ভিতরে ॥
 পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে ।
 টাকা টাকা কোথা টাকা এই জপ করে ॥
 লোকে বলে “হরিনাম জপ একবার ।”
 সে বলে অনেক টাকা রয়েছে আমার ॥
 লোকে বলে “কর কর গঙ্গা হরণ ।”

লোক বলে 'অধিক আশঙ্কা নাই আর ।
এসেছেন ইষ্ট দেব পূজ্য কত তাঁর ।'
সে বলে 'থাকুক ভয় মাথার উপর ।
এখন তাঁহারে দেখে পায় এসে জ্বর ॥
ধনের অভাব হয় কিছুমাত্র নাই ।
ছেলে মেয়ে কি খাইবে ভাবিতেছি তাই ॥'
কৃপণের শ্রম সব করিতে বর্ণন ।
লেন্থনী আপনি হন কৃপণ এখন ॥
কৃপণের মনে হয় কেমন আনন্দ ।
মাহুষে তা কি জানিবে আনন্দ গোবিন্দ ॥
আহারে বঞ্চনা করি যে করে সক্ষম ।
তার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয় ॥
নর নর থাকে বটে নরের আকারে ।
বিচারেতে আশ্রয়তা বলা যায় তারে ॥
যে পথে চলেন দাতা সে পথে না কাটে ।
অপরে করিলে দান তা ত এক কাটে ॥
গুলিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আর ।
নিরতই মন তাঁর ব্যাজার ব্যাজার ॥
কাঁচু মাঁচু মুখখানি যেন কত দীন ।
তখন তখন হয় অমনি মলিন ॥
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে ।
জান নাক একদিন মরিতে হইবে ॥
ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয় ।
মরণ স্বরণ হলে এমন কি হয় ॥
করি ধন আহরণ নানা বেশ চুড়ে ।
নৌচু ভাগে পুতে রাখে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ॥
মাটি খোঁজা নহে সেটা টাকা পোতা নয় ।
পাপ ভোগ করিবারে সোনার সক্ষম ॥
এমে বলি মাটি খুঁড়ে ধন পাড়িতেছে ।
অধোদেশে ঘাইবার পথ করিতেছে ॥
আশ্রয় যোধ করি যে করে সংসার ।
বলদের মত শুধু বোঝে মরে তার ?
চিরদিন হয়ে রয় দুঃখের ভাজন ।
কোথায় রহিবে ধন হইলে নিদান ॥
ধনের না করি ভোগ ধনবান্ হয় ।
আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কর ॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয় সে ধন তাহার ।
আমি কেন বলিনাকো লকলি আমার ॥
নদী নদ সাগর পর্যন্ত আমি যত ।
সমস্ত সমস্ত আমার হস্তগত ॥

ভোগের সমস্ত গন্ধ কিছু নাই তার ।
কৃপণের ধন তাই পরধন তার ॥
ধননাশ হ'লে পরে সর্বনাশ হয় ।
শৌক্যনলে পুড়ে শেষ দেহ করে লয় ॥
সবিশেষ নিবেদন শুন প্রিয়জন ।
হরো না কৃপণ কেহ হরো না কৃপণ ॥
সত্যত করিবে তবে ধনের সক্ষম ।
সে সক্ষম যেন নাহি অতিশয় হয় ॥
অতিশয় সক্ষমেরে অতিশয় দোষ ।
অন্ধ হয়ে মরে মাছি খুঁবে নরকায় ॥
অধিক সক্ষম করি না করিয়া দান ।
অকস্মাৎ রোগে প'ড়ে যদি যায় প্রাণ ॥
মনে মনে ভেবে দেখ কি হবে তখন ।
তুমি কার কে তোমার কার সেই ধন ॥
একেবারে ব্যয় করি তরো না অধম ।
পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যেমন ॥
পরিমিত হ'লে হিত সব দৈব হয় ॥
কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু নয় ॥
জলাশয়ে জলাশয়ে যত জন আসে ।
সরোবর জলদান করে অনায়াসে ॥
যত দেয় তত বাড়ি নাহি পায় ক্ষয় ।
অজিত ধনের দানে ধন রক্ষা হয় ॥
অহঙ্কার হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তারে ।
কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী ক'তে পারে ॥
ক্ষমাশীল শ্রম বেদ সেট শ্রম শ্রম ।
তুতলে এমন শ্রম দোষে প্রচুর ॥
হাজারের মাঝে যদি একজন পাই ।
সাবু সাবু সাবু তারে সাবু বলি ভাই ॥
দানেতে নিরুক্ষ ধন ধন বলি তারে ।
এমন দ্রুত ধন কোথা এ সংসারে ॥
যেখানে এরূপ হয় ধর্মের ব্যাভার ।
সাবু সাবু সেই স্থান ধর্মের আগার ॥
বিজাগ্রদ ছাত্র ছাত্র আর জলাশয় ।
ঐব আলয় আর আতিথি-আলয় ॥
স্থান বিবেচনা কারি সুখ প্রদান ।
নদ নদী বিশেষেতে সেতুর নির্মাণ ॥
এ প্রকার উপকার কব আর কত ।
সাধারণ হিতকর কার্য আছে বহু ॥
এ সব নির্মাণ হেতু উদার হইরা ।
যিনি যেন মূলধন স্থাপিত কারিয়া ॥

ভাঁহাকে নরেশ বলি নরের প্রধান ।
 পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে নাহি দয়াবান্ ॥
 প্রিয়বাক্যে দান করা সেই দান দান ।
 শতগুণে বাড়ি তার দাতার সম্মান ॥
 বাঁকা মুখে অহঙ্কারে করি কিছু দান ।
 কুবচনে গ্রহীতার করে অপমান ॥
 ক্ষমিতে আহতি দান যেমন বিফল ।
 অবিকল সেইরূপ সে দানের ফল ॥
 অতএব ভাই সব করি প্রণিধান ।
 যথাক্রমে দেহযাত্রা কর সমাধান ॥

ভারতভূমির সুদর্শনা

ভারতের দশা হেরি বিদরে জ্বরয় ।
 জননী হৃদগোচ্যে বধা তাপিত তনয় ॥
 মনে হ'লে প্রাচীন সুখের স্মরণ ।
 অশ্রুধর বলি কহু প্রত্যয় না হয় ॥
 কিরণশেতে বিজাতীয় রাজা রাহু আদি ।
 সুধরূপ শশধরে আহা রিল গ্রাসি ॥
 বেদরূপ অধাতাও লয় হলো ক্রমে ।
 মাহুস মানসকল মোহ আর ভ্রমে ॥
 ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা ।
 কটুতা কীটের বাহে নিতি মিলে বাসা ॥
 কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত ।
 সাহিত্য-বরূপ মধু পূর্ব অবিরত ॥
 জলজার পদ্মপুঞ্জ লালিত্য পরাগ ।
 বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ ॥
 শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তার ।
 ভক্ষণশেতে চতুর্দশ ফল বাহে পার ॥
 বেদবিধি রসভার অপকূপ ভাগ ।
 কুধা তৃষ্ণা হত তার খেই করে পান ॥
 অগ্নিহোত্র আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া ।
 কোথা কুধা কোথা তৃষ্ণা এ সব আশ্রিয়া ॥
 বিজ্ঞানবরূপ বীজ ছিল সেই কলে ।
 অসংখ্য লতিকা বাহে জনিতা বিরলে ॥
 এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে ।
 দিন দিন স্রিয়মাণা হুঃখের কারণে ॥
 হায় হায় সত্যপ্রিয় মাহুস কোথায় ।

অবিভার অবসর মানবের মন ।
 অবিবেকী অধিনা আদরতাঞ্জন ॥
 প্রেমভা-পবাহ প্রণয় সাধুজনে ।
 প্রবোধ প্রভাব কহু নাহি হয় মনে ॥
 প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আচ্ছাদনে ।
 মুগ্ধ মন মধুকর প্রবণ-প্রভোদনে ॥
 প্রহর প্রবল অতি পান-প্রদ ॥
 প্রহর পাইয়া লব দ-প্রভে অঙ্গ ॥
 রাগে অহরাস-হত রমাল রমনা ।
 নয়নে নয়ন করে আশ্রয়ের কোণা ॥
 গরল মিশ্রিত তাহে সুখের বচন ।
 কমা লাগি আদি হয় বাহাতে নিধন ॥
 কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্তির ।
 প্রচণ্ড সমাধে যেন সরোবর নীর ॥
 ললিত হয়েচে পুনঃ লোভরূপ ফল ।
 পরায় মনের মলে বাসনা-বাঁতাস ॥
 পরবারা পরধন হরণে ব্যাকুল ।
 বিহ্বল লালসা মদে লব মূলে ভুল ॥
 মোহ-মেঘ ক'রে আছে বিবেক আচ্ছন্ন ।
 চেতনা চক্রিকা বাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন ॥
 দারাহত লহ সমাধি বরূপ ॥
 চিত্তের কমলে মারা হয় সফারণ ॥
 মদেতে প্রেমভ মন বিপদ ঘটায় ।
 পরের সম্পদে লব কাতর করায় ॥
 ঈর্ষা হিংসা ঘেব মদে পূর্ব এই দেশ ।
 সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ ॥
 গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব ।
 আপনি কৈবল্যধাম অপর রোরব ॥
 এইরূপ বড়িরাপু নিবারিত নহে ।
 সোনার ভারতভূমি ত্যজ করি দহে ॥
 যত লোক অলসে অবশ কলবর ।
 দরিদ্র পরের হিত্র সন্ধানে তৎপর ॥
 নাহি মাত্র একা লখ্যভাবের সকার ।
 হীন ধর্ম কর্ত্তব্য গুপ্ত লবাকার ॥
 কুসংস্কেতে পুত্ৰ হয় গনের তাণ্ডার ।
 অকর্ম্মে বুদ্ধি হত কমল-আকার ॥
 কোনমতে বুদ্ধি বাহে হয় বীর পুরু ।
 করেন বিবিধ পুরু প্রাচ্য আদি পুরু ॥
 কিরূপ পাতক-বুদ্ধি উৎসবের দিনে ।

হিন্দুধর্ম রক্ষা হেতু যে হয় উত্তোষ-।
 দালিত সেতুর প্রায় সেই কুর্খভোগ-।
 ধর্ম-রক্ষা হেতু এক বিজ্ঞানির আছে।
 কত দিন প্রবেশ অস্থির হুটোরাছে।
 দ্বয়শ্রেণে ধনীভাবে হলো ছায়াবাঁজি।
 বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁচোপাতি।
 ধর্ম-সভাপতি হবে ধর্ম-অধিকারী।
 কি কর্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী।
 পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
 নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্বধর্মবাদী।
 হিন্দু নাম ইহাদেশ হয়েছে কেনন।
 যজ্ঞমতে বিহীন মাত্র মরণ ধ্বন।
 ইহারা করেন স্তূপা খৃষ্টিয়ানগণে।
 স্ক্রজিল দোষেন ঘন কাকের বরণে।
 একপাতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
 বিতুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর।
 চারতের দশা হেরি বিশ্বের ক্ষয়।
 জননী-ভূভাগ্যে যথা ভাগিত তনয়।

রজনীতে ভাগীরথী

আঁহা মরি তরলিণী কিবা শোভা ধরেছে।
 রক্তরঞ্জিত মাটা অঙ্গ বেড়ি পরেছে।
 শূত্রপরে শশধরে হেমছটা করিছে।
 অশীতল নিরমল কর ধান করিছে।
 ঠটিনী-তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
 পবন-ছিট্টোলযোগে ঘন ঘন হেলিছে।
 যেন কোন বিরোগিনী নিদ্রাতরে রয়েছে।
 যন্ত্রযোগে পতিলাতে প্রমোদিনী হয়েছ।
 হাতবশে স্ববদন অলসল করিছে।
 খর খর কলবর নিখর শিহরিছে।
 দেখিয়া স্বভাব প্রিয়া নয়ন প্রকাশিছে।
 দেখিয়া এ তাব কিন্তু ফুলে লাজ বাসিছে।

সেতার

কোথায় সেতার তার কোথায় সেতার।
 কোথায় সেতার কথা কি কহির আর।

সেতার অনেক আছে সে তার ত নাই।
 সেতার-বাদক বিনা সে তার কি পাই।
 সেতার সে তার ছিল তারে তারে তার।
 এখন সেতার লাগে কেবল বে-তার।
 তারে বিব তারে হাত যদি পাই তারে।
 নতুবা ছুঁথের গীত কব তারে নারে।
 সঙ্গীত পলায় ছুটে না পেয়ে সোহাগ।
 রাগ তার সঙ্গে যায় প্রকাশিয়া রাগ।
 মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে।
 তানা নানা হয়ে তান তা না না করে।
 ভুলে গোড়ো কাঁদে ঢোল কে আর বাঁজার।
 কড়া হয়ে কড়া তার সকল বা যায়।
 দউড় দউড় দেয় যুক্ত নয় সাজে।
 হার সে সে সাজ আর এখন কি সাজে।
 তবে যে ঢোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে।
 ঢোল নয় গোল মাত্র সে কেবল বাজে।
 মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হুইতেছে মাটা।
 তাল হয়ে তালছাড়া সার হোল আঁটি।
 বেহালা বেহাল হয়ে বেরাটোপে কথা।
 তন্ তন্ হয়ে তার রাগ ভাঁজে মশা।
 তানপুরা আছে মাত্র তান পুরা নাই।
 খরচ কে সাথে আর খরচ না পাই।
 ঘোষারিগোরার ছাড়া মরে আঁতবানে।
 এখন কে আছে কের কের দেয় কানে।
 জোষারির যোগে আর নাহি করে মধু।
 কাট বোরে কাটি হয়ে ফেটে যায় কহু।

প্রভাতে পদ্ম

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
 সে রূপের নাহি অরূপ।
 নলিনী ফোঁলরা বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
 প্রকাশ করিছে নিজ রূপ।
 মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে,
 হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
 আঁহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কব,
 স্নেহে তার বদন সুহার।
 নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটবুখে পড়ে বনে,
 মনে এই তাবের আভাস।

কমলদলের তলে, রবি-ছবি অলে অলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাপ ॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি কোটো কোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি ।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি-দলে দলে,
রতি-রসে মাতে কুতুহলী ॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে কুঁড়ে বসে,
এক ভেড়ে ধরে গিয়ে আর ।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সমাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার ॥

ফুল

একাবলি ছাঁদে তোমারে বলি ।
তুমি হে কোমল-কুসুম-কলি ॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি ।
ভুলেছ সকল রসেতে চলি ॥
জান না স্বরিতে লাগিয়া তব !
বিগত হইবে পৌরুষ সব ॥
দল বাঁধিয়াছ স্বদেবে দল ।
দলন করিবে চরণতল ॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ পায় ।
অণেক উদয় অণেক যায় ॥
যে রস কারণে গরব কর ।
সে রস অচির বচন ধর ॥
প্রভাত-শিশিরে করিয়ে দান ।
সমীরে করিছ অগন্ধ দান ॥
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান ॥
সাবধান হও আদিছে কাল ।
লুটিবে সৌন্দর্য্য মাদুর্য্যজাল ॥

কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে

কলে ইহা মিছে নয় কি হয় কি হয় ।
কি হয় কি হয় কোটে সকলেই হয় ॥
বারী প্রতিবাদী আদি সাক্ষী সমূহ ।

জাহিদা জজের মুখ সকলোই হয় ।
কেহ বলে এটি কল কেহ বলে নয় ॥
এইরূপ গোলযোগ কলি কলি হয় ।
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছয় ॥
কেহ বলে তিন কাণা ছয় তিন নয় ।
কেহ বলে ঐহিকোগ নয় কেন নয় ॥
কেহ বলে দেখা বাবে পন্থা ছিঁড়ি পর ।
কেহ বলে চায়না মন্দ প্রতিপদ ॥
কেহ বলে মুগ বাধা পথে বর ॥
তার কাছে কাঁচ কাঁচ সব হবে ক্ষয় ॥
কেহ বলে দান ধরে গেলে জয় ।
কেহ বলে জয় অজয় বিজয় ॥
কেহ বলে বুঝা বল হলো ক্ষয় ।
যরে উঠে কেঁটে পাকা বড় শুভাদয় ॥
কেহ বলে কে বলিবে জয় পরাজয় ।
যেখানেতে ধর্ম্ম আছে দেখানেই জয় ॥

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভাগ

ভাবভরা ভারতের বশোভলাশয় ।
কালরবি করে করে শুক সমুদয় ॥
অলহীন মীন সম হত হিন্দুগণ ।
জীবন জীবন ক'ি হারায় জীবন ॥
তুষার হইয়া কুশা বার মাতৃভাব ।
পুনর্বার নাহি আর বাঁচিবার আশা ॥
পঞ্জিতে যনে যনে বিষম বিলাপ ।
একবারে যুঁচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ ॥
বিজা নব লোপ হয় চক্কা নাই তার ।
মণিহারী কলী প্রায় ফলি মাত্র সার ॥
অপমান অনাদর প্রতি ধরে ধরে ।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাকর করে ॥
ধর্ম্ম যায় কর্ত্ত্ব সহ দেশ পরিহারি ।
অর্ধভেল মধে বেদ মিছে খেদ করি ॥
হুতিয় বিহুতি হেতু হুতি হয় শেষ ।
কৃতি আর কৃতিপথে করে না প্রবেশ ॥
কৃতকর্ম্ম ভর উঠে ভরকের বিচারে ।
ভার হয়ে ভার ছাড়া থাকিতে কি পারে ?
তরুর স্বভাব তরু সে তরু কে জানে ।

বোতল কিনে কাঁচা হয় পত।
 দখল হয়েছে অলঙ্কার-হস্ত।
 কেন না রক্ত আর ভারতের রাস।
 এ গুপ্তাণ বলি করে উপহাস।
 এ চলে শাস্ত্রপথে সবাই অচল।
 কিনে গীতার কি তার পাবে ফল।
 মনে দেখিবে পথ দুটি আছে কার।
 সব ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার।
 কুতরা আছে স্রুগ দেখে না চাহিয়া।
 মায় মরল তাব মরল খাইরা।
 ঘটনার-মদে মত্ত দেশাচার হয়ে।
 কুতরা কালকূট স্রুগ জ্ঞান করে।

ধন

নামস্ক মর্যাদা যত জীবগণ।
 মন ভাবে কোথা যাবে কোথা পাবে ধন।
 কিনে পাইবে টাকা তাই চিন্তা করে।
 কেন ভাবে না মনে বাঁচে কিংবা মরে।
 অপনার ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে।
 দিনরাত্রি এক ভাবে শুধু টাকা বোঝে।
 মনঃগম-পিপাসায় প্রাণ যদি যায়।
 নিরাশা-নদীর নীর তবু নাহি যায়।
 ধনের মহিমা সবে সন্ধ্যা গান করে।
 কুতরা ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে।
 গানঘেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে।
 মণি পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে।
 ধন যার আছে তার ঘোষে নাহি ঘোষ।
 কোষ যত পূর্ণ হয় তত পরিতোষ।
 কুসুপ হইলে ধনী মনোনে প্রায়।
 স্বর্ণ তার স্বর্ণপ্রভা ব্যক্ত করে গায়।
 অপকর্ম যত করে তত পায় বশ।
 আশা পাশে বদ্ধ হয়ে লোক হয় বশ।
 ভবের ভীষণ তাব যার নাহি বোঝা।
 কেবা সাধু কেবা চোর কেবা ঝাঁক সোজা।
 কার শিরে পড়ে গিয়ে কার তার বোঝা।
 যশী হয়ে মশে কেবা কেবা হয় ঘোড়া।
 কেবা করে অর্জুনা কেবা করে বোণ।
 কেবা করে আত্মঘণ কেবা করে ভোগ।

ধনে ভুলে নাহি বুঝে বিয়োগ নীযোগ।
 ভোগ হেতু যোগ বটে কলে সেটা যোগ।
 যোগে আছে প্রতীকার ঔষধ প্রয়োগ।
 এ যোগে ঔষধ মাত্র প্রাণের বিয়োগ।
 কে আর সাধন করে হয়ে রিপু-হার।
 পেলে ধন ছাড়ে বন তপোধন যারা।
 ধন ধন করি মন মত্ত সদা রম।
 মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়।
 ধন ধন ধন তুই ওরে বাগধন।
 ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন।
 তৃষ্ণার কলক বড় সমুদ্র শোষণ।
 ধনতৃষ্ণা এক চোখে শোবে ত্রিভুবন।
 কোথা সেই জলু মনি কোথা তার পেট।
 ধনতৃষ্ণা নিকটে কলক মাথা হেঁট।
 অর্থের ভিতরে অর্থ অনর্থের হেতু।
 অসন্তোষ-সাগরের সেই মাত্র সেতু।
 তার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ।
 হেতু এই সেতু ফুড়ে উঠিতেছে টেউ।
 তুষার সুসার কর প্রাণপতি লোভ।
 কিছুতেই তার আর মেটনাকো কোভ।
 কুসেবের ধন যদি হস্তগত হয়।
 তথাচ লোভের লোভ নিবারিত নয়।
 আরো বলে দেও দেও যত পার দিতে।
 বিমূণ হবে না আমি ত্রিভুবন নিতে।
 ওহে জীব ধনলোকে মোহিত হইলে।
 এ ধন কোথায় রবে নিধন হইলে।
 নিধনের ধন যেই নিধনের ধন।
 সে ধন সঞ্চয় কর ওরে বাছাধন।

সাধ

সাধের কি সাধ কিছু স্থির ভাব নয়।
 সুসাধে কখন মনে বিষাদ উদয়।
 প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল ঘারে।
 এখন দেখিতে মন সদা চার ভারে।
 সাধনা করিয়ে তারে না পুরিল সাধ।
 চারিদিকে শত্রুগণে সাধে কত বাধ।
 আহার সাধনা তার ধরিয়া চরণে।
 তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে।

কেমন সাধের ভাব বৃথিতে না পারি ।
 দল সাধ তোর গুণে যাই বহিষ্কারি ॥
 মনের দাঁড়ম্ব দেখে কত সাধ বাড়ে ।
 না হেরিলে নিরাশার আশা বাসা ছাড়ে ॥
 সাধের প্রভাবে বেই স্রবের উদয় ।
 ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয় ॥
 মিলনের আগে যারে করিয়া যতন ।
 নানা ছলে কৌশলে তুষেছে সদা মন ॥
 হিম শীত সমীরণ তপনের কর ।
 বরষার জলধারা সহ্য নিরন্তর ॥
 পদে পদে বিপদে করিয়া নিবারণ ।
 ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন ॥
 নব অমুরাগে স্রব্ধে যার কিছুকাল ।
 শেষেতে ধরিল ক্রোধ বিক্রমে বিশাল ॥
 কোনমতে প্রেম-পথে কটক অর্পণ ।
 করিবারে প্রতিকূল সদা প্রতীকণ ॥
 ক্রোধ অমুরোধে ফুরাইয়া পেল সাধ ।
 উপনীত হইল বিষম অপবাদ ॥
 বার লাগি হুঃখভোগী ছিল আগে মন ।
 এখন বিষম তারে বুঝা অকারণ ॥
 এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আর ।
 পরিহার সাধের চরণে নমস্কার ॥

বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ

যেরূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর ।
 কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার সিঁথি অন্তঃপর ॥
 ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল ।
 হুম্মির হাতে পোড়ে রণে ভুল দিল ॥
 ঘাড়ের পালক তার করে তুলাননা ।
 অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা ॥
 সেই ভাল গত সম শাসে বার কাটা ।
 অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা ॥
 বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় ঘোষে ।
 সে তালে বানারে তাল ছুটি ক'রে চোষে ॥
 তাল চুকে এলে তাল সাত তাল খায় ।
 তালকাশা হলো শেষ বেতালের বার ॥
 একে একে রাজাধীর তাল পাখী সব ।

অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর ।
 সমর করিল বেশ অমর-কুমার ॥
 হার হার কি লিখিব বেঁধে হর দর ।
 সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয় ॥
 বাবুর হুয়ের খিড় গোটা ছই নয় ।
 করিয়াছে ভূপতির কুকচের গয় ॥
 টাইম্ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার ।
 পূর্বের নিয়ম মক্ষা করা হলো তার ॥
 নিজ পাখী সকলের দেখিয়া মস্ত ॥
 দেড় ঘণ্টা আগে রাগা নগেন চম্পট ।
 বসনে চাকেন দুখ-বহে নীর ॥
 জুতা কেলে কিছু টেলে হলেন বাহির ॥
 নগার তাঁহার পক্ষে এগেছিল যারা ।
 হুঃখ পেয়ে তারা সব বলবতি-হার ॥
 ছোড়া বুড়া গোঁড়াগুলো কেবা চাড়া খেয়ে ।
 শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে ॥
 কেহ বা নখনজলে ডিঙ্গাইল মাটি ।
 কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে বায় বাসী ॥
 বার বার তিনবার তাহে নাহি বেদ ।
 অবশ্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ ॥

গগন-গুরু

গুহে জীবগণ, জগতে দ্রবণ,
 করিয়া কি লাভ কর ।
 মিছা করে কের, নাহি পাও টের,
 কে আপন কেবা পর ॥
 কারে আমি কও, তুমি আমি নও,
 যে আমি সে দেহ নয় ।
 নাহি জেনে সার আমার আহার,
 অভিমানে জীব কর ॥
 এই কলেবর, নহে দ্বিরতন,
 কণে বার কণে আসে ।
 পর বিহু যেই, অবিদ্যাপী সেই,
 নাহি নাশ দেহ-নাশে ॥
 যেমন আকাশ, সর্বজনে বাস,
 তিতরে বাহিরে করে ।
 সকলেরি সহ, সম্বদ বিরহ,

দুটে দটাকাশ, গৃহে গৃহাকাশ,
 স্বভাবতঃ মহাকাশ ।
 আত্মা সেইরূপ, হয়ে নানারূপ,
 ব্রহ্ম হ'লে রূপ নান ॥
 কখন গগনে, আসি মেঘগণে,
 আচ্ছাদিত করে তার ।
 তাহে রবিকর, অতি মনোহর,
 নানারূপ দেখা যায় ॥
 ফলে সেই তাশে না তাশে আকাশে
 রূপ ধরে জলধরে ।
 বিমল গগন, যেমন তেমন,
 সমভাবে জাব ধরে ॥
 যেরূপ আকাশ, সহজ প্রকাশ,
 নাহি জোয় কভু করে ।
 দৈখ্য তেমন, বেহমাখে মন,
 নাহি জোন তিনি তায়ে ॥
 এই কলেবর, হয় বহুতর,
 স্রু মোটা হাড়া কালো ।
 তাহে তিন কাল, বিশাল রসাল,
 অতি মল্ল অতি ভালো ॥
 দেখ এ কি কল, ইহারা সকল,
 আত্মারে ছুঁতে না পারে ।
 নজ্রে নিজ রূপ, অরূপ স্বরূপ,
 বিরূপ কে করে তারে ॥
 তার প্রকরণ, লেখ প্রতিফল,
 গগন-সুন্দর কাছে ।
 ভবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে
 "হেন গুরু কেবা আছে ॥

মনশাধিক

সিঁদে হে পথিক মন কোথা যাও একা ॥
 মের গহন বনে পাবে কার দেখা ॥

আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-পথ বর করি ধর ।
 সারি তব পরিহরি কার তত্ত্ব কর ॥
 অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেখে ।
 নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহে ॥
 স্বজন-সংহার-হীন নিরঞ্জন যেই ।
 অস্তের অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই ॥
 কুহুমে ঘেরূপ হয় গন্ধের সঞ্চার ।
 আত্মারূপে দেখে তিনি সেরূপ প্রকার ॥
 গো-রসে জন্মার স্নাত কর্মযোগ নানা ।
 আত্মারূপ পরমব্রহ্ম তত্ত্বে যায় জানা ॥
 যত্বপি বাসনা কর আপনার হিত ।
 আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত ॥
 ঘরের ভিতরে দীপ তন করে দূর ।
 অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর ॥
 মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন ।
 আত্মদ্বায়ে পাবে তবে আত্মদর্শন ॥
 ভাবের উদয় হয় প্রপন্নের মুখে ।
 শব্দহ সত্যোব সঙ্গী ভূত্য করে মুখে ॥
 কেবল আনন্দ করে মন অধিকার ।
 আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর ॥
 সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যায় হয় ।
 স্মৃতিময় ব্রহ্মজ্ঞান কুটিবার নয় ॥
 পক্ষিগণ দুই গন্ধ করিয়া বিস্তার ।
 গগনে বিশ্রাম করে যেরূপ প্রকার ॥
 বাগকের যেইরূপ নিজার প্রভাব ।
 যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব ॥
 তত্ত্বে বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে ।
 সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে ॥
 তোমার যেমন ভাব ভাব সেই ভাবে ।
 অবশ্য ভাবের বলে ব্রহ্মপদ পাবে ॥
 যেমন তেমন হয় তুর্কে নাই ফল ।
 জ্ঞানেরে করিয়া গন্ধে নিত্য-পথে চল ॥

শকুন্তলা

রাজা দুহস্যস্তের যুগয়াগমন

পূর্বকালে ছিলেন নৃপতি এক জন ।
 সুশীল সুধীর অতি পরম সুজন ॥
 পুরুবংশ-অবতংস পণ্ডিত ধীমান্ ।
 শাস্ত দাস্ত নিতাস্ত দ্ব্যস্ত অভিধান ॥
 ধনেতে কুবের সম রূপেতে মদন ।
 ভোজেতে তপন সদা প্রসন্নবদন ॥
 এক দিন সেই রাজা হয়ে কুতূহল ।
 চলিলেন যুগয়ায় গারে দলবল ॥
 রথ রথী সারথি পদাতি বহুতর ।
 অথ গজ সেনা সব কহিতে বিস্তর ॥
 প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য ভিতরে ।
 হেরিয়া কানন-শোভা মুনি-মন হয়ে ॥
 সমুখে হরিণ এক করে দরশন ।
 বধিতে তাহারে করে নিল শরাসন ॥
 বেগেতে চালায় রথ সারথি ধীমান্ ।
 তার পিছে নৃপতি ধরিয়া ধনুর্ধার ॥
 জ্ঞান হয় যেন হর কুরঙ্গ কারণ ।
 বাহুলতা বিস্তারিয়া করেন গমন ॥
 প্রাণভরে হরিণ পলায় বায়ুভরে ।
 ধবল কবল পড়ে ধরলী-উপরে ॥
 তীর, তারা, উৎপাত সম ছোটে হয় ।
 ক্রণমাঝ আর কিছু দৃষ্টি নাহি হয় ॥
 নিকটে হেরিয়া যুগ, ভূপতি তখন ।
 লক্ষ করিলেন তার বধিতে জীবন ॥
 হেনকালে আসি তথা তপস্বী দুজন ।
 হস্ত প্রসারণ করি করিল বারণ ॥
 “মহারাজ ক্রান্ত হও সংবরহ বাণ ।
 আশ্রমের যুগ এর নাহি বধ প্রাণ ॥
 অগ্নিভূল্য বাণ তব করিলে প্রহার ।
 তুলাংশি কুরঙ্গ, এ পুড়ে হবে ছার ॥
 কোথা বজ্রসম এই তোমার সারক ।

ভীক পরিজ্ঞাণে তব বাণের স্বজন ।
 অপরাধ দোষ-বিবর্জিত সেই জন ॥
 তারে শর-সন্ধান তো উচিত না হয় ।
 কৃপা করি সংবরণ কর মহাশয় ॥”
 ঋষির বিনয় বাস্তা শুনিয়া তখন ।
 প্রশমিত করিলেন শর সংবরণ ॥
 নেহারিয়া হরবিত হইয়া তাপস ।
 কহিতে লাগিল কথা পরম সরস ॥
 “পুরুবংশ অন্তবংশ তুমি জ্ঞানবান ।
 বিভা-বিনয়াদি সব গুণের নিধান ॥”
 হস্ত তুলি আশীর্বাদ করিল দুজন ।
 “চক্রবর্তী পুত্র তব হইবে রাজন্ ॥
 অতঃপর প্রস্থান করিব, আছে দূর ।
 যজ্ঞকাঠ আহরণে, এসেছি আমরা ॥
 ওই দেখ, মালিনী নামেতে স্রোতস্বতী ।
 কুলগুরু কথ হোথা করেন বসতি ॥
 অস্ত্র প্রয়োজন যদি না থাকে তোমার ।
 তাঁহার আশ্রমে কর আতিথ্য স্বীকার ॥”
 তাহা শুনি জিজ্ঞাসা করিল নরপতি ।
 “কথমুনি তথায় কি আছেন সম্প্রতি ॥”
 কহিলেন তাঁরা তবে হইয়া প্রসন্ন ।
 “সোমতীর্থ পর্য্যটনে গিয়াছেন কথ ॥
 কুলগুরু সকলের বসতি এ বনে ।
 রেখেছেন ওনদ্বারে অতিথি-সেবনে ॥”
 ভূপতি কহিল তবে করিয়া প্রণতি ।
 “তারে গিয়া দরশন করিব সম্প্রতি ॥
 মহামুনি কথ হন ভূবনে বিখ্যাত ।
 অবস্ত্র আমার প্রভা হইবেন জ্ঞাত ॥”
 তাহা শুনি ছই মুনি আশীর্বাদ করি ।
 কার্যসাধনেতে তবে করিল ত্রীহরি ॥

রাজার তপোবনে প্রবেশ

(গীত)

নিকুঞ্জে চলছে শ্রাম, প্যারী মরণনে ।

পীতাশ্বর দিয়া কটি, বেঁধেছ যতনে ॥

অগুরু চন্দন অঙ্গে, শোভিছে পরম রঙ্গে,

হেরিতেছ চারিদিক্, চঞ্চল নয়নে ।

বদন শরদরাকা, মন্তকে ময়ূর পাখা,

ঈষৎ হেলয় তাহা মলয়-পবনে ॥

মুখে মুহু মুহু হাসি, সবনে বাজাও বীণী,

ব্রজপুরবাসী হর, উপাসী প্রবণে ।

তুমি হে ত্রিভুজ হরি, ভ্রম কত রঙ্গ করি,

চিনিতে তোমায়ে নাহি, পায়ে কোন জনে ॥

অন্তঃপর নরবর পুলক অন্তরে ।

প্রবেশ করিল গিয়া কানন-ভিতরে ॥

সারথিরে সৰ্বোধিয়া কহিলেন ভূপ ।

“দেখ হে সারথি এক অপরূপ রূপ ॥

সম্মুখেতে তপোবন অতি সুশোভিত ।

পরিতর বিনা ইহা হুয়েছি বিদিত ॥

হিংসাহীন স্থান ইহা পবিত্র কানন ।

মৃগগণ অন্তরেতে করিছে ভ্রমণ ॥

রথের ঘোষণা অতি ভীষণ প্রবণে ।

তখাচ কুরঙ্গচর ভীত নয় মনে ॥

কোটর হইতে কত শুকলিঙ্গগণ ।

তরুতলে ধাত্তকণা করিছে ক্ষেপণ ॥

হরিণশাবকে স্রুখে কুশরাশি থার ।

বজ্রধ্বমে হইয়াছে বৃক্ষ শ্রামকায় ॥

হরিণত্বা, আমলকী বিভীতকী আর ।

স্থলে স্থলে শিলাতলে করিছে বিহার ॥”

ক্রমে ক্রমে পরিক্রম করি সেই স্থান ।

উপনীত ভূগতি আশ্রম-সন্নিধান ॥

গীতল মৃগরূপ মন্দ বহিছে সমীর ।

চঞ্চল হুয়েছে নীর তাহে সরসীর ॥

ভীরিতে ভরদ তার তরুতলে লাগি ।

পবিত্র করিছে বৃষ্টি হয়ে অমৃতাঙ্গী ॥

কমল কুমুদ কত ইন্দ্রিবর সুটে ।

ডাহক ডাহকী ডাকে খঞ্জনী খঞ্জন ।

সারস সারসী সব হৃদয়রঞ্জন ॥

রাজহংস হংসী ভালে জলের হিজোলে ।

বলাকা বিলাসে যেন কালমেঘকোলে ॥

সরোবর-শোভা হেরি মোহিত ভূপতি ।

সৰ্বোধিয়া কহিলেন সারথির প্রীতি ॥

“এই স্থানে রথ রাখ সারথি এখন ।

পদব্রজে তপোবনে করিব গমন ॥

ঋষির আশ্রমে যাব হইয়া বিনীত ।

রথ-আরোহণ তাহে না হয় উচিত ॥

সাবধানে রাখ তুমি অস্ত্র অলঙ্কার ।

শর ধনু মুকুট কুণ্ডল মণিহার ॥

যদবধি এই স্থানে নাহি আসি ফিরে ।

তদবধি জল দেহ ঘোটক-শরীরে ॥”

এই কথা বলি রাজা ত্যজি নিজ বেশ ।

কথের আশ্রমে গিয়া করিল প্রবেশ ॥

গত মাত্র দেখিলেন যত স্থলরূপ ।

বাহুসুষ্ঠি নৃত্য করে দক্ষিণ নয়ন ॥

মনে মনে ভূগতি করেন আলোচনা ।

কি লাভ হইবে নাহি হয় বিবেচনা ॥

পরম পবিত্র ইহা ঋষির আশ্রম ।

এখানেতে কি হেতু মনের ব্যতিক্রম ॥

অথবা বা ভবিতব্য অবস্থা তা হবে ।

ভবনে বা বনে তাহা সর্বত্র সম্ভবে ॥

এইরূপ নানারূপ চিন্তাকুল ভূপ ।

বনশোভা, হেরিছেন অপরূপ রূপ ॥

অদূরে তাহার মধিহুলবালাগণ ।

তরুমূলে করিবারে সলিলসিক্কন ॥

মৃগের কলস কক্ষে করিয়া কামিনী ।

আললে অবশ তনু মরণগামিনী ॥

ক্রমে ক্রমে করিলেন সেই দিকে গতি ।

বেই দিকে বসি পুরুষংগ-নরপতি ।

নিরখিয়া নৃপতি ভাবেন মনে মনে ।

হুল্লভ বেক্ষণ রূপ রাজার ভুবনে ॥

ঋষির আশ্রমে তাহা হেরিবারে পাট ।

বিধির কি বিধি হার-বলি হারি যাই ॥

যথা উজ্জানের ফুলে লোকে যত্ন করে ।

বনফুল সৌরভে গৌরব তার হয়ে ॥

এত ভাবি ভূপতি বসিল সেই স্থলে ।

রাজার শকুন্তলা-দর্শন

(গীত)

যোগিনী সেজেছ রাখে, শ্রামের কারণ ।

ধূলি ছলে অঙ্গে ভব, বিভূতি লেপন ।

চাক জটাছুট বেণী, যেন ভূজঙ্গিনীশ্রেণী,

কণ্ঠেতে মুকুতাশ্রাং, বজ্রাক্ষ-ভূষণ ।

বসন বাধের ছাল, সুগন্ধার হাড়মাংস,

বিরাজে জ্বরমাঝে কিবা সুশোভন ॥

হর নাম পরহরি, মুখে কিন্তু হরি হরি,

বসিয়াছ সার করি বৃষ্টি ধরাশন ।

এ বেশ হরিয়া তব, কত শত মনোভব,

রতি-মহা মদ্য করে, আখি বরিষণ ;

কথ-কল্পা শকুন্তলা, নিম্নি রূপ ইন্দুকলা,

কমনীর কক্ষেতে কলস ।

অনুহরা প্রিয়বদা, সঙ্গে হই মথী সদা,

তিনজনে সমান বয়স ॥

গজগতি-জিনি গতি, যেন রমা রম্ভা রতি,

বৃক্ষবাটিকাতে উপনীত ।

মনে মহা কুতূহল, তরুণলে দিতে জল,

করিলেক আরম্ভ স্বরিত ॥

হাসি অনুহরা বলে, “ওলো সখি শকুন্তলে,

আমি বুঝিয়াছি ইহা সার ।

তুমি যে কথের মেয়ে, জান হর তোমা চেয়ে,

আশ্রমশাশন প্রিয় তাঁর ॥

নব মালিকার অণু, তোমার কোমল তরু,

অমল কমল লাজ পায় ।

এ সব জানিয়া তিনি, করি বালা-তপস্বিনী,

রেখেছেন বৃক্ষের সেবার ॥”

শকুন্তলা শুনি কয়, “শুধু পিতৃ-আজ্ঞা নয়,

ইত্যাদের সেবার কারণ ।

আশ্রমের তরু বত, হয় সহোদর মত,

সকলেতে স্নেহের ভাজন ॥”

প্রিয়বদা কহে পুন, “সখি শকুন্তলা শুন,

এই দেখ যত তরুকুল ।

ইহাদের জল-ধান,

অতঃপর স্থানান্তর গিয়া ।

কুম্ভম সকল পাত,

করে যে বৃক্ষমাত,

আসি তায়ে সলিল সিংহাসন ॥

যতপি না পাই ফল,

কি চাহে তাহার ফল,

তাহে কিছু প্রয়োজন নাই ।

স্বার্থহীন ঘেই কর্ম,

সে হয় পরম ধর্ম,

সাধু মুখে তুনিবারে পাই ॥”

নিকটে দ্রব্ধ ভূপ,

নয়ন নিরখি রূপ,

মনে মনে মানি চমৎকার ।

করিছেন আলোচনা,

বুঝি এই শুলোচনা,

শকুন্তলা ললনার সার ॥

এমন শরীর মাঝে,

কল কি কতু সাজে ?

কেমন কঠিন কথ ২

বসন ভূষণ বিনা,

পও এ নবীন,

স্বভাবে প্রভাবে শোভা ॥

কমল শৈবাল সঙ্গে,

শোভা পায় যেন রঙ্গে,

শরাকে কলক শোভমান

সেইরূপ এই বালা,

রূপে দিগন্তের আলো,

তথাপি বঙ্গল পরিধান ॥

স্বভাবে শূন্যর বায়া,

বিনা সারের তার,

কি না ভূষণের ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

যথা এই ললনার,

নাই কিছু উপহার,

তবু অঙ্গে বনকুল পরে

এ দিকে কথের কল্পা,

কামিনীর অগ্রগণ্যা,

করিতেছে সলিল লিখন ।

কৌতুককলাপ ছলে,

মথী সম্বোধনে বলে,

“সহচরি, কর দরশন ॥

সুধীর সমীরভরে,

সহকার তরুবরে,

সকালন করিছে শাখার ।

অসুমান হয় হেন,

অসুখি সঙ্কেত যেন,

নিকটেতে ডাকিছে আমায় ॥”

শকুন্তলা এত বলি,

ক্রতগতি গেল চলি,

সহকার তরুবর তলে ।

প্রিয়বদা নিরখিয়া,

শকুন্তলা সম্বোধিয়া,

পরিহাস করি তবে বলে ॥

“তোমারে হেরিয়া নই,

সহকার তরু ওই

মুক্তলজা সহিত মিলিল ।

পরিহাসে, শকুন্তলা মুগ্ধ হাসে,
বলে "সখি, তুমি প্রিয়বৎসা ।
প্রায় সম্ভাষণ, রূপ প্রিয় দরশন,
প্রিয়লাপে কাল হর সব ।"

সখীগণের সহিত শকুন্তলার

কথোপকথন

(গীত)

ভব না শ্রীযতী, ত্রাণ আশিবে নিকুন্তবনে ।
বা-প্রাণে বাঁধা হরি, জানে ইহা ত্রিভুবনে ॥
বা কপে রাধা, রাধা শ্রীমাক্ষের আঁধা,
ধিতে রাধায় কোন, বাঁধা নাহি মান মনে ॥

পুতি শ্রবণ করি, প্রিয়বৎসা বাণী ।
নে মনে অতিশয় পরিতোষ মানি ॥
লিলেন 'প্রিয়বৎসা তাল বলিয়াছে ।
শকুন্তলা রূপ তরু শোভা করিয়াছে ॥
নবীন পল্লব সম, অধর সুন্দর ।
যৌবনকুসুম তাহে, অতি মনোহর ॥
ব্যাপিরাছে শরীরের সমুদয় স্থল ।
হেরি মন মধুকর, বিবন চকল ॥
শকুন্তলা সখোদ্বিগ্ন, অনহরা বলে ।
"নব-মালিকার গ্রন্থ হের শকুন্তলে ॥
বয়ংবরা হয়ে বেন, করি পরিণয় ।
সহকার তরুবারে করেছে আশ্রয় ॥"
শকুন্তলা গেল নব-মালিকার পাশ ।
নয়নে নিরখি রূপ জ্বরে উজ্জ্বল ॥
ডাকিয়া বলিল, "সখি, কর দরশন ॥
স্থল-ফলে হইয়াছে এরা সুশোভন ॥"
প্রিয়বৎসা হাসি অনহরা প্রতি কর ।
"মালিকারে শকুন্তলা, কি হেতু সদয় ॥"
নে কহিল "আমার, বুদ্ধিতে নাহি আসে ।
কেন শকুন্তলা এরে, এত ভালবাসে ॥"
প্রিয়বৎসা বলে তবে "বলি তুমি সই !
শকুন্তলা নখীর মনের কথা কই ॥
বিয়ছে না রহে তার সুস্থির পরাণ ।
মনে মনে শকুন্তলা করে অহমান ॥
মালিকা পেয়েছে বখা মনোমত্ত পতি ।

এই হেতু উহাতে এক্ষণ প্রশ্রয়িনী ।
রেখেছে উহার নাম কাননতোষিণী ॥"
শকুন্তলা বলে, "তাহা নহে কথোচন ।
ইহা শুধু তোমার মনের আকিঞ্চন ॥"
নিকটে মাধবীলতা হেরিয়া নয়নে ।
শকুন্তলা পুনঃ বলে সখী সখোদ্বিগ্নে ॥
"মাধবীলতার নব হয়েছে মুকুল ।
জ্ঞান হয় অবিলম্বে ফুটিবেক ফুল ।"
প্রিয়বৎসা বলে তবে করিয়া প্রকট ।
"তোমার হয়েছে সই বিবাহ নিকট ॥"
শকুন্তলা শুনি তবে বলিল তখন ।
"এ সব তোমার সখি প্রলাপ-বচন ॥"
প্রিয়বৎসা বলে, "সখি, এ কথা স্বরূপ ।
তাত কথ-মুখেতে শুনেছি এইরূপ ॥
মাধবীলতার যবে হইবে মুকুল ।
ফুটিবে তখন তোমার বিবাহের ফুল ॥"
অনহরা হাসিয়া বলিল তার পর ।
"মাধবীলতার তাই এত সমারম ॥"
শকুন্তলা বলে, "সখি, তাহা কত নয় ।
আমার মাধবীলতা ছোট-বুন হয় ॥
তালবাসি আমি এরে তাহার কারণ ।
তোমরা আবার বল এ কথা কেমন ॥"

শকুন্তলার বৃক্ষে জলশেচন

শকুন্তলা পরে, পুলক অন্তরে,
আরজিল দিতে জল ।
কক্ষতে কলস, যৌবনে অঙ্গল,
তরু কটি সুবিমল ॥
মাধবীলতার, আঁছরে বখায়,
চলিল তথায় বালা ।
রূপের নিধান, বস্কল পিধান,
গলে বনফলমালা ॥
বৃক্ষে জলশেচ, করিবারে এক,
লেগেছিল অলি গায় ।
অমনি ভ্রমর, উড়িয়া লক্ষর,
শকুন্তলা প্রতি ধায় ॥
বনমণ্ডল, প্রফুল্ল কমল,
হইল তাহার জ্ঞান ।

করিয়া বাক্য, ধায় হরাচার,
 করিবারে মধুপান ॥
 শকুন্তলা তারে, হস্তে বারে বারে,
 করিতেছে নিবারণ ।
 তথাপি হর্জন, করিয়া তর্জন,
 করে প্রায় আক্রমণ ॥
 হেরি শকুন্তলা, হইয়া উতলা,
 উচ্চস্বরে ডাকি কহে ।
 “ওলো লহচরি, এসো বরা করি,
 বস্ত্রণা আর না সহে ॥
 এক মধুকর, বিষম বর্কর,
 ধাইয়া আমার প্রতি ।
 করিছে লীড়ন, না মানে বারণ,
 রক্ষা কর লীঙ্গগতি ॥”
 তবে হই সখী, সেরূপ নিরখি,
 হাসি বলে “শুন সহ ।
 রাখিতে তোমারে, অস্ত্র নাহি পারে,
 হস্তত ভূপতি বই ॥”
 সত্য হার, ধনী করহার,
 দিয়া নিবারণ করে ।
 বলে “আরে মর, তবু বে ভ্রমর,
 আসে গুণ্ণ গুণ্ণ করে ॥”
 শকুন্তলা পরে, সন্মুখ করে,
 বলে “সখি রাখ প্রাণ ।”
 তবু তারা হাসে, বলে মূহ ভাবে,
 “হৃদয়ে করহ ধ্যান ॥”
 ভূপতি তখন, করিয়া শ্রবণ,
 করিলেন অনুমান ।
 এই সুযোগেতে, পিয়া নিকটেতে,
 করি পরিচয় দান ॥
 কিন্তু আমি ভূপ, বচন একরূপ,
 বলিতে বাসনা নয় ।
 অমাত্য রাজার, অস্ত্র কিছু আর,
 বলি দিব পরিচয় ॥
 এত ভাবি মনে, সন্মুখ-গমনে,
 তাদের সম্মুখে গিয়া ।
 গভীর বচনে, কস্তা তিন জনে,
 কহিলেন সোধিয়া ॥
 “হৃদয় ভূপাল, হরাস্তায় কাল,

হেন কে দুর্ভাগি, যাবি-কস্তা প্রতি,
 অহিত আচার করে ॥”
 কস্তা তিন জনে, যুবক রাজনে,
 চকিত-নয়নে দেখি ।
 বিষম অন্তর, সংবরে অধর,
 চিন্তা করে সবে এ কি ॥
 অশ্রু বিলসে, বৈধব্য অবলসে,
 শ্রিয়ংবদা শ্রবননা ।
 বলে “মহাশয়, হেন কিছু নয়,
 বড় কোম কুণ্ডলনা ॥
 মধুপানে পুষ্ট, অগ্নি এক হুট,
 করে আসি আক্রমণ ।
 তাহাকে নিরখি, আশাদের সখী,
 হইছিল ভীতমন ॥”
 শ্রিয়ংবদা বলে, “সখি শকুন্তলে,
 অর্ঘ্যপাত্র এস লয়ে ।
 অতিথি-সেবনে, আছহ এ বনে,
 পিতৃ-আজ্ঞা শিরে ব’য়ে ॥”
 অনন্য কহে, “উচিত এ নহে,
 বসো তুমি মহাশয় ।
 সন্তাপ সংহার, শ্রান্তি দূর
 রবিপ্রভা অতিশয় ॥”
 ভূপতি তখন, করি সোধন,
 কহিলেন কস্তাগণে ।
 “তাজ জলসেক, হেথা যুহুর্ভেক,
 এস দেখি তিন জনে ॥”
 রাজার বচন, করিয়া শ্রবণ,
 আসিয়া কামিনীগণ ।
 বলিয়া তথায়, প্রশয়িনী প্রায়,
 আরম্ভিল আলাপন ।

(গীত)

ওই দাঁড়য়ে কে বাঁকা ত্রিতল ।
 হেরে হানিছে খর শর অনল ॥
 আহা এ কি অপকূপ, শশধর রসকূপ,
 বোবন-জলধি রূপ তাহে রূপ-ভরক ।
 গরুরী আমার হিয়া, তাহাতে পলিল পিয়া

দীকারে, বল কেবা গৃহে রবে,
হবার তাই হবে হেরিবে সে শ্রীঅঙ্গ।
হল মান, কিবা তার ধরিমাণ,
নাহি করি মান, কোথা তার প্রণয়।

ত কাছে বসি কথা তিন জন।
করিল তবে ইষ্ট আলাপন।
গা-রূপরাশি হেরিয়া রাজার।
উদয় আসি মননবিকার।
নে এইরূপ ভাবিল তখন।
পবিত্র এষ্ট ধর্মের কানন।
ন আমার দশা কি হেতু এমন।
ত না পারি কিছু ইহার কারণ।
কে বা কোন জাতি কোথায় নিবাস।
বারে হয়েছে হৃদয়ে অভিলাষ।
ত কহেন কথা করিয়া সজ্জন।
জন তোমরা সমান বরংক্রম।
হেতু তোমাদের প্রণয় এমন।
বিশ্ববর্ষে যেন হয়েছে মিলন।
হ্যাঁ প্রিয়ংবদা কহে পরম্পর।
প পুরুষ নহে নয়নগোচর।
হউক হৃদয়ে হয়েছে কুতূহল।
গমহ পরিচয় বিলম্বে কি কল।
হ্যাঁ বলে, "ওহে! পুরুষ-রতন।
নাম তোমার বল কোথা নিকেতন।
ভবে বুঝি হবে কোন নৃপবর।
ন দেশ করিয়াছ বিরহে কাতর।
মল-শরীর তুমি অতি শুকুমার।
টন পরিশ্রম কি হেতু স্বীকার।
নয়া ভূপতি হন চিন্তিত-হৃদয়।
বলিয়া ইহাদের দিব পরিচয়।
প্রকারে আপনারে করিব গোপন।

কিং ভাবিয়া তবে বলেন তখন।
স্বস্ত রাজার আমি মজীর প্রদান।
সিয়ারাছি দেখিবারে এই পুণ্যস্থান।
নিয়া জীবৎ হাসি অননুয়া কর।
ধর্মের ইহা বড় ভাগ্য মহাশয়।
খিতেছি আপনারে সর্বগুণাধিত।

এইরূপ উভয়ে হতেছে আলাপন।
অননুয়া সখী আর হৃদয় রাজন।
শকুন্তলা লাবণ্য নিরখি নৃপবর।
হৃদয়ে হানিল তাঁর অনঙ্গের শর।
ভূপতির রূপ তবে হেরি শকুন্তলা।
বতিপতি-নাগে অতি হইল উত্তলা।
উভয়ে মোহিত হয়ে উভয়ের রূপে।
উভয়ে মগন মন মদনের কুণে।
অননুয়া প্রিয়ংবদা উভয়ে তখন।
বুঝিতে পারিয়া সেই উভয়ের মন।
গোপনে কহিল তবে শকুন্তলা প্রতি।
"তাত কথ উপস্থিত থাকিলে সংপ্রতি।
যে কিছু সম্ভব তাঁর করিয়া প্রদান।
রক্ষা করিতেন এই অভিধির মান।"
শকুন্তলা তাহাদের শুনিয়া বচন।
কাল্পনিক কোপ করি বলিল তখন।
"তোদের কথায় আমি নাহি দিব কান।
এ স্থান হইতে করি স্বস্থানে প্রস্থান।"
শকুন্তলা বুঝান্ত জানিতে সবিশেষ।
কুতূহলী হয়ে তবে হৃদয় নরেশ।
কহিতে লাগিল ভূপ সখী সযোথনে।
"জিজ্ঞাসিতে কোন কথা ইচ্ছা হয় মনে।"
অননুয়া বলে, "ইহা অসুগ্রহ অতি।
জিজ্ঞাসা করন হয়ে অসম্বোচমতি।"
রাজা কন, "কথ কোমারেতে ব্রহ্মচারী।
জনম অবধি কভু নাহি তাঁর নারী।
কিন্তু তোমাদের সখী তনয়া তাঁহার।
এই হেতু হইয়াছে সন্দেহ আমার।
ইহার বিশেষ যদি বুঝাও আমার।
শ্রবণেতে আমার সংশয় তবে যায়।"
ভূপতির এইমত শুনিয়া বিনয়।
অননুয়া শকুন্তলা-জন্মকথা কর।

শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত।

স্থলিত স্তম্ভারবে, অননুয়া বলে তবে,
"নিবেদন কর অবধান।
লোকমুখে কথা শুনি, বিশ্বামিত্র নামে সুনি,
হইলেন ভগ্নপ্রদান

ইজের হইল ভয়, কি জানি ইজের লয়, সন্তোষেতে কত কাল, করিলেন পত কাল
 কেন যুনি হেন তপ করে। মেনকা হইল গর্তবতী।
 এত ভাবি হুহুপতি, চিন্তিত হইয়া অতি, পূর্ণ হলো দশ মাস, পূর্ণ করি অভিল্লাষ
 যুক্তি করি লইয়া অমরে। প্রাণবিলা কত রূপবতী।
 পাঠাইল মেনকারে, ধ্যান ভক্ত করিবারে, বকার্য সাধন করি, অমরী যতন ধরি,
 মেনকা আইল ধরাপর। হুহুপতী করিল প্রস্থান।
 গোমতী নদীর তীরে, উপনীত ঘীরে ঘীরে, অরণ্যে রহিল কভে, এক নিঃশেষে জ্ঞে,
 যথা বিধামিত্র ঋষিবর। না হেরিল এমন পাষাণ।
 মমনে সহায় করি, মোহিনী মুরতি ধরি, নাহি ভণা নারী নয়, হিংস্র বহুতর,
 পাতিল বিধম মায়াজাল। একাকিনী রহিয়াছে পড়ি
 বলন্ত সামন্ত লয়ে, তথা এল দ্রুত হয়ে, গভাই প্রমুখা বালা, রূপে বহুতর
 করন্তলে খর করবাল। সেইখানে বার গড়াগড়ি।
 ফুটিল যতক ফুল, ছুটিল ভ্রমরাকুল, মৈবের কিরূপ গতি, ফলত ভিত্তি অতি,
 উঠিল সমীর স্তম্ভিতল। তথা এক শকুন্ত আসিয়া।
 ফুটিল কামের বাণ, টুটিল বিরহি-প্রাণ, রক্ষে করে বক্ষে নিয়া, পক্ষ দিয়া প্রাণিণি,
 লুটিল লোকের বুদ্ধি-বল। যেন নিজ সন্তান ভাবিয়া।
 ভালে বসি পিকবরে, কুহবরে গান করে, তাত কথ সেই বনে, ফল সুখ বহুতর,
 গুণ গুণ গুঞ্জরিছে অলি। দৈবযোগে বুঝি গিয়াছিল।
 মল্ল মল্ল গন্ধবহে, স্রমধুর গন্ধ বহে, দেখি সন্ত প্রমুখায়, গৃহে আনি বহুতর,
 বিকসিত কুহুমের কলি। বহু বয়ে পালন করিল।
 শশীর শীতল কর, অতিশয় সুখকর, মেনকা সখীর মাতা, কথ মহু পাতি,
 স্পর্শে করে হর্ষের বিধান। পিতা বিধামিত্র তপোধন।
 সংযোগের মহাভুখ, হেরি প্রিয়জনমুখ, ———
 বিরোগীর বিরোগে পরাণ।
 নিশির কি কব শোভা, ঋষির মানসে লোভা, প্রিয়ংবদার সহিত রাজার
 শিশির অমিয় বরিষণ। কথোপকথন
 মেনকা এমন কালে, বিস্তারিল মায়াজালে, শকুন্তলা-জন্ম-কথা ভূপতি শুনিয়া।
 ধরিতে বুনিয় মীন-মন। পবন সঘন বহে, কহিল বচন ভবে জৈব হাসিয়া।
 পবন সঘন বহে, অঙ্গে না বসন রহে, “যে কথা বলিলে তুমি এ কথা শিখয়।
 দূরে গিয়া অন্তরে পড়িল। দূরে গিয়া অন্তরে পড়িল। মানবীতে এত রূপ সম্ভব কি হয়।
 আকুল হইয়া প্রায়, হুহুপ ধরিতে ধায়, রজাকর বিনা রক্ত কে করে প্রাণব।
 মুনিবর নরনে হেরিল। হেনকালে পঞ্চাশর, শশধরে ধরাধরে না হয় সম্ভব।”
 হেনকালে পঞ্চাশর, পেয়ে নিজ অবসর, ভূপতির এই কথা করিয়া ভ্রমণ।
 প্রহার করিল ফুলশর। বিষম ব্যাধিত অঙ্গ, শকুন্তলা লাজে হেঁট করিল বদন।
 বিষম ব্যাধিত অঙ্গ, সমাধি করিয়া ভক্ত, জৈব হাসিয়া পুনঃ প্রিয়তমা কথ।
 অঙ্গের মাতিল ঋষিবর। বাগে দিয়া জলাঞ্জলি, “আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন মহাশয়।”
 হয়ে বহা কুতুহলী, মেনকারে করেন বিহার। ভূপতি বলেন, “যদি পাইলাম আশা।
 ইহাঙ্কপে ক্রমে ক্রমে, পড়িয়া লক্ষ্যায়ত্তনে,

দর সবী কি হইয়া তপস্বিনী ।

গণের সঙ্গে, হবেন হরিশী ।

বাবং নাহি, হইবে বিবাহ ।

দন ব্রত, তপ, নিয়ম নির্বাহ ।

দদা বলে তবে, "শুন মহাশয় ।

কল্প করেছেন, প্রভিজ্ঞা নিশ্চয় ।

প পাত্র না হইলে সংঘটন ।

না বিভা না দিবেন কদাচন ।

। ভূপতি অতি, প্রকুল-দয় ।

নে এইরূপ, করিল নিশ্চয় ।

দ সংশয় ছিল, তাহা হ'লো দূর ।

লালাভে যত্ন করিব প্রচুর ।

রাহিলাম বারে জলন্ত অনল ।

হইল সেই রতন শীতল ।

লা শুনি সব, সখীর বচন ।

নিক ক্রোধ করি, কহিছে তখন ।

দান হইতে শীঘ্র, করিয়া প্রেহান ।

নে যাইয়া তবে, করি অবস্থান ।

নে আমার থাকা, উচিত না হয় ।

দান পরিত্যাগ, করিব নিশ্চয় ।

এই প্রিয়ংবদা পাগলের মত ।

গিছে, তাই মুখে বলিভেছে কত ।

মৌ পিসীকে আমি, দিব সব ব'লে ।

বলি শকুন্তলা, ক্রোধে যায় চ'লে ।

হয় বলে "সখি, অজায় তোমার ।

গিত জনে নাহি, অতিথি-সংকার ।

যারে আতিথ্যভার, দিয়াছেন পিতা ।

আতিথ্যেরী তুমি কথের দ্বিতীয়া ।

শকুন্তলা বান না মানি বারণ ।

ংবদা গিয়া তাঁরে, ধরিল তখন ।

"ছকলীয়া জল বাহা তুমি ধার ।

শেষ না করিলে যাইতে না পার ।"

তি বলেন-বাক্য, "শুন মুনিস্বতা ।

শ্রমে ইনি হয়েছেন ক্লেশবৃত্তা ।

নিকি হয়েছেন, ক্লান্ত অতিশয় ।

কীর কষ্টদান উচিত না হয় ।

মি করিলাম নিজ, অদুরী দান ।

। হ'তে ইনি পাইলেন পরিজ্ঞান ।"

বলি খুলি সেই, অদুরী আপন ।

শকুন্তলার ভাবদর্শনে রাজার বিতর্ক

(গীত)

কোথা যাবে বল রাধে, স্ত্রীম পরিহারি ।

কটাক্ষে যে তব মন লইয়াছে হরি ।

যে হেরেছে একবার, ভুলিতে কি পারে আর,

নিরত নিকটে তার প্রণয় প্রেরী ।

তোমার চাতুরী বত, হইয়াছি অবগত,

ছলাকলা করি কত, ভুলাইবে হরি ।

হেনেছে কুহ্ম শরে, ধৈর্য নাহিক ধরে,

কেমন করিয়া বরে রহিবে শ্রীহরি ।

লোকলাজে হানি বাজ, স্বরাপর কর কাণ,

হেরিব সে ভ্রমরাক্ষ লাবণ্যলহরী ।

অদুরীর মধ্যেতে বৃত্তি নামাকর ।

মহারাজ বীরাক্ষ হুয়ন্ত নৃপবর ।

অনুগ্রহ প্রিয়ংবদা করিয়া পঠন ।

উভয়ে উভয় মুখ করে নিরীক্ষণ ।

দানকালে ভূপতির নাহি ছিল মনে ।

আত্মপ্রকাশের ভয় ভাবিয়া এক্ষণে ।

কহিতে লাগিল তবে করিয়া চলনা ।

"নাম দেখি মিছা কেন ভাবিছ ললনা ।

রাজমহী আমি রাজপসাদভাষন ।

পুত্রদার দিয়াছেন জগন্ত রাজন ।"

প্রিয়ংবদা ভূপতির চলনা বুঝিয়া ।

কহিল বচন তবে সিবং হাসিয়া ।

"ইহা যদি হয় রাজপ্রসাদের চিহ্ন ।

অন্তরে না শাজে ইহা মহাশয় ভিন্ন ।

আপনার আজ্ঞা হ'লে কেবা থাকে ঋণী ।

অতঃপর ঋণমুক্ত হইলেন ইনি ।"

শকুন্তলা প্রতি দৃষ্টি করি তার পরে ।

হাসিয়া কহিল তবে স্তম্ভুর স্বরে ।

"অতঃপর শকুন্তলা করহ প্রেহান ।

ঋণ হ'তে তুমি পাইয়াছ পরিজ্ঞান ।

শকুন্তলা মনে মনে লাগিলা কহিতে ।

"ইহারে ছাড়িয়া আমি নারিব রহিতে ।

পঞ্চশর নিজ শর করিয়া প্রেহান ।

চলিতে অচল পদ অবশ শরীরে ।
 ইহারে হেরিয়া বসে যেতে নারি কিরে ॥
 প্রিয়ংবদা প্রতি তবে বলিল তখন ।
 “যাই বা না যাই ইচ্ছা আমার যেমন ॥”
 শকুন্তলা-রূপরাশি পীুষ সমান ।
 ভূপতির নয়ন-চকোর করে পান ॥
 নয়নে নয়নে দৌহে হইলো সজত ।
 মনে মনে বিতর্ক করেন রাজা কত ॥
 “ইহারে দেখিয়া মন হয়েছ মোহিত ।
 হইয়াছি একেবারে চৈতন্তরহিত ॥
 ইহার আমার প্রতি কিরূপ মনন ।
 বুঝিতে না পারি কিছু দেখিয়া লক্ষণ ॥
 আলাপন কিছু নাহি করে আমা সনে ।
 দেখে চাক্রে বিধুমুখ বিনোদ বসনে ॥
 কিন্তু যে সময়ে আমি কোন কথা বলি ।
 একমনে শুনে সব হয়ে কুতূহলী ॥
 নয়নে নয়নে যদি হয় সজ্ঞটন ।
 অমনি ফিরায়ে লয় সুধাংশুবিন ॥
 কিন্তু অস্ত্র দিকপানে নাহি বড় চায় ।
 অস্ত্রপ্রায় আমারে দেখিতে যেন চায় ॥
 এই সব লক্ষণেতে অবস্থা সন্তবে ।
 আমা প্রতি রসবতী অকুল হবে ॥
 অথবা আমার চিতে বিভ্রম-বিসাস ।
 যাহা হ’ক কোনরূপে জানিব নির্যাস ॥”

রাজার তপোবনসমীপে শিবির সন্নিবেশ

কস্তাঘর সনে ভূপ, এইরূপ নানারূপ,
 কোতুকে করেন আলাপন ।
 ছেনকালে সেইখানে, তপোবন-সন্নিধানে,
 শক এক হইল ভীষণ ॥
 “ওহে বনবাসী জন, শাস্ত্রমতি ধর্মিগণ,
 তপোবন রাখহ যতনে ।
 ভূপতি হৃদয় রঙ্গে, সৈন্তসামন্তের সঙ্গে,
 এসেছেন যুগ্মা-কারণে ॥
 রথ দরশন করি, বনে এক মন্ত করি,
 আতঙ্কে শঙ্কিতচিত হয়ে ।

প্রবেশিছে তপোবন, করি ঘোর পরজন,
 করিণী করত লগ্নে লগ্নে ॥”
 শবণেতে নরপতি, হইয়া বিবর্ণ অতি,
 ভাবেন কি আপদ বাটিল ।
 অমুখ্যারী লোকগণে, আসি মম অঘেয়ণে,
 আশ্রমের পীড়া জন্মাইল ॥
 আরণ্য গজের কথা, কর্ণেতে শুনিয়া তথা,
 কস্তাগণ শঙ্কিত হইয়া ।
 বলিলেন “মহাপতি, শীঘ্র কর অমুখ্যতি,
 কুটারে প্রবেশ করি গিয়া ॥”
 ভূপতি কহিল তবে, কুটারেতে যাও সব,
 আমি গজ করি নিবারণ ॥
 নতুবা তপস্বীগণে, পীড়া পাইবেক মনে,
 মিছামিছা আমার কারণ ॥”
 কস্তাঘর তার পরে, স্বহাশনেতে বেগভরে,
 প্রস্থান করিল স্মারিত ।
 কহি গেল ভূপতির, “দেখা যেন হয় কিরে,
 আত্যা না হইল উচিত ॥”
 শকুন্তলা বায় বায়, পাছে কিরে কিরে চায়,
 ভূপতির করে নিরীক্ষণ ।
 বলে “ওগো সহচরি, কুশাকুর কুটে রি,
 নাহি পারি করিতে গমন ॥
 কুরুবক-শাখা পাশ, বাধিল ক’ বাস,
 একটুকু রহ ওইখানে ॥”
 এত বলি ঘন ঘন, ভূপ করি দরশন,
 বিখিল কটাক্ষরূপ বাণে ॥
 হেরি শকুন্তলা-রূপ, মোহিত হৃদয় ভূপ,
 মদন-দহনে দহে দেহ ।
 নগরে যাইতে তাঁর, অমুখ্য নাহি আর,
 নাহি মনে পরিজন গেহ ॥
 অন্তঃপুর সেই স্থানে, তপোবন-সন্নিধানে,
 করিলেন শিবিরস্থাপন ।
 শকুন্তলা-রূপ ধ্যান, শকুন্তলা-রূপ জ্ঞান,
 নাহি আর অস্ত্র আলাপন ॥*

* কবি ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই ।

সাক্ষদ-মঙ্গল

গী-প্রসঙ্গ গিরিরাজের প্রতি

মেনকার খেদোক্তি

ন হেরিয়ে তারা, তারাকারা করে ধারা,
ধরেন্দ্র-বাদা, শোক সারা শয্যা হ'তে
উঠিল ।

দয়া ব্যাকুলা রাণী, মুখে নাহি সরে বাণী,
হানি পদ্মপাণি, গিরির নিকটে শ্রীর
ছুটিল ॥

সঙ্গে ছুটে নাগী, ভয়ে কাঁপে ঝরবানী,
দূর সমীপে আসি, যোদন-বদনে রাণী
কহিলে ।

হেরে উমার মুখ, নাহি সুখ একটুকু,
হুখে ফাটে বুক, দিবানিশি খেদে তম
দহিলে ॥

ধন্য হয় দেহ, হুহিতারে আনি দেহ,
বিনে নাহি কেহ, ভেবে মন স্থির নাহি
রহিলে ।

মার কঠিন প্রাণ, না' হ কোন প্রাণিধান,
দীর্ঘ হইত প্রাণ, পাষণ বলিয়া শুধু
সহিলে

মন কর্ত্তের সূত্র, সলিলে ডুবিল পুত্র,
মার সমান কুত্র, অভাগিনী বুঝি আর
নাই হে ।

বে মাত্র এক কন্তে, মা বলিতে নাহি অন্তে,
এক দিবসের জন্তে, সে মুখ দেখিতে নাহি
পাই হে ॥

দাই স্বভাবে মন্ত, না লও উমার তন্ত,
বোহু কি গুচ তন্ত, কি কহিব তুমি হও
বানী হে ।

অল পাষণ অতি, পাষণ পাষণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি ক্ষেতে নারি

হুহিতা হুহিনী যার, বেঁচে কিবা সুখ তার,
রাজ্য হোক ছারখার, কিছুতে না সাধ আছে
আর হে ।

শিবের সম্পদ বল, নাহি জোটে অন্ন জল,
আহার খুজরা কল, বিষদল বাসস্থল
সার হে ॥

অমি লাগা ভার্ণ ভাল, নাম কাল কাল্ কাল,
নাহি মানে কালাকাল, চিরকাল সুখে কাল,
কাটে হে ।

এক ভাবে সদা আছে, তৈরব বেতাল পাছে,
তাহাদের কাছে কাছে, তালে তালে নাচে
ঠাটে হে ॥

এ কি পাপ নাই তাপ, ভূষণ বনের সাপ,
কোথা মাতা কোথা বাপ, ভাই বন্ধু বুঝি সব
ম'রেছে ।

গৃহ যোত্র গোত্র গাঁই, কিছুই ঠিকানা নাই,
বিষয়ের মধ্যে ছাই, একেবারে তাই নার
করেছে ॥

পরিধান ব্যাত্রহাল, শিরে কটা জটাঞ্জাল,
চক্ষু লাল মহাকাল, আপনি বাজার গাল
সুখে হে ।

দারুণ পাগল শূলী, স্বক্কেতে তিকার গুলি,
হুহাতে মড়ার গুলি, আগম নিগম প্রোক
পড়ে মুখে মুখে হে ॥

কি বলিব বিখাত্য, বিড়ম্বিল জামাত্য,
ভাসাইল হুহিত্য, দারুণ হুথের সিদ্ধ-
জলে হে ।

শিতামহ বল যারে, শিতামহ বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ দেবতারে, কি দেখিলা দেবদেব
জলে হে ॥

ভুল্য বোধ রাগারাগ, স্তবে নাহি অহরাগ,
কুবাক্যে না করে রাগ, ভালমন্দ কিছু নাহি
জানে হে ।

আশানে মশানে যায়, তুত প্রেত সঙ্গে যায়,
ছাই ভস্ম মাথে গায়, কাঁদে হাসে হরিগুণ-
গানে হে ॥

রাগী যত বাণী ভাষে, মনের আক্ষেপ নাশে,
অজিনাথ স্তনে হাসে, অবিত্যার অবজ্ঞা
দ্রিশানে হে ॥

প্রভাব প্রকাশে দিবা, এক আত্মা শিবশিবা,
রাগী তা বুঝিবে কিবা, সার মর্ম বেদে নাহি
জানে হে ॥

সম বোধ শিবা শিব, যার নামে তরে জীব,
আমাতা সে সন্নাশিব, মহামান্ড দেবদেব
অগ্রভাগে হে ॥

হেসে কহে গিরিবর, মেনকা বচন ধর,
শিবনিষ্ঠা তবে কর, দক্ষদত্ত মনে কর
আগে হে ॥

রাগীর দ্বিতীয় খণ্ড

বিগতা বামিনী কালে, মহীধর মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী ॥

উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুখ আছে দিবানিশি ॥

নিরাধারা সুখতারা, চক্রে বহে শত ধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা ॥

ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাধারা,
নিজাধারা নয়নের তারা ॥

দারুণ দুখের ভোগে, বিষয়বিশ্রমযোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভরসর ॥

সে দুঃখ কহিব কার, বিদরে পাখান কার,
হিম হয় হিম কলেবর ॥

আর কি অধিক কব, হৃদয় কঠিন তব,
অজি-দেহ অর্জি নহে রেহে ॥

এত দিন নন্দিনীরে, ভালাইরা ছখনীরে,
সুখে বসি রাজ্য কর গেহে ॥

মৈনাক সন্তান-শোক, শূন্য দেখি তিনলোকে,
আশোক-আধার গিরিপুরী ॥

প্রবল প্রতাপ যার, সাগর-মলিনে তার,
অবলম্বিত হইবে গতি, ॥

সবে এক সুরমাঝি, তাহারে ভিখারি-নারী,
করিলে হে নিদয় পাখান ॥

হা হা কন্যা গুণবতী, সরলা প্রকৃতি সতী,
দুধানলে দহে তার প্রাণ ॥

দেখিলাম স্বপ্ননেতে, বুঝি এ পাহনেতে,
ভিখারীর কোলে ভিখারি ॥

দীনা দীনা ক্ষীণাকারে, তিক্ষা করে যারে যারে,
তুত প্রেত পেতিনী সজিনী ॥

অঙ্গেতে ভূষণ নাই, বিস্তর বিভূতি ছাই,
বিষধর বেণীর বন্ধন ॥

অস্থিমালা কণ্ঠে শোভা, মহেশ্বর মনোলাভ,
বাবছাল কটিতে পিছন ॥

অরাভাবে তন্ন শীর্ণ, গোষ্ঠুলিতে সমাকীর্ণ,
তান্ত্রবর্ণ চাঁচর কুস্তল ॥

স্বর্ণ-শোভা হত বর্ণে, বন-ফুলদল কর্ণে,
নাহি আর সুবর্ণ-কুস্তল ॥

একুপ মলিন বেশে, তিক্ষা মাগে দেশে দেশে,
অবশেষে এসে মম কাছে ॥

স্বপ্ননেতে শশিলেখা, শিররেতে দিগে দেখা,
যুগল করেছে অঙ্গ বাঁচে ॥

সুরঙ্গপণী সুবদনে, আধ আধ সুবচনে,
মা বলিয়া ডাকে বন ঘন ॥

হার হার গিরিরায়, কব কার প্রাণ যায়,
শোকানলে দহু হয় মন ॥

অতএব বাক্য লও, অচল সচল হও,
গীত্র বাণ্ড শব্বরের স্থানে ॥

তবে প্রবেশিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে,
নতুবা মরিব আমি প্রাণে ॥

বেহাগ—আড়াঠেকা ॥

বল গিরি এ দেখে, কি প্রাণ রহে আর ॥

মঙ্গলার না পেয়ে, মঙ্গল সমাচার ॥

দিবানিশি শোকে সারা, না হেরিরা প্রাণতারা,

বুঝা এই আঁখি-ভারা, সব অন্ধকার ॥

খেদে ভেদ হয় মর্ম, মিছে করি গৃহে কর্ম,

মিছে এ সংসারখর্ম, সকলি অসার ॥

ভূমি ত অচলপতি, বল কি হইবে গতি,

বল কার বলে, দুঃখানলে মন জলে,
বিল জলধি-জলে প্রাণের কুমার ॥
ত নাহি অন্যে, একমাত্র সেই কন্যে,
ভাব তাহার অন্যে-তুমি একবার ॥

একাবলীচ্ছন্দঃ ।

শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা ।
নিমিষ নিহত, নয়ন-তারা ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ'তেছি-সারা ।
হৃদয়ে বহিছে সলিলধারা ॥
হুহিতা হইল ভিখারিবারা ।
অশন-বসন-ভূষণ হারা ॥
নিদ্র-হৃদয় তুমি অবল ।
পাওরে কি হয় করুণায়স ॥
অশান পাষণ পাষণ তরু ।
ভাবিয়া ভাবিয়া হতেছি তনু ॥
ঈশান বিবাণ করিয়া করে ।
আশানে মশানে নিবাস করে ॥
ফেলিয়া রক্ত কনক মণি ।
ভূষণ করেছে বনের কণী ॥
শলী ধরে শিরে, সুখা না চায় ।
সরল স্বভাবে গরল খায় ॥
বম্ বম্ রব করিয়া মুখে ।
প্রথম প্রপঞ্চে প্রণত সুখে ॥
শিব নামে নাকি অশিব হয়ে ।
সকলি অশিব শিবের ঘরে ॥
শিবের প্রেয়সী রূপসী শিবা ।
অনাহারে থাকে রজনী দিবা ॥
সোনার প্রতিমা শশাঙ্কভালী ।
কালের কাছেতে হয়েছে কালা ॥
তরুতলে থাকে ভূপালবালা ।
গলায় পরেছে হাড়ের মালা ॥
শিবের সম্ভব জানত সব ।
কপাল বিভূতি আশান শব ॥
লোকে বলে ভব বিভব-ভব ।
ভবের এ ভব কিসের সম্ভব ॥
সে কথা শুনিয়া নীরবে থাকি ।

আমাতা ভিখারী আঁহা কি করি ।
শুনিয়া সন্ময়ে মরমে মরি ॥
বুঝেতে আরুঢ় শ্রীকল-মূলে ।
প্রবণ শোভিত ধূতুরা-মূলে ॥
বিভূতি ভূষণ বরণ কটা ।
চূড়িত ধরণী লখিত জটা ॥
সদা কটকট পট-বিহীন ।
দীননাথ পদে অখচ দীন ॥
কি হবে এ ভবে কিছু না জানে ।
নাচে হাসে কাঁদে শ্রীহরিগানে ॥
কেহ নাহি জানে বয়স কত ।
অখচ সমাজে বালকমত ॥
কুঁড়ুলে ঘটক নারদ বুড়া ।
শিব নাকি হয় তাহার খুড়া ॥
মান অপমান না করে জ্ঞান ।
নিজ পর নাহি সব সমান ॥
একুপ বিরূপ সহজে তোলা ।
স্বভাবে পেয়েছে উপাধি তোলা ॥
এমন পাগলে হুহিতা দিয়ে ।
কেমনে রয়েছ প্রাণ ধরিয়ে ॥
উঠ হে অচল সচল হয়ে ।
এস হে প্রাণের কুমারী ল'য়ে ॥
হুহিতা আনিয়া যদি না দেহ ।
এখন আমি হে ত্যজিব দেহ ॥

ধাঘাজ—আড়া ।

ওহে গিরি কেমন কেমন কেমন করে প্রাণ ।
এমন মেয়ে কারে দিয়ে হয়েছে পাষণ ॥
নীর পুতলী তারা, রবিকরে হয় সারা,
নিয়ত নয়নে ধারা মলিন বসান ।
ঘরেতে সন্তিনীজালা, সদা করে খালাপালা,
হয়ে উমা রাজবালা কিলে পাবে প্রাণ ॥
শিরে সুরতরঙ্গিনী, হয়ে শিবসোহাগিনী,
করি কল কল ধ্বনি করে অপমান ।
সারাদিন ঘরে ঘরে, তোলানাথ তিকা করে,
মথাকালে খায় হ'লে দিবা অবসান ॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জালায় মরে,
সজাভালে ব'সে করে, নিচ্ছিন্ন পান ।

ভাল মন্দ নাহি চায়, সুখ-দুখ তেলে পায়,
 দুক্কুরার ফল খায়, অমৃত সমান ॥
 শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
 মহানন্দে নাচে গায়, বাজারে বিবাহ ॥
 তৈরব-তৈরবী পেয়ে, ফেরে সদা হেলে গেয়ে,
 আছে কি না ছেলে মেয়ে, রাখে না সন্ধান ॥
 নাহি মানে ধর্ম্মার্থ, নাহি করে কোন কর্ম্ম,
 নিজ ভাবে নিজ-মর্ম্ম, নিজে করে গান ॥
 লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী,
 সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান ॥
 বসন ভূষণ ধন, করিয়াছি আয়োজন,
 কর কর নৃপধন কৈলাসে প্রয়াণ ॥
 দুর্গা নামে যাবে ভর, তাহে কি বিপদ হয়,
 আন আন হিমালয়, ঈশান-ঈশানী ॥

মেনকার কঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়

একপদীচ্ছন্দঃ ।

নন্দন বুধায় হয়, না থাকিলে তার।
 নন্দন বুধায় হয়, না থাকিলে তার ॥
 বিশেষ মহিমা তার, তারানাত্মসুখে ।
 বিশেষ মহিমা তার, তারানাত্মসুখে ॥
 স্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে ।
 স্বরায় আলয়ে আন, প্রবোধিয়া শিবে ॥
 উমারে পাইলে গিরি, পাই সদাশিব ।
 উমারে পাইলে গিরি, পাই সদাশিব ॥
 কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল ।
 কি কব তোমার শক্তি, স্বভাবে অচল ॥
 আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী ।
 আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারী ।
 উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হন ভব ।
 উমার প্রভাব বিনা, মিথ্যা হন ভব ॥
 উমা ভাবে নগরাজ, শিব হন সব ।
 উমা ভাবে নগরাজ, শিব হন সব ॥
 ভব-ভাবী ভব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে ॥
 ভব-ভাবী ভব সদা, শুদ্ধ এক ভাবে ॥
 আমার সে উমাধন, নিখনের ধন ।

বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মারা ।
 বুড়া হ'লে তবু মনে, নাহি হয় মারা ॥

অথ মেনকার প্রতি গিরিরাজের উক্তি

গিরিরাজ কন স্তন, মেনকা মহিষি ।
 কি কারণ, মিছে তুমি ভাব দিবানিশি ।
 জীবের উদ্ধারকারী, শিবদাতা শিব ।
 কোথায় শুনেছ তুমি, শিবের অশিব ।
 পাপ-তাপ-হর হর, সদা শিবময় ।
 মঙ্গলাপতির কিসে, অমঙ্গল হয় ॥
 ভবে হয়ে জ্ঞানহারী, করিছ বিবাদ ।
 শিবনিন্দা ক'রে কেন, বটাও প্রমাদ ॥
 পতিপ্রাণা সতী স্ত্রী, পার্শ্বতী আমার ।
 পতি বিনা কিছুমাত্র, নাহি আনে আর ॥
 পতি প্রাণ, পতি জ্ঞান, পতি ধ্যান মনে ।
 পতি গতি, রতি মতি, পতির চরণে ॥
 যার গুণ-গানে বেদ, পরাতন হয় ।
 সেই ভবধব ভব, উমাধন হয় ॥
 কান্তিক, গণেশ, ছটি, প্রাণের কুমার ।
 জিলোক-বিজয়ী তার। সকলের সার ॥
 বিঘ্নহর গণপতি, বাহ্যর ভবনে ।
 তার এত বিড়ম্বনা, হইবে কেমনে ॥
 লক্ষ্মী, সবস্তু নন, যার বর ছাড়া ।
 কিরূপে তাহারে তুমি বল লক্ষ্মীছাড়া ॥
 মঙ্গল কামাই শিব, মঙ্গলা কুমারী ।
 মঙ্গল মঙ্গলা নহে, পথের ভিখারী ॥
 উমা যদি স্তনে রাশি, শিবনিন্দা-ধ্বনি ।
 আর না রাখিবে প্রাণ, মরিবে তখনি ॥
 মনে কর দক্ষযজ্ঞে, কিরূপ ঘটন ।
 পতিনিন্দা শুনে সতী, তাজিল জীবন ॥
 প্রজাপতি দক্ষরাজ, তোকে সেই দুখ ।
 অভাবধি পাপ-চিহ্ন ছাগলের মুখ ॥
 তাই বলি, শিবনিন্দা, ক'র নাক আর ।
 কি জানি কপালদোষে, কি হয় আমার ॥
 মহাবিদ্যা আত্ম তার। শিব সর্ব্বনাশ ।

কটাক্ষে হয়, সৃষ্টি স্থিতি নশ।
 জনস্ত কোটি, ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ।
 । মহাদেব, স্বভাব স্বভাবে।
 অমর হ'লো, বাহ্যের প্রভাবে।
 ইহিমা কথা, কি কহিব আর।
 নিগূঢ় মর্থ রয়েছে প্রচার।
 ময় ত্রিলোচন, পঞ্চশর-অরি।
 । মহা ঈশ, বিশ্ব-পান করি।
 বিভব সব, এ ভবসংসার।
 ভবনে তবে, অভাব কি আর।
 সে সংসার-গাতনী নাহি রয়।
 রতিনা তার সম্ভব কি হয়।
 সেব কর্তা সেই, কৃষ্টিবাস হয়।
 । আজ্ঞাকারী করি ঘোড়-কর।
 । সাগরে তারে, শঙ্কর কাণ্ডারী।
 সাগরে তারে, কুবের ভাণ্ডারী।
 নভে করিয়াছে, ত্রিলোক ধারণ।
 । ভূতের প্রতি, কারণ কারণ।
 জি, বিশ্ব আশ্র, বিশ্বের আশ্রয়।
 নিখিল ভয়, করেন সংহার।
 । তিননেত্র, বরাহরূপকর।
 শিখর তম্বু, বাস বাবাস্বর।
 প্রসন্নভাব, নিত্য নিত্যধন।
 কাল মহাকাল, শমন-দমন।
 মুক্ত বারামণী, করিয়া সৃজন।
 ছেন পাপি-লোকে, মুক্তি বিতরণ।
 দাতা কালীনাথ, শিব শূলপাশি।
 । বরী অন্নপূর্ণা, তারা শিবরাজি।
 রাজেশ্বরী কস্তা, কোন দ্রুত নাই।
 রাজেশ্বর হয়, প্রাণের জামাই।
 বন্দ-কানন কালী মনোহর স্থান।
 গভরে সকলে, অন্ন করে দান।
 ই সমান স্মৃতি, সদা হরষিত।
 ট আদি কেহ নহে, আহারে বঞ্চিত।
 ধ, হরি, ইন্দ্র, চন্দ্র, আদি দেবগণ।
 তদিন কালীধামে, করি আগমন।
 ন করি, উত্তরবাহিনী গলাজলে।
 বপূজা করে আসি, জল-বিষদলে।
 ক একে হাত পেতে, বলেন সবাই।

বর্ণ-ধালে অন্নপূর্ণা অন্ন দান করে।
 পরিতোষ দেবদল, প্রফুল্ল অন্তরে।
 উমার হাতের পাক সব উপায়ে।
 অমৃত তাহার কাছে অতিশয় হয়।
 তুমি বল চিরস্থখী, দেব ত্রিপুরারি।
 পাগলিনী ত্রিহারিনী, প্রাণের কুমারী।
 নিরস্তর ভোগ যোচ্ছ বার শততলে।
 মুঢ় লোক পাগল দরিদ্র তারে বলে।
 দুর্গানামে দুর্গ হরে দ্রুত নাহি রয়।
 সে দুর্গার দুর্গতি কি কোনকালে হয়।
 পূর্বজন্মে কৃত পুণ্য করেছিলে তাই।
 পেয়েছ শঙ্করী স্তুতা, শঙ্কর জামাই।
 ভাগ্যবতী হয়ে কেন, অভাগিনী হও।
 পেটে ধ'রে মহামারা, মারামুখ রও।
 ভবের ভূষণ উমা, ভব-প্রিয়ধন।
 তুমি তারে কি দেখাও, বসন-ভূষণ।
 শিবের সম্পদ কত, সংখ্যা নাহি হয়।
 যত ব্যয় করে তবু, নাহি পায় ক্ষয়।
 মিচে ভেবে কেন হও ব্যাকুল এখন।
 শিববস্তুভয়ন কর, উমার কারণ।
 উমা কুপাময়ী কস্তা, শিব কুপাময়।
 আসিবেন হিমালয়ে, হইরা সদয়।
 গাতিহীন কৌব আমি, জানেন অন্তরে।
 আমারে হবে না যেতে, কৈলাস-শিখরে।
 রাখিয়াছি স্বপ্নপন গোপন করিয়া।
 আসিছেন পত্তপতি পার্শ্বতী লইয়া।
 স্বপন হইল সত্য, তাবনা কি আর।
 দেবঋষি ব'লে গেল, শুভ সমাচার।
 বিলক্ষণ জলক্ষণ, দেখি সব তার।
 অকস্মাৎ ডান চক্ষু নাচিছে আমার।
 থেকে থেকে পুলকিত হই অগ্নে অগ্নে।
 আনন্দ-প্রবাহ বহে, অবিরত মনে।
 স্থির হও স্থির হও, স্থির হও মনে।
 সংশয় নাহিক আর, যার আগমনে।
 বত দ্রুত আছে মনে, সব দূরে বাবে।
 ভব আর ভবানী ভবনে ব'লে পাবে।
 অবিশেষে ভাগ্যভরু তোমার কলিবে।
 বিশ্বের জননী এসে, জননী বলিবে।
 ভাগ্যবতী তুমি সত্যী, আমি ভাগ্যবধ।

বিলম্ব বিহিত আর না হয় এখন ।
কর কর কর রাগি, শুভ আরোজন ॥
বিহিত বা হয় কর, দাসদাসী নিরা ।
দর-দার রাখ সব, পবিত্র করিয়া ॥
সেইকরণ কর ভূমি, সাধ বড় লাগে ।
মনেরে পবিত্র কর, সকলের আগে ॥
হিমালয়ে কর সব ভিমির বিনাশ ।
কোটি কোটি রবি শশী, পাঠবে প্রকাশ ॥
পাতক মঙ্গলঘট, দিরা গঙ্গাজল ।
মঙ্গলা আইলে হবে সকল মঙ্গল ॥

মেনকা বচন বহু, অস্তরের ভ্রম হয়,
শুভ অমর্ত্যন কথ, দিন ব'রে যায় ।
ভবানী ভবের ভাবে, তাপ বত দূরে যাবে,
ঈশ্বর ঈশ্বরী পাবে, ভাগ্যের কুপার ॥

অথ মেনকার উক্তি

(গীত)

ভৈরবী—আড়া ।

ললিত—আড়া ।

সরসবদনে গিরি, শিবগুণ গায় ।
প্রবোধ-বচনে হেসে কহে মেনকার ॥
শিব নামে তরে জীব, শিবদাতা সদাশিব,
শিবের অশিব ভূমি শুনেছ কোথায় ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর, মহামেব মহেশ্বর,
ভিক্ষা মাগে ঘর ঘর, কে বলে তোমার ।
সর্বভুতহর হর, পাপহর তাপহর,
চিরহরী সেই হর, শুনে হাসি পায় ।
দুর্গা সব দুর্গহরা, মঙ্গলা মঙ্গলকরা,
মঙ্গলার অমঙ্গল, বলা না আমায় ॥
কুপানাপদারা সাতা, ত্রিলোকভারিণী তারা,
যোগী, ঋষি, বার তারা, ধ্যানে নাহি পায় ।
তার কি অভাব আছে, কাণীতে বাহার কাছে,
নিরন্তর অন্ন খাচে, বত দেবতার ॥
ভবানীর ভাব বত, ভব সব অবগত,
ভবানী বিহনে ভব, ভাব কেবা পায় ॥
ভবানী ভাবের ভাব, ভব-ভাবে আবির্ভাব,
সে ভাবে পাইলে ভাব, ভাবনা কি তার ॥
উদরে খরেছ হস্ত, চিনিতে পার না তারে,
এ খেদ কহিব কারে, হার হার হার ॥
শামন্তা কুমারী জানে, জননীর অভিমানে,
কাতর হয়েছ প্রাণে, মায়ার মায়ার ॥
রবি, শশী, জলধরে, বার পদে শোভা করে,
হরের মানস হরে, রূপের প্রভাস ।
ভবের ভ্রমণ বেই, ভবনে ভক্তিতা তেই

ওহে গিরি, ব্রহ্মরূপা কত বটে, নাহিক সংশয় ।
তখাচ অবোধ মন, প্রবোধ না লয় ॥
মনে ভাবি ব্রহ্ম-ভাব, সে ভাবে না পাঠি ভাব,
তখনি বাৎসল্য-ভাব, অন্তরে উদয় ॥
কত-ভাব পরিহার, মনে করি উমা অরি,
অবশেষে কেঁবে মরি, ব্যাকুল জ্বর ।
করিতে করিতে ধ্যান, সে ভাবে হারাই জান,
তারা করে জন-পান, এই জান হয় ॥
নিশিতে শয্যায় বসি, নিদ্রায় আকুল বসি,
স্বপনেতে যদি কই, তারা জয় জয় ।
আঁচল ধরিয়া তারা, অভিমানে হর সা
ফেলিয়া নরন-দারা, কত কথা কর
বলে উগা ছি মা, মাগো ও মা, কর কি মা,
মা হোয়ে এমন করা, উচিত ত নয় ।
উমা ভাকে মা মা ব'লে, মেহরসে বাই গ'লে,
তখনি করিলে কোলে, দাতনা না রয় ॥
কত-ভাব ভাবি বার, সে ভাব বুঝাব কার,
কারে বলি হার হার, ওহে হিমালয় ।
দুর্গার জনক হয়ে, করেছে কনক লয়ে,
মিছে ভ্রমে ঘুরে ঘর, জিতুবনময় ॥
লও লও ননী সর, হও হও অঙ্গসর,
আন উমা মহেশ্বর, করিয়ে বিদায় ।
ভূমি গেলে গিরিবর, অস্তরোধ করি কর,
আসিবেন বিগমর, হইয়া লয় ॥
আমি হে তোমার নারী, বিশেষ বৃত্তিতে নাতি,
তাই কর কৃপা করি, উচিত যে হয় ।
ঈশ্বর ঈশ্বরী পেয়ে, আর কি দেখিলে চেয়ে,
বাও বাও বাও ঘেয়ে বিলাস না লয় ॥

অথ কৈলাসধাম

কৈলাসধাম, অতি মনোহর ।
শিখর আর নাহি যায় পর ॥
স্বয়ং, নেত্র-সুধকর ।
সোপানে, শোভিত সরোবর ॥
হাৎসব সঙ্গ, বন উপবনে ।
র নিরানন্দ, নাহি কার মনে ॥
ই বেষ নাহি, নাহি ভণা খল ।
নিরাময়, সখাই সখল ॥
পট, শোক নাহি, নাহি কোন তাপ ।
কালে দুখে নাহি, নাহি কোন পাপ ॥
ন ভোগী যত, শুদ্ধ করে যোগ ।
নে যোগী যত শুদ্ধ করে ভোগ ॥
না নাহি আর পর-উপাসনা ।
কেবল হয় জ্ঞানের চালানা ॥
বুড়া আদি করি সকলেই সুখে ।
নিগম-বেদ পড়ে মুখে মুখে ।
দ্রে শিব বলে, বলী জ্ঞান বলে ।
র পশু পাখী, শিব দুর্গা বলে ॥
মুদে দেবগণ, স্থির-মন তথা ।
মুখে কিছুমাত্র, নাহি সরে কথা ॥
রা হাসে কঁাদে, থাকিয়া থাকিয়া ।
জলে যায়, শরীর ভাসিয়া ॥
ত ভূতেশ্বর, অশীর্বাদ লয়ে ।
বরে ভূতশক্তি যোগসিদ্ধ হয়ে ॥
ময় জপে, পেরে সঙ্গায় ।
দীব হয় শিব, শিবের কৃপায় ॥
ভেদ করি, নিজযোগ-বলে ।
কৃষ্ণকুণ্ডলিনী, দশ শতদলে ॥
র হৃদয়ে করে, সমুদয় লয় ।
রি আর তার আসিতে না হয় ॥

জনক-জননীর প্রসঙ্গে শিবের প্রতি
উমার করুণা বচন

শরদ, নির্মল নীরদ,
আকাশের শোভা কিবা ।
কলেবর, শশী করে কর,

নিশি হয় শেখ, মহেশী মনেশ,
মনোহর বেশ ধরি ।
শিখর প্রান্তরে, প্রহুজ অন্তরে,
জন্মেন আনন্দ করি ॥
নানা রসরসে, কথার প্রসঙ্গে,
উঠিতেছে কত কথা ।
বিহল মনেতে, উমার মনেতে,
তাবের অভাব তথা ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, পথে আচরিতে,
পিতা-মাতা পড়ে মনে ।
খেদে তরু টলে, চরণ না চলে,
বসিলেন ধরাসনে ॥
করুণা বচনে, মজল নয়নে,
হরহরি কন হয়ে ।
কি করি স্রশান, কেঁদে উঠে প্রাণ,
বৈধ্যা নাহি আর ধরে ॥
জনক অবল, সহজে অচল,
তাহাতে প্রাচীন অতি ।
হয়ে পুত্রহীন, দিন দিন দীন,
অগতির নাহি গতি ॥
জননী দুখিনী, শোকে পাগলিনী,
প্রবোধ কে দিবে তাঁকে ।
করি হার হার, কান্দালিনী প্রায়,
পথে বাটে পোড়ে থাকে ॥
আমা বিনা আর, কেহ নাই মার,
জুড়াইবে কার কাছে ।
ভয় হয় মনে, তাহার হৃদয়ে,
বেচে আছে কি না আছে ॥
তুমি বসুভোলা, তাহে সদা ভোলা,
অভাগীর মাথা খেতে ।
হত অহরহ, সংবাদ না লহ,
আমারে না দেহ যেতে ॥
জয়া এসে বলে, জলধির জলে,
ভুবেছে প্রাণের তাই ।
আজ্ঞা কর হর, জনকের বর,
এখন আমি যাই ॥
জনক আমার, করি হাহাকার,
কেঁদে কেঁদে হলো অন্ধ ।
ভাল মন্দ তাঁর, হইল কি আর,

কত্ভা হয়ে ঘেবা, মা-বাগের সেবা,
নাহি করে একবার ।
কেহ নহে তোব, সবে গায় দোষ,
ধিক্ ধিক্ প্রাণে তার ॥
আমি হে ছাখিনী, তোমার অধীনী,
দয়াদান তুমি স্বামী ।
লয়ে বয় দ্বার, করহ বিহার,
একা চোলে যাই আমি ॥
পিতা-মাতা ভব, থাকিলে হে ভব,
জানিতে বাচনা যত ।
এবার আমার, না দিলে বিদায়,
যাব জনমের মত ॥
মায়াতীত মায়, প্রকাশিছে মায়,
এ কথা কাহারে কই ।
ঈশ্বরীর ছলে, নয়নের জলে,
ঈশ্বর ভাসিছে ওই ॥

(সঙ্গীত)

ভৈরব—আড়া ।

আজ্ঞা কর ক্ষুপাকর, দেব ত্রিলোচন ।
এখনি যাই আমি, জনক-ভবন ॥
প্রাণাধিক সছোদর, মৈনাক শিখরবর,
জলধিজীবনে নাকি, সঁপেছে জীবন ।
কাজ নাই ধনে জনে, কোন কিছু আয়োজনে,
জয়া-বিজয়ার সনে, করিব গমন ॥
জনকের হৃৎকথ যত, বিশেষ কহিব কত,
সুত-শোকের জ্ঞান-হত, সদা অচেতন ।
ভাবিয়া মায়ের হৃৎকথ, বিষাদে বিগরে বুক,
নত হ'লো উচ্চবুৎ, কি করি এখন ॥
পদ দিয়া যেই চলে, তার্য কই, তারে বলে,
দিবা নিশি ধরাতলে, করিছে রোদন ।
আমি গেলে জননীর, বুচিবে চক্রে নীর,
জনক হবেন হির, হেরিয়া বদন ॥
সন্তান-শোকের তরে, পিতা মাতা যদি মরে,
কি কল বিফল তবে, রাখিয়া জীবন ।
হয়েছি কাতর অতি, পারে ধরি পশুপতি,
কর কর অহুমতি এই নিবেদন ।

তব রূপ ধ্যানে ধরি, শিব ব'লে ব্যাভা বহি,
কি তর অভয় পদ, করিলে স্মরণ ॥

অথ উমার প্রতি শিবের উক্তি

(সঙ্গীত)

ভৈরবী—আড়া ।

জনক-ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার ।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥
আহা, আহা, মরি মরি, বদন বিহীন করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেবরি, কেনো নাক আর ।
জদয়েশি অহরহ, আমার জদয়ে রহ,
নিদ্রয়-জদয় কহ, কি দোষ আমার ।
যখন যে অহুমতি, কর তুমি ভগবতি,
কখন কি করি আমি, অস্তথা তাতার ॥
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামারি,
তোমার বিচিত্র মায়, বুঝে উঠা ভার ।
মায় মায় প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে
কে তোমার মাতা-পিতা, কত্ভা তুমি কা
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, বাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার ।
প্রাণ-প্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার ॥

পার্বতীর করে ধরি পশুপতি কন ।

এতই ব্যাকুল তুমি, কিসের কারণ ॥

জনকের গৃহে যেতে, বাসনা তোমার ।

সঙ্গে ক'রে আমি যাব, ভাবনা কি তার ॥

সুখের ব্যাপার আর, কি আছে এমন ।

এখনি করিব সব, স্তব আয়োজন ॥

হর-বাণ্যে হরষিতা, হৈমবতী ধনী ।

ধরাসন পরিহরি উঠিল তখনি ॥

কতই কোতুক পথে আসিতে আসিতে ।

পুরেতে প্রবেশ করে, হাসিতে হাসিতে ॥

বলেন জয়রে ডেকে, শেবেবেব হয় ।
 হিমালয়ে যাব আমি, যন্তরের বর ॥
 ত্রিহুগী সাজাও তুমি, মনোমত সাজে ।
 স্থির হয়ে সাজাইবে, যেখানে যা সাজে ॥
 ছেলে মেয়ে ডেকে এনে, শীঘ্র কর সাজ ।
 পরাও বিনোদ বস্ত্র, করাও সুসাজ ॥
 হুহু নন্দী, ভোদরা সকলে সাজ আগে ।
 ব্রহ্ম সাজাও, আমি সাজি অমুরাগে ॥
 কুবের বিদগ্ধ তুমি কেন কর আর ।
 সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল রতন-ভাণ্ডার ॥
 ওরে হুদা, সাজ সাজ ছাই মাখ বুকে ।
 দিকি খেয়ে ঘাজা-দিকি করি আমি সুখে ।
 শিব-জাজা পেয়ে হবে, সন্তোষ হইল ।
 সমুদ্র অয়োজন তখন করিল ॥
 হুত-প্রোত এই ব'লে মারিতেছে লাফ ।
 মা যাবে বাপের বাড়ী সঙ্গে বাবে বাপ ॥
 রাজার বিভূতি এনে করিতেছে ডাঁই ।
 হুটির গাশান বেড়ে নিয়ে আসে ছাই ॥
 ভাগাড় চাগাড় দিয়া তুলে লয় হাড় ।
 এক টাই জড় করি করিল পাহাড় ॥
 হুগিয়া দিকির গাছ আনে ভার ভার ।
 দেশের ধুতুরা ফল রাখিল না আর ॥
 আজ্ঞার অপেক্ষা নাই ছোটো পাল পাল ।
 জোলপাড় ক'রে ক্যালে আকাশ পাতাল ॥
 বিলু বিলু কোরে হবে হাসে থিল থিল ।
 ভয়কর ভক্তী দেখে দাঁতে লাগে থিল ॥
 ভীষণ গভীর নাদ ছাড়িছে সকল ।
 একেবারে ছেয়ে দিলে আকাশবুণ্ডল ॥
 হুতনাথে থেরিয়া নাচিছে ভূত সব ।
 হয় হয় বম্ বম্ মুখে এই রব ॥
 বিনোদ বিমান এনে ভারতে রাখিল ।
 বনের ভাণ্ডার লয়ে কুবের লাঞ্ছিল ॥
 বিজয়া মনের সাথে উদারে সাজার ।
 বর্গ হ'তে দেবগণ ছলুড়ি বাজার ॥
 আমন্দে শিবের শিলা উঠিল বাজিয়া ।
 হয় যায় হিমালয় পার্শ্বভী-লইয়া ॥
 চাক-নখে চড়ে হবে প্রভুর অন্তরে ॥
 শিব আর ত্রুগী যান বুঝে উপরে ॥

অথ কৈলাসপর্বত হইতে হিমালয়ে
 হরপার্বতীর শুভাগমন

ভাবিতে ভাবিতে তারা, হুদিয়া নয়নভারা
 মেনকা মন্দিরে নিদ্রা যায় ।
 মহীধর মহাপতি, মোহিত হইয়া অতি,
 মোহ-মুগ্ধ মায়ার মায়ার ॥
 যত সব গৃহবাসী, ষারপাল দাসদাসী,
 কারো মাত্র নাহিক চেতন ।
 রজনীর শেবভাগে, তখন আপন রাগে,
 পূর্বদিক্ করে প্রকটন ॥
 হেনকালে আচাৰিতে, আনন্দ সবার চিতে,
 ভগবতী পতির সহিত ।
 লয়ে লক্ষী সদস্য, ষড়ানন গণপতি,
 জনকের দ্বারে উপনীত ॥
 শারী শুক মনহুখে, শিবহুগী ব'লে ডাকে,
 হরে মন ভাগ-আলাপনে ।
 অকালে কোকিল সব, করিছে আনন্দ-রব,
 আনন্দময়ী আগমনে ॥
 নগর-নাগরী যারা, সমাচার পেয়ে তারা,
 এলোথেনো হয়ে সব ছোটো ।
 বাহাজান নাহি আর, নাহি বেশ অলঙ্কার,
 যেতে যেতে পড়ে আর গুঠে ॥
 ছেলে ছিল কোলে শুয়ে, তাহারে একলা থুয়ে,
 ছুটিছে নৃপতি-নিকেতনে ।
 শিশুরে না দেয় স্তন, এমন ব্যাকুল মন,
 উদারে হেরিবে কতক্ষণে ॥
 এলোকেশে গুরে এসে, কহিছেছে হেসে হেসে,
 উঠ উঠ উঠ মা অচলা ।
 শুন মা মঙ্গল রব, মঙ্গল হয়েছে সব,
 মা তোমার এসেছে মঙ্গল ॥
 জাগো জাগো রাজপ্রিয়া, রাজারে জাগাও গিয়া,
 গুমাবার সময় এ নয় ।
 ধরিয়া গৌরীর কর, পাড়ারে জামাই হয়,
 এমন সুদিন নাহি হয় ॥
 শুনি কোণাহলবাণী, কহিছে মেনকা রাণী,
 যুভদেহে জীবন কে দিলে ।
 কে দিলে এ সমাচার, প্রাণ দিয়ে শুধি ধার,
 বিনি মূলে আমার কিলিলে ॥

রাণী বলে তারা কই, তারা বলে তারা ওই, লইয়া বরণডালা, পুরজন পুংবালা,
অভিমানে দ্বারদেশে আছে । পাছে পাছে চলিলেন সবে ॥
বলে উমা দেখা দে মা, মা গো ও মা কোথা গো মা, নিরখি নন্দিনী-মুখ, পুরজন পরম-মুখ,
ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গিয়াছে ॥ প্রেমধারা নীরদ-নয়নে ।
যত্না রাণী তুমি যত্না, ভাগ্যবতী নাহি অন্য, বদন-কমল-অণু, পুলকে পুরিল তরু,
ত্রিভুবনে তোমার চাহিয়া । আশাদ-তরঙ্গ বহে মনে ॥
ভবের জননী যেই, ভবরাণী হয়ে সেই, স্থির করি হনয়ন, অনিমিষে নৃপদন,
ডাকিতেছে জননী বলিয়া ॥ হর-গৌরী করে দরশন ।
রাঘ-রাজেশ্বর হর, দেবদেব মহেশ্বর, অস্তরে উদয় জ্ঞান, এক মনে করে ধ্যান,
জামাতার গুণ কব কিবা । মুখে আর সরে না বচন ॥
সুতা তব সর্বাধারা, সর্কসারা সর্কদারা, পবিত্র হইল দেহ, কল্যাণাবে নাই রেহ,
কাশীধরী অন্নপূর্ণা শিবা ॥ ভক্তি-ভাব হইল উদয় ।
হরি মধ্য ১ হরি পরে, হরি তরি ২ হরি ৩ হরে, দেখিতে দেখিতে ভূপ, দেখে চাক্র ব্রহ্মরূপ,
হরিপূজা হরি ৪ ভয়হারা । একেবারে মোহিত হনয় ॥
গিরিকুল-কমলিনী, মুক্তিমধু-প্রদায়িনী, জানে ধ্যানে জেনে যায়, ভাগ্য মেনে আপনায়,
মহেশ-মধুপ মনোহরা ॥ মানসেতে করিছে প্রণাম ।
অচলা সচলা হও, বরণের ডালা লও, কুটে কিছু নাহি কর, শিব জয় দুর্গা জয়,
বাগ্নি দেহ কনক-কলসে । মনে অপে শিব দুর্গা নাম ॥
মঙ্গল লক্ষণ ধর, মঙ্গল আরতি কর, জলপরে মহামায়া, করিলেন মহা মায়া,
মঙ্গলার মঙ্গল মানসে ॥ সে ভাবের হইল অভাব ।
একো-গণে দেহ ডাক, বাজাক মঙ্গল-শীক, দুহিতা জামাতা ব'লে, স্নেহরসে বায় গ'লে,
সাজাক বরণ মনস্থখে । পুনর্বার পূর্বকার ভাব ॥
উলু দিয়ে বত ধনী, করুক মঙ্গল ধনি, কুমারীর কাছে গিয়া, নিজ-ভাব প্রকাশিয়া,
জয় জয় দুর্গা ব'লে মুখে ॥ মনের আক্ষেপ করি নাশ ।
তনিয়া মঙ্গল-স্বর, উঠিলেন নৃপস্বর, জামাতার কর ধরি, স্নেহে সমাদর করি,
শিলির-শিখর-শিরোমণি । যথারীতি করিল সম্ভাব ॥
শিবা শিবা আগমনে, আগন আনন্দ মনে, এক বছরের পরে, আদিয়া বাপের ঘরে,
আপনারে পাসরে আগনি ॥ আনন্দিতা ভগবতী ভীমা ।
মুখখানি হাসি হাসি, গৃহিণীর কাছে আসি, যশোরের সমাদরে, গদগদ ভাব-তরে,
বলে, কর যে হয় বিহিত । শিবের শিবের নাই নীমা ॥
নগরের দ্বার দ্বার, আনাইল সমাচার, একে তোলা মহেশ্বর, তাহাতে যশোরবর
আনাইল শুক্ল গুরোহিত ॥ বেলপাতে করিছে অর্চন ।
দজ্জা করি নানাক্রপ, রাণী সহ চলে ভূপ, আশুতোষ হয়ে তোম, নাহি লন কোন দোষ
আনিতে তবানী আর ভবে । করিছেন ধুতরা ভক্ষণ ॥
এলো এলো তাই বোলে গিরিভাজ করে কোলে
বড়ানন আর গজাননে ।
চুবিবারে গণেশেরে, পরিল বিবম কেরে
শুভ গিয়া ঢুকিল বহনে ॥
নগরাজ যুগ্ম মোহে, কাঙ্ক্ষিত গণেশ দৌড়ে
মাতামহে প্রণাম করিল ।

১ হরিমধ্যা—সিংহের ভায় কৌণ কটি । হরি ২
হরি ৩ হরি হরে।—হরি চক্রে, হরি হর্ষা, হরি
কিরণ । অর্থাৎ চক্রে-হর্ষের কিরণকে হরণ করে ।

৪ হরি-ভয়হারা।—হরি যম, অর্থাৎ কালভয়-
হারা ।

স্বপ্ন কাণ্ড টানে, কখন বা বাড়ী ছানে, আপনি এসেছ বাই, দেখিতে পেলেম তাই,
 এইরূপ করিতে লাগিল ॥ হলো আজ সফল জীবন ॥
 নতির কোতুক ডাঘে, জুথের তিমির নাশে, রাজধানী ভালবাসে, নিত্য আসি রাজ-বাসে,
 পুঙ্কিত হিম-গিরিবর ॥ ধ্যান করি তব আগমন ॥
 জ্বলন্ত পানে চেয়ে, অন্তরে আনন্দ পেয়ে, প্রতিরূপে এই আশা, কতক্ষণে হবে আসা,
 মুহু মুহু হাসিছেন হয় ॥ কতক্ষণে পাব দরশন ॥
 পদারিরা হই পাণি, উমা কোলে করি রাণি, তুমি না করুণাকরী, কটাক্ষে করুণা করি,
 করিলেন বদন চুষন ॥ চাহ না গো আমাদের পানে ॥
 যথাবিধি "এয়ো" হবে, করিল মঙ্গল রবে, আমরা গ্রহিনী নারী, তোমায় চিনিতে নারি,
 মঙ্গলার মঙ্গলাচরণ ॥ তোমার মহিমা কেবা জানে ॥
 হবে কয় এই বাণী, দেখি দেখি মুখখানি, আমরা তোমার ছায়, আমাদের সঙ্গে মায়,
 খোল উমা মাথার অঞ্চল ॥ মায়-খেলা, খেল না খেল না ॥
 আঁহ কি রূপের ছটা, অপরূপ বোর বটা, দয়াময়ি দয় কর, হরবধু তাঁপ কর;
 হেরে আঁখি হইল ঢকল ॥ রাঙা পাঁয় ঠেল না ঠেল না ॥
 সাধ বড় ছিল মনে, সাজাইব উমাধনে, করুণা হইল তব, যত দিন বেঁচে রব,
 কেশ বেঁধে পরাব কবরী ॥ সুখে রব পতি-পুত্র নিরা ॥
 লয়ে সাজ পাই লাজ, নাহি সাজে কোন সাজ, যখন তাজিবি শ্রাণ, তখন করিবে জ্ঞাণ,
 কিবা রূপ আঁহা মরি মরি ॥ ভরভাঙা রাঙাপদ দিয়া ॥
 শুভু হার কলেবরে, জিতুবন আলো করে, এইরূপ কহে তারা, হাসিয়া কহেন তারা,
 হরে সব মনের আঁধার ॥ অকল্যাণ কেন কর আর ॥
 কি আছে কোথায় পাব, তারে আমি কি সাজাব, এই ভাব হয় হয়, আশীর্বাদ কর কর,
 সম্ভাবনা কি আছে আমার ॥ ধর ধর প্রাণ আমার ॥
 যে সাজ যেখানে সাজে, সেজেছে আপন সাজে, তারা বাক্যে তারা কর, ছলেতে জানাই তত,
 এই সাজে হয় হয়-মন ॥ কল্যাণীর অকল্যাণ কিদে ॥
 এমন রূপের বটা, এমন সাজের ছটা, অতয়া অতর দেহ, করিয়া অতর দেহ,
 পাণ চোখে দেখিনি কখন ॥ হাসি খেলি মনের হরিষে ॥
 নিজে যথা গুণবতী, শব্দর সেরূপ অতি, বরণ হইল যায়, রাণীর লোচনে ছায়,
 মরি কিবা সোনার সংসার ॥ হরিবে বরিষে বারিধারা ॥
 লক্ষী তোর লক্ষী মেয়ে, রূপে গুণে তার চেয়ে, করুণা-বচনে কন, এসো এসো প্রাণধন,
 তুলনার স্থান নাই আর ॥ কুলের রতন প্রাণতারা ॥
 বাণী হেরে যায় খেদ, বদনে এসবে বেদ, সুপ্রভাত হলো দিবা, চলিলেন শিব-শিবা,
 কণা শুনে ব্যথা হয় দূর ॥ পুঙ্কিত পুরবাদিগণে ॥
 টান খেন জ্বলে ছটি, করিতেছি ছুটাছুটি, রাঙা রাণী এক হয়ে, জামাতা হুঁহা করে,
 রূপে আলো করে গিরিপূর ॥ বসাইল রত্ন-সিংহাসনে ॥
 ধন্য ধন্য ধন্য সত্য, গিরিরাণী পুণ্যবতী, নগরের বরে বরে, সকলে আনন্দ করে,
 এসব করেছে না গো তোরে ॥ সকলের অন্তরে উজ্জ্বল ॥
 সার্থক রাণীর গর্ভ, সার্থক রাজার সর্গ, হবে জয় জয় বলে, আনন্দের কোণাহলে,
 আর না ভুগিবে ভব-বোঝে ॥ একেবারে পুরিল আকাশ ॥
 গিঁতা হাতা মনে করি, সম্ভালের ভাব পরি, গায়কে হইয়া শ্রীত, গায়িছে মঙ্গল-গীত,
 হিমাশয়ে তত আগমন ॥ নটকী নাচিছে নানা সাজে ॥

ময়ূকে মধুর স্বর, বীণা-বেণু মনোহর, করিয়া উচিত মান, উপযুক্ত অর্থ দান,
 তরী ভেরী নহবত বাজে ॥ দান আদি আহার ভোজন ॥
 অস্তঃপুরে রাখা হবে, মধুর মোহন রবে, বসন ভূষণ ধন, নাহি হয় নিরুপণ,
 মঙ্গলা-মহিমা গান করে । রাশি রাশি পর্যন্ত-আকার ।
 করি স্তূপা বরিষণ, হরিছে হরের মন, মধুর স্তূপান্ত নানা, ননী সর ক্ষীর ছানা,
 শকরের শরীর শিহরে ॥ কল মূল অশেষ প্রকার ॥
 পণ্ড পক্ষী সবাকার, আনন্দের নাহি পার, পারসের বহু নদী, পলার পিষ্টক দধি
 সকলেই স্তূপী হইয়াছে । আর আর ভব্য কত কব ।
 আহার গিয়াছে ভুলে, পরম্পর মন খুলে, ভূত প্রেত নিশাচরী, দুর্জায়া প্রভৃতি করি
 দুর্গা বোলে গায় আর নাচে ॥ আহারে সবাই পবিত্র ॥
 দেবগণ করে দৃষ্টি, স্বর্গ হ'তে পুষ্পরুষ্টি, কিছুই অভাব নাই, ভব্য সব ডাঁই ডাঁই
 দৈববাণী হতেছে প্রচার । খাই খাই রব নাই মুখে ।
 "সাপু সাধু গিরিয়ার, সাধুবাণ মেনকার, কোন দিকে নাই দোষ, খেয়ে পোয়ে পরিতোষ,
 হেন পুণ্য কে কবেছে আর ॥" গিরিগুণ গেয়ে যায় স্তূপে ॥
 শিব জয় দুর্গা জয়, জয় জয় হিমালয়, যেখানেতে অন্নপূর্ণা, হয়ে অতি কৃপাপূর্ণা
 দেব-লোক এই ভাষ ভাষে । লক্ষ্মীসহ নিজে বিরাজিত ।
 বিধি বিধি ধ্যানে যায়, শত যুগে নাহি পার, আপনি আসিয়া শিব, করিছেন যার শিব
 সেই নিধি গিরিরাজবাসে ॥ তার ঘরে কোথার অহিত ॥
 অঙ্গুর কিরয় যত, নাচে গায় শত শত, থাকে কত নেবে কত, হেরে হয় জ্ঞানহর
 করিতেছে মঙ্গল-সাধন । কিছুতেই নাহি হয় ক্ষয় ।
 শিব-দুর্গা দেখিবারে, আল্লাদে মানদাগারে, দৃষ্টিমাত্র একবার, ধনাগার খাত্তাগার
 নাগ-লোক করে আগমন ॥ পুনর্বার হতেছে অক্ষয় ॥
 বসু বসু হরে হরে, না বাহিরে গভীর স্বরে, গুরু আর পুরোহিত, উভয়েই
 গায় ভূত প্রমথ পিচাশ । হেরে রূপ স্থির নহে মন ।
 বেতালে ধরিয়া তাল, বেতাল ধরিছে তাল, আশীর্বাদী হুল নির', মস্তকেতে দিতে গির
 ভাল ভাল মনের উল্লাস ॥ করিলেন চরণে অর্পণ ॥
 বৃষতে ছাড়িছে ডাক, বাড়িছে ভূতের জাঁক, হেসে কন শিব শিবা, ঠাকুর করিল কিং
 ধ্বনি উঠে খেই খেই স্বরে । এ যে বিধি বিধিমত নয় ।
 ফৌস ফৌস শব্দ করি, ফণী নাচে কণা ধরি, নীরব ব্রাহ্মণস্বয়, কথা আর নাহি ক
 কারো প্রতি ঘেব নাহি করে ॥ চিত্তের পুতুল যেন রয় ॥
 হইয়া উদার মন, অকাতরে বৃণধন, প্রাচীন, ব্রাহ্মণী এক, কিছুমাত্র নাহি ভে
 বরে ধন বিতরণ স্তূপে । দিব্য জ্ঞান দ্বারে উদয় ।
 বাচক যাচিকা যত, ধান পেয়ে মনোমত, হেরিয়া যুগলরূপ, জানিয়া স্বরূপ রূপ,
 জয় জয় রব করে স্তূপে ॥ মেনকা মহিষী প্রীতি কর ॥
 বাহা চায় তাহা পায়, খায় দায় নাচে গায়, তোমার নয়নতারা, তারানামধারা তারা,
 অভিশ্রায় পূর্ণ সবাকার । জিলোকের তারা বেদে বলে ।
 দেও দেও বলে সব, নেও নেও উঠে রব, তারার নন্দিনী যাত্রা, তারা যেন পোতে তারা,
 খোলা আছে ধনের ভাণ্ডার ॥ তারানামধা তারা * ধরাতলে ॥
 ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যত, মূনি ঋষি শত শত,

* তারানামধা তারা ধরাতলে অর্থাৎ তাহার নন্দিনী

যত সব কুলদারা, হেরে তারা সর্বদারা; সহজে সম্ভব সব, এ তব-বিভব তব,
তারা, তারা, বলে কহুহলে। জানহীনা আমি কব কত।
পুলকিত হয়ে তারা, স্থির করি আখিতারা। কহিতে মহিমা তব, বেদ আদি পরাতব,
ভাগিতেছে তারা-প্রেমজলে ॥ ভবধর তব রব-হত ॥
ধরায় ধরে না শোভা, মহাদেব-মনোলোভা, ব্রাহ্মণীর গুণে তব, গোপনে তবানী তব,
কোটি রবি-ছবি পদতলে। মনে মনে হলেন সদয়।
ভুবনভাবিনী তারা, সুখে মধুকর তারা, কথা বয়ে অবহেলে, ঈশ্বর ঈশ্বরী পেলে,
তারার নয়ন-শতদলে ॥ আর তার নয়নে কি ভয় ॥

তার-সুখ তারাপতি, হেরে শশী তারাপতি,
পোড়েছে চরণ-নখজালে।

তারাণ্ডে তারাপতি তাই হেরে তারাপতি
তারাপতি ধরিল কপালে ॥

সাধু সাধু সাধু শশী, দুটিল কলঙ্ক-মণী,
দোষী তোয়ে কে বলে এখন।

শিবায় শ্রী খণ্ডে পোড়ে, শিবের মাঝায় চোড়ে,
কলি তাঁর প্রধান ভূষণ ॥

উমার বনকনিভা, লক্ষ্মণের গুহা বিতা,
মরি কিবা ছটা তায় অলে।

অহমান করি হেন, সুমেকর আভা যেন,
পড়িয়াছে খবল অচলে ॥

মিলিত যুগল রূপ, অতিশয় অপরূপ,
অহরূপ নাহি দেখি তার।

এরূপ পরূপ কয়, হেন সাধ্য কার হয়,
বর্ষিবার শক্তি আছে কার ॥

শিব হুগা এক ঠাই, কোনকালে দেখি নাই,
এ শোভা কহিব আর কারে।

যখন বাসনা হয়, এইরূপ মনোময়,
দেখি যেন হৃদয়-আগারে ॥

ওহে শিব আশুতোষ, ছাণ্ডিনীয়ে আশু তোষ,
চাহ চাহ অধীনীর পানে।

ছাড় মোর হই দোষ, কর কর পরিতোষ,
পাদপদ্ম-মকরন্দ-দানে ॥

ভবগ্রিয়া ও মা জুগে, তার এই ভবজুগে,
দয়া-দৃষ্টি কর একবার।

আমি নারী তক্তহীনা, তুমি গো মা তক্তহীনা,
এইমাত্র গুনিয়াছি সার ॥

রামকলি—তাল কেবুতা।

হিমাংসয়ে কি আনন্দ, সিংহাসনে সদানন্দ,
সদানন্দময়ী শিবা বামে শোভা পায়।
হেন শোভা কেবা, দেখেছে কোপায় ॥

রজহ-কনক-প্রভা একত্র প্রকাশে।
হিরমৌবামিনী যেন বিমল আকাশে ॥
উষাকালে চাক্র সুরধনী-জলে,
তরুণ অরুণ-আভা যেন অলে,
যেন যেত শতদল দলে দলে,
হরিতরেখা দেখা যায়।
উভয় রূপের আভা উভয়েই লয়।
পারদে দিম্বুর যেন মেশো মেশো হয় ॥
সে রূপ যে জন করে দর্শন,
পুলকে পুরিত হয় তার মন,
ছুটিতে না পারে মুখের বচন,
নয়ন-মলিলে ভেসে যায় ॥

নিকটেতে ছিল যারা করি কার হায়ন
মোহিত হইল তারা রূপের ছটার ॥
স্থির করি ছুটি লোচনের তারা,
রয়েছে পাঁড়ারে অনিমেখে তারা,
তারানাথ সহ নিরবিধে তারা,
তার-গুণ তারা মনে গায়।
সমুখে পাঁড়ারে জয়া চানর ঢুগায়।
বিজয়া মনের সাথে চন্দন মাধার ॥
ননী সর ক্ষীর মিঠাম সকল,
মধুর রসাল নানাবিধ ফল,
সুগন্ধি ভাঙ্গুল সুশীতল জল,
আনিয়ে দিতেছে উমা মায় ॥

সকল তারার তার হইয়াছে, তারা, তারানাথ অর্থাৎ
চন্দ্রের প্রায় ধরা-তলে শোভা করিতেছেন।

কুলের কামিনী যত করি আগমন ।
 হর-গৌরী দেখিবারে, করিছে যতন ॥
 কত সুখ তাহে মেনকা প্রকাশে,
 এস মা এস মা মুখে এই ভাবে,
 ডেকে বলে রাঘি মধুর সম্ভাষে,
 দেখে যা গো তোরি আর আর ॥
 রাণীর মনের হৃদে সব গেল দূরে ।
 করিয়া মঙ্গল-ধ্বনি চারিদিকে ঘুরে ॥
 রুচির ভক্ষণ বিনোদ বসন,
 রজত কাঞ্চন বিবিদ রতন,
 অকাতরে রাণী করে বিতরণ,
 বারে বারে চোখে দেখিতে পায় ॥
 হিম গিরিরাজ-গৃহে মহামহোৎসব ।
 দ্বিজগণে দেখে নৃপ করে কত তব ॥
 যোগী ঋষি যত ভক্তিরূপে গলে,
 মনে এই আশা করিছে সকলে,
 মরণ-হরণ চরণকমলে,
 মধুকর হয়ে মধু খায় ।
 গুপ্তভাবে গুপ্ত-প্রভা অতি শোভাকর ।
 শ্রীপদপঙ্কজতলে প্রভাকরকর ॥
 কাতরে কহিছে প্রভাকর-কর,
 প্রভাকরসূত ভদ্র-হর হর,
 নিরন্তর যেন এই প্রভাকর,
 হর কৃপাকান্দে প্রভা পায় ॥

সঙ্গে লয়ে প্রাণাদিক কার্তিক গণেশ ।
 চলেন শস্ত্র সহ বাহিরে মহেশ ॥
 রূপের শোভায় সভা উজ্জল হইল ।
 হর হর হরধ্বনি অমনি উঠিল ॥
 আজাগ্রগৃহিত জটা শকরের শিরে ।
 ধূম্র যেন খেলিতেছে মন্ডাকিনী নীরে ॥
 অনল ঝলকে চারু নয়নফলকে ।
 পলকে পলকে যেন দামিনী নলকে ॥
 ললাটেতে খণ্ড শশী ঝলঝল করে ।
 মস্তকের ভ্রূষা ফণী মণিপ্রভা করে ॥
 কোথাও মানিক মুক্তা রতন বিস্তর ।
 শিব-অঙ্গে ছাই দেখে ছাই হয় সব ॥
 শ্রবণে কুণ্ডল দেখে কার মন ভুলে ।
 ভুবন ভূলালে তোলা ধূতুরার ফুলে ॥

বুকুতা হীরার দার কোথা গেল হেরে ।
 হাড়ে হাড়ে কাঁপে তারা হাড়খালা হেরে ॥
 বাঘছাল বাস দেখে হুতিকণ বাস ।
 লজ্জার করে না আর নিকটেতে বাস ॥
 উপায়ে বিবাহের স্তম্ভুর বর ।
 লজ্জার নীরব হয় কোকিল ভ্রমর ॥
 হির হয়ে থাকে স্ত্রী সুখাবৃত্তি ৩য় ।
 দেবাসুর আদি করি মুগ্ধ সমুদর ॥
 থেকে থেকে বাজে গাল বব বব ৪য় ।
 দেখিয়া ভবের ভক্তি ভয়ে কাঁপে যম ॥
 ভব ভব আলো করে রূপের বিভাবে ।
 মনোভব পরাভব নিকটে না আসে ॥
 আশ্রয় পত্তরবাড়ী আনন্দ অশ্রয় ।
 ক্রমেতে আপনি হয় শোভার বিস্তার ॥
 কুঁকড়িয়া ছিল দাড়ি বাঁধিতেছে খোপ ।
 চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠিতেছে গোঁপ ॥
 লেঙ্গন বুড়ার মত ভাব নাই আর ।
 পুনর্বার হলো যেন যৌবনসঞ্চাব ॥
 শিবের সম্ভব সব অসম্ভব নয় ।
 সকল পারেন হতে নিজে ইচ্ছাময় ॥
 জামাতা লইয়া রাজা সত্যায় বসিয়া ।
 সকলে সম্ভাষ করে সম্ভাষ হইয়া ॥
 কৌমলের কর্তা আদি মুনি যোগী যত ।
 গিরিরাজ-সভায় সবাই সমাগত ॥
 নারদের ইচ্ছা মনে অন্তঃপুরে যায় ।
 করিয়া ঢেকির বাস্ত কৌদল বাধায় ॥
 ভাইপোর অভিপ্রায় বুঝেছেন খুড়ো ।
 মনে মনে মুহু মুহু হাসিছেন বুড়ো ॥
 বিবাহের বল বৃদ্ধি করিয়া হরণ ।
 হর কন ভাল আছ দেব ভগোদন ॥
 নারদ বলেন খুড়ো আমি ভাল আছি ।
 খুড়ীয়ে দেখিব ব'লে সাধ করিয়াছি ॥
 শকর বলেন তবে দেখে এস গিয়া ।
 গমনের কালে বেয়ো সাক্ষাৎ করিয়া ॥
 ঢেকি ঋষি ঢেকি নিয়া উঠিবারে চায় ।
 উঠে না ঢেকির মোনা বটে ঘোর দার ।
 টানাটানি করে কত সাধ্য নাই নাড়ে ।
 ঢেঁকুচ ঢেঁকুচ রবে মোনা ডাক ছাড়ে ॥
 দাঁত করে কিড়িমিড়ি নড়িতেছে হেন ।
 বজ্রাং শালায় ঢেকি উঠনাক কেন ॥

কসিয়া মৌনার মুখে মারিতেছে বাঁকি ।
 রাগেতে আপনি ছেড়ে আপনার দাঁকি ।
 ঢেঁকি বুদ্ধি ঢেঁকি বল ঢেঁকি মূলধন ।
 ঢেঁকি ছেড়ে যেতে নাহি পারে তলোধান ।
 নারদের ভাব দেখে সভাপুত্র হাসে ।
 নারদ নারদ বোলে উচ্চ হবে তাষে ।
 নারদ নীরদ শুনে নারদ পণ্ডিত ।
 হড়াড়ি শুরু করে ঢেঁকির সহিত ।
 ছিড়িয়া বীণার তার করি খান খান ।
 ঢেঁকির মাথায় বেঁধে মারিতেছে টান ।
 কোনরূপে কিছুমাত্র উপায় না পেরে ।
 অবশেষে বলিলেন খতমত খেয়ে ।
 লাগিয়াছে ভাবাচাকি বদ্ধ ভ্রমশাশে ।
 যার পানে ফিরে চার সেই দেখে হাসে ।
 কিকিং পরেতে সেই ভ্রম হলো শেষ ।
 বস্ত্রটির খেলা এই আনিল বিশেষ ।
 আপনার অভিমান করি পরিহার ।
 মনে মনে অপরাধ করিল স্বীকার ।
 সে ভাব বুঝিয়া শেষ শিব সন্যাস ।
 নারদের গোপনেতে হলেন সদয় ।
 তখন উঠিয়া গুনি পুর-মারের বার ।
 প্রণাম করিল গিয়া পার্বত্যের পায় ।
 গুণবালা যত সব কাঁদ কাঁদ হয় ।
 বলে ও মা এটা কেঁটা দেখে লাগে ভয় ।
 ঝোলা দাঁড়ি ঢেঁকি বাড়ে ঘরে মারে হুতো ।
 কোথা হ'তে এলো এই চালকাঁড়া বুড়ো ।
 যত শিশু ছেলে মেরে মূর্তি দেখে তার ।
 ডেউ ডেউ কৈদে উঠে লাগত করা তার ।
 কেহ বলে কানকাটা কেহ জুজু বলে ।
 কেহ বলে কোটে বুড়ী থাকে বুদ্ধি জলে ।
 কাছে থেকে কেহ বলে খেলে খেলে খেলে ।
 কেহ বলে পালা পালা ভুতে পেলো পেলো ।
 হুগাঁ কন যাও গুনি স্বরায় করিয়া ।
 সকলে পেয়েছে তর তোমার দেখিয়া ।
 কেঁপে কেঁপে সকলে করিছে হাঙ্কাকার ।
 ঢেঁকি নেড়ে মেরে ছেলে কাঁদাত না আর ।
 উমার বসন্ত গুনি হইল বিদার ।
 দ্বির হয়ে সকলেতে মনে সুখ পায় ।
 নীরদ শিবের কাছে এসে পুনরায় ।
 শিষ্ট হয়ে বসিলেন স্বাক্ষর সত্যায় ।

যতর আদাই দৌছে হরষিত মন ।
 যথারীতি এখানে করেন আলাপন ।
 ওখানেতে মারে মারে কথোপকথন ।
 প্রকাশ করেন দৌছে মনের বচন ।
 মেনকা বলেন মা গো কেমন করিয়া ।
 এত দিন ছিলে তুমি আমার ভুলিয়া ।
 অচণা হুথিনী আমি জননী তোমার ।
 তোমা বিনে জিভুবনে কে আছে আমার ।
 কৈদে কৈদে লারা হই তোমার কারণে ।
 মা ব'লে কি একবার পড়িত না মনে ।
 ভুবেছে জলধিগলে শ্রাণের সন্ধান ।
 পাখান-হৃদয় ব'লে ঘার নাই প্রাণ ।
 করিয়া তোমার ধ্যান বেঁচে আছি তাই ।
 এত দিন পুনরায় দেখা হলো তাই ।
 মরিলে ছুড়ায় সব কেবা করে কয় ।
 ছুথের কপালে মা গো মরণ না হয় ।
 মনে করি কাল-করে দেহ করি লয় ।
 কালের স্বাক্ষরী ব'লে কাল করে ভয় ।
 চকল হয়ো না বাঁধা বিনয় আমার ।
 নোপনে তোমার মুখ দেখি একবার ।
 কর পেতে সর লও তুলে দেই হাতে ।
 ননী ছানা কীর খাও কচি হয় বাতে ।
 কত দিন পায়শাদি মধুর আহার ।
 হাতে কোরে দিই নাই বধনে তোমার ।
 সাধ পুরে খাও উমা সাধ এই মনে ।
 বসিত হয়েছি আমি তোমা হেন মনে ।
 মনের হুখেতে তুমি করিলে আহার ।
 তবে মা তাপিত প্রাণ ছুড়ায় আমার ।
 প্রাণের পুতুলি তারা তুমি প্রাণধন ।
 সবো মাত্র একা তুমি কুলের রতন ।
 ছেড়েছি আহার-নিদ্রা তোমার বিচ্ছেদে ।
 থেকে থেকে আচম্বিতে প্রাণ উঠে কৈদে ।
 হুখে বুক কাটে হার এমন অস্থির ।
 তবু পোড়া পাণ প্রাণ না হয় বাহির ।
 নিদ্রারে নিকটে স্থান নাহি দেয় আঁখি ।
 শুধু করি নীরাহার নিরাকারে থাকি ।
 পথিক দেখিলে পথে তারে ডেকে কই ।
 তারা কই তারা কই প্রাণ-তারা কই ।
 পথিকে প্রবোধ দিয়া শ্রীর কথা কর ।
 প্রবোধ মানিয়া মন স্থির তাই হয় ।

কেহ যদি বলে তোর উমা ভাল আছে ।
 হাতে যেন বর্গ গেয়ে ছুটি তার কাছে ॥
 তুমিরা মদলা তোর সুমঙ্গল ধনি ।
 আপনারে তুলে যাই আপনা অমনি ॥
 তোমার দুঃখের কথা কেহ যদি কহে ।
 সে কথা জ্বরে যেন শেল গাঁথা রহে ॥
 সে দিন যে দুখে যায় আর কারে কই ।
 জীবন্তে মরণ সম পর হোয়ে রই ॥
 গিরি এসে কতরূপে আমারে বুঝায় ।
 তখাচ বুঝে না মন করি হায় হায় ॥
 দয়া করি নিজে যদি এসেছ এবার ।
 কিছুদিন কৈলাসেতে বেণু না মা আর ॥
 তুমি গেলে হিমালয় হবে অন্ধকার ।
 ছাখিনী জননী তোর বাঁচিবে না আর ॥
 আশ্রয় ছাড়নে আর কত দিন রব ।
 রাজ্য আদি যত কিছু তোমারি ত সব ॥
 মায়ের রোদনে কেঁদে মায়ের জ্বর ।
 মহামায়া তবু মনে মায়ার উদর ॥
 শ্রীহর্গা বলেন মা গো ধৈর্য ধর মনে ।
 এতই কাতরা তুমি কিসের কারণে ॥
 প্রণাম করি গো মাতা চরণে তোমার ।
 কান্দিয়ে আমার মা গো কান্দায়ো না আর ॥
 কমলা কার্তিক বাণী আর লছোদর ।
 ছেলে মেয়ে বেঁচে থাকু আশীর্বাদ কর ॥
 তুমি মা এমন হোলে আমি কোথা বাই ।
 কে আছে কাহার কাছে মা ব'লে দাঁড়াই ॥
 জুড়াত তোমার কাছে এসেছি জননি ।
 পাগলিনী হোরে কেন কর পাগলিনী ॥
 এসেছে নাভিনী নাতি দেখিবে বলিয়া ।
 আদর করহ গিন্না তাদের লইয়া ॥
 বহুদিন হ'তে কিছু করনি আহার ।
 মাথা খাও খাও কিছু বিনয় আমার ॥
 আমার নিকটে ব'সে দেও কিছু সুখে ।
 তোমার প্রসাদ শেষ খাব আমি সুখে ॥
 ধন রাণী পুণ্যবতী কত পুণ্য জোয় ।
 ব্রজময়ী প্রসাদ পাইবে আজি তোর ॥
 ও মা তারা সকল খেও না একেবারে ।
 রয়েছে প্রসাদে করি কিছু দিও তারে ॥
 হেনকি দেখেছে খাও সমুদর খাসা ।
 কৈশরী প্রসাদেতে কৈশরের আসা ॥

পার্বতী কহেন পুন বরিষ করি কর ।
 নিরত আমিবি আমি আশিবেন হর ॥
 ছেলে মেয়ে সর্বনা থাকিবে হবে কাছে ।
 বল বল মা তোমার ভাবনা কি আছে ॥
 মেয়ে হয়ে যে না করে পিতা-মাতা-সেবা ।
 তার চেয়ে অজাগিনী আছে আর কেবা ॥
 বড়লি মা আমি হই পিতার সন্তান ।
 তব গর্ভে যদি মা গো শেরে থাকি স্থান ॥
 বত দিন এই দেহে এই প্রাণ রবে ।
 উত্তরের পদসেবা করিব মা তবে ॥
 কবি কহে ব্রহ্মারি কি বলিব আরে ।
 পদ-সেবা কাজ নাট, দেখা দ্বিপ মারে ॥
 পিতা মাতা তোর কাছে সেবা নাহি বাটে ।
 মাঝে মাঝে এইরূপ দেখা পেলে বাটে ॥
 কল্পণাময়ী যুখে কল্পণা-বচন ।
 মেনকার মন-স্থির হইল তখন ॥
 মায়ে ঝিরে এইমত চলিতেছে কথা ।
 হেনকালে গিরিরাজ উপনীত তথা ॥
 হাসি হাসি মুখখানি চেয়ে উমা-পানে ।
 আনন্দের সীমা নাই নৃপতির প্রাণে ॥
 উমা বলে বহুদিন দেখিনি চরণ ।
 বল বাবা ছেলে মেয়ে দেখিলে কেমন ॥
 গিরি কন সে কথা কহিব কি মা আর ।
 এমন চাঁদের হাট দেখি নাই আর ॥
 চাঁদের সে শোভা আর হইবে কেমনে ।
 হয়েছে চাঁদের মেলা আমার ভবনে ॥
 পর্তুভেশ-প্রিয়পুত্রী পিতার বচনে ।
 চলিলেন অস্ত ঘরে পুলকিতমনে ॥
 রাজা কন গুণো রাণি কি কর এখন ।
 হুহিতা জামাতা বল দেখিলে কেমন ॥
 বড় বে বলিয়াছিলে শব্দর ভিখারী ।
 ভিখারিণী প্রাণাধিকা প্রাণের কুমারী ॥
 শিবের পাগল ব'লে কত কান্দিয়াছ ।
 অসাহারে থাকে উমা কত বলিয়াছ ॥
 কেমন ভিখারী সেই দেখে জিহুগারি ।
 লজ লজ আজ্ঞাকারী কুবের ভাণ্ডারী ॥
 কবের বিতক কত দেখ একবার ।
 রতনের ছড়াছড়ি রতন-ভাণ্ডার ॥
 একে একে চেয়ে দেখে লবঙ্গের পানে ।
 রতনে বতন নাই পারে ক'রে ছায়ে ॥

তোমারে এ সব কথা বলেই যে সব ।
 তাদের দেখাও এনে এ সব বিভব ।
 কানী আর কৈলাসেতে কক্ষ পমর ।
 উমার ঐশ্বর্য গিরা দেখুক কেমন ॥
 আর আর যত কিছু কহিব না আর ।
 সংক্ষেপে কহিলাম এইমাত্র সার ॥
 মেনকা বলেন গিরি একে অতি কীণা ।
 যে যা বলে তাই শুনি আমি জানহীনা ॥
 অবলার অপরাধ পদে পদে হয় ।
 নিজগুণে কমা কর ওহে হিমালয় ॥
 না জেনে বলেছি কত করিরাছি রোষ ।
 শিব তারা লইবে না চুখিনীর ঘোষ ॥
 বল বল প্রাণপতি ধরি ছুটি পায় ।
 কেমন করিয়া আমি রাখিব উমার ॥
 ভামাই এসেছে সঙ্গে লয়ে পরিবার ।
 তিন দিন গেলে পরে রাখিবে না আর ॥
 এবার যত্নপি হর গৌরী নিরা যায় ।
 পাগদেহে প্রাণ তবে রাখা হবে দায় ॥
 এত দিন কত দুখে করিয়া যাপন ।
 যত দেহে পুন যেন পেয়েছি জীবন ॥
 দ্বিগুণ সন্তানশোক দহিবে হৃদয় ।
 দেখা দেখা দেখা গিরি মরিব নিশ্চয় ॥
 অধিক কি কব আমি উমা যাহে রয় ।
 সহস্রায় কর তার যেক্ষেপেতে হয় ॥
 মহিবীর কথা শুনে, গিরি হালে মনে ।
 শিবের সর্বস্ব ধন, রাখিব কেমনে ॥
 ভবানী বিহনে ভব স্থির কিসে হবে ।
 শিবের কৈলাসধাম, অন্ধকার হবে ॥
 রাণীরে প্রবোধ দিয়া, বহে গিরিহার ।
 অবস্ত করিব আমি, যে হয় উপায় ॥
 উত্তলার কর্ম নর শুন পুরেখরি ।
 দেখা যাবে আন্তর্য্যে তবস্ততি করি ॥
 শিব চুর্গা লয়ে আমি থাকি হিমালয় ।
 আমার কি মনে এই সাধ নাহি হয় ॥
 কবি কর হিমালয় ভূমি বিজয়র ।
 রমণী ভুলাতে এত, ছল কেন কর ॥
 হরের হৃদয়-ভূমি নন্দিনী তোমার ।
 সবনী পোহালে ভরে রাখে সাধ্য কার ॥
 হৃদয়ীতে প্রভাকর হইলে উদয় ।
 বেয়ে চেয়ে দেখা যাবে তখন কি হয় ॥

উষার বালাকালের সঙ্গিনী সকল উমাকে
 নির্ঝনে পাইরা পূর্বাধরা প্রকাশ পূর্বক আপনাপন
 মনের আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে ।

[সঙ্গীত কীর্তনাদ্ৰ]

চোরী-চুরী ।

একবার কথা কও মা তারা,
 চেয়ে দেখ দেখ দেখ দেখ গো ।
 তোমার বালাকালের সঙ্গিনী,
 সকল সমাগত গো ॥
 ও মা, মা বাপেয়ে করে হেলা
 নিয়ে ভাঁড় মাত্রি ঢেপা
 ছেলেবেলা বুলাখেলা করিরাছি কত গো ।
 উমা তোর সঙ্গে কত রঙ্গে
 ছেলে খেলা করিরাছি কত গো ।
 আমরা কুণ্ডা তুকা ভুলে গিয়ে
 কেবলি তোমার নিয়ে
 ছেলে খেলে বালাকাল করিরাছি পত গো ।
 তোর প্রেম-ডোরে বাঁধা পড়ে,
 বালাকাল করিরাছি কত গো ॥
 ও মা রজনীতে স্বর্ণলতা, একাসনে বধা ভণা,
 নানারূপ উপকথা বলেছ বলেছি
 কত শত গো ।
 এখন সে সব কথা মনে নাই কি
 বলেছ বলেছি কত শত গো ।
 তোর মুখের কথা শুনব বলে
 চুপি চুপি আস্তেম চলে
 প্রেম-রসে যেতেম গলে
 হ'তেম জানহত গো ।
 আর বাহুজ্ঞান থাকিত না
 একেবারে হ'তেম জানহত গো ॥
 আমরা না আইলে ভূমি তারা
 কেঁবে কেঁদে হ'তে সাধা
 রাণী গিয়ে প্রবোধিবে বলিতেন কত গো,
 ওমা আর তোরা আর ব'লে
 প্রবোধিবে বলিতেন কত গো ॥

তনে রাণীর মুখে সমাচার
 গৃহে থাকে কেবা আর
 উঠে ছুটে আসিতাম পুরবালা বত গো ।
 তোমার খাওয়ার শোয়াব ব'লে,
 আসিতাম পুরবালা বত গো ॥
 আমরা তুলে দিলে চাঁদমুখে
 খেতে কত মনের সুখে
 কথার কথায় শেষ হ'তে নিদ্রাগত গো ।
 আমরা খেলে খেতে শুলে ক্ষেতে
 শেষে তুমি হ'তে নিদ্রাগত গো ।
 এখন সে সব কথা গেলে ভুলে,
 এত ভালবাসা কোথায় থলে
 একবার চাও মুখ তুলে
 দেখি দেখি মনে সাধ যত গো ॥
 তোমার বিমল বরণ কমল চরণ
 দেখি দেখি মনে সাধ বত গো ।
 তোমার আগে যদি জানিতাম
 তবে কি মা ছাড়িতাম

নজ্জ সজ্জে ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ।
 তুমি তাড়াইতে পারিত না
 ফিরিতাম হয়ে পদানত গো ॥
 তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডধরী
 আমরা তোমার সহচরী
 কৃপা করি কৃপা কর জনমের মত গো ।
 চিরহথিনী অধীনী ব'লে
 কৃপা কর জনমের মত গো ॥

অথ ভুতগণের আনন্দোৎসব

শিব-পরিবার লয়ে নগনুগধন ।
 অশেষ মনের সাধে করান ভোজন ॥
 অবশেষে বাহিরে আসিয়া গিরিহায় ।
 গিলাট প্রমথগণে ভোজন করায় ॥
 উপাধারে নানা খাদ্য করিল প্রদান ।
 রাশি রাশি দ্রব্য আনে পর্ত্ত প্রদান ॥
 রীতিমত ব'সে কেহ করে না আহার ।
 কাড়াকাড়ি ছড়াছড়ি গঙগোল সার ॥
 ভুতের কোথায় থাকে আগার বিচার ।
 পাতে পাতে এক করি করে একাকার ॥

আগে খায় কীর পর মিটাই সন্দেশ ।
 ভাল ভাল শাক আর পেটে দেয় বেশ ॥
 খেতে খেতে কেহ কেহ গাছে গিয়ে চড়ে ।
 আকাশেতে উঠে কেহ লাক' বেয়ে পড়ে ॥
 উত্তম আহার পেয়ে আনন্দিত হবে ।
 নেচে নেচে গান করে শিবদুর্গা হবে ॥
 শব্দ বাহিরে এলে দেখেন কৌতুক ।
 ভুতনাথে হেরে আরো মনে পায় সুখ ॥
 বম্ বম্ বম্ ভোলা মুখে এই বাক ।
 পশুপতি বেয়ে হবে নেচে দেয় পাক ॥
 বেলপাত এনে এনে ফেলে দেয় পায় ।
 টলিল শিবের পদ আর কেবা পায় ॥
 মনোমত বেশ করি ভুতগণ সনে ।
 নাচিয়া উঠিল হর বৃষ আরোহণে ॥

[সঙ্গীত]

মালতী—একতারা ।
 লয়ে ভুতগণ হরষিত মন
 ভুতনাথ ভোলা সাজে ।
 রতন ভূষণ দারুণ দূষণ
 ভুজঙ্গ বিভূতি বাঘের বসন
 শব-শিব বিনা তব কলেবর
 নব সাজে নাহি সাজে ॥
 করি আঁখি লাল, নাচিতেছে বাঁধ,
 তাহে তালে তাল, ধন্বিতেছে তাল,
 তাল তাল তাল, বলিছে বেতাল,
 বব বম্ গাল বাজে ।
 ললাটে অনল, কয়ে ঝলমল,
 তাবে ঢল ঢল তরু টল টল
 হালে খল খল করে কল কল
 জ্বমরী জটামার ॥
 মনোহর বেশ ধরিল মহেশ
 বাঘছাল আঁটা কীণ কটি-দেশ,
 কি কব বিশেষ গলে দোলে শেষ,
 করেতে ডমক বাজে ।
 ভব-ভাব দেখে তাবে ভবরাণী
 ভবানী ভবানী তাকে শূলপাণি

দুর্গা বিনা মুখে নাহি অস্ত বাণী
শিঙে নিরে রাগ তাঁলে ॥

বক বক দান্য বক বক লক্ষ আসে ।
বত পায় তত খায় গিরিরাজ হাঙ্গে ॥
জয় জয় হিমালয় নবে কর মুখে ।
দান্য ভাই দমি চাই কোলে খাই মুখে ॥
ভাল পাক বটে শাক কেহ ডাক ছাড়ে ।
আন বোল করে গোল কেহ বোল ঝাড়ে ॥
চোড়ে গাচে কেহ নাচে কেহ যাচে মুলো ।
দেও দান্য এক দান্য শাখা শাখা শুলো ॥
ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধেই ধরে ।
হাতাহাতি লাভালাভি মাতামাতি করে ॥
পরস্পর ভাঙ্কর ধোরে কর ছাঁদে ।
গায়ে জোর করে শোর অতি ধোরনাদে ॥
নহে স্থির বাসুকির বুঝি শির নড়ে ।
ছুটে ছুটে উঠে উঠে ভূমে লুটে পড়ে ॥
ঠোকে তুলি ওড়ে খুলি ভূতে হলি খেলে ।
খেয়ে ভাত নেড়ে হাত এঁটো পাত ফেলে ॥
মহালয় যেন হয় মনে লয় হেন ।
দিয়া বাপ মায়ে লক্ষ ভূমিকম্প যেন ॥
জোটে জোট করে চোট বাধে কোট আঁকে ।
থাকে থাকে লাকে লাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
এ প্রকার সাধ্য কার কাছে আর থাকে ।
শুনে হয় মনে ভয় কথা কর নাকে ॥
ঝড় ঝড় দড় দড় যেন ঝড় হাঁকে ।
দিয়ে তালি বলে কালী নালে কালি মাখে ॥
মেরে দম্ বলে বম্ জরে বম কীপে ।
সিঁগুয়ার ছাড়ে তীর যোগিনীর দাপে ॥
শুনে স্বর ভয়কর মরে নর আসে ।
খম্ খম্ কলেবর পায়ে জয় আসে ॥
পদে তর ভীমভর ধরাধর নড়ে ।
রবি শশী ঢলি ঢলি খেল খসি পড়ে ॥
অবিরত মনোমত্ত করে কত রত ।
বাঞ্চে গাল লক্ষকাল নহে ভাল ভল ॥
হেউ কেউ ভেউ ভেউ খেউ খেউ ধরে ।
খায় মদ বায় মদ নাহি পদ ধরে ॥
ভূত-মোলা ভূত-খলা ভূত-চোলা লকে ।
নেড়ে কর মনোহর নাচে হর রকে ॥

এনে ছাই করে ডাঁই দেহে তাই মাখি ।
হাতে শূল কানে ফুল ঢুল ঢুল আঁখি ॥
নেড়ে বাড় ভেঙে চাড় দিয়ে ষাঁড় নাচে ।
কি উল্লাস ছেড়ে খাস নাহি বাস যাচে ।
আন্ততোষ আন্ততোষ তাহে তোষ বাড়ে ।
হত দোষ নাহি রোষ কণী কোঁস ছাড়ে ॥
নাহি ভয় ভবতরু টলে অম্বরগে ।
হেরে রূপ অপরূপ মনোভূপ ভাগে ॥
লগাটের অনলের প্রতাবের ছটা ।
দেবতার দেবতার নাচিবার ঘট ॥
সুখাতাবী মুহ হাসি সুখাশি করে ।
অবিগণ হুট মন দরশন করে ॥
হিমালয় মহালয় অতিশয় মুখে ।
ভাবভরে স্তব করে হরে হরে মুখে ॥
গুণ তব কত কব জয় তব দুর্গে ।
বলে ভব তুট ভব তারো ভবজুর্গে ॥

স্বপ্নের স্তবে তুট দেব মহেশ্বর ।
মনে মনে মনোমত্ত দান করে বর ॥
গিরিবর পেয়ে বর মেনকারে কর ।
দেবদেব মহাদেব আমার সদর ॥
মেনকার ইচ্ছা গিয়া জামায়ের কাছে ।
আপনার ইচ্ছামত বর এক যাচে ॥
কবি কর যাও রাণি এখন চলিয়া ।
ভাল বর দেবে হয় স্বাভাবী বলিয়া ॥
ছাদে উঠে যত সব গুহবালাগণ ।
শঙ্করের নাচুনি করিছে দরশন ॥
সেখানেতে পূর্ণকার সখী বারা ছিল ।
টানাটানি করি তারা তারায় আনিল ॥
তারা কর দেখ দেখ যত সাধ আছে ।
শিব-রক্ত দেখে দেখে চোক পচিয়াছে ॥
বুড়ী এক এসে বলে হবে শেষ জালা ।
যুবতী রমণী তোরা পালা পালা পালা ॥
সমুদ্রমন্ডন-কথা থাকিবে শুনিয়া ।
মেতেছিল মহাদেব মোহিনী দেখিয়া ॥
তোমরা রূপসী সব মোহিনীর মন্ত ।
তাহাতে যৌবনকাল শোভা কব কত ॥
রূপ আর যৌবন দেখিয়া লাগে ভয় ।
দাবধান দাবধান কি জানি কি হয় ॥

যুগা-নারী সবে কর যেখানেতে শিবা ।
 সেখানেতে আমাদের ভয় আছে কিবা ॥
 যোগেশ্বর জগদীশ বিভূ বিশ্ব-সার ।
 কখনো কি হয় তাঁর মনেতে বিকার ॥
 পশুপতি ভবপতি ভগবান যিনি ।
 ত্রিলোক-ভারিণী তারা তাঁহার গৃহিণী ॥
 চকোর কি চাঁদ ছেড়ে কোনখানে যায় ।
 হরি কি হরিণী ছেড়ে শৃগালীতে ধায় ॥
 প্রাচীনা হোয়েছ তুমি, থাক গিরা আছে ।
 কি জানি শিবের ভূত চাপে এসে থাকে ॥
 আনিয়াছ বুঝকাঠ আঁচলে বাধিয়া ।
 সর্বনাশ হয় বুঝি তোলায় লইয়া ॥
 পূন আর ফিরে যেতে হবে নাক ঘরে ।
 প্রমাদ হইবে শেব দানো পেল পরে ॥
 পূর্ববৎ বাক্য আর সরে না সেরূপ ।
 ছুঁড়ীদের কথা শুনে বুড়ী মায়ে চূপ ॥
 কোন সহচরী কর আড়ল নাড়িয়া ।
 দেহ দেহ ভগো উমা দেহ দেখাইয়া ॥
 এড়ে গরু চ'ড়ে ওই খেত-কলবর ।
 উনি কি তোমার তিনি তোলা মহেশ্বর ॥
 আঁহা মরি হেন শোভা কতু দেখি নাই ।
 যে বলে শকর বুড়া মুখে তার হাই ॥
 তুমি তারা যে প্রকার রূপের আধার ।
 সেইরূপ অপরূপ কর্তাটি তোমার ॥
 তোমার তুলনা হয় তুমি তার তুল ।
 উভয়ে উভয় তুল নাহি যার মূল ॥
 হেনরূপ যে জন না করে দরশন ।
 বুথায় নয়ন তার বুথায় নয়ন ॥
 ভাগ্যবলে দেখিলাম দেব ত্রিলোচন ।
 সকল জীবন আর সফল জীবন ॥
 মরি মরি আঁহা করে কোন সহচরী ।
 হুই ঠাই হুই রূপ দরশন করি ॥
 হুই অল এক হয়ে বৃদ্ধ যদি রয় ।
 না জানি তাহাতে আরো কত শোভা হয় ॥
 হর-গৌরীরূপ মাত্র শুনেছি শ্রবণে ।
 সেরূপ কিরূপ কতু দেখিনি নয়নে ॥
 দয়া কর দয়াময়ি সব লখী বলে ।
 একবার সেইরূপ দেখাও সকলে ॥
 একবারে দূর হোক অম্বরের ধাঁধা ।
 জনমের মত হই স্নাতা পায় বাঁধা ॥

একান্ত দেখাতে যদি লজ্জা হয় মনে ।
 আমাদের কর জনে দেখাও গোপনে ॥
 চির-কেলে দানী না গো, আমরা সবাই ।
 বিশেষ বলিতে কিছু তর নাহি পাট ॥
 ঠাকুর নাচেন ওই, ঠাকুরালী করি ।
 গৌরী হই বায়ে গিরে, বসো মহেশ্বরি ॥
 নাচিছেন সনানন্দ, প্রভু পকানন ।
 গোপনেতে হরবিত, জননীর মন ॥
 মনে সাধ, হুই অল এক হয়ে মন ।
 অর্জনাবীর-রূপ, কয়েক ধারণ ॥
 সে রূপ দেখিলে পরে জান থাকে কার ।
 যোগ-বলে যোগীশ্বর, ব্যান করা তার ॥
 পরমব্রহ্মের যোগ পরমা সহিত ।
 বিধি, বিধু আমি করি সবাই মোহিত ॥
 মনে মনে ইচ্ছা বটে কি করিবে লাখে ।
 আপনিই কান্ত হন লজ্জা-ভরে বাখে ॥
 পিতা, মাতা, ছেলে, মেয়ে, সব কাছে আ
 ভাবে তারা, দেখে তারা লজ্জা পায় পাছে
 করেন মনের তাব মনেতেই লর ।
 বাহিরে কপট ভাবে লজ্জার উন্নয় ॥
 মাথায় আঁচল দিয়া, বলেন লকরী ।
 "অহুচিৎ কথা কেন, কহ সহচরী ॥
 কুলিয়া ভুতের ভাবে, যেতেছেন স্বামী ।
 দেখিয়া অন্তর অলে, নীচে বাই আমি ॥
 হাসি পায়, কারা আসে, দেখে মরি লাগে ।
 বুড়ো কালে, খেড়ে রোগ, কখন কি লাগে ।
 উপযুক্ত ছেলে ছাট নাহি করে তর ।
 যত্নর, বাস্তবী দেখে লজ্জা নাহি হর ॥
 দিন দিন বরষের বৃষ্টি হয় বত ।
 ততই হতেছে বুড়ো বালকের মত ॥
 বাহিরেতে তিরসার, মুখের বচনে ।
 গাধাবাদ করে কত গোপনে গোপনে ॥
 মনে মনে কত অশ, শিবেরে দেখিয়া ।
 নৃত্যকালী উঠিতেছে, আপনি নাচিয়া ॥
 ভবরাগী ভবানী ভাবিনী ভবভাবে ।
 ভবানীর ভাব ভব ভাবভরে ভাবে ॥
 উভয়ে উভয় ভাবে, ভাবের প্রচার ।
 সে ভাবের তাব পায় সাধ্য আছে কার ॥
 খামিল হয়েই নৃত্য-ভূতে মায়ে চূপ ।
 পুনরায় লভার মিলি ভবভূপ ॥

নিবৃত্তয় দুর্গা-জয় ঘোষণা করিয়া ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি আকাশ ব্যাপিয়া ॥
এইরূপ মহানন্দে তিন দিন যাবে ।
দশদীতে কি হইবে সকলেই ভাবে ॥
কবি কহে এখন আনন্দ কর সবে ।
দুর্গাপদে মন রাখ, বা হবার হবে ॥

হরধ্যান ভঙ্গ

দেবতার বিনয় শুনিয়া রতিপতি ।
কহিতে লাগিল তবে মধু ভায়তী ॥
হরধ্যানভঙ্গে প্রব মরণ আঁমার ।
তখাচ করিব আমি পর-উপকার ॥
শরীর হাজিব আমি তোমাদের তরে ।
এত বলি চলে কাম শরাসন-করে ॥
সঙ্গেতে চলিল তবে সহচরগণ ।
বসন্ত কোকিল অলি মলয়-পবন ॥
মনে মনে মীনকেতু করিছ বিচার ।
শিব সঙ্গে বাদ ইথে মরণ আঁমার ॥
প্রকাশ করিল তবে আপনার বল ।
আনিল আপন বশে সংসার সকল ।
যখন কুহুমগহ কোশে প্রকাশিল ।
কতিপয় সব হত তথনি হইল ॥
ব্রহ্মচর্য্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ, শম, দম, ধ্যান ।
সদাচার, স্ত্রীলতা, ভক্তিযোগ জ্ঞান ॥
বুত্তি, অহা, শাস্তি, সত্য আদি যত ছিল ।
বিবেকের সেনা সব ভয়ে পলাইল ॥
লুকাইল পুরুষ-গহবরে এক ভিত্তে ।
কার সাধ্য ভবিতব্য পারে খুচাইতে ॥
হরধ্যান ভাঙ্গিবারে শরাসন-করে ।
ছটা মাথা ঘাড়ে বুঝি রতিনাথ ধরে ॥

মদনের শরে,

পুরুষ রমণীগণ ।

অচল সচল,

রতিরলে নিমগন ॥

মনে বিকলতা,

পড়ে তরুণরোপরে ।

তরলীলী সব,

দাসরে লখন করে ।

বিষ চরাচরে,

হঠাৎ চকল,

কাননেতে লতা,

করি কলরব,

মত কান-মদে,

ভড়ের বখন,

অনল অবশ,

লয়ে প্রাণপতি,

দেবতা মানব,

অপ্স কিরর,

যাঁদের নয়নে,

উঁহার সকল,

রমণী সকল,

পুরুষ তেমনি,

সবার অন্তরে,

বারে দয়া করি,

ছই দণ্ড কাল,

নিরখি শব্দর,

খুচিলে মত্ততা,

তেমনি অগতে,

ধ্যানেতে অটল,

ভয়েতে মদন,

পরে রতিপতি,

বাইল বলন্ত,

করিতেছে আশ্রয়ন ।

কোথা ইথে সচেতন ॥

অনুমান কোকবধু ।

পান করে মুখ-মধু ॥

শিশাচ ভুলঙ্গ যত ।

কামবশ যতাবত ॥

ব্রহ্ম বিনা নাহি আর ।

নারীময় এ সংসার ॥

পৃথিবী পুরুষালয় ।

হেরিছে অবনীময় ॥

কেহ না ধৈর্য ধরে ।

কেবল সে জন তরে ।

আছিল সংসারময় ।

মনেতে পাইল ভয় ॥

সুস্থির অন্তর হয় ।

শান্তভাবে জীবচর ॥

ত্রিপুরারি যোগাসনে ।

রূপপ্রভা দরশনে ॥

ধরিল কুহুম-শর ।

পিক অলি নিশাকর ॥

পুরুষদী হয়ে,

এমত লক্ষণ,

নিশিতে দিবস,

সুখে ভুলে রতি,

প্রথম মানব,

যত বিজ্ঞানর,

এ তিন ভুবনে,

দেখেন কেবল,

দেখিছে কেবল,

যুবতী রমণী,

অনঙ্গ সঞ্চারে,

রাখিলেন হরি,

এরূপ জ্ঞানল,

রিপু পঞ্চশর,

মদমত্ত বারা,

মোহ-তম গতে,

জগন্ত অনল,

ফিরায় বদল,

হয়ে জ্যোৎস্বতি,

দহিত লাবত,

বন উপবন,	ফুলে ফুলোভন,	অচল অটল,	সমাধি প্রবল,
গন্ধে আনোদিত সব ।	হইয়া আকুল,	দেখি গুল-ধন,	কোণে কোণে তল,
মুগ্ধের মুকুল,	অলিকুল করে রব ।	লইল অমোঘ শর ।	
সরেবয়ে জল,	করে ঢল ঢল,	বিবিধ বন্ধনে,	করিয়া নদ্ধানে,
লাজ পায় নীরধরে ।	করিয়া পবন,	হৈল ধ্যানভঙ্গ,	পাইয়া আভঙ্গ,
সৌরভ গ্রহণ,	গৌরবে গমন করে ।	পলায় মনন দূরে ।	
ছব্বয়-রঞ্জন,	ধঞ্জনী ধঞ্জন,	মিলিয়া নয়ন,	বুৎপেবাহন,
নাচিছে কমলদলে ।	বরটা-মণ্ডল,	সভয় অন্তরে,	পলায় অন্তরে,
মহা কুতূহল,	ভাসিছে বিমল জলে ।	দেখিয়া কুসুমবাণ ।	
শিক শুক শারী,	সারি সারি সারি,	লগাট লোচন,	করিলা মোচন,
বসি রস-আলাপনে ।	রূপে মনোহরা,	হতাশনে মার,	পুড়ে হৈল ছার,
নাচিছে অপ্সরা,	গাইছে কিয়রগণে ॥	হাছাকার ভূমণ্ডলে ॥	
করি কোটি কলা,	পাতি নানা ছলা,	কামের নিধন,	করিয়া অধন,
ফুলধনু রতিপতি ।	ওবু নাহি পারে,	গোঁকা কুল ভোগিগণে ।	
ধান ভাসিবারে,	চিন্তিত হইল অতি ॥	যোগিগণ যারা,	মহা সুখী তারা,
		বীর বৈরি-বিনাশনে ॥	

কাব্য-কামন

প্রার্থনা

জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান,
 জয় জয় ভবপতি ।
 করি গুণিনীত, এই কর নাথ,
 তোমারেই থাকে মতি ॥
 অখিল সংসার, রচনা তোমার,
 যে দিকে ফিরাই আঁধি ।
 অতি অপরাধ, হেরে তব রূপ,
 বিমোহিত হয়ে থাকি ॥
 অযুৎ অশ্রু, গহন শিখর,
 দৃষ্টি করি আমি বাহে ।
 হেন জ্ঞান হয়, ওহে নয়ামত,
 বিরাজিত তুমি তাহে ॥
 পূজিবা, সলিল, অনল অনিল,
 রবি, শশী, আর তারা ।
 নিয়ম তোমার, করিয়া প্রচার,
 পরিচয় দেয় তারা ।
 কুসুম-কেশরে, ভ্রমর বিহরে,
 সুখে করে মধু পান ।
 নানা রাগ-ভরে, শুণ শুণ করে,
 করে তব গুণগান ॥
 কোকিল-কলাপ, মধুর আলাপ,
 করিছে ধরিছে তান ।
 তনে যার কুখা, তাহাতে কি সুখা,
 করিছে হরিছে প্রাণ ॥
 যতক খেচর, লয়ে সহচর,
 সহচরী লহ চরি ।
 বলি ভরুপরে, প্রেমলাপ করে,
 মরি মরি আঁহা মরি ॥
 কতু বনে চরে, কতু চরে চরে,
 চরাচরে করে খেলা ।
 নিজ নিজ থাকে, নিজ থাকে থাকে,
 করিতেছে বেন বোলা ॥

উদয় তরিয়া, আহা করিয়া,
 প্রীত হয়ে গীত ধরে ।
 কি কহিব আর, সে গানে তোমার,
 মহিমা প্রচার করে ॥
 শাবি-শাখা বহ, ফলতারে নত;
 চরণে প্রণত তারা ।
 পল্লব নড়িছে, সলিল পড়িছে,
 দর দর প্রেমধারা ॥
 সকলেরি সার, তুমি মূলধার,
 আচ্ছ শিবরূপ ধরি ।
 কিছু নাই বল, না দেখি সখল,
 কি দিয়ে অর্চনা করি ॥
 তোমার এ ভব, তোমারি এ সব,
 আমার সম্ভব কিবা ।
 আমি অতি দীন, হয়ে জ্ঞানহীন,
 ভ্রমে ভ্রমি নিশি দিবা ॥
 কর অসি দান, করি বলিদান,
 কায় আদি রিপু-মদে ।
 প্রেম-ফুল সহ, প্রাণ মন লহ,
 দান করি তব পদে ॥
 তুহিত যে জন, নিরাশে যেমন,
 চাহে স্থলীতল রস ।
 সেইরূপ মন, হয় পতিত্বপ,
 তব প্রেমে যেন বশ ॥
 বিধি, হরি, ভব, ভাবে পরাতব,
 কি বুঝিবে মুঢ় নরে ।
 তোমার লইয়া, পাগল হইয়া,
 বুখায় বিবাদ করে ॥
 কিছু নাহি জানে, কিছু নাহি মানে,
 নাহি কাটে ভ্রমফাল ।
 মিছে তর্ক করে, মিছে বোকে মরে,
 মিছে করে আত্মনাশ ॥
 নূতন হুচনা, যনেতে রচনা,
 তাতে পড়ে কতনত ।

মিছে কথা কর, কিছুই সে নয়,
কিसे হবে মনোমত ॥

কেহ কহে, ওই, কেহ কহে, কই,
কেহ কহে, তাই বটে ।

কেহ কহে, এই, কেহ কহে নেই,
আছে, কেহ কেহ রটে ॥

কেহ কহে, আহা, আমি কহি যাহা,
তাই কর দৃঢ়-জ্ঞান ।

আমি কি রে, আমি, আমি কি রে স্বামী,
কি জানে করিব ধ্যান ॥

যেমন গর্দভ, বহুবিধ ধব,
পিঠে ব'য়ে হয় খুন ।

সেইরূপ নরে, পু'থি ব'য়ে মরে,
বিচারে হারায় গুণ ॥

অন্ধর ছুঁড়িয়া, তোমাতে মুড়িয়া,
বচন রচব করে ।

কেহ কহে 'খোনা', কোমাণেতে খোনা,
মোনা আছে এই ঘরে ॥

কি কব অদ্বত, পিতা, পুত্র, ভূত,
ত্বিন গাড় বেহ কর ।

বলে এই বলে, "বাইবেলে" বলে,
এ কথা অত্থা নয় ॥

কেহ কহে বেদ, ঘুগায়েছে খেদ,
প্রভেদ করিয়া পথ ।

প্রণব-শরীর, এই করি স্থির,
পুত্রািব মনোরথ ॥

মোদক যেমন, করিয়া বতন,
দোকান লাজার জাকে ।

বাহিরেতে জাঁক, এক রসে পাক,
নানাবিধ লাভ, রাখে ॥

ধর্মের দোকান, কত শত থান,
সে'রূপ ভব-হাটে ।

এক বস্ত্র নিরা, নানা নাম দিয়া,
যোসেছে দোকানী গাটে ॥

অবোধ বালক, জ্ঞানের আলোক,
পায় নাই কোন স্থানে ।

মনে লয় যাহা, কিনে লয় তাহা,
কারণ কিছু না জানে ॥

দোকান কাঁদিয়া, কাঁহনি কাঁদিয়া,
রাখিয়াছে মিছে লেখে ।

ঘুত কীর চিনি, আমি ভাল চিনি,
তুলিলে দোকান দেখে ॥

দোকানের মত, শাস্ত্র শত শত,
কি হুঁইবে তাহা নিরা ।

তব-রূপ বেদ, দূর করে খেদ,
তব পরিচয় দিয়া ॥

সাজায়ে আসর, বাজায়ে কাসর,
চেঁচাচেঁচি করে কত ।

না পেয়ে স্বরূপ, লয়ে ধূনা ধূপ,
মাথা খোঁড়ে অবিরত ॥

বিফল ভ্রমণা, কতই ব্রহ্মণা,
তোমাতে করিছে জীব ।

চিরস্থখে তার, নাহি অধিকার,
কতু নাহি পায় শিব ॥

তোমাকে মরিয়া, স্বভাব ধরিয়া,
জ্ঞানপথে চলে যাই ।

মতামত যত, শাস্ত্র শত শত,
তুণ জ্ঞান করে সেই ॥

ফুল বয়ে মাথা, কল পায় মাথা,
নাসা পায় তার স্নেহ ।

সাধক যে জন, বুঝিয়া কারণ,
দেখে তখন হয় মুক ॥

যে পেয়েছে আধি, দেখিতে কি ক',
কিছু আর তার আছে ।

তুমি রূপামত, হয়ে মনোমত,
সদা বাধা তার কাছে ॥

স্থির করি মন, যখন যে জন,
যে তাবে তোমাতে তাবে ।

তুমি তার প্রভু, অনাথা কি কতু,
সে জন তোমাতে পাবে ॥

ভক্তিসহকারে, রসনা-আগ'রে,
তব নাম বেই লবে ।

তাহাতে তোমার, কল্পণা অপার,
অবশ্যই হবে হবে ॥

ওহে ভবধব, কি কহিব ভব,
মানস-ভিন্নির হয় ।

অজ্ঞান নাশিরা, নিজ জ্ঞান দিয়া,
আমাতে কৃতার্থ কর ॥

শিবজ্ঞান

সাহসে বাধিয়া বুক, প্রকৃতির দেখে মুখ,
দূরে যারে সব দুখ, বিষয়ে বিশেষ সুখ,
হয় হয় হলো হলো, না হয়, না হয় হলো,
হয় হয় নয় নয় মিছে খেদ করো না ।
চিরজীবী নহে কেহ, পতন হইবে বেহ,
পেছে ভুতের গেহ, মিছে কেন এত মেহ,
থাকে থাকে থাক থাক, যায় যাবে থাক থাক,
থাকে থাক যায় থাক ভেবে আর মরো না ॥
রবে আর কত কাল, কালে হয় গত কাল,
নিকট বিকট কাল, না ভাবিলে মহাকাল,
এই কাল সেই কাল, কালেই আসিছে জাল,
পাবে কাল যত কাল বুধা কাল চোরো না ।
ভুলিছাছ ভব-ভাব, ভাবিতেছ ভব-ভাব,
স্বভাবে স্বভাবভাব, কর নিজ অসুভাব,
কি ভাব কি ভাব ভাব, কে বুঝে ভাবের ভাব,
ভাবে ভাব আবির্ভাব অভাবেরে ধরো না ॥
মানসিহারী হংস, তুমি হে তোমার অংশ,
দেহরূপে অবতংশ, নাহিক তোমার ধ্বংস,
মানসের সরোবর, পরিহারি নিরন্তর,
কর কি রে গুণনীরে আর তুমি চোরো না ।
ছিলে তুমি অপ্রকাশ, হইলে হে সুপ্রকাশ,
ভাল বাস ভাল বাস, পেয়ে বাস কর বাস,
কত আশ অভিশাস, কত হাস পরিহাস,
শুন ভাব ধর ভাস ভ্রমবাস পোরো না ॥
আমি হে ছিলাম একা, পেয়েছি তোমার দেখা,
নাহিক সুখের লেখা, আর কেন হও ভেঁকা,
ঠেকিয়া হ'লো না লেখা, দিতেছ জলের রেখা,
দেখ শেষ ভুলে দেশ আর যেন সোরো না ।
অশিবার শন মণ্ড, আছ জীব, শিব হও,
শিবরথ মুখে কণ্ড, শিবের সদনে রও,
কেন হে অশিব মণ্ড, অশিবের ভার বণ্ড,
বার বার দেহে আর পাণ্ডার জোরো না ॥

পরমার্থ-তত্ত্ব

নৈত্য ভৌতিক দেহ, চিরস্থিত মহে কেহ,
অপকাল বৃত্ত-পোতা বটে ।

অমনিশা হয় তোর, শমন করিয়া জোর,
পর্যাছে জীবনের জটে ॥
কাননে কুসুম ফুটে, চারিদিকে পঙ্ক ফুটে,
শোভায় আমোদ করে কত ।
কিছু পরে সে প্রকার, সৌভদ না থাকে আর,
একেবারে সব হয় গত ॥
যৌবন কুসুম সম, ক্রমে ক্রমে যায় ক্রম,
পরাক্রম কিছু নাই রবে ।
হৃদয়ে হৃদ পঙ্ক, ঘুটিবে তাদের তরু,
ক্রমে হৃদ আরো হৃদ হবে ॥
সংসার বাহার কীর্তি, রচনা করিয়া পৃথী,
স্বজন করিল নান প্রাণী ।
অন্ত সব মিছা আর, এক সত্য সেই সার,
মনে মনে তাঁরে শুদ্ধ মানি ॥
প্রণয়ের সহোদর, বিশ্বাস বান্ধবর,
সেই যেন রহে রাতি-দিবা ॥
আকার-প্রকার তার, থাকে থাক যে প্রকার,
প্রকাশের প্রয়োজন কিবা ॥
সরল স্বভাবে থাক, প্রণয়ে হৃদে রাখ,
যেব হিংসা ক্রোধ পরিহার ।
হিতকার্য্যে হয়ে রত, অবিরত সাধ্যমত,
জগতের উপকার কর ॥
কর সদা যত কর্ম, দান দয়া মূল ধর্ম,
পেলে মর্ম লর্ম কল কলে ।
শুভ কার্য্য যেই করে, সংসার আধার বরে,
প্রশংসা-প্রদীপ তার জলে ॥
অভিমান অহঙ্কার, ধনজন পরিবার,
কলিকার বিষয়ের বুলি ।
তবে শুভ হবে রব, শেযেতে বিফল সব,
সার মাত্র হরিকোল বুলি ॥

মানস-পূজা

কেন মন কি কারণ এত নিজা তোর ।
মোহমদে এত মত্ত নাহি ভাকে ঘোর ॥
উঠ উঠ চেয়ে দেখ নিশি হয় তোর ।
প্রভাত হইলে পরে পলাইবে চোর ॥
নয়ন মুদিয়ে আছ কিসে হবে জোর ।
দেখিতে না পাও কিছু মুখে মিছে শোর ॥

এই আছে এই নাই এই ত শরীর ।
 কখন বিনাশ হবে কিছু নাহি স্থির ॥
 দিন যত গত তত গণিতেছ দিন ।
 অথচ জান না তুমি দিনের অধীন ॥
 নিখাস বায়ু সহ আয়ু হয় শেষ ।
 কঠান্ত নিভান্ত তব ধরিতাছে কেশ ॥
 স্থিরভাবে একবার কর রে অরণ ।
 আসিছে বিকট কাল নিকট মরণ ॥
 কলে চলে কলেবর হুস্ন তার কল ।
 সে কল বিকল হ'লে বিকল সকল ॥
 পাঁচের বিকার হেতু আকার নীকার ।
 এই আমি এই আছি এই নাই আর ॥
 যত দিন থাকে দেহ তত দিন ভাল ।
 মানস-মন্দিরমাঝে জ্ঞানদীপ জ্বল ॥
 পেয়েছ পবিত্র দেহ ধর্ম লভ তাহে ।
 মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম কর ধর্ম্ম রহে বাহে ॥
 বিশ্বমাঝে দৃষ্ট যত নহে বিশ্বমূল ।
 সে সব যে কিছু দেখ মনের সে ভুল ॥
 ইঞ্জিরের অগোচর চিদানন্দ যিনি ।
 হৃদ জল প্রান্তর অটবী নন তিনি ॥
 অন্ধকারে কোথা বল খুঁজে তাঁরে পাবে ।
 নিজ দেশে যেন করি কোন্ দেশে বাবে ॥
 যের আছে মহাত্ম্য দেখিতে না পাও ।
 কাচ হেতু যত্ন করি দূরদেশে যাও ॥
 একি ভ্রম কেন ভ্রম বৃন্দাবন কান্দি ।
 নিত্য সেই নিত্যবিন্ত চিত্ত-তীর্থ-বানী ॥
 রয়েছে সকল বস্তু মনের আগারে ।
 তক্তিতে জ্ঞান-পুণ্ডে পূজা কর তাঁরে ॥
 তাবের ভবনে বাস তব-ভাব লও ।
 মিছে কেন ভব ঘুরে ভবঘুরে হও ॥
 সকল অসার আর সকলি অসার ।
 আত্মতীর্থ মহাতীর্থ সকলের সার ॥
 আপনি হে আপনার পরিচয় লও ।
 আত্মার আত্মীয় হয়ে আত্মতীর্থে রও ॥
 অহুরাগে একতাগে বিভূষণ পাও ।
 দূর হবে তব কুখা জ্ঞান-সুখা খাও ॥

শীতকালের প্রভাতে কামিনী নাগিকার মানভঙ্গ

সুখের পিণ্ডিরকালে, নিশির প্রভাতে ।
 দিব্য আরক্ত ছবি রবির প্রভাতে ॥
 দেহ হ'তে পরিহরি তিমির বসন ।
 তব যেন নবশঙ্ক করিল ধারণ ॥
 তারাপতি তারা লহ শুভ করে কর ।
 হল-জল আকাশের শোভা মনোহর ॥
 নাগর নাগরী দৌছে বসে বজ্রবনে ।
 ঢুল ঢুল ছুটি আঁখি নিশি জাগরণে ॥
 স্থলীতল সমীরণ পরশে কাঁপিয়া ।
 কামিনী কহিছে কথা বদন কাঁপিয়া ॥
 চ'লে যেতে চ'লে পড়ি টোলে যায় পদ ।
 বোধ হয় যেন কত খাইয়াছি মদ ॥
 বসনে ঢাকিয়া দেহ শুঁড়ি মেরে আছি ।
 উহ উহ প্রাণ যার শীত গেলে বাঁচি ॥
 হাসিয়া নাগর কহে, খোল প্রাণ মুখ ।
 শীত-ভীত হয়ে এত ভাব কেন দুখ ॥
 ছর খাতু মধ্য শীত করে তব হিত ।
 হিতকর দোষী হয় এ কি বিপরীত ॥
 শুনিয়া রমণী কহে আড়-চোখে চেয়ে ।
 কিসে শীত হিতকারী সকলের চেয়ে ॥
 যে শীত বিক্রম করি কাটার শরীর ।
 যে শীত আনারে এত করেছে অস্থির ॥
 যার ভয়ে বর হ'তে না হই বাহির ।
 যার ভয়ে হাত দিয়া নাহি ছুই নীর ॥
 কলেবর শুশু আছে যে শীতের ডরে ।
 পদ্মমুখ বিকসিত যে শীত না করে ॥
 বার বার তুমি তার, বাড়াতেছ মান ।
 আর না কহিব কথা, করিলাম মান ॥
 কামিনীর মান দেখে, রসিক নাগর ।
 হৃজিল সাগরবৎ, রসের সাগর ॥
 সহস-বচন জল, অমৃত-সমান ।
 হিমের প্রশংসা ছল, তরঙ্গ ভুফান ॥
 ভাব, অর্থ, ছই দিকে, শোভে ছই কূণ ।
 'অভিপ্রায় স্থিরধারা' মধ্যে অতকূণ ॥
 মানসরী সেই জলে, দিতেছে নীতার ।
 পথে পথে পদযোগে, না পার পাখার ॥

নায়কের উক্তি

নায়ক নায়িকা প্রতি, কহিতেছে শেষ ।
বিসে শীত হিতবস্ত্র, জল সবিশেষ ॥
রূপ, গুণ, হাব ভাব, তোমার যে আছে ।
যারা তার অকুরূপ, চুরি করিয়াছে ॥
সেই সব চোর খরি, শীত মহারাজা ।
এক একে সকলেরে দিতেছেন শাজা ॥

কুহলের নিভা হরি বিতাবরী নিশা ।
শীতের শেষেতে তাই, হইতেছে ক্রশা ॥
হেমস্ত করিল তার, অহঙ্কার কম ।
দণ্ড দণ্ড, দণ্ড পেয়ে, দণ্ড নাশ হয় ॥
কু আশা জানিয়া তার, কু আশার জালে ।
একবারে বেরিয়াছে, আকাশ পাথালে ॥
বস্ত্রনী শাসন হেতু, ঘোরতর ধ্বংস ।
জল ফুড়ে স্থল জুড়ে, শূন্য উড়ে ধ্বংস ॥
আর দেখে স্বরূপনি, বিনোদিনী ধনি ।
বেশের বিনোদ তার, হোরেছিল ফনী ॥
বোরে পাশ, পেয়ে তাশ, ভয় বড় মনে ।
বিবরে লুকাল সাপ, শীত-আগমনে ॥
নিগ্রেছিল নীরবর, কেশের আকার ।
বধো শরমে বড় জাঁক ছিল তার ॥
ভীম সম ভীম হিম, দিলে প্রতিফল ।
এখন গগনে তাই, নাহি পার স্থল ॥
গড়িয়াছে ছাই সব, শত্রুদের মুখে ।
বেশ করি, বেশ করি বেশ বাঁধ অুখে ॥

তোমার মুখের ছবি, রবি করিয়াছে ।
দেখ তার কি প্রকার, নশা ঘটয়াছে ॥
সমুচিত প্রতিফল, পেয়ে হাতে হাতে ।
জরজর দিবাংকর, বৃষ্টিকের দাঁতে ॥
ভেবেছিল তুলা কঠি, পাশ বাবে তার ।
জানে না যে আছে শেষ, ধর্মের বিচার ॥
শীতের শাসন জোর, খড়্গবার নয় ।
ভয় পেয়ে নিলে গিরে অগ্নির আগ্রহ ॥
ওষু তার প্রজা নাই, ছুখ পার অতি ।
ভেবে ভেবে ছিল দিন, রৌদ্র দিনগতি ॥

আর দেখে চাঁদমুখি, পগনের চাঁদ ।
অবিকল হরিয়াছে তব মুখচাঁদ ॥
লুটিলে পরের ধন, না হয় সুসার ।
যত তার অহঙ্কার, হরেছে তুকার ॥
একপ বিশদগ্ৰন্থ, দেখি স্বপ্নরাজে ।
তারো দ্বারা বারা তারো, লুকাইল লাজে ॥
শিশির হরিল তার, নিশির সম্পদ ।
তুবারে তুয়ার-কর, হারাইল পদ ॥
আর দেখে সন্তোষের, নলিনী হৃন্দরী ।
হরিয়াছে তোমার ও মুখের মাধুরী ॥
চুরি করি তাল তার, ফলভোগ হলো ।
জল মাছে দল সহ, শুকাইয়া মলো ॥
চোরের হইল শাজা, মৌন কেন রও ।
একবার মুখ তুলে হেসে কথা কও ॥

নয়নের চক্কলতা হরিয়া থঞ্জন ।
হয়েছিল সবলের কদর-রঞ্জন ॥
হেমস্ত করিল তার জুকুট ভঞ্জন ।
থঞ্জন-রঞ্জন নষ্ট, এখন গঞ্জন ॥
পাখা নাড়া, চোক নাড়া, মুখ নাড়া তার ।
ঘুচিয়াছে সমুদ্র, কিছু নাই আর ॥
আর দেখ, কুরঙ্গ কুরঙ্গ করি কত ।
হরিয়াছে নয়নের, অবয়ব যত ॥
সেইরূপ শাস্তি তার, করিয়াছে শীত ।
তৃণপত্র আহাৎতে, হয়েছে বঞ্চিত ॥
আর দেখ, ইন্দীবর জলেতে থাকিয়া ।
নয়নের শোভা যত, লয়েছে হরিয়া ॥
শীত ঋতু হরি তার, পতির প্রভাস ।
জীবনে করিল তার, জীবন বিনাশ ॥
চকুচোর ঘাসা তারো, মারা গেল প্রাণে ।
চাক চক্কে চাও প্রিয়ে, প্রেমধীন পানে ॥

তোমার হাসির ছটা, হরিয়া দামিনী ।
বরষার হয়েছিল ভুবনভামিনী ॥
শীত তার সমুচিত দণ্ড করিয়াছে ।
আকাশে চাহিয়া দেখ, আর কি সে আছে ॥
হাসি-চোর ফাঁসি গেল, হত হাতমুখী ।
প্রকাশ করিয়া আস্ত, কর প্রাণ অুখী ॥

হাত তড়িতের ঘটা, করি একবার ।
দূর তর মনের সকল অন্ধকার ॥

তিলকুল হরি তব, নাসার গঠন ।
শিশির রাজার করে, হইল পতন ॥
আর কেন নাকে হাত, দেও তুমি প্রাণ ।
প্রকটিত প্রেমপুষ্প, লহ তার ভ্রাণ ॥

ভুঙ্গর জকুটিভঙ্গি, হরি রামধনু ।
আষাঢ় শ্রাবণে ধরে মনোহর তনু ॥
বর্ণ তার পীত তর, মনে ভাবি এটা ।
পীত নয় পাণ ভোগ, পাণুরোগ সেটা ॥
নারী-ভুঙ্গ-চোর বলি শাপ খেন সীতে ।
এই হেতু রামধনু মরিয়াছে শীতে ।
হারাধন পুনরায়, পাইয়াছে প্রাণ ।
ত্রিভুবনে নাই আর, উপমার স্থান ॥
জ-ধনুকে আখি-বাণ, করিয়া লঙ্কান ।
একবার বিধুবুখি, বধ মম প্রাণ ॥

ঘোটেছিল কি প্রমাদ, বশন্ত সময় ।
চারিদিকে শত্রু সব, গুহলতাচয় ॥
অধরের রাগ ভাগ, করিয়া হরণ ।
মনোহর নবপত্র, করিল ধারণ ॥
অধরের রাগ চুরি, এ কি প্রাণে নয় ।
আমার সর্বস্বধন, চোরে কেড়ে লয় ॥
হিমাগমে প্রতিকূল, পাইয়াছে তার ।
সকলোরি নেড়া মাথা, পাতা নাই আর ॥
মনোহুখে এত দিন, আছি শব-প্রাণ ।
অধর-অমৃত দিয়া, বাঁচাও আমার ॥

দশনের দীপ্তি-চোর, মুকুতার হার ।
শীতে তার ভোগ হ'লো কোটা-কারাগার ॥
শীতভাঙ্গা দীপ্তচোর হয়েছে এখন ।
ছিন্ন হয়ে স্থখে কর দশন বর্ষণ ॥
মদনের মান প্রিয়ে, রাখ একবার ।
তদনে পবিত্র কর, বদন আমার ॥

শাসের গৌরব চুরি, করিয়া গোলাপ ।
শীতকালে শীর্ণ হয়ে, করিছে বিলাপ ॥
গিয়েছে সৌরভ তার, কাঁটা হলো পাছে ।
পাণ ক'রে জেবে জেবে, কাঁঠি হইয়াছে ॥
বেশিলে স্বরূপ সব, দেখিলে স্বরূপ ।
কিরূপ চোখেতে রূপ, হয়েছে বিরূপ ॥
ভুঙ্গনের দণ্ড করি, হয়ে দণ্ডধর ।
গণনেশে দ্বিভি কর, আমার অধর ॥

ডালিম হরিণ তব, পরোধর-ভাণ্ডা
সেই হেতু শীতে তার বিপরীত নাভ ॥
ভরতে শিহরে সরা, কাঁটা কলেশবরে ।
আপনি আপন পাশে, বুক কেটে মরে ॥
আর দেখ শরকলি, অলি-মনোলাভা ।
হোয়েছিল প্রাণ, তব কুচকলি-শোভা ॥
নীহার করিল তারে, অশ্রু-আবাত ।
ফুটিবে কি উঠিবে কি, স্নগলে নিপাত ॥
পাছে ফের ঘটে ফের, মরি মনোহুখে ।
কুচকলি লুকাইয়া, রাখ মন বুক ॥

গণনি । প্রাণ, তব কর কোমলতা ।
চুরি করি গয়েছিল, কমলের লতা ॥
শীতের শাসন-অগ্নি, মনে তার জলে ।
সেই হেতু একবারে লুকাইল জলে ॥
নিতে আর পারিবে না, তব্বর নিমর ।
ভুঙ্গপাশ দিয়া বাঁধো, আমার জ্বর ॥

গতির গরিমা চুরি, করিয়াছে হাঁস ॥
শীতে তাই নাই তার, জলের বিলাস ॥
শিশির তাহার পক্ষে, হোয়েছে শমন ।
মরাল করাল করে, না করে গমন ॥
লোভ হেতু নাহি শুনে, লোকের বারণ ।
গমনের শুণ চুরি কোরেছে বারণ ॥
চুরি করি ঘটে পাণ, নাহি জানে মৃত ।
খর ধর কাঁপিতেছে, শুকাইয়া শুঁড় ॥
জরজর কলেশর, ঘোরতর রোগ ।
ভুগিতেছে হতী দুখ, বকস্কের ভোগ ॥

গতি-চোর সকলের হইল দুর্গতি ।
আমার হৃদয়পথে কর প্রাণ, গতি ॥

কটির ক্ষৌণ্ডতা হরি, হরি হরি বন ।
হিম ভয়ে বিবরেতে, করিল শয়ন ॥
করি অরি তব অরি, হরি নাম যায় ।
এখন হোরেছে তার, হরিনাম সার ॥
এ সময় কেন প্রাণ, মান কর আর ।
চলাইরা ক্ষৌণ্ড কটি, হাঁটো একবার ॥
কোথা হরি, কোথা কহা, হংস কোথা রবে ।
রতি হেরে রতিগতি, পদানত হবে ॥

তব উরু গুরুভার, হরি রম্ভা তরু ।
শিশিরেতে লীর্ণকায়, পাশে হয় নরু ॥
কেমন কর্মের ভোগ, নাহি যায় ঘলা ।
শুকাইল লুকাইল, ফল পেয়ে কলা ॥
পদ-চোর পদে নাই, ময়িল বিপদে ।
শ্রেমমসি, শ্রেমদাসে, রাখ প্রাণ পদে ॥

চাপাফুল হোরছিল, অজুলি রেখা ।
কোথা সে, এখন তার নাহি আর দেখা ॥
কোথা তার কটু গন্ধ, কোথা তার দল ।
শীতাগমে ভর পেয়ে, পলাইল থল ॥
চম্পকবরণি ধনি, মারা গেল চাপা ।
করাঙ্গুলি চাপাগুলি, যুকে দেও চাপা ॥

রূপ চুরি করি হেম, প্রেম নাহি পায় ।
হিমে তারে, হিম বলি, নাহি তোলে পায় ॥
বলিহ্মপে বদ্ধ হই, আছে কারাগারে ।
আমারে ভূষিত কর, প্রেম-হেমহারে ॥

শিকর মধুকর, স্বর-চোর ছটো ।
শীতের নিকটে আছে গাঁতে করি কুটো ॥
আর নাই কোকিলের, মনোহর রূপ ।
কুহ কুলে উছ ব'লে হয়েছ নীরব ॥

নিরত নয়নে তার, বহে নীরবারা ।
কুহর আকার পেলে, হয়ে কুহ-বারা ॥
দেখ আর ভ্রমরার, ঘটেছে কি বার ।
হেরিরা তাহার দ্বন্দ্ব, বুক কেটে যায় ॥
সরোবরে বিকসিতা, নহে তার বধু ।
মনে ভাবে, কোথা বাবে, কোথা পাবে মধু ॥
ভ্রমে পোড়ে, ভ্রমে গিয়া সরোবরতীরে ।
কোত পেরে, শুধু মূখে, আসে রোজ কিরে ॥
কেতকী-কাঁটার পোড়ে ছিঁড়িয়াছে পাখা ।
সকল শরীর তার হ'ল রজমাখা ॥
শুণ শুণ করে অলি, শুনিতেছ ধনি ।
শুণ শুণ, শুণ নথ বোধনের ধনি ॥
সকলে শাইল সাজা চোর ছিল বত ।
ধনি তব ধনি চোর হ'ল ধনি হত ॥
মুহু মুহু হাত করি মধুর বচনে ।
একবার কথা কহ প্রফুল্ল বদনে ॥
সুধারবে দেহ প্রাণ প্রেমে শুণ গেয়ে ।
পলাইল অলিচর পরিচর পেয়ে ॥
তনিয়া এ সব কথা মান পরিহরি ।
নাগরায় করে ধরি কহিছে নাগরী ॥
রসিকের রসাতাস বুঝিবার তরে ।
ছলেতে ছিলাম প্রাণ অভিমান-তরে ॥
কতু কি তোমার প্রতি থাকি আমি মানে ।
পরিমাণে করি মান হরি মান মানে ॥
গেল মান গেল মান হিতকর নীত ।
রাখহ তাহার মান যে হয় উচিত ॥

(সঙ্গীত)

কত দিনে জীব তুমি শিব হবে আর ।
এখনো রয়েছে মনে বিষম বিকার ॥
এ কারণ কি কারণ, সেই জানে সে কারণ,
কারণকারিণী কালী মনে আগে যার ।
হরি অভিমান-দুখা, এ সুখা কেমন সুখা,
যে খেয়েছে তারে গিয়ে সুখা একবার ॥
বিষ খেয়ে রিব করে, অমৃতে অকৃতি ধরে,
কিসে সুখ কিসে দুখ করে না বিচার ।
সুরপ্রিয়া এই সুখা, অভিশপ্ত প্রমথুখা,
এমন মধুর মধু কোথা আছে আর ॥

যুদ্ধসজ্জা

মুখাকুল ভেককুল বোরনাম ছাড়িছে ।
 ক্রমে ক্রমে পরাক্রম বরবার বাড়িছে ॥
 একেবারে এক ধারে বজ্রবাণ ছাড়িছে ।
 নীরদের মস্তকের চূড়া তালি পড়িছে ॥
 হালো বুড়ি গেল রিষ্টি বেন নৃষ্টি হাসিছে ।
 জিলোকের পালকের মহিমা প্রকাশিছে ॥
 কবিদের কলয়ের দ্বার খুলে যেতেছে ।
 দূতাবের দেখি ফের রচনার যেতেছে ॥

বর্ষার নদী

যেহ প্রতাপবলে, পূর্বে ছিল ধরাভলে,
 কৃপা নদী বালিকার প্রায় ।
 ছিল রসের রস, দুলায় দুলায় অল,
 তরঙ্গের রসহীন তার ॥
 জা হলে বরষার, জীবনে যৌবন তার,
 পয়োধর প্রভাবে সকার ।
 হলে হেলে চ'লে যায়, বিপুল লাভ্য তার,
 সলিলে হুথের নাহি পার ॥

রাধিকার উক্তি

বাঁধী আশায় আর, বুলাবনে থাকা তার,
 রাখা ব'লে বার বার, সরা স্রায় ডাকে লো ।
 ধর-নাগুড়ী-স্থান, পদে পদে অপমান,
 অবলা বালায় প্রাণ, ইথে কিমে থাকে লো ॥
 কুটিল কুটিলমনা, জিহবা কাল-কবি-কণা,
 বচন-গরল-কণা, পান হেতু রাখে লো ।
 চারিদিকে পরিচর, কলঙ্কিনী করি কর,
 রাখায় এ পরিচর, বাঁধারী পাকে লো ॥
 তবু ভাবি কণে কণে, বৈরিভাবে গুরুজনে,
 যা আছে তাদের মনে, বলুক আমাকে লো ।
 না ছেরিয়া স্রাঘচাঁদে, পরায় সত্য কঁাদে,
 পড়িয়াছি কুল-কাঁদে, বিধির বিপাকে লো ॥
 যাহা যাবে ছার কুল, সে কি লো প্রাণের তুল,
 এ বড় বিষম তুল, বুঝাব কাঁহাকে লো ।
 ককপ্রণে ভক্তি যার, অতুল কৈবল্য তার,
 মোহাকুলে আকল সে, কল বাঁধে থাকে লো ॥

উঠিল বুকের তাব নৃপতির মনে ।
 ছুটিল ইংরাজ সেনা রেহুনের রণে ॥
 লুটিল ব্রহ্মের বেশ, অমৃতব হর ।
 কুটিল মগের বুঝি, মরণ নিশ্চয় ॥
 জটিল কুচক্রী বত, চক্র করি মনে ।
 কুটিল প্রমাদ-পুন্স সংহারের মনে ॥
 খুঁটিল খুঁটের খুঁট, মত হয়ে তোয়ে ।
 টুটিল সকল খল স্বভাবের, দোষে ॥
 রটিল রণের রব, কাঁপে বহুমতী ।
 ঘটিল বিপদ তথা, আবোধ ভূপতি ॥
 আবার হাজার দোষে ইংরাজের ক্রোধ ।
 ধাবার প্রহারে করে হিংসা পরিশোধ ॥
 ছলিল করিয়া ছল খল মন্ত্রী তাঁর ।
 ফলিল পাণের ফল, রাজ্য রাখা তার ॥
 জলিল রাগের অগ্নি দলিল দ্বন্দ্ব ।
 সলিল-সদ্বির যোগে, নির্বাণ কি হয় ॥
 চলিল বুটিল-সেনা, উলিল ধরণী ।
 বলিল বধনে শুধু মার মার ধনি ॥
 ধরিল সংহার-বেশ, পরিল বসন ।
 হরিল প্রাণের মায়া, করিল গমন ॥
 সাজিল অধ্যক্ষ সব, বাজিল বাজনা ।
 ভাঁজিল বাঁধীর রাগ, ভেরীর ঘোষণা ॥
 তুরল হরল করি চরণ নাচার ।
 আরোহীর মুখ চেয়ে মরণ না চার ॥
 সাপটে সাপটে বীর, চাপটে চড়াই ॥
 কত শত নর-শির, ভুতলে গড়াই ॥
 হকারে টকার দিবা, শব করে হিহি ।
 ঘোটক ঘোটক রণে, ডাক ছাড়ে টিহি ॥
 মাতন আতঙ্ক পেরে, থর থর কাঁপে ।
 উজ্জ্বল ভুগু তুলি শুও তার চাপে ॥
 বড় বড় বড়, শকটের চাক ।
 চড় চড় চড়, কাওরাজের ডাক ॥
 ফড় ফড় ফড় ফায়েরের ছটা ।
 হড় হড় হড় হড়রার ঘটা ॥
 হেউ হেউ ফেউ ফেউ, ফাই ফাই ডাকে ।
 গগনে সঘনে ঘেন ঘন ঘন হাঁকে ॥
 কুরাশার প্রায় তার, আচ্ছাদিত তম ।
 চকিতে চরণ চলে, চপলার সম ॥

মহারথী দেনাপতি, ফেরে দিয়া ফের ।
 ফের ফের ডাক ছাড়ে ফারের ফারের ॥
 সমুখ-সংগ্রামে ঘোর বিপর ঘটায় ।
 ছটায় চটায় মন, হটায় ভাটায় ।
 সিপাই সংযোগ করি, সাইনের হুড়া ।
 বড় বড় বিশকের ছাড় করে শুড়া ॥
 ছুড়িল বন্দুকে শুলী ছুড়িল বন্দুক ।
 পুড়িল শত্রুর দেহ, উড়িল মতক ॥
 কর্তাটির অক্লান্তি, করিতে ওয়ার ।
 তলোয়ার ধরি সব করিছে ওয়ার ॥
 কিছুমাত্র দয়া নাই, নির্দগ শরীর ।
 অনাধানে ছেদ করে মানুষের শির ॥
 হার রে ধনের শোভ, ধন্য তাত্ত্ব যোগ ।
 কার রাজ্য কেবা করে, কেবা করে ভোগ ॥
 আজ্ঞা দিয়া শত্রুগুণ করিতে ছেদন ।
 নয়নের অঙ্গে নাই, লজ্জার বসন ॥
 যদবধি দেখে প্রাণ, ঈর্ষ্যসাধন ।
 আপন স্বভাবে হয়, আপনি নিধন ॥
 হুন্সিলে যুগল আঁধি, ফি কি সমুদয় ।
 তবে কেন চাকি চাক্রে, হত শোভ হয় ॥
 ছুই দিকে আঁটাআঁটি, কাটা কাটি কেতু ।
 নদী আর নদ নীরে তাহাজের দেতু ॥
 সিদ্ধুর বাঁহিল বল, ক্রাধির তরঙ্গে ।
 গুণিষ্ঠাদি ভালে ভালে, পুণিকিত অঙ্গে ॥
 সর্বদহা শবে পূর্ণ, লাময় সব ।
 লুণ্ঠাল বজ্রের সব, করে কলরব ॥
 আহা রেতে ক্ষান্ত নাই, দিনে আর রোতে ।
 পরাতব হয় সব সব শব খেতে ॥
 সন্তানের শোকে কাঁদে, জনক-জননী ।
 আমীর বিরহে দহে, যুঁতী রমনী ॥
 শিশু পুত্র শিশুশোকে অন্তরেতে দহে ।
 দারী দধি বৃণ প্রাণ হির চক্ষে রহে ॥
 জয় দরাজর কিছু, নাহি যায় ধরা ।
 রণক্ষেত্রে হাঁহা রবে, শত্রুপূর্ণ ধরা ॥
 হে বিদ্ধ ককল, ময়, সর্বদাক্ষা তুমি ।
 রক্ত-স্রোত মুক্ত কর সংগ্রামের তুমি ॥

প্রকৃতি

লৌকিক আচার নয়, নহে কিছু অহর,
 বিত্তব পাঠেতে অভিলষ ।
 সাময়িক বর্ষাশ্রমে, তারি দেখি কত গুল,
 কান্ডাত্তেও নহে প্রীতিভাষ ॥
 একে একে দেখি যত, বিকৃতিতে বতময়,
 প্রকৃতির প্রমাণ না হয় ।
 আহা মরি বলি চান্দি, বিশেষ কহিতে নারি,
 পারি কিউ উপযুক্ত নয় ॥
 আপনায় মত মত, সব হয় হৃদয়ত,
 প্রকার ত কেহ ভাল ভাবে ।
 তাহার চরিতগত, নহে বটে অক্লমত,
 ফলে তার কেবা কিবা পাবে ॥
 যামিনী-নিবস আসে, গত হয় অনায়াসে,
 দেখিতে দেখিতে একে একে ।
 আজি কালি করি মরি, ফলতঃ বড় পাসরি,
 অসঙ্গত কেবা তার বেধে ।
 দিবসে কার্যেতে পথে, আসে বহু মনোরথে,
 সকলের সিদ্ধ নাহি হয় ।
 যার হয় তার হয়, সে ভার আমার নয়,
 সমুদয় লোকে এই কর ॥
 দিয়াগম ফরাইলে, কিছু নাহি ঠি ঠি লে,
 বাবতীর কালের ধরণ ।
 এক পক্ষ পাবে যেই, বিপক্ষ গা করে সেই,
 কাজে তাই নৈরাশ কারণ ॥
 বাহা হয় তাই হবে, বিকৃতি কেন না তবে,
 বলি সবে প্রকৃতি ভাবিয়া ।
 আপনায় ভাবে তার, ধরে যদি সমভাবে
 স্বকার্য্য হইবে লাভ জীয়া ॥
 উত্তর পক্ষের হয়ে, লবলেই চেষ্টা করে
 কেবা তাহা পায় সাহজিক ।
 আত্ম-বর্ধনে পড়ে, উঠিতে যে লড়ে চড়ে,
 মরি যার আঁপ নাই ঠিক ॥
 দয়া সত্য সদালাপ, করিলে সম্বটে পাপ,
 এ বড় বিষয় ভ্রান্তি হয় ।
 কাহার অহরে কিবা, আধারে আলোক-নিভা,
 সিদ্ধ তার ভাবে যেই লয় ॥
 মানসিক ভুল ভুলে, থাকে যে ভ্রমের কূলে,
 তাহার নিস্তার নাই কলু ।

সাপুত্র্য চেষ্টা পাঠ,

বাহ্যতে যে ভ্রম বার,

সর্বনাশে আধা পাথ তবু ॥

ঐকমত্য যত দিন,

যতাবে না হয় নীন,

সে অবধি অপ্রতুল কত ॥

ভাব একে ভাবি মনে,

থাকিয়া সঙ্গাচরণে,

নিত্যবিধি জ্ঞাত হবে তত ॥

সংকথা

মাহয় হইতে যদি থাকে অভিলାষ ।
গুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ ॥
ভূজনের নিকটেতে লহ উপদেশ ।
দেশ চ'তে দূর কর, হিংসা আর ঘেব ॥
নিরন্তর অহরে সরল ভাব ধর ।
অহংকার অ'কার পরিহার কর ॥
পুল না দোষের কোষ গুণ লুকায়িষা ।
ছাড় করল ভাব মরণ হইয়া ॥
আপন সমান ভাব, পরের সহিত ।
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত ॥
পরমেশ, পরপ্রেম প্রাপ্ত হবে তবে ।
পরলোকে পরমুখে পরমায়ে হবে ॥

অবনীতে আছ যত, স্বজন স্মৃতি ।
প্রতিকূল হয়ে; নাক, নিস্কের প্রতি ॥
নিষাকারী উপকারী, জননীর চেয়ে ।
সদা করে উপকার, পরদোষ গেয়ে ॥
প্রসূতি পুত্রের প্রতি, হয়ে অহুকলা ।
স্বকরে করেন দূর, শত্রীরের দূলা ॥
তদনা-মার্কিনী ধরি নিস্ক সকল ।
অবিরত করে দূর, অন্তরের মল ॥
রছাকরে আছে যত, অমূল্য রতন ।
কুবেয়ের ভাগ্যরেতে আছে যত ধন ॥
যদ্যপি সে সব তুমি, কর বিতরণ ।
তদ্যপিও তুষ্ট নয়, নিস্কের মন ॥
হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয় ।
আপনার বাক্যে তার তুষ্ট যদি হয় ॥
অতএব তার চেয়ে কোথা আছে স্থখ ।
জটিল জটিল সব নিস্কের মন ॥

যুদ্ধ

চারিদিকে উদ্গিহাছে যুদ্ধের মনল ।
বিবাদ-বাতাস ক্রম হতেছে প্রবল ॥
ছাংবার করিতেছে অচল অটল ।
নদ-নদী শূন্য করি শুক করে বল ॥
নাশিতেছে হাতী বোড়া জন্ত দল দল ।
এ আশুনে কার কিছু খাটে নাক বল ।
শত শত মহাবীর, এসে বনহল ।
হইতেছে রণশায়ী পড়িয়া তুলল ॥
কাঁদিয়ে সন্তান-শোকে জননী সকল ।
শোকানলে শুকাইয়াছে জ্বর-কমল ॥
অনিবার বিধবার চক্ষু ছল ছল ।
নিবারিত নহে তার নয়নের জল ॥
শিশুশোকে শিশু কাঁপে তরু টল টল ।
কে আর আহাির দেয় কুণ্ডল মল ॥
ব্রাহ্মশোকে কাঁর প্রাণ এমন ফুল ॥
এখনি ছাড়িতে চাহে দেহের অকল ॥
ভয়ানক যুদ্ধরোগ, ঘোবতর থল ।
গোলাগুলি কত তার মণের কল ॥
রণরোগে রণ আছে, যে সব সবল ॥
কোনক্রমে তারা আর না হয় সবল ॥
আবরত অস্থরেতে গরিমা-গরল ।
ধারিয়া তুল ভাব না হয় সবল ॥
হিতাহিত নাহি বোঝে, শুধু খোঁজে চল ।
পলকে প্রণয় করে, কোথা আছে পল ॥
লোভমদে মত্ত জীব, নাচে ঢল ঢল ।
বোর শাপে মরে তাপে, কিসে পাবে বল ॥
হে বিভু বিশ্বের পতি, বিশ্বক বিমল ।
কৃপাজলে বর্গানল করহ জীতল ॥
প্রজাপতি না করিলে প্রজার কুলল ।
এ বিপদে ধরাতল যাবে রসাতল ॥

মৃত্যু

সুচারু সকল তলী স্রবনময় ।
সহস্র অধর-বিশ্ব সদা নিবাসয় ॥
প্রীতিভাব প্রকাশিত, নয়ন-পলকে ।
প্রসন্নতা পরিদীপ্ত ললাট-কলকে ॥

একপ মাধুর্য্যরাশি কোথায় বিলয় ।
 কিছুই না দৃষ্ট হয় মরণ-সময় ॥
 এই যে মারিক বিশ্ব, দৃষ্ট স্বপ্নময় ।
 ভূতপক্ষময় তৎ প্রপঞ্চ নিশ্চয় ॥
 অনাদি অনন্ত তাবে তাবে শূন্তবাদী ।
 অনাদি অনন্ত তাবে হয় সেই বাদী ॥
 বৃথা শূন্তবাদী সেই, শূন্ত বাদী নয় ।
 পরমেশ চিন্তা করে মরণ-নয় ॥
 চিরদিন নাস্তিক স্বরূপ ব্যবহার ।
 ভ্রমভরে বিভূ নাম, মুখে নাহি ধার ॥
 কুপ্রবৃত্তি মনোবৃত্তি, নিবৃত্তি না হয় ।
 মানসের আভরণ তুই রিপুহর ॥
 অগ্নাবধি ছিল যেই নির্ভয় হৃদয় ।
 সে বলে "জাহ্নি মে প্রভো" মরণময় ॥
 অতিশয় অনিবার্য্য অগনিমু-জাল ।
 তাহাতে আবদ্ধ জীব, অম-মৃত্যুকাল ॥

মারাত্মক স্বপ্ন-শয্যা, তাহাতে শয়ন ।
 লাগলা লইয়া কোলে, ঘুমে অচেতন ॥
 কত মত কল্প সেবে চেতনা না হয় ।
 কোথা সেই স্বপ্ন-স্বপ্ন মরণসময় ॥
 একে চিরবৈরিভাবে নিশাচর করে ।
 তাহে নশানন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী করে ॥
 অতিশয় শীতবতা লহিত সংগ্রাম ।
 পরাতুত হত রক্ত, জয়ী হন রাম ॥
 রিপুহানে উপদেশ, চান সদাশয়
 বিগত সেই বৈরিভাবে মরণসময় ॥
 স্বয়ং জীবনের অংশ, ঈশ্বর-তনয় ।
 অবতীর্ণ অবনীতে খুই মহাশয় ॥
 নির্মিকার হবে তিনি আগমন-সময় ।
 উঠেঃযবে ডাকিলেন কোথা দয়াময় ।
 আপনি ঈশ্বর হয়ে পাইলেন তর ।
 বিপরীত হেরি সব, মরণসময় ॥

মানস-মোহন

সরস্বতীচরণে

কবিতা

হৃদয় কমলে আসি, বিনাশিলা তামোরাশি,
প্রকাশিতা হও বিখ্যারিনি ।
কবিতা-কমল-মণ্ড, দেখি মে মাধববধু,
বীণাপাণি ব্যাক্যপ্রদায়িনি ॥
তব অমুকম্পাশীল, ভারতের শুভ দিন,
কোথা গেল বৃষ্টিকবাহিনী ।
কবিতার ছিন্ন বেশ, হেরিয়া উপজে ক্রেশ,
বিশেষ কি কব সে কাহিনী ?
নাহি মাত্র অলঙ্কার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণতা ।
উল্লসী কবিতা সতী, ত্রিঅঙ্কের নাহি জ্যোতি,
কূট অর্থ মারক-ঘূর্ণিতা ॥
হাব ভাব নাহি আর, হয়েছে রোদন সার,
স্বসাহিত্যসম্ভানবিরোধে ।
কেবল পদের মুখ, হেরিয়ে নিবাবে হুথ,
শাস্ত তার সাধনা-প্রেরণে ॥
কোথা কবি কালিদাস, বায়োলিক ও বেদব্যাস,
কবিতার দশা দেখ আসি ।
কুরুক্ষেত্রে খার হবি, মুখমুখ হয় কবি,
কোনাকী কবিত্ব-অভিলাষী !
তাই বলি ওগো বাসি, নীতল করহ প্রাণী,
রসনার করিয়া আসন ।
পূরাও বাসনা মম, নিবাও জড়তা-ভম,
কোত্তরাশি করি বিনাশন ॥
বিতর কল্পনা-লেশ, কহি সব সবিশেষ,
অধিক আশ্বাস নাহি করি ।
এমন বাসনা নাই, সমাক্ষত হ'তে চাই,
কবিতা-শেখরচূড়োপরি ॥
মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কর,
আনন্দ বিতরে জনে জনে ।
যতনে যাতনাতত, পাছে মাতা হও ক্রুত,

রসরসাকরোদ্ভবা, কবিতা কমলা ।
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, জ্বিনি ষোলকলা ॥
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণী ।
কবির কমল-হৃদে সত্তত বিকীর্ণী ॥
মানবিক মানসিক, দুঃখরাশি হয়ে ।
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে ॥
ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে, সহচরী সম ।
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক উপম ॥
বসন্তাদি ছয় ঋতু, সেনাপতি হন ।
প্রকৃতির পুঞ্জগণ, সেনা অগণন ॥
ছয় রিপু অগ্রজ, মনোজ মহাবীর ।
দোতাকার্যো নিরোজিত, মহারি মহীর ॥
মধুদর্পহারিবধু, কমলা তনয় ।
কবিতা কমলা-পদে দাসত্ব করয় ॥
রত্নাকর-কন্ডা-অঙ্গে, রত্নাবলী-প্রভা ।
কবিতা-কমল দেখে, অলঙ্কার-শোভা ॥
রূপক রূপার মল চরণকমল ।
অভ্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে ॥
চপলা চপলাগ্রাশ, বটে সে চকলা ।
কবিতা কমলা হন দ্বিগুণ চকলা ॥
ক্ষীরোদ তম্বুজাতম্বু, লাবণ্যে পুরিত ॥
ছন্দোব্রূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত ॥
সুজলিত ললিত, কবরী বিগলিত ।
তোটক অপাঙ্গে আধি, সদা প্রোদিত ।
ভুজঙ্গপ্রয়াত ভুজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য ।
সাবিত্রী অধরভাবে এ ধরিত্রী ধন্ত ॥
কমলার প্রিয়পাণী, পেচক কঠোর ।
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনচোর ॥
নীলাধরে আচ্ছাদিতা মাধব-বসিতা ।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃত্তা কবিতা ॥
অতএব কবিতা গো তোমার মোহাই ।
মনমোহী মন্ত্রী-হস্তে, কিছু নাহি চাই ॥

কেবল অনেক নুহা, কর গো ছবরে ।
সর্বদুঃখ পরিহারি, তোমার উদরে ॥

ভাব ও চিন্তা

ভাব চিন্তা এই দুই, ভিন্ন ভিন্ন নাম ।
মনোহর মনো-ধীপে, উভয়ের ধাম ॥
মনের মন্দিরে বটে, বাসা করি রয় ।
অখচ মনের সহ, দেখা নাহি হয় ॥
অধিকার করিয়াছে, ত্রিত্বন জুড়ে ।
ক্বে ক্বে বাসা ছেড়ে কোথা যার উড়ে ॥
উভয়ের পক্ষ নাই, পক্ষী নয় তারা ।
অখচ উড়িয়া যার এ কেমন ধারা ॥
উদয়ের প্রতি কিছু হেতু তার নাই ।
বিষয়গণেযে শুণ্ণ সেখানায় পাই ॥
দেখা পেলো রাখা ভার, লাশা লয় কেড়ে ॥
তখনি পলায় ছুটে, মনোহাভ্য ছেড়ে ॥
পাছে পাছে ছোটে ইচ্ছা ধর ধর কোরে ।
আবার উদয় হয়, অস্তরূপ ধরে ॥
এইরূপে আসে যায়, সঙ্গে যায় আশা ।
আশার আশার হেতু, আশা ছাড়ে বাসা ॥
চিন্তার করিলে চিন্তা, চিন্তা হয় শেষ ।
অবশেষে চিন্তার ছাড়িতে হয় দেশ ॥
এক চিন্তা চিন্তাযোগে, নানা মুক্তি হয় ।
কখন কি ভাব ধরে, জ্ঞানগম্য নয় ॥
এই চিন্তা মুক্তিভেদে, অহুকুল যারে ॥
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়া শেষে, মোক্ষ দেয় তারে ॥
থাকে না ছুথের চিন্তা, চিন্তার প্রভাবে ।
সন্তোষ-সাগরে তালে, স্বভাবের ভাবে ॥
এই চিন্তা সহকারে, উপকার বত ।
বিজ্ঞানাত বস্তুগাত সুখগাত কত ॥
এই চিন্তা মুক্তিভেদে, ছুথের আধার ।
একেবারে ধরে ধরে, ভীষণ আকার ॥
কোনমতে নাহি রাখে, বসতির আশা ।
আপনি বিনাশ করে আপনার বাসা ॥
মনেরে করিয়া দগ্ধ, তবু নয় হির ।
ক্রমেতে আহ্বায় করে সকল শরীর ॥
অহুকুল হও চিন্তা, আমার এ মনে ।
কোটি কোটি নন্দহার তোমার চরণে ॥

ভাবের স্বভাব বাহা, ভেবে থোকা ভায় ।
চিন্তা সহ সহ ভাব, সকল প্রকার ॥
ভাবের অভাব নাই, স্বভাবত হয় ।
সকল সময়ে কিন্তু দেখা নাহি হয় ॥
নিজ ভাবে ভাব হয়, যখন প্রকাশ ।
মাহুকের মনে কত, বাড়ায় উচ্চাঙ্গ ॥
অভিপ্রায় সঙ্গে তার, সর্বকণ থাকে ।
তাঁই ভাব নিজ ভাব, হির ভাবে রাখে ॥
ভাবতে অনেক হয়, ছুথের উদয় ।
পুনর্বার সেই ছুই, ভাবে হয় লয় ॥
বুঝিলে নিগূঢ় ভাব, অভিপ্রায় ॥
সন্তোষ-সাগরে মন, একেবারে তালে ॥
কর্ম মন বা ক্য ভিন্ন, লুপ্ত এক ঠাই ।
অখণ্ড ঈশ্বরানন্দ, ধরায় তার নাই ॥

মান

মনে যার প্রণয়-পীড়ন-তৃষা আছে ।
অভিমান ত্রিরমাণ হয় তার কাছে ॥
বহিলে প্রেমিক-মন বিচ্ছেদ হৃদয় ।
মানসে উপজে মান মিলন-সদয় ॥
মুখের আলোপ নাই নরনে আলোপ ।
কে করে সাধিবে ঘটে এই পরিতাপ ॥
কহ হ'লে মন-পক্ষী মানের পিঞ্জরে ।
অবিহত জ্ঞানহত হুটুট করে ॥
হুটাক প্রণয়-তরু অপরূপ ঠায় ।
ধরেছে অক্ষয় তাহে অখ বার নাম ॥
কিরূপে সে ফল বল পাইবে অমর ।
পিঞ্জর-বাহিরে সেই ফল মনোহর ॥
ক্রমেতে ক্রমে উঠে প্রণয়ের শোক ।
নরনের জলে নিবে যার প্রেমালোক ॥
কিছু উভয়ের মনে প্রণয়ের টান ।
পুনর্বার হত্যাশনে করে বলিধান ॥
বদনে ঝাঁপিয়া সুবদন-শতদল ।
গোপনেতে সংবরণ করে অশ্রুজল ॥
ছলছল করে তবু অভিমান-হলে ।
শিশিরের শোভা যেন শতদলদলে ॥
অথবা মুকুতা-হার পদরাগপরে ।
অক অক তকমক কিবা শোভা করে ॥

তুথিলে আমার মন যত কথা ব'লে ।
 ভুলি নাই ভুলি নাই ভুলিব না ম'লে ॥
 ভুলের হইলে ভুল ভুল দেখে তব ।
 ছেদন করিলে মূল স্থল কিবা কব ॥
 তোমার বিফল আশা অন্তরেতে লয়ে ।
 অহরহ দহে অঙ্গ সজহীন হয়ে ॥
 ইচ্ছিতে ভোলাও মন অন্তরে থাকিয়া ।
 প্রেমভেদী বিধাবাণ অন্তরে রাখিয়া ॥
 উপসর্গ-বচনেতে স্বর্ণ দিয়া করে ।
 বিসর্গ করিলে যোগ অক্ষরের পরে ॥
 নিরাশায় যদি হয় সকল বিফল ।
 মুখে বলি প্রাণনাথ কিছু নাই ফল ॥
 কতরূপ বলাবলি গলাগলি ভাবে ।
 বলা নয় সেই সব তোমার আভাবে ॥
 বলায় আমার আর এমন কে আছে ।
 কার বলে বলী আমি বলি কার কাছে ॥
 পূর্বকার মনে করি কেটে যায় বুক ।
 বলিব কি আর নাই বলিবার মুখ ॥

বিচ্ছেদের পর মিলন

ছ'য়ো না ছ'য়ো না প্রাণ ছ'য়ো না আমার ।
 ক'য়ো না ক'য়ো না কথা হাত দিয়া গায় ॥
 অরজর কলেবর প্রাণের দায় ।
 প্রবল বিচ্ছেদ তব অনলের প্রায় ॥
 তৃণ-সম তম্বু মম পুড়িতেছে তায় ।
 অন্তরে জলিছে শিখা দেখা নাহি যায় ॥
 তোমার বিমল রূপ সুকোমল কার ।
 তাপিত হইবে তম্বু পরশিলে তার ॥
 সুখের শিমল বারি সদা মন চায় ।
 শীতল হইবে তাহে এই অতিপ্রায় ॥
 কি জানি কপালদোষে, নাহি হয় হিত ।
 ভয় আছে ঘটে পাছে, হিতে বিপরীত ॥
 না হলো, না হলো মম অনল নির্মাণ ।
 তোমায়ে শীতল দেখি, জুড়াইব প্রাণ ॥
 খেদানলে মম মন দগ্ধ হয় হৃৎ ॥
 তবু ভাল ভাল প্রাণ, তুমি থাক সুখে ॥
 আমার বিশেষ ভাব, হইল একাক ।
 বৃষ্টিতে না পারি প্রাণ, তোমার আভাস ॥

যে প্রকারে তোমার বিরহে প্রাণ দহে ।
 স্নেহপ কি তুমি প্রাণ, আমার বিরহে ॥
 তুমি হে আমার মত, যদি প্রাণ হবে ।
 নিদর্শন কেন তার, দেখালে না তবে ॥
 আমার নিকটে সদা, আসিয়া আসিয়া ।
 কহিতেছ কত কথা, হাসিয়া হাসিয়া ॥
 দেখিয়া তোমার হাসি, ভাসি আমি দুখে ।
 নীরব হয়েছি প্রাণ, কথা নাই মুখে ॥
 যদি হে তাপিত নহে বিরহের বিষে ।
 আমার সমান প্রাণ, তবে হবে কিসে ?
 আমার বিরসভাব, করি নিরাক্ষণ ।
 সরস হইল কেন, তোমার বদন ।
 আমার নয়ন দুটি, সদা ছল ছল ।
 তথাচ করিছ তুমি, নয়নের ছল ॥
 নয়নে নয়নে দৃষ্টি, রাখিয়াছি বেধে ।
 থেকে থেকে তবু খেদে, প্রাণ উঠে কেঁদে ॥
 বৃষ্টিতে না পারি ভাব, এ ভাব কেমন ।
 আমার এ মন কেন, হইল এমন ?
 বল না বিশেষ কথা, অতিলাবনত ।
 কত বাঁধে বাঁধাইবে, কাঁদাইবে কত ॥
 তোমার প্রেমের ফাঁদ, ফাঁদিতে ফাঁদিতে ।
 কত কাঁদা যাবে আর কাঁদিতে কাঁদিতে ॥
 বরঞ্চ সে ভাল ছিল না হইত দেখা ।
 বিরলে তোমার ভাবে, কাঁদিতাম একা ॥
 দেখা হয়ে যত দুখ, কি করিব ব'লে ।
 বিগুণ আশুন পুন উঠিয়াছে অ'লে ॥
 তোমায় মনের কথা, বলিতে বলিতে ।
 দাহন হতেছ মন জলিতে জলিতে ॥
 পরকীয় প্রেমমদে, টলিতে টলিতে ।
 এখন করিছ ছলা, চলিতে চলিতে ॥
 যাও মনে থাক তুমি, নিজ অহুরাগে ।
 এখন আমার আর ভাল নাহি লাগে ॥
 রাগের উদয় হয়, মনের বিরাগে ।
 মিছার কামড় তব, মিছার সোহাগে ॥
 সোহাগে তোমার প্রাণ সোহাগা ত নয় ।
 গলিবে তাহাতে মম, সোনার ছাঁর ॥
 অতএব তোমায় এ সোহাগ বিফল ।
 গলিবে না চিরদিন, জলিবে কেবল ॥
 কি কথা কহিছ প্রাণ, সরল স্বভাবে ।
 পেরেছি তোমার ভাব, তোমার আভাবে ॥

তবে যে দুখের হাসি, সুখের সে নয় ।
 বুকের উপরে দেখ, দুখের উদয় ॥
 পৃথিবী তুখিতা ছিল, হয়ে অতি কৃশা ।
 নয়নের জলে তার, ভাজিয়াছে তুবা ॥
 রক্তনীর রয়েছে সাক্ষী, সহিত স্বপন ।
 রেঞ্জের ঘামিনী আমি, করেছি যাপন ॥
 বিশেষ সংবাদ পাবে, অ-তস্থর কাছে ।
 কেমনে আমার তস্থ, তস্থ করিয়াছে ॥
 সাক্ষাতে জিজ্ঞাস কর কুহুমের দলে ।
 আমার দারুণ দশা, তাহার কি বলে ॥
 দেখিনি নয়ন মেলে, সুবাসের বাসা ।
 আগ্রাণের তয়ে সধা, ঢেকে রাখি নাসা ॥
 বিবু করে মুচভাবে, কর বরিষণ ।
 কখন দেখিনি সেই চাদের কিরণ ॥
 দেখ হে সমান আছে, হুতাশ চন্দন ।
 দৌরভের তরে তারে, করিনে বর্ষণ ॥
 সংযোগী সন্তোষ হয়, কোকিলের গানে ।
 আমি হে বসির নই চাঁত দিয়া কানে ॥
 মলয়াবৈ শ্রুধাইলে, পাবে সব স্থির ।
 কেমন আমার পক্ষে, দক্ষিণ সমীর ॥
 সে যেমন প্রতিক্ষণ, পরাক্রম করে ।
 উড়াইয়া দিই তারে, নিষাদের তরে ॥
 আর কি হে আছে প্রাণ, পরাক্ষার বাকী ।
 তোমারে প্রবোধ দিতে, সাক্ষী সব রাখি ॥
 তুমি কেন বুধা ভ্রমে ভাব ভিন্ন ভাব ।
 ভয় নাই, ছয় নাই, আমার অভাব ॥
 তবে যে প্রকাশ হাস বদনেতে আছে ।
 দেখিয়া বিবস ভাব, লোকে বুঝে পাছে ॥
 উভয়ে যত্নপি ফেলি, নয়নের জল ।
 প্রবোধ পাবে না তবে, দাঁড়াবার স্থল ॥
 চল করি জল ঢাকি হাসি রাখি মুখে ।
 অথচ অন্তর দহে, নিদারুণ দুখে ॥
 এখন সে ভাব নাই, ছেঁরি তব মুখ ।
 সুখের উদয় মনে পগাইল হুখ ॥
 তবু যে বিরস তুমি, পূর্বভাবমত ।
 আমারে সরস দেখি কহিতেছ কত ॥
 আমার সরস ভাব, এই অভিপ্রায় ।
 স্বভাবে স্বভাবে প্রাণ, আনিব তোমায় ॥
 যে কথা কহিলে প্রাণ সকলি প্রমাণ ।
 সত্য সত্য সত্য সব, বটে বটে প্রাণ ॥

জানিয়া তোমার মন, আমার সমান ।
 মিছে কেন এত ক্ষণ, করিলাম মান ॥
 তুমি তাক্স বলিয়াছ, আমি বাহা চাই ।
 তুমি আমি আমি তুমি, ভিন্ন আর নাই ॥
 অতএব বিচ্ছেদের কেন নিবে টাই ।
 আগুনে আগুনে দিয়া, আগুন নিভাই ॥
 মিলনের মেঘে বহে সংযোগের জল ।
 এখন শীতল হবে, প্রবল অনল ॥
 কুঠি কথা শুনে তুমি, তুই হও প্রাণ ।
 উচ্ছ্বলে করে যথা, অনল নির্বাণ ॥
 উত্তরের মনে আর কিছু নহে ভেদ ।
 উভয়ে উভয় ভাবে হয়ে রব এক ॥
 শ্রুতিকণ শ্রুতভারে প্রেম আছে আঁটা ।
 ছুই পায়ে ঠেলে দিব, কলঙ্কের কাঁটা ॥
 উচ্চরবে তুচ্ছ করি, লৌক পরিবাদ ।
 প্রণয়-পমোদে আর হবে না প্রমাদ ॥
 উভয় মনের মিল খিল দেহ বরে ।
 দুখের বাতাস যেন প্রবেশ না করে ॥
 স্থিরচিত্তা পালঙ্কতে, ভাবের দশারি ।
 সুখের শরন তাহে শরীর পরারি ॥
 নিন্দক দশারি পাল বাহিরেতে থেক ।
 হিংসায় মরুক সব ভন্ন ভন্ন ডেকে ॥
 ভাবনা দুখের গৃহে রবে অহরহ ।
 নিদ্রার হইবে যোগ নয়নের সহ ॥
 দুগললে বল প্রাণ উঠুক সে সব ।
 ছুটুক তুলিয়া মুখ ছুটুক সৌরভ ॥
 বলুক সে ভ্রমরায় মুহু মুহু হাসি ।
 পুত্রে পুত্রে মধু ভুঞ্জে গুঞ্জে গুঞ্জে আদি ॥
 কোকিল বহুক গিয়া তমালের গাছে ।
 করুক সে কুহুর বত সাপ আছে ॥
 বহুক মলয়াবায় যত শক্তি তার ।
 এখন তাহারে কিছু ভয় নাই আর ॥
 এখন ধরুন চাঁদ মনোহর শোভা ।
 কল্পন নিকুরখাম অতি মনোলাভা ॥
 চন্দন বর্ষণ করি এক পায়ে রাখি ।
 স্নেহ-রসে মিশাটয়া অঙ্গে অঙ্গে মাখি ॥
 ছই অঙ্গে দৃশ্য হবে একরূপ রেখা ।
 গন্ধ পেয়ে পক্ষীর এসে দিবে দেখা ॥
 সংযোগ করিব তাহে সংযোগের বাণ ।
 প্রাণভয়ে পলাইবে পাপ পক্ষবাপ ॥

মিলন

সুখের সাগরে মিলন ছাঁপ ।
 মম প্রাণেশ্বর তার অধিপ ॥
 দেখ তরী মন নাবিক তার ।
 বেচিবে তাহারে প্রেম ভাণ্ডার ॥
 অতএব দেখি করুণা কর ।
 নয়াল বিরহ দুখ-নাগর ॥
 এ কি বিপবীত কুসম-কালে ।
 ছন্দয় দেয়েছে, জলদজালে ॥
 মাঝে মাঝে উঠে বিজলি-আশা ।
 নিনাদ বিলাপ কপাল-ভাষা ॥
 তরঙ্গ বয়সে তরঙ্গ মরি ।
 প্রতিফুল তাহে মহেশ্বর অরি ॥
 মনোভ্রমোহিনী, শুন গো সতি ।
 নিবার তোমার পতির মতি ॥
 অবলা সরলা কুলের বালা ।
 কিরূপে সহিব এতেক জালা ॥
 দমুজ-দলন-তরুজ যিনি ।
 মহুজ তড়ন করেন তিনি ॥
 তাই বলি তারে করো বিনয় ।
 কামিনী বধিলে যশ না হয় ॥
 বরদা হও গো, অধীনী জনে ।
 বিতর আমার মিলন-ধনে ॥

প্রেমের পিপাসা

প্রিয়জন অব্যয়ণে চল বাই মন ।
 বিরহ-অনলে কেন হতেছে দাহন ॥
 এ অনল পরশেতে নাহি বাঁচে কেহ ।
 ক্রমে ক্রমে প্রেমিকের দগ্ধ হয় দেহ ॥
 নিরন্তর অন্তর দহিছে তার দুখে ।
 তথাচ গোপনে রাখি কথা নাই মুখে ॥
 মনে কি নির্কাণ হয় মনের আশুন ।
 প্রকাশ করিলে পুন বাড়য়ে দ্বিগুণ ॥
 অরসিক অপ্রেমিক শত্রুলোক যারা ।
 সে আশুনে উপহাস-স্বত দেয় তারা ॥
 আছতি পাইয়া অগ্নিশিখা উঠে উড়ে ।
 কোথায় থাকিবে আশা বালা বার পুড়ে ॥

তখনি নিভিবে সব ভালবাসা পেনে ।
 ভালবাসা কোথা হবে ভালবাসা পেনে
 বাড়িল বিষম বহ্নি চিত্তার অনিলে ।
 শীতল হইবে তার সাক্ষাৎ সঙ্গিলে ॥
 পোড়ায় পোড়ায় বর গোড়া তার না
 আহারে করিছে ছাই নিজে হয়ে ভা
 তখন দেখিব তারে সদা সঙ্গী হয়ে ।
 পোড়ায় পোড়ায় শেষ পোড়া বর লা
 সে যদি আমার মত হয়ে থাকে পোড়া
 এই পোড়া এক হয়ে পোড়াইব পোড়া
 আলোকে পুঙ্ক পাব রহিবে না তম
 অনঙ্গ পোড়াবে অঙ্গ পতঙ্গের সম ॥
 বচনে পোড়ায় সদা পোড়ালোক যারা ।
 মনের আশুনে তারা পুড়ে হব সারা ॥
 হিংসার বাতাসে অগ্নি হইবে প্রবল ।
 নাহি পাবে পুন আর নির্কাণের জল ॥
 সাহস সহায় করি আশাপথে চল ।
 পুরিবে আশার আশা তারে এই বল ॥
 নিরাশারে যেতে বল খেদ-সিজুটে ।
 অমুরাগযুক্ত থাক মনের নিকটে ॥
 ভাব চিন্তা অভিপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে লহ ।
 তারা যেন ঐক্য থাকে-প্রণয়ের সহ ॥
 একতার যদি তার ঐক্য নাহি হয় ।
 দৈর্ঘ্যতার রজ্জু দিয়া বাঁধে সমুদয় ॥
 প্রবোধ প্রযত্নে ভাকি চাল মনোরথ ।
 সেথা হয়ে দেখাবে সে মিলনের পথ ॥
 অতাব না হয় ভাবে ভাব রাখ বেশে ।
 উভয়ে শীতল হব প্রণয়ের রসে ॥

আশা ও মন

(আশার উক্তি)

একবার স্থির হও মন রে আমার ।
 বুঝা চিন্তা কেন কর অশেষ প্রকার ॥
 পুনঃ পুনঃ জলিতেছে প্রবল অনল ।
 মম ক্ষতি নাই হবে আপনি বিফল ॥
 যা হবার নয় তাহা হইবে কেমনে ।
 কেবল প্রকাশ আশা বদিয়া গোপনে ॥

মুহুর্তেক সহস্রেক করই বলনা ।
 বৃণাঙ্কে না হয় শেষ সে সব জলনা ॥
 বার তিথি অন্নাদি ফেরে বার বার ।
 সব ভাব একরূপ কেন থাকে আর ॥
 লোকে বলে মনোভাব পরিবর্ত হয় ।
 আমি বলি মিথ্যা তাহা সত্য কভু নয় ॥
 এক চিন্তাপথে তুমি ভ্রম নিরবধি ।
 বার ধারে শোভা পায় আশারূপ নদী ॥
 প্রবল প্রবাহ তাহে বহে অবিশ্রাম ।
 তৎক্ষণে তরঙ্গ সহ করিলে সংগ্রাম ॥
 পথশ্রমে শ্রান্ত তুমি এক একবার ।
 শাস্ত্রিদের হেতু কর জলপান তার ॥
 আশা-জলে পিপাসা কি হয় তব শেষ ।
 চতুর্দশ বুদ্ধি হয় পথশ্রম-ক্লেশ ॥
 দহন হইলে দেহ জলে দেহ আঁপ ।
 তাহে কি শীতল হয় বিষম সন্তাপ ॥
 প্রক্ষিপ্ত ঝাম-রোষে বুদ্ধি হয় নাশ ।
 গরে মন আশা-নায়ে কেন কর বাস ॥

আমি চকোরের ক্ষুধা, আশা স্বধাকর-স্বধা,
 বসুধা বাহাতে স্থানান্তর হে ॥
 আমি নেত্র আশাতায় প্রকাশিত পরমাণু,
 অথরেতে শোভে সুবিমল হে ।
 ক্ষেত্রসম দৃষ্টি আশা, আমি তার হ'য়ে চাষা,
 কুতূহলে দিই তাহে হল হে ॥
 আর দেখে এ জগতে, সকলে আশার খতে,
 লিখিয়াছ স্বনাম সকল হে ॥
 প্রেমিকের নিত্যানন্দ, নিবারণ প্রতিকল্প,
 করে আকিঞ্চন হলহল হে ॥
 রসিকরঞ্জন রস, আশায় সকলে বশ,
 সরলের দাস হয় খল হে ।
 কেমনেতে ছাড়ি আশা, আশা মম ভালবাসা,
 আশা-আশ বিরহে অচল হে ॥

ভাব ও প্রণয়

নানা হুজুে সঙ্গ মুক্ত মায়াধের মন ।
 স্থিররূপে নাহি পায় হুজুরে আদন ॥
 চিন্তের চঞ্চল গতি স্থিত কভু নয় ।
 কত ভাবে কত ভাবে ভাবের উদয় ॥
 চিন্তারূপ সন্মায় বহে প্রতিকল্প ।
 ভাব-রক্ষু দোলে তার স্থির নহে মন ॥
 এক ভাবে এক ভাবে আর ভাবে আর ।
 ভাবে ভাবাগুর ভাবে ভাবের সঞ্চার ॥
 লজ্জা করে আচ্ছাদন বাদনার মুখ ।
 কেমনে হইবে তার প্রণয়ের সুখ ॥
 কুটিলে প্রণয়-পদ্য স্বধাতা যতে ।
 প্রতিবাদী প্রতিকুল কত কাঁটা তাতে ॥
 কলঙ্ক-করব-গন্ধ কুটিলের মুখে ।
 আশার হাসার লোক ভাদায় অস্থখে ॥
 প্রেমিকের প্রেমমদে মন যদি টলে ।
 কলঙ্ক-কুলের হার অলঙ্কার গলে ॥
 ভালবাসে ভালবাসা ভালবাসা তার ।
 তখন কি করে আর লোকের কথার ॥
 শত্রু সব সরল স্বভাব নাহি ধরে ।
 পদে পদে প্রেম পদে পরীবার করে ॥
 না হয় ভাবের বশ সদা রসভরে ।
 রসিকের মন তাহে অরসিক যত ॥

(মনের উক্তি)

হি বল ছাড়ি আশা, আমি তার ভালবাসা,
 কেমনে তুলিব তাই বল হে ।
 জঁজু হুয়ার মরি, করপুটে স্রোত ধরি
 পান করি আশানদী-জল হে ॥
 ধীরে ধীরে মন, স্থানান্তর অহুপম,
 হয় তব এক আশ পল হে ॥
 হিলে বিষম দায়, চনিবার পিপাসার,
 প্রাণ যায় যাতনা প্রবল হে ॥
 চঞ্চল একা থাকি, ছাঃ তৃণ হাদে রাখি,
 প্রজ্বলিত করি চিন্তানল হে ।
 জল জল মন, চঞ্চল চাতক সম,
 আশা তাহে জলদ সজল হে ॥
 আমি মধুকর প্রায়, আশা তাহে শোভা পায়,
 সুপ্রকাশ কোমল কমল হে ।
 মলারূপ লতিকার, কেলি করি ফুলকার,
 পক্ষিপ্রায় থায় মিষ্টকল হে ॥
 আমি দীর্ঘ সরোবর, আশা তার শোভাকর,
 টল টল নিরমল জল হে ।

বার নাট রসবোধ শেষ করে অংশ ।
 আমি কেন নিজরসে হইব বিরস ॥
 প্রিয়জন আমারে আমার যদি কয় ।
 সরসে বিরস ভাব তবে আর নয় ॥
 গোষ্ঠে করে গোচারণ গোপাল যে জন ।
 গোপনে গোপীর ভাবে বন্ধ তাঁর মন ॥
 ভরস বয়স চাক্র নবীন ব্রিভঙ্গ ।
 যমুনার তরঙ্গে করিল কত বঙ্গ ॥
 বাধিকার অধিকার মনেতে চাচিয়া ।
 শরণী করিল পার তরঙ্গী বাহিয়া ॥
 দানী হয়ে দান সাধে কত ছল করি ।
 ঘোণী হয়ে দান সাধে শিরে জটা ধরি ॥
 অতএব পেম-রসে মুগ্ধ যেই হয় ।
 কুটিলের বাক্যে তার কণ্ঠ কি হয় ॥
 অদৃশ্য শরীর সহ ভাসিছে চিকুর ।
 ডুবিয়াছি দেখিব পাতাল কত দূর ॥

প্রভাত

প্রতিদিন প্রাতে উঠি, বিভূ নান স্রি ।
 তরুণ অরুণ আভা, বিলোকন করি ॥
 স্বভাবের শোভা কত, প্রকাশিব কিবা ?
 নিদ্রা ত্যজি উঠে যেন, সুগব বুঝিয়া ॥
 দানি-অম্বুবাগে জাগে, ভাঙ্গে ঘুমবার ।
 জাগাইছে অরবিন্দে, প্রেমানন্দে ভোরি ॥
 হান্তমুখী কমলিনী, বোমটা খুলিয়া ।
 নাচিতেছে মুহূর্ত্তে ওলিয়া ছলিয়া ॥
 ছুটিতেছে গন্ধ তার ফুটিয়াছে কলি ।
 মবুলোভে গুণ গুণ, গুণ গায় অলি ॥
 বিজরাজ অস্ত দেখি, বিজকুল যত ।
 নানা সুরে রাগতরে, গান করে কত ॥
 ধরাতল স্নানতল, সুবিসল হয় ।
 পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগে, অপূর্ব্ব উদয় ॥
 অপূর্ব্ব নহেক সেটা, অপূর্ব্ব প্রভাস ।
 নব পরিচ্ছদ যেন, ধরেছে আকাশ ॥
 ছটায়ুক্ত স্ববর্ণের, স্নানর অঙ্গুরী ।
 অঙ্গুলিতে ধরে যেন, প্রকৃতি স্নানরী ॥
 হেরিয়া প্রভাত-প্রভা, পূর্ণানন্দময় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥

হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥

মধ্যাহ্ন

আর এক নব ভাব মধ্যাহ্ন-সময় ।
 দিবার যৌবন যাচে, প্রকটিত হয় ॥
 শূন্তের সর্ব্বাঙ্গে যেন, হতাশন ভরা ।
 তপনের তপ্ত তরু, দীপ্ত করে ধরা ॥
 সমীরণ সখা-অঙ্গে, আলিঙ্গন দিয়া ।
 জানায় পৃথিবীময়, প্রকৃতির ক্রিয়া ॥
 নবভাবে নত পূর্ব্বভাব পরিহারি ।
 পুনর্ব্বার স্তম্ভ হয়, দৌত বঙ্গ পরি ॥
 পল্ল পক্ষী চরে খায়, তাপ লাগে শিরে ।
 থেকে থেকে কায়া রাখে, ছায়ায় কুটীরে ॥
 কৃশা তৃক্ষা উভয়ের, একজ মিলন ।
 আলস্য আলয় লয়, ব্রহ্ম-নিবাসে ॥
 শ্রমের হটল লম, গতি ধীরে ধীরে ।
 বিরতি বদতি করে, মনের মন্দিরে ॥
 অকস্মাৎ এই ভাব, কিসের কারণ ।
 নয়ন লাজিত আত, দেখিতে তপন ॥
 হেরিয়া ভবের ভাব, হয় নিরুপণ ।
 স্বভাব উঠিল জেগে, দেখিয়া তপন ॥
 মধ্যকাল হেরে মন, ভাবে মুগ্ধ রয় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥
 হয়েছে নূতন সৃষ্টি, এই দৃষ্টি হয় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥

সন্ধ্যা

সন্ধ্যায় সন্ধির যোগে, সূর্য্য হন বৃড়া ।
 পশ্চিমে ধরেন গিয়া, অস্তাচলচূড়া ॥
 জীবৎ আরক্ত ছবি, প্রভাহীন কর ।
 অধোভাগে বান যেন, জগের ভিতর ॥
 কোথা বা প্রথর বেহ, কোথা বা কিরণ ।
 স্নানমুখে মনোহাথে, মূর্ত্তিত নয়ন ॥
 অহ সহ এক ভাব, নাহি আর ক্রম ।
 জ্যোতির মুকুট তাঁর, কেড়ে লয় তম ॥

দিননাথে দীন দেখি, বিন অতি লাজে ।
 লুকাই আপন অঙ্গ, অন্ধকারমাঝে ॥
 তিমিরের শয্যা, শোভিত হয় নভ ।
 নবভাবে যেন তায় নিজা যায় ভব ॥
 ভাবি ভাবে মুগ্ধ হয়, ভাবুকের মন ।
 বুঝি রে ভবের ভাব, ভাবুক যে জন ॥
 বিজয়াজ আসিতেছে, সঙ্গে লয় রহ ।
 বিজয়ণ বাসা লয়, বিজয়ণ সহ ॥
 তরুশাখা দিক্‌ হয়ে, এই সন্ধ্যাকালে ।
 ভঙ্গি করি গীত গায় পবনের তালে ॥
 মানস মোহিত হয় সায়াস্‌ সময় ।
 পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥
 হয়েছে নতুন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
 পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥

বিরহ

পরাগন যৌবন জীবন-সরোবরে ।
 বিরহ-শিশির তায় শোভা শূন্য করে ॥
 পাত্তর অপর-রাগ দিন দিন হয় ।
 নয়ন পলকে নীল রেখার উদয় ॥
 বিনোদ বদন চাক্র বিমল কমলে ।
 কে দিল কালির দাগ প্রতি দলে দলে ॥
 লোকে বলে সর্বস্বদাতা যাহুপতি ।
 তা হ'লে বিরহী কেন, সদা দুঃখমতি ॥
 সেই চিন্তা সেই বুদ্ধি সেই মাঝ ধ্যান ।
 কিবা দিবা বিভাবরী একরূপ জ্ঞান ॥
 অন্ধকার-ময় বিশ্ব দৃষ্ট কিছু নয় ।
 কেবল তাহার রূপ দৃষ্টিহীন হয় ॥
 অন্তরে বাহিরে যারে নিরত নিরশে ।
 তার ওরে মোহ যায় অগ্নির পলকে ॥
 এ বড় বিচিত্র ভাব অভাব ঘটায় ।
 কবচে বতন ধরি রতন হারায় ॥
 হায় রে বিরহ দশা কি ভাব ভোখার ।
 স্বপন সহিত তব প্রভেদ কি আর ॥
 বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হয় নিদ্রার সহিত ।
 নয়নযুগলে করে আলস্ত রহিত ॥
 নিরবধি নীরধারা বৃষ্টি যাচে হয় ।
 তা হ'তে কেমনে হবে নিদ্রার উদয় ।

প্রণত হয়েছে চক্ষু প্রণয়ের ভরে ।
 বিরহ কাঁতাসে তার শত ধারা করে ॥
 আহাির বিহার আর মিষ্ট আলাপনে ।
 কিছুই লাগে না ভালো বিরহীর মনে ॥
 কথার প্রবন্ধ নাই অগ্নির আলাপ ।
 কখন বিবেকবাক্য কখন প্রলাপ ॥
 সহচর-সঙ্গ কিংবা স্নেহ-সভায় ।
 তিলেক তিষ্ঠান দায় অমনি বিদায় ॥
 দিবা অবসানকালে হইয়া আকুল ।
 গ্রাম ত্যজি যায় তথা তটিনীর কূল ॥
 রুদ্ধশ্বলে তুণ-শয্যা করিয়া বিশেষ ।
 তথায় শয়ন করি চিন্তায় নিবেশ ॥
 নয়নের জলে আর বিগ্নসের ভরে ।
 নদী আর পবনের বেগ বৃদ্ধি করে ॥
 পরে শশধর আসি পশিলে গগনে ।
 বিগুণ যাতনাবুদ্ধি বিরহীর মনে ॥
 নিজায় জগৎ জুড়ে হয় অচেতন ।
 ধীরে ধীরে ফিরে যায় নিজ নিকেতন ।
 বিরহ-ব্যথার আলা বর্ণি কি আর ।
 বর্ণিতে বিদারি হয় হৃদয়ের দ্বার ॥
 অকূল ভাবনা-সিন্ধু অগ্নির উদয় ।
 অনঙ্গতুকান তায় অবিশ্রাম হয় ॥
 যাতনা-তরঙ্গে অতি থরতর বেগ ।
 তমঃ সম শোভা তায় মনের উবেগ ॥
 আশার তরঙ্গী ভাসে হইয়া অস্থির ।
 প্রবেশে প্রবল ভরে নিরাশার নীর ॥

প্রণয়

প্রণয় পরমনিশি প্রেমিকের ধন ।
 অজ্ঞান-বিহীন যথা মানসরঞ্জন ॥
 কেহ বলে মনোময় প্রণয়-উভায় ।
 সুখেতে বেষ্টিত অতি মনোহর স্থান ॥
 অমুরাগ-সমীরণ বাহে প্রতিক্ষণ ।
 আনন্দ-সৌভতে হয় আমোদিত মন ॥
 কেহ বলে প্রেমদী অকূল পাথার ।
 কার সাধ্য হয় পার কে দেয় সীতার ॥
 কেহ কহে প্রতারণা প্রণয়ের পথে ।
 প্রবেশিলে যাতনা ঘটায় বিধিমতে ॥

অধোমুখে কেহ বলে এই বড় খেদ ।
 যথায় প্রণয় ভাই তথায় বিচ্ছেদ ॥
 অমৃত্যুগ সহযোগে কেহ কেহ বলে ।
 কলঙ্ক-কটক কেন প্রণয়-বমলে ॥
 এইরূপে বহু লোক বহুরূপ ভাবে ।
 প্রেমিক রসিক তাহে খল খল হাসে ॥
 প্রকাশিত প্রেম-শশী জ্বলয়-আকাশে ।
 নিস-চকোর নাচে সুধা-অভিলাষে ॥
 সদাশয় যথা রয় কভু নয় একা ।
 প্রণয়ে সখার সঙ্গে সদা হয় দেখা ॥
 আকর্ষণে দুই মনে এমন মিলন ।
 যেমন যুবতী করে পতি আলিঙ্গন ॥
 সন্ধানদে থাকে মত্ত প্রেম-অমুরাগে ।
 সখারে সর্বদা দেখে নয়নের আগে ॥
 বিচ্ছেদ করিয়া খেদ থাকে অতিদূরে ।
 আনন্দ-উৎসব সদা মানসের পূরে ॥
 আধুনিক অপ্রেমিক অরসিক যারা ।
 বিরূপ প্রণয়-সুখ ভেবে হয় সারা ॥
 কি কহিব তাহাদের ভাবের লক্ষণ ।
 কেহ বলে কটু তিরস্ক কেহ কষায়ণ ॥
 ভাগ্যগুণে যে পেয়েছে প্রেম-আনন্দন ।
 সেই বিনা কে জানিবে প্রণয় কেমন ॥

ঈশ্বর ও মৃত্যু

বেদে বলে কৃপাময় বিভূ বিশ্বদার ।
 না দেখি তোমার মূল তুমি মূলধার ॥
 ইচ্ছায় করিয়া হুটি এ তিন সংসার ।
 ইচ্ছামতে পুনঃ তাহা করহ সংহার ॥
 নিবাদি জীব কিংবা বৃক্ষ আদি বস্তু ।
 প্রথমে করিয়া হুটি শেষ কর হত ।
 পশু পক্ষী আদি করি জন্ত সমুদয় ।
 সকলের মনে আছে মরণের ভয় ॥
 ফলতঃ সে সব জন্ত জ্ঞানশক্তি হারা ।
 এই হেতু মনুষ্যের ভুল্য নহে তারা ॥
 নির্ভয়ে বিরাজ করে কিছু নাহি মনে ।
 আহার বিহার সুখ এইমাত্র জানে ॥
 জানবলে মানবেরা ধর্মপথগামী ।
 বেহ বা নিকামী কভু কেহ বা সকারী ॥

এক কিংবা ভিন্ন ভাবে তুমি আর আমি ।
 আমি কি হে স্বামী হই কিংবা তুমি স্বামী ॥
 বিরূপ সংসারসীলা অপরূপ ভাব ॥
 ছায়াবাজী সম সব মায়ার প্রভাব ॥
 আকাশ পাতাল অগ্নি ধরা আর জলে ।
 কলেবর ঘরগাঁথা এই পাঁচ কলে ॥

দুর্গা-পূজা

ধর্ম হেতু কন্দম্বোঃ পৌত্তলিক পূজা ।
 নির্যাস করহ স্তম্বে দেবী দশভূজা ॥
 প্রথমতঃ মুক্তিকায় প্রতিমা করিয়া ।
 অর্চনা করহ বারের ঈশ্বর স্মরিয়া ॥
 অন্তরে অচলা ভক্তি করিয়া ধারণ ।
 দ্বপ দীপ দেহ বারের মুক্তির কারণ ॥
 নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া গণন ।
 তাঁর কাছে কর কেন যোচ্ছ নিমগ্ন ॥
 পূজা স্থলে বিপরীত আয়োজন নানা ।
 মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহ থানা ॥
 ধর্মমতে পাপকর্ম মনেতে জানিয়া ।
 মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া ॥
 হায় হায় মিছে খেদ ধর্ম হয় ভেদ ।
 হিন্দুমতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ ॥
 পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ বদা ।
 দ্বিত্যকৃষ্ণ নিবেদিত মন্ত্র কেন তথা ॥
 রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত-পদে ।
 দেবীপূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে ॥
 বিকট প্রকট ভক্তি ধর্ম সব গায়ে ।
 দেবীর সমীপে আছ জুতা দিরা পায়ে ॥
 ভবানী ভাবিয়া যার ভাবনা প্রকট ।
 তাঁড়ে মা ভবানী কেন তাঁহার নিকট ॥
 ভবানী কোথায় আছ ধর্মভা নিরা ।
 তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিরা ॥
 পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে ।
 সাহেবে খাইলে মন মুক্তিপদ পাবে ॥
 যশনে প্রণয়ে আন আপনার পুরী ।
 সে নয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি ॥
 যতক্ষণ বর্তমান মর্তমান থেয়ে ।
 ততক্ষণ থাকে ষটে প্রেমগুণ গেয়ে ॥

সুখ যুদ্ধে যায় শেষ বিদায় হইয়া ।
ফুলি ফুলি ড্যাম্ নিগার বলিয়া ॥
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন ।
পুজায় করো না আর স্নেহ নিমন্ত্রণ ॥

ভাষা

চায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের ঘেষ ॥
অগাধ উত্তের জলে সদা ভাসে ভাষা ।
কোনমতে নাহি তার জীবনের আশা ॥
নিশাযোগে নলিনী বৈষ্ণব হয় স্খোলা ।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা ॥
অপমান অনাদর পতি ঘরে ঘরে ।
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে ।
পাণ্ডিত্যের মনে মনে বিষম বিলাপ ।
একবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ ॥
দয় মান সত্যসহ দেশ পরিহারি ।
দয়ভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥
বিদ্যতি হইল দ্বিভাষিত তাম্র কত ।
ঐতি হয় সকলের ঐতিপথহত ॥
ভক্তের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে ।
কুতর্কে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে ॥
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নানা ছল ।
নাহি মন গীতার কি তার পাবে ফল ॥
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার ।
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সঙ্গে সঙ্গে তার ॥
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা ।
সমাচারপত্রে লিখে কত যাবে ঠাণ্ডা ॥
শুন হে দেশের লোক ঘেষ পরিহার ।
পরস্পার পত্র প্রতি সমাদর কর ॥
জানিলে জাতীয় বিজ্ঞা স্মৃথ তাহে নানা ।
ধাবিতে উজ্জল নেত্র কেন হও কাণা ॥
জ্ঞান বিজ্ঞা স্মৃথ আদি বভ্য হয় বাহে ।
রীতিমত স্মৃতিবিত ঘষ কর তাহে ॥
বাহার ইচ্ছায় স্রষ্ট হইল সকল ।
সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল ॥

ডুয়েল যুদ্ধ

বিলাতী সভ্যত তোরে বলিহারি যাই ।
এমন অপূর্ণ রীতি আর কোথা নাই ।
হাশি-খুসি, রঙ্গ-রস অশেষ প্রকার ।
ক্ষণপরে সেই ভাব নাহি থাকে আর ॥
নিজ গুণ ল'য়ে সদা বিশেষ বড়াই ।
কথায় কথায় হয় ডুয়েল লড়াই ॥
মারিতে মারিতে পটু ভাব ভয়ঙ্কর ।
কিছুমাত্র দয়া নাই প্রাণের উপর ॥
প্রথমে প্রথম গুণে দ্বন্দ্ব দেখে শরা ।
একাকী পক্ষম নয় ছয়খানি ভরা ॥
তিন কাণা আগে কিন্তু পঞ্জড়ির জোর ।
ছকুড়ি ফেলিয়ে শেষ বাজী কবে ভোর ॥
পপে রথে গুণগুণিত জুতাছুতি হয় ।
স্বভাবের দ্বন্দ্ব সেটা দোষ বড় নয় ॥
এ কেমন দোষ বল এ কেমন দোষ ।
মাণের স্বধর্ম বটে নাহি ছাড়ি ফৌস ॥
প্রথমেতে মাতামাতি কথার কৌশলে ।
হাতাহাতি লাথিলাথি বিচারের স্থলে ॥
ভিতর বাঘিরে পাল কিছু নয় কালো ।
লালে লালে লাল করে শোভা পায় ভালো ॥

রজনী

রজনী সজনী সহ প্রকৃষিত মনে ।
হাসি হাসি বদে আদি আকাশ-আসনে ॥
ক্ষণমাত্র দেবা যাবে অপক্লপ ভাব ।
স্বভাব ধরেছে যেন নূতন স্বভাব ॥
তারা যারা তারা তারাপতি ঘেরে জলে ।
মুকুতামণ্ডিত যেন রজত-অচলে ॥
বায়ুর বিচিত্র গতি নানা ভাবে বহে ।
প্রকৃতি বিকৃতি হেতু এক ভাব নহে ॥
কখনো নিশ্চল করে গগনমণ্ডল ।
কভু করে ছিন্ন-ভিন্ন মেঘ চল চল ॥
নদ নদী কত দেখি গগন-উপর ।
ললিত লহরী যেন চলে ধর ধর ॥
প্রহর হইলে গত নিদ্রাগত সব ।
ক্রমে সব শুদ্ধ হয় নাহি শব্দ-রব ॥

ভূমিতল সুনীতল তাপ নাহি আর ।
 তুণ পথে শোভা করে নৌহারের হার ॥
 বহুরূপী বিভাবরী বহুরূপ ধরে ।
 শোক চিন্তা তাপ আদি সমুদয় হরে ॥
 কখনো বা অন্ধকার কভু শুভ্রময় ।
 পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥
 হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
 পুরাতন নয় যেন, পুরাতন নয় ॥

সৃষ্টি

এই ধরা এই বহি এই বায়ু জল ।
 এই তরু এই পত্র এই পুষ্প ফল ॥
 এই জ্ঞান এই দৃষ্টি এই স্পর্শ রস ।
 এই এই এই এই এই এই সব ॥
 এই ভব পক্ষীকৃত পক্ষ ছাড়া নয় ।
 এই পাত ভেদগুণে কত পাত হয় ॥
 এই ক্ষুধা এই তৃষ্ণা এই শোক রোষ ।
 এই সুখ এই দুঃখ এই তৃপ্তি ভোগ ॥
 এই ভাব এই বোধ এই চিন্তা মন ।
 এই খাদ্য এই মুখ এই আশ্বাসন ॥
 এই নদী এই ক্ষেত্র এই উপবন ।
 এই চন্দ্র এই সূর্য্য এই তারাগণ ॥
 এই রাত্রি এই দিন এই তিথি বার ॥
 এই দৃশ্য এই আলো এই অন্ধকার ॥
 এই প্রাত এই সন্ধ্যা এই মধ্যকাল ।
 এই পল এই দণ্ড এই খণ্ডকাল ॥
 কি আশ্রয়্য ভবকার্য্য সব পুরাতন ।
 অথচ নয়নে নিত্য নিরর্থ নূতন ॥
 বিচিহ্ন তোমার সৃষ্টি গছে বিষময় ।
 পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥
 হয়েছে নূতন সৃষ্টি এই দৃষ্টি হয় ।
 পুরাতন নয় যেন পুরাতন নয় ॥

দয়া

সুখীতল সুখীণ হৃদয়-শতদলে ।
 সুখা সম সুমধুর দয়া-রস টপে ॥

দীন-হীন জন মন-চকোরের ক্ষুধা ।
 ক্ষণমাত্র নিবারণ করে সেই সুখা ॥
 কেমনেতে মনে হয় দয়া আবিভাব ।
 ভাবিয়ে ভাবুক জনে নাহি পাণ্ডিত্য ॥
 আনি বলি কাজ নাই অস্ত্র কোন ভাবে ।
 সঞ্চারিত দয়ারস স্বভাবে-প্রভাবে ॥
 পাষণ সমান যায় নিদয় হৃদয় ।
 কেমনে হইবে তাহে দয়ার উদয় ?
 উপায়বিহীন জন মানস-মলিন ।
 নিরদয় নিকটেতে নিয়ত মলিন ॥
 কদম্বাবিহীন সেই নিদারুণ জন ।
 পর-কাতরেতে নাহি গলে তার মন ॥
 নিরবনি নীরবর বরিবে শিখরে ।
 গিরিধর-কলেবর তাহে সিক্ত করে ॥
 কখন কি হয় জ্বব ভূধর-শরীর ?
 অভিমানে নিমগামী হয় সেই নীর ॥
 মাহুঘের প্রতি যার প্রীতি নাই মনে ।
 মাহুঘ বলিয়া তারে গণিব কেমনে ?
 আয়ুতথ্যে হুংখো যেই স্থখী আয়ুতথ্যে ।
 কাতর কি হয় সেই অপরের হুংখো ?
 আয়ুতথ্য-অভিলাষী বটে সেই জন ।
 কিস্ত মনে নাহি পায় সুখ এক জন ॥
 নিরন্তর অহরে কলনা করে কত ।
 কিছুই সফল নহে আশা মাত্র হত ॥
 কোথায় সুখের স্রব পুঞ্জিয়া না পায় ।
 কামনা-কটক-বনে ত্রিমিহা বেড়ায় ॥
 জীবের হয়েছে মাত্র জীব পরিবার ।
 প্রিয় পরিজন প্রতি স্নেহ নাহি যার ॥
 কেমনে জগতে সেই পাবে সুখলেশ ।
 উচিত তাহার মাত্র সমুদ্র-প্রবেশ ॥
 সরল স্বভাবে যার হৃদি সজ্জণ ।
 নয়নের শোভা যেন তরুণ অরুণ ॥
 প্রেমভাবে সৃষ্টি প্রতি সদা দৃষ্টি করে ।
 অন্যায়সে মানসের অন্ধকার হবে ॥
 চক্ষু শত খায়া বহে, দেখি পর-ক্লেশ ।
 নৌহারের হারে যেন, শোভিত দিনেশ ॥
 কাতর অন্তর তাহে, বিকসিত করে ।
 প্রফুল্ল কমল তুল্য, অতি শোভা ধরে ॥
 হৃৎকথের দারুণ দশা, দয়া দানে দলে ।
 দল ছাড়ে খল তার, সাধুসঙ্গফলে ॥

হায় বিচিত্র নারী,

যেন বটবৃক্ষছায়া,

স্বদেশ

সদাকাল শ্রান্তি করে দূর।

নীহারে সন্তাপপ্রবা,

নিদ্রাবে শীতল সদা,

জান না কি জীব তুমি,

জননী জন্মভূমি,

প্রেমোদিত পঙ্কজ প্রচুর ॥

সে তোমার ফুলে রেখেছে।

হৃদরূপ পর ছায়া,

নিবারি শ্রাবণধারা,

পাকিয়া মাঘের কোণে, সন্তানে জননী তোলে,

শ্রান্ত করে পথশ্রান্ত মন।

কে কোণায় এমন দেখেছে ॥

ক্লিদলে প্রতি দলে,

অবিকলে সুবিরলে,

ভূমিতে করিয়ে বাস,

যুগ্মেতে পুরাও আগ,

ফলে করে উদর তোষণ ॥

জাগিলে না দ্বিবা বিভাবরী।

দৃষ্টক প্রকার,

বিষাক্তিত হয় যার,

কতকাল হরিদাছ,

এই ধরা দরিদ্রাছ,

সুবিমল মানসের ক্ষেতে।

জননী-ভর্য পরিহরি ॥

উপকার চায়া তার,

নানা ফল মিষ্ট তার,

যার বলে বশিত্তেছে,

যার বলে চলিতেছে,

পরিপক প্রাণ-রসেতে ॥

যার বলে চানিত্তেছে দেহ।

যার বলে তুমি বলী,

তার বলে আমি বলি,

ভক্তিতাবে কর তারে মেহ ॥

প্রবৃত্তি তোমার গেই,

তাহার প্রবৃত্তি এই,

বহুদাতা মাতা সবারকার ॥

কে বুঝে ক্ষিত্রির রীতি,

তোমার জননী ক্ষিতি,

জনকের জননী তোমার ॥

কত শত কত মূল,

না হয় বাহার মূল,

হীরকাদি রজত কাঞ্চন।

বাঁচাতে জীবের ক্ষুদ্র,

বক্ষেতে বিপুল বহু,

সুদৃঢ় করেন ধারণ ॥

সুগভীর বন্ধাকর,

কইয়াছে রক্তাকর,

রক্তময়ী বসুধার বরে।

শূন্যে করি অবস্থান,

করে করে কর দান,

তরলি ধরপিরায়ী করে ॥

ধরিয়া ধরার পদ,

পেয়ে পদ নদী নদ,

জীবনে জীবন রক্ষা করে।

মোহিনী মহীর মোহে,

বহি বারি বহু দৌহে,

প্রেমভাবে চরে চরাচরে ॥

প্রকৃতির পূজা ধর,

পুলকে প্রণাম কর,

প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।

বিশেষতঃ নিভদেশে,

প্রীতি রাখ সবিশেষে,

মুগ্ধ জীব যার মোহমদে ॥

ইন্দ্রের অমরাবতী-

ভোগেতে না হয় মতি,

স্বর্গ-ভোগ উপদর্গ মার।

শিবের কৈলাসধাম

শিবপূর্ণ বটে নাম,

শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥

মিছা মণি মুক্তা হেম,

স্বদেশের প্রিয় প্রেম,

তাই চেয়ে রক্ত নাই আর।

মাতৃভাষা

মাঘের কোণেতে শুয়ে,

উদতে মস্তক গুয়ে,

খল খল সহান্ত বদন।

অধরে অমৃত করে,

আধো আধো মুহূষরে,

আধো আধো বচনরচন ॥

কহিবে অধরে আশা,

মুখে নাহি কটুভাষা,

বাকুল হয়েছ কত তার।

না-না-না-বা-বা-বা-বা,

আবো, আবো,

আশা, আশা,

সমুদয় দেববাণী প্রায় ॥

ক্রমেতে টুটিল মুখ,

উটিল মনের সুখ,

একে একে শিথিলে লকল।

মদো, পিসে, খুড়া, বাপ,

জুজু ভূত ছুঁচো লাগ,

হুল, জল, আকাশ, অনল ॥

ভাল মল জানিতে না,

মল মুক্ত মামিতে না,

উপদেশ শিক্ষা হ'ল যত।

পক্ষ্মেতে হাতে খড়ি,

খাইয়া শুকর ছড়ি,

পাঠশালে পড়িয়াছ কত ॥

মৌবনের আগমনে,

জানের প্রতিভা মনে,

বস্ত্র বোধ হইল তোমার।

পুস্তক কথিয়া পাঠ,

দেখিয়া ভবের নাট,

হিতাহিত করিছ বিচার ॥

হে ভাষায় হয়ে প্রীত,

পরমেশ-গুণ-গীত,

বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।

শত্ৰুদম মাতৃভাষা,

পুরালে তোমার আশা,

তুমি তার সেবা কর মুখে ॥

অধাকরে কত অধা, দূর করে তৃষ্ণাক্ষা,
 স্বদেশের শুভ সমাচার ॥ দেখ দেশবাসীগণে,
 ভ্রাতৃত্ব ভাবি মনে, দেশে দেশবাসীগণে,
 প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ।
 কত রূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
 বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥
 স্বদেশের প্রেম যত, সেইমাত্র অবগত,
 বিদেশেতে অধিবাস যার ।
 ভাব-তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্রপটে চিত্র করে,
 স্বদেশের সকল ব্যাপার ॥
 স্বদেশের শাজ্ঞযত, চল সত্য ধর্মপথে,
 অথৈ কর জ্ঞান আলোচন ।
 বুকি বর মাতৃভাষা, পুরাও তাহার আশা,
 দেশে বর বিস্তারিতরূপ ॥
 দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
 বিভূ-প্রেমে কর অবধান ।
 বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
 অহরহ কর বিভূগান ॥
 উপদেশ-বাক্য ধর, দেশে কেন ঘেঁষ কর,
 শেষ কর মিছে অর্থ-আশা ।
 তোমার যে ভালবাসা, সে হ'ল না ভালবাসা,
 আর কোথা পাবে ভালবাসা ?
 এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে,
 প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা ।
 কেবা আর পায় দেখা, এলে একা যাবে একা,
 পুনর্বার নাহি আর আসা ॥

কবি

চিত্র করে চিত্র করে করে তুলি তুলি ।
 কবি সহ তাহার তুলনা কিসে তুলি ?
 চিত্রকর দেখে যত বাহু অবয়ব ।
 তুলিতে তুলিতে রঙ্গ গেথে দেই সুখ ॥
 ফলে সে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ ।
 কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ ॥
 চারু বিখ্য করি দৃশ্য চিত্রকর কবি ।
 স্বভাবের পটে গেথে স্বভাবের ছবি ॥
 কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট ।
 অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট ॥
 ভাব-চিন্তা প্রেম-রস আদি বহুতর ।
 সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর ॥

পটুগার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয় ।
 কবি-চিত্র কিবা চিত্র বিশাশের নয় ॥
 পটুগার লেখে কত হাত মুখ পদ ।
 কবি চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ ॥
 পদে পদে সেই পদে কত হাত মুখ ॥
 বিলোকনে বিচোপীর দূর হয় তথ ॥
 কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা ।
 ভাব-নীরে স্নান করি জীব হয় শিলা ॥
 তুলারূপে দূরে হয় ধন আর মন ।
 ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবকের মন ॥
 রসিকজনের আর নাহি থাকে কুণা ।
 প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় গুণা ॥
 জগতের মনোহর পদ্য ভাই কবি ।
 ইচ্ছা হয়, যদি পটে তুলি তোমার ছবি ॥

ভারত-সন্তানের প্রতি

পর পর দিন যত ক্রমে হয় গত ।
 জাতিরূপ নিজাবশে রবে আর কত ॥
 ক্রমেতে হইল শূণ্য স্রুথের কলস ।
 এখন হরিছ কাপ হইয়া অলস ॥
 উঠ উঠ শায়া ছাড় শুয়ে কেন আর ।
 বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥
 কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও ।
 মশারির ঝার খুলে মুখ তুলে চাও ॥
 এখন আগন্তু নহে বিধান-বিহিত ।
 মাধ্যম-ত সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥
 ঈশ্বরের কাছে করি আশা এইমত ।
 রাজা হোন্ স্ববিচারে সদাচারে রত ॥
 রাণীর রূপায় হোক রাণীর কুশল ।
 অথি হও ভারতের সন্তান সকল ॥

ভারতের অবস্থা

শুকায়ে সিদ্ধুর জল হইয়াছে স্বীপ ।
 নিবিয়াছে একেবারে হিন্দুর প্রদীপ ॥
 দীনবন্ধু রূপাসিদ্ধু বিহু বিধবার ।
 ভারতের বন্ধু যদি হন পুনর্বার ॥
 হিন্দুর স্রুথের আর ভাবনা কি তবে ?
 ছিল সিদ্ধু, হ'ল বিলুপ্ত পুনঃ সিদ্ধু হবে ।
 দীনবন্ধু বলে হিন্দু যদি সিদ্ধু হয় ।
 সহজে হইবে তবে হিন্দুর উদয় ॥

হিন্দুত্ব কপালক্রমে সুখ-দিনকর ।
 হরৈছিল এককালে অতি খরতর ॥
 কাণ্ডেতে এখন আর নাহি সেই দিন ।
 দিনকর হীনকর দিন দিন দিন ॥
 প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের রূপামেব-জল ।
 হয়েছিল ভাগ্যানন্দ প্রচুর প্রবল ॥
 মুখটে আনন্দ-অনিলে অবিরত ।
 ক্রমবশে নেচে নেচে ছুটেছিল কত ॥
 অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম পেয়ে নিজ কাল ।
 কাশক্রমে এককালে হইরাছে কাল ॥
 এখন হিন্দুর সেই ভাগ্যক্রম নব ।
 একেবারে শুকায়েছে হারিয়েছে পদ ॥
 কাণ পেয়ে ফুটেছিল কুমুমের কলি ।
 উঠেছিল গন্ধ তার ছুটেছিল অলি ॥
 এখন শুকায়ে দল ঝরিয়েছে সব ।
 নাহি গন্ধ মকরন্দ নাহি ভৃঙ্গ-রব ॥
 ভাগ ভাগ ভাগ সব ভারত-কুমার ।
 আলস্যের বশ হয়ে ঘুমাও না আর ॥
 তোল তোল তোল মুখ খোল রে লোচন ।
 জননার অশ্রুপাত কর রে মোচন ॥
 ভেসেছে শোবার খাট পড়িয়াছে ভূমে ।
 এখনো তোমার এত সাধ কেন বুঝে ?
 গাখি আর কিছু নাই হইরাছে তোর ।
 যে দেখিছ অন্ধকার—কুয়াশার বোর ॥
 তিমিরে রবির ছবি আছে আচ্ছাদন ।
 তুমি উষার শোভা করেছে হরণ ॥
 ঈশ্বর দিনের দীপ্তি রক্তবৎ রেখা ।
 এখন মেলিলে আখি স্থির যাবে দেখা ॥
 কু-আশার এ কুগাণী কত আর রবে ।
 প্রভাকর প্রকাশেতে সব দূর হবে ॥
 ঈশ্বর প্রতাপ সিংহ, অজাবেত হরি ।
 তার কাছে কোথা আছে, কুজ ঝটিকা করী ?
 আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয় ।
 আর না রজিবে তবে, কু-আশার তর ॥
 একেবারে হয়ে তায়, ভারতের ভালো ।
 দশ দিকে দীপ্তস্বৰে, কুশলের আশো ॥

তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
 মিছে কেন মর তার বয়ে ?
 পূৰ্ণকার দেশাচার, বিছুমাত্র নাহি আর,
 অনাচারে অবিরত রত ।
 কোথা পূৰ্ণরীতিনীতি, অধর্মের প্রতি প্রীতি,
 প্রতি হয় প্রতিপথহত ॥
 দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
 চিন্তায় চঞ্চল হয় মন ।
 লিখিতে লেখনী কাঁদে, জ্ঞানমুখ মসিচাদে,
 শোক-অশ্রু করে বরিষণ ॥
 কি ছিল কি হ'ল আশা, আর কি হইবে তাহা,
 ভারতের ভবভরা বশ ।
 ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সমা সুখ-বৃষ্টি,
 সর্বপায়ে সকারিবে রস ॥
 ভবভূপ-প্রিয়াদাণী, বাণীর প্রকৃত বাণী,
 মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা ।
 সচেতন হয়ে পুন, গাইবে বিভূর গুণ,
 রসনার নিত্য করি বাস ॥
 সত্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
 মাহুঘের মনসরোবরে ।
 প্রেমোদ প্রকুলরায়, সুখ-শতদল তায়,
 'ফুটিবেক জ্ঞানমূর্ত্য'-করে ॥
 সুরব সৌভাগ্য হয়ে, দশদিকে বশ লয়ে,
 প্রকাশিবে শুভ সমাচার ।
 স্বাদীনতা মাহুঘে, ভারতের জয়া-দেহে,
 করিবেন শোভার সকার ॥
 দূর হবে সব ক্রাণ্ডি, পলাবে প্রবলা জাতি,
 শাস্তিজল হবে বরিষণ ।
 পুণ্যভূমি পুনর্সীত, পূৰ্ণসুখ সহকার,
 প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন ॥
 প্রবীণা নবীনা হয়ে, সম্মান সমূহ লয়ে,
 কোলে করি করিবে পালন ।
 সুখ সম স্তনপানে, জননীর সুখপানে,
 একদৃষ্টে করিবে ঈশ্বগ ॥
 এক্রপ স্বপনমত, কত হয় মনোগত,
 মনোমত ভাবের সকার ।
 ফলে তাহা হবে হবে, প্রহতির হাহাকারবে,
 স্তম্ভ হবে করে হাহাকার ॥

ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক ভূমি,
 ধর্মরূপ ভূবাহিন হয়ে ?

বস-লহরী

খল ও নিন্দুক

মহৎ যে হয় তার সাধু-ব্যবহার ।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার ॥
দেখছ কুঠার করে চন্দন ছেদন ।
চন্দন সুবাস জারে করে বিতরণ ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে ।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে ॥
গুণময় হইলেই মানে সব ঠাই ।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই ॥
শারী আর শুকপাখী অনেকটাই রাখে ।
যত কোরে কে কোপায়, কাক পুষে থাকে ॥
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল ॥
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল ॥
ভাল, বন্দ, দোষ, গুণ আধারেতে ধরে ।
ভূরঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগরে ॥
লবণ-জলদি-জল করিয়া ভক্ষণ ।
জগধর করিতেছে সুরা বরিষণ ॥
সুজনে সুগণ গায় কুণশ ঢাকিয়া,
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া ॥

বসন্ত-বিরহ

যদবধি প্রাপনাত প্রবাসেতে রয় ।
বসন্ত পীযুষ লম, বিবেপন হয় ॥
কোকিলের কুহুরবে কুহক লাগায় ।
আমার হৃদয়ে আসি বিধে শেল প্রায় ॥
বকুল মধুর গন্ধে প্রোমোদিত বন ।
আকুল করিল ভায় অভাগীর মন ॥
পলাশে বিলাস করে মালতীর লতা ।
প্রবল করয়ে তার মলোমলিনতা ॥

নাগেশ্বর কেশর বেশর সম শোভা ।
প্রজ্ঞাপতি বসে ধরি মনোহারী প্রভা ॥
যেন কোন চতুর লম্পট জন শেষ ।
ভুলায় ললনা-মন ধরি নানা বেশ ॥
পরে মধু ফুরাইলে, অমনি প্রস্থান ।
যে দিকে সৌরভ ছোটে সে দিকে পলান ॥
সেই মত আমাদের ভুলালে অরসিক ।
আশাপথ চেয়ে আঁখি ছোলো অনিমিত ॥

বাবু দ্বারকানাথ * * * মৃত্যু

যক্ষ দক্ষ নাগ রক্ষ, সকলি তোমার বক্ষ,
এত খেয়ে নাতি মেটে বাঁহি ॥
তয়নিক নাম মৃত্যু, শুনিলেই হয়
হা রে মৃত্যু তোর মৃত্যু নাই ॥
নাশিতেছ এই বিশ্ব, অণচন
অদৃশ্য শরীর ভয়ঙ্কর ॥
মুক্ত কেবা তব হাতে, মুক্ত সবা তীক্ষ্ণ দাঁতে,
মূরহর শাতা সুরহর ॥
গজ গাভী উষ্ট্র হয়, কিছুই অখাত নয়,
সমুদ্র করিতেছ গ্রাস ॥
দয়ার দর্পণে মৃগ, নাহি দেখ একটুপ,
ধর্ম হয়ে ধর্ম-কর্ম নাশ ॥
খরতর বেগধর, লম্বোদর রত্নধর,
নিরস্তর তরল গভীর ॥
ভয় করি ছই পাড়, খেয়ে তার মাংস হাড়,
শুক কর সমুদ্র নীর ॥
দৃশ্যমাত্র হয় হর্ষ, গগন করিছে স্পর্শ,
ধরাধর বহু লুপনাল ॥
তুমি তারে ভাব তুচ্ছ, ছই কর কর উচ্ছ,
ভেঙ্গে খাও পাহাড়ের মাঁতা ॥
গহন কানন বহু, লক্ষমাত্রের কর হত,
দাবানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে ।

নাহি রাখ অবয়ব,
 বাস্তব-আদি জন্ত খাও য'রে ॥
 হত সব পক্ষীকুল,
 তব গ্রাসে আছে বৃত্ত,
 মৃত হয় স্থিত নহে কেহ ।
 তুমি যেন পাও ভূতে,
 বাড়ে চেপে বাড়নাড়া দেহ ॥
 অগোচর বস্ত যার',
 তোমার গোচর তারা,
 বিকট বদন ছাড়া নয় ।
 দয়র করিয়া বাস,
 ভূত প্রেত কর নাশ,
 কিছুতেই অকৃতি না হয় ॥
 ভীমতর নিশাচর,
 নাম শুনে অর অর,
 থর থর কাপে নরগণ ।
 সে বাক্য তব আগে,
 বেগুত্যা কোথা লাগে,
 বাগসের বাক্য মরণ ॥
 বাক্যের অধিপতি,
 বিক্রমে বিশাল জতি,
 কড়ি হস্ত দশ মুণ্ড যার ।
 তুমি তার সব বংশ,
 ত্রেতাযুগে করি ধ্বংস,
 একেবারে করিলে আহার ॥
 ত্রৈলোক্য যুদ্ধকালে,
 কত রক্ত দিলে গালে,
 কত খেলে নাহি তার লেখা ।
 তবে তো জানিতে পারি,
 উদয় কেনন তারি,
 বেঁচে দেখে যদি পাই দেখা ॥
 কলঙ্গেরে মুক্তনুখে,
 ভক্ষণ করিলে অখে,
 কুকুল পাড়কুল যত ।
 কুলের শেষ করি,
 মুখের বেশ পরি,
 বজ্রকুল করিয়াছ হত ॥
 সংগ্রামে করিয়া বল,
 মঙ্গলের অঙ্গুল,
 দাঁড়াহয় গিজিনীর গেটে ।
 বর বাড়ী পরিজন,
 তুলে ফেলে মেওয়া বন,
 মাটি শুদ্ধ পুত্রিয়াহ পেটে ॥
 বাহ্যের সমর স্থলে,
 শালা কালো ছইদলে,
 সেদিনেতে করিয়া নিধন ।
 উপি কুস্তি গোলা তোপ,
 বড় বড় দাড়ি গোপ,
 সমুদয় করেছ ভক্ষণ ॥
 বড় বড় দৈত্য দানা,
 আর আর জন্ত নানা,
 কত খেলে সংখ্যা নাহি তার ।
 কেবল খাবার ধুম,
 মগনাজ নাহি ধুম,
 যত্না তোর পায়ে নমস্কার ॥
 শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আর,
 বড় ঋতু পরিবার,
 সমুদয় পেটে দেয় পুরে ।

আলো আর অন্ধকার,
 বাধীনতা আছে কার,
 তবে বন্ধ কাল তব পুরে ॥
 ছাই ভস্ম যাহা পাও,
 সকলি ভূমিমা খাও,
 দেখে শুনে হারা হই দিশে ।
 দিবা নিশি চলে মুখ,
 শ্রান্তি নাই একটুক,
 এত খেয়ে পাক পায় কিসে ?
 কত পূজ বন্ধ জাতা,
 জ্ঞাতি আদি পিতা মাতা,
 শোকাবুল প্রতি জনে জনে ।
 ত্রিসংসার ছাড়খার,
 অনিবার বারিধার,
 বিধবার নীরদ নয়নে ॥
 কিছুতেই নহে তুটে,
 নিয়ত বদন কুটে,
 ছটে ক্ষুধা কেনন প্রবল ।
 নদ নদী খাও তব,
 নির্ধাণ না হয় কভু,
 প্রজ্জলিত জঠর-অমল ॥
 পল পাতা কাল মত্ত,
 উপচার দ্রব্য আত্ম,
 মত্ত সদা খাত্তগল গেরে ।
 বার বারবারগোণে,
 গুট তরু গুট ভোগে,
 মাস মাস মাস মাস খেয়ে ॥
 ধিক ধিক ওরে যম,
 পৃথিবীতে তোর মম,
 অধম না দেখি আর হেন ।
 দেখা পেলো বিধাতার,
 বিশেষ সুধার তায়,
 তোরে সৃষ্টি করিলেন কেন ॥
 পড়িয়া ভবের ঘোরে,
 কি আর কহিব তোকে,
 দূর দূর পাণী হুয়াচার ।
 এত দ্রব্য দিলি দাঁকে,
 প্রাণের হারকানাথে,
 তব তুই করিলি আহার ॥
 শুণে বশ দিক্ দশ,
 গান করে যার বশ,
 কাল তুই কাল হলি তার ।
 এই দেখে তবে গুর,
 হয়ে স্বীয় শোভা শূন্ত,
 জগৎ করিছে হাহাকার ॥

বিলাতের টোরি ও হইগ

কিছুমাত্র নাহি জানি রাম রাম হরি ।
 কারে বলে রেডিকেল কারে বলে টোরি ॥
 ছইগ কাহারে বলে কেবা তাহা জানে ।
 ছইগের অর্থ কভু শুনি নাই কানে ॥
 টোরি আর ছইগেই যে হু প্রধান ।
 আমাদের পক্ষে তাই সকল সমান ॥

গুণে করি গুণগান দোষে দোষ গাই ।
 শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর অস্ত্র ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥

নিতান্ত অধীন দীন এ দেশের লোক ।
 শক্তিরহীন অতি ক্ষীণ সদা মনে শোক ॥
 রাজ্যের মঙ্গল হেতু ব্যাকুল সকল ।
 প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ রাজার কুশল ॥
 চাতকের ভাব যথা জগদেব প্রতি ।
 সেরূপ রাজার ভাব আমাদের প্রতি ॥
 যাহাতে দেশের সুখ চিন্তা করি তাই ।
 শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর অস্ত্র ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥

চারিদিকে যুদ্ধের অনলরাশি জ্বলে ।
 নির্বাপন করহ বিতু সন্ধিরূপ জলে ॥
 রণরঙ্গে প্রাণিনাশ বিবাদের হেতু ।
 বিবাদ-সাগরে বান্ধ ঐক্যরূপ সেতু ॥
 সন্ধিবোগে দান কর শান্তিগুণ রস ।
 পৃথিবীর লোক যত প্রেমে হবে বশ ॥
 প্রশংসা-পুষ্পের গন্ধ যাবে সব ঠাই ।
 শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর অস্ত্র ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥

পরিবর্ত কর সব, নিরমের দোষ ।
 যাহাতে হইবে সুখি প্রজার সন্তোষ ॥
 জন্ম কর্ম ধর্ম রীতি জাতি আর দেশ ।
 কোনরূপ কোন পক্ষে নাহি থাকে ঘেষ ॥
 নির্মূল নয়নে কর রূপ-দৃষ্টি দান ।
 একভাবে ভাব মনে সকল সমান ॥
 মাজলিক সব কার্যে ব্রহ্ম যেন পাই ।
 শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর, অস্ত্র ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥

হুজ্জন তব্বর ভয়ে ভীত লোক সব ।
 চারি দিকে উঠিয়াছে হাহাকার রব ॥
 ধনিক্রমে খ্যাতিপন্ন, জমিদার যারা ।
 নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা ॥
 শমনের সহোদর নীলকর যত ।
 যেন প্রাণে প্রজাদের দ্রুপ দেয় কত ॥
 অত্যাচার দেশে যেন নাহি পায় ঠাই ।
 শুধু সুবিচার চাই শুধু সুবিচার চাই ॥
 আমাদের মনে আর অস্ত্র ভাব নাই ।
 শুধু সুবিচার চাই ॥

বিশ্ব কৌতুক

হার রে ভবেব কার্য বলিহারি যাই ।
 কুহকীর কুহকেতে মোহিত সবাই ॥
 দেখিয়া কৌতুক কাণ্ড নাহি মিটে খাই ।
 যত দেখি তত আরো বাড়ি আশা-বাই ॥
 যখন বেদিকে আমি নরন ফিরাই ।
 স্থষ্টির দৃষ্টির জলে নাহি মেলে পাই ॥
 কোথায় বোতুক করে বোতুকী গোঁসাই ।
 নাচে সব ভূতচোরা কোথা সেই চাই ॥
 কোথা গেলে দেখা পাব কোন পথে খাই ?
 একবার যা রে মন ভিক্ষা এই চাই ॥
 মন বলে সে যে বড় ভয়ানক ঠাই ।
 কেমনে দুর্গম পথে একা আমি যাই ?
 প্রাণাদিক প্রাণ মম সহোদর ভাই ।
 পারি যেতে যদি তারে সঙ্গে আমি পাই ॥
 কুধাহরা স্বা আছে পেট তরে খাই ।
 হুজ্জনে হুজ্জনে হোয়ে বিভূষণ গাই ॥
 প্রাণ বলে, কি বলিলে, ফিরে বল তাই ।
 শুনিয়া তোমার কথা, উঠিতেছে হাই ॥
 দেখ দেখ, যা দেখিছ, কি দেখিবে ছাই ।
 দেখিতেছ সমুদ্র, আমি আছি যাই ॥
 আমি গেলে যাব একা দেখা দেখি নাই ।
 আর কি রে পাবি খেতে জননীর মাই ?
 আমি বটে যেতে পারি কিন্তু বলি যাই ।
 পুনর্বীর আসিবার আজ্ঞা আর নাই ॥

সার্বভৌমিক ভাবভাব

দেখ দেখ দেখ এট অসার সংসার ।
 বির্যাক্ত যথা জীব অশেষ প্রকার ॥
 তুমি, আমি, তিনি, উনি যত জন আছি ।
 পরস্পর দেখা শুনা যতদিন বাঁচি ॥
 সময়ে শিলাশ হবে, থাকিবে না দেহ ।
 সময়ে সবাই যাব, থাকিবে না কেহ ॥
 এট তুমি এট আছি, এই আমি এট ।
 দেখিলে দেখিতে আর, তুমি আমি নেই ॥
 আদির্য্যটি একরূপে, যাব এক ঠাই ।
 এবা ওবা এসে দেখা, পরে দেখা নাই ॥
 অতএব যতক্ষণ দেখাদেখি আছে ।
 সকলে বাসিত হও সকলের কাছে ॥
 পরস্পর তাই ব'লে ডাক এক রবে ।
 পরস্পর প্রেমপাশে বন্ধ কর সুবে ॥
 পরস্পর প্রেমভাবে, থাক জীবগণ ।
 নদীর সহিত যথা নৌকার মিলন ।

কৈদে টোল যারে টোল, মিছামিছি করে গোল,
 গোলমাগে হরিবোল পাড়ে ॥
 সব শাস্ত আছে পড়া, শাস্ত সব হাতে গড়া,
 মতামত আমাদের ঘরে ।
 আমাদের পোড়ো যারা, পণ্ডিত হইয়া তারা,
 টোল করে গোল কোরে মরে ॥
 আমার মুখের চোটে, কার সাধ্য এঁটে ওঠে,
 কেটে কুটে করি ছারখার ।
 তোমার কল্যাণে বাবু, সকলে করিব কাবু,
 দেখ কত ক্ষমতা আমার ॥
 বরিলান এই পণ, মার্ত্ত আছে কত জন,
 দেখ দেখি কেবা কিবা বলে ।
 বিচারে যতপি হারি, প্রমাণ না দিতে পারি,
 পুণি সব ফেলে দিব জলে ॥
 কালী বালাী মুখে ডাকি, যত দিন বেঁচে থাকি,
 আশীর্বাদ বরিব তোমায় ।
 কোরো এই উপকার, যেন কটা পরিবার,
 অন্ন বিনা মারা নাহি যায় ॥

মৌকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত যত, সকলেই অহুগত,
 অবিরত উপকার পান ।
 তোমাদের মত হ'লে, বিধি আছে আছে ব'লে,
 এ' নই দিবেন বিধান ॥
 পুণি লয়ে রাশি রাশি, কাছে আসি হাসি হাসি,
 কহিবেন হইয়া প্রধান ।
 হিন্দুগণা বিধবার, বিয়ে হবে পুনর্কৃত,
 শাস্ত্রে তার রয়েছে প্রমাণ ॥
 শাস্ত্র এই, বিধি এই, অর্জ্যচান মূঢ় যেই,
 ব'লে মেই হৈথে নাহি বিধি ।
 বিচার করুন এসে, শাস্ত্র তার কত এসে,
 দেখিব কেমন বিজ্ঞানিধি ॥
 অতিশয় দুঃশাস্ত্র, যারা হয় তা'রা কর,
 পরিণয় নয় নয় বলে ।
 কিছু নাই বোধাবোধ, কথায় কথায় ক্রোধ,
 অহুরোধ উপরোধ চলে ॥
 কেবল মুখেতে জাক, ভিতরে সকল ঝাঁক,
 মিছে হাঁক মিছে ডাক ছাড়ে ।

ইংরাজ সম্পাদক

এ দেশেতে আছে যত সম্পাদক শাধা ।
 সকলেই আমাদের বড় ভাই—দাদা ॥
 তোমরা সকল মতে সবাই প্রধান ।
 রাজজাতি, রাজপ্রিয় রাজবৎ মান ।
 ধীর বট বীর বট ছাদকেই দড় ।
 আমাদের চেয়ে হও সর্বমতে বড় ॥
 দেখে শুনে জেনে সব তোমাদের ক্রিয়া ।
 ধরোছ লেখনী শেষ সম্পাদকী নিয়া ॥
 কিছুতেই তোমাদের তুল্য কভু নই ।
 বল বাণী সাহস সহায়হীন হই ॥
 আগেই তোমরা আছ উপরেতে চোড়ে ।
 আমরা রয়েছে নীচে এক পাশে পড়ে ॥
 তুলেতে হয়েছি নীচু খেদ কিছু নাই ।
 এজনে হইলে উচু হৈলে মার তাই ॥
 আপনারা বড় বড় কি তার মশায় ।
 বড় বোলে প্রকাশিত বড় পরিচয় ॥
 কিন্তু কিসে খেদ যায় কিসে কার স্থির ।
 সমান দেখিলে কেন ভিতর বাহির ?

বাহিরেতে ধোপবস্ত্র ধপধপে শাদা ।
 ভিতরেতে বিনু বিনু পাঁক-ভরা কাদা ॥
 ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, নহে অত মত ।
 দুদিক সমান হ'লে মুখ হ'ত কত ॥
 যা হ'ক তা হোক ফলে বুঝায় বচন ।
 গোটা চুই কথা বলি কথার মতন ॥
 যখন ব'সেছ ভাই সম্পাদকী পদে ।
 মন্ত যেন হওনাকো অভিমান-নদে ॥
 রাগঘেঘ অভিমান আর অহঙ্কার ।
 পাপকর পক্ষপাত কর পরিহার ॥
 নিগত বিরাজ করি তোমাদের করে ।
 পক্ষের লিখনী কেন পক্ষপাত করে ?
 এডিটির কর্মে শুধু ধর্মের সঞ্চার ।
 তাহাতে না হয় যেন কলঙ্ক-প্রচার ॥
 ধর্মের আসনে বোসে সেই দর্ম দর ॥
 নৃপতির ত্রায় মত উপদেশ কর ॥
 এ দেশের বর্তমান বত যত ভুণ ।
 ব্রিটিশের আহুগত্য করিছে কিরণ ?
 দরশন করিতেছ যে সব ব্যাপার ।
 সে সব স্মরণ ভাই কর একবার ॥
 তোমাদের কেন হয় এমন ব্যাপার ।
 হিতে ভেবে বিপরীত একে ভাবো আর ॥
 এক জন কর্মফলে করিয়াছে দোষ ।
 এ বোলে কি জাতিমাত্রে বিধি হয় রোষ ?
 শরীরের এক ভাগে দোষ যদি হয় ।
 এ বোলে কি সব দেহ কাটা বিধি হয় ।
 এক দণ্ড দুঃখকর হ'লে পরে হবে ।
 নোড়া দিয়ে সব দাঁত কে ভেঙ্গেছে হবে ?
 নানা পাপে পাপী নানা দণ্ড তার লবে ।
 এ বোলে কি হিন্দু মাত্রে দোষী হয়ে রবে ?
 বিশেষ বাঙ্গালী ভেতো আমরা সবাই ।
 কোন কালে কোনরূপে দোষ মাত্র নাই ॥
 রাজতন্ত্র অনুরক্ত সমান সকলে ।
 চরিতার্থ হই সদা, রাজার মঙ্গলে ॥
 গবর্ণরে কহিতেছ, কেমন করিয়া ।
 থাকুন হিঁদ্র শিরে, খাঁড়া শুঁচাইয়া ?
 হায় হায় কার কাছে, করিব রোদন ।
 তোমাদের এ কথা কি, কথার মতন ?
 বল আছে, বোলে লও, ইহা যে প্রকার ।
 সে বলে না হেন কথা, ধর্মবল যার ॥

যারা হন সুবিচারী, ধর্মপরায়ণ ।
 তাঁরা কি অজ্ঞার কথা, করেন শ্রবণ ?
 জয় হোক ব্রিটিশের, ব্রিটিশের জয় ।
 রাজ-অনুগত যারা, তাদের কি জয় ?

বাজী *

ভারতের অধিবাসী মাতা মহারাজী
 অহ্লাদ প্রকাশ হেতু, আতোষে ॥
 ব্যাপিল পুণিবীক্ষ, শুভ সমাচার ॥
 যোরতর ধুমধাম, ধুমের ব্যাপার ॥
 বাজী দেখে মুখী হব, তাবিয়া অহরে ।
 জলে হুগে কত খোক, আইল নগরে ॥
 ছোট বড় কত লোক, নৈঠর ঘোষারি ।
 কিলি বিনি করে যেন, পিপীড়ার সারি ॥
 বাড় তুলে চাঁত দিয়ে, নাহি যায় নেওয়া ।
 যে দিকেতে দৃষ্টি করে সে দিকেই "ঘোঁরা" ॥
 দড়ী আর দরমার, প্রাণ হোলো হত ।
 ঝাড়ে-বংশে পুড়িয়াছে, বংশ শত শত ।
 ছাত্রনি হইল ভাল, যেমন ফাঁদনি ।
 তোপের নিনাদ মাজ, কোপের গাছনি ॥
 জে, আর, পিয়ারসন্, বাজীর অধ্যক্ষ ।
 সাবাস সাবাস তুমি, কাজে খুব দক্ষ ॥
 এ যে বাজী, টাকা-বাজী বাজী বড় জোর ।
 বা-জী, কি বাজী চুয়া, বাজী চুয়া ভোর ॥
 দেখিয়া অবাক হ'য়ে, সকলেই আছে ।
 কোথায় দিল্লীর লাড়ু, এ বাজীর কাছে ?
 যে খেয়েছে তার তার সেই জানে জানি ।
 আমরা তো খাই নাই, তখাচ পস্তানি ॥
 রাজপদে অভিষিক্ত বিলাতের নর ।
 জ্যাকট-কামিজ-পরা, খেচ কলেবর ॥
 যা কর তা শোভা পায়, সাহেব বলিয়া ।
 "বেলাক নেটিব" যত বলিছে জলিয়া ॥
 যে বাজী করেছ তার, উপমা তো নাই ।
 মানিলাম পরিহার বলিহারি যাই ॥

* ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধের পর ভারত
 শরীর খাস শাসনোপলক্ষে কলিকাতার দুর্গপ্রাচীর
 যে অগ্নিক্রীড়া হয়, তদ্বৎসরচিত ।

দেখিতে কমন মজা হটলে বাঙ্গালী।
পোতা যুগ ভৌতা স্তোত্র খেয়ে করতালি ॥

ব্যোম-যান

উড়িয়াছে আকাশেতে সূচাক ফানস।
তারিতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস ॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়।
দূর উঠে তত মনে সুখের উদয় ॥
নগরের লোক যত করে হট হট।
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই ॥
নগর নিমিষহীন এক দৃষ্টে বই।
হেঁট হয়ে নাহি দেখি ক্ষণকাল বই ॥
কেহ বলে দেখিতেছি, ওই, ওই, ওই।
কেহ বলে ওই বটে, কেহ বলে কই ॥
কেহ বলে, দেখা যাবে এইখানে বই।
কেহ বলে, এতক্ষণে হোলো চাঁদ সই ॥
হেলো হলে, নেচে নেচে, চলে খরে খরে।
মধ্যবেগে চড়িয়াছে স্বেষের উপরে ॥
নিরখি নীরদ তাইরে হোয়ে জটমন।
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন ॥
ভূলোক পুলক-পূর্ণ আলোক ঈক্ষণে ॥
ত্রিলোক করিছে জয় গোলোক-গমনে ॥
ভাবকেরা ভাবে ভাবে এই অতিপ্রায়।
চলিয়াছে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ॥
পাপময় নরলোক, নাহি অভিলাষ।
সুখেতে করিবে গিরে স্বর্গধামে বাস ॥
কেহ বলে, ধরাতলে নিদাশের ভয়ে।
বিহার করিবে গিয়া নীহার-নিলয়ে ॥
মানব আসিছে উড়ে শুল্কের উপর।
পতঙ্গ পতঙ্গ সম অঙ্গ খর খর ॥
বিজরাজ পায় লাজ দিলে মূগ ঢাকা।
বিজরাজ ভয় পেয়ে, শুড়াইল পাখা ॥
এই বলে, দেখিছে আকাশ ঘুরে ঘুরে।
এ ভববুদ্ধের মূল আছে কত দূরে ॥
অস্থান করি পুনঃ বুদ্ধি সহকারে।
উড়িয়াছে ফাঁদ ল'য়ে, চাঁদ ধরিবারে ॥
একেবারে এড়াইবে, সন্ধ্যাবেশ ক্ষুধা।
পেট ভরে খাবে গিয়া, সুবিমল সুখা ॥

চক্ৰলোকে যুগল করিয়া এইবার।
পোতা-যুগ কেড়ে লবে কোল থেকে তাঁর ॥
অকলঙ্ক হবে শশী চারাইয়া শশ।
ভাল বে গগন-গামী, ভাল তোর বশ ॥
আর বার ভাবি যত আকাশের তারা।
তারা নয়, তারা হয়, তারানিধ-দারা ॥
বিনোদ-বিমানে বসি বিশেষ বিরলে।
সেই তারা চার করি পরিহেছে গলে ॥
নবীন নারক পেয়ে সুখী হবে তারা।
পুরান নাগর চাঁদে নাহি চায় তারা ॥
তার-হারা তারা-পতি পেয়ে অতি দ্বন্দ্ব।
লাজে তাই গগনেতে লুকায়েছে মুখ ॥
লোকে কয় কুহুনিশি মাথিয়াছে মসি।
তারা নয়, খেদে অন্ধ অহুদিত শবী ॥
যদি বল এ প্রকার হইলে ঘটন।
পুনরায় হবে কেন ভুলে পতন ? ॥
শুন সার বলি, তার বিষয় মূল।
চাঁদের অমৃত খায় চকোরের কুল ॥
ঘেরিয়াছে আশ পাশ, স্থির পক্ষ ধরে।
রাখিয়াছে সুধাকর এক চেটে কোরে ॥
তারা দেখে কি প্রমাদ, আমরাই পাখী।
“চাঁদের চকোর” নাম চক্ৰলোকে থাকি ॥
রাত্রি দিন সমভাবে রোয়েছি “টাইট”।
এ আবার কোথা হ’তে আইল “কাইট” ? ॥
বিনা সুখে উড়িয়াছে কেমন “কাইট”।
পাখা নাই শুল্ক এলে কেমন “কাইট” ॥
নাহি বলে, বলে চলে কলের “কাইট”।
নষ্টলোকে শব্দ করে, “কাইট, কাইট” ॥ (১)
বোর ক্রুকে এসে উজ্জ্বল যুদ্ধের “লাইট”।
হরিয়া লইবে শশী করিয়া “ফাইট”।
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে “নাইট”।
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের “রাইট” ॥
চেলছে নতন কল জ্বলেছে “লাইট”।
এখনি নাশিব তাত, করিয়া “বাইট” ॥
চকল চকোরচর চকুর আবারে।
“কাইট, বাইট” করি দিলে অধঃপাতে ॥

(১) কাইট নামক একজন ইংরাজ কলিকাতায়
প্রথম ব্যোমযানে উঠেন, ইহা তদুপলক্ষে রচিত।

খোঁচা খেয়ে ধুম লেগে, ধুম কিসে আর ।
 পুনর্বার এসে করে ধরায় বিহার ॥
 কেহ বলে আছে এই, শাস্ত্রের বচন ।
 অতি উচ্চে উঠিলেই পশ্চাতে পতন ॥

যুদ্ধ

সিপাহী-যুদ্ধে শাস্তি প্রার্থনা ।

কর কর কব দয়া, দীন দয়াময় ।
 হর হর হর নাথ বিপক্ষের ভয় ॥
 আর যেন নাহি থাকে কোনরূপ দায় ।
 রাজা-প্রজা সুখী হোক, তোমার কৃপায় ॥
 প্রকাশ করহ প্রভু সুবিমল স্নেহ ।
 যেন আর হাহাকার নাটিক করে কেহ ॥
 অত্যাচার করিতেছে যত দুঃশয় ।
 তাদের লাঞ্চার ভার কত আর সহ ॥
 ধন, প্রাণ, মান আদি, সব হয় লোপ ।
 ভারতের প্রতি নাথ, এত কেন কোপ ?
 যত্নপি হোয়েছে কোপ, কর পরিহার ।
 তবে জানি কৃপাময়, কৃপণা তোমার ॥
 হইলে মহিমা-চাঁদে কলঙ্ক প্রচার ।
 দয়াময় নাম তবে কে লইবে আর ?
 সব দিকে রক্ষা কর এই ভিক্ষা চাই ।
 দোহাই দোহাই নাথ, দোহাই দোহাই ॥
 কৃপণা কর হে কৃপণাকর ।
 হর হে সকল, বিপদ হর ॥

প্রণতি করি হে চরণে তব ।
 প্রণত পতিতে, প্রসন্ন ভব ॥
 সকলি দেখিছ হৃদয়ে রোয়ে ।
 বিহিত করহ, সদয় হোয়ে ॥
 তোমারি চরণ, অরণ করি ।
 তোমারি ভাবনা, ধানেতে ধরি ।
 কাতরে তোমাবে, অন্তরে ডাকি ।
 মনের বিষয়, মনেতে রাখি
 ধর হে আপন, প্রভাব ধর ।
 কর হে বিহিত, বিচার কর ॥
 পালন-শাসন, তুমি এ ভবে ।
 নামের মহিমা, রাখিতে হবে
 পামর পাতকী, পাষণ্ড যত ।
 পাপের বটনা করিছে কত ॥
 আদর্শে হইয়া কুপথে রত ।
 রমণী, বালক করিছে হত ॥
 শুনিয়া বধির হতেছি কানে
 সহে না সহে না সহে না প্রাণে ॥
 এ সব দেখিয়া হোয়ে পাষণ্ড ।
 কেমনে দেহেতে ধরিব প্রাণ ?
 দেখিতে কিছুতো নাহিক বাক ।
 তপন-শশাঙ্ক তোমার আখি ॥
 জীবের অন্তরে যে কিছু আছে ।
 সে সব বিদিত তোমার কাছে ॥
 অন্তর বাহির অদ্বীপ হোয়ে ।
 কিরূপে এখনো রয়েছ সয়ে ॥

কবিতা শুদ্ধ

[স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত]

দ্বন্দ্ব-কবিতা

মদ

বাক্ তাক্ তাক্ সিন্ তাক্,
বাক্ তাক্ তাক্ সিন্ তাক্ !
বান্ টেমন্ ব্যাটা চুপ্ কোরে থাক্ !
কমলার প্যাঁচা তুই, কমলার প্যাঁচা !
এঁটা খেয়ে দিনে কাশা দূর দূর বোঁচা !
টাকোতে মারবো ছুতো,
পটাস্ পটাস্ পটাস্ পটাস্ ।
জোটেতে হাড় ভাঙবে,
মটাস্ মটাস্ মটাস্ মটাস্ ।
শুঁড়ির ছুঁড়ির পেটে মরবার ছেলে !
হইল খিচুড়ি কুল, তেউটীর ডেলে ।
(বাটাদের) বাপ পরপাও, মা লকা !
(হো হো) সব ফক্কা ! সব ফক্কা !! সব ফক্কা !!!

বজ্জা যদি হবে তাই ভোঁজা যদি হবে,
দোক্কার দোকানে কতু য়েয়ো নাকো, তবে ।
নিদয় লেঠেল নেশা বেড়ার ঘুরিয়া ।
ডাঙার দেখিতে পেলে ঠেঙার ধরিয়া ।
ইচ্ছা কোরে পান ক'র ব্যয় কর বস্ (১) ।
হইবে দেহের বর্ণ ঠিক যেন বস্ (২) ॥
এ মধু মধুর অতি রাখে পরিতোষে ।
এ মধু মধুর হয় (৩) ব্যবহার-দোষে ॥
ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে,
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে ।
তবে তুনি পাত্র লও পাত্র যদি হও ।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও ॥

নিমন্ত্রণ

শাদা শাদা মণ্ডাগুলি দানা সক্ সক্,
চারকোশ পথে তার চরে নাই গক্ !

মীতি

মনোহর ঘর ঘার, মেয়ামত কত তার,
রঙীন করিছ ঠাই ঠাই ।
কিন্তু তব বাসঘর নাম ঘার কলেবর,
তার আর মেয়ামত নাই ॥

উপদেশ

লক্ষী ছাড়া হও যদি খেয়ে আর নিরে ।
কিছুমাত্র লাভ নাই, হেন লক্ষী নিরে ॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে ।
খাও আর খেতে দাও সাধ্য অহুসারে ॥
ইতে যদি কমলায় মন নাহি সরে ।
প্যাঁচা নিয়ে যান মাতা রূপপুর ঘরে ॥

সাহেব ও গরু

ওগো মা ভিক্টোরিয়া,
কহু গো মানা কহু গো মানা !

(১) বস্—সুবা—টাকা, (২) বস্—সোনা ।
(৩) মধুর—বিষ ।

তোয় রাঙা ছেলে যেন মোদের,
 চোখ রাঙে না চোখ রাঙে না !!
 (এরা) ধ'রে ধ'রে দিচ্ছে পেটে,
 আশু ভগবতীর ছানা !
 (ও মা) সকল গন্ধ ফুরিয়ে গেলে,
 দুগ্ধ খেতে আর পাব না আর পাব না !!

— — —

বান্ধালীর মেয়ে

লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
 তারাই এখন চড়বে বোড়া চড়বে বোড়া !
 ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর
 সভ্য হবে খোড়া খোড়া !!

আর কি এরা এমন কোরে,
 • সাঁজ সোঁজুতির ব্রত নেবে ?

আর কি এরা আদর কোরে,
 পিড়ি পেতে অন্ন দেবে ?
 কপালে বা লেখা আছে,
 তার ফল তো হবেই হবে !
 (এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে,
 বিলিভী বোল কবেই কবে !
 (এরা) পর্দা তুলে বোম্‌টা খুলে,
 সেজে শুজে সভায় যাবে !
 ড্যাম্‌ বিন্দুমানী বোলে
 বিন্দু বিন্দু রাঙি থাকবে !
 আর কিছুদিন থাকলে বেঁচে,
 সবাই দেখতে পাবেই পাবে !
 (এরা) আশন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
 গড়ের মাঠের হাওয়া খাবে !

১২৬৫ বঙ্গাব্দে দেহভাগের অব্যবহিত পূর্বে
 কবিবর এই দৈববাণী করিয়া গিয়াছেন ।

অ-পূর্ব প্রকাশিত কবিতাবলী



গ্রীষ্ম দগুন পূর্বক বর্ষার রাজ্য শাসন ।

—:—:—

ছিলেন রাজ্যের রাজা গ্রীষ্ম মহাবীর ।
যার দাপে হয়েছিল সকল অস্থির ॥
নদ নদী সরোবর শুক ছিল সব ।
চাৰিদিকে পড়েছিল হাহাকার রব ।
মাহুষের দেহ ছিল অলসে অবশ ।
ছিলনা কো পৃথিবীর কিছুমাত্র রস ॥
ধরেছিল দিনকর তনয়ের বেশ ।
প্রতাপেতে প্রায় সব কোরেছিল শেষ ॥
এ সব দেখিয়া বর্ষা হয়ে ক্রোধান্বিত ।
আইল করিতে যুদ্ধ গ্রীষ্মের সহিত ॥
আসন গাড়িল আসি জলদেয় আড়ে ।
থেকে থেকে হেঁকে হেঁকে হুহুকার ছাড়ে ॥
করি দৃষ্ট ভয়ে গ্রীষ্ম বিশ্ব ছাড়া হয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

বিজয়ে বসিয়া বর্ষা বিনোদ বিমানে ।
বার বার বিষম বিজয় বজ্র চানে ॥
ঘন ঘন ডেকে ঘন করিছে কি রণ ।
তপন গোপন করে আপন কিরণ ॥
নিদ্রা নিদ্রা হোলো দলবল হত ।
হেন গ্রীষ্ম হেন জীষ্ম শরশয্যাপত ॥
বিস্তার করিল ক্রমে ঘোরতর তম ।
নৃত্য করে জলধর হলধর সম ॥
উত্তাপে তাপিত ছিল জীবজন্ত বত ।
বারি বর্ষে মহাহর্ষে স্পর্শে সুখ কত ॥

পরিপূর্ণ নদী নদ সরোবর কূপ ।
শীতল করিল পৃথী কীৰ্ত্তিকর ভূপ ॥
হয় দৃষ্ট এই বিশ্ব নিরাকারময় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

কোরেছিল পাণী গ্রীষ্ম স্বভাব অভাব ।
স্বভাব স্বভাবে পুন পাইল স্বভাব ॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে ঘুঁচল বিকৃতি ।
বরষা জগতে ভাল রাখিল সৃষ্টি ॥
চাতকের পাতকের হোলো সমাধান ।
বরিবে সুধার বারি সুধার সমান ॥
পক্ষ ছেড়ে নাচে পক্ষী আনন্দ অপার ।
জলদ বলদ হোলো পক্ষী হোয়ে তার ॥
তৃণ গেল কৃশা হয়ে হুঃখ নাই আর ।
জীবন করিল দেহে জীবন সঞ্চার ॥
সন্তোষ-সাগরে সদা মগ্ন হয়ে থাকে ।
জল দে জল দে বণি আর নাহি ডাকে ॥
যত পারে তত খায় স্থির হয়ে রয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

হীনকর সুধাকর নাহি সুধাধারা ।
তারা যারা পতি সহ লুকাইল তারা ॥
অভিমাণে মরে খেদে বামিনী কামিনী ।
হাত নাড়া দেয় তারে কামিনী কামিনী ॥
এই হুঃখে তার পক্ষে পক্ষ নাই কেহ ।
বলো শুধু তারাপতি তারাপতি দেহ ॥

চকোর চকল বিস্তে করে ছায় ছায় ।
 সূচকু চাঁদের চিহ্ন দেখিতে না পায় ॥
 রাজপক্ষ প্রতিপক্ষ পক্ষ কেহ নয় ।
 দুই পক্ষে দুই পক্ষ * পক্ষ করি রয় ।
 করে স্নেহ হেন কেহ বন্ধু নাহি পায় ।
 সুধায় সন্তোষ করে ক্ষুধায় সুধায় ॥
 হতমান অভিমানে গিরমাণ হয় ।
 হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
 অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
 ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

নদ নদী সমুদ্র ছিল ভেদ ভেদ ।
 বুটিল তাদের সব পূর্বকার খেদ ॥
 নীরাকারে নিরাকার সার স্রব ধরে ।
 পরস্পর এক হয়ে আলিঙ্গন করে ॥
 ধারায় ধারা ছাড়ে ধরি এক ধারা ।
 ধরায় ধরে না আর তার বারিধারা ॥
 কল কল কলরব প্রবাহ বিস্তার ।
 বৃদ্ধি করে সমীরণ সখা হয়ে তার ॥
 ললিত লহরী লীলা দৃষ্টি মনোলোভা ।
 বিচিত্র রচনা তার মনোহর শোভা ॥
 চলে বারি ধীরে ধীরে গিরির উপর ।
 পরিপূর্ণ হ'লো তার সকল গহ্বর ॥
 ধরাধর ধরাধরে দেখে পায় ভয় ।
 হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
 অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
 ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

বরষার নাচঘর শিখর সমাজ ।
 যাহাতে শোভিত নানা স্বভাবের সাজ ॥
 হেত্রিলে প্রফুল্ল হয় হৃদয়-কুমোদ ।
 রাত্রি দিন গীত বাজ্ঞ আমোদ প্রমোদ ॥
 ঙ্ম ঙ্ম ঙ্মা ঙ্ম জলদ বাজায় ।
 ফন্ ফন্ সন্ সন্ সমীরণ গায় ॥
 তালে তালে সেই তালে নিজ তাল ধরি ।
 চিন্তা সুখে নৃত্য করে ময়ুর-ময়ূরী ॥
 ঘন ঘন ঘোর রাগে ঘন রাগ ভাঁজে ।
 গুড়ু গুড়ু গুড়ু গুন্ম নববত বাজে ॥

রাজপক্ষ অর্থাৎ জলদাদি বিপক্ষ হওয়ার্তে চকোর চক্লের
 অদর্শন-জনিত দুঃখে কেবল আপনাতার দুটি পক্ষকে পক্ষ করিয়া
 কল ও গুন্ম দুটি পক্ষ যাপন করিতেছে ।

বিবিধ আতোশ বাজী শব্দ তার জোর ।
 পট্ট পট্ট হুড়মড় কড়মড় শোর ॥
 স্বভাবে আয়োদ তার স্বভাবেই হয় ।
 হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
 অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
 ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

ধরাধার করি বর্ষা নিজ হস্তপত ।
 ইক্‌ইক্‌, ডাক্‌ডাক্‌, জাঁক্‌জাঁক্‌ কত ॥
 জলে স্থলে করিয়াছে সব একাকার ।
 একাকার হবে এই চিহ্ন বুঝি তার ॥
 অবনী আচ্ছন্ন করে অন্ধকার জালে ।
 প্রাবিত করিতে সৃষ্টি বৃষ্টি-জল ঢালে ॥
 কেহ কেহ মনে এই অমৃতব করি ।
 বটপত্রশায়ী পুন হইবেন চরি ॥
 ধরিবেন পূর্বস্বভাব এইরূপ চলে ।
 সেই হেতু সমুদ্র পুষ্টিতেছে জলে ॥
 প্রলয়ের অভিপ্রায় বরষার ছল ।
 গৃজ হোতে অবিরত পড়ে তাই জল ॥
 এই মত নানা লোকে নানা কথা কয় ।
 হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
 অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
 ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

কমলার প্রিয়পুত্র ভাগ্যধর বত ।
 বরষার তাদের সন্তোষকর কত ॥
 মনোহর অট্টালিকা বসতির স্থান ।
 বিহার আহার সুখ তাহার সমান ॥
 কালের স্বভাবে বটে সকল নরম ।
 আহারের গুণে করে শরীর গরম ॥
 হৃথের নিকটে হৃথী সদা পরাভব ।
 কাঁচা ঘরে কাঁচা তার ভিজি যায় সব ॥
 উপবাসে উপবাস কেবা কবে খোঁজে ।
 রন্ধনে বন্ধন নাই অরন্ধন রোজে ॥
 মধ্যমে মধ্যম সুখ হয় থেকে থেকে ।
 সুখে থান চালভাজা তেল লুণ মেখে ॥
 সবদিকে পরিমিত বিপরীত নয় ।
 হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
 অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
 ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

প্রকাশিব কত গুণ রাজা বরষায় ।
পৃথিবীর যৌবন হইল পুনর্বার ॥
শাখা করে লতার তবক স্তন ধরে ।
সখা ভাবে বৃক্ষ তারে আলিঙ্গন করে ॥
দয়াদান আর নাই করীর সমান ।
জগতে জীবের করে জীবিকা বিধান ॥
ক্ষেত্রপতি নৈরপাত করে প্রতিকণ ।
সন্তোষ-সাগরে ভাসে কৃষকের মন ॥
দিবা নিশি স্নান করে জলদের জলে ।
ত্রিবিবাহ বুদ্ধি হয় বরষার বলে ॥
ফলভরে নত মুখ এই অভিশ্রাব ।
বভাবে প্রণাম করে স্বভাবের পায় ॥
রাজা প্রজা দুই পক্ষে কলে কলোদয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

ছুটিল কদম্ব ফুল, ছুটিল সৌরভ ।
ছুটিল কামের তার উঠিল গৌরব ॥
গৃহপাশে শেফালীকা সজ্জ বিকসিত ।
ধরা ভরা মহানন্দে গন্ধে আমোদিত ॥
সরোবরে চারুশোভা ঢল ঢল জল ।
নিশিতে কুমুদ শোভে দিবসে কমল ॥
মধু লোভে মধুকর করে ছুটোছুটি ।
দিবা নিশি এক ভাব নাহি পায় ছুটি ॥
দলে দলে দলে দল প্রেমানন্দ ভরে ।
করে গান প্রিয়া গুণ, গুণ গুণ স্বরে ॥
লম্বরের বাড়ে ভ্রম ভ্রম নাহি মনে ।
দুই দিক্ রক্ষা করে সুখ আলাপনে ॥
কণমাঝ মনে নাই ক্ষোভের উদয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

ধরতর শর শর করে ভর বকে ।
নহে হ্রিয় বহে নীর বিরহীর চকে ॥
মনে ভর অভিশ্রব কেহ নয় পক্ষে ।
নাহি তার প্রতীকার কিসে আর রক্ষে ॥
কলেবর জর জর পরস্পর কহে ।
করে প্রাণ হান ফান কিসে মান রহে ॥

হরি হরি প্রাণে মরি ধরা ধরি থাকে ।
ঝরে ধারা তারাকারা তারা তারা ডাকে ॥
নাহি পতি কাঁদে সতী কুলবতী বালা ।
দুঃখমতি রতিপতি দেয় অতি জালা ॥
ঘন ঘন ডাকে ঘন ঘন ঘন রবে ।
পঞ্চশরে বধ করে প্রাণে মরে সবে ॥
অনল অনলে অঙ্গ পুড়ে হয় লয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

ভর ভর করিতেছে কুমুমের বাস ।
কর কর রবে বাস বহিছে বাতাস ॥
তর তর জলধারা ধরিতে ধরনী ।
ধর ধর বিরহিণী কাঁপিছে অমনি ॥
দর দর নয়নেতে বহিতেছে ধারা ।
ধর ধর কহিতেছে সখীগণ যারা ॥
জর জর কলেবর স্থির নাহি রয় ।
মর মর হয়ে মুখে এই কথা কয় ॥
কর কর রূপা কর কর পরিজ্ঞাপ ।
হর হর, হর হর, হর, হর প্রাণ ।
কর কর, করি কর চাহিছে মদন ।
হর হর নামে অর না হয় মদন ॥
তর তর যৌবন জোয়ারে তাঁটা হয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ॥
অভিষেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

সংযোগী পাইল ভাল সংযোগের দিন ।
দৌছে হোলো দৌছাকার প্রেমের অধীন ॥
দূরে গেল পূর্বকার সমুদয় বেদ ।
রাত্রি দিন সংযোগের না হয় বিচ্ছেদ ॥
অঙ্গ সঙ্গ নহে ভঙ্গ করে রঙ্গ সুখে ।
দুই পায় মারে লাগি অনঙ্গের বৃকে ॥
করে প্রেম অভিষেক জলদের জলে ।
ভেক দিয়া ভেক মুখে জয় জয় বলে ॥
হৃদহৃদ শব্দ সদা হয় রোয়ে রোয়ে ।
দুই অঙ্গ এক করে হরগৌরী হয়ে ॥
উভয়ের এক ভাব উভয়েই একা ।
বিচ্ছেদের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা ॥

পুলকে পুরিল দেহ প্রফুল্ল হৃদয় ।
হোলো গ্রীষ্ম পরাজয়, হোলো গ্রীষ্ম পরাজয় ।
অভিব্যেক করে ভেক কত ভেক লয় ।
ঋতু বরষার জয়, ঋতু বরষার জয় ॥

শোকোচ্ছ্বাস ।

যেমন স্তম্ভন বহু গুণের আধার ।
সরলতা-ধনে ভরা মনের ভাণ্ডার ।
গুণ বিনা কোন দোষ ছিল নাক যার ।
ছিল নাক রাগ হেব দম্ভ অহঙ্কার ॥
ছিল না বিবাদ কভু কাহার সহিত ।
স্বহিত সাধনে সদা অহিত রহিত ॥
জগতে না দেখি যার শত্রু এক জন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই গায় যশ ।
শীলতায় সকলেরে করিয়াছে বশ ॥
কটু কথা কারে কয় জাত যেই নয় ।
কেবল শিথিয়াছিল বিনয় শ্রবণ ॥
সদাকাল সদাশাপ সকলের সহ ।
জানে না চাতুরী ছিল আশে না কলহ ॥
সুধার অধিক যার মুখের বচন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

ত্রিকূল উজ্জল ক'রে যে হর শ্রুত ।
মাধু মাধু পিতা তার মাধু সেই স্মৃত ॥
এসব করিয়া এক পুত্ররূপ মণি ।
রত্নগর্ভা নাম পেলে যাহার জননী ॥
পাইয়ে অগ্নিপতি একরূপ প্রকার ।
হ'য়েছিলো প্রণয়িনী প্রণয়িনী যার ॥
এমন যে প্রিয়তমা কুপের রতন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ।
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

সুসঙ্গিক সুপ্রেমিক ভাবের সাগর ।
সুকবি রচনা-চরিত্র নারিক-নাগর ॥
সরাগে লেখনী পাতি যখন ধরিত ।
গম্ভ পদ্ম মন্ডনং মোহিত করিত ॥
ভাব, অর্থ, যদি রসে পদে রেখে পদ ।
বেড়েছে প্রসাদ-গুণে নাম আর পদ ॥
যে করে প্রসাদ-গুণে প্রসাদ গ্রহণ ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

অধিকারী কিছুদিন থাকিলে বিজিত ।
হইত অশেষরূপে জগতের বিজিত ॥
জানপূর্ত গ্রন্থগুলি করিয়া প্রকাশিত ।
পুরাইত আপনার যত অভিলষিত ॥
নাটকের প্রথাপথ করিলে প্রচাতি ।
পাঠকের হ'তো তার কত উপকৃতি ॥
যে করিত কতরূপ কুশল সাধন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

শত শত জীব ধরে মানবের ছবি
গুণে দেখে তার মাঝে কজন বা কবি ॥
সহস্রের মাঝে বড় ছই জন পাই ।
সে কবি সুকবি কি না হি কিছু নাই ॥
প্রিয়তম কবির জীবন নিলি হারি ।
যম ! তোর নাম (হরি) হরি হরি হরি ॥
কবিরূপে প্রিয় নাম ধরেছে যে জন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥
হার হার বিধাতার বিচার কেমন ।
অকালে কালের করে সে হ'লো পতন ॥

তত্ত্ব-প্রকরণ ।

আরে মন মধুকর ফুরাইলে দিন ।
পরমার্থ মধু কোথা পাবে অর্জাচীন ॥
কাল গতে কালাগতে বিবেক নগিন ।
স্বাধীনপে প্রতিফল হইবে মলিন ॥

বিষয় কেতকী পক্ষে হইবে প্রমত্ত ।
বিদারিত হনো তবু তবু নাই তবু ॥
পুনঃ পুনঃ এই কথা করি উপদেশ ।
আপনার হ্রস্বচায়ে পাও এত ক্লেশ ॥
সে কথা শোন না ভূমি একি বিপরীত ।
আত্মার আত্মীর ভাবে নাহি কর হিত ॥
কলিক আমোদে কাল হইলে বিপত্ত ।
পরলোকে বাতনায় কষ্ট পাবে কত ॥
যেমন মীনের গতি আহার-লালসে ।
যেমন পতঙ্গ ভ্রমে অনলেতে বসে ॥
যেমন তুষার মজি কুরঙ্গ কাভর ।
সেই রূপ দশা তব হবে নিরন্তর ॥
কামনা-কণ্টকে তব ভাব বাঁক আছে ।
অভাব হইলে ভাব ক্লেশ বা কি আছে ॥
ইচ্ছিতে ইচ্ছিত তোরে তাহে কত মুক্তি ।
প্রবেশ না করে কালে তার সেই উক্তি ॥
দিবা নিশি মন্ত থাক লাভক-প্রসঙ্গে ।
প্রাপলভ্যে মজিয়া কাল হর রদে ভঙ্গে ॥

অনিয়া ভৌতিক দেখ, তার প্রতি কত বেহ,
পগনে না যায় ।
নিত্য নিত্যসনাতন, তাঁর প্রতি কেন মন,
তিলেক না যায় ॥
যত ভাবি ভাবি ভাবী, ভবের ভীষকে ভাবি,
হরি ইহকাল ।
ততই প্রগাঢ় পাপে, যত মন কাল যাণে,
একি মারাজাল ॥
যামিনী আগতা হেরি, প্রকট, কমল ঘেরি,
মধুকর কহে ।
মুগ্ধিত হও না পদ্ম, হেরিলে সে ভাব ছদ্ম,
প্রাণ মম দেখে ॥
সেইরূপ উপদেশ, হৃদে হয়ে সমাবেশ,
কহে কত মুক্তি ।
কিন্তু এলে পাপনিশা, মানস হারায় দিশা,
মানে না সে উক্তি ॥
হার রে স্বভাব দোষ, হার রে কলিক তোষ,
হার রে প্রলোভ প্রাণ মোহ ।
মরতী সুরঙ্গামতি, পেয়ে তার মীনগতি,
দুঃখ দিয়ে অবিরত দোহ ॥

জননীর হৃৎ পুত্র, প্রবোধ তাহার পুত্র,
অহুদিন তবু তার তবু ।
বিজ্ঞা নামে তার সূতা, মাতৃহৃৎ হৃৎযুতা,
নরনেতে করে অশ্রু অশ্রু ॥
হার রে মানস মোর, পাপমদে হ'লে ভোর,
জান না গরলমাখা মদ ॥
পরমায়ু হলো গত, বাতনা পাইবে কত,
ভয়ঙ্কর রোরবের হ্রদ ॥
তাই বলি ত্যজ ভ্রম, পাপপথে কেন ভ্রম,
পরিক্রম কর মাদ্রা-কঁদে ।
শেষহীন সুখ হবে, সদা সদানন্দে হবে,
বোধচক্রে হইলে প্রকাশ ॥

হিবহার ।

মাহুষ হইতে যদি থাকে অভিলাষ ।
শুণের গৌরব যদি করিবে প্রকাশ ॥
সুজনের নিকাটেতে লজ উপদেশ ।
দেশ হোতে দূর কর হিংসা আর ঘেঘ ॥
নিরন্তর অন্তরে সরল ভাব ধর ।
অহঙ্কার অলঙ্কার পরিহার কর ॥
খুল না দোষের কোষ গুণ লুকাইয়া ।
ছাড়হ করাল ভাব মরাল হইয়া ॥
আপন সমান ভাব পরের সহিত ।
পরহিতে জ্ঞান কর আপনার হিত ॥
পরমেশ পরশ্রম প্রাপ্ত হবে তবে ।
পরলোকে পরমুখে পরধামে হবে ॥

অবনীতে আছে যত সুজন স্রমতি ।
প্রতিকূল হয়েনাক নিন্দকের প্রতি ॥
নিন্দাকারি উপকারী জননীর চেয়ে ।
সদা করে উপকার পরদোষ গেয়ে ॥
প্রযতি পুণ্ডর মত হ'য়ে অহঙ্কুল ।
স্বকরে করেন দূর শরীরের দুল ॥
রসনা-মার্জিনী ধরি নিন্দক সকল ।
অবিরত করে দূর অশ্রয়ের মল ॥
রত্নাকরে আছে যত অমূল্য রতন ।
কুবেরের ভাণ্ডারেতে আছে যত ধন ॥
যতপি সে সব ভূমি কর বিতরণ ।
তথাপিও তুষ্ট নয় নিন্দকের মন ॥

হাতে তুলে যদি কিছু দিতে নাহি হয় ।
 আপনায় বাক্যে তার তুষ্ট যদি হয় ॥
 অতএব তার চেয়ে কোথা আছে সুখ ।
 ফুটুক ফুটুক সদা নিশ্বকের সুখ ॥

ভারত সন্তানের প্রতি ।-

পর্যবীন ভারতের প্রিয়পুত্র যত ।
 ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত ॥
 ক্রমেতে হইল শূন্য সুখের কলস ।
 এখন' হরিছ কাল হইয়া অলস ॥
 উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর ।
 বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥
 কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও ।
 মশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চাও ॥
 এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত ।
 সাধ্যমতে সিদ্ধ কর স্বদেশের হিত ॥
 ঈশ্বরের কাছে করি আশা এই মত ।
 রাজা গোন সুবিচারে সদাচারে রত ॥
 বাণীর রূপায় হোক রাণীর কুশল ।
 সুখী হও ভারতের সন্তান সকল ॥

গ্রীষ্মের অত্যাচার ।

ভীষ্মসম মহাবল গ্রীষ্ম মহারাজ ।
 আইলেন ধরাতলে ধরি রণসাজ ॥
 বসন্ত সামন্ত সব জয় করি রণে ।
 বসিলেন মাহুঘের মন-সিংহাসনে ॥
 শাসনে শোষণ করে সিদ্ধুর সলিল ।
 হস্তাসনে দগ্ধ হয় মলয়া অনিল ॥
 জর জর কলেবর কেহ নহে স্থির ।
 আই চাই করে সদা সকল শরীর ॥
 প্রভাকর ভয়ঙ্কর ধরতর তাপ ।
 ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
 বাপ্ রে বাপ্ ॥

করিয়াছে দৃষ্টিরোধ জীব সবাকার ।
 ঘোর রিষ্টি মজে সৃষ্টি বৃষ্টি নাহি আর ॥
 কত বা রহিব আর চক্রে দিয়া হুঁপি ।
 আগুনের কণা সম ধূগীর ধূলি ॥

বিকট একট রোজ দৃশ্য যেন কাল ।
 করেতে দাহন করে আকাশ পাতাল ॥
 পাতাল করিয়া তেন শুষ্ক করে নীর ।
 উত্তাপেতে পুড়ে যায় বাত্মিকির শির ॥
 শমন সমান হলো শমনের বাপ্ ।
 ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
 বাপ্ রে বাপ্ ॥

পৃথিবীর কোন সুখ মনে নাহি ধরে ।
 নিষ্ঠুর নিদায়ে প্রাণ ছটুফটু করে ॥
 অচল সবল ব্যক্ত বল বৃদ্ধি করে ।
 নিদ্রা নাহি করে বাস নয়নের ঘরে ॥
 কেবল বাতাস খাই হাতে লয়ে গোরা ।
 পাখার বাতালে প্রাণ নাহি যাই গোরা ॥
 আপনি না থাকি আর আপন দেশে ।
 পৃথিবী ভিজিয়া যায় শরীরের ॥
 সংসার সংহার করে শুষ্কটের ॥
 ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
 বাপ্ রে বাপ্ ॥

ঘামাচি ঘামের ব্যাটা সাজাইল রাজ ।
 বাবু ভয়ে যেন সব নাটকের মাজ ॥
 চিড়ি চিড়ি চিড়িবিড় করে সব দেহ ।
 সকলে বিষম ব্যক্ত সুহ নহে কেহ ॥
 অবিশ্রাম ঝরে ঘাম রাম রাম হরি ।
 অলসে অবস অজ পিপাসায় মরি ॥
 ইচ্ছা করে শুবে খাই অকুল সাগর ।
 উদরি রোপের প্রাণ উদর ভাগর ॥
 অহরহ ডুবে থাকি জলে দিয়া বাঁপ ।
 ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
 বাপ্ রে বাপ্ ॥

মৃগতৃষ্ণা সমতৃষ্ণা প্রতি জনে জনে ।
 তৃষ্ণায় বিতৃষ্ণা কভু নাহি হয় মনে ॥
 দূরে থাক্ বীন বীন বড় বড় বাবু ।
 গ্রীষ্মের দমনে সবে হইলেন কাবু ॥
 পটাস্ পটাস্ দম ছিপি উঠে ঠেলে ।
 ঢকাস্ ঢকাস্ ঢক গালে দেন ঢেলে ॥
 বরফ মিশ্রিত করি পান করে পোনা ।
 কালজন্মে বিপরীত মুখে লাগে বোনা ॥

জীবনে জীবন জলে বুকে লাগে হাঁপ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

অসহ্য সূর্যের ক্রম নহু নাহি হয় ।
অনল-উত্তাপে দহে জীব সমুদয় ॥
বাতাসের মনে বড় হয়েচে হুতাশ ।
হয় দৃশ্য বুঝি গ্রীষ্ম করে বিশ্ব নাশ ॥
চারিদিকে পড়িয়াছে ছায়াঙ্কর রব ।
নদ নদী সরোবর শুকাইল সব ॥
রবিকরে করে নাশ ভূতর খেচর ।
জল বিনা জলাশয়ে মরে জলচর ॥
স্বভাব স্বভাবে সবে পায় পরিতাপ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

ত্রিভুবন কম্পমান গ্রীষ্মের বিক্রমে ।
ঘটিয়াছে ব্যতিক্রম স্বভাবের ক্রমে ॥
ভূতঙ্গ ভক্ক শিখী গোচর সবার ।
সং প্রতি উভরে নাই শত্রুভাব আর ॥
থাকে শিখী বৃক্ষোপরে হিংসারের ভূলে ।
নির্ভয়ে ভ্রমজ রহে সেই তরুশূলে ॥
ধরিয়াছে জুর অহি শাখিকের তেজ ।
মুখে পেয়ে ছেড়ে দেয় খাত্তবস্ত তেজ ॥
রবিতাপে ফোস্ ফোস্ ভুনিয়াছে সাপ্ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

ক্ষেত্রে করি নেত্রপাত কানে যত চালা ।
বিফল হইল সব বছরের আশা ॥
আকাশেতে নীরদ ঘড়পি উঠে ভাই ।
নিরাশার দেখে শুধু নীরাশার নাই ॥
চাতকের পাতকের নাহি হয় শেষ ।
জলধর ছাড়িয়াছে পগনের দেশ ॥
বুঝা যায় সঠিক ফটিক জল হাঁকে ।
জল যে রে, জল যে রে, জলদেয়ে ডাকে ॥
শিপাসায় বাড়ে আরো প্রেমের প্রেলাপ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

দিবসে প্রচণ্ড তাপে জ্বলয় শরীর ।
কার সাধ্য হয় ভাই ঘরের বাহির ॥
শীতল করিতে তনু যদি শই ছাড়া ।
ছাত্তার আশ্রয় করি বাঁচে নাকশ মাঠা ॥
অধিশূন্য পরমায়ু তবে লাভ হয় ।
এার বৈশাখ মাসে প্রাণ যদি রয় ॥
প্রৈতল্য তপন-তাপ হয় সমাধান ।
তার তাতে, বালি তাতে, তাতে বধে প্রাণ ॥
তাপ উঠে লাগে ফুটে ছুটে দিই লাক্ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

দারুণ ছঃখের দশা কব আর কার ।
বর্ষ করে চন্দ্রভেদ মর্ষভেদ তার ॥
দিবানিশি সমভাব সমান শাসন ।
হইল বিঘম শত্রু অঙ্গের বসন ॥
উলঙ্গ থাকিতে সদা অভিলাষ করে ।
অঙ্গনা অঙ্গেতে নাহি অলঙ্কার পরে ॥
সন্তোষীর সন্তোষেতে না হয় সন্তোষ ।
সংযোগীর ভাঙ্গিয়াছে সংযোগের যোগ ॥
ঋতু হয়ে রতিঘেবী একি ঘোর পাণ ।
ছাতি কাটে প্রাণ যায় বাপ্ রে বাপ্
বাপ্ রে বাপ্ ॥

বর্ষার অত্যাচার

আষাঢ়ের আগমনে হ্রদের সঞ্চার ।
বরষার অধিকার হইল সংসার ॥
ত্রিভুবন আচ্ছাদন করে অন্ধকার ।
অবিরত ঘোর বৃষ্টি দৃষ্টি নাই আর ॥
পূর্বের স্বভাব সব হইল অতাব ।
অকস্মাৎ অবনীর এই এক ভাব ॥
দিন রাত্রি ভাঙ্গি দিন এক ভাবে রয় ।
দিন রাত্রি ভাবি মনে দিন রাত্রি নয় ॥
স্বভাবের ভাব পুনঃ ভাবিয়া না পাই ।
তমভাব সমভাব, রাত্রি দিন নাই ॥
কোথা সেই নিশাকর কোথা সেই রবি ।
একবার নাহি দেখি উত্তরের ছবি ॥
ঘন ঘন ঘনবাদ বজ্রাবাত হয় ।
চুমকে চপলা রাশি পলকে প্রলায় ॥

বিজলি প্রভাবে বৃষ্টি ভাবের আভাসে ।
 রবি শশী ঋষি ঋষি পড়িতেছে ভ্রাসে ॥
 জলদের জলাবাত্তে ভরে শশধর ।
 জলধির জলে গিয়া লুকাইল কর ॥
 কোথা ছিল কোথা এলো পোড়ে পণ্ডগোলে ।
 ঢাকিল কনককান্তি জনকের কোলে ॥
 পিতৃঘোষে জলনিধি সজল নয়ন ।
 ক্রোধে করে ভয়ানক শরীর ধারণ ॥
 নদী নদ আদি করি লয়ে নিজ দল ।
 কল কল কলরবে প্রকাশিছে বল ॥
 বারিধর করে যত বারি বরিষণ ।
 রত্নাকর করে তাহা উদয়ে গ্রহণ ॥
 আনিয়া সকল জল নিজ পুরে বাঁধে ।
 বিপক্ষ শাসন করি শান্ত করে চাঁদে ॥
 কেহ কর তাহা নয় তনু অভিপ্রায় ।
 গুরুদারা তারা-হরা পাপ কোথা যায় ॥
 হাতে হাতে প্রতিকূল যুগচিহ্ন গায় ।
 গুরুপাণে গুরু-সাঁপে গুপ্ত বরষায় ॥
 তদবধি পক্ষে পক্ষে কমে বাড়ে দেহ ।
 ভ্রাতের চতুর্থাংশে নাহি ছেড়ে কেহ ॥
 ছেলে বুড়া আদি কেহ বাহির না হয় ।
 দেখিলে অসংখ্য পাপ নষ্টচক্র কর ॥
 কেহ কহে তাহা নয় তনু বিবরণ ।
 সিদ্ধ করে দগ্ধ করে বিয়োগীর মন ॥
 সুচাকু চাঁদের করে পেয়ে পরিশাপ ।
 বিরহী বিষাদে তারে দিলে অভিশাপ ॥
 স্বকর্মের ফল ভোগে এই বর্ষাকালে ।
 জড়িত যামিনীনাথ জলদের জালে ॥
 তারানাথ তারানাথ শোকে সারা তারা
 হুখে তারা সুদিয়াছে নয়নের তারা ॥
 ক্রমেতে বরষা রাক্ষা কসিয়া কসিয়া ।
 শাসনে আনিল সব আগনে বসিয়া ॥
 তপন তাপিত হোয়ে মনে পেয়ে ভর ।
 তনয়-আলয়ে আসি লইল আশ্রয় ॥
 রবি শশী উদয়ের বিরূপ ঘটন ।
 এ কালে হইবে কি সে কাল নিরূপণ ॥
 তিমিরে পুরিল বিখ দৃষ্ট নাহি হয় ।
 দিনমান্ রাত্রিমান্ অহমান্ নয় ॥
 বরষারে ঘন করে ঘন অভিষেক ।
 মহানন্দে জলে স্থলে নৃত্য করে ভেক ॥

কেকারবে নাচে শিবী পাখা স্তিরিয়া ।
 সুখে ডাকে চাতকিনী উড়িয়া উড়িয়া ॥
 জল ধায় বল পায় উড়ে কোঁকে কোঁকে ।
 বারি দে বারি দে বলি বারিদে না ডাকে ॥
 নদী নদ সিদ্ধ ব্রহ্ম সব একাকার ।
 জলে স্থলে প্রভেদ না দেখি কিছু আর ॥
 সদানন্দে অক্লপ্রায় হোয়ে জ্ঞানহত ।
 যথা ইচ্ছা তথা বার জলচর যত ॥
 ঋষি, যোগী, উদাসীন, যে যেখানে ছিল ।
 চাতুর্দশ কোরে সব আশ্রয় লইল ॥
 পথিকের ক্লেশ-কথা কহা নাহি যায় ।
 পথেতে পয়ানকালে প্রমথের প্রায় ॥
 দেখিয় শঠের মূর্ত্তি পূর্ণ হয় আশা ।
 বগন কমিছে বীজ যত সব চাৰা ॥
 প্রাণপণে কেহ বোনে কেহ বান্ধে আলি ।
 কেহ কেহ স্রুষ্টি প্রদান কর কালি ॥
 উঠিছে ধানের বুক বলে করি ভর ।
 স্রুষ্টি শ্রামল শোভা অতি মনোহর ॥
 পূবের পবন আসি মুখে প্রেম বাচে ।
 মুহুর্ত্তে গান করে নাচে সেই গাছে ॥
 সহজে চুর্জর গ্রীষ্ম নহে পরাজয় ।
 সুযোগ পাইলে পরে করে করে জয় ॥
 যুবক যুবতী দৌড়ে সুখে যুক্তি যথা ।
 কার্যকালে বিক্রম বিস্তার করে তথা ॥
 দেখিয়া বর্ষার মনে উপজিল ক্রোধ ।
 একেবারে দিলে তার কুকর্মের শোধ ॥
 দিবানিশি বারিধর গ্রীষ্ম বাঁধিবারে ।
 করিলেন স্রাবষ্টি মুঘলের ধারে ॥
 রনিক। রনিক সহভাবে গদগদ ।
 সুখে কহে কর সার বরষার পদ ॥
 সংযোগীর ইচ্ছা মনে প্রেমের প্রভাবে ।
 চিরকাল এই কাল থাকে সমভাবে ॥
 প্রেমরসে মত্ত দৌড়ে প্রেমানন্দধারে ।
 হায় রে বরষা ঋতু বলিহারি তোরে ॥
 অপক্লপ একি ভোর কারণের জোর ।
 অকারণে বাড়ে সদা নয়নের ঘোর ॥

শীতের অত্যাচার ।

পাইরা স্বর্গের জল, প্রেমানন্দে ঢল ঢল,
করে শীত প্রভাব প্রচার ।
দরিয়া ভীমের বল, আইল হিমের দল,
ভয়ে জীব সিমের আঁকার ॥
দাকণ মাঝের জাড়, বিকিছে বাঘের হাড়,
নাতি তার রাগের ব্যাপার ।
ঘুটিয়াছে ডাক্ ডোক্, জাক্ জোঁক্ হাঁক্ হৌক্,
নাহি রোক বৈষ্ণব-অঁচার ॥
গঙ্গা-দাগরীয় শীত, হইয়াছে বিকসিত,
হরষিত সংযোগী সকল ।
সঙ্গমের যাত্রী যত, সঙ্গমের ক্রিয়া কত,
অবিরত কাঁপিছে কেবল ॥
সঙ্গমে শীতল বারি, ডুব দিয়া যত নারী,
জীলে উঠি তহু টল টল ।
উত্তরীয় সমীরণ, শব্দ করি শব্দ শব্দ,
করিতেছে অঞ্চল চঞ্চল ॥
এমন না থাকে বৃকে, উড়িছে দক্ষিণ মুখে,
হেঁটমুখে টানে এক হাতে ।
ঢালে মাত্র ছাত খানি, প্রকৃতির টানাতানি,
সদ্রম কি রক্ষা হয় তাতে ॥
করেছে চঞ্চল করি, তাহার অঞ্চল হরি,
অঞ্চল নাচিয়া দেয় ছুটি ।
ওই হাতে ছুই পাশা, কত দিকে দিবে চাপা,
কটি থেকে খোসে যায় খুঁট ॥
এ দিক্ সারিতে যায়, আর দিকে ঘটে দায়,
উপায় না পায় কিছু পায় ।
হাসে লোক পদে পদে, যুক্ত করে পদে পদে,
হাতে পদে বিপদ ঘটায় ॥
হরষ চরণ কর, চমকিত পরস্পর,
তহু ভায় ধরয় আঁকার ।
ধস্ত রে সঙ্গমতীর, জুড়িয়া লাভণ্যতীর,
পুরুষেরে করিছে প্রহার ॥
বাতাসে উড়িছে বাস, দেখা যায় অপ্রকাশ,
এ আভাষ স্থলগোধে লও ।
তাহা নয় তাহা নয়, দৃশ্য হয় তনুধর,
বুঝ ভাব ভাবুক যে হও ॥
জাহ্নবী সাগর সহ, কেলি করি অহরহ,
করিতেছে সতীহ বিনাশ ।

কামিনী কনয়োপর, কুচরূপ ধরি হর,
করে তাই প্রকোপ প্রকাশ ॥
মুখে নাহি সরে কথা, এ যোগ হয়েছে যথা,
ইচ্ছা হয় যাই তথা উড়ে ।
শিব দৃষ্টি শিব তাতে, করাসুলি বেল পাতে,
পূজা দিয়ে আসি মাথা ঝুড়ে ॥
মকর সংক্রম যোগে, অষ্টদিন কষ্ট ভোগে,
স্পষ্টে ভায় বাড়ি অহরহ ।
ভাগর পুণ্যের আশা, সাগর-সঙ্গমে আসি,
নাগর লুটিবে তার ভাগ ॥
লাঞ্জে মুখে এক হয়ে, বিবরের মাঝে রোয়ে,
কণী আর নাহি তুলে হাট ।
ভক্ষ্য ভেক দরিবার, কোন্ কোন্ করিবার,
সাপের বাপের সাধ্য নাই ॥
অচল হইল জল, নাহি তার কিছু বল,
শিশিরে সকল স্থণীতল ।
দূরেতে থাকুক মান, কেবা করে জল পান,
জল নয় দাঁতকাটা কল ॥
নদ্যালোসা দমিচোসা, উরাকালে লয়ে কোশা,
যত সব গৌসার গৌসাই ।
মান করি হাতে হাতে, লেগে যায় দাঁতে দাঁতে,
হাতে হাতে ফল ফলে তাই ॥
কলেবর দর দর, ওষ্ঠাধর থর থর,
স্তবপাঠি কথা কত ভঙ্গে ।
মা-মা-মা-মাত-ত-ত-ত স্ব-হর-র-ধ ধ ধ ধ,
ধু ধু নী নী-গ-গ-গ-গ-গ-গে ॥
এই শীতে নায় প্রাকৈ, আলোচাল কলাভাতে,
একসন্ধ্যা পেটে দেয় ঘরা ।
বিধাতার লিপিযোগ, এজন্মের ভোগাভোগ,
পূর্জন্মে চোর ছিল তারা ॥
তাহা নয় বিপ্রচয়, সাক্ষাৎ অনলময়,
ভয় কেন করিবেন জলে ।
হিম ভীম অতিশয়, যিথু জল সমুদয়,
সহ হয় পূর্ল পুণ্যফলে ॥
সহজে হইল স্থির, কি করিতে পারে নীর,
যত শর্মা অগ্রিশর্মা যেন ।
শীতের শীতল বারি, নাহি মানে কোন নারী,
প্রাতে নেয়ে বেঁচে আসে কেন ॥
স্বরতরঙ্গিনী দলে, স্বর-তরঙ্গিনী জলে,
সুখে চলে অভয় শরীর ।

স্বভাবে সমুদ্র কার, লাবণ্যতরঙ্গ তার,
কি করিবে তরঙ্গিণী নীর ॥
নয়মন-দগ্ধ করা, নয়নে আগুন তরা,
অনল শিখর পথোধরে ॥
কোথায় শীতের বল, এক ঠাই অগ্নি জল,
কণে স্নিগ্ধ কণে দগ্ধ করে ॥
কুয়াশায় দৃষ্টি রোধ, দিগদিক্ নাহি বোধ,
সমরূপ সন্ধ্যা আর ভোর ॥
চুকিয়া গৃহীর পুরি, চোরে নাহি করে চুরি,
যত ব্যাটা চোর যেন চোর ॥
দম্পতীর মহাস্বপ্ন, দুয়ে গেল সব ছপ্ন,
রাত্রিদিন হয়েছে সমান ॥
শরীরে শরীর ভুল, দেখে শীত আসযুক্ত,
লেপ নাহি অঙ্গে পায় স্থান ॥
কণমাত্র নাহি ঘুম, নিয়ত হৃদের ধুম,
উন্মত্ত বিরাজিত সেই স্থান ॥
নানা উপচার ধরে, হৃদয় অধর করে,
পূজা করে দেব পঞ্চবাণে ॥
শীত লক্ষ্যোগে বর্ষা, বিরোগীর বৃক বর্ষা,
মারিল সারিল একেবারে ॥
আনিবার হাহাকার, এমন কে আছে আর,
এ বিপদে বাঁচাইতে পারে ॥

দেহ আসি দেখা ।

এ স্বপ্ন-সময় কোথা আছি রসময় ।
দিবস-রজনী মম দহিছে হৃদয় ॥
নগরে নাগরী আশে প্রাণসে রহিলে ।
বসন্তে একান্ত-কান্ত, কাঙ্ক্ষারে দহিলে ॥
নগরে বসন্ত-শোভা নাহি এক বিন্দু ।
বসন্তের সাক্ষী তথা আছে মাত্র ইন্দু ॥
যদি বল কোমল মলয়ানিল বহে ।
মলগন্ধে মলরক্ত সৌরভ কি রহে ॥
দেখ আসি সরোবরে মধুর মাধুরী ।
মধুকর পদ্মদলে মধু করে চুরী ॥
নিখিল শীতল জল ঢল ঢল করে ।
অপাঙ্গ-ভঙ্গিম-ভরে মরাল বিহরে ॥
পদ্মের মৃণাল খায় পদ্মজবাহন ।
নৃপুত্রের ধ্বনি জিনি ডাকে ঘন ঘন ॥

ভাসিরা মীনের দল লাবণ্য দেখায় ।
স্রব্দে তরঙ্গ' পরে খেলিয়া বেড়ায় ॥
অহরহ তব সহ নিশি আগমনে ।
নিকেতন গুরুজন ত্যাজিয়া গোপনে ॥
কুঞ্জবন পর্যটন করিতাম আসি ।
তব মুখ হেরি স্বপ্ন-সাগরেতে ভাসি ॥
দিবা অবসানে তব শুনিয়া সন্দেহ ।
উচাটন হতো মন লয়ে অভিপ্রেত ॥
পলাইত সে চাপলা স্বপ্ন মিলনেতে ।
কত স্বপ্ন হতো প্রেম-অহুশীপনেতে ॥
পরে যবে পরিহত স্বদেশ অঞ্চল ।
তদবধি মম মন হইল চঞ্চল ॥
সে চঞ্চল্য নিবারিতে আছি মাত্র একা ।
তই বলি প্রাণবধু 'দেহ আসি দেখা' ॥

কালকন্টার সহিত বর্ষবরের বিবহ ।

কাল-সুতা সর্বনাশী, সংহারিণী বেই ।
বর্ষবরে বরমালা, দান করে সেই ॥
ভয়কালে লগ্ন স্থির, যগ্ন স্বপ্নভোগ ।
শুভকালে শুভকর্মা গুণগোলগোণ ॥
কিছু মাত্র লঘু নয়, সমুদয় গুরু ।
পুরোহিত নিশাকর, দিবাকর গুরু ॥
এ বরের নাপিত, হইবে কোনজন ।
আপনি আপন মুণ্ড, করেন মুণ্ডন ॥
সুচাক শিবিকা দিবা, রাত্রি তা'র ঢাল ।
তাহাতে চড়িল বর, বায়ে চক্রপাল ॥
প্রকৃতি মালিনী কৃত, দেখিতে সুন্দর ।
ধুমকেতু হয়েছিল, মাথায় টোপন ॥
অধ উর্দ্ধ জাঁতি কিবা, মাঝে তা'র কঁক ।
সেই কঁকে চেপে কাটে, সংসার-গুণক ॥
অপকূপ অগ্নিবাজী, করে গ্রীষ্মরাজ ।
চমকিত সব লোক, দেখে তা'র কাজ ॥
এমন জাঁকের বিয়ে, আর নাহি হয় ।
বরষা হয়েছে জল, ত্রিভুবনময় ॥
কাদম্বিনী রামাগণ, নানা ভাব ধবে ।
ধরিয়া বরণভালা, স্ত্রী-স্বাচার করে ॥
কত জাঁক বাজে শাক, উলু উলু মুখে ।
কত সাজ সাজায়াছে, বাজায়েছে হুখে ॥

সুখপদী সৌদামিনী, বাগরে আসিয়া ।
করেছে কৌতুক কত, হাসিয়া হাসিয়া ।
বীতিমত সাতবার, সাত পাক দিয়া ।
দুরিয়াছে সাতবার, শিড়ি হাতে নিয়া ।
তারি তিথি আদি করি, শালা শালী বা'রা ।
কাণ ধোরে কাছটি, দিবেছে কত তা'রা ।
হায় একি অপকৃপ, ঘাই বলিহারি ।
শব্দ গরদ বজ্র, বরসজ্জা ভারি ।
কুয়াসার মছলন্দে, বর দেন বার ।
শীত ঋতু পরাইল, নীহারের হার ।
বসন্ত কুলজী শেষ, করিহা প্রচার ।
বীক বিদায় নিলে, শোভার ভাঙার ।
কুটুম্ব অমন পক্ষ, নিমন্ত্রণ ল'য়ে ।
এসেছিল বিয়ে দিতে, বরবাজী হ'য়ে ।
রাশিগণ অধ্যাপক, বাঞ্ছন পণ্ডিত ।
সকলেই সমাগত, হ'য়ে নিমন্ত্রিত ।
আমাদের পরমায়, ক'রে স্তলপান ।
একে একে সকলেই, করিল প্রস্থান ।
এলউঠা বিকার, বসন্ত আর জর ।
আর আর ভয়ঙ্কর, কার্য্য বহুতর ।
এরা সব রবাহত, কত পালে পালে ।
হ'য়েছিল রোয়া ভাটি, বিবাহের কালে ।
তাবতেই উপযুক্ত, বিদায় লইয়া ।
আশীর্বাদ ক'রে গেল, সন্তোষ হইয়া ।
বিবাহ হইল শেষ, ওহে বর্ষবর ।
মাচ' নিয়া ঘরে গিয়া, বউভাত কর ।
একা ভুমি এসেছিলে, চ'লে যাও একা ।
দেখো যেন বোয়ে বরে নাহি হয় দেখা ।

রৌদ্র এবং বর্ষণ ।

বিরাজিত প্রভাকর নভ সিংহাসনে ।
নিকর প্রখরতর কর জিহুবনে ।
অনিলের উগ্রভাব অনল-ভুষণে ।
সে তাপে তাপিত তলু তনু প্রতিকণে ।
নিদাঘ প্রভাবে রবি তৃষ্ণাতুর মনে ।
বিস্তারিল কোটি কর সমুদ্র শোষণে ।
কুরঙ্গিণী তুরঙ্গিণী মাতঙ্গিনীগণে ।
জলাশয়ে জলাশয় গৌজে বনে বনে ।
জলভ্রম ব্যতিক্রম তপন কিরণে ।

ভ্রমে ভ্রমে বনে বনে তৃপ্ত নয় বনে ।
হত আশে ফিরে আসে সজল নয়নে ।
হায় হায় কব কাশ এ হু'খ কেমনে ।
এইরূপে ক্রেশ কৃপে মগ জনে জনে ।
কেবল মধুর হাস নগিনী বদনে ।
স্ব-বিবর ফণিবর ত্যজি কৃপে কৃপে ।
দ্রমিতেছে সুশীতল স্থল অবেষণে ।
মেকরাছে শিথিকুল ছায়া দরশনে ।
হরিষে সরল মনে বসে সে আসনে ।
ঘোর রণ বরুণের অরুণের সনে ।
আদিত্য প্রমত্ত তাই বহির্বিরিধণে ।
প্রতিজ্ঞা করিল রবি বরুণ-শাসনে ।
শূন্যপথে চলে রথে ঘর্ঘর ঘোষণে ।
গ্রহ আট করি ঠাট বীর আভরণে ।
তারি সঙ্গে তারি সঙ্গে বেগে ধায় রণে ।
বরুণের সেনাপতি বরষা স্বর্ণণে ।
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাবে আসে আকাশলনে ।
সাজিয়া জলদল যুদ্ধে প্রাণপণে ।
তপন গোপন, ভয়ে আপন ভবনে ।
বরুণের রাজধানী হইল বিমানে ।
সাজিছে কাদম্ব ঢাক কনকভূষণে ।
হারাবলী বলয় বিলাস নিরীকণে ।
না বুঝে বিজলি খেলা বলে সাধারণে ।
সরস অন্তরে ঘন বরিষে সঘনে ।
শীতল হইল পরা সলিল তক্ষণে ।

মন মিশনরি ।

বুঝে শেষ সবিশেষ নিবেদন করি ।
বিহিত বচন ধর মন মিশনরি ।
জগতের অধিপতি একমাত্র যিনি ।
সমভাবে সকলের সাধনীয় তিনি ।
তাহাতে বিতর্ক করি বিফল বিচার ।
ভক্তির অধীন বিভূ যুক্তি এই সার ।
জ্ঞাতি ধন্য পাত্রভেদ কিছু নাই তাঁয় ।
যে ভাবে যে ভাবে তাঁরে সে ভাবে সে পায় ।
নিছে কেন মগ্ন হও মহান্নাস্তিকপে ।
দেহে তিনি অবস্থিত পরমাখ্যাক্রপে ।
জ্ঞানের স্থাপন কর মনের আধারে ।
মগ্ন বুঝে কথা কর ধন্য অহুসারে ।
জগতের জ্ঞানকর্তা মহাপ্রভু ঈশ ।
এই'বাক্যে মজাইলে সমুদয় শিশু ।

সহজে বালক জ্ঞাতি পুত্র সমান !
 হিতাহিত পূণ্যপাপ নাহি প্রাণিধান ॥
 আপনি পরম প্রাক্ত বিত্ৰাবিশারদ ।
 পরীক্ষায় প্রাপ্ত হ'লে পাদরীর পদ ॥
 এইরূপ সমস্তের অধিকার নিয়া ।
 বার বার কেন কর অজ্ঞানের ক্রিয়া ?
 রসনা-ধনুকে যুড়ি মিষ্টবাক্য বাণ ।
 শিশু পশু বধ কর ব্যাধের সমান ॥
 শত্রু করি জননীর হৃদয়-ভাণ্ডার ।
 হরণ করিয়া লহ প্রাণের কুমার ॥
 থাকিতে জীবিত পুত্র মরণের প্রায় ।
 পিতা মাতা মনোহুখে করে হায় হায় ॥
 অনিবার হাহাকার চক্ষে জলধারা ।
 ব্যাকুল যেমন কণী হয়ে মণিধারা ॥
 সন্তান কাড়িয়া লহ ভেঙ্গে স্বথবাসা ।
 একেবারে শেষ হয় জীবনের আশা ॥
 মিশনরি মন ভাই কি কহিব আর ।
 ধার্মিকের কর্ম নহে এরূপ প্রকার ॥
 দ্রুত ভ'ঙ্গে পরকালে মোক্ষ লাভ আছে ।
 এ কথা বোলো না আর শিশুদের কাছে ॥
 প্রভুর পূজার করো নাহি ভিন্ন ভেদ ।
 যেকপে যে পূজা করে পূজনীয় এক ॥
 করিলে নাহুয পূজা উঠে মুক্তিদ্বজা ।
 উদ্ধার না হয় কেন ষত কর্ত্তব্যজ্ঞা ॥
 তাহার্য্য মহা-পূজা, করে অহরহ ।
 কিছুমাত্র ভেদ নাই তোমাদের সহ ॥
 ভবন হইল মুগ্ধ কুহকের গুণে ।
 ঢেঁকি ভ'ঙ্গে স্বর্গলাভ হাসি পায় শুনে ॥
 পরম পদার্থ যদি দ্রুত গ্রীষ্ট রায় ।
 তবে কেন ম'রে যাবে পেরেকের ঘায় ॥
 হায় হায় কব কার, মনে হয় শোক ।
 দ্রুতরে মারিল কেন ইছদীর লোক ?
 মেরীপুত্র দ্রুত যদি দ্রুত বস্ত্র হবে ।
 জুসজ্জাতি প্রেম কেন না পাইল তবে ?
 দ্রুত দ্রুত যদি হন সংশয় কি তার ।
 হইত জগৎ শুদ্ধ এক অভিপ্রায় ॥
 পরস্পর অন্তরেতে ঘেষ পরিহরি ।
 সকলে পাইত জ্ঞান দ্রুত নাম করি ॥
 চরমে পরম ধন যদি চাহ হুখে ।
 দিও না শিশুর কানে দ্রুত নাম ফুকে ॥
 জাতির সাগরে বাধ সেইরূপ সেতু ।
 পরদ্বায়ে ঘেষ শুধু অধর্ম্মের হেতু ॥
 নিজে নিজে তার বন্ধে ঘেঁই অন্ধ চড়ে ।

উভয়ে চলিতে পথ কুপমধো পড়ে ॥
 দীপবাহকের ভাব নাহি যায় জানা ।
 অজ্ঞেরে দেখায় পথ নিজে কিন্তু কাণা ।
 আপনার কর কাল নাহি দেখ চেয়ে ।
 হর কাল বালকের পরকাল খেয় ॥
 ভবসিন্ধু চরুঘর তরি তাহে কপ ।
 কর্ণধার মহাপ্রভু রেবরেণ্ড ডক ॥
 শমন দমন ভয়ে শুনে দ্রুত-কণা
 বালক পালক নেড়ে পারি কণা ॥

শ্রুতি ।

ভয় জয় পরমেশ, আদি নাই, নাই শেষ,
 ব্যাপিয়ার র'য়েছ চরাচর ।
 অরূপ স্বরূপ সার, সকলের মূলধার,
 তুমি নও জ্ঞানের গোর ॥
 জ্ঞানাতীত জ্ঞানময়, নিরাময় নিরাণয়,
 নিকরিকার নিত্য নিরাকার ।
 ভ্রমে হ'য়ে অভিমানী, যে বলে তোমায় জানি,
 কিছু মাত্র জ্ঞান নাই তার ।
 কি ব'লে ডাকিব, আহা, ভাবিয়া না পাই তাহা,
 নাম নাই নাহিক উপদি ॥
 সাধনার তুমি ধন, সাধিছে সাধক জন,
 সাধা নাই, আমি কিসে সাধি ॥
 কিছুই না হয় স্থির, অনল অনিল, নীর,
 কত বা দেখিব আর তুমি ।
 কোথা হে ভবের গতি, কি হবে আমার গতি,
 অগতির গতি নাকি তুমি ॥
 দাতারাম নাম ধর, দীনে দয়া দান কর,
 জ্ঞান কর ভবের বন্ধনে ।
 কি করি, কোথায় যাব, কোথায় তোমায় পাব,
 উপায় না পাই ভেবে মনে ॥
 কেহ কর এই হয়, কেহ কর এট নয়,
 এই এই কহিছে সবাই ।
 মিছে করি ডাকাডাকি, মিছে করি তাকাতাকি,
 মিছে আঁখি দেখিতে না পাই ॥
 ডাকি যত বার বার, উত্তর কি দেও তার,
 কিছু আর না পাই শুনিতে ।
 ভ্রমে ঘুরি দেশ দেশ, এ দিকে হতেছে শেষ,
 মিছে দিন গুণিতে গুণিতে ॥

এই আমি, তুমি কই, মুখে তব নাম কই,
কেবল হইল সার ডাকা।
নিবাস বাসব সহ, আয়ু যায় অহরহ,
কোন মতে নাহি যায় রাখা ॥
তুমি কেবা, আমি কেবা, কেবা করে কা'র সেবা,
কিছুই না সন্ধান পেলেম।
বুদ্ধিতে না পারি সার, শুধু করি হাহাকার,
মিছামিছি এলেম গেলেম ॥
কিছু নাহি জানিলেম, কি ছিলেম কি হলেম,
আবার কি হ'ব আমি শেষে ॥
কোথা হ'তে আদিয়াছি, এখন কোথায় আছি,
এর পরে যাব কোন দেশে ॥
কা'র বলে আমি বলি, কা'র বলে আমি বলী,
চলি বলি, কা'র অহুরাগে।
এখন যে, আমি বলি, এই আমি হ'য়ে বলী,
এ আমি, কি বলিয়াছি আগে ॥
যদি বলে থাকি আমি, আমি নই তা'র স্বামী,
কে আমার 'আমি' বলায়েছে।
এ কথা সুপাই কা'রে, সার কয় কে আমারে,
ভেবে মন ব্যাকুল হয়েছে ॥
করি নাগ, প্রাণপাত, ধরি হাত বল, তাত,
'আমি' বলা কত দিন র'বে।
এই আমি ছিল সেই, এই আমি এই এই,
এ 'আমি'র শেষ হবে কবে ॥
নাহি বুদ্ধি সবিশেষ, কোথা পাব উপদেশ,
আমি-শেষ, কে করে আমার।
করি বিভূ রূপাদেশ, তুমি না করিলে শেষ,
শেষ তবে কে করিবে আর ॥
যতক্ষণ আমি রই, ততক্ষণ আমি কই,
এ 'আমি' ত আমি নাহি র'ব।
বল হে ভুবন-স্বামি, এখন রহেছি আমি,
'আমি' গেলে আমি হে কি হ'ব ॥
কি তোমার মনে আছে, জানিব তা কা'র কাছে,
তুমি কিছু বল না ত মুখে।
ভাবিলে বিরূপ হয়, লোকেতে পাগল কয়,
মিছামিছি মরি মনোহুখে ॥
এক দশা সবাকার, কেহ নাহি জানে সার,
মন খুলে কেহ না প্রকাশে।
জিজ্ঞাসা করিলে পরে, পাগলে পাগল করে,
পাগলে পাগ ব'লে হাসে ॥
পরস্পর ভাষাভাবি, কেবল দোঁতোর হাসি,
করে শুধু বিবাদ বিচার।

ভাব ল'য়ে জাঁচাজাঁচি, একে ত পাগল আছি,
পাগল ক'রো না তুমি আর ॥
এ ভাবে ত নাহি র'ব, অভিকট যাহা তব,
যা হবার তাই হ'ব শেষে।
যেক্ষণে যেমন ভাবে, যেখানেতে ল'য়ে যা'বে,
আজ্ঞা ল'য়ে যাব সেই দেশ ॥
আমি ত স্বাধীন নই, তোমার অধীন হই,
কমতা আমার কিছু নাই।
আমি হই আজ্ঞাপাণী, তুমি হও আজ্ঞাকারী,
যেমন করিবে হ'বে তাই।
তুমি নাথ ইচ্ছাময়, ইচ্ছায় সকলি হয়,
ইচ্ছামতে করিতেছ সব।
কেন সৃষ্টি করিতেছ, কেন পুনঃ হরিতেছ,
কার সাধ্য করে অমৃতব ॥
কত হেরি মনোহর, কত হেরি ভয়ঙ্কর,
স্থিরতর না হয় নির্ণয়।
হ'লো হ'লো এই এই, গেল গেল নেই নেই,
এই নেই এই পরিচয় ॥
কেন সেই কেন এই, এই এই নেই নেই,
কিছুই না হই অবগত।
এই নেই মনে এনে, আমারে না আমি জেনে,
হাসিব কাঁদিব আর কত ॥
গত কাল, কত কাল, ইহকাল পরকাল,
কাল, কাল হইল আমার।
ইহকাল এই হয়, ইন্দ্রিয় গোচর হয়,
কে করে এ কালের বিচার ॥
অদৃষ্ট কোথায় রয়, ইন্দ্রিয় গোচর হয়,
এ কথা কহিব কা'র কাছে!
ফুটিতে না পারি মুখে, ভয়ে মরি এই দুখে,
নাতিকে নাতিক বলে পাছে।
নিতান্ত তোমার হই, নির্ভয়ে তোমায় কই,
তোমা বই বলি কা'রে আর।
সভয়ে অভয় দিয়া, জ্ঞান-শলী প্রকাশিয়া,
নাশ কর ভ্রম-অন্ধকার ॥
স্বভাবেতে ভাব রয়, মনে যাতে স্থির হয়,
মনোময় হ'য়ে কর তাই।
বশীভূত হ'লে মন, পাইব অমূল্য ধন,
আর আমি কিছুই না চাই ॥
সঙ্কিত যা ছিল কার, বঞ্চিত হতেছি তার,
পুন ভাষা হবে না সঞ্চার।
বড় আর নাহি বাকী, যটা দিন বেঁচে থাকি,
এখন দিও না ফাঁকি আর ॥

নিখাস যেতেছে যত, বিখাস যেতেছে তত,
 জীবনে আখাস নাহি করি।
 বিস্তার করিয়া গ্রাস, প্রাণেরে করিছে নাশ,
 কাল আছে কেশ-পাশ ধরি।
 এখন তখন নাই, কখন চলিয়া যাই,
 কি হইবে দেখিতে দেখিতে।
 এ ভাবে কি দেহ র'বে, তখন পতন হ'বে,
 কিছু আর না হ'বে বলিতে।
 স্বাসরোধ হ'লে পর, জীবন বিহঙ্গবর,
 কলেবর পিঙ্গর ছাড়িয়া।
 কোন্‌পথে উড়ে যাব, কেহ না দেখিতে পাব,
 সব র'বে অজ্ঞান হইয়া।
 এই প্রাণ এই দেহ, যার প্রতি এত স্নেহ,
 এ আমার চিরধন নয়।
 আজ কিংবা কাল মরি, মরণে না ভয় করি,
 মরণ বায়ন কিসে হয়।
 যেখানে যে ভাবে হরি, দেহ-যাত্রা শেষ করি,
 জ্ঞানে মরি এই মনস্কাম।
 ধ্যান করি জ্ঞানগোণে, রসনার রস ভোগে,
 জপিতে জপিতে তব নাম।
 যদি হয় শয্যা-সার, বসিতে না পারি আর,
 যদি কিছু না শুনি শ্রবণে।
 যদি না দেখিতে পাই, তাহে কিছু ক্ষোভ নাহি
 তোমায় স্মরিব মনে মনে।
 যদি হয় বাক্য বোধ, যেন থাকে এই বোধ,
 তুমি আছ অন্তরে আমার।
 জদয়ে তোমায় দেখে, যা'ব এই ভব থেকে,
 এর বাড়ী ভাণ্য কি আমার।
 আর নাহি আমি রব, আর নাহি আমি কব,
 আমার রবে না কিছু আর।
 যদি কিছু থাকে শেষ, কি কহিব সবিশেষ,
 কোরো তাই যা হর বিচার।

তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই।

সাংসারিক কত ক্লেশ করিতেছে ভোগ।
 মনে মনে এই বোধ শিক্ষা হবে যোগ।
 সুখের বাসনা যত করি পরিহার।
 নিরাহারে কভু থাক, কভু নীরাহার।
 ইচ্ছাধীন আহার না চাহ কারো ঠাই।
 একপ সাধনা করি কোন ফল নাই।

জলদের মুখ চেয়ে গগনেতে থাকে।
 শুনা যায় সঠিক, ফটিক জল ডাকে।
 প্রাণান্তে মহীর নীর কভু নাহি লয়।
 চাতক-চাতকী তবে যোগী কেন নয়?

বাহ্যিক বিষয়ে প্রায় বাসন নিহীন।
 লোকের সমাজে তুমি সাজিয়াছ দীন।
 তাজিয়াছ বসন ভূষণ চারু বেশ।
 উলঙ্গ সন্ন্যাসী হ'য়ে ভ্রম দেশ দেশে
 পরিচ্ছন্ন পরিহারে প্রাজ্ঞ হ'লে পরে।
 উদ্ধার হইত কত খেচর ভূচর।
 স্বেচ্ছাধীন চিরদিন যথা তথা জীবন।
 সুখ ভোগ আভিলাষ নাহি কোন ক্রমে।
 লজ্জাধীন দিগম্বর নিজ ভাষায়
 বনের গর্দভ তবে যোগী কেন নয়?

স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে তুমি, স্বেচ্ছাচার পর।
 ঋণাঋণ কিছু নাহি বিবেচনা কর।
 দূগাহত, সুখে রত, স্বমত প্রচার।
 কোন মতে নাহি কর আচার বিচার।
 যাহা ইচ্ছা সুখে তাহা করিছ ভক্ষণ।
 ভক্ষণ কখন নয় যোগের লক্ষণ।
 আহারের গোড়ে বদা দেড়ায় ঘুরিয়া।
 যায় পার তাহা যায় উদর পুরিয়া।
 ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচারেতে দূরা নাহি হয়।
 শূকর-শুকরী তবে যোগী কেন নয়?

শরীরের সমুদয় লোমকণ ঢেকে।
 দিবানিশি থাক তুমি ছাই-ভস্ম মেখে।
 বড়ছটা ঘোরঘটা ভজনার জাঁক।
 মাঝে মাঝে উচ্চরবে ছাড়িতেছ ডাক।
 ভ্রম ছেতু যোগতত্ত্বে হারিয়েছ দিশে।
 ডেকে ডেকে ছাই মেখে যোগী হ'বে কিসে।
 ভস্মমাখা কলেবর দৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
 ভয়ে কাপে থর থর দেখে বত নর।
 থেকে থেকে ডাক ছাড়, ভস্মমাকের রয়।
 কুকুর-কুকুরী তবে যোগী কেন নয়?

শীত গ্রীষ্ম সহ কর নিজ দেহবলে।
 দুষ্ট বোধ নাহি মাত্র রোদ্র আর জলে।
 জল আর ভূগল করিয়া আহার।
 তপস্তায় চিরকাল করিছ বিচার।
 সমভাবে সহ কর সকল সময়।
 তপস্বীর এই যদি সত্যার্থ হয়।

তুণ জল খায় মধু কাননে বসতি ।
হিসামাত্র নাহি করে সদা শুদ্ধমতি ॥
শীত, গ্রীষ্ম, রৌদ্র, জল, সহ সমুদয় ।
বনের হরিণ তবে যোগী কেন নয় ?

শিবহুর্ণা, তারা, রাম, বলিতেছ হুখে ।
সদা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ হুখে ॥
দেবদেবী নাম সব মনে পড়ে যত ।
উচ্চৈঃ শব্দে উচ্চারণ কর তুমি তত ॥
লোকমাত্রে জানী হও স্তব পাঠ করি ॥
দেবদেবী নাম নহে ভবসিন্ধু-তরী ॥
কৃষ্ণ, রাম, হুখে বলি মুক্ত হ'লে পর ।
মুক্তিপদ প্রাপ্ত হ'ত বিহঙ্গ খেচর ।
রাধাকৃষ্ণ, শিবহুর্ণা, সদা হুখে কর ।
শুক আর শারী তবে, যোগী কেন নয় ?

মঠপারী হও তুমি, লইয়াছ ভেঁক ।
চুটি ভাই প্রভুপ্রেম হুখে অভিষেক ॥
সঙ্গতের সঙ্গগুণে, পঙ্কতে বসিয়া ।
অপর-অমৃত খাও রসিয়া রসিয়া ॥
পত্রে পত্রে এক করি প্রভুপ্রেম যাচ ।
উচ্চিষ্ট আহাৰ করি বাহু তুলে নাচ ॥
আহার দেখিলে পরে সন্তোষিত থাকে ।
লাঙ্গুল বিস্তার করি মেও মেও ডাকে ॥
পাতের উচ্চিষ্ট খেয়ে মনে তুষ্ট রয় ।
গৃহীর বিড়াল তবে যোগী কেন নয় ?

রঙ্গ দিয়া অঙ্গরাগ, অঙ্গ সুশোভিত ।
দেখে হয় মানুষ্যের মানস মোহিত ॥
শিষ্টবেশ হতকেশ অপকৃপ ভাব ।
সমুদয় শরীরেতে পরিপূর্ণ ছাব ॥
নাসিকায় চিত্র করা, তাহে রসকলি ।
গলায় ত্রিকণী বান্ধা, গায়ে নামাবলী ॥
ছাব মেরে ভাব জারি, তাহে কিবা ফল ।
তিলক কুতলি নহে মুক্তির সম্বল ॥
বিচিত্র করিলে দেহ, যোগী যদি হয় ।
ময়ূর-ময়ূরী তবে যোগী কেন নয় ?

পূজা হোম যজ্ঞ যাগ নানারূপ ক্রিয়া ।
পদ্মাতীরে বুঝ-খাম কোশাকুশি নিয়া ॥
ফুল তুলি স্নান করি পূজায় নিবেশ ।
মালীর মালঞ্চ সব করিয়াছ শেষ ॥
পিতলের গোপালের পরম আদর ।
নিষ্ঠাণ করহ শিব কাটিয়া পাথর ॥

লইয়া পিতলখণ্ড মাথাও চন্দন ।
মনে মনে ভাব তার নন্দের নন্দন ॥
বাঁটিয়া প্রস্তর কাঁসা যোগী যদি হয় ।
কাঁসারি ভাস্কর তবে যোগী কেন নয় ?

সুখ দুখ কিছুমাত্র বোধ নাট মনে ।
সমভাবে একা তুমি বাস কর বনে ॥
দিবা-নিশি ধরাসনে মুদিরা নয়ন ।
কটক তপের পৃষ্ঠে হুখেতে শয়ন ॥
গোপনে নিবিড় স্থানে আছ মাত্র একা ।
মানুষ্যের সঙ্গে আর নাহি হয় দেখা ॥
এক্লশ বিরল ভাবে বাস করি বনে ।
সিদ্ধ হ'য়ে বিড় পাথ্র ভ্রমমাত্র মনে ॥
নিয়ত নির্জনে হ'য়ে বনবাসে রয় ।
ভল্লুক শাব্দীল তবে যোগী কেন নয় ?

শরীরে বিশেষ চিহ্ন করিয়া প্রকাশ ।
বাহিরে জানাও স্ত্রীর ধর্মের আভাস ॥
বাধ্য করি নিজ মতে বদ্ধ করি দল ।
বিস্তার করিছ ক্রমে বত যুক্তি বল ॥
ধর্মের স্থচনা করি নাম হ'ল জারি ।
নানারূপ গীতবান্ধ আড়ম্বর ভারি ॥
সাধনার সাধুভাব স্বভাবে সরল ।
ভিন্ন এক চিহ্ন ধরি কিছু নাহি ফল ॥
ঢোল ঘেরে গোল করে জানী যদি হয় ।
নট নটী, যাত্রাকর যোগী কেন নয় ?

তত্ত্ব-গীত ।

ওহে মধুকর, কর কি আশা ।
কেন ভবে তব হ'য়েছে আশা ?
যেমন ভাবিবে, তেমন হ'বে ।
ভাবি হে তোমার, বোধগা রবে ॥
কর মধু আশা চরম পদে ।
পরমার্থ ক'লি দলো না পদে ॥
সংসার-কেতকী, তাহা কি চাও ।
অঙ্কুর-রাজীব পশ্চাতে চাও ॥
একান্ত বাসনা, মার্জিত করে ।
নিভান্ত-কমলে প্রফুল্ল করে ॥
ম'লে ফুল ফুল প্রোমদ জাগ ।
লোলে মধুলিহ, বাঁচিবে প্রাণ ॥

ভ্রমে মধুগী কণ্টকী-ফুলে ।
 গেলে অন্ধ হ'বে পরাণ কুলে ॥
 পাতকী কেতকী, শুধুই ভ্রাণ ।
 পড়িলে তাহাতে নাহি হে ভ্রাণ ॥
 অসি সম ধার পাতার তার ।
 পক্ষ ছিন্ন হ'বে বলি হে সার ॥
 থাকিতে যাইতে না পারে মন ।
 এ হেতু নিশ্চয় কর হে পণ ॥
 প্রেয় কেতকীর পাশে না যাব'বে ॥
 শ্রেয়ঃ পদ্মিনীতে সন্তোষ পা'বে ॥
 নিত্য মধু পেয়ে ত্যজ না গুহে ।
 বুঝা ভ্রম কেন সংসার-মোচে ॥
 দৌরভ গোরবে, বিষ প্রহন ।
 আচ্ছয়ে বদ্ধিত, বলি হে গুন ॥
 তার তার পেলে, না হ'বে ভুল ।
 ভব ঘুরে যার না পাবে তুল ॥
 অতএব বলি গুন হে সার ।
 পঙ্কজের পর লহ হে তার ॥
 কত শত অলি জমিছে তথা ।
 সাধু সাধু বলি কহিছে কথা ॥
 নাহি শোক মোহ কিছুই কার ।
 পরমার্থ ভাবি গলার হার ॥
 একমাত্র সেই, সত্য বিধান ।
 ক'র সত্য পণ, মনোনিধান ॥

ঈশ্বরের প্রতি ।

জয় জয় জগন্নাথ জগদীশ জয় ।
 একমাত্র সত্য তুমি, মিছে সমুদয় ॥
 ভূতাতীত ভূতনাথ, নিত্য নিরীকার ।
 সর্বভূতে আবিস্কৃত, তুমি সর্বদার ॥
 ধাতা পাতা ত্রাতা তুমি, তুমি সর্বময় ।
 স্বজন পালন লয়, কটাক্ষেতে হয় ॥
 বুঝিতে না পারি তব ভাবের আভাস ।
 কেনই স্বজন কর, কেন কর নাশ ॥
 কেন কর, কেন ধর, কেন বা জিত্বাসি ।
 তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছে ভাষ ভাবি ॥
 জরা আসি দেহ ভোগ করে-অহরহ ।
 মরণের আগমন, জনমের সহ ॥
 জন্মিলে জগতীপুরে, মরিতেই হয় ।
 এ মরণ নিবারণ, কিছুতেই নয় ॥
 বুঝিতে না পারি কিছু, করি হাহাকার ।

কেন জয় ? কেন মৃত্যু ? কেন এ সংসার ।
 পাঁচ ভূতে জড়ীভূত ভূতের আগার ।
 অভিস্রুত হই দেখে ভূতের ব্যাপার ॥
 পঙ্কের প্রপঞ্চ এই, সকলি অসার ।
 অনারেতে সার বোধ, মায়ার বিকার ॥
 মায়ামদে মত্ত আমি, অন্ধ অনিবার ।
 মোচন না হয় কভু লোচনে ॥
 দেখিতে না পাই কিছু বসন্ত-নিবার ।
 আমার না জেনে করি আমার আমার ॥
 সকলেই করিতেছে, আমার তোমার ।
 কে আমার, আমি কার কেবা হয় কার ॥
 কেহ আর নাহি ভাবে, বিহিত বিশেষ ।
 কি ছিলেম, কি হলেম, কি হইব শেষ ॥
 বল নাথ কার কাছে সার কথা পাব ।
 কোথায় এসেছি আমি, কোথায় বা যাব ॥
 অজ্ঞাবেতে মনে শুধু ভাবের উদয় ।
 মরণ নিকট অতি, স্বরণ না হয় ॥
 কিছুই না করিগাম আপনার পুর ।
 মিছে কাল হরিলাম, মরিলাম ঘুরে ॥
 বুঝিবার কিছু নয় ভবের ব্যাপার ।
 মিছামিছি হই হই কেন করি আর ॥
 এই দেহ, এই আমি, অজ্ঞর অমর ।
 এ ডাব না উঠে যেন মনের ভিতর ॥
 হৃদয়ে উদয় হও, করি অহরোধ ।
 এখনি ছাড়িব দেহ, দেহ এই বোধ ॥
 যতক্ষণ দেহে প্রাণে না হয় বিচ্ছেদ ।
 ততক্ষণ মনে যেন নাহি থাকে খেদ ॥
 কিছুমাত্র নাহি করি মরণের ভয় ।
 তোমার অভয় পদে মন যেন রয় ॥
 ধরিয়া তোমার ধ্যান, আঁখি মুদে থাকি ।
 না করিয়া কোন রব, মনে মনে ডাকি ॥
 প্রয়োজন নাহি আর অস্ত্র আলাপনে ।
 প্রাণ মন নত হ'ক তোমার চরণে ॥
 একেবারে ভূবে যাই ভাবের সাগরে ।
 ভাবময় তব ভাব, ভাবি ভাব-ভরে ॥
 ধ্যানে জ্ঞানে তোমার হেরিব জাগরণে ।
 নিদ্রা যেন নাহি আসে নেহ নিকেতনে ॥
 বিকলে ঘুমাই যদি, মিছে কাল ধার ।
 অস্থরে জাগিয়ে তুমি, জাগাও আমার ॥
 যে ঘুমের ঘোর নাই, নাহিক চেতন ।
 যে ঘুমে অপর নাই, নাই জাগরণ ॥
 একবার হ'লে সেই মহানিদ্রাগত ।
 উঠিতে না হয় আর জনমের মত ॥

যতক্ষণ সেই ঘুম না ধরে আমার ।
ততক্ষণ জাগরণে ছেরিব তোমার ॥
সে ঘুমের কর্তা তুমি, আর কেহ নয় ।
তুমি না পাড়ালে ঘুম, সে ঘুম কি হয় ॥
যখন পাড়াবে ঘুম ঘুমাব তখনি ।
এখন পাড়াতে হয় পাড়াও এখনি ॥
পাড়াও পাড়াও ঘুম, পাড়াও আমার ।
সকলে দেখুক চেয়ে, ঈশ্বর ঘুমার ॥
ঘুমাইলে ঈশ্বর, জাগাবে কেবা আর ।
একেবারে শেষ হবে গুপ্ত সমাচার ॥
পাড়া' ঘুম পায়ে ক'রে, নাচাতে নাচাতে ।
নিজে নাচো পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে ॥
তব মুখ পানে আঁখি মেলিতে মেলিতে ।
ঢল' ঢল' হ'বে শেষ দেখিতে দেখিতে ॥
ঘুম' ঘুম' বলিবে হে কোলে শোয়াইরা ।
একেবারে নিদ্রা ঘাব নয়ন মুদ্রিয়া ॥

প্রার্থনা ।

প্রাণীত গুণময়, স্বজন পালন লয়,
তোমার ইচ্ছার হয় সব ।
মহিমা বৃষ্টিতে তব, বিধি, ভব, পরাভব,
ভাবহীন কেশব বাসব ॥
যখন বে দিকে চাই, ধেরূপ দেখিতে পাই,
কিছু নাহি হয় নিরূপণ ।
মদী নদ রত্নাকর, কানন ধরণীধর,
সকলি তোমার নিকেষতন ॥
তরুণ অরুণ ছবি, নয়নে নিরখি কবি,
কত ভাব উদয় অন্তরে ।
মহাকার করি দূর, দিনপতি তিন পুর,
আলোকেতে পুলকিত করে ॥
জননী সজনী সনে, সুধাকর আগমনে,
করে কত পরিমা প্রোকাশ ।
শ্রদ্ধা কুমুদ দল, মধুভরে ঢল ঢল,
গন্ধবহে বহে তার বাস ॥
সকোরিনিকর সুখে, লশিগুণ পাশ সুখে,
করে সুখা পুলকে ভোজন ।
বিশ্রাম কুটীরে হরি, জ্ঞান-যোগে ধ্যান ধরি,
যোগী করে তোমার সাধন ॥
দিবাকর নিশাকর, দুই আঁখি তুমি ধর,
আকাশ তোমার কলেবর ।
পবন নিশ্বাস হয়ে জমিছে সৌরভ ব'রে,
চরণ ধরণী ধরাধর ॥

তুমি বিহু বিশ্বময়, রূপ ভব দৃষ্ট নয়,
শাস্ত্রে কয় কেবল চিন্ময় ।
তব গুণ বর্ণিবারে, বর্ণাবলী বলিহারে,
বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয় ॥
দয়াময় দয়া কর, দাসের হৃগতি হয়,
দৃষ্টি দেহ চাহিয়া এ দীন ।
পতি হীন আমি অতি, অগতির তুমি পতি,
কনাকর, কমা কর ক্রীণে ॥
মাতিয়া বিশ্ব-মদে, না ম'জে তোমার পদে,
পদে পদে বিপদ আমার ।
বিশেষ কহিব কত, অপরাধ আছে যত,
কৃপা করি কর পরিহার ॥
দোষ পাপ যত মম, হয়েছে তুণের সম,
নাম তব, প্রবল অনল ।
ভরসা হতেছে মনে, পুড়ে সেই হতশনে,
ছার খার হইবে সকল ॥
যা হবার হইয়াছে, তাহে কি উপায় আছে,
কৃপা কর এখন আমার ।
অসার ভাবিয়া সার, পুনরীর ঘেন আর,
পাপ পথে মন নাহি ধার ॥
ভাবভরে হয়ে ভাবী, কেবল তোমার ভাবি,
ভাবী কালে ভাল ঘেন হয় ।
কয় নাথ পরিত্রাণ, দেহ আর মন প্রাণ,
তোমাতেই করিলাম লয় ॥

শরদ্বর্ণন ।

ভেকের ভীষণ রব, এতাদনে অপহব,
সুসম শরদ আইল ।
বিমল রক্ততাকার, হইলেন সুধাধার,
চন্দ্রিকার মালিঙ্গ বাইল ॥
তুবারে তুণের দল, উষাকালে বলমল,
করে কিবা শরদ ভগনে ।
যেন মরুভূমি পথে, মুকুতা উজ্জল করে,
শোভা করে ভাষুর কিরণে ॥
দিনমান রাত্রিমান, প্রায় সম পরিমাণ,
সমুদয় শশী অমুমান ।
শরদের দিনকর, যেরে কয় খরতর,
মকরের ভাস্কর সমান ॥
দোয়ালা বাতাস বর, তাহে কত রসোদর,
ফুলচয় ফুটে অপর্ণন ।
মধুকর মধুকরী, সুখে মধু পান করি,
জগরিয়া জুড়ায় জীবন ॥

পদ্মদলে নিত্য আদি, ভ্রমরী সুখেতে ভাবি,
 ধ্বজনের সহ বাদ করে ।
 সে রস দেখিয়া পদ্ম, পরিহারি ভাব ছদ্ম,
 হস্ত করে কত ভাব ভরে ॥
 নির্মল হইল জল, রাজহংস দলে দল,
 সুখে কেলি করে সন্ধ্যাবরে ।
 নিশাকরে হেরি পক্ষ, বিহার করিয়া পক্ষ,
 প্রেমানন্দে চকোর বিহরে ॥
 আকাশের শোভাকর, নীলবর্ণ জলধর,
 শ্রেণীবদ্ধ শোভে সারি সারি ।
 সঘনে গরজে ঘোর, অতিশয় করে শোয়,
 না বরিষে এক বিন্দু বারি ॥
 ময়ূরের বাড়ে রঙ্গ, চাতকের আশা ভঙ্গ,
 অঙ্গ তার তুষার আকুল ।
 কেমনে প্রেমের ধারা, বিনা জলধর-ধারা,
 অস্ত্র জলে বিরাগ বিপুল ॥
 বরষার নদী নদ, পেয়েছে প্রবল পদ,
 গদগদ সব একাকার ।
 একটানা অবিশ্রাম, নহে স্থির এক যাম,
 প্রবাহ বহিছে একধার ॥
 ঋষির সমান নীর, হুই ধারে ভাজে তীর,
 তার শব্দে শ্রবণ বধির ।
 প্রফুল্ল দেখিয়া কার, সলিল সাগরে ধার,
 প্রেমানন্দে হইয়া অস্থির ।
 যেমন প্রাণর-আশে, দ্রুতগতি পতি পাশে,
 ধার বিলাসিনী বরাননে ।
 আলু থামু কেশ বাস, স্থলিত কবরী পাশ,
 লাজভর নাহি মাত্র মনে ॥
 সুখেতে আসক্ত হয়ে, সন্দেশে স্বদল লয়ে,
 জলে কত চরে জলচর ।
 রঞ্জেতে মীন নাচে, ফেরে তার পাছে পাছে,
 বিশাল বোয়াল ভয়ঙ্কর ॥
 নেমেছে গঙ্গার ঢল, ডাকে জল কল কল,
 না মানে উজান আর ভাঁটি ।
 তীর হতে ভরকুল, হয়ে ছিন্ন-ভিন্ন মূল,
 ভেসে যায় দৃষ্ট পরিপাটি ॥
 এইরূপ নানা শোভা, ভাবকের মনোলোভা,
 সঞ্চারিত সুখের শরদে ।
 স্বভাব স্বভাব বশে, কতরূপ কত রসে,
 প্রকটিত হয় পদে পদে ॥
 ইচ্ছাময় ইচ্ছামাত্র, প্রমোদিত প্রতিপাত্ত,
 মহীতলে মহিমা প্রকটে ।

ভাবুক ভক্তজন, জনয় কমল-বন,
 ভক্তিতরে বিকসিত বটে ॥
 অল্পভাগে বটমনে, শরদের আগমনে,
 পূজে লোক ইচ্ছারূপা শক্তি ।
 দিয়া নানা উপহার, মাগে কত পরিহার,
 ব্যক্ত করে মানসিক ভক্তি ॥
 অনাভা অসাধ্য আভা, ত্রিঙ্গণে ছুরাধা,
 কলনার করি দশভুজা ।
 তত্ত্বহীন যতজন, করিবারে স্থির মন,
 প্রতিমা গড়িয়া করে পূজা ॥
 হরি পৃষ্ঠে অধিষ্ঠাত্রী, যোগমায়া দ্বাত্রী,
 সারদা কমলা সহচরী ।
 ধরাতে না ধরে শোভা, সাধকের মনোলোভা,
 মুগ্ধা মহীশী মহেশ্বরী ॥
 সেই পূজা অল্পদারে, হলহুল এ সংসারে,
 আনন্দ প্রমোদ তিন দিন ।
 বীর পরিবার সহ, স্থখী সবে অহরহ,
 আনন্দ-সাগর সীমাহীন ॥
 বহু দিবসের পরে, প্রার্থী আইল ঘরে,
 চিত্তস্থখে হয়ে চল চল ।
 হেরি দার-সুত মুখ, নিবারে প্রবাস দুখ,
 চক্রে বহে আনন্দের জল ।
 বাডোত্তম বরে বরে, মহামায়া পূজা করে,
 কত মাত্রা তাহে বেড়ে যায় ।
 উর্দ্ধমুখে ডাকে ছুর্গে, রক্ষা কর ভব ছুর্গে,
 উপসর্গে মরি হার হার ॥
 নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি, লজ্জামেধা সব শান্তি,
 কান্তি মাত্র হৃৎকের গোরব ।
 তিন দিন হস্তজ্ঞান, একমন একখান,
 দুর্গা দুর্গা এই মাত্র রব ॥
 বলি হোম চতুষ্পাঠ, যাত্রা করি কত নাট,
 হাট খাট সব একাকার ।
 নবমী হইলে গন্ত, হৃৎকবচ পূর্বমত,
 অন্তরে আনন্দ নাই আর ॥
 প্রবাসীর মনে গুন:, পরিতাপ দশগুন,
 বিরহ বিকার উপস্থিত ।
 ছুটীর দিবস পূর্ণ, নিবাস ভাজিতে তুর্ণ,
 প্রতিফল চিত্ত বিকলিত ॥
 হতাশে হতাশ হয়ে, পরিবার মধ্যে রাগে,
 মনিবেরে দেয় পালাপালি ।
 মনেতে বাতনা পাব, কেমনে ছাড়িয়া যাব,
 এই ভেবে তছু হয় কালি ॥

পবন বিরহ-বার্থা, মুখে নাহি সরে কথা,
ছল ছল নয়ন যুগল।

নেয় দাবানল ভরে, গহন দাহন করে,
তাঁহাতে ঢেঁকল যুগল ॥

বিদায় কি দায় মরি, হৃদয় ব্যাকুল করি,
দম্পতিরে জানহারা করে।

বলিতে সে ঘোর দুখ, লেখনী বিবর্ণ মুখ,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে ॥

বিশেষ যুবতী যারা, হরে তারা আশ্রয়ারা,
তারাকারা ধারা বহে নেজে।

চিরদিন জল বশ, দেহ প্রেম দুই রস,
অক্লান্ত মানসের ক্ষেত্রে ॥

ক্লেশ নয়ন জল, সদা করে ছল ছল,
দ্রব অধর-রস হীন।

টুকটুক করে মন, নিকেতন ভাবে বন,
জীবন বিচ্ছেদে যেন মীন ॥

বিধন বিয়োগ রোগ, দিবারাজি করে ভোগ,
কাতর বিনা হৃদ্য নহে মন।

প্রবেশ না মানে মনে, সদা ভাবে শ্রিয়জনে,
রাহগ্রস্ত সুখাণ্ড-বনন ॥

প্রবাসীর নানা রূপ, উৎলে বিবাদকূপ,
কণকাল মাত্র স্থবী নয়।

ছাড়িলে বিষয় কর্ম, চলে না সংসার ধর্ম,
মহা খেদ মর্মভেদ হয় ॥

যাত্রা করি দধি ছুরে, ঘরের বাহিরে গুরে,
ঝর ঝর ঝরে ছুটি অক্ষি।

মনে ভাবে একি দায়, কব কায় প্রাণ যায়,
হায় হায় মনুষ্য না পক্ষী ॥

কেহ কেহ কহে ভাই, চাকুরীর মুখে ছাই,
বিদেশেতে আর নাহি বাব।

বারমাস ঘরে র'য়ে কোনরূপে গুণী হয়ে,
চাষ ক'রে ধান বেচে খাব ॥

ও বাড়ীর হরিদাস, করেছে ছোলায় চাষ,
বিদেশেতে আর নাহি যায়।

ঘরে থেকে অল্পধনে, তুষ্ট আছে হৃষ্ট মনে,
কোনরূপে শাক ভাত খায়।

আমরা কি ওহে ভাই, পরিবার বাড়ী নাই,
আমি তিনি ছেলে আর মেয়ে ॥

যোটা বস্ত্র যোটা ভাত, তাহে হবে দিনপাত,
সুখে রব হরিগুণ গেয়ে ॥

আশ্র-তত্ত্ব।

শরীরের মাঝে কত, বস্ত্র আছে শত শত,
অহুগত সবে আপনায়।

বাহিরে দেখার সার, অন্তরে আপন সার,
অভাবেও না ভাবে হুসার ॥

না হইলে রক্ষা নাই, এ জীব্য এখনি চাই,
যথা পাও কর আহরণ।

যরের সকলি মন্দ, এইরূপ হয় বন্দ,
ইন্দ্রিয়গণের প্রতিকণ ॥

ওরে প্রাণ তুমি প্রাণ, আর ক'রে বলি প্রাণ,
তোমার দোষের নাহি আর।

যাতে তাতে রও তুষ্ট, কখন না হও কুষ্ট,
সদাকাল সন্তোষ তোমার ॥

তোমা ছাড়া গুরু কই, তোমা ছাড়া গুরু কই,
গুরু ক'ই কারে আমি আর!

দয়া করি দেও শিক্ষা, এখনি লইব দীক্ষা,
শিষ্য আমি হইব তোমার ॥

যে দেখি লোকক গুরু, শুধু অভিমান-গুরু,
নাহি বোধ ক্রোধ-ভরা মন।

উপদেশ লয়ে তার, নাহি কোন উপকার,
কিসে হবে কল্যাণ-সাধন ॥

যোগী যত যোগ ধরি, প্রাণের স্তম্ভন করি,
প্রাণ-ধর্ম একুপে শিখিবে।

ভবঘোর পরাবার, অন্যায় হবে পার,
সদা সুখ মনেতে পাইবে ॥

এই প্রাণ-বায়ু কথা, সামান্য বায়ুর কথা,
শুন তথা তার ব্যবহার।

সতত সর্কত্রগামী, যে জন আমার স্বামী,
সুখদাতা সদা সবাকার ॥

শব্দ করি সাঁই সাঁই, গাত করে সব ঠাই,
ক'র সহ নাহিক সখক।

কখন অগন্ধ হয়, কখন কুগন্ধ বয়,
কিন্তু তাহে নাহি কোন গন্ধ ॥

বায়ুর নাহিক রূপ, তবু একি অপরূপ,
বরায় পুণির সহকার।

নানা বর্ণ দেখা যায়, কিন্তু নাহি স্থিতি পায়,
নীল রক্ত পুদ্র আকার ॥

এরূপ দেখিয়া ভাব, বুঝিয়া বস্তুর ভাব,
ভাবে ভাব গুরু সমীরণ।

লহ এই উপদেশ, অন্যায়ের পরিশেষ,
হবে আশ্র-তত্ত্ব নিরূপণ ॥

পাপমুক্ত জন যেই, বিবরী না হয় সেই,
যদি কল্প বিবর অর্পণ।
বিবর সম্বন্ধ তার, কখন কি হয় আর,
যেমন বায়ুর বিচরণ ॥
আত্মা শুধু জ্ঞানময়, সদা এক রূপ হয়,
দেহ যোগে ভিন্ন ভিন্ন রূপ।
রাঙা কালো বিজু ভূপ, কতু বৈশ্ব শূদ্ররূপ,
নরনারী আদি নানারূপ ॥
অনিত্য এ নানারূপ, কেবল অজ্ঞান-রূপ,
অভাবতে ভাবের উদয়।
জানিয়া বিশেষ মর্শ্ব, ছাড় এই সব ধর্শ্ব,
দেখ এক ব্রহ্ম জ্ঞানময় ॥
অরূপেতে রূপজ্ঞান, মুখের একরূপ ভান,
নাহি জানে তবের বিচার।
তবের ভবজ যাত্রা, একরূপ না বলে তারা,
মূলযোগে বায়ু নানাকার ॥
প্রাণ বাহু সমীরণ, এইরূপে গুরু হন,
শিখিয়া তাদের ব্যবহার।
সন্তোষে সঁপিয়া মন, আত্ম-তত্ত্ব নির্দর্শন,
জেনে হও ভবসিদ্ধ পার ॥

স্তোত্র।

জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিয়াময় দয়াময়।
পরিপূর্ণানন্দ, মনোমকরন,
মধুকর মনোময় ॥
তুমি নিরাকার, নিত্য নির্বিকার,
নিরাশ্রয় নীরাশ্রয়।
হয়ে নীরাধার, অবিল আধার,
মুলাধার বেদে কর ॥
বিভূ বিশ্বরূপ, নহ দুশ্চরূপ
স্ব স্বরূপ রূপ ধর।
কটাক্ষে স্রজন, কটাক্ষে পালন,
কটাক্ষে সংহার কর ॥
অবনী অবধি, অসীম জলধি,
সকলি তোমার গৌলী।
খেচর ভূচর, আর জলচর,
কৃত জীব প্রকাশিলা ॥
ভব-ভাবে ভব, হয়ে পরাভব,
ভব ভব করে কৃত।
প্রাণ পুলাকে, ভাবেতে ভুলোকে,
ভাবিছে ভাবুক যত ॥

কলে ভাষা নয়, তব পরিচয়,
চরাচরময় লেখা।
বিমল অক্ষরে, জ্যোতি তাহে হয়ে,
ললিত লিপির রেখা।
প্রেম তত্ত্ব রূপ, নয়ন অরূপ,
প্রকাশে প্রকাশ হয়।
অশ্রোবীর প্রভু, সেই রূপ কতু,
নয়ন-গোচর নয় ॥
মিছা মূঢ় নরে, পড়ে মরে,
তাহে নয় জ্ঞানোদয়।
মিছা করে প্রেম, মিছা পরাক্রম,
মিছা করে আয়ু ক্ষয় ॥
পুস্তক কেলিয়া, নয়ন মেলিয়া,
ব্রহ্মাণ্ড-পুস্তক যদি,
দেখে একবার, সুখেতে তাহার,
মন ভাগে নিরবধি ॥
অক্ষাদি অক্ষরে, বর্ণনা অক্ষরে,
সম্ভব কখনো নয়।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিয়াময় দয়াময় ॥

প্রভাত সময়, কিবা রসময়,
তরুণ অরুণোদয়।
চল চল রূপ, কিবা অপরূপ,
পবনে অস্তির হয় ॥
কবিত কাকন, করিয়া লাহন,
বাণার্ক বদন-শোভা।
করি বিলোকন, কত বিজগণ,
গান করে মনোগোভা ॥
সে গানে তোমার, মহিমা প্রচার,
অবলা বিহব করে।
প্রাতে বায়ু রিষ্টি, পুনঃ পায় দৃষ্টি,
কচির রবির করে ॥
প্রাত পক্ষী সবে, বীর বীর রবে,
করে তব ধন্যবাদ।
মনের ভিতরে, সে স্বরে বিতরে,
অপূর্ব আশ্বাদ-বান ॥
যত তরুণ, করে বিতরণ,
তরল তুহিন-বারা।
যেন অবিকল, প্রেম-অশ্রুজল,
হরিবে বরিবে তার ॥
প্রভাতে পবন, জুড়ায় জীবন,
শীতল সুগন্ধ বর।

বুঝ বুঝ হয়ে, সখা তপ স্মরে,
কুসুম-আশনে রয় ॥
কিবা মধুকর, কমল উপর,
গুঞ্জে মধুর হয়ে ।
পূর্ণ রঞ্গো'পর, চালি কলেবর,
ভব আরাধনা করে ॥
সমীর হিলোলে, বার ঢোলে ঢোলে,
ভটিনী তরলশ্রেণী ।
মনে হেন জ্ঞান, নদী ধরে ধ্যান,
আকুলিত তার বেণী ॥
এইরূপ কত, শোভা শত শত,
প্রোতে করি নিরীক্ষণ ।
প্রফুল্ল হৃদয়, জ্ঞানের উদয়,
ভাবেতে মোহিত মন ।
ভক্তিয়োগবশে, কৃতজ্ঞতারসে,
শরীর লোমাক হয় ।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

দিনের ঘোবন, প্রকাশে যখন,
প্রাথর প্রহরহরে ।
তপন ত নয়, তপনতনয়,
কেহ নাহি দেখে ভয়ে ॥
সখনে পূর্ণিত, গগনে পূর্ণিত,
ধরশান চক্র রূপ ।
অলে ধক্ ধক্, করে চক্ মক্,
চমকে চকল রূপ ॥
করে থর কর, করে জয় জয়,
হরে প্রাণ গন্ধবাহ ।
কৃধা তৃষ্ণা জরা, তিন সহোদরা,
করে আসি দেহ দাহ ॥
কিবা অহুপম, তব কৃপা ক্রম,
ভুবনে ভূষিত ভোগ ।
কৃধা হেতু ফল, তৃষ্ণা হেতু জল,
জরা হেতু নিজ্রাবোগ ॥
তব অহুগ্রহে, কেহ ছবি নাহে,
জীবচর শিব লভে ।
আহার বিহার, সুপ্তি সহকার,
মহা সুখে রয় সবে ॥
শান্ত হয়ে মনে, রত জীবগণে,
তব গুণ অহুবাদে ।
প্রোভাতের রয়, ছেড়ে পক্ষী সব,
নবরূপ স্বর সাধে ॥

তনে সেই গীত, হরে অতি প্রীত,
হরবিত হর মন ।
কি আছে অভাব, বৃত্তাবে স্বভাব,
ভাবে ভাবে অহুক্ষণ ॥
তুমি হে বিধাতা, সর্বস্বখদাতা,
বিশ্বপাতা, অবিনাশ ।
তুমি কৃপাসিদ্ধ, জ্ঞানরূপ ইন্দু,
ক্রম-তমো কর নাশ ॥
তব জ্যোতি বিনা, হইত মলিনা,
সংসারের শোভা যত ।
দিবা দ্বিপ্রহরে, কুধাতৃষ্ণা ভরে,
প্রাণী সব হতাহত ॥
দেখি কি আশ্চর্য, বিনা পরিচর্য,
পূর্ণ কর সমুদয় ।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

দিনেশ তপন, করিলে গমন,
অস্তাচলচূড়োপরি ।
দ্বিবেসেরে ধরি, ফেলে গ্রাস করি,
নিশাচরী বিভাবরী ॥
শলী সেই কালে, ঘোম অস্তরালে,
দেখা দেন হাসি হাসি ।
স্বলীতল করে, ধরা সিক্ত করে,
সুধা করে রাশি রাশি ॥
চকোরী চকোর, ভাবে হয়ে ভোর,
মুহুরয়ে শূভে ধার ।
আনন্দ উৎসবে, শির' শির' রবে,
ভোমার গরিমা গায় ॥
বেড়ি শশধর, শোভে নিরন্তর,
কোটি কোটি কোটি তারা ।
নাহি অহুরূপ, যেন এক ভূপ,
ঘেরিয়া অসংখ্য দারা ॥
প্রোফুটিত ফুল, সৌরভে অতুল,
সমীরে বিতরে বাস ।
নাসাপথে ধার, নিদ্রা বুঝি তার,
নয়নে করেন বাস ॥
রাখিয়া গৌরব, লুকার সৌরভ,
দ্বন্দ্ব-নিভৃত ঘরে ।
বুঝি তাই দার, নয়নের দার,
নিজ্রা আসি রোষ করে ॥
নিজ্রা সহ মন, করিলে রমণ,
লভবে স্বপন-সুখ ।

অতি চমৎকার, স্বভাব তাহার,
নানারূপ গুণযুক্ত ॥
অসুখীয়ে সুখ, সুখিজনে সুখ,
দান করে নিজ বলে ।
যা'র নাহি খেদ, তা'র মন্দভেদ,
প্রাণের বিচ্ছেদ কলে ॥
এইরূপ তব, লীলা অসম্ভব,
কি কব হে ভবধব ।
দেখ ভব-ভাব, ভাবি তব ভাব,
সে ভাবে সম্ভব সব ॥
দিনে দিনকর, রাজ্যে নিশাকর,
দেয় তব পরিচয় ।
জয় জয় জয়, অক্ষয় অব্যয়,
নিরাময় দয়াময় ॥

বল ।

জ্ঞানহীন মূর্থ যেই মোন বল তার ।
তত্ত্বের বল শুধু মিথ্যা ব্যবহার ॥
ভূপতি তাহার বল অবল যে জন ।
বালকের বল হয় কেবল রোদন ॥
অজ্ঞ আর যুদ্ধ হয় ক্ষত্রিয়ের বল ।
ভিক্ষুর ভিক্ষা বল দেহের সহন ॥
ব্যাপার তাহার বল বৈশ্য যেই জন ।
শূদ্রের কেবল বল ব্রাহ্মণ-সেবন ॥
বিদ্যাবলে ধরে বল পণ্ডিত সকল ।
বল বল বণিকের বাণিজ্যই বল ॥
হিংস্রকের হিংসা বল অজ্ঞ কিছু নয় ।
নিন্দাই তাহার বল নিন্দক যে হয় ॥
কেশ আর বেশ হয় বেত্তাদের বল ।
বন্ধনা তাদের বল বান্ধা হয় থল ॥
সুবতী নারীর বল যৌবন রতন ।
বাচালের বল শুধু মুখের বচন ॥
মীন শস্ত্র সমুদ্রের জল হয় বল ।
তরুনের বল শুধু কুল আর কল ॥
শলী আর তপনের বল হয় কয় ।
দেবতার বল শুধু শাপ আর বয় ॥
গৃহস্থের ধর্ম বল ভাবকের শুভ ।
অচির অক্ষয় বল ধর্মীর বিভব ॥
যিনি হন ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম বল তার ।
যতিদের বল হয় সদা সদাচার ॥
গুণ আর ঐক্যভাব গুণীদের বল ।
অগ্নীর কুটিল কথা ছুতো আর হল ॥

গুণাবল তার ধরে গুণাবান যত ।
পাপ হয় তার বল পাশে ঘেঁষে রত ॥
সত্যবল বল তার সৎ যেই হয় ।
অসত্যই বল তার সৎ যেই নয় ॥
অমুখ্যামী অমুচর যে হইবে ভাই ।
আমুগত্য বিনা তার অমু বলাই ॥
স্বকর্মশালীর বল ধীরতা ॥
মানীর কেবল বল মান আর যশ ॥
সন্ন্যাসীর ভ্রাস বল যোগীদের যোগ ।
ভূতের ভূপতি-সেবা ভোগীদের ভোগ ॥
সতীবল পতিসেবা প্রোক্তবল ভূপ ।
শিষ্যবল গুরুসেবা ভেকবল কূপ ॥
বিবেক তাহার বল শাস্তি ঘেঁষে জন ।
সকল তাহার বল অন্ন বার ধন ॥
শান্তি বল বিপ্লবের ব্রাহ্মের উপাসনা ।
সাধকের বল হয় কেবল সাধনা ॥
রাজার প্রতাপ বল বলের প্রধান ।
যাহার অভাবে যায় রাজ্য আর মান ॥
সেই রাজা শাস্তিবলে বলী যদি হয় ।
তার কাছে কোন বল বলবান নয় ॥
শক্তি বল শক্তের শৈবের শিবমান ।
বৈষ্ণবের বল শুধু হরে হরে রাম ॥
ভক্তিবল ভক্তের অজ্ঞা নাহি তার ।
ভক্তাবীন ভগবান ভক্তের সহায় ॥
ঈশ্বরে যে সঁপিয়াছে দেহ প্রাণ মন ।
কত বল ধরে সেই নাহি নিরূপণ ॥

ভ্রমণ

(১)

ভ্রমণের সুখ কত, বিগত বিবাদ যত,
অবিরত সুখে রত মন ।
হেরি সব নব নব, কত কব হতরব,
পরাক্রম মুখের বচন ॥
এক ভাব অহরহ, দেখা হয় বার সহ,
সহোদর সম সেই জন ।
কিছু যাত্র নাহি খেদ, কিছু যাত্র নাহি ভেদ,
অন্তের ভাবেতে আলাপন ॥
আদ পিঙ্গ করি পাক, উদরেতে পরিপাক,
সুখানল তখনি নির্দাপ ।
ভাল মন্দ ভেদ নাই, যাহা পাই তাহা খাই,
লাগে ছাই অমৃত সযান ॥

যোগীর না থাকে রোগ, ভোগীর বিপদ ভোগ,
 যোগীর যোগেতে মন লয় ।
 বিধাতার চাকু সৃষ্টি, চারিদিকে করি দৃষ্টি,
 সুধরূপ বারি বুষ্টি হয় ॥
 একে ত গন্ধার শোভা, অতিশয় মনোলোভা,
 দ্রিষ্টবনে তুল্য তার নাই ।
 তাহে অতি প্রিয়ত্তর, নয়ন-সন্তোষকর,
 মনোহর চর ঠাই ঠাই ॥
 হানে হানে কত কত, নদনদী শত শত,
 পরিণত গন্ধার চরণে ।
 বোধ হয় তারা সব, কল কল করি রব,
 পুলকিত শ্রেম-আলাপনে ॥
 নদী নদে, যোগ যথা, অপরূপ ভাব তথা,
 সে কথা কহিব কারে আর ।
 যে জন ভাবুক হয়, সেই তার ভার লয়,
 দেখে সেই চক্ষু আছে যার ॥
 স্বভাবের ভাল ধারা, এক ঠাই ছুই ধারা,
 প্রভেদ প্রভেদ তার তার ।
 এক দিকে কুবেরেরা, স্থিররূপে যায় দেখা,
 যেতরেখা অন্তরিকে তার ॥
 হয়েছে একত্র যোগ, ফলত বিভিন্ন ভোগ,
 ভিন্ন গুণ ধরে ছুই জল ।
 এক জলে যেন সুধা, পান মায়ে বাড়ে ক্ষুধা,
 স্বভাবত অতি নিরমল ॥
 নানি জাতি নানি জন, বিশেষতঃ মহাজন,
 তরিয়েগে নানি পথে যার ।
 তাঁটি যায় দলে দলে, কেহ বা উজান চলে,
 যেখানে বাহার মন চায় ॥
 গোলাগজ হাটে হাটে, বাটে বাটে মাঠে মাঠে,
 নানি জাতি জব্য সমুদয় ।
 নাহি অস্ত্র আলাপন, নিরুপণ করি পণ,
 দিয়া ধন কেনা বেচা হয় ॥
 দখোদন অবধান, পরস্পর সাবধান,
 বাবধান হাটের ভিতর ।
 বুকে সব নিজ মূল, মূলেতে লাভের কূল,
 তুল নাই তুলের উপর ॥
 কেহ যায় কার্যস্থলে, কেহ বা ভ্রমণ ছলে,
 কেহ করে তীর্থ পর্যটন ।
 গতি বটে সবাকার, সেইরূপ স্থখ তার,
 বাহার যেমন আবাদন ॥
 দমত দিবস ভরি, সাহসে চালাই তরি,
 হির করি শরীরী গময় ।

কোথা গ্রাম কোথা হাট, কোথা বন কোথা মাঠ,
 কিছুমাত্র নিরূপিত নয় ॥
 দশখানা এক ঠাই, তাহে কিছু ভয় নাই,
 নিজা যাই অন্তর অন্তর ।
 যতক্ষণ জাগরণ, হাসি খুসি ততক্ষণ,
 সুখে মন থাকে নিরন্তর ॥
 স্থান যথা ভাল নয়, তথা হয় মনে ভয়,
 দম্বাচর পাছে লয় ধন ।
 নিজাযোগ পরিহার, জপ করি হরি হরি,-
 বিভাবরী করি জাগরণ ॥
 স্থির করি ছুই তারা, দৃষ্টি করি সুখতারা,
 কারো মুখে তারা তারা রব ।
 নিশি যাবে কতক্ষণ, নিরীক্ষণ প্রতিক্ষণ,
 প্রতীক্ষণ করে তাই সব ॥
 যুদ্ধেতে বিহঙ্গচর, দেয় দিবা পরিচর,
 ললিত ভৈরবে ধরি তান ।
 জৈত্ব রক্তিম রেখা, পূর্বদিকে যায় দেখা,
 পুঙ্কে পুরিত হয় প্রাণ ॥
 হেরে প্রভাতের মুখ, বিগত বিপুল দুখ,
 নব সুখ হৃদয়ে উদয় ।
 নৌকাবাসী যত নরে, বিখকর বিখেখরে,
 ভক্তিভরে মরে সমুদয় ॥
 পূবের বাঙ্গাল জীব, "বেত্রবী ববানী হিব,
 অরিবোল অরিবোল আরে ।"
 বত সব দেড়ে চাচা, দাড়ি ধুয়ে গুলে কাচা,
 আরা বোলে ডাকে উচ্চসরে ॥
 তনিয়া সে সব ধনি, অন্তরে আল্লাদ গনি,
 দিনমণি করি দরশন ।
 অপক্লপ আভা তার, তরুণ কিরণ-হার,
 জলে জলে লোহিত বরণ ॥
 হেরি এই অপক্লপ, মনে ভাবি এইরূপ,
 করিয়া জাহ্নবী পান ।
 পরিতৃপ্ত প্রভাকর, বিস্তার করিয়া কর,
 শূন্য হ'তে পূর্ণ করে দান ॥
 কু আশা বচপি হয়, তমোময় সমুদয়,
 দৃষ্টি নাহি হয় জলস্থল ।
 যে দিকে কিরিয়া চাই, কিছু না দেখিতে পাই,
 অন্ধকারে আবৃত সকল ॥
 আশিয়াছে দিনমান, কেবা করে অহমান,
 ত্রিমাণ নিজে দিনকর ।
 জলস্থল একাকার, তের বোধ নাহি আর,
 মুদ্রাকার তিমিরনিকর ॥

ক্রীড়ক স্কল কার্য, হয় বটে অনিবার্য,
 করে ব্যর্থ সাধা কার্য হয় ।
 তখনি অবোধ মন, করে হেতু অধেবণ,
 এ কারণ বিশ্ব পরিচর ॥
 মাহুঘের কীড়ি বত, কত স্থানে হেরি কত,
 অবিরত মনের উল্লাস ।
 আশু আশা আশাদিহি, ক্রমে হয় বোধবুদ্ধি,
 জ্ঞাত বত হই ইতিহাস ॥
 কোথায় দেখিতে পাই, মাহুঘের বাস নাই,
 সন্মুখ চর আর বন ।
 মরুভূমি হয় যথা, খান্ড নাহি পায় তথা,
 পশু পক্ষী না করে জয়ন ॥
 শুনি শেষ লোকের বলে, ছিল আপে এই স্থলে,
 অতি মনোহর গ্রাম ধায় ।
 গঙ্গা রাক্ষসীর গর্কে, বিনাশ পেয়েছে সর্কে,
 ক্রমে লোপ হইতেছে নাম ॥
 তথাকার নানা প্রাণী, হয়ে সব নানাহানী,
 নানা স্থানে করিল আগার ।
 এক ঘরে ছই তাই, তারা গেল ছই টাই,
 মুখ নাই কারো মনে আর ॥
 স্থানে স্থানে নব গ্রাম, ব্যক্ত তার নাই নাম,
 বসিয়াছে ছই চারি ঘর ।
 কেহ চাহ করে মাঠে, কেহ বা দোকানীঠাটে,
 পরিবার পাশে পরম্পর ॥
 এই সব বিলোকনে, বিপুল বিলাপ মনে,
 ভাবনার পথে ভাব ধায় ।
 দৈনন্দিন কাণ্ড কল, কোথা অল কোথা হুল,
 বল বুদ্ধি নাহি খাটে তার ॥
 ভয়ঙ্করী স্রোতস্বতী, হয়ে অতি বেগবতী,
 যে দিকেতে করেন গমন ।
 বিস্তার বদন ধরি, সেই দিক্ গ্রাস করি,
 অস্ত্র দিকে করেন বমন ॥
 এক কুল থান বটে, অস্ত্র কুলে দায় বটে,
 কোন দিকে শোভা নাহি রয় ।
 এক কুল বাদ-হত, আর কুলে চর যত,
 তীরবাসী দূরবাসী হয় ॥
 যেতে যেতে কিছু দূর, অচিরেই হুৎ দূর,
 বর্গপুর তুচ্ছ বোধ হয় ।
 এই যে অখিল সৃষ্টি, যাহাতেই করি দৃষ্টি,
 তাহাতেই ব্রহ্মানন্দময় ॥

দূরে হ'তে ধরাধর, ঠিক যেন ধরাধর,
 মনোহর কলেশ্বর তার ।
 তাহে বোধ কতরূপ, হয় তার কত রূপ,
 অপকল্প দৃষ্ট চমৎকার ॥
 পর্ত্তে প্রকৃত্ত ভক্ত, দেখা যায় কৃত্ত সদ,
 বাতাসেতে নড়ে তার শাখা ।
 তাহে হয় এই ভ্রম, যেন কৃষ্ণ বিহঙ্গম,
 উড়িতেছে বিস্তারিয়া পাখা ॥
 উদয় উদয়াচলে, ভাসু চলে অভাচলে,
 হুই কাল অতি মনোভোতা ।
 রগনা সরস রসে, ব্যাক্য নাই তার রসে,
 প্রকাশিতে শিখরের শোভা ॥
 বিশেষ মধ্যাহ্নকালে, গগন জলদজালে,
 যদিহাং হয় আচ্ছাদিত ।
 দিনকর কীর্ণকর, মাঝে মাঝে করে কর,
 লঘনে চপলা চমকিত ॥
 নয়ন পেয়েছে বেই, সে সময়ে যি সেই,
 চেয়ে দেখে পর্ত্তের পানে ।
 স্বভাবের ঘোরঘট, বিনোদ বিচি হটা,
 সেই জন একামাত্র জানে ॥
 বেঠন করিয়া ক্রিতি, বক্রভাবে ক্রিতি,
 উচ্চ চূড়া দূরে দেখা যায় ।
 যেন কার কুলধারা, মধুপানে চাহিয়া,
 বেগী শ্রেণী এলাইয়া ধায় ॥
 নিরঞ্জে নিঃসৃত নীর, আনন্দনে যেন কীর,
 তীরবেগে পড়ে ভূমিতল ।
 তাহে নাই কিছু মল, পরম পবিত্র জল,
 স্বভাবতঃ অতি সুশীতল ॥
 নিকট হইলে পর, তত নয় মনোহর,
 কলতঃ স্থলর শোভা বটে ।
 অতি দীর্ঘ স্থলকার, শ্রেণী গাঁধা দেখা যায়,
 বিরাজিত তরলী তটে ॥
 অধঃ উর্দ্ধে বৃক্ষ বত, নানাজাতি শত শত,
 কত তার বেষ্টিত লতার ।
 খেয়ে তার রস-কল, নানাজাতি বিজয়ল,
 নিজ ঘরে বিকৃণ্ড পায় ॥
 সুখী তারা বারো মাস, করে যারা চাষবাস,
 স্থির রূপে হয়ে গিরিবাসী ।
 মন্দরের অতি কাছে, কন্দরে বন্দর আছে,
 বিকি-কিনি করে তথা আসি ॥

নাহি কোন অগ্রতুল, খার কত কত মূল,
 বরপায় বারি করে পান ।
 পরিশ্রমে শত হয়, যত হুহু অতিশয়,
 বতাবতঃ অতি বলবান্ ।
 আশপাশ দেখি চেষ্টে, উঠেছে আকাশ হেঁদে,
 সাধ্য নাই বায়ু করে গতি ।
 হিঙ্গ্র জীব বহুতর, বিশাল বিশিনবর,
 ঘোরতর ভয়ঙ্কর অতি ॥
 কিস্ত অতি রমণীয়, যুষ্টি তার কমণীয়,
 হুঃখ এই গমনীয় নয় ।
 না বলে বাই উড়ে, ত্রিবিধ পৰ্বত জুড়ে,
 প্রাণ বলে আমি করি ভয় ॥
 শেখর-নিকর ধ্বন্দ্ব, মনে প্রাণে ঘোরদ্বন্দ্ব,
 ভাল মন্দ বিবেচনা কত ।
 দখিরা প্রাণের ভয়, মন শেষ ভীত হয়,
 সেই মতে দেয় অভিমত ॥
 খাচ না যায় লোভ, মনের না মেটে কোভ,
 কত মত করে আন্দোলন ।
 ত দূর দৃষ্টি যায়, অহুমান করি তার,
 দূরে হ'তে লয় আশ্বাসন ॥
 কনিখানে জল জুড়ে *, পৰ্বত উঠেছে হুঁড়ে,
 পক্ষী গিয়ে উড়ে বসে তথা ।
 লে দলে করে ভিড়, উচ্চডালে বাঁধে নীড়,
 কোনরূপে শঙ্কা নাই বধা ॥
 চারিদিকে জলময়, মধ্যভাগে গিরি রয়,
 অতিশয় ভয়ানক স্থল ।
 তাঁটিপথে স্রোত বায়, বেগে লাগে তার গায়,
 কণ্ঠভেদী শব্দ কলকল ॥
 উচে তার চূড়া আগ্নে, গড়বৎ মধ্যভাগে,
 পরিপূর্ণ কালো কালো গাছে ।
 দূরে অহুমান করি, জলপান করি করী,
 উর্দ্ধদিকে শুণু তুলিয়াছে ॥
 এই ভাব একবার, পরক্ষণে ভাবি আর,
 এ প্রকার শোভা নাহি পায় ।
 সদাশিব সদা দেখি, সুরভরঙ্গিনী দেবী,
 নিরন্তর ধরেন মাথার ॥
 হরের দ্বিতীয় জায়া, পাবাপননিদী মায়া,
 শিব তাঁরে না হন সদয় ।

* কাহালদা এবং জাদিরা, এই দুই হলে গদার জলের উপরে পৰ্বত ।

সগরীর দেখে হুহু, দেবীর দাক্ষণ হুহু,
 ফাটে বুক তাপিত হৃদয় ॥
 হিমালয় মহাশয়, হুহুতার হুহুচয়,
 শুনে মনে হইলেন খাণা ।
 হুতরে বলেন বাণী, সে হুত পৰ্বত আমি,
 দিগেছে প্রকার বুক চাপা ॥
 পুনঃ অহুমান করি, সুরধুনী নিশাচরী,
 গিরি ধরি করেছে আহাঃ ॥
 পাথর কঠিনকার, উদরে কি পাক পায়,
 পেট কোঁপে করিছে উপায় ॥
 স্থানে স্থানে অতি রম্য, সবাকার হয় প্রম্য,
 হুহু তায় অতি উচ্চতর ।
 অস্ত্রির উপরে আঁড়ি, তাহাতে বিচিত্র বাঁড়ী,
 জল হ'লে দেখি মনোহর ॥
 সবল ধবল কার, নীলকর আসি তার,
 ধন-লোভে সদা করে বাস ।
 গিরি বন উপবন, তার কোলে চলে বন,
 বনে বন দেখিতে উল্লাস ॥
 বাস করি এক বনে, যেতে চাই আর বনে,
 বনে মনে বনের মমতা ।
 বনবাসী বটে হই, কিন্তু বনবাসী নই,
 খাব বন যাবো নাকো তথা ॥
 দে দিবস নিশামানে, পৰ্বতের অধস্থানে,
 থাকা যায় লইয়া তরণী ।
 কেহ আর হির নয়, মনে ভয় কত হয়,
 জেগে রয় সকল যামিনী ॥
 কিন্তু হেই বীর জন, ক'রে অতি হির মন,
 নগদেশ করে নিরীক্ষণ ।
 বায় তার বত হুহু, পায় স্বভাবের হুহু,
 সকল তাহার জাগরণ ॥
 আছে বটে গুরুতর, ফলে তাহা গুরু নয়,
 লঘু হয় সময়ে আবায় ।
 হুহুরে নিকেডন, তাহাতে বিপুল বন,
 বিশালকন বিনোদ ব্যাপার ॥
 হলে হলে বীড়ি ছলে, ধব্ধ ধব্ধ অগ্নি জলে,
 আলোময় হয় গিরিদেশ ।
 কত রূপ হয় শোয়, শব্দ তার করি জোয়,
 কমে আসি শবণে প্রবেশ ॥
 না বুঝি তাহার স্তব, যেন কোন্ ধনিপুত্র,
 পরিপাটী পরিচ্ছন্ন ধরি ।

মনি-মুক্তা দিয়া গার, বিবাহ করিতে বার,
 আলো জেলে সমারোহ করি ॥
 ধন্য বিহু বিখ্যমর, তব রূপ দৃষ্ট নয়,
 উৎসে অসংখ্য নমস্কার।
 তোমার ঐ ভব-রাজ্য, কত তার চাক্কাবাঁধ,
 করে ধার্য্য শক্তি আছে কার ॥
 ছোট ছোট লগ-মাকে শিবের সদন সাজে,
 মাঝে মাঝে পীরের আলয় *
 বায় কাশী বৃন্দাবন, যাত্রিগণ ভক্তি মন,
 দরশন করে সমুদয় ॥
 শিখর সমাজে গড়, † এখন রয়েছে ধড়,
 মৃত দেহ প্রাণ নাই তার।
 দে হুগের হুগ ঘোর, ভাগ্যের রজনী ভোর,
 করিরাছে সকল সাহায্য ॥
 প্রভুদেব হয়ে শেখ, পরাধীন রাজ্য দেশ,
 সম্পদের লেশমাত্র নাই।
 রত্নাকর হ'লো চর, গোপাল প্রথরতর,
 স্রোতোধর কালে দেখি ভাই ॥
 পুরাতন কৌশিনাশ, তারে বলে সর্দানাশ,
 সর্ব্বমতে হুখের ব্যাপার।
 কি করি উপায় হত, মনের সন্তাপ যত,
 মিছে কেন প্রকাশিব আর ॥
 ভাগ্যের ঘটনা বাহা, কালক্রমে খটে তাহা,
 খণ্ডন না হয় কভু তার।
 কালেতে পর্ত্ত যত, চূর্ণ হয়ে ধরাগত,
 রেণু ধরে পর্ত্ত আকার ॥
 দেখু বৎস রাশি রাশি, ভাগীরথীতে আসি,
 উচ্চ চরে করিয়া ভ্রমণ।
 তৃণ পত্র যত পার, সোরে সোরে চোরে খার,
 রাখাল করিছে গোচারণ ॥
 মানাবর্ণ দেখু সব, করিতেছে হাথারণ,
 খাজ লয়ে হয় রাগারাগি।
 থাকে সব একঠাই, আর কোন চিন্তা নাই,
 কেবল আহায়ে অহুসাসী ॥

হেলে হলে গতি করে, কেহ আসে নিয় চরে,
 কেহ করে ভুলে শয়ন।
 যথা ইচ্ছা তথা বায়, বাহুর পশাভে ধায়,
 বৈকে বৈকে নাচার চরণ ॥
 মাছে মাঝে কেহ কেহ, প্রকাশিয়া মাকুমেহ,
 আগুন বৎসের দেহ চাটে।
 বাহুর পুলকতরে, থেকে থেকে মুহুসরে,
 হেট হয়ে মুখ দেয় বা ॥
 ভুলে কেলিছে কীর, হুয়া হুয়া পৃথিবীর,
 তৃণা রূপা করিবার তরে।
 যিনি হন সর্দাধা, করি তাঁর উপকার,
 মাহুবেদের উপদেশ করে ॥
 বলে, "ওরে নয় বত, হ রে তোরা অবগত,
 কেমনে করিতে হয় দান।"
 মুখের আধার দিয়া, দেখায় দাতব্য ক্রিয়া,
 বাহুর প্রচুর রূপাবান ॥
 পালেতে পালের বাঁড়, নেড়ে বাড় বুকে চাড়,
 শূন্য আড় বিকট গর্জন।
 হই বাড়ে দেখাদেখি, শিঙে শিঙে ঠেকাঠেকি,
 করে রণ গাভীর কারণ ॥
 ধন্য রে কুহকী ভব, ধন্য ধন্য মনোভব,
 তোমাতেই সকল সম্ভব।
 যিনি এই ভবধব, সেই ভব পরাভব,
 অসম্ভব শক্তি বাটে ভব ॥
 পিপাসা অধিক হ'লে, আসিয়া গঙ্গার কোলে,
 যত পারে করে জল পান।
 পুত্রবতী গাভী তার, বিনা মূলে নাহি খার,
 বাট হ'তে হুগ করে দান ॥
 একে তো ধবল নীর, তাহে সুরভির কীর,
 পড়ে যেন সুরেকর ধার।
 হুগ থান ভাগীরথী, জল থান ভগবতী,
 সুখী তারা দেখে ভাই বার।
 আর এক সে সময়, সুরময় শোভা হয়,
 দেখে ধীর চক্ষু করি স্থির।
 বাহুর গঙ্গার বাঁকে, পেছু চুকে কুকে কুকে,
 কচিমুখে কেড়ে খায় কীর ॥
 নিরখি একগ ভলী, হন হয় নবরলী,
 অদুরাগ সলী তার কাছে।
 অতিপ্রায় অহুসাগে, মানদ-মন্দিরে জাগে,
 মরণ জীবিত তাই আছে ॥

* জাঙ্গিরার পর্ত্তে শিবালয় এবং পিরের আশ্রান।
 আছে, হিন্দু কালেকের পর্ত্তন শিক্ক দেং ড্রো। সাহেব
 উক্ত আশ্রানার বিষয়ে ইংরাজী কবিতায় Fakcer of
 Jungheera কবির এক জাঙ্গিরা" নামে একখানি পুস্তক
 প্রকাশ করেন।

† তেলিগাড়।

দ্রবণে শ্রবণ করি, করেতে দেখনী ধরি,
 লিখি তাই বাহা মনে লর।
 দোষ যত রচনার, করিবেন পরিহার,
 গুণগ্রাহী গুণী সমুদয়।
 ভ্রমীর ভাব যাহা, আশি বুঝাইব তাহা,
 প্রকাশিতে করিয়াছি মতি।
 দল্ললোভী হুজু প্রায়, মন মম উর্দ্ধে ধার,
 কিন্তু কালী কি করেন গতি।
 যথা জ্ঞান যথা যুক্তি, সেইরূপ হয় উক্তি,
 তাব রস অহুগামী তার।
 কে পারে করিতে ক্রম, “যুনীনাঞ্চ মতিভ্রম”
 দীপের পশ্চাতে অন্ধকার।
 পাঁচনি করিয়া করে, হারে রে রে রব ক’রে,
 গোপাল গোপাল পালে মাঠে।
 শিশুকালে পশুপালে, সঙ্কেতে সকল চালে,
 মাঝে মাঝে করে বাটে বাটে।
 পরস্পরে করে খেলা, কেহ করে মারে ঢেলা,
 তারা যেন সাজিয়াছে নাটে।
 যার যার পাছে চার, আঙুপানে ছুটে ধার,
 নাচে হাসে রাখালিয়া টাটে।
 পাশেতে পাঁচনি থুয়ে, জুহির আসনে শুয়ে,
 গীত গায় মোহনীর স্বরে।
 রাগ সুর বোধ নাই, তথাচ শুনিয়া তাই,
 অমনি মানস মুগ্ধ করে।
 হেরি রাখালিয়া তাব, কত ভাব আবির্ভাব,
 ভাব-ভরা ভবের ভবনে।
 ধন্য বাস মহাশয়, তখনি উদাস হয়,
 ব্রহ্মলীলা প’ড়ে যার মনে।
 যে লীলার নিজে হরি, রাখালের রূপ ধরি,
 হইলেন নন্দেন নন্দন।
 ননীচুরি ঘরে ধরে, যশোদা ধরিয়া করে,
 উদ্বুদ্ধে করিল বন্ধন।
 উষায় উত্থান করি, মনোহর যুগ্মি ধরি,
 ধড়া চুড়া করি পরিধান।
 জননীর কাছে বেচে, বাঁকা হরে নেচে নেচে,
 ক্ষীর সর নবনীত খান।
 বাল্যভোগ সমাধিরা, শ্রীদামাদি সঙ্গে নিরা,
 গৌরুলের গহনে গমন।
 আখো আখো মিষ্ট রবে, ডাকিছে রাখাল সবে,
 বেণু শুনে ধার খেহুগণ।

তপন-তনয়াতীরে, গতি অতি বীরে বীরে,
 রূপ হেরে লজ্জা পায় শশী।
 রাখালেরে সাজাইরা, বেণু বাস্ত বাজাইরা,
 বিহার বিরল বনে বসি।
 বনের সুকল পাড়ি, করে সবে কাড়াকাড়ি,
 এঁটো ব’লে যুগা কিছু নাই।
 খেতে খেতে বনে ফেরে, মুখে রব হা রে রে রে,
 হাঁ রে ও রে রে রে ঘোরে ভাই।
 সুখামাধা রাখা নাম, বাঁশী লয় অবিশ্রাম,
 কত লীলা সুখ-সুখাবনে।
 ভারতে ভারতী সার আমি কি লিখিব আর,
 প্রাণিপাত ব্যাসের চরণে।
 প্রভাতের একরূপ, পরে হেরি অন্তরূপ,
 সন্ধ্যাকালে অভেদ আবার।
 এই সব হির কাল, সমভাব চিরকাল,
 প্রতিকাল নূতন প্রকার।
 অন্তর্গত নিশাকর, প্রকৃতিত প্রভাকর,
 তাহে হয় প্রকাশিত দিন।
 পাতিয়া জগৎ-জাল, তিন কালে তিন কাল,
 ধ’রে ধার আয়ুরূপ মীন।
 জলের জদরে বাস, নূতন দেখিতে আশ,
 চাই তাই নূতন দিবস।
 কিন্তু তার বোধ হত, দিন যত হয় গত,
 শূন্য হয় আয়ুর কলম।
 ভবের ব্যাপার যত, সমুদয় এই মত,
 মোহরসে মুগ্ধ জীব সুবে।
 মহারত মহাশয়, নাহি তার অদেবণ,
 বিমোহিত বিফল বিভবে।
 আশিত্য সেরূপ হই, যত লিখি যত কই,
 ছাড়া নই ভ্রম-অন্ধকার।
 এগেছি ভ্রম-হলে, ভ্রমি বটে স্থলে জলে,
 ভবু সনা বিদম বিকার।
 কখন কখন তাই, পদব্রজে চ’লে যাই,
 মনে কিছু চিন্তা নাই আর।
 যাই যাই ঠাই, ঠাই, আশেপাশে ফিরে চাই,
 দেখি তার অশেষ প্রকার।
 কত ধার কত রঙ্গে, দেখা হয় যার সঙ্গে,
 যেন তার কতকেলে প্রেম।
 কিছু নাহি দেখি ঢেরে, কত সুখ তাহে পেয়ে,
 দয়িত্রে যেমন পায় বেহেম।

কিবা জাতি কোথা ধাম, কেবা জানে কার নাম,
 কেবা কার পরিচয় লয়।
 সকলের মন শাধা, পরস্পর তাই দাধা,
 ভাতৃভাবে সখোদন হয় ॥
 এইরূপ দিব্যভাগে নব নব নব রাগে,
 অহুরাগে করি সমাধান।
 রজনীর আগমনে তরলীর নিকে তনে,
 বখাক্রমে হয় অবস্থান ॥
 উন্নতিত সর্বজন, প্রকাশিত পুণ্ডন,
 সর্বমতে আছি হরষিত।
 বর্তমানে সমুদয়, নিজ হয় শঙ্ক নয়,
 কেবল বিপক্ষ ব্যাটা গীত ॥
 চড়িয়া মানসরণে, এই শীতে জলপথে,
 জল-পথে চলে যেই জন।
 যেমন বজ্রাং ঠাটা, তার কাছে জল ব্যাটা,
 পদবাত করে প্রতিধ্বজ ॥
 ভাঙে ভাঙে ধুম ঘোর, চেতনার নাহি জোর,
 নয়ন মুদিত নিজ স্থানে।
 নিশি-শেষে দাঁড় বেয়ে, জেলে যায় গীত গেয়ে,
 তার স্বর সুধা লাগে কানে ॥
 অমনি চেতনা হয়, মন আর স্থির নয়,
 শুনিতে লালসা পুনরায়।
 আর কি তেমন হবে, তেমন ললিত হবে,
 পুলকিত করিবে আমার ॥
 তখন ছিলাম যাঁহা, পুনঃ আর নাই তাঁহা,
 আমি ত সে আমি আর নই।
 এখন সে ভাব কই, এখন যে হই হই,
 সেই ভাবে করি হই হই ॥
 লিখিতে লিখিতে মন হয়ে গেল উটান,
 মরমে রহিল তাই খেদ।
 প্রভু-প্রেমে রেখে প্রীতি, অত এই হ'লো ইতি,
 ইতি পরে হবে পর পরিচ্ছেদ ॥

• (২) •

হাঁরে ও করাল-কাল, নিদয় কালের কাল,
 চিরকাল স্থিরকাল নও?
 হোয়ে বহুলা আঁর, ধর বহুলা-কার,
 কালে কালে কতরূপ হও ॥

নীরাহীন রত্নাকর, হয় তার রত্নাকর,
 কর তার ভীষণ সকার।
 গোপালের বিদ্যুৎ জলে, সিদ্ধ কর নিজ বলে,
 পুণিবারে কর অঙ্গকার ॥
 রেণুকে পরিত কর, হয়ে সেই দরাদর,
 শোভা করে পগনমণ্ডলে।
 সগণ সহিত হয়, গগন ছাড়িয়ে তার,
 মগন করহ রসাতলে ॥
 নগর কানন কর, সমুদয় শোভা হয়,
 কালে কালে কালমুর্তি ধর।
 তোমার অসাধা কিবা, রজনীরে কর দিবা,
 দিবারে রজনী ভূমি কর ॥
 তুমি কাল সর্বকাল, ইহকাল পরকাল,
 সকলি তোমার করাবীন।
 বালকেরে বুদ্ধ কর, সুবার যৌবন হয়,
 বলীরে করহ বলহীন ॥
 হাঁরে ওরে সর্বনাশী, এ দেশের সর্ব নাশি,
 উদরে দিগেছ স্বর্ণভূমি।
 গর্বনাশা সর্বনাশা, পৃথীপতি কীর্তিনাশা,
 রত্ননাশা কীর্তিনাশা ভূমি ॥
 দেখির হোতেছে ক্রোধ, এখনি করিব শোধ,
 দেখিব কেমন তুমি নদী।
 বেয়ে বারি আগে মারি, একেবারে দকা
 অকু মুনি হ'তে পারি যদি ॥
 রাজা রাজবরভের, ক্ষমিকূপ-পন্নবের,
 সমুদয় দুঃখ ভের ধন।
 সাধনেতে যেই ধন, সঞ্চারিণ নৃপধন,
 সেই ধন করিলি নিধন! ॥
 বিক্রম বিক্রমপুর, ছিল যে বিক্রমপুর,
 সে বিক্রম কিছু নাই আর।
 বঙ্গদেশ ভঙ্গ করি, রক্তরস পরিহরি,
 অঙ্গ-শোভা হরিয়াছ তার ॥
 শ্রীমদ্রাজনগর গ্রাম, শ্রীমতীর শ্রির-ধাম,
 কেবল হয়েছে নাম সার।
 শোভাময়ী রাজপুরী, সে শোভা করেছে চুরি,
 সকলি করেছে হারবার ॥
 রাজবংশ-অবতংস, মানসের রাজহংস,
 সুখ-অংশ খংস করিয়াছ।
 নীরানন্দ নাহি আর, নিরানন্দ সবারকার,
 মানসের নীর হরিয়াছ ॥

মনোহর সরোবর, উপবন দেবদারু,
 একেবারে সমুদর দিলি।
 হৃৎকর বাজিল দেশ, কাঁড়াল করিয়া শব্দ,
 বশের জাঙ্গাল ভেঙ্গে দিলি।
 প্রাচীনের চিহ্ন নাই, ছিন্ন-ভিন্ন সব ঠাই,
 কত দিন রবে আর রব।
 "বেগের" সে বেগ হত, মলিন কুলীন যত,
 পাড়লি লাড়ুলি হোলো সব।
 খড়দল-মেল যারা, বেগেল হয়েছো তারা,
 খেঁড়েতে আঙন লাগিয়াছে।
 নাহি আর পূর্বভাব, ক্রমে ক্রমে ভুলভাব,
 স্বভাবে অতাব ঘটয়াছে।
 বিক্রমেতে ফুলে ফুলে, বিক্রমপুরেতে ফুলে,
 করেছিল ফুলের গৌরব।
 সে ফুলের নাই রস,— সে ফুলের নাহি যশ,
 নাহি তার মধুর সৌরভ।
 দুর্লভ বনভী দল, বনভের নাহি বল,
 ভববনভের নাহি দর।
 গরুহীন সর্সানন্দী, সর্সানন্দ হোল বন্দী,
 সর্সানন্দ পাইয়াছে গর।
 বেদমেল বেদ হত, বিশেষ কহিব কত,
 কোথা আছে পণ্ডিতরতন।
 বংশজ বংশজ যত, হয়েছে বংশজ-হত,
 কেবা করে তাদের যতন।
 এহ নর তুষ্ট নর, কারো নর পরিণয়,
 হুখ হয় কহিতে অধিক।
 এক ভাব পরম্পরে, ময়ুর থাকিলে পরে,
 সকলেই হতেন কাঙ্ক্ষিক।
 গোষ্ঠীপতি প্রোক্ষী যারা, গোষ্ঠীহীন প্রায় তাঁরা,
 ক্রমেতে ক্রমের ব্যতিক্রম।
 ফুলে শীলে ধনে মানে, পূর্ববৎ কে বা মানে,
 কাঁলঙণে বুটিল বিক্রম।
 শোনা ছিল সোনা নাম, সোনার সোনার গ্রাম,
 সে সোনা এখন নর বাঁটি।
 পুরাতন রাজধাম, কেবল রয়েছে নাম,
 ভূপতি নাহি ভিটে-বাটী।
 কেহ নাই রাজবাংশে, প্রজাগণ কোন অংশে,
 পূর্ববৎ নহে আর স্বার্থী।
 ইখুর্ধ্য অঙ্গগত, মানী সব মান-হত,
 ধনবান্ সকলেই হুখী।

মহারাজ আদিশূর, হুখীর সাক্ষাৎ ভ্রম,
 বৈভবুল মতক কুবণ।
 পঞ্চজয় দ্বিজবর, আদিশূর দ্বন্দ্ববর,
 নিজ যজ্ঞসাধন কারণ।
 বাণ লবে নিজ নিজ, আইলেন পক্ষ-ফিল,
 পাঁচ কুল কার্য সে পাঁচে।
 রাজারে মানাতে ভক্তি, জানাতে বিশ্বের শক্তি,
 আশীর্বাদ করিলেন গাছে।
 সে তরু নীরস ছিল, আশীর্বাদে সুগরিল,
 গুঞ্জরিল শ্রুতি-ভ্রম।
 অতাবধি সেই তরু, ফলে ফলে কমলকর,
 রহিয়াছে হইরা অমর।
 কোথা সেই আদিশূর, কোথা তাঁর আদিশূর,
 কোথা সেই বংশধর তাঁর।
 কোথা সে বংশ-ভূপ, যার কীর্তি নানারূপ,
 কুলীনেতে রয়েছে প্রচার।
 জাতির প্রধান গণি, কুলীন মাধার মণি,
 আছে যশ দশদিক্ ছেয়ে।
 কারো নাই অপমান, এখন সমান মান,
 বনালের চাপ্রাস পেয়ে।
 শ্রীবাজব্রহ্ম ৫ রায়, শেষ রাজা বাঙালার,
 তুষ্ট যারে সকল ব্রাহ্মণ।
 করি এক যজ্ঞ-মুত্র, স্বজাতির যজ্ঞ-মুত্র,
 পুনরায় করিল স্থাপন।
 অকাতরে বহুদন, যে করিল বিতরণ,
 কীর্তি যার পৃথ্বী পারে ধার।
 তাঁহার বংশজ যত, কণী যেন মণি-হত,
 দিবসান্তে আহার না পার।
 যেন শিশিরের দিন, দিন দিন অতি দীন,
 কৌণ দীন মলিন বদন।
 রাগ নাই পূর্বরাগে, গতি হয় অধোভাগে,
 ভাঙিয়াছে স্বর্গের সদন।
 কি ছিল কি হলো আঁহা, আর নাকি হবে তাহা,
 বা হবার হইয়াছে শেষ।
 বিস্তারিয়া কালগ্রাস, কালেতে করেছে গ্রাস,
 সমুদর বাজালের দেশ।
 প্রোতা যত পূর্বকার, কিছুমাত্র নাহি আর,
 অদ্যকার হেরি সব স্থান।
 কোন দিকে নহে ভাল, বৈভের সৌভাগ্য আল,
 একেবারে হয়েছে নির্দাপ।

কারখাদি জাতিচর, পূৰ্ণরূপ কেহ নয়, বড় বড় মহাজন, ছিল কত মহাজন,
 সবে কর ছুথের কাহিনী। মহাজনী করিত সবাই।
 কেবল নামেতে ঢাকা, ঢাকার নাহিক ঢাকা, এখন কোথায় ধন, নামে মাত্র মহাজন,
 ঐতিল্লা পেচক-বাহিনী ॥ মহাজন মহাজন নাই ॥
 আচার বিচার স্বত, কিছু নাই পূৰ্ণমত, ব্যবসা গিয়েছে কেঁচে, যারা সব আছে বেঁচে,
 বেশ ভূষা হয়েছে ঐভেদ। ব্যবসারী কেহ আর নয়।
 ধনী বলে ধনি মাত্র, মধুহীন মধুপাত্র, এক দশা সবাকার, দুখে সবাকার,
 সকলেরি অন্তরেতে খেদ। কোনরূপে দিনপাত হইবে
 কত গজ কত গ্রাম, বিখ্যাত যাদের নাম, শুনিলাম যথা তথা, সকলেরি এক কথা,
 কিছু আর চিহ্ন নাহি তার। কারো মনে কিছু নাই সুখ।
 করিয়া ভীষণ গতি কুল খেয়ে কুলবতী। যতক বাঙালীগণ, কাঙাল সকল জন,
 সমুদয় করেছে সংহার ॥ বাঙালীয়ে বিধাতা বিমুখ ॥

গীতাবলী

কেনার—ভিঙট।

মন রে আমার। এ কি ভ্রান্তি তোমার ॥
ভাবনা কেন রে? ভাব না কেন রে?

অরূপ স্বরূপ সার।
শিশির, বসন্ত, নিদ্রা, বৃষ্টি,
যে জন করিল এ সব সৃষ্টি,
যে জন দিয়েছে নরনে দৃষ্টি,
তাঁরে ভাব একবার ॥
দিবাকর, নিশাকর, লয়ে যার তাস।
দিবা নিশি, করে করে, তিমির বিনাশ ॥
নিরন্ত নিরন্ত করিয়া লক্ষ্য,
রাশি রাশি রাশি, প্রকাশে পক্ষ,
অহরহ সহ করিয়া সখ্য,
বার বার ভ্রমে বার ॥
অনিভা বিষয়ে কেন ভ্রম ভ্রম-আশে?
ভ্রম নিত্য, নিত্যবিত, চিত্ততীর্থবাসে ॥
হৃদয়-নিলয়ে পরম-রতন,
সে ধমে তুমি না কর বতন,
বুধায় করিছ শরীর-পতন,
অসার ভাবিয়া সার ॥

পরক—কাণালি।

হার। আমি কি করিবার এত দিন।
দিন যত গড় তত, দিন মিন লীন ॥
বুধার হইল জন্ম, বুধার হয়েছি ময়,
অতঃশাসনে তন্তু, তন্তু অমুখিন।
ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছে ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবি, ভেদে হই কীণ ॥

অসার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্বসার,
কত বা গণিব আর, “এক, দুই, তিন” ॥
সহজ + আমার তাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসার মরে যথা যীন ॥
সহজে বেক্ষণ কই, সহজে সেক্ষণ নই,
বুধা করি হই হই, হয়ে বোধ-হীন ॥
নাহি হয় অমুক্তব, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা র’ব, কোথা হব লীন ॥
প্রবৃত্তির অমুরোধে, মাতিয়া বিবর জোখে,
এখনো আপন বোধে, হতেছি প্রবীণ ॥
কাল-করী-হরি হরি, হরিনাম পরিহরি,
ভ্রমে কেন কাল হরি, হয়ে পরাধীন ॥

লুম্বিকি-বিট—একতাল।

অসমর কেন আজ আনারে,
ডাকো রসমর হে ॥
অবলা সরলা বালা, কত জালা সর হে ॥
প্রাণে কত জালা সর হে ॥
তুমি নট হয়ে নট, অষ্ট-শটনা-শট,
মুখে যত কথা রট, কাজে কি তা কর হে ॥
সখা, কাজে কি তা কর হে ॥
সবরে সকলি সাজে, অসমরে লাঠি বাজে,
কাল ভেদে কাজে কাজে, সুখা বিবমর হে ॥
সখা, সুখা বিবমর হে ॥
তোমার অধীনী আমি, তুমি হে প্রাণের স্বামী,
তোমা-ছাড়া হ’লে আমি, আমি আমি নর হে ॥
সখা, আমি আমি নর হে ॥

* এক, দুই, তিন। মিন গণনা। অলিঙ্গ, অবহা,
লোক, তব, ভণ, ভাপাশি ভিন।

† সহজ—সহোদর, সঙ্গে যে ভ্রমে। এ হলো আত্মা।

তুমি হে চুপক সম,

লৌহরূপ মন সম,

তব আকর্ষণে মন স্থির কিসে রয় হে ।

সখা, স্থির কিসে রয় হে ॥

বাহার—একতালা ।

এসো এসো প্রাণ-প্রেরসি প্রেমময়ী ।

তোমা বিনে প্রাণ-প্রেরে আমি আমি নই ॥

তুমি প্রাণ আমি দেহ, দেহে প্রাণ প্রাণ দেহ

ভ্রমরার নাহি কেহ কমলিনী বই ।

তুমি ভাব আমি স্বামী, তুমি লো আমার আমি,

দেহ-ভেদে তুমি আমি আমি তুমি কই ॥

লুম্বিকি ক্রিট—আড়খেম্টা ।

কেমনে, বল প্রবেশ-শব্দে হইবে সঙ্গার হে ।

মৌহ-মেঘে ঘেরিয়াছে, অখিল সংসার হে ।

এই অখিল সংসার হে ॥

পাইয়ে অনিত্য দেহ, নিত্য-ভ্রমে করে স্নেহ,

আপন স্বরূপ কেহ, না করে বিচার হে ।

কেহ না করে বিচার হে ॥

মনেরে বুঝাব কত, মন নহে মনোমত,

অবিরত হেরি বস, মারি বিকার হে ।

মহা মারি বিকার হে ॥

দেশ—আড়া ।

অজানতিমির বল কোথা হবে আর ।

জ্বলন্ত সুরঙ্গ শব্দে হইবে সঙ্গার ॥

চুচিল বিপদ-ভর, রিপুতর পরাজয়,

আলোকে পুণকমর, অখিল সংসার ॥

গগনে করিলে ঘন, পশ্চিমোক্তা আচ্ছাদন,

নাশে বধ্য সমীরণ, সেই অন্ধকার ॥

মেঘান্তে বামিনীকর, স্থিরতর শোভাকর,

মনোহর সুগন্ধ, জ্বলন্ত আভার ॥

গগনে করিলে জ্বল, বিদ্যুৎ পথন সম,

মহামোহ মেঘভর করিল সংহার ॥

পরিপূর্ণ জ্ঞানজ্যোতি, প্রকট প্রদীপ অতি,

প্রবেশ-পীযুষগতি প্রভাবে প্রচার ॥

আড়ানা—রাণিতাল ।

এই বসন্ত সামন্ত মরে মদন সাজিছে

অতি পুণকে ।

কি শোভা কি শোভা কি শোভা ভুলোকে ।

বাসন্তে কামিনী সখী, তুবন-সখী রতি ।

লজ্জিত বামিনীপতি দামিনী খমকে ।

হেরে দামিনী খমকে ॥

অন্তরা ।

মিলিত উত্তর অঙ্গ, স্বভাবে সভাবে মন,

কণকাজ নহে তল, এ কি রত্ন হায় ।

মদমন্ত মনোমত, সুখি তব পরাভব,

মোহিত হইল তব, রূপের আলোকে ।

চরিত্র রূপের আলোকে ॥

চুটিল সুগন্ধি-কুল, চুটিল ভ্রমর-কুল,

চুটিল কামের মূল, চুটিল জ্বলন্ত ।

ধরতর স্বর-শব্দ, বিজুবন থর থর,

কলেশ্বর জয়জয়, কোকিল-কূহকে ।

কাল কোকিল-কূহকে ॥

সমীরণ করকর, গুণ গুণ গরগর,

গুণগিরি মনুকর, মনোহর স্বর,

না দেখি এমন বীর, এ রবে কে রবে স্থির,

দেহে দেহ অশরীর, জ্বলন্ত চমকে ।

রবে জ্বলন্ত চমকে ॥

সম শোভা জলে স্থলে, তরু রাজে নবদলে,

বিজ নিজ দলে দলে, বোলে ফুল দল ।

স্বধাযবে করে দান, ধরে তান হরে প্রাণ,

ছয় রাগ সুখিমান রাগিনী বলকে ।

রাগে রাগিনী বলকে ॥

বাহার—তিতট ।

এই অখিল সংসার আমি করি অধিকার ।

স্বরাহর আমি সবে অধীশ্বর আধার ॥

সাম যরি রতিপতি, প্রিয়তমা এই রতি

রতিপতি রতি বিনা গতি আছে কারি ।

জিজ্ঞাসে মনুকর, আদ্য হাতা কেহ না

আদ্য কটাকে হয় জীবের সকারি ॥

আমার সজ্জিত লব,
কালক্রপী ভব কত করিবে সংহার ।
আমি করি ধারা স্রুতি, না হ'লে আমার স্রুতি,
এই স্রুতি করে স্রুতি, হেন সাধ্য কার ॥

বাহার—ভূমি ।

ভবে ফুলশরধর-অর হে, আমার ধর ধর ধর হে,
দেহে দেহে যুক্ত কর, ধর পরোধর হে ।
আমার ধর পরোধর হে ॥
ধরি কর গুণাকর, করে বাঁধে কলেশ্বর,
দেহে ঐশ্বর-প্রিয়বর অধরে অধর হে ।
দেহ অধরে অধর হে ॥
কুলবতী আমি সতী, প্রাপণপতি তুমি পতি,
রতিরসে রেখে রতি, হরতয় হর হে ।
বধু হরতয় হর হে ॥

বাহার—আড়া ।

এই কুসুমেরি বাণ আমি যদি করি যোগ ।
এখনি করিতে পারি বিবেক-বিয়োগ ॥
এমন কে আছে সতী, রতিরসে নাহি রতি,
পতিব্রতা ছাড়ে পতি, যোগী ছাড়ে যোগ ॥
কোথা বা সামান্ত জীব, পরিহারি নিজ শিব,
করে সন্ন্যাসাশ্রম, বিবর-বিভোগ ॥

বাহার—তিষ্ঠ ।

এবল প্রায় কর প্রত্যাব আমায় ।
পাতিয়া প্রেমের ঠাঁব হবাব সংসার ।
রতিরস সার ভার, যে পেয়েছে তার ভার,
সে কি কহে মানে আর, বিরেক-সিঁচার ।
কামিনী কোমল কান্তি, অগস্ত্য করে স্মৃতি,
কোথা হবে কখনো শান্তি, প্রেমের স্ফূর্তি ॥

জহিনী—কাণ্ডালি ।

যদি যদি আছে বধু রতি রত প্রাণ হে ।
অভেদে আপন দেহে দেহে দেহে স্থান হে ॥
কলেশ্বর অরতর, ভয়ে কাঁপে ধর ধর,
এই অর, ধর ধর, কর কর রত হে ॥
বিদ্যানে মনের দ্রুত, অনল অগ্নিহে বৃক,
কথা নাহি সরে মুখে, গেল গেল প্রাণ হে ॥

বাহার—রূপক ।

ভেব না ভেব না প্রিয়ে, ভেব না ক আঁর ।
কখনো কি হ'তে পারে প্রবোধ প্রচার ॥
আমাদের সিদ্ধ বিজ্ঞা, বিজ্ঞানে এ অবিজ্ঞা,
প্রকাশ করিবে বিজ্ঞা, হেন বিজ্ঞা কার ।
কেবা আছে বন সম, কোথা সেই বন সম,
কোথা সে নিরম, বন, বন আমি বাঁর ॥
প্রাণধন তুমি ধনি, তুমি-ধনে আমি ধনী,
আমি কণী তুমি মণি, ভূষণ আমার ॥

বাণেশ্বরী—ধামাল ।

কি কর অবোধ মন, লহ স্রবধান ।
আত্ম-নদী-জান-নীরে স্নেহে কর স্নান ॥
কি করিব শোভা তার, করুণা-তরঙ্গ-হার,
শীতল হয়েছ যার, স্রোত সোপান ॥
অন্তরা ।

বিবর সলিলে মন, কেন কর নিমজ্জন,
ইথে পাণ হতাপন, বাঁড়ব সমান ।
স্পর্শমায়ে জাম-জল, হবে তুমি স্নানতল,
বাঁবে তুচ্ছ, জ্ঞানল, পাঁবে পরিজ্ঞান ॥

বাহার—আড়া ।

কেহ নাহি আর, তবে কেহ নাহি আর ।
সর্বগত তুমি বিহু, তুমি সর্বসার ॥
কোথা হে করুণাকর, কাতরে করুণা কর,
করুণায় নাম ধর, করুণা-অপার ॥
হৃদয়লব্ধ লক্ষ্য স্থিতি, করি মনকে হব বলী,
করো দিলে মনের রতি, হে করো করো ॥

* কব-অপার-অপার ।

† শান্তি-সন্ন্যাস-অপার-অপার ।

ভবক্ষুধা করে রূপ, কর হে পরম-দীপ,
 বিষয়-বাসনা-বিষ, বারিনিধি পার।
 হর হর তাপ হর, জগতের পাপ হর,
 তবে বুঝি মহেশ্বর, মহিমা অপার।
 কেমনেতে স্থির থাকি, মনেরে বুঝিয়ে রাখি,
 যে দিকে কিরাই আশি, দেখি অন্ধকার।
 ক্ষয়-আকাশে আসি, রবি চবি-ভাস তাসি,
 অজ্ঞান-তিমির-রাশি, করহ সংহার।
 এই দেখি এই সব, পরে এই সব শব,
 বুঝিতে না পারি তব, এ ভব-ব্যাপার।
 ভ্রম বেন নাহি হর, মোহ যেন নাহি রর,
 দূর কর সমুদয়, যারার বিকার।
 নিজ দেহ দেখে হুল, মনের হইল তুল,
 নাহি ভাবে সর্বমূল, তুমি মূলধার।
 আশ্রয়-ভাব রেখে দূরে, না গিয়ে সন্তোষপুরে,
 কামনা-কাননে ঘুরে, করে হাহাকার।
 প্রকাশিয়া নিজ স্নেহ, অধিকার করি দেহ,
 মনেরে প্রবোধ দেহ, এসে একবার।
 পেলে তব প্রিয়তম, মোহিত হইবে মন,
 আশারোগ নিবারণ, তবে হবে তার।
 মনেতে বিরাজ কর, মনের মালিক হর,
 এই মন কলেবর, বিভব তোমার।
 স্বরূপ স্বভাব ধরি, দরশন দেহ হরি,
 জনম সফল করি, হেরে সে আকার।
 তব রূপ ধানে ধরি, জানেতে তোমার স্মরি,
 আর বেন নাহি করি, আমার আমার।
 অসার সংসার এই, সার ইথে কিছু নেই,
 যন বেন ভাবে এই, তুমি রাজ্য পার।

বেহাগ—আড়া।

এই আছে, এই নাই এই তো শরীর।
 তবে কিসে এ জীবনে, জানিরাহ স্থির।
 বেহেতে লাগিয়া শোভা, কপমাজ মনোলোভা,
 যেমন কমলদলে, চলল নীর।
 জলে দেখে বিধ বত, দেহে প্রাণ সেইমত,
 আকাশে প্রকাশে প্রভা যেমন অচির।
 অনিত্য বিষয়াগবে, যত হত কেন সবে,
 লতা-সুখা পান কর হয়ে অকি বীর।

ধাবাজ—একতাল।

আমার তুলনা কি হয় আমি অতুল্য অমর।
 ভ্রমোত্তরে ভ্রমোত্তরী, মম সম নয়।
 সর্বোপরি করি পক্ষ, ইচ্ছা চক্ষু অতি বক্ষ,
 তুমি বিধি হরি পক্ষ আমি সক্ষম।
 আমার সহিত তুলে, তুলনা নহে তুলে,
 লম্বু হয়ে রবি শব্দ পঞ্চমতে রয়।

বেহাগ—আড়া।

আমি সহজ ত মম জীবের সহজতনয়।
 সৃষ্টি, স্থিতি লয় আমার প্রভাবতে হয়।
 সবার প্রধান আমি কুলীন-কুলের স্বামী,
 কে আছে, কাহার কাছে, দিব পরিচয়।
 আমার যে কত মান, নাহি তার পরিমাণ
 অভিमानে অহমান, দ্বিযমান হয়।
 কে বুঝিবে ফলিতার্থ, মম অর্থ পরমার্থ,
 অপদার্থ অবদার্থ হেরি সমুদয়।
 মায়াময় এ সংসারে, দয়া নাহি করি বারে
 সেই জীব একেবারে, মাটি হ'য়ে রয়।
 কথা নাহি শ্রমে মুখে, নিয়ত মনের হুখে
 বঞ্চিত সঞ্চিত হুখে, থাকিতে বিষয়।
 বিধি হরি হয় কেবা, আর বত দেবী-দেবা,
 না ক'রে আমার সেবা, ছির কেবা রয়।
 জলচর, স্থলচর, ভূচর, পবনচর
 বত সব চরাচর, আমা ছাড়া নয়।
 আমার চেতনে ভাই অচেতন কেহ নাই,
 সচেতন সব ঠাই, দেখে বিষময়।
 প্রভাহীন হ'লে আমি, কাম নাহি হয় কামি,
 তবে আর আমি আমি বুখে কেবা কর।
 না থাকিলে অহকার, তবে বল অহংকার,
 সহজে প্রবৃত্তি পার নিবৃত্তিতে লয়।
 প্রকৃতি প্রধান হুল, জগতের আমি মূল,
 আমা হ'তে বত কুল, হ'তেছে উদয়।
 করি ক্রম পরিক্রম, ক্রমে আমি করি ক্রম,
 এ ক্রমের ব্যতিক্রম, কখনো কি হয়?
 করিয়া কারণ-ব্রুটি, প্রত্যক্ষ করাই দৃষ্টি,
 মুঢ় জনে এই সৃষ্টি, মিছে ভবু কর।

আলো—অধ্যয়ন।

এই শরীর-রতন হইবে পতন।
নিজভাবে ভারী হয়ে কর যে বতন।
এই শরীর রতন হইবে পতন।
না হইল সুখলাভ মনের বতন।

ধূম

আপন আপন-রব, নিশির-স্বপন সব,
গোপন কি আছে তব, তব-প্রকাশন।
পেরেছ ভোগের দেহ, তার প্রতি কর রেহ,
পরে আর নাহি কেহ, মুদিলে নয়ন।
প্রকৃত প্রকৃতি-ভগ্ন, বিরুতি কি তাহে পুন,
আকৃতি দেখিয়া কর সুকৃতি-সাধন।
দেহ ছাড়া আত্মা এক, নাই নাই মিছে ভেদ,
দৃষ্টিহীন অভিব্যক্তি কোরো না রে মন।
পেরেছ উজ্জল আঁখি, তার কাছে কোথা কাঁকি,
বুঝিতে কি আছে থাকী, সার বিবরণ।
স্বভাবে রাখিয়া দৃষ্টি, দেখে দেখি এই সৃষ্টি,
সৃষ্টিছাড়া অন্য সৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ।
এহ তারা তিথি রাশি, কাল দণ্ড রাশি রাশি,
রীতিমত আলো যায় করিয়া ভ্রমণ।
স্বভাবের এই ধারা, স্বভাবতে বদ্ধ তারা,
স্বভাবে অভাব-ভাব হয় কি কখন।
এ তো নহে তার বোঝা, সহজেই বার বোঝা,
সোজা পথ ছেড়ে করে কুপথে গমন।
সোজা পথে স্বর্গভোগ, ভ্রমে ভোগে কর্ণভোগ,
করিতেছে মিছে যোগ, বস্তু মুদ্রণ।
শোন শোন নয়নলোক, কোথা তোর পরলোক,
অজান মনের খৌঁকি, প্রলাপ-বচন।
পরকালে কর্ণকল, কেবল ধূর্তের হল,
আকাশ-ভরুর কল, অলীক যেমন।
গগনের নাহি মূল, তাতে নাহি কোটে মূল,
পূরণের দেখা তুল, মিছে-বরণ।
সাথে আমি বলি রক্ত, বল বল ওরে মূঢ়,
কোথা গেলি মর্দ ঘূঢ়, আত্মনিরূপণ।
যাহা নাই তাই আছে, তুনেহিস্ কার কাছে,
মিছে কাচ কাচ কাচ, মূঢ় যত জন।
কোথা তোর নির্যাকার, ঘ্যান নয় এ যে ধ্যান,
নয়নে না হয় কেন, আত্ম-নয়ন।

ভ্রমে বস হয়ে কাল, আপনায় করে কাল,
জীবনান্তে পরকাল, অলীক করণ।
পরশাতে বধা কল, নাহি স্বায় বাসকল,
কল্পিত ভাবি কল, করিতে বটন।
প্রকৃতির কিবে গীলে, হৃৎকোটে অবল বিশে,
পরিণামে হয় বধা ধীর স্বজন।
বাহু বহি ধরা জলে, পরস্পর যোগ-বলে,
স্বভাবে সেরূপ সদা হতেছে চৈতন।
অজান মানবচর, এই দেহ জড় কর,
জড় নয় জড় নয় দেহ সচেতন।
বৃহস্পতি করি যুক্তি, করেছেন এই উক্তি,
অন্ত আর নাই যুক্তি, যুক্তিই মরণ।
আঁকার প্রকার রব, সম সব অববব,
সমান অন্যম যুক্ত্য সমান গঠন।
সম ছেদ সম ভেদ, কিছু নাই ভেদান্তেদ,
সম স্থব সম স্থব রমণ গমন।
তবে কেন ভণ্ড নরে, মিছে ভেদান্তেদ ধরে,
কল্পনা করিয়ে করে, বর্ণ নিরূপণ।
এই বড় এই ক্ষুদ্র, এই দ্বিজ, এই শূদ্র,
ছুরো না ছুরো না ওরে, ও হয় বদন।
সাথে আমি হই ক্রুদ্ধ, বোধেরে করিয়া রুদ্ধ,
এ অশুদ্ধ আমি শুদ্ধ, এ ভেদ কেমন।
কত দূর অভিমান, অজ্ঞানের এই তান,
কেমন পাষণ প্রাণ, প্রেমহীন মন।
অসিক হয়ে রলে, ভব-বশে বলে বলে,
এ হয় পাণের অন্ন, কোরো না ভোজন।
না খেলে তো নাহি জ্ঞান, খেলে পরে থাকে প্রাণ,
দেহে করি বল দান, বাঁচার জীবন।
নরাধম কর্ণকোটে, হেন "অন্ন" বলে এঁটো
অন্নরূপে করে বেই জীবের পানন।
হুবে বহে চক্রে ধারা, হয়ে সবে ভেদধারা,
বলে এই পরদারা, কোরো না ভরণ।
পর-বোধ আছে বার, সেই ভাবে পরদার,
পর নহে কেহ কার, সকলি আপন।
সকলেরি এক গতি, সকলেরি এক মতি,
সকলেরি মনে রতি, সন্তিত মন।
পরস্পর নহে পর, স্বভাবের অহরহ,
স্বভাবে অভাব বার, সে করে বারণ।
ভোগে তেব বহি রবে, পশু শাবী সবে ভাবে,
বেজাযত কেন তবে, করিবে গমন।

খাট করে কারো মন, প্রেম-অঙ্ক বড় রস,
 মনে এই পরম, কারো না প্রেম।
 পাইলেমো এই কথা, বশিষ্ঠের কথা কথ্য,
 বাচাল হইয়া করে শাস্ত আশাশয়ী,
 আশে আর নাহি দয়, নিম্নে বড়া গরীব,
 পাগলে পাগল কর, এ কি কুলক্ষণ।
 ন্যস্তিকে নাস্তিক ভাবে, তুমি প্রকৃতি হানে,
 তাহার আন্তরিক যদি নাস্তিক কেমন।
 জয় জয় বৃহস্পতি, চারুক-চরণে ভক্তি,
 বৌদ্ধমত সত্য অতি শাস্ত সনাতন।
 অমৃত পরার্থবাহী, প্রত্যেক বিধাবাহী,
 হেরিব না হেরিব না তাহের বদন ॥

বেহাগ—আড়া।

বেছায় মন তুমি জগতের তূপ।
 আপন স্বরূপ তুমি আপন স্বরূপ ॥
 লোক সব মিছে জন্মে, সংসার-কাননে ভ্রমে,
 নাহি যোব কোন ক্রমে, নিজ নিজ রূপ।
 নানা ভাবে ভাব হয়ে, অভাবের ভাব ধরে,
 বিরূপ স্বভাবে করে, স্বভাবে বিরূপ ॥
 সুখে নাহি কাল বঞ্চে, পড়িয়া বিষম-ভঞ্চে,
 রূপ রস আদি পঞ্চে, ভাবে নানা রূপ।
 আত্মহিতে বড় কর্ণ, সেই রাজ মূল-ধর্ম,
 কি কব তাহার মর্ম, অতি অপকর্ম ॥
 হয়ে মন অহঙ্কর, হুতাশ মনের তুল,
 দেখাও সহজ ভাব, স্বভাব অঙ্গুল।
 আর কত দিনে সবে, এক রবে এক কবে,
 এক ভাবে এই ভবে, হবে একরূপ ॥
 আত্মহিতে হবে রত, সবে রাজ একমত,
 না থাকিবে সত্যমত, ইচ্ছা-অহঙ্কর।
 ভিন্ন ভাব বাহ্য ধরে, নানা পথে ঘুরে মরে,
 আপন নামের তরে, নিজে বোঁড়ে রূপ ॥
 না চিনিয়া ভাল মন্দ, বড় অন্ধ করে বন্দ,
 নাস্তিতে ভাবের ধর্ম, দুখাব কিরণ।
 কালীবাসী করে জীব, শিবময় মন: শিব
 শিবরূপে না পুজিয়ে, পুজিল কিরণ ॥
 বকনা-মহের দোর, বাঁধিয়াছে বড় জোর,
 করিল কি মিছে শোর, চূপ চূপ চূপ ॥

বিষ্ণু—আড়া।

ভবে এরা কে রে হুরাচারী ॥
 অতি কদাকার, সেবি অতি কদাকার ॥
 কি নাহিলে হাঁড়িল সবুজে আহার।
 ভবে এরা কে রে হুরাচার-৪

ধৃতা

মর মর মর মর, জ রে এরে ধর ধর,
 কাট কাট, কেটে কালা, মার মার মার
 হায়ে এটা বেঁচে বেঁচে, বসেছে নিকটে এসে,
 গরি হেসে বেঁচে হেসে, করে কি ব্যভার ॥
 কিছু নাহি করে ভয়, বাড় নেড়ে খাড়া রয়,
 বুক চেড়ে কথা কয়, এত অহঙ্কার।
 অতি-নীচ হুরাশর, আমার সমান হয়,
 কত বড় লোক আমি ক'রে না বিচার ॥
 সহিতে না পারি বাহা, সকলেই করে তাহা,
 কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
 এ ব্যাটা, চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে গাড়ী,
 ঠিক যেন তলো- হাঁড়ি, মুখ ভার ভার ॥
 দারা সহ যোগ করি, বজ্রপি স্বভাব পরি
 এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার।
 কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ॥
 অর্ঘ মর্ত্য কেঁপে ওঠে, ছাড়িলে হৃদয় ॥
 মহাবীর আমি কোথ, বোধের কি রাখি বোধ
 জনমের মত তারে করেছি সংহার ॥
 উপরোধ অরোধ, হিতাহিত বোধবোধ
 কোনো কালে, আমি কারো, ধারিবোঁধে ধার ॥
 পিতা রাজা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই
 যখন বাহারে পাই, তখনি প্রহার।
 যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অন্ধ জলে
 আগে যেন পাগে গিয়ে চড় মারি তার ॥
 কত কত রাজকুল, কাংরো রাণিনি মৃত
 করিয়া জানের তুল, হয়েছি প্রচার।
 পরম্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা
 শোক পেয়ে দারা হত, করে হাহাকার ॥
 বিরি হত, ঘুরহর, হইলে আমার চণ
 অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার।
 কোথা হিসে প্রাপ্তির, গীত আমি দেখিয়া
 দেখিলোকে করিয়াছে অর্ঘ অধিকার ॥

গোড়াক গোড়াক কোণে, তড়াক তড়াক কোণে,
সুন্দর উড়ে গুড়ে, হোক হারিবার।
আমি তবু ভুবি ছায়া, আমি এগুটি ভুবি সান্না,
নিদ্রা করিয়ে কাঁচা, ঘরি একাকার।
ধরিলে ধূল-বেশ, অস্থির করিব বেশ,
অশেষ হইবে শেষ, শেষ থাকি ভাষ।
আকাশেরে চেয়ে নিরা, পাতালে কেলিবি শিরা,
পবন অমল কিত্তি, কোথা গবে আর।
বার বাসে করি বাস, তার কট মরুভাষ,
সকলি অগার হয়, নাহি থাকে সার।
অরুণা দেবী ভ্রান্তি, কোথা প্রভা, কোথা শান্তি,
কোথা দয়া কোথা কান্তি, নষ্ট পরিবার।
শত্রুগণে ফেলো মেয়ে, একেবারে দেও সেয়ে,
জগতে না হয় যেন, এবোব প্রচার।
অগ্নি আলো মন হুঁড়ে, সকলে মরুক গুড়ে,
আমরাই হুটি জুড়ে, করিব বিহার।

ভাই বরন, বড়-বরন, লজ্জাই বাক্য ফেলা,
মেড়া বোঝ ফুলাওকর, কিছু কেন হয় না।
কিছু যেন হয় না।
পাখি যেহে সেত ভেঙে, ভরা দাঁক জেব হেঙে,
পাল খড়া কড়া বোঁড়ে, কিছু যেন হয় না।
কিছু যেন হয় না।
প্রাণে আর নয় না, প্রাণে আর নয় না।
নয় না-রে প্রাণে আর, নয় না নয় না।
বাণ ফুটো বক ঠক, মুখে মিঠে হাতে টক,
বোসে আছে যেন বক, তব কত নয় না,
তব কত নয় না।
উদরে ধরেছে বেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী বেটা,
দেখিলে শরীর অল, ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না।
প্রাণে আর নয় না, প্রাণে আর নয় না,
নয় না-রে প্রাণে আর নয় না নয় না।

খেমটা।

প্রাণে আর নয় না। প্রাণে আর নয় না।
নয় না-রে প্রাণে আর নয় না নয় না।
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নথ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর গারে দিগে গরনা।
গারে দিগে গরনা।
তয়েছে ছাণোর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে শুভুরে ঘরি পড়ার তো বর না।
পড়ার তো বর না।
প্রাণে আর নয় না প্রাণে আর নয় না।
নয় না-রে, প্রাণে আর নয় না, নয় না।
দেওয়ার বিঘন ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,
মরুক ভাসের ভাই, ভাতে কিছু বর না।
ভাতে কিছু বর না।
বুক ক'রে পতি লরে, আমি থাকি এরা হরে,
বক্তিনী সন্তিনী মাগী, বাঁড় কেন হয় না।
বাঁড় কেন হয় না।
প্রাণে আর নয় না প্রাণে আর নয় না।
নয় না-রে প্রাণে আর নয় না নয় না।

ভাল—খেমটা।

বল বল, কিসে হ'বে, কুখা নিবারণ।
কঠোর জঠরজালা, করে জালাতন।
বুঝ
দাঁক ক'রে দিই পাঁল, এত ভাল এত ভাল,
একদিনে গেল কাঁল, কি করি এখন।
ভেল, লুণ, নাই বরে, হাড়ী ঠন ঠন করে,
নুতন করিতে হ'বে, সব আয়োজন।
সকলেরি মুখ-বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কাঁক কাঁহে যেতে পারি, পেতে পারি ধন।
চুপি ক'রে আমি কড়ি, পাছে শেব বরা পড়ি,
দিয়ে হাড়ি হাতে খড়ি, করিবে শাসন।
বড়ই বাড়িছে বেলা, ততই কুখার তৈলা,
আজ বুঝি কপালেতে, হ'লো না জোজন।
চল দেখি হাটে ঘাই, চিড়ে হুড়ি যদি পাই,
কাঁক ফুকা খেয়ে তবে, বাঁচাব জীবন।
এই দেখি শত শত, বড় বড় যদি বড়,
আমাদের করে না কেন, ধন বিতরণ।
গোরালার বাড়ী ভাই, তাঁড়-ভরা হানা দই,
চুপি চুপি কেন ভাই, করিয়ে হয় না।

কলবান্ বত পাছ, কলেছে বাতের বাছ,
 পুকুরেতে কত বাছ, না হয় গমন ।
 গাছে উঠে, ফল পাড়ি, জড় করি কাড়ি কাড়ি,
 বত পারি বাড়ী নিয়ে, করিব গমন ॥
 পুকুরের কর্তা ঘা'রা, এখানে তো নাই তা'রা,
 ছিপ্ ফেলে ঘরি মাছ, কে করে বারণ ।
 দেখে যদি ছিপ্ হুতো, না হয়-মারিবে হুতো,
 খুলো ঝেড়ে চোলে ঘাব, মুদিরে নয়ন ॥
 যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
 পেটে খেলে পিঠে সর, এই তো বচন ।
 চুরি ক'রে নং, টেড়ি, সে দিনে খেটেছি বেড়ী,
 না হয় আবার গিরে, খাটিব তখন ॥
 বেড়ী নয়, মল পরি, মাটি কেটে, দিন হরি,
 কায়াগার সে আমার, যত্নর-সদন ।
 হায়ে ওই খালখানা, যদি তাই বার আনা,
 স্মৃতি তো হবে তার, স্মৃতে বাপন ॥
 ঘোঁরায়া কাপোড় কাছে, ভাল ভাল ধুতি আছে,
 তুকুতে দিয়েছে, সব চিকন-বসন ।
 সবুজ, সফেদ লাল, পান্নাদার বেড়ে সাল,
 আনিরাছে পাল পাল, খোড়া মহাজন ॥
 মোগোল, পাঠান কত, কাবেলের মেয়া বত,
 উটে উটে, আনিতেছে, করিয়া যতন ।
 এ সব স্রবের ঘোঁর্ণ, যদি নাহি হয় ভোগ,
 তবে কেন করি মিছে, শরীর-ধারণ ॥
 বেনের দোকান লোট,-রূপা, সোনা, টাকা, নোট,
 বেঁধে মোট, ছোট-ছোট, পালা ওরে, মন ॥

(অত্রদিকে অবলোকন পূর্বক)

এই দেখি পেট ডোলা, ঢেঁকু'র উঠিছে চোড়া,
 হাতী, বোড়া, কত কত, করেছি তক্ষণ ।
 কোথার সিয়াছে গোলে, আবার উঠেছে জোলে,
 দে রে দে রে খেতে দে রে, বাঁচা রে এখন ॥
 কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনিই আনু আনু,
 থানু থানু কোরে বাই, এ তিন্ ভুবন ।
 প্রিয়ন্তমা তুকা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
 এই দেখ বুকে তা'রে করেছি স্থাপন ॥
 আমাদের হ'রে বশ, মনের বিষয়-রস,
 যুহুর্ন্তে ব্রহ্মাণ্ডকোটি, করিছে স্মরণ ।
 আমার কারণে তাঁর, নিজা নাই একবার,
 বাসনার পথে তধু করেন ভ্রমণ ॥

দেহ হ'লে নিজাতুল, তবু নাই তার তুল,
 বশনে আপন জাব, করেন আপন ।
 আমাদের ঘোর বেগ, কিলে তিনি নিকষেণ,
 মন-বিনা এই বেগ, কে করে ধারণ ॥
 হেন সাধ্য কার আছে, কে বায় যত্ন পাছে,
 মনের প্রবোধ দিয়া, কে করে ধারণ ।
 যদি কেউ বড়ি পেতে, কোনরূপে শুণে গৌণে,
 আকাশের কত তারা, করে নিরূপণ ॥
 যদি কেউ এ জগতে, উপারিতে কোনমতে,
 প্রতাপে করিতে পারে, বাতাস বহন ।
 কোনরূপে যদি কেউ, জলধির বত চেই,
 রোধ করি একেবারে, করে নিবারণ ॥
 প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
 ব্যাপি করিতে পারে, আকাশ-যতন ।
 পূর্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাবে প্রকাশে ছবি,
 সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন ॥
 এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
 হয় হয় হলে হলে কে করে ধারণ ।
 মনের কে দেবে বোধ, লাঠি ধোরে আছে কোথ,
 করিবে আমার রোধ, কে আছে এমন্ ॥

(তুকার মুখচূষন পূর্বক কুখার অভ্যাস)

কাতর হইয়া আর একদিকে মুখ
 করিয়া পেটে হাত দিয়া
 মুখভঙ্গিয়া ।)

পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
 সূদর অন্ধকার করি দর্শন ।
 চুকিয়াছে ভয়কীট, না মরে কুখার ছিট,
 চুসুকেতে কত আর করিব শোষণ ॥
 উঠিয়াছে বাই বাই, না যেটে আশার খাঁই,
 বাঁই বাঁই হবে সব ছাড়িছে বচন ।
 ঠাই ঠাই ডাঁই ডাঁই, বেন পর্কতের চাঁই
 কোথা হতে এসে করে কোখার গমন ॥
 এই দেখি এই এই, জগৎপরে নেই নেই,
 এ খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ ।
 কেবা বাছে পচা সড়া, কেবা আছে-বালিমড়া,
 বত পারি কত করি উদরে ধারণ ॥

ওই যে ঠাকুর-ঘরে, বাঁসুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাণ্ড নিয়া করে নিবেদন ।
ওতো কত শুদ্ধ নয়, এঁটো ককা সমুদয়,
কতকণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ ।
ওদের কুলের বধু, গ্রন্থের কুলের-বধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন ।
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার বামী,
ঘরে বসে মনে মনে করেছি রমণ ।
ওরা পেয়ে খাটু খানা, স্নেহে হয়ে আট খানা,
খোরে কত ঠাটু খানা করেছে খরন ।
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তার করেছি বাপন ।
দেবগতি তারাপতি, হ'ল গুরুদারাপতি,
তাঁহে কিছু একা নয় কায়ের সাধন ।
সন্তোষে হইল শোভ, না ভুগিলে পায় কোভ,
সেখে কঁদে পূজে ছিল আমার চরণ ।
আমি জাগি সর্ব আগে, কাম কোথ পয়ে আগে,
না চাগালে কেবা চাগে, সবাবি মরণ ।
মানসের ভালবাসা, বানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ ।
বিধি হরি স্মরন, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিলে কিছু করে না গ্রহণ ।
ধর্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কর,
সে যমের উচুপদ, আমার কারণ ।
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন ।
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টেন পায়,
নল-দিয়ে ছুধ করে উদরে শোষণ ।
য়েথে বস্ত্র অবরব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ক্ষেত ভেঙ্গে করিবে ভোজন ।
পিতা মাতা দেব গুরু, সবাব উপরে গুরু,
নিজ এঁটো সকলের করে বিতরণ ।

(আমার আর এক দিকে চাহিয়া ।)

তাল একতাল ।

হার হার মজিল নয়ন, কি করি এখন,
বল কি করি এখন ।
অপরাধ মনোলোভা, আঁহা মরি কিবে শোভা,
জনমে করি নি কত হেন দরশন ।
হার হার মজিল নয়ন ।

আঁহা এই নদীতটে, দোকান্ জাঁকালো বটে,
একবারে থলে গেল ভুলে গেল মন ।
বিদ্যাবর, পানতুয়া, বাসিত-চন্দন-চুয়া,
ভাসিছে হানির রসে, কিবে সুগঠন ।
পাক রেখে কড়া কড়া, ভাজিতেছে হানাবড়া,
পাড়ে রস, টু টু, মুখের বচন ।
অন্নল চিবুক-ভাঙ্গা, যেন বর্জনে খাঙ্গা,
অথবা কি, সরভাঙ্গা, মুচাক-বদন ।
মরি মরি কিবে নাগা, নিবুতি-সন্দেহ-বাগা,
মনোহরা, মনোহরা, শোভিছে শ্রবণ ।
পরোধর তিলেগজা, সাকানো রয়েছে মজা,
আর আর বোলে মন, করে অকর্ষণ ।
দেহেতে লাগণ্য-নীর, যেন পাড়া-শাঁকোকারী,
চল চল সর তার, স্নেহের যৌবন ।
এই কীর, এই সর, স্নেহের বহুতর,
হার, আমি কতকণে, করিব ভোজন ।
দিয়ে নিশি অলে খোলা, সদাই রয়েছে খোলা,
এক মনে গড়িতেছে, কত শত মন ।
নাহি দেখি দান তোলা, মনে মনে মনতোলা
সে মন ভজনে কত কে জানে কেমন ।
যাই দেখি মন এঁচে, যদি কিছু দেয় দেখে,
প্রতিগ্রাহী হয়ে তবে করিব গ্রহণ ।
না গেলে তো নয় নয়, যেতে এই করি ভর,
বোধ হয় জিলিপি জিলিপি যেন মন ।
আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরেনা ।
কিছুতেই ভরে না ।

আমার এ পোড়া পেট কিছুতেই ভরে না ।
অনন্ত ব্রহ্মাও ঢেলে, কাড়ি করে বেও কেলে,
নিখাসে করিব শেষ এক কোণে বরে না ।
আমার এই পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ।

কান্ত নই দিনে রোতে, বসেছি আটোল পেতে,
কখনই পুরিবে না কৌচড় আমার ।
ত পাই পেটে ভরি, সন্তোষে শোষণ করি,
তখাচ রয়েছ খালি, উদর-ভাঙার ।
কিছুতে না হয় তৃপ্তি, সন্তোষের কোথা দীপ্তি,
আমার ভরতে তারা, মিকটেতে চরে না ।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ।

কোনমতে নাহি আলি, কিসে হবে আংখালি,
দশন-বষণে সব, করি চূড় যাব ।
কুঠর অনলে পুড়ে, ছাই হয়ে যায় উড়ে,
কোথায় গিয়েছে তার, চিহ্ন নাই আর ।
উদরেই সমুদর, কোথায় উদরামর,
পেট কাঁপা ঘুরে থাক, বাহু কতু সরে না ।
আমার এপোড়া পেট কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ॥

বাসনার হয়ে বশ, খেতেছি বিবর-রস,
করেছি অখিলময়, রসনা-বিস্তার ।
আমার বিক্রম যথা, শান্তির সকার তথা,
বিবম ব্রান্তির কথা, বিশাল ব্যাপার ॥
আমার কি আছে ঘুম, কেবল ভোগের ধুম,
বত পাই তত বাই আশা কতু মরে না ।
আমার এ পোড়া পেট, কিছুতেই ভরে না ।
কিছুতেই ভরে না ॥

বাহার—খেমটা ।

দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাৎ পোরানো তার,
হ'লো পূর্ণিমেতে আমাবস্তা,
তেরো-পহরু অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে ব'লে গেল, বামী বটমী,
একাদশী'র দিনে হবে, জয়-অষ্টমী ॥
আর ভাদর মাসের সাতুই পোবে,
চড়ক পূজোর দিন এবার ।
সেই মররা মাগী মোরে গেল, মেরে বৃকে শূল,
বামুনগুলো ওবু'ল নিয়ে মাথার বোকে চুল,
কাল বিটিকলে ছিটি ভেসে,
পুড়ে হ'লো ছারেখার ॥
ঐ সূর্য্যমাঝা পূর্ব্বদিকে, অন্তে চ'লে যায়,
উত্তর দখিন কোণ থেকে আজ,
বাতাস লাগচে গার ।
সেই রাজার বাড়ী'র টাট্টি ঘোড়া,
শিং উঠেছে ছুটে তার ॥
ঐ কলু রাণী, ধোপা সানী, হাসতেছে কেমন ।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন ।
কাল কামরুপেতে কাক মরেছে
কালীধামে হাহাকার ॥

বাহার—খেমটা

কোর্কি কত নিজ গুণ প্রকাশ ।
আমার বাতালে হর সর্গনাশ ।
আমার ছারার আগে আগে, সাধা কে দাঁড়ায় ।
তরে উল্লুখর ফলনাভর, শুধু হয়ে যায় ॥
আমার দেখলে পরে অন্নপূর,
আপনি করেন উপবাস ॥
আমার মিটি কথা, যদি লাগে গার ।
যদি আড় নয়নে দিটি করি, ছিটি উড়ে যাব,
আমার পদাম পে খুঁচু চরে,
হাড়ে পজার হুকোদার ॥

রঙ্গিনী—চৌশদী

যৌবন গিয়েছে চোসে, শরীর পড়েছে
তবু আছ ঠিক বোসে, ঠোটে দিয়ে কস
ঠোটে দিয়ে কস ।
ভাল ভাল ভাগ্য জোর, কটাকেই কর
এখন' লাবণ্য তোর, করে টস টস-লে
করে টস-টস ॥
ভোরারি তোমার চেয়ে, এমন কে আ
ঈশ্বর ভকিতে চেয়ে, কর সব বশ
কর সব বশ ।
তুমি দিদি করলতা, সমাদর যথা তথা,
পড়িলে তোমার কথা, সব পায় বশ লো,
সবে পায় বশ ॥
স্থিরভাবে অষ্ট যাম, পদানত রতি কাম,
বায়ুবেগে তোর নাম, ছোটে বিক দশ লো,
ছোটে দিক দশ ।
দল হীন হ'লো কলি, তথাচ মোহিত অলি,
হ্যালো দিদি বুড়ো হলি, তবু এত রস লো,
তবু এত রস ।

বারোরা—আড়া ।

ছিছি ঘনি, ওখানে দাঁড়ায় কেন আর ।
এলো এলো, কোলে এলো বসো একবার ॥
আজি একি শুভদিন, আমি তব প্রেমায়ীন,
দেখি নাই বহু দিন, বদন তোমার ।

‘তোল’ প্রাণে মুখ তোল’, মুখের আঁচল খোল,
শোভায় হরণ কর, মনের আধার ।
করুণে ছেঁদে ধর, হর হর তাপ হর,
মানস প্রফুল্ল কর, এখনি আহার ।
তুমি লো প্রাণের প্রাণ, বাহিরেতে কেন প্রাণ,
তোমার করেছি দান, হৃদয়-ভাণ্ডার ।
শুন শুন প্রাণ-প্রিয়ে, দেহ নিয়ে মন নিয়ে,
প্রাণের আগুন গিয়ে কর অধিকার ।
নধর-পত্রব যেন, অধর শোভিত হেন,
নুপুরের ধ্বনি পায়, ভ্রমর-ঝঙ্কার ।
বচন কোকিল-স্বর, নরনেতে পঞ্চশর,
করেছে বসন্ত তব, দেহ অধিকার ॥

বাহার—খেমটা।

জয় মহারাজ, ভয় করো না আর ।
আমি কোর্কো একা, একাকার ।
এমন পতিব্রতা সতী আছে কে ।
আমি সাত পুরুষকে, রমণ করাই অতি প্লুকে,
সেই সাধ্বীসতী সাবিত্রীকে,
সদা ঘটাই ব্যভিচার ॥
আমার একটুখানি, বাতাস লাগলে পায় ।
বেচে কোশা কুলী, মুনি ঋষি, বেণ্ডা বাড়ী যায় ।
লোকের পাত্রাপাত্র, গোত্রাগোত্র,
এখন কিছু নাই বিচার ॥

আদরীগীতিকা ।

ছি ছি ছি, দোড়রে এসে, জোড়রে ধ’রে,
মনে আগুন কেন জ্বালো ।
ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
আর বোলো না, অমনি ভালো,
অমনি ভালো ॥

ছি ছি ছি, সন্টার মাজে, যদি লাজে,
দিনের বেলা রবির আলো ।
ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
আর বোলো না, অমনি ভালো,
অমনি ভালো ॥

ছি ছি ছি, সময় আছে, সবাই কাছে,

কামের পাশা কেন ভালো ।

ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
আর বোলো না, অমনি ভালো,
অমনি ভালো ॥

ছি ছি ছি, রক দেখে অঙ্গ জলে,

ঠিক বেন ত্রিভঙ্গ কালো ॥

ও কথা আর বোলো না, আর বোলো না,
আর বোলো না, অমনি ভালো,
অমনি ভালো ॥

বেহাগ—আড়া ।

তোমার ভোগের নহে, এ ভব বিভব,
ভাবের ভবন-ভব স্বভাবে সম্ভব ।
তুমি আমি নাহি রব, হবে মাজ এক রব,
যত সব, তত শব, এই সব, এই শব ॥
ধরি হে চরণ তব, মন হে প্রসন্ন ভব,
কাম-আদি মনোভব, কর পরাভব ॥

বেহাগ—আড়া ।

ওহে জীব, হও শিব, কিবে অশিব তোমার ?
সরল-স্বভাবে কর, সাধু ব্যবহার ।
সুযোগে করিয়ে যোগ, কর সবে হৃৎভোগ,
ভোগ, মোক্ষ ভরা এই, ভবের ভাণ্ডার ॥
ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম, পুরুষার্থ, যার নাম,
হৃৎ চতুর্ভুগাম, কর অধিকার ।
“করণা তরুর” তলে, যে বসেছে কুতুহলে,
চারি ফল এসে কলে, করতলে তার ॥
বায়ুবৎ ব্যবহারে, গতি করি এ সংসারে,
করণা-কুসুম-বাস, কর রে বিস্তার ॥
দেব হিংসা হর হর, দয়া-ধর্ম ধর ধর,
যত পার কর কর, পর উপকার ॥
সবে বেন বরে বরে, ভাল খায়, ভাল পজে,
কেহ বেন নাহি করে, হৃৎ হাহাকার ।
যে জন পামরমতি, হৃদয়-নিদ্রা অতি,
কেন গো-মা-বহুমতি, বহ তার ভায় ॥

আপুনিই হুখে রয়, সে কি হয় দয়াময়,
 পর হুখে দুখী নর, বুধা-জন্ম তার।
 কুস্মিন্দ্রা দেহের মর্থ, করিলে যে সব কর্ম,
 তার মাঝে দান-ধর্ম, শ্রেষ্ঠ সবাকার।
 করি ধন উপার্জন, কর কর বিতরণ,
 সঞ্চয়ের প্রয়োজন, কি আছে তোমার।
 বা করিবে বিতরণ, সে ধন তোমার ধন,
 মোলে পৈরে ধন জন সঙ্গে যায় কর।
 আপনি না খায় পরে, করেছে না, দান করে,
 বুধায় শরীর ধরে, সেই ছরাতার।
 যে জন রূপণ হয়, বেঁচে থেকে ম'রে রয়,
 সে যদি সজীব, তবে, মরেছে কে আর।
 কভু সে জীবিত নর, জন্মেতে জীবিত কর,
 কামায়ের জাতি সম, শাসের সঞ্চার।
 না পায় স্রবশ রস, ধরাময় অপবশ,
 কখন না থাকে বশ, দায়্য পরিবার।
 যত জন পরিজন, সব করে অবতন,
 পিতা ব'লে পুত্র নাহি ডাকে একবার।
 মোলে বাপ যায় পাপ, নাহি তার পরিতাপ,
 দায়্য মনে ইচ্ছা করে, বিধবা-আধার।
 রূপণের পিতা যিনি, পুত্রহীন কাজে তিনি,
 কখন কি কনু ইনি, তনব আমার।
 ধন-ভোগ নাহি করে, পাপ-ভোগ ভুগে মরে,
 রূপণ আপনি নাহি, হয় আপনার।
 অনাতা অধম জন, মাটি খুঁড়ে পোতে ধন,
 তার মাঝে প্রয়োজন, কত আছে তার।
 টাকি শোভে লোকে কর, বাজি খোঁড়া সে ত নর,
 অধ-পরনের পথ, করে পরিষ্কার।
 "কমলা" বচন ধর, সকলের হুখ হয়,
 অচলা হইরা কর, জগতে বিহার।
 প্রেক্ষিমা নিজ ঘেহ, ধনদাতা দেহ দেহ,
 কভু ঘেন নাহি কেহ, থাকে অনাহার।
 সমভাবে রবে সবে, কারো না নিপদ হবে,
 উগ্লে উঠুক তবে, দুখ পান্নাবার।
 লক্ষ্মীহীন, যত দীন, কত কষ্টে কাটে দিন,
 সংসারে ভাদেয় হয়, সকলি অসার।
 লক্ষ্মীহাড়া সবে কর, সমাধর বাহি রয়,
 পুণ্য সেই বিশ্বদর, লক্ষ্মী আছে যায়।
 ধনহলে বল ধরে, দরিদ্রের হুখ করে,
 হিতকর কর্ম করে, অশেষ প্রকার।

ধনেতে ধর্মের যোগ, ধনে হয় বর্ণ-ভোগ,
 এই ধন জীবিত্য, জন্মের আধার।
 তুমি রূপা কর করে, ভোগ যোগ দেহ তারে,
 কর তার একেবারে, ভিত্তাপ সংহার।
 ওমা লম্বি! ডাই কই, "লক্ষ্মীহাড়া" যদি হই,
 "লক্ষ্মীহাড়া" নামে হবে, কলক অপার।
 রূপণতা কর কেন? "রূপা দৃষ্টি" রাখ হেন,
 "লক্ষ্মীহাড়া" নাম বেন, না হয় প্রচার।

পাখাল-কাঁপতাল।

জানা গেল যত, করণাময়, করুণা তোমার হে,
 নামের মহিমা যদি না হরিবে,
 কাতরে করুণা দ্বিষ্ট না করিবে,
 জীবের বাতনা যদি না হরিবে,
 অনাথ তবে হে কেমনে তরিবে,
 তোমা বিনে আর কাহারে হরিবে,
 বল না কে আছে আর হে।
 ভবের ব্যাপারে হয়েছ ব্যাপারী,
 বিষম-ব্যাপার বুঝিতে না পারি,
 মূলধন কোথা মনে না বিচারি,
 লাভের ব্যাপারে মালিয়ার হারি,
 অসার-সংসারে করেছ সংসারী,
 কেমনে পাইব সার হে।
 মলম্ মলম্ হলেম্ মাটি,
 পায়ে বন্ধন কেমনে কাটি,
 নিরত মারিছে মাথার লাটি,
 কারাপারে পোড়ে কেবলি বাটি,
 বাটখাটি কোরে খেটে মরি শুধু,
 খাটি কর একবার হে।
 গৃহস্থ করেছ দিয়ে গৃহ বর,
 সকলি আপন, সকলি জো পর,
 নিজ নিজ ভাবে কহে পরস্পর,
 কারে বলি নিজ, কারে বলি পর,
 জনক জননী স্ত্রী সমাহার,
 শত শত পরিবার হে।
 জেগির-সত্ত্ব থাকিতে ভবে,
 বিষম-ব্যস্তল কেন হে ভবে,
 কি হ'লো, কি হ'লো, কি হবে কি হবে,

কারে দিব ভাব, কে ভাব লবে,
হের স্নান সবে, স্নান, স্নান করে,

কত করে হাতাকারি হে ।
সকলোই বেগি বসিন্দুখ,
বিপুল বিবাদে বিদে বুক,
ঐহিক সম্পদ ভোগের জুখ,
তাহাতে দিতেছ দারুণ সুখ,
ভোগেতে বন্ধনা, যোগেতে বন্ধনা,
লাগনা হইল সার হে ।

বিদ্যারি করিয়া দিলে না বিদ্যর,
ভার কি আছে বিদ্যের বিদ্যর,
এই বড় নাথ কুখের বিদ্যর,
বুঝিতে পারি নে তোমার বিদ্যর,
ভারী হয়ে ভার না নিলে যদি,
কারে দিব তবে ভার হে ।

দিলে না, হ'লো না, স্নেহের স্নেহাগ,
ভোগ করি শুধু, আপন কুভোগ,
এখন' রয়েছে যোগের স্নেহাগ,
সে যোগে কেন হে, না হর স্নেহাগ,
ভোগে কৰ্মভোগ, যোগে অকৰ্মভোগ,
এ যোগাযোগ কার হে ।

ভোগের স্নেহাগ আর তো যদি নে,
যোগের স্নেহাগ আর তো করি নে,
আমার আশায় আর তো মরি নে,
চরিত্রে আমি আর তো চরি নে,
আমি ছাড়ি আমি, তাই কর তুমি,
যা হয় স্রবিতার হে ।

আর কি হে আমি, এ আমি রব,
আর কি তোমারে, আমি হে কর,
একেবারে নাথ, দেখ কোরে সব,
মুখে আমি ভব, ভব নাম লব,
স্নেহে হব ভব-পার হে ।

ভজন ।

অরুণ অরুণ, শিরকো অরুণ,
বেরা শুকলী অরুণ ।
ভোম্ ব্ধ লেখ-মিতার লেহে পা,
লেহ এহীক-মৎ ।
বারা লেহ এহীক মৎ ।

কহি জাংকো না জানো বাবা,
না জানো দেবী, দেবা ।
এক মনসে, অর্হৎ জীকো,
পাণ্ডমে করো সেবা ।
বাবা পাণ্ডমে করো সেবা ।

বহুি বেনা আরে মনসে,
ভেসসে করো ভোগ ।
ছোড় দেও সব বুদ্ধকো বাৎ,
ভুজা বাপ্ যোগ ।
বাবা ভুজা বাপ্ যোগ ।
আব্ জি নারী, পর কি নারী,
যেতি ফেল সব ।
নেহি ছোড়্ যেও ক্যা পুরি জাব্,
ক্যা বেগ-কি রূপ ।
ভার্য্য কান বেগ-কি রূপ ।

এসে পাণ, এসে পুণ্ড, এহো পুণ্ডী বাৎ,
বরণসে ব্ধ বুক বোহি কত,
পাণ বার কোন্ পাণ ।
বাবা পাণ বার কোন্ পাণ ।

বিন্ বিন্ বিন্ বাজবে ঢালো বন' করিবার ।
তবু তেরে কি, শোবনু হোবে কঠোরতা সব্ মন,
বাধা কঠোরতা সব্ মন ।
কান্ বাজাব্ সে, লুই করো সব্,
কাহে হোতো ভাড়া ।
এই মোপমে ভোগ করো সব্,
বাধা কাহা পরলোপ কাহা ।
কাহা পরলোপ কাহা ।

অর্হৎ বেরা, প্রাণ-পেরারকো, অর্হৎ বেরা জানি ।
অর্হৎ পাণ্ডমে অর্হৎ করো সব্,
আরোহ্ না জানো আন ।
বাবা আরোহ্ না জানো আন ।

আলো—রূপক ।

হায় হায়, কি অধর্ম, মুখে বলে ধর্ম ধর্ম,
ছেড়ে ধর্ম, করে কর্ম, ধর্ম বোকা ভার ।
“অহিংসা-পরমধর্ম” করে না প্রচার ॥
কালনিক-আচরণে, হিংসা করে বড় জনে,
কিছুমাত্র নাহি মনে, দরার সকার ।
রচনা করিয়ে বেদ, বাগ্‌বজ্র, পরিচ্ছেদ,
করিতেছে পণ্ডাচ্ছেদ, বিবিধ-প্রকার ।
হত্যা ক’রে পুণ্য হয়, এই কি রে শাস্ত্রে কর ?
ওরে তোরা দুঃশয়, অতি দুঃশায় ।
অধর্ম্মেতে ধর্ম্ম লাভ, বিপরীত এই ভাব,
নিষ্ঠুরতা আবির্ভাব, অন্তরে সবার ।
পান্ডী যদি নর হয়, রাক্ষস কাহারে কর ?
সাপের অধিক এরা, সাপের আধার ।
এতদূর ভ্রান্ত হবে, যজ্ঞ করি পুণ্য হবে,
পুণ্যবলে স্বর্গে রবে, পেয়ে অধিকার ।
কিসে পাবে স্বর্গফল ? গোড়া কেটে ডালে জল,
পান্‌ ক’রে, পুণ্য বল, কবে হয় ক’র ।
চিরহারা, “আত্মা” নয়, মোলেই তো মুক্তি হয়,
পরলোক কেন কর ? হুক্তি কোথা তার ।
মিছে করি বাগ্‌ বোণ, ভোগে কষ্টভোগ রোগ,
দেহ গেলে ভোগাতোগ, কিসে হবে আর ?
অতি শঠ ছুই বারী, ভোগার ভোগার তারা,
হয়ে সবে আলো-হারা, দেখে অন্ধকার ।
“আত্মা” না থাকিলে আর, ভোগ তবে হবে কার,
আহা কেত একবার, করে না বিচার ।
কেন তোরা কষ্ট সোস ? হুখে কেন নষ্ট হ’স,
বুদ্ধ-মত যদি ল’স তারনা কি আর ।
হিংসা পাশে তোরে ঘাবি, সুখ বোক হাতে পাবি,
একেবারে দূর হ’বে মনের বিকার ।
যে নারীতে, যে সময়, ভোগের বাসনা হয়,
সেই নারী, সে সময়, ভোগ্য আপনায় ।
সে যে প্রিয়, তুমি প্রিয়, উভয়েই “রমণীয়,”
বীর আর পরকীর, ক’রো না বিচার ।
সুবাদ্‌ সম্পর্ক যেটা, কালনিক মিছে সেটা,
এখন হতেছে সৃষ্টি এখনি সংহার ।
গড়িয়া অলীক মত, ব্যালীক বাক্য বত,
অন্ধ ক’রে রাখিয়াছে, অখিল-সংসার ।

বাহার—খেমটা ।

প্রাণে, জলতে হ’লেই, বলতে হয় ।
শোভা মেসের লোকের আচার্‌ মেখে,
চোলেতে পখে করি ভয় ॥
টুক কারাধারে, সাধু ার,
বন্ধি-গুলো কন্দি ক’রে, পালান্‌ উড়ে ঘোর,
এক কাঁকা-ঘরে, শোলতে জলে,
কোন্‌ বাতাসে সে কিয়র ।
ওরে, “পাঁচ বরা” আর “দশ বরা” মেলা,
সাংগীরের লোক “একুণীয়েতে,”
কর্ত্তেছে খেলা ।
ক’রে ঢলাঢলি দশ্‌দিকতে,
চোলেতে থাকে সমুদর ।
এরা, অগ্রবীপের মেলা ক’রে সাং,
নেড়া হয়ে নববীপে, চ’লে যেতে চায়,
কেটা জলের ঘরে আশুন্‌ জলে ?
সহজ্‌ বড় সহজ্‌ নয় ।
হয়, দেখতে দেখতে সাং সমুদ্র পার,
কাছে থাকতে পারে, রাখতে পারে,
শক্তি আছে কার,
ওরে মুখে বহির হোলো পরে,
সাধ্য কি আর কথা কর ॥
তবে, প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্‌ আমার
আমার, তোমার তোমার, ছাড়ো মিছে ঠাট্‌,
এই ভাঙাঘাটে চেতরা পিটে,
বিছা করে পরিচর ॥
দেখি সমজাবে, সব্‌ গুলো অসং,
কেউ বেঁচে থেকে সং হ’ল না, মোরে হবে সং,
যার মাথা নাই তার মাথা-বাথা, খেপেছে
সব জগৎময় ॥

বি বিট—আড়খেমটা ।

ওরে, ভাটা, ওরে, ভাটা, ওরে ভাটা রে ।
এই কি রে তোম্‌ বর্ষ ॥
হি হি, এই কি রে, তোম্‌ বর্ষ ॥
এমন্‌ বাসব্‌ জন্ম পেয়ে, করিলি কি কর্ম ।
হি হি, এই কি রে তোম্‌ বর্ষ ॥
ওরে ভাটা, ওরে ভাটা, ওরে ভাটা রে,
এই কি রে তোম্‌ বর্ষ ।

নিষ্ঠে মেখে বিষ্ঠে-পায়, পক্ষে কাছে টেকা দায়,
কিলিবিলা করে "কিমি" হুঁড়ে গচা-চর্খ।

ছি ছি, এই কি রে তোবু ধর্ম;
ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা রে,
এই কি রে তোবু ধর্ম ॥

মস্তকেতে মাথা-মল, করিতেছে ভল্‌ভল,
রবিভাগে হরে জল, মুখে ঢোকে ধর্ম।

ছি ছি এই কি রে, তোবু ধর্ম।
ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা রে,
এই কি রে তোবু ধর্ম ॥

মুষ্টিখানা কদাকার, তাহে অতি ছুরাচার,
পিশাচের ব্যবহার, মরি কি অধর্ম।

ছি ছি, এই কি রে তোবু ধর্ম।
ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা রে,
এই কি রে তোবু ধর্ম ॥

নরকেতে ডুবে রোস, নিজে কতু নবু নোস,
শাজ ধ'রে কথা ক'স কোথা পেলি মর্ম।

ছি ছি, এই কি রে তোবু ধর্ম?
ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা রে,
এই কি রে তোবু ধর্ম ॥

গত গবা মুখ বোব, বুঝার করিস শোব,
শাত্তের বিচারে তোবু কিলে হবে শর্ম ॥

ছি ছি, এই কি রে, তোবু ধর্ম।
ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা, ওরে ভাংটা রে,
এই কি রে তোবু ধর্ম ॥

পরজ—পোতা।

ওরে ভিখারী! এই কি রে তোবু এসজ ॥

তোবু ধর্ম-কথার, মর্ম-ব্যথার,
কর্মদোষের আসজ ॥

এই কি রে তোবু এসজ।

দেখ যুক্তি-মতে, এ জগতে,
বড়াবে সব "উলঙ্গ" ॥

তুই বখশ এলি, ভাংটা ছিলি,
বাণি ছিল সর্বদা ॥

শেষ বাবি যখন, ভাংটা তখন,
হবি পুন আসজ।

কেন ভবের মাটে, কাপড় গোরে,
করিস মিছে হুরজ ॥

রাখ জানাহুলে, শাসনু ক'রে,
মানস্‌ মাতাল মানজ।

আমার স্বভাবসিদ্ধ মূর্তি দেখে,
কেন করিস আসজ ॥

তোবু বুদ্ধধর্ম শুদ্ধ নহে,
মিছে করিস কুসজ।

ছি ছি, কষ্ট পেয়ে নষ্ট হ'লি,
কবে হবে হুসজ ॥

তোবু মনে মরণা করলা ভরা,
বাহিরেতে পোরাড।

মিছে বাহির শানা, ফটিক চান্দা,
বিবদন্ত-ভুজঙ্গ ॥

তুই ঘোর তুফানে পোড়ে কেবল,
দেখিস তরল তরঙ্গ।

ওরে হির পাণিতে গভীর ভালে,
জলে কলের শূড়ঙ্গ ॥

ডোব, আমার সকে, প্রেমভরকে,
দেখ'বি কত হুরঙ্গ।

ডুবে থাকলে ধানিক, পাবি মাণিক,
নাচবি হরে জিতঙ্গ ॥

তোবু কাঁচাবান্ধু খাঁচা ছেড়ে,
উড়ে যাবে বিহঙ্গ ॥

নে আমার স্বীকে, কেটে শিকে,
কেলে ভিকে-করঙ্গ ॥

আড়ান—আড়া।

মন রে আমার, কর ভ্রম পরিহার।

মা জেনে অহং, কেন কর অহংকার ॥

মিছে আচে তুলে আঁচ, করিতেছ মাতপাঁচ,

করিতেছ কত কাচ, অপের একার।

পাঁচে করি পাঁচাপাঁচি, আচে কর আঁচাপাঁচি,

এ দিকে, যে কাছাকাছি হইতেছে জোয়ার ॥

প্রকৃতি বিকৃতি কর, কি প্রকৃতি তুমি ধর,
 আকৃতির তেমে কর মুকৃতি স্বীকার ।
 অতাবের ভাব ধরে, স্বভাবের অতাব করে,
 স্বভাবের ভাবে নাহি চরে একবার ॥
 কলিত-ভাবিত সবে, ভ্রমেতে ভ্রমিছে তবে,
 তবে আর কবে হবে ভাবের সকার ।
 তোমরা মানব যত, রয়েছ ত শত শত,
 অধিরত কত মত, করিছ আচার ॥
 চলিতেছ চলিতেছ, কত ছলে চলিতেছ,
 চলিতেছ বলিতেছ নরের আকার ।
 চল চল, চল চল, ছল ছল, যত ছল,
 কিন্তু তাই বল বল বল কর কার ॥
 একাকারে এলে দেশে, একাকারে বাবে শেষে,
 একেতেই হবে শেষে সব একাকার ।
 দেশ দেশ ক'রে ঘেব, বেশ বেশ ব'য়ে বেশ,
 দেশেতে বেশের ভেদ, ভাল দেশাচার ॥
 একেতেই সব হয়, একেতেই সব লয়,
 কিছু নয় কিছু নয় আকার প্রকার ।
 যখন এসেছ ভবে, উলঙ্গ তো ছিলে সবে,
 এখন বসন ভবে সাজে কি প্রকার ॥
 যখন মরণ হবে, বসন কোথায় রবে,
 দিগম্বর হয়ে সবে বাবে ভব পার ।
 মনে যার থাকে নিষ্ঠে, কি তার চন্দন বিষ্ঠে,
 এ শুচি এ অশুচি কি সে করে বিচার ॥
 ভিতরেতে ভরা মল, মন নহে নিরমল,
 বাহিরে ঢালিরে জল কর পরিষ্কার ।
 হার একি ভ্রম ধরে, মিছে অভিমায়ে মরে,
 বাহির পবিত্র করে ভিতর অসার ॥
 যায়ে বল নিরমল, আগে তাহা ছিল মল,
 যত দেখে মূল জল মলের ভাণ্ডার ।
 অমল কাহারে কর, মল ছাড়া কিছু নয়,
 মলময় সমুদ্র অখিল-সংসার ॥
 খাও অন্ন খাও জল, খাও মূল খাও ফল,
 পরিণামে হবে মল সংশয় কি তার ।
 সেই মল পুরস্কার, হলরূপে হয় সার,
 অসারের মাঝে সার কে বুঝিবে সার ॥
 অসারে ভাবিলে সার, অসারেই হয় সার,
 এ অসার এই সার বিবম-আকার ।
 সেহ মাঝে 'আত্মা' যিনি, অতি শুদ্ধ সার তিনি,
 অসারে সার হ'তে কে করে সংহার ॥

তুল-পথে সবে চলে, পূণ্য পাপ কারে বলে,
 জলধি মিলে জলে হয় জলাকার ।
 মরিগেই মুক্ত হয়, কিছু আর নাহি রয়,
 পরলোক কারে কর কারে কই আর ॥
 দেহে 'আত্মা' বায়ে কর, অবিনাশী সে তো নয়,
 শরীর হইলে লয় লয় হয় তাঁর ।
 এই হয় এই লয়, হয়ে আর নাহি রয়,
 স্বপ্নবৎ সমুদ্র ; কেবা হয় কার ॥
 সবাই খেয়েছে মন, সবাই টেনেছে পদ,
 পরস্পর তুলে কর আমার আমার ।
 কেন তাবে নারী নয়, এ—আমার এ যে পর,
 নয়ন বুদিলে পর সব অন্ধকার ॥
 কেবা কার হয় যোগ্য, কেবা কার চিরভোগ্য,
 বর্ষন যে ভোগ করে তখন তাহার ।
 করে দিব উপদেশ, ভোগের হইলে শেষ,
 তখন সঙ্কলেশ নাহি থাকে আর ॥
 আমি তো আমার নয়, নারী কি আমার হয়,
 যাহে বার অভিরুচি করুক বিহার ।
 ঘোব যেন নাহি ধরে, ঘেব যেন নাহি করে,
 এই ঘেব ঘোরতর পাপের আগার ॥
 পর কারো নহে কেহ, সমভাবে কর ঘেহ,
 রোগের আধার দেহ ভোগের আধার ।
 ঘেবহীন মহাধর্ম, বুঝে তার সার মর্ম
 আত্মহিতে কর কর্ম ইচ্ছা যে প্রকার ॥

ভজন ।

ভূটনিকৈতন, রিষ্টিবিনাশক,
 হৃষ্টি-পালন-লয়কারী,
 নিশ্চিত রজত, শেখরলোবর,
 ভাস্কর্য্য অটোয়ারী ॥
 সর্গশিবময়, সম্পদসমন,
 পঞ্চবর্ন মনোহারী ।
 রক্ত নিল হুস্তে, বোধ-প্রদায়ক,
 দক্ষহিঁতামনোহারী ॥
 সর্গ-সুভব, সর্গ-সুদৈব,
 তৎ সত্য, সত্যচারী ।
 নির্মল-নির্ভয়, নিভা-নিরাশয়,
 যং হি জিহ্বা-জিহ্বারী ॥

শাশ্বত-চিস্তার, বিশ্বপ্রকাশক,
আত্ম-অনাদি-অবিকারী।
সংহর ঈশ্বর সংসার-লিপাসী,
দেহি চরণ-সুধাবারি।
মা কালি মা-কালি, জয় কালি, জয় কালি।
মা তোমাকে প্রণাম করি।

কোপেতে জলিছে, দহুজ দলিছে,
হলিছে ভুবনময়।
কে রে, ললিত রসনা, বিকট দশনা,
করিবে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা,
হরে শবাসনা, বামা বিবসনা,
আগবে মগণা রয়।

বিকট—আড়া।

বেহাগ—আড়া।
নিজাপত্ত কত মন, রহিবে রে আর।
চৈতন্ত সহায় করি, ভাব সর্বসার।
বিষয়-বাসনাধানে জাগিলে না চিরদিনে,
জান না, যে, দিনে দিনে, যেতে হবে পার।
নিজপুত্রে রেখে ঘাটে, তপন বসেছে পাটে,
নিশা-নিশাচরী ঠাটে, করিবে আহার।
জ্ঞানের জাগাও আগ্নে, নিজে জাগো যোগেবাগে,
এই বেলা দিবাতাগে, কর আয়সার।
গুপ্ত-আজ্ঞা, আশা ছাড়ি, বায়ু ভরে দিয়ে পাড়ি,
সিদ্ধ পাবে গুরু-বাড়ী চল "সহস্রার"।
তবে তো চরমকালে, বিশাবে পরমকালে,
নাহি আর সেই কালে, কাল-অধিকার।

দহুজদলনী দুর্গা, জননী বাহার রে,
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, কি ভয় তাহার রে।
মুখে বল দুর্গে দুর্গে, তরিবে এ ভব-দুর্গে,
নাহি দুর্গানাম দুর্গে, কাল অধিকার রে।
কালীনামে কাল হয়, কালী-রূপ ধ্যানে ধর,
দেহ, মন, কালী কর, কালী সর্বসার রে।
কালীভক্ত যেই জীব, শিব তায়ে দেন শিব,
আপনি করেন তার অশিব-সংহার রে।
মুদিয়ে নয়ন তারা, অন্তরে জাগাও তারা,
তারাকারা প্রেমধারা, ফেল অনিবার রে।
তার-গুণ কর গান, তারা বিনে নাহি জ্ঞান,
তারানামামৃত পান, কর একবার রে।
তারানাম নাহি করে, দিক্ দিক্ সেই নরে,
বুধা সে শরীর ধরে, বুধা জন্ম তার রে।
কালী-সহ ভাব কাল, কালেতে পলাবে কাল,
ইহকাল, পরকাল, সফল তোমার রে।

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা,—বারিদবরণী,
তরুণী ভালে ধরেছে তরনি,
কাহার ধরণী, আসিবে ধরণী
করিছে দহুজ-জয়।
হেয় হে ভূপ, কি অপরূপ,
অহুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন-নিধন-করণ-কারণ,
চরণ শরণ লয়।
বামা, হালিছে তাবিছে, পাঙ্ক না বাসিছে,
হুহুকার রখে, সকল শাসিছে,
নিকটে আসিছে, বিপক্ষ নাশিছে,
গ্রাসিছে বারণ হয়।
বামা, টলিছে চলিছে, লাবণ্য পলিছে,
সম্মনে বলিছে, পপনে চলিছে,

বাহার—আড়া।

হায় হায় হায়, একি, স্তব্ধের বিহার।
ধরি চরণে তোমার, ধরি চরণে তোমার।
ছেড় না ছেড় না ধনি, স্বদয় আমার।
কারে আমি, আমি কই, আমাতে তো, আমি নই,
আমারে তোমার দিবে, হয়েছি তোমার।
এ প্রকার স্তব্ধদর, হয় নি হবার নয়,
এমন স্তব্ধের ভোগ কবে হবে কার।
বুচিল মনের বেদ, এখন পেরেছি ভেদ,
কণকাল বিচ্ছেদ না হয় যেন আর।
তোমারে জ্বরে ধরি, সর্ব্ব দুঃখ পরিহারি
ভূপ সম জ্ঞান করি নিখিল সংসার।

বেলাগ—একতালী।

ছহিন্দী বাহার—তেঙট।

কে রে বামা,—যোড়শী রূপসী,
 সুরেশী, এ যে নহে মাছুবী,
 ডালে শিশুশশী করে শোভে অসি,
 রূপসী, চাক ভাস।
 দেখ, বাজিছে বস্প, দিতেছে বস্প,
 মারিছে লক্ষ হতেছে কস্প,
 গেল রে পূবী, করে কি কীর্তি,
 চরণে কুস্তিবাস ॥

কে রে করাল কামিনী, মরালগামিনী,
 কাহারো স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
 রূপেতে প্রভাত করেছে বামিনী,
 দামিনীকড়িত-হাস ॥

কে রে যোগিনী সঙ্গে, কবির-রঙ্গে
 রণতরঙ্গে নাচে জিন্দে,
 হুচিলাগালে, তিমির অঙ্গে,
 করিছে তিমির নীশ
 আহা, যে দেবি পূর্ব যে ছিল শূর,
 হইল খর্ব, গেল রে সূর,
 চরণ-সরোজে পড়িল শূর,

রে মরণ,

বাঁচিল চন্দন বিধি চরণ,

মজ মজ মজ বিচার নীরদবরণ,

ক ভজ ভজ মজ মজের প্রকাশ।

মন মজ মজ পরিহার

মজ মজ মজ

জ করে ভিতর আরারী—হুঁরি।

আগে তাহ

গ জল মলের ভাঙ তাহাত্তরসে মজ।

মজ হা মজ মজ, শিবকালী ভজ ॥

মজ হা মজ মজ, আনন্দে স্বকার কর,

মজ মজ মজ মজ, মজ দেহে, পাদপদ্মরজ।

মজ মজ মজ, মুখে রটে, তার কি হুঁজিটে ঘটে,

কাবে শকা, মারো ডকা, চোড়ে তক্তিগজ।

আর কি কালের ভয় সে কাল কোথায় রয়,

মহাকাল কালী-মন্ডে তুলে দেও ভয়।

তাবে হও পদপদ, তুচ্ছ হবে ব্রহ্মপদ

করহ সম্পদ পদ কালীপদরজ ॥

রমণীর শিরোমণি রূপে মুনি-মন হরে।
 জিকুবন-মনোহোতা ধরাতে না শোভা ধরে
 শশধর ধরে শশ, কি তার রূপের ঘন,
 পরিপূর্ণ স্বধারস চারু মুখস্থধাকরে ॥
 অধরে মধুরহাসি, করে হুধা রাশি রাশি
 চেতন হরিল আশি, কুটিল টাক-শরে
 এ যে অতি রূপবতী, গতি ন গজপতি
 রতি ছেড়ে রতিপতি, রতি ন পায়ে ২
 কেন-বেবে জলধর, গগনচর,
 বরবার নিরন্তর ভেকে-কৈদে মরে
 আর দেখ বিবধরী, ধ্রুবে-বিধ ধরি,
 মাকে মাঝে কথা ধরি, রাগে ফৌস ফৌস
 ছেরি করপদরজে নলিনী মলিনী
 কলক-কণ্টক-সাজে প্রবেশিল সরোবরে।

খজন-গজনকর, রজন-নয়নবর,

অজন কি মনোহর, মন নিরঞ্জন করে।

কটি মানে মানী মানী, • নহে আর অভিমানে
 এ কটির কীণ মানি অপমানে বনে চরে
 বদনে রদন রাজে, উপমা না তাহে সাজে
 কনকমুকুর সাজে, যুক্ততা কি শোভা করে
 সুরতি-বাসের বাস, মরি কি হৃন্দরনাসা
 নিখালে চপলা খেলে, শীতল সমীর সরে
 অধর ললিত-রাগে, বিবকল কোথা লাগে
 রাগ দেখে রাগেরাগে, রেগে শেষে গোলে
 কুচ কলিকার কাছে, কদম্ব কোথায় আগে
 নিহরি শিহরি শেষে, আপনি আপনি ঝরে
 ললিত লাবণ্যকার, চোলে যেতে গোলে বা
 বিধি বুঝি হার হার, গড়েছে নবনী সরে
 পরশ "পরশ" প্রায়, অখচ সরগ হার,
 হইল স্বর্ণ কাষ, ঢলঢল রসভরে।
 স্বর্ণ মিছে উপলব্ধি, মানি নে স্বর্ণের বর্গ
 কপালিনী চতুর্ভুজ, ধরিয়াছে নিজ করে।
 হাড়িলাম স্বাভিমত, মনোমত এই মত,
 পেলেম পরমপথ, হার হার, হরে হরে ॥

আগেরা—আড়া।

সর্বজীবে সমভাব, ভাব ও রে মন।
মমতা সমতা কর, কষতা বেমন ॥
এই আমি এই মম, কেবলি মনেদি অম,
নিশির স্বপন সম দেহ ধন জন ॥
মাগন আপন রব, কেন কর জীব সব,
আগন পরীর তব, নহে রে আপন ॥
কথা আশ্রয় কেবা পর, প্রেমভাবে পরস্পর,
পূজ প্রভু পরাধন, পতিতপাবন ॥
কত দিন আর হবে এখনি তো দেখে হবে,
হেসে খেলে নেচে গেয়ে কর রে গমন ॥

বারেরা—আড়া।

এ তব-জীমজলদি, অকুল পাখার।
যদি না জানি সাঁতার।
তবু কি ভয় আমার ॥
দুর্গে কি আমি রব, হরি হরি সুখে কব,
সুখে তব নাম লব, হব ভব পার।
পদতরি দেহ তরি, হরি তর হরি হরি,
তাবিক নাবিক হরি, তুমি কর্ণধার ॥
গরজে নাহিক ডর, গুণধর গুণ ধর,
নিগুপের গুণে আছে, ত্রিগুণ সঞ্চার।
নাহি প্রতিকূল কূলে, লহ অকূল কূলে,
অকূল সাগরকূলে কেন রাখ আর ॥
কছু নাহি দেখি আর, হেরি শুধু নীরাকার,
নীরাকারে হ'লে বিভূ, তুমি নিরাকার ॥
কি কব চুখের লেখা, ডেকে নাহি পাই দেখা,
অকূলে পড়িরা একা, হেরি অন্ধকার ॥
বধম জীবণ ভব, ভবধর তুমি ভব,
প্রাণেরে প্রাণম ভব, ভবমুখার ॥

বারেরা—আড়া।

তবে বুধা জন্ম তার, মিছে ধরে নরাকার ॥
তবে বুধা জন্ম তার।
যার মনে নাহি করে, বিবেক বিহার ॥
দি চাও চিরপন, তাবে হও গদগদ,
হাড় অভিমানে রম কেন ভবন ॥

বোহ মদে হয়ে মত্ত,

তুলিয়া পরমত্ত

তবের না কেনে ভব, ভব কর কার ?
ভব তব পড় টোলে, তজ্জিনে বাঙ গোলে
সে তবের ভবী হ'লে, ভব নাই আর।
আপনার নহে কেহ, কার প্রতি কর মেহ,
তুমি কার কার মেহ, কর রে বিচার ॥
মন বশীকৃত করি, বিরাগের অর ধরি,
কাম-আদি বৃত্ত অরি, করহ সহোদর ॥

বেহাগ—আড়া।

কোথা হে অনাধম্য, বীন দরাসি ॥
কতদিনে বীন হীনে, হইবে সদর ॥
যোরতর মনোরোপ, কতই করিব ভোগ,
সুখের সুবোপ যোগ, কখন না হয়।
বিবদ-বাসনা রস, পরিহারি একাদশ,
যদি এসে হয় বশ, তবে করে ভয় ॥
হয়ে মন আত্মচারী, প্রবৃত্তির আত্মধারী,
রিপুদের আত্মকারী, আত্মকারী নয় ॥
কল্পনার সিংহাসনে, মোহে বুদ্ধ প্রতিফল,
কেমনে হইবে মনে, বৈরাগ্য উদয় ॥
না কেনে আপন বিত্ত, অনিত্য তাবিয়া নিত্য,
বিবদ বিকল চিত্ত, সকল সময় ॥
করি এই অস্বপ্ন, দেহ নাথ নিজবোধ,
লোভ বোহ কাম ক্রোধ করি পরাধর ॥

ললিত—চুংরি।

একি রে সেই বারাগনী—সেই বারাগনী,
একি সেই বারাগনী,
একি রে,—সেই বারাগনী ॥
উত্তরে বরুণা যার, দক্ষিণেতে অনী ॥
পতিতপাবনী-পদ্মা, সমুখে আপনি তলা,
দক্ষিণকারি বাটে, লভে তজ্জমি ॥
বেবদেব অরহর, পরমদেব বিবেকধর,
দক্ষিণে হুজি যার, বামভাগে বলি ॥
কীট-আদি বৃত্ত জীব, সকল হতেছে শিব

অঙ্গের অঙ্গর বত, হাঁহাকার করে কত,
বিবরবাসনা বিষ—বাঁহিনিষি পলি।
অন্তভাবে শোভা ধরে, অন্তরেতে আলো করে,
জিতাপতিমির হরে জ্ঞানরূপ শশী ॥

বারোঁরা—তেওট।

বে বা বলে, বলে বলে, বলুক রে।
বলে, বল আছে কার।
প্রত্যয় পরমনিধি, মনে জেনো সার ॥
ভক্তি রাখ, শ্রদ্ধা রাখ, আপনার ভাবে থাক,
যে নামেতে ইচ্ছা হয়, ডাক একবার।
যেও না রে কার দ্বারে, আপন কন্যাপাগরে,
ভাবভরে ভাব তাঁরে, ভাবনা কি তার ॥
না জেনে আচার ক্রম, বিচার কামোড় সম,
কি ছার মনের ভ্রম, মিছার বিচার।
দেশ কাল পাত্র ভেদ, ধর্ম বর্ণ পরিচ্ছেদ,
ঐভেদ অন্তরে খেদ, স্বভাবে সকার।
সার-মতে রেখে মতি, সার-পথে কর গতি,
সিদ্ধজলে নদী নদ সব একাকার।
যেখানে সেখানে রবে, কোন কথা নাহি কবে,
শুধু তাঁর নাম লবে, বদনে তোমার।
ধরো নাক কোন বেশ, করো নাক কিছু ঘেব,
মূল মাত্র উপদেশ, আত্মা মুলাধার।
বাহার যেমন ভাব, তাহার ভেমন লাভ,
স্বভাবে ভাবে করে, সাকার স্বীকার ॥
ভাবগ্রাহী জনাঙ্গিন, সবারি অন্তরে রন
স্বভাবে সদয় হন ভাব লন তার।
ছিঁড়িলে ভারির শিক, নষ্ট যথা ছই দিকে,
একেবারে ভেঙ্গে যার ছ'দিকের ভার
সেইরূপ ঘেবী যত, ছই দিকে হয় হত,
সংসারমাগরে ডুবে না পায় পাথার।
আকার প্রকার তার, হয় হ'ক যে প্রকার,
বিচার করিয়ে তার ফল নাই আর ॥
তত্ত্বহুদে মগ্ন হও, একেবারে ডুবে রও,
পুনর্বার ভেসে আর, দিও না সঁতার ॥

তৈরবী—মাড়গেহট।

এসে আনন্দধামে, সুখেতে আনন্দ কর।
তুলে সদানন্দ চিদানন্দ, নিরানন্দ কেন ধর ॥
ভোগ কর পার যত, বোণ কর সাধ্য-ন
ভোগে বোণে হয়ে রত, আনন্দকাননে চর।
না হ'লে ইচ্ছার ভোগ, করো না রে অহুযো
পাপরোগ, কর্মভোগ, একেবারে পরিহার ॥
নাটে নাটে, ঠাটে ঠাটে, ফির না রে বাটে বা
এ ভব-আনন্দহাটে, নিরানন্দে কেন মর ॥
স্বভাব করিরা রশ, স্বভাবের পাণ্ড য'
তৃপ্ত হয়ে থাক রস, কাছে সুখারস্রাকর ॥
যত দিন তবে থাক, এত ভাব মনে রাখ,
চর্গা ব'লে সদা ডাক, নেচে গেয়ে কাল হর।
অপরাধ কিবা রূপ, অরূপের দেখ রূপ,
ধরেছ মানবরূপ পেয়েছ তো কলেবর।
প্রকৃতির যত কার্য, কিরূপে হতেছে ধার্য
হের হের মহারাজ্য চাক বিধ-চর্যার ॥
দেখ নিশা দেখ দিবা, মরি কি বিমল-সিতা,
কিরূপ ধরেছে নিভা নিশাকর দিবাংকর।
যিনি এই ভবকর, অখিল ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর,
প্রজা হয়ে তাঁর করে দান কর প্রজা-কর ॥
রোগ দন্ত অহংকার, কর কর পরিহার,
যিনি এই সর্বসার মনে মনে তারে সার।
যে পেয়েছে সার মর্ম, সে কি মানে ধর্মার্থ-
জদয়ে উদয় শর্ম পরব্রহ্ম পরাংপর ॥

ললিত—তেওট।

কর কর কর মন, রেহ পরিহার।
বিষয়-বিশাল বিষ, অসার-সংসার ॥
পক্ষের প্রপঞ্চ দেহ, মুঞ্চ মন তঞ্চ-সেহ,
পঞ্চাতীত আত্মা বিনা, কেহ নাহি আর ॥
ভ্রমময় মায়-মুগ্ধ, ইঞ্জির-গলিত মূত্র,
মিছে কড়া, মিছে পুত্র, মিছে পরিবার ॥
অন্ধ বত নরলোক, নাহি ভাবে পরলোক,
ভ্রান্ত হয়ে ধরে শোক, করে হাঁহাকার।
আপনি আপন জানো, আত্মধনে মনে মানো,
আর সব পর শুধু, আত্মা আপনার ॥

রাখপ্রদায়ী হয়।

দলিত—আড়া।

এ জগতে কি আর আছে।
বল কি আছে, কার কাছে চাখো,
এ জগতে কি আর আছে।
আর,—কোথাও নাই রে কোথাও নাই রে,
যা আছে তা, আশার আছে।

পর।

আর চাই নে চোখে, চাই নে কিছু,
নাচি নে আর নাটের নাচে।
ওরে সবাই এসে, নৃত্য ক'রে,
আমার কাছে পেলা যাচে।
যতন্ ক'রে যতন্ পেজন্
মতন্ মতন্ বাছের কাছে।
আমি কীচা-সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ফুল বুটো কীচে।
তুমি আমি ভেদ রাখ নি, দেখাজ্জ,
সব জাঁচে জাঁচে।
আমি যা পাব তা পাব শেষে,
পাঁচ মিশাগে, পাঁচে পাঁচে।
এইট-যাত্র ভিক্ষা করি,
বিড়বনা ঘটে পাছে।
ওহে দোহাই ঈশ্বর, দোহাই দোহাই,
মই কেড় না তুলে পাছে।

সিদ্ধভৈরবী—একতাল।

কোথা হেঁচর বিবেচর, রেন লজ্জা নাহি পাই,
রাজাপন ধ্যান করি, কালীধামে বাই।
হর হর হরি, মুখে শুধু জপ করি,
দুর্গানাম বল বিনা, অজ্ঞ বল নাই।
ইচ্ছামর বেদে কর, নাম ধর ইচ্ছামর,
মসে যাহা ইচ্ছা হয়, কর নাথ তাই।
হ'লে জর ভাল হয়, না হর তো নয় নয়,
পাঁচে পাঁচ হ'লে লর, পদে দিলো ঠাই।
তোমা বিনা নাহি জানি, তোমা বিনা নাহি মানি,
নিরন্তর মনে শুধু, তব গুণ পাই।
রূপা কর রূপামর, আর না যতনা মর,
ঘুচে থাক তবক্ষুধা, তবক্ষুধা খাই।

হরি হে তোমারি দোহাই।

তোমা-বিনে এ জগতে আর কেহ নাই।
দেখ নাথ, দেখেদেখ, নিরন্তর অন্তরে থেক,
তবতর-ভাঙ্গা, রাজা-পথে দেহ ঠাই।
আমি হাস তুমি বায়ী, আমি হে তোমার আমি,
তুমি তুমি, আমি আমি, হ'তে নাহি চাই।
সুখা যিই অতিশর, আশাদনে তৃপ্তি হয়,
সুখা আমি হবনাক, সুখা আমি খাই।
তোমাতে হইলে লর, "তুমি-বোধ" যদি রর,
আমার "আমি" হয়, কতি তাহে নাই।
সুচাও সকল আশা, না হয় না হয় আশা,
মনে যাত্র এই আশা, শ্রীচরণ পাই।

ভৈরবী—আড়া।

মারুণ শোকের বাণে, দহিছে হৃদয় রে।
জেনেছি আশারে বিধি, নিতান্ত নিদর রে।
বহে ধারা হৃদয়নে, মোহে মুগ্ধ প্রতিজ্ঞে,
কেমনে হইবে মনে, প্রবোধ উদর রে।
যেখানে মমতা-স্রোত, ব্যাপিরা রয়েছে দেহ,
বিবেকাদি ব্রুতি কহু, সেখানে কি রর রে।

সঙ্গীত।

একি গো, এ কি গো, মা গো মা গো, ও মা,
এতো নহে মা গো, শুভ সমাচার।
বিষম-বিশাল-বিষম-বাসনা
বিষেতে বিজুর খটল বিকার।
কেমনে কে মনে প্রদান করিল,
প্রবৃত্তি-প্রণয় পূর্ণসংসার।
জগতে জনক যাতনা জাগেতে,
যতনে জড়িত হবে পুনর্জার।
ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক,
কে আছে এমন, কারে বলি আর।
সর্বমূল্যধার হয়ে সর্বদায়,
সারেতে কুরুণে হতেছে অসার।

ভজন ।

জয় যশস্বতী, যশস্বতী,
জয় জয় যশস্বতী হে ।
অগ্নিগণেশ, অগ্নিগণেশ,
অগ্নি অগ্নিগণেশ হে ।

মুখ ।

মরি মরি কিবে মাধুরী হার,
মহেশমানস মোহিত তার,
মহী মোহকর-মদনমোহন,
মুক্তি-মনোহর হে ।

মোহনমুহূট মুখশোভিত,
মধুরানবীণ-মৃদু-মাধব,
মধুরমুরলিধর হে ।

ব্রজবল্লব * বালকব্রজবল্লভ †,
ব্রজবল্লবী ‡ ব্রজভাবপুংসব্রজ,
বীশরীবদন-বিশিনবিহারী,
বিনোদ বঙ্কিমবর হে ॥

বারিধিবালিকা বিহারবিশালী,
বামিন-বকারি বংশীবটবাসী,
বিবিধি বাসব-বিশেষ-বাহিত,
বিরাট-কলেবর হে ।

নিবিড় নীলনলিননয়ন,
নবনীলোলুপ-নন্দনন্দন,
নবীননীরদ নিমিত্ত রূপ,
নিখিল-নটবর হে ॥

পরমানন্দ-প্রেম-প্রসঙ্গ,
প্রমোদগীষু প্রসূত অঙ্গ,
পতিতপাবন প্রণতপালক,
পরমপুরুষ পর হে ।

তপমত্তনয়ন টবিহারক,
তপনতনয়নতাপতারক,
তাপিত প্রসিত-তনয়ে জাহি,
হরি হরিতর হর হে ॥
কণকাল রে ।

রামকেলী—হুংরি ।

ভনহে, হুংরনরাজ, বাসন আমার ।
হাড়ি হাড়ি যেহ হিংসা জ্যেষ্ঠ অহঙ্কার ॥
কুশালিলে জ্ঞান কর, বিরাগ-বসন পর,
ধর ধর অঙ্গ ধর, কমা অলঙ্কার ।
ভয়ানক এই জ্যেষ্ঠ, রাখে না পদার্থ-বোধ,
উপরোধ অল্পরোধ, করে পরিহার ।
জ্যেষ্ঠের অধীন বারা, আঁধি থেকে অন্ধ তারা,
অমে কছু হিতাহিত, করে না বিচার ॥
মরি মরি আঁহা আঁহা, কমা ধৈর্য গুণ বাহা,
পৃথিবীর কাছে তাহা, শেষে একবার ।
তরুর বভাব ধর, ছেদকের চুংখহর,
যত পার, তত কর, পর উপকার ॥
প্রিয়হাস, প্রিয়ভাব, সদালাপ স্নেহভাব,
সকলে সমান ভাবে, সদা সদাচার ।
মুখেতে মধুর রস, পাইবে মধুর যশ,
নীলতার কর বশ, অখিল সংসার ॥

রামকেলি—আড়া ।

মহারাজ, কর দরশন, জুড়ালো নয়ন,
হেরে জুড়ালো নয়ন ।
আঁহা আঁহা কিবে শোভা, জিহুবন মনোলাভা,
মুখে আর সরে না বচন ॥
একেবারে অঙ্ক হ'লো, প্রাণ আর মন ॥
দেহে আর নাহি পাণ, ঘুচে গেল সব তাপ,
ভবভয় সমুদ্র, হ'লো নিবারণ ।
যে দিকেতে কিরে চাই, মোহিত হইরা বাই,
পুন আর পারিনেক' ফিরাতে নয়ন ॥
অর্গ আর কায়ে বলে, চতুর্দর্শ করতলে,
সমভাবে জলে স্থলে, মুক্তির সদন ।
আশাশয় হরিবারে, বররূপে বরিবারে,
ভজিতরে মুক্তি নারী, করে আকর্ষণ ॥
কারে বলি হার হার, হুংরুজ নর-কার,
এতদিনে হ'লো তার, সকল জীবন ।
পাদপদ্মে সদাভ্রত, হয়ে তার, মধুব্রত,
গান করি মকরন্দ করিব ভোজন ॥

* বরব ।—গোপ ।—আহির ।

† ব্রজভ ।—নারক, প্রিয়, অধ্যাক । ‡ বরবী ।—গোপিনী ।

হাক আকড়াই গীত

মহড়া ।

কি ভাবেতে যেতে বল, শাস্ত হওরা দায় ।
আমরা কেমনে যাব ঘরে, প্রাণে না ধৈর্য্য ধরে,
রাই গো সকলে মজি এস কৃষ্ণের পায় ।

অস্তুরা ।

কালরূপে ভুলাইব সব গোপিকায়,
কৃষ্ণ হবেন অমুকুল যত পোকুলে পোকুল,
গোপী গোপকুল হ'ল হ'ল অতিকুল ।

চিত্তেন ।

ভেবেছ কি মননে, গোপনে ভাবিবে কৃষ্ণে,
শ্রীকৃষ্ণের ভাবে হয়ে নিবিটে,
একি কথা শুনি রাখে,
সুধু শ্রীকৃষ্ণ তোমার নয়, সকলের দয়াময়,
যে মজে শ্রীকৃষ্ণের রাঙ্গা পদে ।
সবে ভাবিব কৃষ্ণ-ভাব শ্রীকৃষ্ণের দাসী হব,
শ্রীকৃষ্ণ পাৰ এই যমুনায় ।

গীত ।

অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে ।
আর চিন্তামণি অন্তরে তার কি চিন্তা মরণে ?
যে জন কৃষ্ণ বলে একবার,
অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার,
শুন শ্রাম গুণধাম, তব নাম করি সার ।
ভক্তি-ভবজলধি-জলে হয় পায় ॥
তুমি হে দীননাথ, অকিঞ্চনের ধন,
তব ভক্ত জেনে সার, করেছিলাম পদ সার,
তবে কেন ঘটিল এমন ?
বিপদে নাহি দিলে পদাশ্রয় !
কেমন ধর্ম্ম তোমার, ওহে ভক্তাধীন দয়াময় ।
কি কর রাখব. যে তব ব্যবহার ।

যার কৃষ্ণ জ্ঞান, কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ প্রাণ,

কৃষ্ণ হে তার কি দশা এমনি হয় ?

ক'সের দাসী হে ছিলাম আমি হরি,
দিয়ে রাঙ্গা পদে স্থান, রাখিলে হুঃখিনীর মান,
আমি নারী চিন্তে নারি ।

কুরুণা কুংসিতা আগে ছিলাম আমি শ্রাম,
পরে হৃন্দরী করি, আমার শ্রীহরি,
রাখিলে হে নিজ নাম, তোমার মহিমা অহুণাম,
বিশ্বদরী তুমি ঐ তোমা বই নাহি জানি শ্রাম ॥

গীত ।

নব নীল নীরধর কলেবর,
আহা মরে বাই ।
অপরূপ রূপ, এ রূপের স্বরূপ, দেখি নাই ।
আহা মরি কিরূপ লাগনা,
চাক কলেবর, জুবন আলো করে,
ভাব ভবিতরে, হয়ে চৈতন্ত ।
চাক পলকে পলকে, দামিনী নলকে,
ঝলকে ঝলকে ও কাল কার ।
আমি কেন আজ এলেম যমুনায় ?
প্রাণ সহ, চেয়ে দেখ ঐ,
প্রেম-পবনে করি ভর,
উঠেছে জলধর ধর গো ধর,
মানস-চাতক উড়ে যায় ।
এ ভাবেব বল অভিপ্রায় ।
সখি, ঐ মেঘে হ'ল জল,
দাঁড়াবার নাহি স্থল, বল গো বল,
বুকে কি করি উপায় ?
আমি কেন আজ এলেম যমুনায় ।

গীত ।

ও কে তুমি হে নবীন জটাবারী ?
 মনোহর কলেশ্বর,
 নটবর যোগেশ্বর,
 চাহ চকিতে চকল চারুচক্রে
 ডিকার হুলি কক্ষে,
 কহ কি দুঃখে,
 হ'লে তুমি জটাবারী ?
 পিরে ভাল জটাকাল,
 কলিকাল শশিভাল,
 সিরে ভাল বাজে গাল,
 ত্রিরাধা ব'লে,
 এ কি ভাব দেখালে ?
 আবার শিলেতে গান বলে কিশোরী ।

গীত ।

অতি সরল বাঁশের
 মোহন বাঁশরী আমার ।
 এ রবে কে রবে ?
 যাতে ব্রজাঙ্গি দেখপণে সবে,
 হয় উচাটন ।
 সাধে কি মন ভোলে পোশিকার ?
 ব্রজার স্বজন,
 আমার এই মোহন বাঁশরী ।
 আমি কীরোদে পেরেছি,
 স্তন ও সহচরী !
 এত অস্ত্র, সামান্য
 বাঁশের বাঁশী নয়—
 বাঁশী কত গুণ ধরে, আমার অধরে,
 সর্বদা নাম ধরে ত্রিরাধার ॥

গীত ।

অভাবে অভাব সব,
 কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের কি ভাব ।
 অতু বসন্ত আগমনে,
 বৃন্দাবনে যেন বর্ষার আবির্ভাব !
 একি প্রেমান হ'ল,
 কিলে বাঁচে জীবন ?
 মরে সব গোপগোপীগণ ।
 রাখার নয়ন নীরধর,
 দেখে ঐ নিরন্তর
 কৃষ্ণবিরহ-বারি করে বরিষণ ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে বদনে—
 তুষিত চাতকী সম হইলে মানস মম,
 ছুড়াইব কৃষ্ণ-প্রেমবারি বরিষণে—
 আবার কুহরব বজ্র হানে পিকবর ।
 মনের বিবাদে, কাঁদে ত্রিরাধে,
 কোথা বিপদে দরাময় ।

গীত ।

আমার এই মনোরঞ্জে
 আজ এসেছে বিভূ নিখরায় ।
 বক্তচক্র বিবেক হয়,
 জ্ঞান প্রজ্ঞা হয়,
 রজ্জু তার ।
 আছে বাসনা-সারথী,
 তুমি হয়ে রথী,
 রথে, আমার মানস-পথে,
 চল সহস্রার ।
 তুমি আনন্দ-আলোক,
 বালক-পালক,
 হরি এ দীন বালকে,
 বিবর-বারি কর পার ॥

